

ଜନ ୧୭୪୨, ଶକାବ୍ଦ ୧୮୫୭, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୯୦୫

৬নং পার্শ্বাগান লেন, কমান্ডার্সিয়াল গেজেট প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি-এ, কর্তৃক মুদ্রিত ।

নিবেদন

ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয়পাদে আমাদের দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই পাদে পরমতথগুন থাকায় এবং সেই সকল মতের গ্রন্থাদি মূলভ নহে বলিয়া অনুবাদে এবং টীকারচনায় অত্যধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। নির্ণয়সাগরের মুদ্রিত পুস্তক আজকাল সকলেরই অবলম্বন, কিন্তু তাহাতেও দুৰূহস্থলের সকল পাঠ সম্ভব হয় না। এজন্য অনেক স্থলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির সাহায্য লইয়া পাঠ সম্ভব করা হইয়াছে, এবং প্রায় সকলক্ষেত্রেই পাঠাস্তরও প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্বৈত অনুবাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয় এজন্য বহু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

ভামতীপ্রভা টীকাটি এবার অতি দীর্ঘ হইয়াছে, এজন্য তাহা পৃথক্‌খণ্ডে মুদ্রিত হইবে। এই খণ্ডে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাংখ্যতীর্থ মহাশয় শোধানাদিব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আমাদিগকে চিরবান্ধিত করিয়াছেন।

রথযাত্রা
১৭ই আশাঢ়
১৩৪২ সাল

}

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ
৬নং পাশিবাগন লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

ভগবদ্গীতা এই দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শাক্তভাষ্য, ভাষ্যটীকা, ভামতী, এবং ভামতীটীকা কল্পতরু ও ভামতীপ্রভা এবং ভাষ্যভামতীর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইল। এই দ্বিতীয়পাদে মহর্ষি বেদব্যাস যুক্তিধারা পরমত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার বিবৃতি করিয়াছেন। একজ্ঞ দার্শনিক বিচার ও চিন্তার পক্ষে এই পাদটী বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে অর্থাৎ আমাদের প্রথমখণ্ডে, বিপক্ষের আক্রমণের উত্তর দিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু পরমত খণ্ডন না করিলে স্বপক্ষস্থাপন সম্পূর্ণ হয় না, একজ্ঞ এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া সেই স্বপক্ষস্থাপনের পূর্ণতা সাধন করা হইয়াছে। অবশ্য এই স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষখণ্ডনের উদ্দেশ্য ঐতিমূলক মতসমূহের সহিত বেদান্তমতের অবিরোধপ্রদর্শন। কারণ, প্রথম অধ্যায়ে ঐতিমূলক মতসমূহের সহিত বেদান্তমত প্রদর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু সেই সময়ের সহিত ঐতিমূলক অপর মতগুলির যদি অবিরোধ প্রদর্শন না করা যায়, তাহা হইলে সেই সময়ের সূক্ষ্ম হয় না, এই জ্ঞাই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সময়ের সহিত যে ঐতিমূলক অপরমতের বিরোধ নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইল। আর সেই অবিরোধপ্রদর্শনার্থ তাহারই অন্তর্গত প্রথমপাদে স্বপক্ষস্থাপনের পর দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষখণ্ডন করা হইল।

একজ্ঞ যে সব মত একেবারে ঐতিবিরুদ্ধ, অর্থাৎ ঐতির নিন্দাসহকারে প্রবৃত্ত, যথা—চার্বাকাদির মত, সেই সব মতের খণ্ডন এখানে আর আবশ্যক হইল না। বস্তুতঃ চার্বাকাদি যে বেদনিন্দায় প্রসিদ্ধ, তাহাদের এই জাতীয় ব্যাখ্যাবলী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। যথা—

১ ত্রয়ো বেদশ্রু কৰ্ত্তারো ভণ্ডধূৰ্ত্তনিশাচরাঃ।

জৰ্জরী তুফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ শ্রুতম্ ॥

অর্থাৎ ভণ্ড, ধূৰ্ত্ত ও নিশাচর—এই তিন জন বেদের কৰ্ত্তা। কারণ, জৰ্জরী তুফরী (শ্লক সং ১০।১০৬।৬) ইত্যাদি অপ্রসিদ্ধ বচন পণ্ডিতগণের স্মরণ করা হয়। একজ্ঞ বেদনিন্দাকারী চার্বাকাদির মত এই দ্বিতীয়পাদে আর খণ্ডিত হয় নাই। একজ্ঞ এখানে যে সব মতবাদ খণ্ডিত হইল, তাহার সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, মাহেশ্বর এবং ভাগবত বা পাক্ষরাজ মতবাদ। কোথায় বা তাহাদের অংশমাত্র। আর এই সব মত খণ্ডন করায় এই সকল মতই ঐতিমূলক মত, অর্থাৎ ইহার বেদনিন্দাসহকারে প্রবৃত্ত নহে, বৃথিতে হইবে।

অবশ্য আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে সকলপ্রকার মতবাদই বেদ হইতে আবির্ভূত, একজ্ঞ উক্ত সাংখ্যাদির মতের ন্যায় সাধারণ অজ্ঞলোকের মত এবং উক্ত চার্বাকমতও বেদমূলক মত বলিতে হইবে, যেহেতু বেদান্তদ্বার গ্রন্থে বেদবাক্যদ্বারা ই তাহাদের মতের মূল প্রদর্শন করা হইয়াছে, যথা—

“অতি প্রাকৃতস্ত ‘আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ’ ইত্যাদি শ্রুতেঃ... পুত্র আত্মা বদতি”।

“চার্বাকস্ত ‘স বা এষ পুরুষোহল্পরসময়ঃ’ (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ.....শূল-শরীরম্ আত্মা ইতি বদতি” ইত্যাদি।

বস্তুতঃ বর্ণাত্মক ভাষা এবং ব্যবহার সবই আমাদের বেদমূলক। আমরা সেই সৰ্বজ্ঞ আদিপুরুষ জ্ঞানার নিকট হইতে বেদলাভ না করিতে পারিলে আমাদের মানবোচিত ভাষা বা ব্যবহার কিছুই আবির্ভূত হইত না। বস্তুতঃ নানারূপ পরীক্ষার দ্বারাও জানা গিয়াছে, মানবের এই বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষিত ভাষা, কোন সৰ্বজ্ঞ পুরুষ ইহা না শিখাইলে ইহা মানবের অধিগত হইত না। আর সৰ্বজ্ঞ পুরুষের নূতন রচনা বলিলে সৰ্বজ্ঞের হানি হয় বলিয়া এই সৰ্বজ্ঞ-উপদিষ্ট ভাষা অনাদি ভাষা। এই ভাষাই বেদের ভাষা বলিয়া বেদকে নিতা অপৌরুষেয় বলা হয়। মহাভারত, ময়ূ, ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এই কথাই আছে—

অনাদি মিথুনা নিত্য্য বাণ্ডেৎস্টা স্বয়ম্ভুবা।

আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সৰ্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥

নামরূপং চ ভূতানাং কৰ্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্।

বেদশক্লেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ ॥

সৰ্ব্বেষাং চৈব নামানি কৰ্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।

বেদশক্লেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাপ্ত নির্ম্মমে ॥

কিন্তু কালের প্রভাবে এই ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার পূর্বেই উক্ত চার্বাকাদি কতিপয় মতবাদের শিষ্যসম্প্রদায় বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হন বলিয়া তাঁহারা হইবে বলা যায়। আর তজ্জন্ত এই পরমত খণ্ডন প্রসঙ্গে তাঁহারা স্থান পান নাই। আর একজ্ঞ এই গ্রন্থে যে বৌদ্ধ ও জৈনমত খণ্ডিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণোক্ত বৌদ্ধ ও জৈনমত, তাহা গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর বৌদ্ধ ও জৈনমত নহে। যেহেতু পরবর্তী বৌদ্ধ ও জৈনমত বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধাদি মত বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হয় নাই—প্রত্যুত তাঁহারা স্বমতস্থাপনে বেদের প্রমাণও গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা উপব্রাহ্মণ্যের মাম্যাসাবৃতি ও বৌদ্ধাচার্য শাস্ত্ররক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহে দেখা যায়।

একজ্ঞ ঋষিরা এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন মতের খণ্ডন দেখিয়া এই ব্রহ্মসূত্রকে গৌতমবুদ্ধের পরবর্তী বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মত গ্রহণীয় নহে। এই গ্রন্থের মধ্যে পাদটীকায় স্থলে স্থলে এ বিষয়টি কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদনিন্দাকারী চার্বাকাদির বা গৌতম বুদ্ধের পরবর্তী বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মত এই গ্রন্থে স্থান না পাইলেও এবং সাক্ষ্যসম্বন্ধে তাঁহাদের মত খণ্ডিত না হইলেও যে, তাঁহাদের মত অখণ্ডিত রহিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। কারণ, যে সকল যুক্তিসাহায্যে সাংখ্যাদি বেদমূলক মতগুলির খণ্ডন করা হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির দ্বারা হইবে বেদনিন্দক পরবর্তী বৌদ্ধ জৈন, চার্বাকাদিরও মত যে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভাষ্যকার অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে চার্বাকাদির মত যে অখণ্ডিত রাখিয়াছেন, তাহাও নহে। আর তত্ত্বাতীত সাংখ্য ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি মনোবিবর্গ সেই সব চার্বাকাদির মত সম্পূর্ণরূপেই খণ্ডন করিয়াছেন। এই সব কারণে শ্রুতিমাম্যাসাবৃতি এই বেদান্তগ্রন্থে চার্বাকাদির মত স্থান পায় নাই, কিন্তু বৌদ্ধ জৈনমতের স্থান হইয়াছে।

এখন মনে হইতে পারে—পরমত খণ্ডন করিলে, পরমতের সহিত অবিরোধ প্রদর্শনকার্য কি করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে? অবিরোধ প্রদর্শন করিতে হইলে, আর সে মতের খণ্ডন করা চলে না? তাহাকে রক্ষা করিয়া তাহার অতিপ্রায় প্রদর্শন করিতে হয়? অতএব এই পাদে পরমত খণ্ডন করার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবিরোধপ্রদর্শনের প্রকৃতি সংরক্ষিত হয় কি করিয়া? বস্তুতঃ এই সংশয় এস্থলে খুবই আভাবিক। কিং ইহার উত্তরও খুবই সহজ। যথা—শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে সমন্বয়কার্য প্রথমাধ্যায়ে করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই শ্রুতিমূলক মতসমূহের মধ্যে যদি যুক্তিসাহায্যে অশ্রোতাংশের খণ্ডন করা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ অবিরোধ-প্রদর্শনকার্য সমাধা করা হয়। কারণ, উক্ত মতগুলির শ্রুতিকে অমূল্যস্বরূপ করাই অতিপ্রায়, কিন্তু যুক্তির প্রবাহে পড়িয়া তাহারা শ্রুতিবহির্ভূত মতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব যুক্তিসাহায্যে তাহাদের মতের খণ্ডন করিয়া তাহাদের মতমধ্যে বেদবিরোধ প্রদর্শন করাই তাহাদের সহিত যথার্থ অবিরোধপ্রদর্শন। ইহাই ভাষ্যকার—৪র্থ অধিকরণের প্রারম্ভে বৈশেষিকের খণ্ডনপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, যথা—(৮৪পৃষ্ঠা)

“বৈশেষিকরাঙ্কান্তো দুযুক্তিযোগাৎ বেদবিরোধাত্ শিষ্টাপরিগ্রহাচ্চ ন অপেক্ষিতব্যম্ ইতি উক্তম্” ইত্যাদি। স্বরকারও বলিয়াছেন—

“অপরিগ্রহাচ্চ অত্যন্তমনপেক্ষা”। (২২।১৭)

বস্তুতঃ বেদবাক্যের যে অর্থ করিবার পদ্ধতি জৈমিনি মুনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা লৌকিক যুক্তিরই অমূল্যস্বরূপ করিয়া করিয়াছেন। বেদের তত্ত্ব অলৌকিক হইলেও তাহার বাক্যার্থনির্ণয়কৌশল অলৌকিক নহে। এই জ্ঞানই যুক্তি সাহায্যেও বেদমূলক অথচ বেদবিরোধী মতগুলির যুক্তিদোষ এবং বেদবিরোধিতাপ্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। আর সেই ভাবেই পরমতখণ্ডন এই দ্বিতীয়পাদে করা হইয়াছে, কিন্তু পরমতের দোষ উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে নহে।

এখন এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভাষ্যকার যদি সূত্রার্থই প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তিনি এবং ভাস্কর্য্যকার বৌদ্ধ ও জৈনমত পরিষ্কার করিবার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মকীর্তি দিগ্‌নাগ এবং জৈন সমস্তভ্রমপ্রভৃতি পরবর্তী বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সূত্রার্থ নির্দেশ করেন কেন? ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের আধুনিকতাই প্রমাণিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, এই সব বৌদ্ধ ও জৈনপণ্ডিতগণ সেই প্রাচীন মতেরই পরিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ইহাদের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহারা এবং বৈদিক সম্প্রদায় সকলেই স্বীকার করেন যে, গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর পূর্বেও বৌদ্ধ ও জৈনমত ছিল। ব্যাসদেবের সময় ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ ছিলেন। (বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য)। ধর্ম্মকীর্তি প্রভৃতির বাক্য উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্য—ইহারা হইবে তত্ত্বমতের প্রবর্তক বলিয়া নহে, কিন্তু তত্ত্বমতের পরিপোষক বলিয়া। আর প্রাচীন বৌদ্ধাদিমতের সহিত

যে পরবর্তী বৌদ্ধাদি মতের সর্বাংশে এক্য আছে তাহাও নহে। এজ্ঞ ২৪ সূত্রের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। পরবর্তী বৌদ্ধাদি মতকে এই বেদান্তমতেরই ছায়া অবলম্বনে উন্নত ও পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। বৈদিকদর্শনে ঋগিগণ মীমাংসা ও জ্ঞানাদিশাস্ত্রমধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনমতের যে সব দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, গৌতম বুদ্ধ ও পরবর্তী বৌদ্ধ জৈনগণ সেই সব দোষ পরিহার করিয়া নিজ নিজ মতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। এই কারণে, ধর্মকীর্তি প্রভৃতির বাধ্য উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকারপ্রভৃতি সূত্রার্থ স্পষ্ট করায় এই ব্রহ্মসূত্রের আধুনিকতা প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু তথাপি অদ্বৈতবাদকে বৌদ্ধমতের ছায়া বলিবার জ্ঞান ব্রহ্মসূত্রাদির আধুনিকতা প্রমাণ করিতে কতকগুলি ব্যক্তির আগ্রহ দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, শঙ্করাচার্যের পূর্বে এক গোড়পাদের মাণ্ডুকাচার্য্য। ভিন্ন আর অদ্বৈতমতের কোন প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু বৌদ্ধ অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাহার পর গোড়পাদের কারিকার সহিত লঙ্কাবতীরসূত্রপ্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থের ভাব ও ভাষাগত এক্য আছে। আর গোড়পাদকে শঙ্করাচার্য্যের শরমগুরু বলা হয়, এবং গোড়পাদের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎকারের প্রবাদও প্রচলিত আছে। তদ্ব্যতীত গোড়পাদের কারিকায় অদ্বৈতমতের সহিত বৌদ্ধমতের প্রভেদপ্রদর্শনও আছে; অতএব শঙ্কর অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধমতেরই ছায়াবিশেষ। গোড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতকে বেদপ্রমাণের দ্বারা পুষ্ট করিয়া বেদান্তমত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন মাত্র, ইত্যাদি।

কিন্তু এই কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, অদ্বৈতবাদ বুদ্ধের বহুপূর্ববর্তী বেদমূলক মতবাদ। অভিসন্ধিশূন্য হইয়া সহজভাবে উপনিষৎ পাঠ করিলে অদ্বৈতবাদই হৃদয়ঙ্গম হয়, ইহার অত্থাসাধন অসম্ভব। তাহার পর অদ্বৈতমতে সং চিৎ আনন্দ ব্রহ্মবস্তুই সকলের অধিষ্ঠান, এবং জগৎ তাহাতে কল্পিত বলা হয়। বৌদ্ধমতে তাদৃশ সম্বন্ধকে অধিষ্ঠান বলা হয় না। পরন্তু নিরুপাখ্য শূন্য তাঁহাদের মতে পরমার্থ সত্য; অথবা অজ্ঞ বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানই মূল বস্তু ও তাহা কণিক; কিন্তু বেদান্তমতে তাহা এক স্থির ও নিত্য। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শাস্ত্ররক্ষিতের গ্রন্থ (৩৫১১—৩৫১৫ শ্রাবক) দেখা যায়, বেদমধ্যে নিমিস্তনামক শাখায় বুদ্ধের কথা আছে বলিয়া বুদ্ধকে সর্বত্র বলিয়া স্বীকার করিবার জ্ঞান বৈদিকগণকে বলা হইতেছে। মায়াংসাদর্শনের শব্দভাষ্যে অনেকেরই মতে গৌতমবুদ্ধের পূর্ববর্তী পাণিনির গুরু উপবর্ষাচার্য্যের বৌদ্ধমতখণ্ডন-প্রসঙ্গে দেখা যায়, বৌদ্ধগণ তাঁহাদের সম্মত কণিকবিজ্ঞান সিদ্ধ করিবার জ্ঞান উপনিষৎ প্রমাণ (বৃঃ ২।৪।১২। ৪।৫।১৪) দিতেছেন এবং উপবর্ষাচার্য্য ঠিক তাহার পরবর্তী উপনিষৎ বাক্যদ্বারা বুদ্ধের প্রদত্ত উপনিষৎ প্রমাণকে খণ্ডন (মীমাংসা দঃ ১।১।১৫) করিতেছেন। এগন বেদপ্রমাণদ্বারা ঐহারা বুদ্ধকে সর্বত্র বলিয়া মান্য করিবেন, অথবা বৌদ্ধপ্রদর্শিত বেদবাক্যদ্বারা বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করিবেন, তাহারা আর বেদকে অপ্রমাণ বলিতে পারেন না। অতএব তাহারা একদল বৈদিক বৌদ্ধই হইতেছেন। এজ্ঞ বৌদ্ধকর্তৃক বেদপ্রমাণপ্রদর্শনকে অভ্যুপগমবাদ বলিয়া বৌদ্ধমতের বেদমূলকতা আর অপলাপ করা যায় না। এই বেদমূলক বৌদ্ধমতই ব্যাসাদি ঋগিগণ খণ্ডন করেন এবং তাৎপরে গোড়পাদ তাহাদের প্রদর্শন করেন। এই গোড়পাদ ব্যাসপুত্র সূক্তের শিষ্য ও পুত্র; এ বিষয়ে পুরাণ ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি বিস্তার প্রমাণই আছে। প্রবর্তক (১২।২।৪) ভারতের সাধনা (৬।৪) দ্রষ্টব্য। মহাভারতেও বুদ্ধমতের কথা আছে, কিন্তু গৌতমবুদ্ধের কথা নাই। গুরু শিষ্য গোড়পাদের পর গৌতমবুদ্ধ এই বৈদিক অদ্বৈতবাদকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া বৌদ্ধমত বলিয়া প্রকাশ করায় এই মতদ্বয়ের ভেদ, সাধারণ ব্যক্তির নিকট বা অজ্ঞ সম্প্রদায়ের নিকট আবার অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই সময় শঙ্করাচার্য্য আবার সেই প্রভেদ প্রদর্শন করেন। শঙ্করপ্রশিষ্যকর্তৃক রচিত বিদ্যার্বব তন্ত্রমধ্যে শঙ্কর ও গোড়পাদের মধ্যে প্রায় ৫০ পৃষ্ঠের ব্যবধান দেখা যায়। তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থাদি বৌদ্ধগণই সম্ভবতঃ বিনষ্ট করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা যে বৈদিক গ্রন্থ নানা কৌশলে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তিব্বতী তারানাথ বর্ণনা করিয়াছেন; ভোজরাষ্ট্রোও অনুরূপ ঘটনা ঘটয়াছিল তাহা কামধেনু গ্রন্থ হইতে জানা যায়। উপবর্ষের ব্রহ্মসূত্রপ্রভৃতির কথা ভাষ্যকার প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার লোপের কারণ বৌদ্ধগণ কিনা, তাহা অসম্ভবতার বিষয়। আর গোড়পাদের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ—ইহা সাম্প্রদায়িক কথা। ইহা যদি বিশ্বাস করা হয়, তবে গোড়পাদ সিদ্ধযোগী, সূক্ষ্মশরীরে শঙ্করের সম্মুখে ব্যাসের ছায়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সাম্প্রদায়িক কথাও বিশ্বাস করিতে হয়। নচেৎ সম্প্রদায়ের কথার এক অংশ বিশ্বাস করিয়া বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না। তাহার পর লঙ্কাবতীরসূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থ, যেরূপ বিজ্ঞত ও বিচারবহুল এবং গোড়পাদের কারিকা যেরূপ সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ, তাহাতে গোড়পাদের কারিকারই

প্রাচীনত্ব সম্ভব, লঙ্ঘ্যবতারেয় নহে। পরিশেষে বৌদ্ধগণ যখন বেদবিরোধী হইলেন এবং বৈদিকগণ যখন বৌদ্ধগণকে বেদবাহু বলিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন, তখন বৈদিকগণ প্রাচীন বেদ থাকিতে বৌদ্ধগণের যুক্তিতর্কের সাহায্য কেন গ্রহণ করিবেন? কুমারিল ভট্ট যে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা নিজ শিষ্য ধর্মকীর্তি বৌদ্ধ হইলে তাহার সহিত বাদে পরাজিত হইয়া, শ্রদ্ধাবশতঃ নহে; কারণ, পরে সেই কুমারিলই নিজ বৌদ্ধগুরু ও ধর্মকীর্তিকে বাদে পরাজিত করেন, এবং বেদমার্গ স্থাপন করেন। অতএব তিনিও বৌদ্ধমতের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন না। তাহার পর বৌদ্ধপণ্ডিতগণ সকলেই প্রথম জীবনে বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন; বুদ্ধদেবই সংখ্যাচার্য্য আগড় কালমের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহারাই বৈদিক যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইতেন। আর শঙ্করপ্রভৃতির জীবনে পূর্বে বৌদ্ধভাব, পরে বৈদিকভাব গ্রহণের কথা নাই, সুতরাং তাঁহাদের বৌদ্ধসংস্কারলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই সব কারণে বৌদ্ধমতই বেদের ছায়া, কিন্তু বৈদিক অদ্বৈতমত বৌদ্ধমতের ছায়া নহে। অপর তজ্জন্ত এই ব্রহ্মসূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থ বুদ্ধের পরবর্তীও নহে।

তাহার পর এই ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আজকাল আর একটি আপত্তি স্রুতিগোচর হয়। সেই আপত্তি এই যে, যখন একই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রত্যেক সম্প্রদায় বিভিন্নপ্রকার করিয়াছেন, তখন ইহার প্রকৃত অভিপ্রায় জানিবার উপায় নাই। অতএব ইহা প্রমাণ হইলেও ইহার প্রামাণ্যের উপকারিতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এজন্ত সিদ্ধ বা অবতার পুরুষের শরণগ্রহণ প্রয়োজন, তাঁহাদের মতই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, ইত্যাদি। বাস্তবিক কথাটি আপাতদৃষ্টিতে খুব সঙ্গতই বলিয়া বোধ হয়; কারণ, আমরা ১২খানি ভাষ্যের পাঠ মিলাইয়া দেখিতেছি, মতানৈক্য অত্যন্ত অধিক। এজন্য নিম্নে একটা তালিকা প্রদত্ত হইল, যথা—

অধ্যায়	পাদ	শঙ্কর		ভাষ্যর		রামানুজ		শ্রীকর		নিম্বার্ক		শ্রীকীর্তি		মধ্ব		বল্লভ		বিজ্ঞানভিক্স		বলদেব		আনন্দ		বৈথানস	
		ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র	ক্রঃ	সূত্র
১	১	১১	৩১	১১	৩১	১১	৩২	১১	৩২	১০	৩২	১২	৩২	১২	৩১	১০	৩০		৩১		৩১	১১	৩২	১১	৩২
	২	৭	৩২	৭	৩২	৬	৩৩	৭	৩২	৭	৩৩	৯	৩৩	৭	৩২	৮	৩২	?	৩২	?	৩৩	৭	৩৩	৬	৩৩
	৩	১৩	৪৩	১৩	৪৩	১০	৪৪	১৩	৪৩	১০	৪৪	১১	৪৪	১৪	৪৩	১৩	৪৩	?	৪৩	?	৪৩	১৩	৪৩	১০	৪৪
	৪	৮	২৮	৮	২৭	৮	২৯	৮	২৮	৫	২৮	৭	২৯	৭	২৯	৮	২৮	২৮	২৮	২৮	৮	২৯	৮	৩০	৩০
২	১	১৩	৩৭	১৩	৩৭	১০	৩৬	১১	৩৬	১০	৩৬	১১	৩৬	১১	৩৮	১২	৩৭		৩৭		৩৭	১০	৩৬	১০	৩৬
	২	৮	৪৫	৮	৪০	৮	৪২	৮	৪৫	৬	৪৫	৯	৪২	১২	৪৫	৮	৪৫	৪৫	৪৫	৪৫	৮	৪৫	৮	৪২	৪২
	৩	১৭	৫৩	১৭	৫৩	৭	৫২	১৩	৫০	৬	৫২	১২	৫২	১৯	৫১	১৬	৫৩	?	৫৩	?	৫১	৯	৫৩	৭	৫২
	৪	৯	২২	৯	২২	৮	১৯	৭	১৮	৬	২১	৮	১৯	১৩	২৩	১০	২২	২২	২২	২২	৯	২১	৮	১৯	১৯
৩	১	৬	২৭	৬	২৬	৬	২৭	৮	২৭	৪	২৭	৬	২৭	২০	২৯	৮	২৭		২৭		২৮	৬	২৭	৬	২৭
	২	৮	৪১	৮	৪১	৮	৪০	৯	৪০	৫	৪১	৯	৪০	২০	৪২	১১	৪১	?	৪১	?	৪২	৮	৪১	৮	৪০
	৩	৩৬	৬৬	৩৬	৬৫	২৬	৬৪	২৮	৬৪	২৫	৬৪	৩৬	৬৪	৪২	৬৮	২৫	৬৬	?	৬৬	?	৬৮	২৫	৬৪	২৬	৬৪
	৪	১৭	৫২	১৭	৪৯	১৫	৫১	১৭	৫২	১২	৫২	১৭	৫১	১১	৫১	৯	৫১	৫২	৫২	৫২	১৫	৫১	১৫	৫১	৫১
৪	১	১৪	১৯	১৩	১৮	১১	১৯	১০	১৯	৯	১৯	১৩	১৯	৮	১৯	৭	১৯		১৯		১৯	১১	১৯	১১	১৯
	২	১১	২১	৯	২০	১১	২০	১১	২০	৫	২১	৯	২০	১০	২২	৭	২১	?	২১	?	২১	১০	২০	১১	২০
	৩	৬	১৬	৫	১৫	৫	১৫	৫	১৬	৫	১৬	৫	১৫	৬	১৬	৫	১৭	১৬	১৬	১৬	৫	১৫	৫	১৫	১৫
	৪	৭	২২	৭	২২	৬	২২	৬	২২	৬	২২	৮	২২	১১	২৩	৫	২২	২২	২২	২২	৬	২২	৬	২২	২২
সমষ্টি	১৬	১৯১	৫৫৫	১৮৭	৫৪১	১৭২	৫৪৫	১৭২	৫৪৪	১৩১	৫৩০	১৮২	৫৪৫	২১৭	৫৪৪	১৬৮	৫৪৪	?	৫৪৪	?	৫৬০	১৩১	৫৩০	১৮২	৫৪৪
	১৬	১৯১	৫৫৫	১৮৭	৫৪১	১৭২	৫৪৫	১৭২	৫৪৪	১৩১	৫৩০	১৮২	৫৪৫	২১৭	৫৪৪	১৬৮	৫৪৪	?	৫৪৪	?	৫৬০	১৩১	৫৩০	১৮২	৫৪৪

এই সকল আচার্য্যগণের নাম পারম্পর্য্য অনুসারেই গৃহীত হইয়াছে। তথাপি সকলের সময় ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। তবে শঙ্করাচার্য্যের সময় ৬৮৬-৭২০ খৃষ্টাব্দ, রামানুজাচার্য্যের সময় ১০১৭—১১৩৭ খৃষ্টাব্দ, মধ্বাচার্য্যের সময় ১১৯৯—১৩০৪ খৃষ্টাব্দ। এই গুলি প্রায় ঠিক। ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য এবং বলদেবভাষ্যের অধিকরণ, নির্দেশসহকারে মুদ্রিত না হওয়ায় উপরে প্রদত্ত হইল না। উহা নির্ণয় করা আবশ্যিক।

এই অধিকরণ অর্থ—বিচার বা বিচার্য বিষয়। এক বা একাধিক সূত্রে এক একটা অধিকরণ বা বিচার্য বিষয় হয়। এই সকল সূত্রের মধ্যে কোথায় কেবল পূর্বপক্ষসূত্র, কোথায় বা কেবল সিদ্ধান্তসূত্র, কোথায় বা উভয়মিশ্রিত সূত্র থাকে। এখন কেবল পূর্বপক্ষ সূত্রদ্বারা কোন অধিকরণ হয় না। উপরি উক্ত আচার্য্যগণের মধ্যে যে কেবল সূত্রের পাঠসম্বন্ধে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু কোথায় সূত্রবর্জন, কোথায় নূতন সূত্রগ্রহণ, কোথায় দুইটা সূত্রে একটা সূত্রে পরিণতি, কোথায় একটা সূত্রে দুইটিতে পরিণতি, কোথায় বা নঞদ্বারা হাঁ কে না, এবং না কে হাঁ করাও হইয়াছে। কোথাও পূর্বপক্ষসূত্রকে সিদ্ধান্তসূত্র এবং সিদ্ধান্তসূত্রকে পূর্বপক্ষসূত্রও করা হইয়াছে। আর এইরূপ সূত্রের দ্বারা যে অধিকরণ রচিত হইয়াছে, তাহাতে আরও ভীষণ মতভেদ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ ১৩১ হইতে ২২৩ পর্য্যন্ত অধিকরণ সংখ্যায় মতভেদ ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ, এইরূপ মতভেদ দেখিলে ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রায় যে কি, তাহাতে, কোন এক মতে আগ্রহ না থাকিলে কাহারও কোন অর্থে নিশ্চয়তা হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সিদ্ধ বা অবতার পুরুষের ব্যাখ্যাকে ব্যাসাভিপ্রায় বলিতে ইচ্ছু কাহারও হয়, তাহা হইলে ভগবান্ ব্যাসদেবই তাঁহার পরিপন্থী হইবেন; কারণ, তিনি ২।১।১ সূত্রে মনুপ্রভৃতির সহিত বিরোধনিবন্ধন সর্বজ্ঞ কপিলমতের দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় আপত্তি করিয়াছেন। আর এজ্ঞ তিনি তাঁহার নিজমতের উপরও অন্ধবিশ্বাস করিতে নিষেধ করিলেন। বস্তুতঃ এই আপত্তিই কুমারিলভট্ট তাৎকালিক সর্বপ্রধান বৌদ্ধগুরু এবং তাঁহার বৌদ্ধমত গ্রহণকালে তাঁহার নিজেরও গুরু ধর্ম্মপালের নিকট প্রকারান্তরে প্রয়োগ করিয়া বৌদ্ধমতের পরাজয়সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা নানা আচার্য্য নানারূপ করিয়াছেন বলিয়া যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণ্যের উপকর্ম্মুরিতালাভ অসম্ভব, আর তজ্জন্য শাস্ত্রবিচার বর্জন করিয়া কোন সিদ্ধ মহাত্মার শরণগ্রহণই কর্তব্য—এতদৃশ মতবাদ অহুমোদনীয় হইতে পারে না।

কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মসূত্রের কোন ব্যাখ্যাটা গ্রাহ্য, তাহার ত নির্ণয় হইল না। ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণয়ের উপায় কি? এজন্য আমাদের বোধ হয়—আমাদের নিকট প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ তিনটি পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। প্রথম পথে যাইতে হইলে বেদাদি শাস্ত্র যথাবিধি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া মীমাংসা ও ন্যায়প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত পথে সকল আচার্য্যের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করিয়া একটা অর্থ স্থির করা আবশ্যক; কারণ, ব্যাসদেব এই ব্রহ্মসূত্রে নিজমতপ্রকাশে প্রবৃত্ত হন নাই, কিন্তু উপনিষদের কোন বিষয়ে তাৎপর্য্য, তাহাই সর্ববাদিসম্মত মীমাংসার কৌশলদ্বারা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এইভাবে ব্রহ্মসূত্রের যে অর্থ প্রাপ্ত হইবে, তাহাই ব্যাসাভিপ্রায় হইবে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পথে প্রাচীনত্ব এবং ব্যাসসম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ বিচার পূর্বক যথাসাধ্য সূক্তি বিচার করিয়া কোন একটা ব্যাখ্যা গ্রহণ করা আবশ্যক। আর তৃতীয়পথে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে নিজ নিজ আচার্য্যের মত অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী বিচার করিয়া একটা অর্থ গ্রহণই প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রার্থবিচার বর্জন করিয়া কেবল সিদ্ধ পুরুষাদির বাক্য অবলম্বনে সমুদ্র খাড়া তত্ত্ববৃত্তান্ত গণের পক্ষে শোভনমার্গ বলিয়া বিবেচিত হয় না। অতএব প্রথমপথে কোন ব্যাখ্যাই নির্দেশ করা অনাবশ্যক, দ্বিতীয়পথে শাস্ত্র ব্যাখ্যাই গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়; কারণ, বর্তমানে এই ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন কোন ভাষ্য আর পাওয়া যায় না, প্রাচীন বিষয়ে প্রাচীনের কথা যত প্রমাণ, এত আর অজ্ঞের কথা হয় না, এবং শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের সকল প্রকার আক্রমণের উত্তরই শাস্ত্র সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ দিয়া আসিতেছেন এবং ব্যাসের সঙ্গে শাস্ত্র সম্প্রদায়ের সম্বন্ধই সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। আর তৃতীয়পথেও কোন ব্যাখ্যারই নির্দেশ করা আবশ্যক হয় না। যেহেতু গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাই সকল ক্রটি সংশোধন করিয়া যথাকালে প্রকৃত পথে সাধককে আনিয়া দেয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সূত্রপাঠ ও অধিকরণ রচনার দোষগুণ বিচারপ্রভৃতি, সময় ও স্থান সাপেক্ষ, এজ্ঞ এস্থলে আর সে চেষ্টা করা হইল না।

সূচীপত্র

সামান্য সূচী

মূলগ্রন্থ ভাষ্য ভামতী ও অনুবাদ ১—২০০

টীকা ভামতীপ্রভা

২০০—শেষ।

নিশেষ সূচী

১। রচনানুপপত্ত্যাদিকরণ সাংখ্যমত যুক্তিসঙ্গত নহে	(১ম—১০ম সূত্র) ১—৪০ পৃষ্ঠা	৫। অভাবাধিকরণ বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডন	(২৮শ—৩২শ সূত্র) ১৩১—১৬৭ পৃষ্ঠা
২। মহদীর্ঘাধিকরণ বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর	(১১শ সূত্র) ৪১—৫০ পৃষ্ঠা	৬। একশ্লিষ্টভাবাধিকরণ জৈনমতখণ্ডন	(৩৩শ—৩৬শ সূত্র) ১৬৭—১৮১ পৃষ্ঠা
৩। পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ বৈশেষিকমতখণ্ডন	(১২শ—১৭শ সূত্র) ৫১—৮৪ পৃষ্ঠা	৭। পত্ত্যাদিকরণ পাণ্ডপতমতখণ্ডন	(৩৭শ—৪১শ সূত্র) ১৮১শ—১৯৩শ পৃষ্ঠা
৪। সমুদানুপপত্ত্যাদিকরণ সর্বাভিহ্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডন	(১৮শ—২৭শ সূত্র) ৮৪—১৩১ পৃষ্ঠা	৮। উৎপত্ত্যাদিকরণ পাঞ্চরাত্র বা ভগবতমতখণ্ডন	(৪২শ—৪৫শ সূত্র) ১৯৩শ—২০২শ পৃষ্ঠা

সূত্রানুযায়ী সূচী।

সাংখ্যমতখণ্ডন (রচনানুপপত্ত্যাদিকরণ)

	(সিদ্ধান্তসূত্র)	পত্রিক
১ রচনানুপপত্ত্যে নানুমানম্ ২।২।১		১
২ প্রবৃত্তে ২।২।২	"	১১
৩ পরোষুবক্ষে তত্রাপি ২।২।৩	"	১৭
৪ ব্যতিরেকানবস্থিতেন্দ্রিয়পেক্ষত্বাৎ ২।২।৪	"	১৯
৫ অন্ত্রজ্ঞাতাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ২।২।৫	"	২১
৬ অভ্যুপগমেহপার্থাভাবাৎ ২।২।৬	"	২২
৭ পুরুষাশ্রয়বদিত্তি চেৎ তত্রাপি ২।২।৭	"	২৬
৮ অজিহ্মানুপপত্ত্যে ২।২।৮	"	২৭
৯ অন্ত্রথানুপপত্ত্যে ৮ জ্ঞানক্রিয়বিরোগাৎ ২।২।৯	"	২৯
১০ বিশ্রুতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ২।২।১০	"	৩০

২। সাংখ্যের আক্ষেপখণ্ডন (মহদীর্ঘাধিকরণ)

১। মহদীর্ঘাব্দ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ২।২।১১	"	৪১
--	---	----

৩। বৈশেষিকমতখণ্ডন (পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ)

১। উত্তরতথ্যপি ন কর্ণাতত্ত্বদভাবঃ ২।২।১২	"	৫১
২। সমবায়ভ্যুপগমাচ্চ সামাদানবস্থিতেঃ ২।২।১৩	"	৫৭
৩। নিত্যমেব চ ভাবাৎ ২।২।১৪	"	৬০
৪। রূপাদিমজ্জাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ২।২।১৫	"	৬১
৫। উত্তরতথ্য চ দোষাৎ ২।২।১৬	"	৬৭
৬। অপরিগ্রহাচ্চাত্তম্যমনপেক্ষা ২।২।১৭	"	৭০

৪। সৰ্বশাস্তিৰবোদ্ধবাদখণ্ডন (সমুদায়াদিকরণ)

	পত্রাঙ্ক
সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ নিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৮ (সিদ্ধান্তসূত্র)	৮৪
২ ইতিরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিত্যি চেম্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৯	৯১
৩ উক্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ২।২।২০	১০৩
৪ অসতি প্রতিক্ষাপরোধো যোগপত্তমন্তথা ২।২।২১	১০৭
৫ প্রতिसংখ্যাংপ্রতिसংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ২।২।২২	১০৮
৬ উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।২৩	১১২
৭ আকাশে চাবিশেষাৎ ২।২।২৪	১১৩
৮ অনুস্মৃতেন্দ্র ২।২।২৫	১১৬
৯ নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ২।২।২৬	১২৩
১০ উদাসীনানামপি চৈবংসিদ্ধিঃ ২।২।২৭	১২৮

৫। বিজ্ঞান ও শূন্যবাদখণ্ডন (অভাবাদিকরণ)

১। নাভাব উপলক্ষেঃ ২।২।২৮	১৩১
২। বৈধৰ্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯	১৫৫
৩। ন ভাবোহনুপলক্ষেঃ ২।২।৩০	১৫৮
৪। ক্লমিকত্বাচ্চ ২।২।৩১	১৫৯
৫। সৰ্বকথাহনুপপত্তেন্দ্র ২।২।৩২	১৬২

৬। জৈনমতখণ্ডন (একশ্লিষ্টতাবাদিকরণ)

১। নৈকশ্লিষ্টসম্ভবাৎ ২।২।৩৩	১৬৭
২। এবং চাত্মাহকাৎক্ষ্ম্যম্ ২।২।৩৪	১৭৪
৩। ন চ পর্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিত্যঃ ২।২।৩৫	১৭৬
৪। অন্ত্যাবস্থিতেন্দ্রোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ২।২।৩৬	১৭৮

৭। পাণ্ডুপত ও নৈয়ায়িকমতখণ্ডন (পত্যাধিকরণ)

১। পত্ন্যরসামঞ্জত্বাৎ ২।২।৩৭	১৮১
২। সম্বন্ধানুপপত্তেন্দ্র ২।২।৩৮	১৮৭
৩। অধিষ্ঠানানুপপত্তেন্দ্র ২।২।৩৯	১৮৯
৪। করণবচ্ছেদ ভোগাদিত্যঃ ২।২।৪০	১৯১
৫। অন্তবদ্ধমসৰ্বজ্ঞতা বা ২।২।৪১	১৯১

৮। ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রমতখণ্ডন (উৎপত্ত্যাধিকরণ)

১। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ২।২।৪২	১৯৪
২। ন চ কর্তৃঃ করণম্ ২।২।৪৩	১৯৬
৩। বিজ্ঞানাদিত্যাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ২।২।৪৪	১৯৭
৪। বিপ্রতিষেধাচ্চ ২।২।৪৫	১৯৯

ও তৎসংব্রক্ষণে নমঃ ।

শ্রীশ্রীমন্নহমিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যা।সম্প্রণীতং

ব্রহ্মসূত্রং নাম

বেদান্তদর্শনম্

—••••—

অথ অবিরোধো নাম

দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ ।

—••••—

পরপক্ষখণ্ডনং নাম দ্বিতীয়পাদঃ

—••••—

সাংখ্যমতখণ্ডনরূপারচনানুপপত্তিরনাম

প্রথমম্ অধিকরণম্ ।

রচনানুপপত্তেঃচ নানুমানম্ ।২।২।

শাস্ত্রবিশেষম্ ।

যত্বেপি ইদং বেদান্তবাক্যানাম্ ঐদম্পর্গ্যং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং, ন তর্কশাস্ত্রবৎ কেবলাভিঃ যুক্তিভিঃ কক্ষিৎ সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং দুষয়িতুং বা প্রবৃত্তম্, তথাপি বেদান্ত-বাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাংখ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানি ইতি, তদর্থঃ পরঃ শ্বাদঃ প্রবর্ত্ততে। বেদান্তার্থনির্ণয়স্ত চ সম্যগ্দর্শনার্থত্বাৎ তন্নির্ণয়েন স্বপক্ষ-স্থাপনং প্রথমং কৃতং, তৎ হি অভ্যাহিতং, পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাৎ ইতি।

ভাষ্যাসম্বাদ ।

সূত্রার্থ—“অনুমানম্” অর্থাৎ অনুমানসিদ্ধ প্রধান “ন” অর্থাৎ জগৎকারণ নয়, কারণ, “রচনানু-পপত্তেঃ” অর্থাৎ রচনায় অনুপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাৎ যেহেতু চেতন ব্রহ্মের সাহায্য ব্যতীত স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকর্তৃক বিচিত্র ও সুবিজ্ঞাত জগতের রচনা করা সম্ভব হয় না, অতএব স্বতন্ত্র প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—এরূপ অনুমান অসঙ্গত।

ভাষ্যার্থ—যদিও বেদান্তবাক্যসমূহের ঐদম্পর্গ্য অর্থাৎ ব্রহ্মপরম্ব নিরূপণ করিবার জগৎ এই শাস্ত্র প্রবৃত্ত অর্থাৎ আরম্ভ করা হইয়াছে; তর্কশাস্ত্রের মত কেবল যুক্তিঘারা কোন সিদ্ধান্ত সাধন করিবার জগৎ অথবা কোন সিদ্ধান্তে দোষ দিবার জগৎ প্রবৃত্ত হয় নাট, তাহা হইলেও “বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ” অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকলকে যিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন, পরম পূজনীয় সেই সূত্রকারকর্তৃক সম্যগ্দর্শনের প্রতিপক্ষ-ভূত সাংখ্যাদি দর্শনসকল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী সাংখ্যাদি দর্শনসকল নিরাকরণীয় অর্থাৎ নিরাস করা উচিত।

* এই সূত্র হইতে দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বপাদের প্রথম ও শেষ সূত্রের ‘স্থিতি’ ‘ধর্ম’ ও ‘উপপত্তি’ শব্দদ্বারা তাহা ‘স্বপক্ষস্থাপন পাদ’ বলিয়া সিদ্ধ হয়। তাহার পর এই সূত্রের ‘অনুপপত্তি’ ও ‘অনুমান’ শব্দদ্বারা ইহা যে তর্কবহুল এবং খণ্ডনবহুল পাদ, তাহাও বুঝা যায়। আর ইহাতে প্রায় সমুদায় অধিকরণে নকারাদি নিষেধবাচক শব্দ থাকায় ইহা যে খণ্ডনপরবাদ, তাহাও স্পষ্ট। তাহার পর “ন অনুমানম্” এই প্রথমান্তপদ থাকায় এই সূত্র হইতে যে অধিকরণ আরম্ভ, তাহাও বুঝা গেল। এতদ্ব্যতীত স্বরদ্বারা পাদশেষের ইঙ্গিত থাকে। ইহা গুরুবক্তৃগম্য। এজন্য এই সূত্রগ্রন্থের অর্থ সম্প্রদায়লভাও বুঝিতে হইবে। সূত্ররচনার নিয়ম ও সম্প্রদায়লব্ধ অর্থ হইতেই সূত্রকারের অভিপ্রেত অর্থ লাভ হয়। এই সূত্র হইতে ১০টি সূত্রদ্বারা এই অধিকরণটি রচিত।

(যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[রচনানুপপত্তেষ্চ নানুমানম্ ২।২।১]

ভাষ্যম্বাদ ।

সেইজন্ত পরপাদ অর্থাৎ দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করা হইতেছে। আর সমাগুদর্শনার্থ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের জন্ত বেদান্তার্থের নির্ণয় করা হয় বলিয়া সেই বেদান্তার্থনির্ণয়দ্বারা প্রথমে স্বপক্ষস্থাপন করিয়াছেন। যেহেতু তাহা পরপক্ষপ্রত্যাখ্যান হইতে অর্থাৎ পরমতখণ্ডন অপেক্ষা অভ্যাহিত অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ।

ভাষ্যতী ।

স্বাদেতৎ, ইহ হি পাদে স্বতন্ত্রা বেদনিরপেক্ষাঃ প্রধানাদিসিদ্ধিবিষয়াঃ সাংখ্যাদিসূক্তয়ঃ নিরাকরিষ্যন্তে । তৎ অযুক্তম্, অশাস্ত্রাঙ্গত্বাৎ । নহি ইদং শাস্ত্রম্ উচ্ছজ্জলতর্কশাস্ত্রবৎ প্রবৃত্তম্, অপি তু বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্মপরাণি ইতি পূর্বপক্ষোত্তরপক্ষাভ্যাং বিনিশ্চেতুম্ । তত্র কঃ প্রসঙ্গঃ শুকতর্কঃ স্বতন্ত্রযুক্তিনিরাকরণস্য, ইত্যত আহ—“যতাপি ইদং বেদান্তবাক্যানাম্” ইতি । ন হি বেদান্তবাক্যানি নির্ণেতব্যানি ইতি নির্ণীয়ন্তে, কিন্তু মোক্ষমাণানাং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনায় । যথা চ বেদান্তবাক্যোভাঃ জগদুপাদানং ব্রহ্ম অবগম্যতে, এবং সাংখ্যাভ্যানুমানোভাঃ প্রধানাভ্যুচ্যেতনং জগদুপাদানম্ অবগম্যতে । ন চ এতদেব চেতনোপাদানম্ অচেতনোপাদানং চ ইতি সমুচ্ছেতুং শক্যং, বিরোধাত্ । ন চ ব্যবস্থিতে বস্তুনি বিকল্পো যুক্ত্যতে । ন চ আগমবাধিতবিষয়তয়া অনুমানমেব ন উদীয়তে ইতি সাম্প্রতম্ । সর্বজ্ঞপ্রণীততয়া সাংখ্যাভ্যাগমস্য বেদাগমতুল্যত্বাৎ, তদ্বাধিতস্য অনুমানস্য প্রতিকৃতিসিংহত্বাৎ । অত্যাৎ তদবিদ্ভোদ্যৎ ন ব্রহ্মণি সমস্বয়ঃ বেদান্তানাং সিদ্ধান্তি ইতি ন তৎ তত্ত্বজ্ঞানং সেক্ষম্ অর্হতি । ন চ তত্ত্বজ্ঞানাৎ যাতে মোক্ষ ইতি স্বতন্ত্রাণাম্ অপি অনুমানানাম্ আভাসীকরণম্ ইহ শাস্ত্রে সঙ্গতমেব ইতি । যত্বেবং ততঃ পরকীয়ানুমাননিরাস এব কস্মাৎ প্রথমং ন কৃতং, ইত্যত আহ—“বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ” ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

উদ্ভটৌবাছদণ্ডৈঃ পৃথুতরপরিধপ্রাণ্ডভিত্তিরগাজাঃ, কেচিৎ কেচিচ্চ বজ্রপ্রতিমনখমুদৈর্দার্দেহোপদেহাঃ ।

আকর্ণৈকে চ বজ্র প্রলয়ঘনঘনপানগম্ভীরনাভাঃ, বিদম্ভা দৈত্যমুখ্যাস্তমহমভিবলং শ্রীমুসিংহং প্রপত্তে ॥

অবোধদলিতাবোধতদ্বজ্রজগদ্ভ্রমম্ ।

সদানন্দঘনাদৈতৎ পরং ব্রহ্মাশ্ম নিম্নলম্ ॥

“স্বতন্ত্রা” ইত্যন্ত গাণানঃ বেদনিরপেক্ষা ইতি । বিলক্ষণদ্বাদয়ে তি প্রধানাদিপবহন বেদান্তব্যাক্যায়াম্ অন্তঃপ্রাণিকাঃ, ইমাস্ত যুক্তয়ঃ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রধানাদিসাধিকা ইতি । অনেন আক্ষেপাবসরে এব পাদার্থঃ বিবেচিতঃ । “মোক্ষমাণানাং” মোক্ষম্ ইচ্ছতাম্ । মুচ্যে: সনস্তস্ত লুপ্তাভ্যাসস্ত ঋপম্ । বেদান্তৈত্তরেব জ্ঞানজননাত্ কিং পরপক্ষক্ষেপেণ ? তত্রাহ “যথা চ” ইতি । ননু প্রমাণাবগতানি উপাদানানি জগতি সমুচ্চীযন্তাঃ, তন্ত্ব ইব পটে অত আহ—“ন চ এতদেব” ইতি । চেতনম্ উপাদানম্ অস্ত ইতি তথা উক্তম্ । বেদো হি ব্রহ্মগণীতঃ, ইতি সাংখ্যাভ্যাগমস্য তত্ত্বল্যতা । তথাচ কপিলভ্যাগমে বেদেন ন বাধাতে, সিংহ ইব সমবলসিংহাস্তরেণ । এবং কপিলভ্যাগমঃ দৃষ্ট, কৃতম্ অনুমানম্ অপি ন বাধাতে, যথা সিংহঃ দৃষ্ট, কৃতো দার্দাদিময়ে প্রতিকৃতিসিংহে দৃশ্যমানায়াঃ দৃশ্যঃ সিংহ ইতি সিংহাকারপ্রতীকঃ অবধঃ ইত্যর্থঃ ।

ভাষ্যতীর অনুবাদ ।

যাউক, এই পাদ “স্বতন্ত্র” অর্থাৎ বেদনিরপেক্ষ, অর্থাৎ বেদের অপেক্ষা না করিয়া প্রধানাদি-সিদ্ধিবিষয়ক, অর্থাৎ যে সকল যুক্তির দ্বারা প্রধানাদির সিদ্ধি হয়, সাংখ্যাदिশাস্ত্রের সেই সকল যুক্তি নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করা হইবে । কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, তাহা অশাস্ত্রাঙ্গ অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের অঙ্গ নহে । কারণ, এই শাস্ত্র উচ্ছজ্জল অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠিত তর্কশাস্ত্রের মত প্রবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু বেদান্তবাক্য-সকলের ব্রহ্মেই তাৎপর্য—ইহা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষদ্বারা বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিবার জন্ত প্রবৃত্ত । অতএব সেস্থলে শুকতর্কের মত (সাংখ্যাदिশাস্ত্রের) স্বতন্ত্রযুক্তি খণ্ডন করিবার প্রসঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ কি ? এইজন্ত বলিতেছেন—“যতাপি ইদম্” ইত্যাদি । কারণ, বেদান্তবাক্যসকল নির্ণয় অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে—এইজন্তই বিচার করা হইতেছে না, কিন্তু যাহারা মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইবার জন্ত । আর যেমন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ—ইহা বেদান্তবাক্য হইতে জানা যাইতেছে, এইরূপ সাংখ্যাदिশাস্ত্রের অনুমান হইতে জানা যাইতেছে যে, অচেতনপ্রধানাদি জগতের উপাদানকারণ । আর এই জগৎই চেতনোপাদান এবং অচেতনোপাদান, অর্থাৎ ইহার উপাদানকারণ চেতন ব্রহ্ম ও বটেন, আবার অচেতন-প্রধানও বটেন, এইরূপ সমুচ্চয় করিতে পারা যায় না; কারণ, চেতন ও অচেতন বিরুদ্ধ বস্তু । আর ব্যবস্থিত অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না । আর আগমদ্বারা বাধিতবিষয় হয় বলিয়া অনুমানই উদয় হয়

(যুক্তিধারা সাংখ্যামতের খণ্ডন ।)

[রচনানুপপত্ত্যেচ্চ নানুমানম্ । ২।২।১]

ভামতীর অনুবাদ ।

না—ইহা সঙ্গত নহে । কারণ, সাংখ্যাশাস্ত্র সর্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলপ্রভৃতির নিশ্চিত বলিয়া বেদরূপ আগমের সমান, অতএব সাংখ্যাশাস্ত্র যে অনুমান বলিয়াছেন, তাহা সিংহের প্রতিমার তুল্য বলিয়া অর্থাৎ সিংহ দেখিয়া তাহার মত প্রতিমা নির্মাণ করিলে তাহাতে প্রকৃত সিংহ ইহার মত এইরূপ প্রতীতির যেমন বাধ হয় না, সেইরূপ বাধিত হইবার যোগ্য নহে । অতএব সেই সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া বেদান্তসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হয় না, এই হেতু তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না । আর তত্ত্বজ্ঞানবাতীত মোক্ষ হয় না, অতএব সাংখ্যাশাস্ত্রের স্বতন্ত্র অনুমানসকলকেও দোষযুক্ত করা এই শাস্ত্রে নিশ্চয়ই সঙ্গত হইয়াছে । যদি ইহাই হয়, তবে পরকীয় অনুমানখণ্ডনই প্রথমে করেন নাই কেন ? এইজন্ত বলিতেছেন—“বেদান্তার্থ-নির্গয়স্ত চ” ইত্যাদি ।

শাকরভাষ্যম্ ।

ননু মুমুক্শুগাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্দর্শননिरूपणाय स्वप्कस्थापनमेव কেবলং কৰ্ত্তুং যুক্তম্, কিং পরপক্ষনিরাকরণেন পরদ্বেষকরণে ? বাচ্যমেবম্, তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাংখ্যাশাস্ত্রাণি সম্যগ্দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তানি উপলভ্য ভবেৎ কেবলম্ মন্দমতীনাম্ এতান্যপি সম্যগ্দর্শনায় উপাদেয়ানি ইতি অপেক্ষা । তথা যুক্তিগাঢ়ত্ব-সম্ভবেন, সর্বজ্ঞভাষিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেষু, ইত্যতঃ তদসারতোপপাদনায় প্রযত্নতে ।

ননু “ঐক্ষতে নীশকম্” (ব্রঃ সঃ ১।১।৫) “কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা” (ব্রঃ ১।১।১৮)

“এতেন সর্বৈ ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ” (ব্রঃ ১।৪।২৮) ইতি চ—

পূর্বত্রাপি সাংখ্যাশাস্ত্রপ্রতিক্ষেপঃ কৃতঃ, কিং পুনঃ কৃতকরণেন ইতি ? তদুচ্যতে—সাংখ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্তবাক্যান্যপি উদাহৃত্য স্বপক্ষানুগোচর্যেনৈব যোজয়ন্তঃ ব্যাচক্ষতে, তেষাং যদ্ ব্যাখ্যানং তদ্ ব্যাখ্যানাভাসং, ন সম্যক্ ব্যাখ্যানম্ ইতি এতাবৎ পূর্বঃ কৃতম্, ইহ তু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রঃ তদযুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়তে ইতি এব বিশেষঃ ।

তত্র সাংখ্যাঃ মন্ত্ৰেণ, যথা ঘটশরাবাদয়ঃ ভেদাঃ যুদাস্থনা অদ্বীয়মানাঃ যুদাস্থক-সামান্যপূর্বক লোকে দৃষ্টাঃ, তথা সর্বৈ এব বাহ্যাদ্যাত্মিকাঃ ভেদাঃ সুখদুঃখমোহাস্থতয়া অদ্বীয়মানাঃ সুখদুঃখমোহাস্থকসামান্যপূর্বক ভবিতুম্ অর্হন্তি । যৎ তৎ সুখদুঃখ-মোহাস্থকং সামান্যং তৎ ত্রিগুণং প্রধানং বৃহৎ অচেতনং চেতনম্ পুরুষম্ অর্থঃ সাধয়িতুং স্বভাবেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাস্থনা বিবর্ততে ইতি । তথা পরিণামাদিভিরপি লিঙ্গে তদেব প্রধানম্ অনুমিমতে ।

ভাট্টানুবাদ ।

যদি বল—মুমুক্শুগণের মোক্ষের সাধন বলিয়া সম্যগ্দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ করিবার জন্ত নিজমত স্থাপন করাই কেবল উচিত, পরবিদ্বেষক পরপক্ষনিরাকরণ করিয়া কি হইবে ? ইঁ, ইহা সত্য বটে । তাহা হইলেও মহাজনপরিগৃহীত অর্থাৎ মহাজ্ঞান যাহাকে আদর করেন, এইরূপ মহৎ সাংখ্যাশাস্ত্রসকল সম্যগ্দর্শনের উপদেশ করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হইয়াছে মনে করিয়া, এই সকল শাস্ত্রও সম্যগ্দর্শনের জন্ত উপাদেয়, অর্থাৎ আদরণীয় বলিয়া কোন কোন মন্দমতি অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ইহাতে অপেক্ষা অর্থাৎ প্রয়োজনবোধ হইতে পারে । আর যুক্তিগাঢ়ত্ব সম্ভব বলিয়া অর্থাৎ প্রচুরযুক্তিপূর্ণ বলিয়া এবং সর্বজ্ঞভাষিত অর্থাৎ সর্বজ্ঞ কপিলপ্রভৃতি মুনিগণ বলিয়াছেন বলিয়া, সেই সকল শাস্ত্রে শ্রদ্ধাও হইতে পারে, এইজন্ত তাহাদের অসারতা উপপাদনের জন্ত অর্থাৎ তাহাতে কোন উৎকৃষ্ট নিয়ম নাই বলিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্ত প্রযত্ন করা হইতেছে ।

যদি বল—“ঐক্ষতে নীশকম্” (১।১।৫) “কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা” (১।১।১৮)

“এতেন সর্বৈ ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ” (১।৪।২৮) ইত্যাদি

পূর্ব পূর্ব স্ত্রেও সাংখ্যাশাস্ত্রের প্রতিক্ষেপ অর্থাৎ সাংখ্যাশাস্ত্রের খণ্ডন করা হইয়াছে, কৃতকরণ করিয়া আর কি হইবে ? অর্থাৎ যাহা করা হইয়াছে, তাহা পুনর্বার করিয়া কি হইবে ? তাহা হইলে বলিতেছি—

(যুক্তিদ্ধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ২২২১]

ভাষ্যভূবাদ ।

সাংখ্যাদি আচার্যগণ স্বপক্ষস্থাপনের জন্তু বেদান্তবাক্যসকলও উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষের আত্মগুণে অর্থাৎ নিজমতের অনুলেই যোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের যে ব্যাখ্যা, তাহা ব্যাখ্যানাভাস অর্থাৎ দোষযুক্ত ব্যাখ্যা, নির্দোষ ব্যাখ্যা নহে, এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে করা হইয়াছে ; কিন্তু এখানে বাক্যানিরপেক্ষ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের (স্বাধীনবুদ্ধিদ্ধারা কল্পিত) যুক্তি সকলের প্রতিষেধ অর্থাৎ নিরাস করা হইতেছে—ইহাই বিশেষ ।

তাঁহাদের মধ্যে সাংখ্যাচার্যগণ মনে করেন—যেমন ঘটশরাবাদি ভেদসকল, অর্থাৎ বিভিন্ন বিকারসকল যুক্তিকারূপে অদ্বীয়মান হইয়া অর্থাৎ যুক্তিকারূপে অন্তর্গত হইয়া যুক্তিকারূপ সামান্যপূর্ব্বক হয়, অর্থাৎ যুক্তিকারূপ সাধারণ কারণসমুৎপন্ন বলিয়া লোকমধ্যে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সমুদায় বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদসকল অর্থাৎ বিভিন্নবস্তুসকল, সুখদুঃখমোহরূপে অদ্বীয়মান হইয়া অর্থাৎ অন্তর্গত হইয়া, সুখদুঃখমোহাত্মক সামান্যপূর্ব্বক হওয়াই উচিত, অর্থাৎ সুখদুঃখমোহরূপ একটি সাধারণ কারণসমুৎপন্ন হওয়াই উচিত । সেই যে সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ সাধারণবস্তু, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান, আর তাহা যুক্তিকার মত অচেতন, তাহা চেতন পুরুষের অর্থ অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্তু স্বভাবতঃই অর্থাৎ কোনরূপ চেতনকর্ত্তক প্রেরিত না হইয়া নানাবিধ মহদহঙ্কারাদি বিকাররূপে বিবর্তিত হয়, অর্থাৎ পরিণত হয় । আর পরিমাণাদি হেতুদ্বারাও তাঁহারা সেই প্রধানেরই অনুমান করেন ।

ভামতী ।

ননু বীতরাগকথ্যাং তত্ত্বনির্ণয়মাত্রম্ উপযুক্তাতে, ন পুনঃ পরপক্ষাধিক্ষেপঃ । স হি সরাগতাম্ আবহতি, ইতি চোদয়তি—“ননু মুমুক্শুণাম্” ইতি । পরিচরতি—“বাচমেবম্, তথাপি” ইতি । তত্ত্বনির্ণয়াবসানা “বীতরাগকথা” । ন চ পরপক্ষদূষণম্ অন্তরেণ তত্ত্বনির্ণয়ঃ শকাঃ কর্ত্তুম্ ইতি তত্ত্বনির্ণয়ায় বীতরাগেণাপি পরপক্ষঃ দৃশ্যতে, ন তু পরপক্ষতয়া, ইতি ন বীতরাগকথাব্যবাহতিঃ ইত্যর্থঃ ।

পুনরুক্ততাং পরিচোক্ত সমাধত্তে—“ননু ঈক্ষতেঃ” ইতি । “তত্র সাংখ্যা” ইতি । যানি হি যেন রূপেণ আশ্বৌল্যাৎ আ চ সৌক্ষ্ম্যাৎ সমদ্বীয়ন্তে, তানি তৎকারণানি দৃষ্টানি, যথা ঘটাদয়ঃ রূচকাদয়শ্চ আশ্বৌল্যাৎ আ চ সৌক্ষ্ম্যাৎ মৃৎসুবর্ণাশ্চিতাঃ তৎকারণাঃ, তথাচ ইদং বাহ্যম্ আধ্যাত্মিকং চ ভাবজাতং সুখদুঃখমোহায়না গম্বিতম্ উপলভ্যতে, তস্মাৎ তৎস্বাংসপি সুখদুঃখমোহাত্মকসামান্যকারণকং ভবিতুম্ অর্হতি । তত্র জগৎকারণশ্চ যা ইয়ং সুখাত্মতা, তৎসত্ত্বং, যা দুঃখাত্মতা তৎরজঃ, যা চ মোহাত্মতা তৎতমঃ, ইতি ত্রৈগুণ্যাকারণসিদ্ধিঃ ।

তথাহি প্রত্যেকং ভাবাঃ ত্রৈগুণ্যবস্তুঃ অনুভূয়ন্তে । যথা মৈত্রদারেবু পদ্মাবত্যাং মৈত্রশ্চ সুখম্, তৎ কশ্চ হেতোঃ ? তৎ প্রতি সত্ত্বগুণসমুদ্ভবাৎ । তৎসপত্নীনাং চ দুঃখং, তৎ কশ্চ হেতোঃ ? তাঃ প্রতি অশ্চ । রজোগুণসমুদ্ভবাৎ । চৈত্রশ্চ তু ত্বৈগুণ্য তাম্ অবিন্দতঃ মোহঃ বিষাদঃ, তৎ কশ্চ হেতোঃ, তৎ প্রতি অশ্চাঃ তমোগুণসমুদ্ভবাৎ । পদ্মাবত্যা চ ভাবাঃ ব্যাখ্যাতাঃ । তস্মাৎ সর্ব্বং সুখদুঃখমোহাশ্চিতং জগৎ তৎকারণং গম্যতে । তচ্চ ত্রিগুণং প্রধানম্ । প্রদীয়তে ক্রিয়তে অনেন জগৎ ইতি, প্রদীয়তে নিদীয়তে অগ্নিন্ প্রলয়সময়ে জগৎ ইতি বা প্রধানম্ । তচ্চ মৃৎসুবর্ণবৎ অচেতনং চেতনশ্চ পুরুষশ্চ ভোগাপবর্গলক্ষণম্ অর্থ সাধয়িতুং স্বভাবত এব প্রবর্ততে, ন তু কেনচিৎ প্রবর্ত্যতে । তথাচ আহঃ—

“পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্” (সাংখ্য কাঃ ৩১) ইতি

“পরিমাণাদিভিঃ” ইত্যাদিগ্রহণেন

* * * “শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ ।

কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ বৈশ্বরূপ্যশ্চ” ॥ ইতি (সাংখ্যকাঃ ১৫)

অব্যক্তসিদ্ধিহেতবঃ গৃহ্যন্তে । এতাংশ্চ উপরিষ্ঠাৎ ব্যাখ্যায় নিরাকরিত্যুতে ইতি ।

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্ত্যেচ্চ নানুমানম্ ১২।২।১]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

চেতনপ্রকৃতিকং জগৎ ইতি প্রতিপাদকস্ত বেদস্ত প্রতিরোধকম্ অনুমানম্ আহ—“যানি হি” ইতি । সংযোগাদৌ ব্যাভিচারবারণার্থম্ “আ হ্যেলাং” ইতি উক্তম্ । সংযোগাদৌ হি ন সৃণপিণ্ডং আরভা কণপর্ধাস্তম্ অনুযন্তি । কৃন্তোপাদানঞ্চ সঙ্ঘাদিগুণাশ্রিতং মুদাতত্বাৎ সত্রাবৎ ইতি চ বক্রীভ্যা অনুমানম্ । ননু “স্বপং ঘটঃ” ইত্যাত্তনুপলভ্যং কথং তদায়ত্বেন অনুগতিঃ, অতঃ আহ—“উপলভাতে” ইতি । ঘটবিষয়া হি বুদ্ধিঃ তম্ অশ্রুতং প্রতিকূলং বা গোচরয়তি ইতি তন্তি এব অনুগতিঃ ইত্যর্থঃ । অদ্বিতত্বাৎ এব স্বপদুঃখমোহান্নকং নামান্তম্ । স্বপদুঃখান্ধারকত্বেহপি জগতঃ কথং সঙ্ঘাতায়ক প্রধানারভাহম্ অক আহ—“তত্র” ইতি ; বা ইয়ং জগৎকারণস্ত কার্যাবশেষীতা স্পষ্টান্তান্ততা সা সন্মম্ ইত্যর্থঃ । বিধেয়াপেক্ষয়া নপুংসকপ্ররোগঃ । “উপলভাতে” ইতি সৎ উক্তং তৎ ব্যাক্তীকরোতি—“তথাহি” ইতি । নিরন্তরতরুণ্ অধাপ্তবনে অনেকান্তবারণায় “প্রত্যোকম্” ইতি উক্তম্ । ননু চেতনোপকারকত্বেন তং প্রতি গুণীভূতগুণত্রয়স্ত কথং প্রধানম্ অত আহ—“তচ্চ ত্রিগুণম্” ইতি । চেতনং প্রতি গুণভূতস্থাপি গুণত্রয়স্ত সিদ্ধান্তসিদ্ধমায়রা বৈলক্ষণ্যম্ আহ—“ন তু কেনচিৎ” ইতি । করণম্ ইল্লিয়ম্ কেনচিৎ চেতনেন ন কাশ্যতে ন প্রযাত্যে, কিন্তু করণানাং প্রযুক্তৌ অনাগতাবস্থোপভোগাপবর্গরূপঃ পুরুষার্থ এব হেতুঃ, স চ জ্ঞায়ঃ গুণানাম্ অপি তুলাঃ ইত্যর্থঃ ।

ভাস্তরী অনুবাদ ।

যদি বল, বীতরাগকথায় অর্থাৎ বাঁচাদের রাগ অর্থাৎ আসক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের অর্থাৎ সন্ন্যাসী-দিগের পাদবিচারে কেবল তত্ত্বনির্ণয়ই উপযোগী হয়, কিন্তু পরপক্ষের অধিক্ষেপ অর্থাৎ নিন্দা উপযোগী হয় না ; কারণ, তাহা অর্থাৎ সেই অধিক্ষেপ সরাগতা অর্থাৎ বিসম্মাসক্তি আনিয়া দেয়—ইহাই “ননু মুমুক্ষুণাং” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন । “বাতমেবং, তথাপি” এই গ্রন্থদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ তাহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এতলে পরপক্ষদমন দোষাবহ নহে । বীতরাগকথা অর্থাৎ সন্ন্যাসীর পাদবিচার তত্ত্বনির্ণয় করিয়া অবসানপাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুর নিশ্চয় করিয়া দিয়া শেষ হইয়া যায় । আর পরমতখণ্ডন ব্যতীত তত্ত্বনিশ্চয় করিতে পারা যায় না, অতএব তত্ত্বনির্ণয় করিবার জন্ত বীতরাগকর্তৃকও পরমতে দোষ দিতে হয় । কিন্তু পরমত বলিয়া নহে, অর্থাৎ পরমত বলিয়াই পরমতে দোষ দেওয়া হয় না । এইজন্ত ইহার অর্থাৎ পরপক্ষগুণের বীতরাগকথাত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা হইল না, অর্থাৎ পরপক্ষগুণ তত্ত্বনির্ণয়ের উপযোগী বলিয়া বীতরাগ কথা হইতে পারিল ।

“ননু ইক্ষতেনাশঙ্কম্” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ইহা পুনরুক্ত হইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন । “তত্র সাংখ্যা” ইত্যাদি ভাষ্যের তাৎপর্য এই যে, যে সকল বস্তু যে রূপের সহিত অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পর্যন্ত সমন্বিত হয়, অর্থাৎ রীতিমতভাবে অনুগত হয়, সে সকল বস্তু তৎকারণ অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন ঘট ও রূচকাদি-অর্থাৎ ঘট ও কর্ণহার প্রভৃতি বস্তুসকল স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পর্যন্ত যথাক্রমে মৃত্তিকা ও স্বর্ণের দ্বারা অদ্বিত অর্থাৎ অনুগত হয়, অতএব তাহারা তৎকারণ হয়, অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভাবজাত অর্থাৎ বস্তুসমূহ, ঐশ্বর্য, দুঃখ ও মোহরূপ বস্তুর দ্বারা অনুগত—ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, অতএব তাহাও স্বপদুঃখমোহরূপ সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন—এইরূপ হওয়াই উচিত । তন্মধ্যে জগৎকারণের যে স্বপদুঃখপতা, তাহা সত্ত্বগুণ ; যাহা দুঃখস্বরূপতা, তাহা রজোগুণ এবং যাহা মোহস্বরূপতা, তাহা তমোগুণ—এই প্রকারে ত্রৈগুণের কারণতা সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণ যে জগৎ-কারণ তাহা সিদ্ধ হইল ।

যথা—প্রত্যেক ভাবসকল অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই ত্রৈগুণাবস্ত অর্থাৎ তিন গুণযুক্ত বলিয়া অনুভব হয়, যেমন নৈত্রের পদ্বীসকলের মধ্যে পদ্মাবতীতে নৈত্রের স্তম্ভ হয় । কেন তাহা হয় ? কারণ, তাহার প্রতি সত্ত্বগুণের সমুদ্ভব হয়, অর্থাৎ তাহাকে দেখিলে সত্ত্বগুণের উদয় হয় । আর তাহার সপত্নীগণের দুঃখ হয় । কেন তাহা হয় ? তাহার কারণ, তাহাদের প্রতি ইহার রজোগুণের সমুদ্ভব হয় ; এবং সেই পদ্মাবতীকে না পাইয়া জৈন চৈত্রের মোহ অর্থাৎ বিষাদ হয় । কেন তাহা হয় ? তাহার কারণ, নৈত্রের প্রতি পদ্মাবতীর তমোগুণের সমুদ্ভব হয় । পদ্মাবতীর দৃষ্টান্তদ্বারা সকল বস্তুর কথাই বলা হইল । অতএব ঐশ্বর্য ও মোহযুক্ত সমস্ত জগৎ স্বপদুঃখ ও মোহরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা বুঝা যাইতেছে । আর সেই কারণটী সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান বস্তু । প্রধান অর্থ—প্রাণীতে অর্থাৎ ইহা কর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হয় এইজন্ত ইহাকে প্রধান বলা হয়, অথবা প্রলয়কালে ইহাতে জগৎ সূক্ষ্মভাবে প্রাণীতে অর্থাৎ থাকে, এইজন্ত ইহাকে প্রধান বলে । আর তাহা মৃত্তিকা ও স্বর্ণাদির মত অচেতন, চেতন পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্ত স্বভাববশতঃই প্রস্তুতিযুক্ত হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তিকর্তৃক প্রবর্তিত হয় না । যথা—সাংখ্যাচাৰ্য্যগণ বলেন—

* (বুড়িয়ারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেচ্চ নানুমানম্ ২।২।১]

ভাসভীর অনুবাদ।

[স্বাং স্বাং প্রতিপত্ত্বৈ পরম্পরাকৃতহেতুকাং বৃত্তিম্ ।]

পুরুষার্থ এব হেতু ন কেনচিৎ কার্য্যভে করণম্ ॥১ (সাং কাঃ ৩১)

পুরুষার্থই অর্থাৎ অনাগতাবস্থ ভোগ ও অপবর্গই করণ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতি হেতু, করণকে কেহই প্রবৃত্ত করে না। “পরিণামাদিভিঃ” এই আদিপদ উল্লেখদ্বারা—

[“ভেদানাং পরিমাণাং সমন্বয়াৎ” শক্তিতঃ প্রবৃত্তেচ্চ”।

“কারণকার্য্যবিভাগাদিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ্যম্” ॥ (সাং কাঃ ১৫)

ইত্যাদি অব্যক্তসিদ্ধির হেতুসমূহ গ্রহণ করা হইতেছে। এ গুলিকেও পরে ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিব।

শাকরভাষ্যম্

তত্র বদামঃ—যদি দৃষ্টান্তবলেনৈব এতন্নিরূপ্যেত, ন অচেতনং লোকে চেতনানন্থিতিঃ স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থনির্বর্তনসমর্থান বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। গেহপ্রাসাদ-শয়নাসনবিহারভূম্যাদয়ো হি লোকে প্রজ্ঞাবৃত্তিঃ শিল্পিভিঃ যথাকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তি-পরিহারবোগ্যাঃ রচিতাঃ দৃশ্যন্তে। তথা ইদং জগৎ অখিলং পৃথিব্যাदि নানাকৰ্ম্ম-কলোপভোগবোগ্যং বাহ্যম্, আধ্যাত্মিকং চ শরীরাদি নানাজাত্যদ্বিতং পুণ্ড্রনিয়তাবয়ব-বিজ্ঞাসম্ অনেককৰ্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবৃত্তিঃ সজ্জাবিততর্কমঃ শিল্পিভিঃ মনসাহপি আলোচয়িতুম্ অশক্যং সৎ, কথম্ অচেতনং প্রধানং রচয়েৎ? লোষ্ট্র-পাষাণাদিষু অদৃষ্টত্বাৎ। মৃদাদিষু অপি কুন্তকারাত্ম্যমিতিত্বেষু বিশিষ্টাকার্য্য রচনা দৃশ্যতে, তদ্বৎ প্রধানশ্চাপি চেতনাস্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ।

ন চ মৃদাদিত্যাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্মেণ মূলকারণম্ অবধারণীয়ং, ন বাহ্য-কুন্তকারাদিব্যপাশ্রয়েণ, ইতি কিঞ্চিৎ নিয়ামকম্, অস্তি। ন চ এবং সতি কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ্যতে, প্রভূত শ্রুতিঃ অনুগৃহ্যতে; চেতনকারণসমর্পণাৎ। অতঃ রচনানুপপত্তেচ্চ হেতোঃ ন অচেতনং জগৎকারণম্ অনুমাতব্যম্ ভবতি। অদ্বয়ানুপপত্তেচ্চ ইতি। চ-শব্দেন হেতোঃ অসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি। ন হি বাহ্যাদ্যাত্মিকানাং ভেদানাং সুখদুঃখমোহাস্বকতয়া অদ্বয় উপপত্ততে, সুখাদীনাং চ আন্তরত্বপ্রতীতেঃ, শব্দাদীনাং চ অতক্রপত্বপ্রতীতেঃ, তন্নিমিত্তত্বপ্রতীতেচ্চ। শব্দাত্তবিশেষেহপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদিবিশেষোপনন্ধেঃ। তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলানুভবাদীনাং সংসর্গপূর্বকত্বং দৃষ্টম্। বাহ্যাদ্যাত্মিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্বকত্বম্ অনুগিমানশ্চ সত্ত্বরজস্তমসামপি সংসর্গপূর্বকত্ব-প্রসঙ্গঃ, পরিমিতত্বাবিশেষাৎ। কার্য্যকারণভাবস্ত প্রেক্ষাপূর্বকনিমিত্তানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্ট, ইতি ন কার্য্যকারণভাবাৎ বাহ্যাদ্যাত্মিকানাং ভেদানাম্ অচেতনপূর্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্।

ভাট্টানুবাদ।

সাংখ্যের এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থির হইলে আমরা বলি—আপনারা যদি কেবল দৃষ্টান্তবলেই ইহা নিরূপণ করেন, অর্থাৎ প্রধানকে জগতের মূলকারণ বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিচালিত না হইয়া কোনও অচেতন বস্তু স্বতন্ত্রভাবে বিশিষ্টপুরুষার্থনির্বর্তনসমর্থ বিকারসমূহ, অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ প্রয়োজন সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় এরূপ কোন কার্য্যসমূহ বিরচিত করে, ইহা লোকে দেখা যায় না। কারণ, জগতে দেখা যায় যে, গৃহ প্রাসাদ অর্থাৎ অট্টালিকা, শয়ন অর্থাৎ খাট, আসন ও বিহারভূমি অর্থাৎ উদ্যান ভবন প্রভৃতি, প্রজ্ঞাবানকর্তৃক অর্থাৎ বিশেষবিবেচনাসম্পন্ন শিল্পীগণকর্তৃক যথাকালে সুখপ্রাপ্তির ও

(যুক্তিবিদ্যা সাংখ্যমতের খণ্ডন)

[রচনানুপপত্ত্যেচ্চ নানুমানম্ ২২।২১]

ভাষ্যমুদা ।

দুঃখপরিহারের যোগ্যরূপে অর্থাৎ উপযুক্ত করিয়া রচিত হয় ; সেইরূপ এই অখিল জগৎ, পুণ্যপাপাদি নানাবিধ কর্ম এবং সুখদুঃখরূপ ফলভোগের যোগ্য বাহ্যিক পৃথিবী ইত্যাদি, এবং মহুগ্ধাদি নানাবিধ জাতিযুক্ত প্রতিনিয়ত অর্থাৎ হস্তপদাদি বিভিন্ন অবয়বযুক্ত, এবং অনেক কর্ম ও তাহার ফলভোগের আশ্রয়রূপে দৃশ্যমান—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান যে শরীরাদি, বাহ্য প্রজ্ঞাবান অর্থাৎ অতি বিচক্ষণ, এবং সম্ভাবিততম অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শিল্পিগণ মনে মনেও আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে অচেতন প্রকৃতি কি করিয়া নির্মাণ করিবে ? কারণ, ইষ্টক বা প্যাগ ইত্যাদিতে তাহা দেখা যায় না । কুস্তকারাদি পরিচালিত মৃত্তিকা প্রভৃতিতে ঘট শরাব ইত্যাদি বিশেষ আকারযুক্ত রচনা যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ অচেতন-প্রধানেরও কোন চেতনকর্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত ।

আর মৃত্তিকাদি যেরূপ উপাদানস্বরূপ অর্থাৎ উপাদানকারণ, তাহার আশ্রিত অর্থাৎ স্বাভাবিক যে ধর্ম, অর্থাৎ অচেতনত্ব, অর্থাৎ তাহার দ্বারা মূলকারণ অর্থাৎ প্রকৃতিকে অনুমান করিতে হইবে । (কিন্তু) বাহ্যিক অর্থাৎ তত্ত্বের কুস্তকারাদি সাপেক্ষ অর্থাৎ উপাধিক চেতনাধিষ্ঠিতস্বধর্মদ্বারা অনুমান করা হইবে না—এরূপ কোন নিয়ামক নাই ।

আর এরূপ হইলে কোন কিছু বিরুদ্ধও হয় না, বরং শ্রুতিই অল্পগৃহীত হন, অর্থাৎ শ্রুতির অনুসরণ করা হয়, কারণ, শ্রুতি চেতনকে জগৎকারণ বলিয়া সমর্পণ অর্থাৎ উল্লেখ করিয়াছেন । অতএব রচনার অনুপপত্তিরূপ হেতুবশতঃ অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া অনুমান করা উচিত হয় না । জগতে সুখদুঃখাদির অময় অসঙ্গত বলিয়া যত্রোক্ত “চ” শব্দদ্বারা “সময়” হেতুর অসিদ্ধিকে সমুচ্চয় করিতেছেন অর্থাৎ সময়ত্ব হেতুটা জগদ্রূপ পক্ষে নাই—ইহাই বলিতেছেন । কারণ, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদ সকলের অর্থাৎ বিকার সকলের সুখ দুঃখ ও মোহরূপে অময় অর্থাৎ সম্বন্ধ হওয়া সঙ্গত হয় না, যেহেতু সুখাদি আন্তর অর্থাৎ মনের ধর্ম বলিয়া বোধ হয় ; আর শব্দাদির অতদ্রূপ প্রতীত হয়, অর্থাৎ শব্দাদি সুখদুঃখাদিস্বরূপ নয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাদের নিমিত্ত্ব অর্থাৎ তাহাদিগকে সুখদুঃখাদির কারণ বলিয়াই বোধ হয় ।

আর শব্দাদির কোন বিশেষ অর্থাৎ ভারতমা না থাকিলেও বিশেষ ভাবনা অর্থাৎ সংস্কারবশতঃ বিভিন্ন সুখদুঃখাদির জ্ঞান হয় । সেইরূপ মূল ও অঙ্করাদি পরিমিত বিকার সকল সম্বন্ধপূর্বক অর্থাৎ অনেকের মিলন-জন্ম হয় দেখিয়া বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকার সকল পরিমিত বলিয়া তাহারাও সম্বন্ধপূর্বক, অর্থাৎ অনেকের মিলনবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিনি অনুমান করেন, তাহার মতে সম্বন্ধ ও তমোগুণেরও সম্বন্ধপূর্বকত্ব হইয়া পড়ে । কারণ, তাহারাও পরিমিত । কার্য্যকারণভাব কিন্তু, পুরুষের বিবেচনাপূর্বক নিশ্চিত হয় যে খাট ও আসন প্রভৃতি বস্তুসকল, তাহাদেরই দেখা যায় । অতএব কার্য্যকারণরূপ হেতুবশতঃ বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকার সকল যে অচেতনপূর্বক অর্থাৎ অচেতনপ্রধান হইতে উৎপন্ন, তাহা অনুমান করিতে পার না ।

ভানতী ।

তদন্তঃ প্রধানানুমানং দুষয়তি—“তত্র বদাম” ইতি । যদি তাবৎ অচেতনং প্রধানম্ অনধিষ্ঠিতং চেতনেন প্রবর্ততে, স্বভাবত এব ইতি সাধ্যাত্বে, তৎ অযুক্তং, সমম্বয়াদেঃ হেতোঃ চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিরুদ্ধচেতনানধিষ্ঠিতত্বেন মৃৎসুবর্ণাদৌ দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি ব্যাপ্তেঃ উপলব্ধেঃ বিরুদ্ধ-ত্বাৎ । নহি মৃৎসুবর্ণদার্বাদয়ঃ কুলালহেমকাররথকারাদিভিঃ অনধিষ্ঠিতাঃ কুস্তরূচকরথাপি উপাদদতে । তস্মাৎ কৃতকত্বমিব নিত্যসাধনায় প্রযুক্তং, সাধ্যবিরুদ্ধেন ব্যাপ্তং বিরুদ্ধম্, এবং সমম্বয়াদি চেতনানধিষ্ঠিতত্বে সাধ্যে, ইতি রচনানুপপত্তেঃ ইতি দর্শিতম্ ।

যদি উচ্যেত দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি অচেতনং তাবৎ উপাদানং দৃষ্টং, তত্র যত্নপি তৎ চেতনপ্রযুক্তমপি দৃশ্যতে, তথাপি তৎপ্রযুক্তত্বং হেতোঃ অপ্রযোজকং বহিরঙ্গত্বাৎ, অন্তরঙ্গং তু অচেতন্তমাত্রম্ উপাদানানুগতং হেতোঃ প্রযোজকম্ । যথাহঃ—

“ব্যাপ্তেচ্চ দৃশ্যমানায়াঃ কশ্চিৎ ধর্ম্মঃ প্রযোজকঃ”, ইতি ।

তত্রাহ—“ন চ মুদাদি” ইতি । স্বভাবপ্রতিবন্ধ্যং হি ব্যাপ্ত্যং ব্যাপকম্ অবগময়তি । স চ স্বভাবপ্রতিবন্ধঃ শক্তিসমারোপিতোপাধিনিরাসে সতি নিশ্চয়তে । তন্নিশ্চয়শ্চ অময়ব্যতি-

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নামুমানম্।২।২।১]

ভাষ্যতী।

রেকয়োঃ আযততে। তৌ চ অদ্বয়ব্যতিরেকৌ ন তথা উপাদানাত্চৈতন্ত্রে যথা চেতনপ্রযুক্তত্বে অতিপরিষ্কটৌ। তৎ অলম্ অত্র অন্তরঙ্গত্বেন, ইতি ভাবঃ। এবমপি চেতনপ্রযুক্তত্বং ন অভ্যুপেয়েত, যদি প্রমাণান্তরবিরোধো ভবেৎ, প্রত্যুত শ্রুতিঃ অনুগুণতরা অত্র ইতি আহ—
 “ন চ এবং সতি” ইতি। চ-কারণে সুখদুঃখাদিসম্বয়লক্ষণস্ত হেতোঃ অসিদ্ধত্বং সমুচ্চিনোতি ইতি আহ—“অদ্বয়ানুপপত্তেশ্চ” ইতি। আন্তুরাঃ খলু অমী সুখদুঃখমোহবিষাদাঃ বাহ্যেভ্যঃ চন্দনাদিভ্যঃ অতিবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়প্রবেদনীয়ভ্যঃ ব্যতিরিক্তাঃ অধ্যক্ষম্ ঈক্ষ্যন্তে। যদি পুনঃ এতে এব সুখদুঃখাদিস্বভাবাঃ ভবেয়ুঃ ততঃ স্বরূপত্বাৎ হেমন্তেহপি চন্দনঃ সুখঃ স্তাৎ। ন হি চন্দনঃ কদাচিৎ অচন্দনঃ। তথা নিদাঘেষু অপি কুঙ্কমপক্ষঃ সুখঃ ভবেৎ। ন হি অসৌ কদাচিৎ অকুঙ্কমপক্ষঃ ইতি। এবং কণ্টকঃ ক্রমেলকস্ত সুখ ইতি মনুষ্যাদীনামপি প্রাণভূতাঃ সুখঃ স্তাৎ। ন হি অসৌ কাংশ্চিৎ প্রতি এব কণ্টকঃ ইতি। তস্মাৎ অসুখাদিস্বভাবাঃ অপি চন্দনকুঙ্কমাদয়ঃ জাতি-
 কালাবস্থাগুপেক্ষয়া সুখদুঃখাদিহেতবঃ, ন তু স্বয়ং সুখাদিস্বভাবা ইতি রমণীয়ম্। তস্মাৎ সুখাদি-
 রূপসম্বয়ঃ ভাবানাম্ অসিদ্ধ ইতি ন অনেন তদ্রূপং কারণম্ অব্যক্তম্ উন্নীয়তে ইতি। তৎ ইদম্ উক্তম্—“শব্দাত্তবিশেষেহপি চ ভাবনাবিশেষাৎ” ইতি। ভাবনা বাসনা সংস্কারঃ তদ্বিশেষাৎ। করভজ্ঞানসম্বর্তকং হি কৰ্ম করভোচিতাম্ এব ভাবনাম্ অভির্জনক্তি, যথা অশ্বৈ কণ্টকাঃ এব রোচন্তে। এবম্ অত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। পরিণামাৎ ইতি সাংখ্যীয়ং হেতুম্ উপগুণ্যতি—
 “তথা পরিমিতানাং ভেদানাম্” ইতি। সংসর্গপূর্বকত্বে হি সংসর্গস্ত একশ্মিন্ অদ্বয়ে অসম্ভবাৎ নানাঈক্যার্থসমবেতত্বস্ত নানাকারণানি সংসৃষ্টানি কল্পনীয়ানি, তানি চ সম্বরজস্তমাংসি এব ইতি ভাবঃ। তৎ এতৎ পরিমিতত্বং সাংখ্যীয়রাক্ষাস্তালোচনেন অনৈকান্তিকম্ ইতি দৃষ্যতি—“সম্বরজ-
 স্তমসাম্” ইতি। যদি তাবৎ পরিমিতত্বম্ ইয়ন্তা, সা নভসোহপি নাস্তি ইতি অব্যাপকঃ হেতুঃ পরিমাণাৎ ইতি। অথ ন যোজনাদিমিতত্বং পরিমাণম্ ইয়ন্তাং নভসঃ ক্রমঃ, কিন্তু অব্যাপিতাম্। অব্যাপি চ নভঃ তস্মাত্রাদেঃ। নহি কার্য্য কারণব্যাপি, কিন্তু কারণং কার্য্যব্যাপি ইতি পরিমিতং নভঃ তস্মাত্রাব্যাপিত্বাৎ। হন্তু সম্বরজঃস্তমাংসি অপি ন পরম্পরং ব্যাপ্তুবন্তি, ন চ তদ্ব্যন্তর-
 পূর্বকত্বম্ এতেষাম্ ইতি ব্যাভিচারঃ। ন হি যথা তৈঃ কার্য্যজাতম্ আবিষ্টম্ এবং তানি পরম্পরং বিশন্তি, মিথঃ কার্য্যকারণভাবাভাবাৎ। পরম্পরসংসর্গস্ত আবেশঃ চিতিশক্তৌ নাস্তি। ন হি চিতিশক্তিঃ কূটস্থনিত্যা তৈঃ সংসৃজ্যতে, ততশ্চ তদব্যাপকাঃ গুণা ইতি পরিমিতাঃ। এবং চিতি-
 শক্তিরপি গুণৈঃ অসংসৃষ্টা ইতি সাপি পরিমিতা ইতি অনৈকান্তিকত্বং পরিমিতত্বস্ত হেতোঃ ইতি।
 তথা কার্য্যকারণবিভাগোহপি সম্বয়স্য বিরুদ্ধঃ ইতি আহ—“কার্য্যকারণভাবস্ত” ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নম্ অনুমানাৎ অচেতনোপাদানত্বে জগতঃ সিদ্ধে জগদুপাদানস্ত চেতনাধিষ্ঠিতত্বাপত্তা কিং দৃশ্যম্ উক্তং ভবতি? সাধাসিদ্ধিম্ অঙ্গীকৃত্য দৃষ্টান্তদৃষ্টান্তান্তরসাক্ষ্যো হি উৎকর্ষসমাজ্ঞাতিঃ স্তাৎ, যথা—যদি কৃতকত্বেন ঘটবৎ অনিত্যঃ শব্দঃ, তহি তদবৎ মূর্ত্তঃ স্তাৎ ইতি, তত্রাহ—“যদি তাবৎ” ইতি। অয়ম্ অত্র দৃশ্যভিপ্রায়ঃ কিং গুণত্রয়ঃ চেতনানাধিষ্ঠিতম্ উপাদানং সাধাতে, উত তস্ত উপাদানত্বমাত্রম্। আন্তে বিরুদ্ধত্বং, দ্বিতীয়ে সিদ্ধসাধনং, ত্রিগুণমায়রা দ্বিগুণাধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতিত্বেষ্টেঃ ইতি। মূর্ত্তত্বোপাদানং বৈশম্যম্ আহ “ব্যাপ্তেঃ” ইতি। কৃতকত্বং হি ন ব্যাপ্তম্ ইত্যর্থঃ। “উপাদানত্বে” উপাদায়ন্তি কৃতকত্বমিহ বিরুদ্ধম্ ইতি শব্দঃ। ইব শব্দঃ যথা শব্দসমানার্থঃ উপনামাত্রগরঃ ন তু উপনামাত্রমানগরঃ, এবং শব্দস্ত পৃথক্ প্রয়োগাৎ। যদি সম্ব্যাদ্বিতত্বাৎ জগৎ তৎপ্রকৃতিকং মুদ্রাধিতকৃত্বৎ, তহি তৎ চেতনাধিষ্ঠিতং তৎপ্রকৃতিকং স্তাৎ তত এব তদবৎ এব ইতি উক্তম্। তত্র উপাধিম্ আশঙ্কতে—“যদি উচ্যেত” ইতি। যথা একশ্মিন্ সাধো সাধনদ্বয়-
 সন্নিপাতে সতি একস্তরসাধনপ্রযুক্তা ব্যাপ্তিঃ ইতরত্র আরোপাতে ইতি সোপাধিকতা, তৎ যথা নিষিদ্ধত্বপ্রযুক্তা ব্যাপ্তিঃ অধর্ম্মত্বস্ত হিংসায়ে সমারোপাতে, এবম্ একশ্মিন্ সাধনে সম্বয়াদৌ প্রকৃতিগতচেতনত্বচেতনাধিষ্ঠিতত্বরূপসাধাযবতান্তরঙ্গা চেতনত্বপ্রযুক্তা হেতু-
 সাধারোঃ ব্যাপ্তিঃ বহিরঙ্গচেতনাধিষ্ঠিতত্বে সমারোপাতে ইতি ভবতি সাধ্যম্ অপি সোপাধিকম্ ইত্যর্থঃ। কশ্চিৎ ধর্ম্ম অন্তরঙ্গত্বাদিঃ। ন অন্তরঙ্গবহিরঙ্গত্বকৃতে ব্যাপকত্বে, কিন্তু অব্যভিচারকৃতে, অন্তরঙ্গত্বাপি মহানসাদিধ্বরূপস্ত ব্যভিচার্যং ধূমবৎ প্রতি অব্যাপকত্বাৎ বহিরঙ্গস্যাপি বহিসংযোগসা অব্যভিচারেণ ব্যাপকত্বাৎ ইতি মত্বা পরিহরতি—“স্বভাবে”তি। স্বভাবপ্রতিবন্ধ্যম্ অনোপাধিকত্বেন সম্বন্ধম্।
 নম্ স্বভাবসম্বন্ধোহপি অন্তরঙ্গত্বাৎ জ্ঞেয়ঃ তত্রাহ—“স চ” ইতি। সাধনাব্যাপকঃ উপাধিঃ যথা প্রপঞ্চঃ সত্যঃ প্রতিভাসমানত্বাৎ ইত্যত্র

দ্বিতীয়পাদঃ—রচনানুপপত্ত্যাধিকরণম্ ।

৯

(বুদ্ধিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[রচনানুপপত্তেষ্ট নামুমানম্ ২২২১]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

ব্রহ্মবৎ ইত্যত্র চেতনদ্বম্ উপাধিঃ । অয়ং হি সাধাব্যাপকঃ সত্যব্রহ্মব্যাপনাৎ । ন চ সাধনব্যাপকঃ পক্ষে সাধনবতি অপি অপ্রযুক্তেঃ । সাধাব্যাপকঃ ইতি উক্তে শৈলে অনলস্য অনুমানম্ ইক্ষনবৎস্যাপি উপাধিতা স্যাৎ, তন্ বারণায় সাধনাব্যাপক ইতি উক্তম্ । এতাবতি উক্তে কারীষবহ্নিমত্বাদেৱপি উপাধিভং ভবেৎ তৎ মাভূৎ ইতি সাধাব্যাপক ইতি অভিহিতম্ ।

নম্ এবং পক্ষেতরদ্ব্যস্তাপি উপাধিতা স্যাৎ তদ্ব্যাবৃত্তার্থঃ সাধ্যসমব্যাপ্তিঃ ইতি বিশেষণীয়ম্ ইতি তন্ন । যতঃ—

“সাধাভাবেন সাকং স্বাভাব্যাপ্তেরনিশ্চয়াৎ । কৃতঃ পক্ষেতরদ্ব্যস্ত সাধাব্যাপকতা মতা” ॥

যদি হি যত্র পক্ষান্তরং নাস্তি, নাস্তি তত্র সাধ্যম্ ইতি ব্যতিকরকব্যাপ্তিঃ অবধাৰ্য্যতে অবধাৰ্য্যতে তদা যত্র সাধাঃ তত্র পক্ষান্তরম্ ইতি অসম্ভবঃ । অন্তথা পক্ষেতরদ্ব্যস্ত তাক্ষুপি সাধ্যসঙ্গে কৃতঃ তস্ত তদব্যাপকতা ? ন চ অবধাৰ্য্যতুং শকাতে, যত্র পক্ষান্তরং নাস্তি পক্ষে, তত্র সাধাভাবস্ত সন্দ্বিদ্ধম্ । এবঞ্চ সাধাব্যাপকত্বেন এব পক্ষেতরদ্ব্যস্ত ব্যাঘাতে সমপদঃ মুখা ইতি । বিধা চ উপাধিঃ, শঙ্কিতঃ নিশ্চিতকোতি । তত্র শঙ্কিতঃ অনুকূলতর্কাত্তাবাদিনা অবগম্যতে, নিশ্চিতস্ত যথাযোগ্যঃ প্রমাপৈঃ অবধাৰ্য্যতে । সদনুমানেন তু সমারোপিত উপাধিঃ সাধন-ব্যাপ্তাদিভিঃ উদ্ধি়তে, শঙ্কিতস্ত অনুকূলতর্কৈঃ । শঙ্ক্যমানশ্চ সাধাব্যাপকঃ সাধনাব্যাপকশ্চ বাচ্যঃ, তত্র সাধাব্যাপকত্বে সাধনব্যাপকত্বঃ সাধাঃ ব্যাপকং প্রতি ব্যাপকস্ত ব্যাপাঃ প্রতি ব্যাপকতয়াঃ অবগম্যত্বাৎ সাধনব্যাপকত্বে চ সাধাব্যাপকত্বং ভবেৎ ব্যাপাঃ প্রতি অব্যাপকস্ত তদব্যাপকং প্রতি অব্যাপকত্ব-নিয়মাৎ ইত্যাদিভিঃ তদ্ব্যাকারঃ ইতি ।

নম্ এবম্ উপাধিসিদ্ধৌ নিরূপাধিকসম্বন্ধরূপব্যাপ্তিসিদ্ধিঃ, তৎসিদ্ধৌ চ সাধনাব্যাপকত্বাদিরূপলক্ষণসিদ্ধিঃ, সিদ্ধে চ লক্ষণে উপাধিসিদ্ধিরিতি চক্রকং স্তাৎ । “ন” ইতি নবীনঃ—সাধাব্যবহিত্যস্তাভাবপ্রতিযোগিতরূপত্বাৎ সাধাব্যাপকত্বস্ত, সাধনবহ্নিত্যস্তাভাব-প্রতিযোগিত্বকত্বাচ্চ সাধনাব্যাপকত্বস্ত ইতি । নবীনতরাস্ত ন সাধাঃ সপক্ষে যত্র উপাধাবধাবণম্ । অথ সাধাভবেন সম্ভাব্যমানদ্ব্যঃ, তদেব কৃতঃ ? যদি ব্যাপকত্বাদিতি মযীরন, তদেব তর্হি চক্রকম্ আপতিতম্ ইতি ঘটকুট্যাং প্রভাতম্ ইতি । অস্মাকং তু অনির্কণীয়-বাদিনাম্ অত্র অনাস্তা ইতি ।

অন্ত তর্হি অনৌপাধিকসম্বন্ধনিশ্চয়ঃ অন্তরঙ্গত্বেন এব, ন ইতি অহ—“তন্নিশ্চয়শ্চ অস্বরে” ইতি । সাধাব্যাপকত্বাৎ ইত্যুক্তধর্মাস্তরস্ত অনুপলক্ষৌ সত্যঃ সতোশ্চ অস্বরবতিরেকরয়োঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয় জয়ততে সিদ্ধান্তি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ । অচেতনস্ত চেতনাপ্রেতিতস্ত কাণ্ডজনকত্বাভাবাচ্চ চেতনপ্রযুক্তস্বরবতিরেকরয়োঃ অসিদ্ধুটম্ । অস্বরবতিরেকবন্ধাত্তানুমানেন এতৎপর্কিতেরত্বাদেৱপি অনুমানং স্তাৎ, অতঃ গাং “এবমপি” ইতি । আশ্রয়ঃ প্রমাতৃদ্বৈকাধাতুচৈতন্যধর্ম্যঃ, এতদ্বৈপরীতাঃ বাহুদ্বয়ম্ । এতস্ত চ ব্যাপ্যনঃ—“বিচ্ছিন্নে” ইতি । চল্লন্যদ্বয়েৎ প্রথাধিবাচ্যচার্চন ন একম্ ইতি আহ—“যদি পুন” ইতি । স্থপয়তি ইতি “স্থপঃ” । “ক্রমেলকঃ” উটুঃ । প্রথমে হেতোঃ অপযাবসানাত্ অর্থাস্তরভাম্ আশ্রয়ঃ হাঃ—“সংসর্গপূর্বকত্বে চি” ইতি । নানাভবেন সচ একম্মিন অর্থে সমবেতঃ সংসর্গঃ স ততোক্তঃ । পবিসমিত্বঃ কিং যোজনাদিসমিতম্, উত স্বসংখ্যম্ অতিক্রমা বর্তমানেন বস্তুনা সহ বর্তমানদ্বম্, অথবা স্বাসংস্থিতবস্তুমদ্বম্ । নাত্তঃ ইত্যাহ—“যদি তাবৎ” ইতি । দ্বিতীয়ম্ আশঙ্কতে—“জথ” ইত্যাদিনা । কারণঃ হি কাযান্তরম্ অপি ব্যাপ্নোতি ন কাযাম্, অতঃ যাবৎ কারণঃ শব্দতম্মাত্রঃ তাবৎ ন ব্যাপ্নোতি মন্তঃ, পক্ষান্তব্যাপ্তিঃ তস্ত প্রসিদ্ধেব ইতি । পরিহরতি “হন্ত” ইতি । ন তৃতীয়ঃ ইত্যাহ—“পরম্পরসংসর্গস্ত” ইতি । সম্বাদীনাঃ চিতিশক্ত্যা আশ্রয়না পরম্পরং চ সংসর্গঃ নাস্তি ইত্যর্থঃ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

“তত্র বদাম” এই গ্রন্থদ্বারা এই প্রধানসাধক অর্থাৎ প্রকৃতিসাধক অনুমানে দোষ দিতেছেন । যদি কোন চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ পরিচালিত না হইয়া অচেতন প্রধান স্বভাবতই প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি করে, ইহা সাধন করা হয়, তাহা হইলে তাহা অসঙ্গত হইবে—কারণ, চেতনানধিষ্ঠিতত্বের অর্থাৎ চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হওয়ার বিরুদ্ধ চেতনানধিষ্ঠিতত্বের সহিত অর্থাৎ চেতনকর্তৃক পরিচালিত হওয়ার সহিত দৃষ্টান্তধর্মী মূৎস্বর্ণাদিতে অর্থাৎ দৃষ্টান্তের আশ্রয় মুক্তিকা বা স্বর্ণাদিতে সমন্বয়াদি হেতুর ব্যাপ্তির উপলক্ষি অর্থাৎ জ্ঞান হয় বলিয়া উক্ত সমন্বয়াদিহেতুর বিরুদ্ধত্ব হয়, অর্থাৎ উক্ত সমন্বয়াদিহেতু বিরোধনামক দোষগ্রস্ত হয় অর্থাৎ সাধাভাবের ব্যাপ্য হয় । যেহেতু মূৎস্বর্ণদার্কাদি অর্থাৎ মুক্তিকা স্বর্ণ ও কাষ্ঠপ্রভৃতি বস্তুসকল কুলালহেমকাররথকারাদিকর্তৃক অর্থাৎ কুস্তকার স্বর্ণকার ও কর্মকারকর্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ পরিচালিত না হইয়া কুস্তকচরখাদি অর্থাৎ কলস কণ্ঠহার ও রথাদি উপাদান করে না, অর্থাৎ কলশাদিরূপে পরিণত হয় না । অতএব নিত্যসাধনের জন্ত প্রযুক্ত কৃতকত্বহেতুর জ্ঞান সাধাবিরুদ্ধকর্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ যেমন “শব্দঃ নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ” এইস্থলে সাধা—নিত্যত্বের বিরুদ্ধ অনিত্যত্বকর্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া কৃতকত্ব হেতুটা বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস হয়, এইরূপ প্রধানেন চেতনানধিষ্ঠিতত্ব সাধ্য করিলে অর্থাৎ জগতে চেতনানধিষ্ঠিতাচেতনপ্রকৃতিকত্ব সাধ্য করিলে সমন্বয়াদি হেতু বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চেতনানধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্য হয়—ইহাই “রচনানুপপত্তেঃ” এই সূত্রদ্বারা দেখান হইয়াছে ।

যদি বল, দৃষ্টান্তধর্মীতে অর্থাৎ মূৎস্বর্ণাদিতে অচেতনকে উপাদানরূপে দেখা যায়, সেখানে যদিও তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্তধর্মী মূৎস্বর্ণাদিকে সেই চেতনপ্রযুক্তও দেখা যায়, অর্থাৎ চেতনপুরুষকর্তৃক পরিচালিত দেখা যায়, তাহা হইলেও তৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ চেতনপুরুষপরিচালিতত্বটা হেতুর অপ্রযোজক, অর্থাৎ মুখ্যভাবে হেতুর

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[রচনানুপপত্তেঃ নানুমানম্ ২।২।১]

ভামতীর অনুবাদ ।

হেতুতাসাধক নহে ; কারণ, তাহা বহিরঙ্গ । অন্তরঙ্গ কিন্তু অচৈতন্যমাত্র, আর তাহাই উপাদানকারণে অনুগত হয় । অতএব উপাদানে অনুগত অচৈতন্যমাত্রই হেতুর প্রযোজক ।* যেমন আচার্য্যগণ বলেন—

“ব্যাপ্তেঃ দৃশ্যমানায়াঃ কশ্চিৎ ধর্ম্মঃ প্রযোজকঃ । যস্মিন্ সত্যমুনাভাব্যমিতি শক্ত্যা নিরূপ্যতে” ॥

অর্থাৎ যেখানে একটা সাধ্যের সহিত অনেক ধর্ম্মের আপাততঃ ব্যাপ্তি দেখা যায়, সেখানে সেই সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন একটা ধর্ম্মই প্রযোজক বলিয়া নিরূপিত হয়—যে ধর্ম্মের সহিত সেই সাধ্যের অদ্বয়বাতিরেকরূপ শক্তি থাকে ।

এতদুত্তরে বলিতেছেন—“ন চ মুদাদি” । যেহেতু স্বভাবপ্রতিবন্ধ, অর্থাৎ স্বাভাবিকসদ্ব্যক্ত ব্যাপ্যাই ব্যাপকের বোধ জন্মাইয়া দেয় । আর সেই স্বভাবপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তি, শক্তি অথবা সমারোপিত উপাধির নিরাস হইলে নিশ্চিত হয়, অর্থাৎ উপাধির সন্দেহের অথবা সমারোপের অর্থাৎ ভ্রমনিশ্চয়ের নিরাস হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় । †

আর সেই নিশ্চয় অদ্বয়বাতিরেক থাকিলে আয়ত অর্থাৎ সিদ্ধ হয় ; অর্থাৎ বহি থাকিলেই তবে ধূম থাকে—এইরূপ অদ্বয়, এবং বহি না থাকিলে ধূম থাকে না—এইরূপ ব্যতিরেক—এই উভয় থাকিলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় । (অর্থাৎ উপাধির অভাববশতঃ ব্যাভিচারগ্রহাভাব ও অদ্বয়বাতিরেকবশতঃ সহচারজ্ঞান এই দুইটা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু, ইহা স্থির হইল ।) আর সেই অদ্বয় ও ব্যতিরেক যেমন চেতনপ্রযুক্তের উপর অতি পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তেমন উপাদানচৈতন্যে অর্থাৎ উপাদানের অচেতনত্বের উপর পরিস্ফুট নহে, অর্থাৎ চেতনপুরুষাদি থাকিলেই যুক্তিকা হইতে ঘট হয়, না থাকিলে হয় না । অতএব উপাদানচৈতন্য হেতুর অন্তরঙ্গ নহে ; অর্থাৎ মৃৎস্বর্ণাদিস্থানীয় প্রধানের অচেতনত্বই উপাদানে অনুগত বলিয়া সমন্বয়হেতুর অন্তরঙ্গ হইয়া তাহার প্রযোজক হইতে পারিল না ।

এরূপ হইলেও অর্থাৎ অদ্বয়বাতিরেকদ্বারা প্রধানের চেতনাধিষ্ঠিত সিদ্ধ হইলেও প্রধানের চেতনপ্রযুক্ত অত্যাশ্রয় করিতাম না, অর্থাৎ স্বীকার করিতাম না—যদি অত্র প্রমাণের সহিত বিরোধ হইত, বরং ইহাতে শক্তি অনুগুণতরা হয়, অর্থাৎ অতিশয় অস্বাভাবিক হয়, ইহাই “ন চৈবং সতি” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন ।

স্বত্রস্থ “চ”কার দ্বারা স্বত্বদুঃখাদির সমন্বয়রূপ হেতুর অসিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসের সমুচ্চয় করিতেছেন । “অদ্বয়ানুপপত্তেঃ” এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন । ঐ সকল স্বত্ব দুঃখ মোহ ও বিসাদ নিশ্চিতই আন্তর্য্যধর্ম্ম, অর্থাৎ মনোদর্শন, এবং ইহার অতিবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়প্রবেদনীয় অর্থাৎ অত্যন্ত বিলক্ষণজ্ঞানদ্বারা বেদ্য বাহ্যিক চন্দনাদি পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক্, ইহা অধ্যাক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঈক্ষণ করা যায় অর্থাৎ দেখা যায় । আর যদি ইহারাই স্বত্বদুঃখাদিস্বভাব হইত, তাহা হইলে স্বরূপত্ব-প্রযুক্ত অর্থাৎ স্বভাববশতঃ হেমন্তেও অর্থাৎ শীতকালেও চন্দন স্বত্বকর হইত ; কারণ, চন্দন ত কখনও অচন্দন হয় না, অর্থাৎ চন্দনভিন্ন নহে । সেইরূপ নিদাবেও অর্থাৎ গ্রীষ্মকালেও কুঙ্কমপক্ষ অর্থাৎ কুঙ্কমপ্রলেপ স্বত্বকর হইত । কারণ, সেই কুঙ্কমপক্ষ কখনও অকুঙ্কমপক্ষ হয় না, অর্থাৎ কুঙ্কমভিন্ন নহে । এইরূপ কণ্টক ক্রমেলক অর্থাৎ উল্লেটের স্বত্বকর হয়, এইজন্ত মল্লয়াদি প্রাণীরও তাহা তথকর হউক ; কারণ, তাহা কেবল কোন কোন প্রাণীর পক্ষেই যে কণ্টক তাহা ত নয় । অতএব চন্দন কুঙ্কমাদি বস্তু সকল অন্ত্যাদিস্বভাব অর্থাৎ স্বত্বদুঃখাদিস্বরূপ না হইয়াও জাতি কাল ও অবস্থাদি অপেক্ষায় অর্থাৎ কোন কোন জাতি, কাল ও অবস্থা অনুসারে স্বত্বদুঃখাদির হেতু হয়, কিন্তু তাহার নিজে স্বত্বদুঃখাদিস্বরূপ নহে—ইহাই রমণীয় অর্থাৎ বেশ ভাল বোধ হয় । অতএব ভাবসকলের অর্থাৎ বস্তুসকলের স্বত্বাদিরূপসমন্বয় অর্থাৎ স্বত্বাদিস্বরূপের সহিত সমাক্রমণে

* মৃৎস্বর্ণাদি হইতে যে ঘটকুণ্ডলাদি জন্মে, তাহার প্রতি মৃৎস্বর্ণাদি উপাদানকারণ, আর কুঙ্কমকার ও স্বর্ণকার নিমিত্তকারণ । কার্য্যমাত্রের প্রতি উপাদানকারণ যত প্রয়োজন, নিমিত্তকারণ তত প্রয়োজন নহে । এজন্ত উপাদানকারণ অন্তরঙ্গকারণ, আর কুঙ্কমকারাদিকে বহিরঙ্গকারণ বলে । অন্তরঙ্গকারণতাই এস্থলে প্রযোজক বলা হইল । যেহেতু যুক্তিকা না থাকিলে কুঙ্কমকারের ইচ্ছাসম্বন্ধে ঘট হয় না, আর যুক্তিকা থাকিলেই তাহা হয় ।

+ যাহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাই উপাধি । যথা “ধূমবান্ বহুঃ” এস্থলে “আর্দ্রেজনসংযোগটা” উপাধি হয় ; কারণ, তাহা রক্তনশালায় অগ্নিতে সাধা—ধূমের ব্যাপক হইয়াছে, অথচ অযোগ্যলকে হেতু-বহির ব্যাপক হয় নাই । অর্থাৎ রক্তনশালাপ্রভৃতি যেখানে ধূম থাকে সেখানে আর্দ্রেজনসংযোগ থাকে, কিন্তু অযোগ্যলকপ্রভৃতি যেখানে বহি থাকে, সেখানে আর্দ্রেজনসংযোগ থাকে না । এইরূপ হেতুতে উপাধিব্যাভিচার হইতে হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিচারের অনুমান হয় । অতএব উপাধিনিরাস না হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না ।

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

প্রবৃত্তেশ্চ ১২ *

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

অনুগত হওয়াটী সিদ্ধ হয় না, এই জন্ত এই সময় হেতুধারা স্বখদুঃখাদিস্বরূপ কারণ—অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতিকে উন্নয়ন করা যায় না, অর্থাৎ অনুমান করা হয় না। এইজন্ত ভাস্তরকার বলিতেছেন—
“**শব্দান্তবিশেষেহপি চ ভাবনাবিশেষাৎ**” ইত্যাদি। ভাবনা অর্থাৎ বাসনা, অর্থাৎ সংস্কার, তাহার বিশেষবশতঃ অর্থাৎ বিশেষ সংস্কারবশতঃ। করভজ্যসম্বর্তক কর্ম অর্থাৎ যে কর্মবশতঃ উষ্ট্র হইয়া জন্ম হয়, সেই কর্মই করভোচিত ভাবনাকে অভিযুক্ত করে অর্থাৎ উষ্ট্র জন্মের উপযুক্ত বাসনাই প্রকাশ করে, যাহাতে তাহার কাঁটা খাইতেই রুচি হয়। এইরূপ অজ্ঞানস্থলেও দেখিয়া লইতে হইবে।

“**পরিমাণাৎ**” অর্থাৎ “**ভেদানাং পরিমাণাৎ**” (সাং কাঃ ১৫)

এই সাংখ্যীয় হেতুর উপজ্ঞাস করিবার জন্ত ভাস্তরকার “তথা পরিমিতানাং ভেদানাং” এই গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, * কার্যাসকলের সংসর্গপূর্বকত্ব হইলে, অর্থাৎ অনেক কারণের মিলনের ফলে বিকার সকল উৎপন্ন হইলে নানাত্বকার্যসমবেত সংসর্গের অর্থাৎ অনেকত্বের সহিত একবস্তুর সমবেত সংসর্গের এক অদ্বয়ে অর্থাৎ অদ্বিতীয় একমাত্র ব্রহ্মে, থাকা সম্ভব নহে বলিয়া, সংসর্গযুক্ত নানাকারণ কল্পনা করিতে হইবে এবং তাহারাই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। সেই এই পরিমিতত্ব হেতুটি সাংখ্যীয় রাক্ষাস্তের অর্থাৎ সাংখ্যাসিদ্ধান্তের আলোচনাদ্বারা অনৈকান্তিক হয়, অর্থাৎ ব্যাভিচারী হয়। “**সত্ত্বরজস্তমসাম্**” এই গ্রন্থদ্বারা এই দোষ দিতেছেন। যদি পরিমিতত্ব শব্দের অর্থ ইয়ত্তা হয়, তাহা হইলে তাহা আকাশেরও নাই, অতএব “**পরিমাণাৎ**” এই হেতুটি অব্যাপক হইল অর্থাৎ সকল পক্ষে না থাকায় ভাগাসিদ্ধি নামক হেতুভাঙ্গ দ্বারা দুষ্ট হইল।

আর যদি বল—যোজনাদিমিতত্ব অর্থাৎ যোজন বা ক্রোশ ইত্যাদি দ্বারা পরিমিত হওয়ারূপ পরিমাণকে আকাশের ইয়ত্তা বলি না, কিন্তু অব্যাপিতাকে অর্থাৎ ব্যাপক না হওয়াকে আকাশের ইয়ত্তা বলি, এবং আকাশ তন্মাত্রাদির ব্যাপক হয় না; কারণ, কার্য কারণের ব্যাপক হয় না, কিন্তু কারণই কাণ্ডের ব্যাপক হয়, অতএব আকাশ পরিমিত, যেহেতু তাহা তন্মাত্রাদির ব্যাপক নহে। **ইন্তু** অর্থাৎ হায় হায়! সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—ইহারাও পরস্পরের ব্যাপক নহে, অতএব পরিমিত বলিতে হইবে। আর ইহাদের তত্ত্বান্তরপূর্বকত্ব নাই অর্থাৎ অজ্ঞ কারণের মিলনবশতঃ ইহারা উৎপন্ন হয় নাই, (কারণ তোমার মতে তাহার নিত্য), অতএব তোমার নিয়মে ব্যাভিচার হইল। কারণ, তাহার যেমন কার্যসমূহে আবিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ তাহার পরস্পর আবিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় না; কারণ, তাহাদের পরস্পরের কার্যাকারণভাবনাই, অর্থাৎ তাহার পরস্পর পরস্পরের কাব্যও নহে, কারণও নহে।

আর পরস্পর সংসর্গরূপ আবেশ, চিত্তিশক্তিতে নাই। কারণ, চিত্তিশক্তি কূটস্থনিত্যা অর্থাৎ নির্বিকার ও নিত্য; তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকর্তৃক সংসৃষ্ট হয় না অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় না সেইজন্ত গুণসকল চিত্তিশক্তির অব্যাপক, অতএব পরিমিত। এইরূপ চিত্তিশক্তিও গুণগণকর্তৃক অসংসৃষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত নহে, অতএব তাহাও পরিমিত; অতএব পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিমাণরূপ হেতুর অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যাভিচার হইল। সেইরূপ কার্যাকারণবিভাগরূপ হেতুও সময়ের মত বিরুদ্ধ হয়। ইহাই বলিতেছেন—“**কার্য-কারণভাবন্তু**” ইত্যাদি।

শাস্তরভাষ্যম্ ।

প্রবৃত্তেশ্চ ১২

আন্তাং ভাবদিয়েং রচনা। তৎসিদ্ধার্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাং প্রচ্যুতিঃ সত্ত্ব-
রজস্তমসাম্ অজ্ঞান্ভাবরূপাপত্তিঃ বিশিষ্টকার্য্যভিমুখপ্রবৃত্তিতা সাহপি ন অচেতনশ্চ
প্রধানশ্চ স্বতন্ত্রশ্চ উপপত্ততে, যদাদিশ্চ অদর্শনাং রথাদিশ্চ চ। ন হি যদাদয়ো রথাদয়ো বা

* এই সূত্রে প্রথমোক্তপদ না থাকার এবং ‘প্রবৃত্তেঃ’ এই পঞ্চম্যন্তপদের পর ‘চ’কার্য থাকার ইহা আরও অধিকরণেরই অন্তর্গত সূত্রবিশেষ হইল। “চ”কার দ্বারা পূর্ব সূত্রের অনুপপত্তেঃ পদের অন্তর্ভুক্তি বুঝাইতেছে। ইহা এই অধিকরণের দ্বিতীয় সূত্র। রামানুজ-ভাষ্য মধ্যে ইহা প্রথম সূত্রের অংশবিশেষ বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাস্তর নিম্নার্কে মধ্যবল্লভভাষ্যে ইহা এই অধিকরণের দ্বিতীয় সূত্র বলা হইয়াছে। এক বিষয়ে দুইটি পৃথক্ এক আকারের হেতু হওয়ার পৃথক্ সূত্র হওয়াই সঙ্গতবোধ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে রামানুজভাষ্যে বোধায়নের প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক; কিন্তু তাহা নাই।

(যুক্তিধারা সাংখ্যামতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেষ্চ ১২]

শাস্ত্ররত্নাশ্রম।

অয়ম্ অচেতনাঃ সন্তঃ চেতনৈঃ কুলানাদিভিঃ অশ্বাদিভির্বা অনধিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্য্যভিমুখ-
প্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। দৃষ্টাচ্চ অদৃষ্টসিদ্ধিঃ। অতঃ প্রবৃত্ত্যানুপপত্তেরপি হেতোঃ ন অচেতনং
জগৎকারণম্ অনুমাতব্যং ভবতি।

ননু চেতনশ্চাপি প্রবৃত্তিঃ কেবলশ্চ ন দৃষ্টা? সত্যমেতৎ। তথাপি চেতনসংযুক্তশ্চ
রথাদেঃ অচেতনশ্চ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা, ন তু অচেতনসংযুক্তশ্চ চেতনশ্চ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা। কিং
পুনরত্র যুক্তম্। যস্মিন্ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা তস্য সা, উত যৎসংপ্রযুক্তশ্চ দৃষ্টা তস্য সা ইতি।

ননু যস্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিঃ তস্মৈব সা ইতি যুক্তম্, উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। ন তু প্রবৃত্ত্যা-
শ্রয়ত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ, প্রবৃত্ত্যাশ্রয়দেহাদিসংযুক্তত্বেন তু চেতনশ্চ
সম্ভাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতনরথাদিবৈলক্ষণ্যং জীবদেহশ্চ দৃষ্টমিতি। অতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে
সতি দর্শনাৎ, অসতি চ অদর্শনাৎ, দেহত্বেন চৈতন্যমপীতি লোকার্য্যতিকাঃ প্রতিপন্নাঃ।
তস্মাৎ অচেতনত্বেন প্রবৃত্তিরিতি।

ভাস্করানুবাদ।

সূত্রার্থ—“চ” অর্থ ‘এবং’ “প্রবৃত্তেঃ” অর্থ ‘প্রবৃত্তিহেতু’। অর্থাৎ অচেতন প্রধানের প্রবৃত্তি অর্থাৎ
সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি অর্থাৎ বৈসমাণ্য হইতে পারে না; কারণ, জগতে
চেতনের সহায়তা ব্যতীত অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। চকারদ্বারা পূর্বসূত্র
হইতে অনুপপত্তিপদের অধ্যাহার করিতে হইবে।

ভাস্করার্থ—এই বিশ্বরচনা দূরে থাকুক, তৎসিদ্ধার্থা অর্থাৎ সেই বিশ্বরচনা নির্বাহের জন্ত, যে প্রবৃত্তি
অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থান হইতে প্রচ্যুতি অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অশ্বাদিভাব-
রূপাপত্তি অর্থাৎ কেহ প্রধান কেহ অপ্রধান এইরূপে পরিণত হওয়া, এবং তাহা হইলে বিশিষ্টকার্য্যভি-
মুখপ্রবৃত্তিতা অর্থাৎ বিশেষ কার্য্য করিবার জন্ত উদ্যোগী হওয়া ইত্যাদি, তাহাও সত্ত্ব অর্থাৎ চেতন-
নিরপেক্ষ অচেতন প্রধানের উপপন্ন হয় না। কারণ, তাহা অর্থাৎ চেতননিরপেক্ষতা, যুক্তিকাতে
দেখা যায় না এবং রথপ্রভৃতিতেও দেখা যায় না। যুক্তিকাদি কিংবা রথপ্রভৃতি বস্তুসকল নিজে অচেতন
হইয়া চেতন কুলল অর্থাৎ কৃন্তকার ও অশ্বপ্রভৃতিকর্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা পরিচালিত
না হইয়া বিশিষ্টকার্য্যভিমুখপ্রবৃত্তিবৃত্ত দেখা যায় না, অর্থাৎ বিশেষ কার্য্য করিবার জন্ত উদ্যোগী হয়—
ইহা দেখা যায় না। আর দৃষ্ট অর্থাৎ যাহা দেখা যায়, তাহা হইতেই অর্থাৎ দৃষ্টান্তবশতঃই অদৃষ্ট অর্থাৎ
যাহা দেখা যায় না, তাহার সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় হয়। অতএব উক্তপ্রবৃত্তির অনুপপত্তিরূপ হেতুবশতঃও
অচেতনকে জগৎকারণ বলিয়া অসম্মান করা উচিত হয় না।

যদি বল, কেবল-চেতনেরও প্রবৃত্তি ত দেখা যায় না? ইহা, ইহা সত্য বটে। তাহা হইলেও চেতনযুক্ত
অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু অচেতনসংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। (যেমন কোন
শয়িত চেতন ব্যক্তির সঙ্গে বান্ধাদি অচেতন বস্তুর সংযোগ হইলে সেই শয়িত চেতন পুরুষ গাত্রোত্থানপূর্বক
চলিতে আরম্ভ করে না।) অতএব এস্থলে কি যুক্ত? অর্থাৎ কি বলা উচিত? যাহাতে প্রবৃত্তি দেখা যায়,
তাহার কি সেই প্রবৃত্তি, উত অর্থাৎ কিদ্বা যাহার সহিত সংপ্রযুক্ত হওয়ায় অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার
সেই প্রবৃত্তি? (অর্থাৎ রথের সহিত অশ্বের যোগে যে রথের প্রবৃত্তি হয়, তাহা রথের না অশ্বের?)।

যদি বল যাহাতে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহারই তাহা হওয়া উচিত। (যেমন রথের প্রবৃত্তি দেখা যায়
বলিয়া তাহা রথেরই হওয়া উচিত, রথের প্রবৃত্তি অশ্বের প্রবৃত্তি নহে।) কারণ, উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়,
অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও তাহার আশ্রয় এতদুভয়ের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে রথাদির মত কেবল
কোন চেতন ত প্রত্যক্ষ হয় না। জীবদেহের অর্থাৎ জীবনবিশিষ্ট দেহের কেবল অচেতন রথাদি হইতে
বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ প্রাণসত্তারূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এইজন্ত প্রবৃত্তির আশ্রয় দেহাদিসংযুক্ত চেতনের অর্থাৎ আত্মার
সদৃশ্য অর্থাৎ অস্তিত্বমাত্রই সিদ্ধি হয়। এই জন্তই দেহ প্রত্যক্ষ হইলে চৈতন্য দেখা যায়, দেহ প্রত্যক্ষ

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[প্রবৃত্তেশ্চ ১২]

ভাষ্যমুবাদ ।

না হইলে চৈতন্য দেখা যায় না বলিয়া দেহেরই চৈতন্য, ইহা লোকাযতীকরণ অর্থাৎ নাস্তিক চার্ককরণ স্বীকার করেন । এই হেতু অচেতনেরই প্রবৃত্তি হয়, ইহা স্থির হইল । (ইহা পূর্বপক্ষ)

ভান্ডী ।

ন কেবলং রচনাভেদা ন চেতনাধিষ্ঠানম্ অন্তরেণ ভবন্তি, অপি তু সাম্যাবস্থায়ঃ প্রচুতিঃ বৈষম্যম্, তথাচ যৎ উদ্ভূতং বলীয়ঃ তৎ অঙ্গি, অভিভূতং চ তদনুগুণতয়া স্থিতম্ অঙ্গম্ । এবং হি গুণপ্রধানভাবে সতি অস্ম্য মহদাদৌ কার্যো যা প্রবৃত্তিঃ, সাহপি চেতনাধিষ্ঠানমেব গময়তি । ন হি চেতনাধিষ্ঠানম্ অন্তরেণ যুৎপিণ্ডে প্রধানেন অঙ্গভাবেন চক্রদণ্ডসলিলসূত্রাদয়ঃ অবতিষ্ঠন্তে । তস্মাৎ প্রবৃত্তেরপি চেতনাধিষ্ঠানসিদ্ধিরিতি, “শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ” ইতি অয়মপি হেতুঃ সাংখ্যীয়া বিরুদ্ধ এব ইত্যুক্তং বক্রোক্ত্য ।

অত্র সাংখ্যঃ চোদয়তি—“ননু চেতনস্তাপি প্রবৃত্তিরি”তি । অয়মভিপ্রায়ঃ—তয়া কিল ঔপনিষদেন অস্মদ্বৈতত্বং দূরয়িত্বা কেবলস্ত চেতনশ্চৈব অচ্যনিরপেক্ষস্ত জগৎপাদানন্তং নিমিত্তত্বং চ সমর্থনীয়ম্ । তৎ অযুক্তম্ । কেবলস্ত চেতনস্ত প্রবৃত্তেঃ দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি অন্তপলঙ্কেরিতি ।

ঔপনিষদস্ত চেতনহেতুকাং তাবদেষ সাংখ্যঃ প্রবৃত্তিম্ অভ্যাপগচ্ছতু, পশ্চাৎ স্বপক্ষম্ অতএব সমাধাস্ত্যামি ঈশ্বাভিসন্ধিমান্ আহ—“সত্যমেতৎ”—“ন কেবলস্ত চেতনস্ত প্রবৃত্তির্দৃষ্টা” ইতি ।

সাংখ্য আহ—“ন তু অচেতনসংযুক্তশ্চে”তি । “তু”শব্দঃ ঔপনিষদপক্ষং ব্যাবর্তয়তি । অচেতনাশ্রয়েব সর্বত্র প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে, ন তু চেতনাশ্রয়া কাচিদপি । তস্মাৎ ন চেতনস্ত জগৎসর্জনে প্রবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ ।

অত্র ঔপনিষদো গূঢ়াভিসন্ধিঃ প্রশ্নপূর্বকং বিমূশতি—“কিং পুনরত্রৈ”তি । অত্রান্তরে সাংখ্যো ক্রতে—“ননু যশ্মিন্” ইতি । ন তাবৎ চেতনঃ প্রবৃত্ত্যাশ্রয়তয়া তৎপ্রয়োজকতয়া বা প্রত্যক্ষম্ ঈক্ষাতে, কেবলং প্রবৃত্তিঃ তদাশ্রয়শ্চ অচেতনো দেহরথাদিঃ প্রত্যক্ষেন প্রতীয়তে । তত্র অচেতনস্ত প্রবৃত্তিঃ তন্নিমিত্তৈব, ন তু চেতননিমিত্তা । সদ্ভাবমাত্রঃ তু তত্র চেতনস্ত গম্যতে, রথাদিবৈলক্ষণ্যাৎ জীবদেহস্ত । ন চ সদ্ভাবমাত্রেন কারণত্বসিদ্ধিঃ । মা ভূৎ আকাশঃ উৎপত্তিমতাং ঘটাদীনাং নিমিত্তকারণম্ অস্তি হি সর্বত্র ইতি । তদনেন দেহাতিরিক্তে সতাপি চেতনে তস্য ন প্রবৃত্তিঃ প্রতি নিমিত্তভাবঃ অস্তি ইত্যুক্তম্ । যতশ্চ অস্ম্য ন প্রবৃত্তি-হেতুভাবোহস্তি অতএব প্রত্যক্ষে দেহে সতি প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ অসতি চ অদর্শনাৎ দেহেশ্চৈব চৈতন্যম্ ইতি লোকাযতীকাঃ প্রতিপল্লাঃ, তথাচ ন চিদান্ননিমিত্তা প্রবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্ । তস্মাৎ ন রচনায়াঃ প্রবৃত্তের্বী চিদান্নকারণত্বসিদ্ধিঃ জগত ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

রচনায়াঃ প্রবৃত্তেঃ সক্ষাণাং হেদমাহ—“রচনাভেদা” ইতি, কাযাগতবিশ্রাসবিশেষা ইত্যর্থঃ । অপি তু ইত্যস্ত বা প্রবৃত্তিঃ সাপি চেতনাধিষ্ঠানমেব গময়তি ইতি বক্ষ্যমাণেন অম্বয়ঃ । প্রবৃত্তেঃ হেতুমাহ “সাম্যোতি” । বৈষম্যং ভবতি ইতি শেষঃ । বৈষম্যে সতি অঙ্গাঙ্গিভ্যঃ ভবতি ইত্যত্র —“তথ্যচৈ”তি । অঙ্গাঙ্গিভ্যঃ কাযোৎপাদনরূপা প্রবৃত্তিঃ ভবতি ইত্যত্র—“এবং হি” ইতি । “এবং অঙ্গানুপপত্তেশ্চ” ইত্যস্ত যত্রস্ত প্রবৃত্তেশ্চ ইতানেন পৌনঃপুন্যং অর্থাৎ নিরন্তরম্ । চেতনানিষ্ঠিতপ্রধানসাধকত্বেন পরোক্তস্ত প্রবৃত্তেরিতি হেতোরৈব চেতনাধিষ্ঠিতাচেতনসিদ্ধৌ হেতুত্বেন অভিধানাৎ সাধাবিক্রোধাজিঃ বক্রোক্তিঃ । ঔপনিষদেন ন দৃষ্টান্তাত্মসারেণ ব্রহ্মকারণত্বং সমর্থ্যতে, অতঃ কেবলস্ত চেতনস্ত প্রবৃত্তি ন দৃষ্টা ইতি অচোক্তম্, ইত্যাপেক্ষ্যাহ “তয়া কিল”তি । ঔপনিষদর্থসম্ভাবনায়ঃ অনুমানং সামান্যতো দৃষ্টঃ বাচ্যম্ ইত্যর্থঃ । “অবিজ্ঞাপ্রত্যাগপত্ত্যপিতোদাদি”ভাষণে স্বপক্ষঃ সমাধাস্ত্যামি ঈশ্বাভিসন্ধিমান্ ইত্যর্থঃ । ন কেবলস্ত চেতনস্ত প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ইত্যেতৎ সত্যম্ ইত্যর্থঃ । অত্র চ শেষতেন তথাপি চেতনসংযুক্তস্ত রথাদেঃ অচেতনস্ত প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ইতি ভাষ্যম্ অনুসংক্ষেপম্ । ইথং কেবলস্ত প্রবৃত্ত্যভাবম্ অভ্যাপগম্য অচেতনস্ত প্রবৃত্তিঃ চেতনাদীনাং ইতি সমবিশ্তে সাংখ্য আহ ইত্যর্থঃ । ন চেতনস্ত প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ম্ ইত্যত্র লোকাযতীকরণোহপি সিদ্ধম্ ইত্যাহ “যতশ্চৈ”তি । রচনায়াঃ প্রবৃত্তের্বী হেতৌ চিদান্নকারণকত্বসিদ্ধিঃ জগতো ন ইত্যর্থঃ ।

ভান্ডারী অনুবাদ ।

চেতনের অধিষ্ঠান অর্থাৎ সহায়তা ব্যতীত যে কেবল রচনাভেদ অর্থাৎ বিবিধ সৃষ্টি হয় না, তাহা

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ ১২]

ভামতীর অনুবাদ।

নহে, কিন্তু সাম্যাবস্থার যে প্রচ্যুতি অর্থাৎ বৈষম্য অর্থাৎ ন্যূনাধিকভাব। আর তাহা হইলে যে উদ্ভূত অর্থাৎ বলবান হয়, সেই অক্ষী অর্থাৎ প্রধান হয় এবং সেই অক্ষিকর্তৃক অভিব্যূত হইয়া এবং তাহার অন্তঃস্থ অর্থাৎ অন্তঃস্থ হইয়া যে থাকে, সে অক্ষ অর্থাৎ অপ্রধান। এইরূপে গুণপ্রধানভাব হইলে অর্থাৎ কেহ গুণ অর্থাৎ অপ্রধান এবং কেহ প্রধান হইলে ইহার অর্থাৎ প্রকৃতির মহাদাদি কার্যে যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিও চেতাধিষ্ঠানকেই প্রমাণিত করে, অর্থাৎ চেতন প্রকৃতির সহায় হইলে তবে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়—ইহাই বুঝাইয়া দেয়। কারণ, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত নৃৎপিগুরূপ প্রধান কারণে অক্ষভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে দণ্ড চক্র সলিল সূত্র প্রভৃতি (নিমিত্তকারণ সকল) অবস্থিত হয় না। অতএব প্রবৃত্তিরূপ হেতু হইতেও চেতনরূপ অধিষ্ঠান সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রবৃত্তিরূপহেতুবশতঃও প্রধানের চেতনরূপ অধিষ্ঠান সিদ্ধ হইল, এই হেতু “শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ” “অর্থাৎ কারণের শক্তিবশতঃ কার্যের প্রবৃত্তি হয়”, প্রধান সাধক সাংখ্যোক্ত এই হেতুটীও বিরুদ্ধ হইল, ইহা ভাষ্যকার বক্রোক্তিধারা বলিলেন, অর্থাৎ প্রধানের চেতনানধিষ্ঠিতত্বের সাধকরূপে সাংখ্যাচাৰ্য্য যে প্রবৃত্তিরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানের চেতনানধিষ্ঠিতত্বের সাধক হইয়া পড়িল বলিয়া বিরুদ্ধ হইল। ভাষ্যকার প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন (এইরূপে বিপক্ষের অন্তঃস্থ যুক্তিকে স্বপক্ষে আনয়ন করাই বক্র উক্তি।)।

এস্থলে সাংখ্য “ননু চেতনশ্চাপি প্রবৃত্তি” এই গ্রন্থধারা আশঙ্কা করিতেছেন। তাহার অভিপ্রায় এই—ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তমতবাদী তুমি আমাদের (অর্থাৎ সাংখ্যের) কল্পিত হেতুগুলিকে দোষ দিয়া অল্প-নিরপেক্ষ অর্থাৎ যিনি অল্পের অপেক্ষা করেন না, এইরূপ কেবল চেতনই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, ইহা সমর্থন অর্থাৎ স্বীকার করিবে, তাহা কিন্তু ঠিক নহে; কারণ, কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দৃষ্টান্তরূপ কোন দৃষ্টান্তে দেখা যায় না।

ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তমতবাদী চেতনহেতুকাপ্রবৃত্তি অর্থাৎ চেতনবশতঃ প্রবৃত্তি হয়—এই নিয়ম, অগ্রে সাংখ্য অভ্যুপগম করুন অর্থাৎ স্বীকার করুন, পরে ‘অতএব’ অর্থাৎ ইহা হইতেই স্বপক্ষ অর্থাৎ নিজমতের সমাধান করিব, এইরূপ অভিসন্ধিমান হইয়া অর্থাৎ এই অভিপ্রায় করিয়া বলিতেছেন—“সত্য মেতৎ ন কেবলশ্চ চেতনশ্চ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ইতি” অর্থাৎ ইহা সত্য—কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না।

সাংখ্য ন তু অচেতনসংযুক্তশ্চ ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন। তু শব্দ ঔপনিষদ পক্ষের ব্যাখ্যাত্তি করিতেছেন, অর্থাৎ বেদান্তবাদীর মত বারণ করিতেছেন। যথা অচেতনাশ্রয়ই অর্থাৎ অচেতনেই সমস্ত প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু চেতনাশ্রয় অর্থাৎ চেতনে কোন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না। অতএব জগৎসৃষ্টিতে চেতনের কোন প্রবৃত্তি নাই—ইহাই এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য।

এ বিষয়ে ঔপনিষৎপক্ষ অর্থাৎ বেদান্তবাদী গুঢ়াভিসন্ধি হইয়া অর্থাৎ নিজ অভিপ্রায় গোপন করিয়া প্রশংসার্ক অর্থাৎ জিজ্ঞাসাপূরক বিবেচনা করিতেছেন “কিং পুনঃ অত্র” ইত্যাদি। এই অবসরে “ননু যশ্মিন্” এই গ্রন্থধারা সাংখ্য বলিতেছেন। প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে অথবা তাহার প্রয়োজকরূপে চেতনকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, কেবল প্রবৃত্তি এবং তাহার আশ্রয় অচেতন দেহ ও রথাদি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সেখানে অচেতনের প্রবৃত্তি অচেতনবশতঃই হয়, কিন্তু চেতনবশতঃ নহে। সেখানে চেতনের সদ্ভাবমাত্র অর্থাৎ কেবল বর্তমান থাকাই বুঝা যাইতেছে; কারণ, জীবিতব্যক্তির দেহ, রথাদি অপেক্ষা বিলক্ষণ, অর্থাৎ জীবিতব্যক্তির দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু রথাদির প্রাণ নাই। (এ কারণ জীবিতব্যক্তির দেহ রথাদি অপেক্ষা বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক—ইহাও তথ্য বুঝা যায়।) আর বস্তুর সদ্ভাববশতঃই অর্থাৎ অস্তিত্ববশতঃই কারণভিসন্ধি অর্থাৎ কারণতার নিশ্চয় হয় না। যেমন আকাশ উৎপত্তিমান ঘটাদির নিমিত্তকারণ হয় না, অথচ তাহা সর্বত্র আছে। অতএব এই গ্রন্থধারা ইহাই বলা হইল যে, দেহ ভিন্ন চেতন থাকিলেও প্রবৃত্তির প্রতি তাহার নিমিত্তভাবরূপ কারণতা নাই। আর যেহেতু প্রবৃত্তির প্রতি চেতনের হেতুভাব অর্থাৎ কারণতা নাই, অতএব প্রত্যক্ষ দেহ থাকিলে প্রবৃত্তি দেখা যায়, এবং দেহ না থাকিলে প্রবৃত্তি দেখা যায় না বলিয়া দেহেরই চৈতন্য—ইহা লোকায়তিক অর্থাৎ নাস্তিক বা চার্বাকগণ প্রতিপত্তি করেন অর্থাৎ স্বীকার করেন। আর তাহা হইলে চিদান্বিনিমিত্তা প্রবৃত্তি নহে অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্রতি চিদান্বা কারণ নহেন—ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব জগতের রচনার বা প্রবৃত্তির চিদান্বাকারণ সিদ্ধ হইল না, অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি বা প্রবৃত্তির প্রতি চেতন আত্ম কারণ—ইহা সার্বাস্ত্র হইল না।

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[প্রবর্ত্তেচ্চ ১২]

শাক্তবিশয়ম্ ।

তৎ অভিধীয়তে—ন ক্রমো যন্মিন্ অচেতনে প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে ন তস্মৈ সা ইতি । ভবতু তস্মৈব সা । সা তু চেতনাৎ ভবতি ইতি ক্রমঃ । তদভাবে ভাবাৎ তদভাবে চ অভাবাৎ যথা কাষ্ঠাদিব্যাপ্যপ্রয়াপি দাহপ্রকাশলক্ষণা বিক্রিয়া অনুপলভ্যমানাপি চ কেবলে জ্বলনে জ্বলনাদেব ভবতি, তৎসংযোগে দর্শনাৎ তদ্বিয়োগে চ অদর্শনাৎ তদ্বৎ । লোকায়াতিকানা-মপি চেতন এব দেহঃ অচেতনানাং রথাদীনাং প্রবর্ত্তকো দৃষ্টঃ ইতি অবিপ্রতিষিদ্ধং চেতনস্ত প্রবর্ত্তকত্বম্ ।

নমু তব দেহাদিসংযুক্তস্তাপি আত্মনঃ বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যানু-পপত্তেঃ অনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বমিতি চেৎ ? ন ; অয়স্কাস্তবৎ রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্তাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ । যথা অয়স্কাস্তো মণিঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতোহপি অয়সঃ প্রবর্ত্তকো ভবতি, যথা বা রূপাদয়ো বিষয়াঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতা অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্ত্তকা ভবন্তি, এবং প্রবৃত্তিরহিতোহপি ঈশ্বরঃ সর্বগতঃ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ সন্ সর্বং প্রবর্ত্তয়েৎ ইতি উপপন্নম্ । একত্বাৎ প্রবর্ত্ত্যভাবে প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ ? ন, অবিজ্ঞা-প্রত্যুপস্থাপিতানাং রূপমায়াবশবশেন অসকৃৎপ্রত্যুক্তত্বাৎ । তস্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্বজ্ঞ-কারণত্বে, ন তু অচেতনকারণত্বে ৷২

ভাষানুবাদ ।

এতদ্বৃত্তিরে বলা হয়—আমরা এমন কথা বলি না, যে অচেতনে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সেই প্রবৃত্তি তাহার নহে । তাহারই সে প্রবৃত্তি হউক, কিন্তু তাহা চেতন হইতে হয়—ইহাই আমরা বলি । কারণ, চেতন থাকিলে প্রবৃত্তি হয়, আর চেতন না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না । যেমন দাহ ও প্রকাশরূপ বিক্রিয়া কাষ্ঠাদি আশ্রিত হইলেও এবং কেবল অগ্নিতে অর্থাৎ কাষ্ঠাদিসম্বন্ধশূন্য অগ্নিতে অনুপলভ্যমান অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া না গেলেও সেই দাহ ও প্রকাশলক্ষণ বিক্রিয়া অগ্নি হইতেই হয় ; কারণ, অগ্নিসংযোগ হইলে তাহা দেখা যায় এবং অগ্নিসংযোগ না হইলে তাহা দেখা যায় না—ইহাও সেইরূপ । অর্থাৎ অগ্নি কাষ্ঠাদিতে আশ্রিতরূপে দেখা গেলেও যেমন অগ্নি কাষ্ঠের ধর্ম নহে, তদ্রূপ চেতন দেহের সহিত দৃষ্ট হইলেও দেহের ধর্ম নহে, উহার পৃথক্ । লোকায়াতিকগণের অর্থাৎ নাস্তিকগণের মতেও চেতন-দেহই অচেতন রথাদির প্রবর্ত্তক হয়—দেখা যায় । অতএব চেতন যে প্রবর্ত্তক হয়—ইহা অবিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ নহে ।

যদি বল, তোমার মতে দেহাদিসংযুক্ত আত্মারও কেবল বিজ্ঞানস্বরূপ বাতীত প্রবৃত্তির অভাবহেতু প্রবর্ত্তকত্ব অনুপপন্ন অর্থাৎ অসম্ভব । না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, অয়স্কাস্ত অর্থাৎ চুষক পাথর ও রূপাদির মত প্রবৃত্তি রহিতেরও প্রবর্ত্তকত্ব উপপন্ন হয় । যেমন অয়স্কাস্তমণি নিজে প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও অয়সের অর্থাৎ লৌহের প্রবর্ত্তক হয়, অথবা যেমন রূপাদি বিষয়সকল নিজে প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও চক্ষুরাদির প্রবর্ত্তক হয় । এইরূপ ঈশ্বর প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও সর্বব্যাপী সকলের আত্মা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি হওয়ায় সকলকে প্রবৃত্তিমান করিবেন—ইহা যুক্তিসঙ্গত হইল ।

যদি বল, একত্বপ্রযুক্ত প্রবর্ত্তকের অভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরভিন্ন দ্বিতীয়বস্তু নাই বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তকত্ব অসম্ভব, অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় তিনি কাহার প্রবর্ত্তক হইবেন ? না ইহা বলিতে পার না । কারণ, অবিজ্ঞাপ্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ অবিজ্ঞাকর্তৃক কল্পিত নাম ও রূপাত্মক মায়ায় সম্বন্ধবশতঃ দ্বিতীয়বস্তু হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও প্রবর্ত্তক হন—ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি । অতএব সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ হইলে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, অচেতনপ্রধান জগৎকারণ হইলে তাহা হয় না ৷২

ভাষ্যতী ।

উপনিষদঃ পরিহরতি—“তদভিধীয়তে” । “ন ক্রম” ইতি । ন তাবৎ প্রত্যক্ষানুমানা-গমসিদ্ধঃ শারীরঃ বা পরমাত্মা বা অস্মাভিঃ ইদানীং সাধনীয়ঃ, কেবলম্ অস্মৈ প্রবৃত্তিঃ প্রতি

(যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[প্রবৃত্তেষ্চ ১২]

ভান্ডী ।

কারণত্বং বক্তব্যম্ । তত্র মৃতশরীরে বা রথাদৌ বা অনধিষ্ঠিতে চেতনেন প্রবৃত্তেঃ অদর্শনাৎ তদধিপর্ধ্যায়ে চ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অস্বয়ব্যাতিরেকাভ্যাং চেতনহেতুকত্বং প্রবৃত্তেঃ নিশ্চীয়েতে, ন তু চেতনসম্ভাবমাত্রেন, যেন অতিপ্রসঙ্গে ভবেৎ । ভূতচৈতনিকানামপি চেতনাধিষ্ঠানাং অচেতনানাং প্রবৃত্তিঃ ইত্যত্র অবিবাদ ইত্যাং—“লোকায়তিকানামপি” ইতি ।

শ্রাদেতৎ । দেহঃ স্বয়ং চেতনঃ করচরণাদিমান্ স্বব্যাপারেণ প্রবর্তয়তি ইতি যুক্তম্, ন তু তদতিরিক্তঃ কূটস্থনিতাশ্চেতনঃ ব্যাপাররহিতঃ জ্ঞানৈকস্বভাবঃ প্রবৃত্ত্যভাবাৎ প্রবর্তকো যুক্তঃ ইতি চোদয়তি—“নহু তবে”তি । পরিহরতি,—“ন, অয়স্কাস্তবৎ রূপাদিবচে”তি । “যথাচ রূপাদয়ঃ” ইতি । সাংখ্যানাং হি স্বদেশস্থা রূপাদয়ঃ ইন্দ্রিয়ং বিকূর্বতে, তেন তদিন্দ্রিয়ম্ অর্থং প্রাপ্তম্ অর্থাকারেণ পরিণমতে ইতি স্থিতিঃ । সম্প্রতি চোদকঃ স্বাভিপ্রায়ম্ আবিস্করোতি—“একত্বাদি”তি । যেসাম্ অচেতনং চেতনং চ অস্তি তেষাম্ এতৎ যুক্ত্যতে বক্তুং ‘চেতনাধিষ্ঠিতম্ অচেতনং প্রবর্ততে’ ইতি । যথা যোগিনাম্ ঈশ্বরবাদিনাম্ । যেসাম্ তু চেতনাতিরিক্তং নাস্তি অদ্বৈতবাদিনাং, তেষাম্ প্রবর্ত্যভাবে কং প্রতি প্রবর্তকত্বং চেতনস্য ইত্যর্থঃ । পরিহরতি—“ন অবিদে”তি । কারণভূতয়া লয়লক্ষণয়া অবিদয়া প্রাক্সর্গোপচিতেন চ বিক্ষেপসংস্কারেণ যৎ প্রতাপস্থাপিতং নামরূপং তদেব মায়া, তদাবেশেন অস্ত চোদ্যন্ত অসকুং প্রত্যুক্তত্বাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি—নেয়ং সৃষ্টিঃ বস্তুসত্ত্বা যেন অদ্বৈতিনো বস্তুসত্ত্বাঃ দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ অনুযুজ্যতে । কাল্লনিক্যাং তু সৃষ্টৌ অস্তি কাল্লনিকং দ্বিতীয়ং সহায়ং মায়াময়ম্ । যথাত্তঃ—

“সমাস্তাস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা” । ইতি

নচৈবং ব্রহ্মোপাদানত্বাব্যাহাতঃ, ব্রহ্মণ এব মায়াবেশেন উপাদানত্বাৎ তদধিষ্ঠানত্বাৎ জগদ্বিন্ভ্রমস্য, রজতবিন্ভ্রমশ্চৈব শুক্তিকাধিষ্ঠানস্য শুক্তিকোপাদানত্বম্ ইতি নিরবগমম্ । ২

বেদান্তকল্পতরু ।

যদুক্তং ন চেতনঃ প্রবৃত্ত্যশ্রয়তয়া ইত্যতে ইতি, তত্র কিং স্বরূপস্ত অসিদ্ধিঃ অধিমতা ? উত প্রবৃত্তিসম্বন্ধস্ত ? নাহু ইত্যাং—“ন তাবদি”তি । ন দ্বিতীয় ইত্যাং—“তত্র”তি । আকাশস্ত প্রবৃত্ত্যশ্রয়মাত্রং, চেতনস্ত তু ব্যতিরেকোচর্পি নাস্তি ইতি বৈষম্যম্ ইত্যর্থঃ । লোকায়তিকোহপি চেতনতত্ত্বম্ অচেতনপ্রবৃত্তিঃ মজ্জতে, সাংখ্যস্ত ততোহপি অবিবেকী ইত্যাং—“ভূতে”তি । ভূতানাং চেতনা ইতি যেসাম্ মতং তে তথোক্তাঃ । এবং তাবৎ রথাদিবং মূলকারণস্তাপি অচেতনস্য চেতনাদীনপ্রবৃত্তিকত্বং সাধিতং, তত্র দৃষ্টান্তাসিদ্ধিম্ আশঙ্কতে—“শ্রাদেতদি”তি । রথাদিপ্রবর্তকো দেহ এব, স তু চেতন ইত্যবিবেকিনাং অসিদ্ধিঃ অন্দিতা, সাংখ্যাৎ যঃ চেতনঃ সঃ অসঙ্গত্বাৎ অপ্ৰবর্তক ইত্যর্থঃ । “তবে”তি । তবাপি ইত্যর্থঃ । রূপাদীনাং সন্নিধিমাত্রেন ইন্দ্রিয়প্রবর্তকত্বে চেতনাধিষ্ঠিতাৎ অচেতনাৎ কাযারচনা ইতি নিয়মভঙ্গম্ আশঙ্ক্য পরসিদ্ধম্ উদাহৃতম্ ইতি পরিহরতি—“সাংখ্যানাং হি” ইতি । “অর্থাকারেণ” ইতি । অর্থবিষয়জ্ঞানাকারেণ ইত্যর্থঃ । উক্তং হি শ্রাদাদিযু পঞ্চানাম্ আলোচনমাত্রম্ ইত্যতে “বুত্তিরি”তি ১২

ভান্ডীর অনুবাদ ।

উপনিষদ “তদধিষ্ঠীয়েতে” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ বেদান্তমতের উপর সাংখ্য যে দোষ দিলেন, “তদধিষ্ঠীয়েতে” এই গ্রন্থদ্বারা বেদান্তবাদী তাহার পরিহার অর্থাৎ নিবারণ করিতেছেন । “ন ক্রমঃ” এই গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ অবধারিত শারীর অর্থাৎ জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরকে, আমরা এক্ষণে সাধন করিব না, অর্থাৎ এখন আমাদের সাধন করিবার উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু কেবল ইহার অর্থাৎ আত্মার যে প্রবৃত্তির প্রতি কারণতা আছে, তাহাই আমাদের বক্তব্য । সে বিষয়ে চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ অপ্রযুক্ত মৃতশরীর অথবা রথাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় না বলিয়া এবং তাহার বিপরীতস্থানে অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠিত জীবিত শরীরে অথবা রথাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া অন্য ও ব্যতিরেকদ্বারা প্রবৃত্তির চেতনহেতুকত্ব অর্থাৎ চেতনই যে প্রবৃত্তির কারণ—ইহা নিশ্চয় করা হয়, কিন্তু কেবল চেতনের সম্ভাব অর্থাৎ বিজ্ঞমানতাবশতঃই প্রবৃত্তির চেতনহেতুকত্ব নিশ্চয় করা হয় না; যে জগৎ অতিপ্রসঙ্গ হইবে, অর্থাৎ আকাশের প্রবৃত্তিহেতুকত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়িবে । (অর্থাৎ আকাশের সহিত প্রবৃত্তির অস্বয় থাকিলেও ব্যতিরেক না থাকায় আকাশ তাহার কারণ হইবে না । ভূতচৈতনিক অর্থাৎ জড়পঞ্চভূতের চেতনা আছে, ইহা যাহারা স্বীকার করেন, অর্থাৎ দেহই

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

পয়োন্মুবচ্ছেৎ তত্রাপি । ৩ *

ভাস্তরী অনুবাদ ।

চেতন—এই মতবাদী চার্বাকের মতেও ‘চেতনের (দেহের) অধিষ্ঠানবশতঃ অচেতনের (রথাদির) প্রবৃত্তি হয়’, এ বিষয়ে বিবাদ নাই, ইহাই—“লোকায়তিকানামপি” এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার বলিতেছেন ।

আচ্ছা, বেশ, দেহ নিজে চেতন ও করচরণাদিব্যুক্ত (অতএব) নিজ ব্যাপার অর্থাৎ চেতনার দ্বারা অপরকে প্রবৃত্তিব্যুক্ত করে, ইহা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তদতিরিক্ত কুটস্থনিতা ব্যাপাররহিত ও জ্ঞানৈকস্বভাব অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ চেতন (আত্মা) প্রবর্তক হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, তাহার প্রবৃত্তি নাই—ইহাই “নন্মু তব” এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন । “ন অয়স্কাস্তবৎ রূপাদিবচ্চ” এই গ্রন্থদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন । “যথা চ রূপাদয়ঃ” এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, রূপাদি বিষয় স্বদেশস্থ ইহীয়া অর্থাৎ নিজের স্থানে থাকিয়া ইন্দ্রিয়কে বিকৃত করে, অর্থাৎ আকর্ষণ করে, সেই হেতু সেই ইন্দ্রিয় অর্থে অর্থাৎ বিষয়কে প্রাপ্ত ইহীয়া অর্থাৎ অর্থবিষয়ক জ্ঞানাকারে পরিণত হয়, ইহাই সাংখ্যগণের স্থিতি, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত । সম্প্রতি চোদক অর্থাৎ যিনি আশঙ্কা করিতেছেন, তিনি “একত্বাৎ” এই গ্রন্থদ্বারা নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন । তাৎপর্য্য এই যে, ঐহাদের মতে অচেতন ও চেতন এই দ্বিবিধ বস্তু আছে, ঐহাদের ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত হয় যে, চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন প্রবৃত্তিব্যুক্ত হয় । যেমন দৈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকারকারী যোগমতাবলম্বিগণের মতে বলা হয় । কিন্তু যে অদ্বৈতবাদিগণের মতে চেতন ব্রহ্ম বাতীত অত্ৰ কোন পদার্থ নাই, ঐহাদের মতে প্রবৃত্তি অর্থাৎ যাহাকে প্রবৃত্ত করা হয়, তাহার অভাবে কাহার প্রতি চেতনের প্রবর্তকত্ব হইবে? “ন অবিত্তা” এই গ্রন্থদ্বারা ইহার পরিহার করিতেছেন । যেহেতু কারণস্বরূপ লয়লক্ষণ অর্থাৎ লয়ান্বক অবিত্তাদ্বারা প্রাক্সর্গোপচিত অর্থাৎ পূর্ব সৃষ্টিতে সঞ্চিত যে বিক্ষেপসংস্কার, তাহার দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ কলিত যেনান ও রূপ তাহাই মায়া, তাহার আবেশ অর্থাৎ সধ্বকবশতঃ (দৈশ্বরের অন্তর্ধ্যানিত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া) এই চোত্ত অর্থাৎ আপত্তির অসক্লং অর্থাৎ একাধিকার প্রত্যুক্তি অর্থাৎ নিরাস করা হইয়াছে ।

ইহাই বলা হইল যে—এই সৃষ্টি বস্তুসত্তী নহে, অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য নহে, যে জগ্ৰ অদ্বৈতবাদীর বস্তুসং অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে তুমি অনুযোগ অর্থাৎ আপত্তি করিবে । কিন্তু কাল্পনিক সৃষ্টিতে মায়ায় কাল্পনিক দ্বিতীয় বস্তু সহায় আছে । যেমন লোকে বলে—

“সহায়ান্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা” ।

অর্থাৎ যেমন বস্তু উৎপন্ন হইবে, তাহার সহায়ও সেইরূপ বস্তুই হইবে । আর এইরূপ হইলে ব্রহ্মোপাদানত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, ইহার কোন বাধাত হয় না; কারণ, মায়াবশবশতঃ অর্থাৎ মায়াসধ্বক-বশতঃ ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ হন, যেহেতু তিনি শুক্তিকাধিষ্ঠানরজতবিন্দ্ৰমের শুক্তিকোপাদানত্বের জ্ঞায়, জগৎরূপ বিন্দ্ৰমের অধিষ্ঠান । অর্থাৎ শুক্তিরূপ অধিষ্ঠান অর্থাৎ অধিকরণে উৎপন্ন হয় যে রৌপ্যব্রহ্ম, তাহার উপাদানকারণ সেমন শুক্তি, ইহাও সেইরূপ । এইরূপে সমস্ত নির্দোষ হইল । ২

শাস্তরভাষ্যম্ ।

পয়োন্মুবচ্ছেৎ তত্রাপি । ৩

শ্রাদেতৎ, যথা ক্ষীরম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিরুদ্ধার্থং প্রবর্ততে, যথা চ জলম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় শ্রুতং, এবং প্রধানম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্তিষ্যতে ইতি । নৈতৎ সাধু উচ্যতে । যতঃ তত্রাপি পয়োন্মুনোঃ চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ ইতি অনুমিষীমহে; উভয়বাদিপ্ৰসিদ্ধে রথাদৌ অচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ । শাস্ত্রং চ—

“যোহঙ্গু তিষ্ঠন্ যোহপোহন্তরো যময়তি” (বৃঃ উঃ ৩।৭।৪)

“এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহত্যা নদ্যঃ শ্রুতন্তে” ॥ (বৃঃ উঃ ৩।৮।৭)

* এই শ্লোকে প্রথমাস্তপদ থাকিলেও ‘চেৎ’ শব্দ থাকায় এবং ‘তত্রাপি’ পদদ্বারা তদন্তর থাকায় ইহা পৃথক্ অধিকরণের সূচক হইল না । যেমন “গৌণশ্চেৎ নাম্বশদাৎ” এই ১।১।৫ শ্লোকে অধিকরণারম্ভক হয় নাই, ইহাও তদ্রূপ ।

(যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[পয়োম্ভুবচ্ছেৎ তত্রাপি । ৩]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

ইতি এবং জাতীয়কং সমস্তস্য লোকপরিষ্পন্দিতস্য ঈশ্বরাধিষ্ঠিততাং প্রাবয়তি । তন্মাৎ সাধ্যপক্ষনিষ্কিপ্তত্বাৎ পয়োম্ভুবৎ ইতি অনুপত্তাসঃ, চেতনায়াক্ষ ধেষাঃ স্নেহেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ, বৎসচোষণেন চ পয়সঃ আকৃষ্টমাণত্বাৎ ।

ন চ অনুনোহপি অত্যন্তম্ অপেক্ষা, নিম্নভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্তম্ভনম্ । চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্বত্র উপদর্শিতম্ ।

“উপসংহারদর্শনান্নেতি চেম্ম ক্ষীরবদ্ধি” । (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৪)

ইত্যত্র তু বাহুনিমিত্তনিরপেক্ষমপি স্বাশ্রয়ং কার্যং ভবতি ইতি এতল্লোকদৃষ্ট্যা নিদর্শিতম্ । শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু পুনঃ সর্বত্রৈব ঈশ্বর্যাপেক্ষত্বম্ আপদ্যমানং ন পরানুদ্যতে । ৩

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধ ও অম্ভুবৎ অর্থাৎ জলবৎ চেৎ অর্থাৎ যদি বল, অর্থাৎ যদি বল অচেতন দুগ্ধ যেমন বৎসবৃদ্ধির জন্ত স্বয়ং ক্ষরিত হয়, এবং জল যেমন স্বয়ং পতিত হয়, সেইরূপ অচেতন প্রধানও স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয়, তত্রাপি অর্থাৎ তাহা হইলে বলিব সেখানেও ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই তাহাদের প্রবৃত্তি হয় ; কারণ, “যোহপ্সু তিষ্ঠন্” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে তাহাই বুঝা যায় ।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা বেশ, যেমন অচেতন দুগ্ধ স্বভাবতঃই বৎসবৃদ্ধির জন্ত প্রবৃত্ত হয় এবং যেমন অচেতন জল স্বভাবতঃই লোকের উপকারের জন্ত ক্ষরিত হয়, এইরূপ অচেতন প্রধান স্বভাবতঃই পুরুষের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্ত প্রবৃত্ত হইবে ? তাহা হইলে বলিব, ইহা ঠিক্ বলা হইতেছে না । যেহেতু সেখানেও চেতন ঈশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরিত দুগ্ধ ও জলেরই প্রবৃত্তি হয়, ইহা আমরা অনুমান করি ; কারণ, উভয়বাদি-প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়সম্মত কেবল অচেতন রখাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় না । আর শাস্ত্রে আছে—

“যঃ অপ্সু তিষ্ঠন্ যঃ অপঃ অন্তরঃ যময়তি” । (বৃঃ ৩।৭।৪)

অর্থাৎ যিনি জলমধ্যে থাকিয়া যিনি জলের অন্তরকে সংযত করেন ।

“এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যঃ অন্তাঃ নদ্যঃ স্তম্ভন্তে” । (বৃঃ ৩।৮।২)

অর্থাৎ হে গার্গি ! এই অক্ষরের শাসনে প্রাচ্য অর্থাৎ যে সকল নদী পূর্বদিকে গিয়াছে সেই অন্ত নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে ।

এই জাতীয় শ্রুতিসকল, সমস্ত লোকপরিষ্পন্দিত অর্থাৎ জগতে ক্রিয়াশীল সমস্ত বস্তুই যে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত, ইহা দেখাইতেছেন । অতএব সাধ্যপক্ষনিষ্কিপ্ত হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ আমরা সমুদায় অচেতনের প্রবৃত্তি চেতনাধিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করিতেছি বলিয়া ‘পক্ষসম’ হওয়ায় দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত অনুপত্তাস হয়, অর্থাৎ উল্লেখ করা ঠিক্ নহে অর্থাৎ ইহা আমাদের অনুমানের ব্যভিচারের স্থল নহে । আর যেহেতু চেতন ধেনুর স্নেহের ইচ্ছাবশতঃ দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, ইহা উপপন্ন হইতে পারে, এবং বৎসের চোষণদ্বারা দুগ্ধের আকর্ষণ হয়, সেই হেতু পয়োম্ভুবন্ত ঠিক্ নহে ।

আর জলেরও যে একবারেই অস্ত্রের অপেক্ষা থাকে না, তাহা নহে ; কারণ, সান্দ্রন অর্থাৎ পতন নিম্নভূমি ইত্যাদিকে অপেক্ষা করে । আর সর্বত্রই যে চেতনের অপেক্ষা থাকে, ইহা পূর্বে দেখাইয়াছি । আর—

“উপসংহারদর্শনান্নেতি চেম্ম ক্ষীরবদ্ধি” । (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৪)

এই সূত্রে কিন্তু বাহুনিমিত্তনিরপেক্ষ হইয়াও অর্থাৎ বাহ্যিক কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়াও স্বাশ্রয় কার্য্য হয়, অর্থাৎ কার্য্য কারণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা লৌকিক দৃষ্টিতে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টিতে আবার সর্বত্রই ঈশ্বর্যাপেক্ষত্ব আপদ্যমান হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরণাবশতই সর্বকার্য্য হয় ইহা পাওয়া যায়, ইহাকে পরানোদন অর্থাৎ নিবারণ করা যাইতে পারে না ।

ভাষ্যম্ ।

যথা পয়োম্ভুনোঃ চেতনানাধিষ্ঠিতয়োঃ স্বত এব প্রবৃত্তিঃ, এবং প্রধানস্তাপি ইতি শঙ্কার্থঃ । তত্রাপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বং সাধ্যম্ । ন চ সাধোন এব ব্যভিচারঃ, তথা সতি অনুমান-

(বুজ্জিয়ার সাংখ্যামতের খণ্ডন ।)

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ১৪ *

ভাস্তী ।

মাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ । সর্বত্র অশু স্তলভত্বাৎ । ৭ ন বা সাধ্যম্, অত্রাপি চেতনাধিষ্ঠানশ্চ আগমসিদ্ধত্বাৎ । ন চ সপক্ষেণ ব্যভিচারঃ, ইতি শঙ্কানিরাকরণশ্চ অর্থঃ । “সাধ্যপক্ষেতি” উপলক্ষণম্ । সপক্ষনিষ্কিপ্তত্বাৎ ইতি অপি দ্রষ্টব্যম্ ।

নহু “উপসংহারদর্শনাৎ” ইত্যত্র অনপেক্ষশ্চ প্রবৃতিঃ দর্শিতা, ইহ তু সর্বশ্চ চেতনাপেক্ষা প্রবৃতিঃ প্রতিপাত্ততে ইতি কুতঃ ন বিরোধঃ ইত্যত আহ—“উপসংহারদর্শনাৎ” ইতি । স্তূলদর্শিলোকাভিপ্রায়ানুরোধেন তৎ উক্তং ন তু পরমার্থতঃ ইত্যর্থঃ । ৩

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

যদি পয়োম্বনোঃ সপক্ষত্বমপি, কথং তহি “সাধ্যপক্ষনিষ্কিপ্তত্বাৎ” ইতি ভাষ্যম্ অতঃ আহ “সাধ্যপক্ষেতি উপলক্ষণম্” ইতি । ৩

ভাস্তীর অনুবাদ ।

যেমন চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত পয়ঃ অর্থাৎ চক্ষু ও অন্ব অর্থাৎ জলের স্বতই প্রবৃতি হয়, এইরূপ প্রধানেরও হইয়া থাকে, ইহা আশঙ্কার অর্থ । সেখানেও অর্থাৎ দুক্ষে এবং জলেও চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সাধ্য হইয়াছে । আর সাধ্যদ্বারাই ব্যভিচার হয় না ; কারণ, তাহা হইলে অন্তমানমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া পড়ে ; যেহেতু সর্বত্রই তাহা স্তলভ । অর্থাৎ পক্ষে যাহার সন্দেহ হয় তাহাই সাধ্য, অতএব সন্দেহ অবস্থায় পক্ষে সাধ্যাভাব থাকায় সর্বত্রই ব্যভিচার স্তলভ হইয়া পড়ে । (যাহারা সাধ্যাসংশয়কে পক্ষতা বলেন তাঁহাদের মত অতীতসারে ইহা বলা হইল । সিদ্ধান্তমিমানিরহবিশিষ্টসিদ্ধান্তভাবে পক্ষতা বলিয়া স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তমিমানিকালীন সিদ্ধিসত্ত্বে যখন অন্তিমিতি হয়, তখন ব্যভিচারজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা না থাকায় অন্তমানমাত্রের উচ্ছেদ হইবেনা জানিবে ।) অথবা চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সাধ্য নহে, অর্থাৎ তাহাকে সাধন করিতে হইবে না ; অর্থাৎ ইহা সন্দেহের বিষয় নহে । কারণ, এখানেও অর্থাৎ পয়োম্বুলেও চেতনাধিষ্ঠান আগমসিদ্ধ অর্থাৎ পয়োম্বু সপক্ষ, যেহেতু এখানে সাধোর নিশ্চয় আছে । আর সপক্ষদ্বারা ব্যভিচার হয় না । ইহাই শঙ্কানিবারণ-গ্রন্থের অর্থ । “সাধ্যপক্ষ” অর্থাৎ সাধ্যপক্ষনিষ্কিপ্তত্বাপ্রযুক্ত—এই বাক্যটি সপক্ষনিষ্কিপ্তত্বাপ্রযুক্ত, এই বাক্যের উপলক্ষণ । স্তত্রাং সপক্ষনিষ্কিপ্ত অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে বলিয়া, পয়োম্ববৎ—এই দৃষ্টান্ত দেওয়া ঠিক হয় নাই, ইহাও বুঝিতে হইবে । যদি বল “উপসংহারদর্শনাৎ” এই সূত্রে অন্তনিরপেক্ষত্বাদির প্রবৃতি দেখান হইয়াছে, কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করা হইতেছে যে, সর্বত্রই চেতনকে অপেক্ষা করিয়া প্রবৃতি হয়, অতএব বিরোধ হইবে না কেন ? এইজন্য উপসংহারদর্শনাৎ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । স্তূলদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ নির্দোষ লোককে লক্ষ্য করিয়া তাহা বলিয়াছেন, কিন্তু পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে—ইহা তাৎপর্য্য । ৩

শাক্তরভাসম্ ।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ১৪

সাংখ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সাম্যেন অবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানম্ । ন তু তদ্যতিরেকেণ প্রধানশ্চ প্রবর্তকং নিবর্তকং বা কিঞ্চিদ বাহ্যম্ অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতম্ অস্তি । পুরুষস্ত উদাসীনো ন প্রবর্তকো ন নিবর্তক ইতি, অতঃ অনপেক্ষং প্রধানম্ । অনপেক্ষত্বাচ্চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাশাংকারেণ পরিণমতে কদাচিৎ ন পরিণমতে ইতি, এতৎ অযুক্তম্ । জৈনশ্চ তু সর্বজ্ঞত্বাৎ সর্বশক্তিহাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ন বিরুদ্ধোতে । ৫

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ অর্থাৎ ব্যতিরেকে অবস্থিত হয় না বলিয়া অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত সম্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রধান বলেন, সেই প্রধান ব্যতীত অত্র কোন সহকারিকারণ না থাকায়, চ এবং অনপেক্ষত্বাৎ অর্থাৎ অনপেক্ষত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ পুরুষ উদাসীন বলিয়া প্রবৃতি বা নিবৃত্তিতে তাহারও কোন সাহায্য প্রধান পায় না বলিয়া, সৃষ্টি বা প্রলয়ে প্রধান কারণ হইতে পারে না ।

* এই সূত্রে প্রথমাস্তপদ না থাকায় ইহাও আরও অধিকরণের অন্তর্বিষয়ই হইল ।

+ যদপি মুদ্রিতগ্রন্থে “ন চাসাধ্যম্” ইতি পাঠো দৃশ্যতে, তথাপি তত্ত্ব অসঙ্গতত্বাৎ প্রামাণিকহস্তলিখিতগ্রন্থে চ “ন বা সাধ্যম্” ইতি দর্শনাচ্চ অয়মেব পাঠোহন্বতিরাদৃতঃ । ব্যাখ্যানং চান্ত “প্রভা” টীকায়াং দ্রষ্টব্যং বিধিত্বিরিত ।

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[ব্যতিরেকানবশিত্তেচ্চানপেক্ষত্বাৎ । ৪]

ভাষ্যাত্মবাদ ।

ভাষ্যার্থ—সাংখ্যাগণের মতে সমভাবে অবস্থিত তিনটি গুণ প্রধান পদবাচ্য । কিন্তু তদ্ব্যতীত প্রধানের প্রবর্তক বা নিবর্তক কোন বাহ্য অপেক্ষা অর্থাৎ সাহায্য পাইবার যোগ্য বস্তু অবস্থিত অর্থাৎ বিদ্যমান নাই, এবং পুরুষ উদাসীন, প্রবর্তকও নহে, নিবর্তকও নহে, এই হেতু প্রধান অনপেক্ষ অর্থাৎ কাহারও অপেক্ষা করে না । আর অনপেক্ষত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রধান কাহাকেও অপেক্ষা করে না বলিয়া প্রধান কখনও (অর্থাৎ সৃষ্টিকালে) মহাদাক্ষিণ্যে পরিণত হয়, কখনও (অর্থাৎ প্রলয়কালে) পরিণত হয় না, ইহা বলা অসঙ্গত । কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ও মহামায়াবী বলিয়া তাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিরুদ্ধ হয় না । ৪

ভাষ্যতী ।

যত্বপি সাংখ্যানামপি বিচিত্রকর্ম্বাসনাবাসিতঃ প্রধানঃ সাম্যাবস্থায়ামপি, তথাপি ন কর্ম্বাসনাঃ সর্গস্ত ঈশতে, কিন্তু প্রধানমেব স্বকার্যো প্রবর্তমানম্ অধর্ম্মপ্রতিবন্ধং সৎ ন সুখময়ীং সৃষ্টিং কর্তুং উৎসহতে, ইতি ধর্ম্মেণ অধর্ম্মপ্রতিবন্ধঃ অপনীয়তে । এবম্ অধর্ম্মেণ ধর্ম্মপ্রতিবন্ধঃ অপনীয়তে দুঃখময়াং সৃষ্টৌ । স্বয়মেব চ প্রধানম্ অনপেক্ষ্য সৃষ্টৌ প্রবর্ততে । যথাহুঃ—

“নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃतीনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ” ইতি ।

ততশ্চ প্রতিবন্ধকাপনয়সাধনে ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনে অপি সন্নিহিতে ইতি আগন্তোঃ অপেক্ষণীয়স্ত অভাবাৎ সदैব সাম্যেন পরিণমেত বৈষম্যেণ বা, ন তু অয়ং কাদাচিৎকঃ পরিণামভেদ উপপত্তেত । ঈশ্বরস্ত তু মহামায়স্ত চেতনস্ত লীলয়া বা যদৃচ্ছয়া বা স্বর্ভাববৈচিত্র্যাদ্ বা কর্ম্মপরিপাকাপেক্ষস্ত প্রবৃত্তিনিবৃত্তৌ উপপত্তেতে এব ইতি । ৪

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

প্রধানস্ত সহকার্যভাষ্যগিঙ্গে হৃতভাষ্যযোগম্ আশঙ্ক্য আহ—“যত্বপি” ইতি । সর্গস্ত নির্মাণে কর্ম্বাসনা ন প্রভবতি ইতি চেৎ ক তর্হি তাসাম্ উপযোগঃ তত্র আহ—“প্রধানমেব” ইতি । “নিমিত্তঃ” ধর্ম্মাদি । প্রকৃतीনাং মূলপ্রকৃতেঃ মহাদিপ্রকৃতি-বিকৃतीনাং চ অপ্রযোজকং স্বকার্যো সর্গে, কিন্তু “বরণস্ত” প্রতিবন্ধকস্ত “ভেদো” ভঙ্গঃ “ততঃ” নিমিত্তাদ্ ভবতি, “ক্ষেত্রিকবৎ”—যথা হি ক্ষেত্রকারী কেদারাৎ অপাং পূর্ণাৎ কেদারাস্তরং সমং নিয়ং বা পিপ্লাবিসমুঃ অপো ন পানিনি অপকর্ষতি, কিন্তু বরণঃ তাসাং ভিনন্তি, ভিন্নে তস্মিন স্বয়মেব আপঃ কেদারাস্তরং প্লাবয়ন্তি, তদ্বৎ ইতি পাকলস্বত্রার্থঃ । তর্হি অপনীতে প্রতিবন্ধে সৃজতু প্রধানম্ অত আহ—“ততশ্চ” ইতি । সদাতনাৎ অপনায়কাৎ সদা অপনীতঃ প্রতিবন্ধঃ ইতি সदैব সর্গঃ স্তাৎ ইত্যর্থঃ । ঈশ্বরস্ত তু সর্বজ্ঞত্বাৎ প্রাদিকর্ষপরিপাকাবসরাভিজ্ঞস্ত লীলাদিনা কদাচিৎ সৃষ্টত্বঃ ন সর্ববাদি ইতি আহ—“ঈশ্বরস্ত তু” ইতি । “যদৃচ্ছয়া” ইতি । যথা অন্বাদাৎ তৃণচ্ছেদাদৌ নিয়তনিমিত্তানপেক্ষা প্রবৃত্তিঃ এবম্ ইত্যর্থঃ । ৪

ভাষ্যতীর অমুবাদ ।

যদিও সাংখ্যাচার্যগণের মতে বিচিত্রকর্ম্বাসনাবাসিত অর্থাৎ নানাপ্রকার কর্ম্মসংস্কারযুক্ত প্রধান সাম্যাবস্থাতেও আছে, তাহা হইলেও কর্ম্বাসনাসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মসংস্কার সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু প্রধানই নিজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অধর্ম্মদ্বারা প্রতিবন্ধ হইয়া অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুখময় সৃষ্টি করিতে পারে না, অতএব ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বাধাকে দূর করিয়া দেয় । এইরূপ দুঃখময় সৃষ্টিতে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ বাধাকে দূর করে । আর প্রধান নিজেই অপরের অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যেমন যোগশাস্ত্রকার মর্হিষি পতঞ্জলি বলেন—

“নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃतीনাং বরণভেদস্ত ক্ষেত্রিকবৎ” (পাঃ দঃ ৪।৩)

অর্থাৎ ধর্ম্মাদি নিমিত্ত প্রযোজক অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে সহকারী নহে, কিন্তু ধর্ম্মাদিনিমিত্তবশতঃ অধর্ম্মাদি আবরণভেদ অর্থাৎ বাধা নষ্ট হয়, যেমন ক্ষেত্রিক অর্থাৎ কৃষক ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইতে হইলে জলকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু পুকুরের বাঁধ কাটিয়া দেয়, তাহাতেই জল আপনি যাইয়া ক্ষেত্রে প্লাবন করিয়া দেয়, সেইরূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে প্রকৃতি স্বয়ংই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া থাকে, এইরূপ অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে প্রকৃতি স্বয়ংই অপকৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া দেয়, আর তাহা হইলে—

প্রতিবন্ধকাপনয়সাধনয় অর্থাৎ বাধা নিবারণের উপায় ধর্ম্মবাসনা ও অধর্ম্মবাসনা অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারও সন্নিহিত অর্থাৎ নিকটেই থাকে, অতএব অপেক্ষণীয় অর্থাৎ অপেক্ষা করিবার যোগ্য কোন আগন্তকের অর্থাৎ সাহায্য করিতে আসিবার কেহ না থাকায় সর্বদাই সমভাবে পরিণত হইবে, অথবা বিষমভাবে পরিণত হইবে, কিন্তু কাদাচিৎক পরিণামভেদ অর্থাৎ কদাচিৎ কোন পরিণামবিশেষের উপপত্তি

(যুক্তিয়ার সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ । ৫

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

হইতে পারে না, অর্থাৎ প্রলয়কালে সমভাবে ও সৃষ্টিকালে বিষমভাবে পরিণাম হইতে পারে না । কিন্তু (আমাদের মতে) মহামায়াবী চেতন কর্ম্মপরিপাকাপেক্ষ অর্থাৎ জীবের কর্ম্মের পরিপাকের অপেক্ষাকারী ঈশ্বরের লীলাবশতঃ অথবা যদৃচ্ছাবশতঃ অথবা বিচিত্রস্বভাববশতঃ সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে । ৪

শাক্তরচয়নম্ ।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ । ৫

শ্রুতদেতৎ, যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহাদাদ্যাকারেণ পরিণমন্ততে ইতি । কথং চ নিমিত্তান্তর-নিরপেক্ষং তৃণাদি ইতি গম্যতে ? নিমিত্তান্তরানুপলব্ধত্বাৎ । যদি হি কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ উপলভ্যেমহি, ততো যথাকামং তেন তৃণাদি উপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়েমহি, ন তু সম্পাদয়ামহে । তস্মাৎ স্বাভাবিকঃ তৃণাদেঃ পরিণামঃ । তথা প্রধানশ্চাপি শ্রুতাদিতি ।

অত্রোচ্যতে—ভবেৎ তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানশ্চাপি পরিণামঃ, যদি তৃণাদেঃপি স্বাভাবিকঃ পরিণামঃ অভ্যুপগম্যেত, ন তু অভ্যুপগম্যেত নিমিত্তান্তরোপলব্ধিঃ । কথং নিমিত্তান্তরোপলব্ধিঃ ? অন্যত্র অভাবাৎ । ধেষ্বা এব হি উপযুক্তং তৃণাদি ক্ষীরীভবতি । ন প্রহীণম্ অনডুদাদ্যুপযুক্তং বা । যদি হি নির্নিমিত্তম্ এতৎ শ্রুতং, ধেনুশরীরসম্বন্ধাৎ অন্যত্রাপি তৃণাদি ক্ষীরীভবেৎ । ন চ যথাকামং মানুষ্যৈঃ ন শক্যং সম্পাদয়িতুম্ ইতি এতাবতা নির্নিমিত্তং ভবতি । ভবতি হি কিঞ্চিৎ কার্য্যং মানুষসম্পাদ্যং কিঞ্চিৎ দৈবসম্পাদ্যম্ । মানুষ্যে অপি শক্যবন্তি এব উচিতেন উপায়েন তৃণাদি উপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়িতুম্ । প্রভুতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রভুতং ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি । ততশ্চ প্রভুতং ক্ষীরং লভন্তে । তস্মাৎ ন তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানশ্চ পরিণামঃ । ৫

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—অন্যত্রাভাবাৎ চ অর্থাৎ আর অন্যত্র অভাব হয় বলিয়া ন তৃণাদিবৎ অর্থাৎ তৃণাদিবৎ নহে । অর্থাৎ যদি বল তৃণাদি অর্থাৎ ঘাস খড় প্রভৃতি যেমন অননিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হয়, প্রধানও সেইরূপ মহাদিরূপে পরিণত হইবে, তাহা হইলে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, গাভীভিন্ন ব্যপ্রভৃতিতে তৃণাদি দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না ।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা বেশ, যেমন তৃণ পল্লব ও জল প্রভৃতি অত্র কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হয়, এইরূপ প্রধানও মহাদিরূপে পরিণত হইবে । আর যদি বল তৃণাদি যে, অত্র কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা করে না, তাহা কি করিয়া জানা যায় ? তাহা হইলে বলিব তাহার কারণ, অত্র কোন নিমিত্ত দেখা যায় না । যদি কোন নিমিত্ত উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে যথাকাম অর্থাৎ ইচ্ছামত তৃণাদি লইয়া তাহার দ্বারা দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে পারিতাম । কিন্তু তাহা ত পারি না । অতএব তৃণাদির পরিণাম স্বভাবসিদ্ধ । প্রধানেরও সেইরূপ হইবে ?

এ বিষয়ে (সিদ্ধান্ত) বলা হয়, তৃণাদির মত প্রধানেরও স্বাভাবিক পরিণাম হইত, যদি তৃণাদিরও স্বাভাবিক পরিণাম স্বীকার করা হইত ? কিন্তু তাহা ত স্বীকার করা হয় না ; যেহেতু, তাহার অত্র নিমিত্ত উপলব্ধি হয় । যদি বল—কি করিয়া বুঝিলে—তাহার অননিমিত্ত আছে ? তাহা হইলে বলিব—অন্যত্র অভাবাৎ ; অর্থাৎ যেহেতু ব্যপ্রভৃতি অত্র প্রাণীতে তাহা হয় না । কারণ, ধেনুকর্কুকই উপযুক্ত অর্থাৎ

* এই শ্লোকে “ন তৃণাদিবৎ” এই প্রথমাস্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু “চ” শব্দদ্বারা পূর্বাধিকরণের কথারই অঙ্গ হইতেছে বলিয়া এ শ্লোকটীও পূর্বাধিকরণের অঙ্গশ্লোক হইল । এতদ্ব্যতীত ইহার পর শ্লোকে “অপি” শব্দ থাকায় ইহাই স্বদৃষ্টান্ত হইল । মাধ্বমত ইহাতেই দ্বিতীয়াধিকরণ হইয়াছে । তন্মতে সাংখ্যমতটী এতী অধিকরণে খণ্ডিত, কিন্তু অন্তমতগুলি এক একটী অধিকরণে খণ্ডিত । এজন্য শব্দরাশিভায়ে এই এতী অধিকরণকে যে একটী অধিকরণ করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত মনে হয় ।

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অভ্যুপগমেহপ্যর্থ্যভাবাৎ ৬

ভাষ্যানুবাদ।

ভুক্ত তৃণাদি দুগ্ধ হয়, গ্রহীণ অর্থাৎ বিনষ্ট, অথবা বুসাদিভুক্ত তৃণাদি তাহা হয় না। যদি নির্নিমিত্ত অর্থাৎ নিমিত্তব্যতীত ইহা হইত, তাহা হইলে ধেনুশরীরের সম্বন্ধ ভিন্ন অর্থাৎ বুসাদিতেও তৃণাদি দুগ্ধ হইত। আর মানুষ যথাকাম অর্থাৎ ইচ্ছামত ইহা সম্পাদন করিতে অর্থাৎ প্রস্তুত করিতে পারে না, এইজন্য তাহা নির্নিমিত্ত অর্থাৎ বিনা কারণে হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক হয়, তাহা নহে। কোন কার্যামানুষের সাধ্য হয় এবং কোন কার্য দেবতার সাধ্য হয়। মানুষও উপযুক্ত উপায়দ্বারা তৃণাদি সংগ্রহ করিয়া নিশ্চয় দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে। কারণ, যাহারা প্রভূত অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে গরুকে ঘাস খাওয়ায় এবং তাহা হইতেই প্রচুর দুগ্ধ লাভ করে। অতএব তৃণাদির মত প্রধানেরও পরিণাম স্বাভাবিক নহে, অর্থাৎ তৃণাদির যেমন স্বাভাবিক পরিণাম হয় না, তেমনই প্রধানেরও পরিণাম স্বাভাবিক নহে।

ভানতী।

ধেনুপযুক্তং হি তৃণপল্লবাদি যথা স্বভাবত এব চেতনানপেক্ষং ক্ষীরভাবেন পরিণমতে ন তু তত্র ধেনুচেতন্যম্ অপেক্ষতে, উপযোগমাত্রৈ তদপেক্ষত্বাৎ। এবং প্রধানম্ অপি স্বভাবত এব পরিণম্যন্তে, কৃতম্ অত্র চেতনেন ইতি শঙ্কার্থঃ। ধেনুপযুক্তস্য তৃণাদেঃ ক্ষীর-ভাবে কিং নিমিত্তান্তরমাত্রং নিষিধ্যতে, উত চেতনম্? ন তাবৎ নিমিত্তান্তরং, ধেনুদেহস্থ্য উদর্যাস্ত বহ্যাদিভেদস্য নিমিত্তান্তরস্য সম্ভবাৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বকারী তু তত্রাপি ঈশ্বর এব সর্ব্বজ্ঞঃ সম্ভবতি ইতি শঙ্কানিরাকরণস্য অর্থঃ। তৎ ইদম্ উক্তং—“কিঞ্চিদৈবসম্পাদ্যমিতি।

বেদান্তকল্পতরু।

“বহ্যাদীতি”। শিস্তধাতুঃ আদিশব্দস্ত অর্থঃ।

ভাসমতীর অনুবাদ।

যেমন ধেনুকর্তৃক উপযুক্ত অর্থাৎ ভুক্ত তৃণপল্লবপ্রভৃতি চেতনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, কিন্তু তাহাতে ধেনুর চেতনাকে অপেক্ষা করে না, কারণ, উপযোগমাত্রৈ অর্থাৎ কেবল ভক্ষণকার্য্যে তাহাকে অর্থাৎ ধেনুর চেতনাকে অপেক্ষা করে। এইরূপ প্রধানও স্বভাবতঃই পরিণত হইবে, এবিসয়ে চেতনের কোন আবশ্যক নাই। ইহাই আশঙ্কার অর্থ। এতদ্বত্তরে বক্তব্য—ধেনুভুক্ত তৃণাদির ক্ষীরভাবে অর্থাৎ দুগ্ধরূপে পরিণত হওয়াতে অন্য নিমিত্তমাত্রকেই কি নিষেধ করিতেছে? অথবা কেবল চেতনকে নিষেধ করিতেছে? অন্যনিমিত্তমাত্রকে নিষেধ করিতে পার না; কারণ, ধেনুদেহস্থিত উদর্য্য বহির্ভেদ অর্থাৎ উদরজাত অগ্নিবিশেষ অর্থাৎ পাচক অগ্নিরূপ নিমিত্তান্তরের সম্ভব আছে। কিন্তু সেখানেও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই বুদ্ধিপূর্ব্বকারী অর্থাৎ নিমিত্তকারণ সম্ভব হন। ইহা শঙ্কানিবারণের অর্থ। সেইজন্য “কিঞ্চিদৈব-সম্পাদ্যম্” এইরূপ বলিয়াছেন।

শাক্তভাষ্যম্।

অভ্যুপগমেহপ্যর্থ্যভাবাৎ ৬

স্বাভাবিকী প্রধানপ্রবৃত্তিঃ ন ভবতি ইতি স্থাপিতম্। তথাপি নাম ভবতঃ প্রক্লাম অনুরূপ্যমানাঃ স্বাভাবিকীমেব প্রধানস্য প্রবৃত্তিম্ অভ্যুপগচ্ছেম, তথাপি দোষঃ অনুসংজ্যেত এব। কুতঃ? অর্থ্যভাবাৎ। যদি তাবৎ স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ ন কিঞ্চিদ্ অগ্ৰং ইহ অপেক্ষতে ইতি উচ্যেত, ততঃ যথৈব সহকারি কিঞ্চিদ্ ন অপেক্ষতে এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিদ্ ন অপেক্ষিষ্যতে ইতি, অতঃ প্রধানং পুরুষস্য অর্থং সাধয়িতুং প্রবর্ত্ততে ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। স যদি ক্রয়াৎ—সহকারি এব কেবলং ন অপেক্ষতে, ন প্রয়োজনমপি ইতি, তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেকব্যং, ভোগো বা স্ত্যং, অপবর্গো বা, উভয়ং বা ইতি? ভোগশ্চেৎ? কীদৃশঃ অনাধেয়া-

* * এই হুত্রে প্রথমোক্তপদ নাই, হুতরং ইহা পূর্বাধিকরণের অঙ্গ হইল।

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[অভ্যুপগমেহপ্যর্থ্যভাবাৎ ৬]

শাক্তবিশয়ম্ ।

তিশয়ন্ত পুরুষন্ত ভোগঃ ভবেৎ ? অনিমোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ । অপবর্গশ্চেৎ ? প্রাক্ অপি প্রবৃত্তেঃ অপবর্গন্ত সিদ্ধহ্যৎ প্রবৃত্তিঃ অনর্থিকা স্মৃৎ । শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ । উভয়ার্থভাভ্যুপগমেহপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণাম্ আনন্ত্যাৎ অনিমোক্ষপ্রসঙ্গ এব । ন চ ঔৎসুক্যানিবৃত্ত্যর্থ্য প্রবৃত্তিঃ । ন হি প্রধানন্ত অচেতনন্ত ঔৎসুক্যং সম্ভবতি । ন চ পুরুষন্ত নির্মলন্ত নিষ্কলন্ত ঔৎসুক্যম্ । দৃকশক্তিসর্গশক্তিবৈষম্যভয়াৎ চেৎ প্রবৃত্তিঃ, তর্হি সর্গশক্ত্যানুচ্ছেদবৎ দৃকশক্ত্যানুচ্ছেদাৎ সংসারানুচ্ছেদাৎ অনিমোক্ষপ্রসঙ্গ এব, তস্মাৎ প্রধানন্ত পুরুষার্থ্য প্রবৃত্তিঃ ইতি এতৎ অযুক্তম্ ৬

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—অভ্যুপগমেহপি অর্থাৎ স্বীকার করিলেও অর্থ্যভাবাৎ অর্থাৎ অর্থ্যভাবপ্রযুক্ত প্রধান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না । অর্থাৎ এখানে যদি প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে পুরুষার্থের অপেক্ষা হইতে পারে না, এখানে ইষ্টাপত্তি করিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে অচেতন প্রধান পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হয়, তোমার এই অভ্যুপগম বিরুদ্ধ হয় । অথবা অর্থ্যভাব শব্দের অর্থ প্রয়োজনভাব, যথা—প্রধানের প্রবৃত্তি পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্ত হইতে পারে না, কারণ ভোগ অনন্ত বলিয়া মোক্ষের অভাব হইয়া পড়ে । এইরূপ মোক্ষের জন্তও হইতে পারে না ; কারণ, ভোগের অভাব হইয়া পড়ে এবং প্রধানের প্রবৃত্তিরও অভাব হইয়া পড়ে । কারণ, পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতরূপ মোক্ষ প্রধানের অপ্রবৃত্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয় । অতএব প্রয়োজন না থাকায় প্রধান জগৎকারণ নহে ।

ভাষ্যার্থ—প্রধানের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হয় না, ইহা স্থাপন করা হইয়াছে । তাহা হইলেও যদি আপনায় শব্দার অন্তরোধে প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই স্বীকার করি, তাহা হইলেও দোষ হইবেই । যদি বল, কেন ? তাহা হইলে বলি—যেহেতু পুরুষার্থের অভাব হইয়া পড়ে অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনের অপেক্ষা করার অভাব হইয়া পড়ে । যদি বল, প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, ইহাতে অজ্ঞ কিছুই অপেক্ষা করে না, তাহা হইলে যেমন সহকারী কিছুই অপেক্ষা করে না, এইরূপ প্রয়োজনও কিছুই অপেক্ষা করিবে না, অতএব প্রধান পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হয়, এই প্রতিজ্ঞা তোমার নষ্ট হইবে । তিনি যদি বলেন—প্রধান কেবল সহকারীই অপেক্ষা করে না, প্রয়োজনও যে অপেক্ষা করে না, তাহা নহে । তাহা হইলেও প্রধানপ্রবৃত্তির প্রয়োজন কি তাহা বিবেচনা করিতে হইবে । তাহা ভোগ অথবা মোক্ষ অথবা উভয়ই হইবে ? যদি বল, ভোগ প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অনাধেয়াতিশয় অর্থাৎ যাহার অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনাধেয় অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে, সেই পুরুষের কিরূপ ভোগ হইবে ? আর অনিমোক্ষ-প্রসঙ্গ অর্থাৎ মোক্ষের অভাব হইয়া পড়ে । (অর্থাৎ যদি ভোগের জন্তই প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে মোক্ষের হেতু বিবেকবিজ্ঞান না হওয়ায় মোক্ষ হইতে পারে না) । যদি বল, মোক্ষই প্রধানপ্রবৃত্তির প্রয়োজন হইবে ? তাহা হইলে প্রবৃত্তির পূর্বেও অপবর্গ ছিল বলিয়া প্রবৃত্তি অনর্থক হইবে, (কারণ স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি স্বাভাবিক বলিয়া প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজন থাকে না) । আর শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধির অভাব হইয়া পড়ে । (কারণ তাহার জন্তও প্রধান প্রবৃত্ত হয় নাই) । উভয়ার্থভাভ্যুপগমেও অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ এই উভয় প্রয়োজনের জন্তই প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলেও ভোগ্য প্রধানকার্য্যসকল অনন্ত বলিয়া মোক্ষভাব হইয়া পড়েই, (কারণ ভোগ্য অনন্ত বলিয়া তাহাদের ভোগ কখনই শেষ হইবে না) । আর ঔৎসুক্য অর্থাৎ ইচ্ছা নিবৃত্তির জন্ত প্রধানের প্রবৃত্তি হয়—ইহা বলিতে পার না ; কারণ, অচেতন প্রধানের ঔৎসুক্য হইতে পারে না । আর নির্মল নিষ্কল অর্থাৎ নিলিপ্ত পুরুষের ঔৎসুক্য হয় না । পুরুষের দৃষ্টিশক্তি ও প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হইয়া যায় ; এই ভয়ে (অর্থাৎ দৃশ্য না থাকিলে পুরুষে দৃকশক্তি বৃথা হয়, এবং সৃষ্টি না থাকিলে প্রধানের সৃষ্টিশক্তি বৃথা হয় এই ভয়ে) যদি প্রধানপ্রবৃত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে (শক্তিহীন নিত্য বলিয়া) দৃকশক্তির যেমন অনুচ্ছেদ অর্থাৎ লোপ হয় না, তেমনই সৃষ্টিশক্তিরও উচ্ছেদ না হওয়ায় সংসারের উচ্ছেদ না হওয়াবশতঃ নিশ্চয়ই মোক্ষভাব হইয়া পড়িবে । অতএব পুরুষের প্রয়োজনের জন্ত প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, ইহা ঠিক নহে ৬

(বুদ্ধিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[অভ্যুপগমেহপ্যৰ্থাভাবাৎ । ৬]

ভামতী।

পুরুষার্থাপেক্ষাভাবপ্রসঙ্গাৎ । তৎ ইদম্ উক্তম্—“এবং প্রয়োজনম্ অপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষিত্যুত” ইতি । অথবা পুরুষার্থাভাবাৎ ইতি যোজ্যম্ । তৎ ইদম্ উক্তম্—“তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্য”মিতি । ন কেবলং তাত্ত্বিকঃ ভোগঃ অনাধেয়াতিশয়স্য কূটস্থনিতাস্ত্র পুরুষস্য ন সম্ভবতি, অনিমোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ । যেন হি প্রয়োজনেন প্রধানং প্রবর্তিতং তৎ অনেন কর্তব্যং, ভোগেন চ এতৎ প্রবর্তিতম্ ইতি তন্ম এষ কুর্যাৎ ন মোক্ষং, তেন অপ্রবর্তিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ । “অপবৰ্গশ্চেৎ প্রাক্ অপি” ইতি । চিতে: সদা বিশুদ্ধত্বাৎ ন এতন্ত্যাং জাতু কৰ্ম্মানুভববাসনাঃ সন্তি, প্রধানং তু তাসাম্ অনাদীনাম্ আধারঃ । তথাচ প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চিতি: মুক্তা এব ইতি ন অপবৰ্গার্থম্ অপি তৎপ্রবৃত্তি: ইতি । “শব্দাত্মনুপলব্ধি-প্রসঙ্গশ্চ”, তদর্থম্ অপ্রবৃত্তত্বাৎ প্রধানস্য । “উভয়ার্থতাত্ত্ব্যপগমেহপি” ইতি । ন তাবৎ অপবৰ্গঃ সাধ্যঃ, তস্য প্রধানাপ্রবৃত্তিমাত্রেন সিদ্ধত্বাৎ । ভোগার্থং তু প্রবর্তেত । ভোগস্য চ সৰ্ব্বং শব্দাত্ম্যপলব্ধিমাাত্রাদেব সমাপ্তত্বাৎ ন তদর্থং পুনঃ প্রধানং প্রবর্তেত ইতি অযত্নসাধ্যঃ মোক্ষঃ স্ত্যাৎ । নিঃশেষশব্দাত্ম্যপভোগস্য চ আনন্ত্যেন সমাপ্তে: অনুপপত্তে: অনিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ । কৃতভোগম্ অপি প্রধানম্ আস্বপুরুষাত্ম্যতাত্ত্ব্যতে: ক্রিয়াসমভিহারেন ভোজয়তি ইতি চেৎ, অথ পুরুষার্থায় প্রবৃত্তং কিমর্থং সত্বপুরুষাত্ম্যতাত্ত্ব্যতিং করোতি । অপবৰ্গার্থমিতি চেৎ, হস্ত অয়ং সৰ্ব্বং শব্দাত্ম্যপভোগেন কৃতপ্রয়োজনস্য প্রধানস্য নিবৃত্তিমাাত্রাৎ এব সিধ্যতি ইতি কৃতং সত্বাত্ম্যতাত্ত্ব্যতিপ্রতীক্ষণেন । ন চ অস্ত্যা: স্বরূপত: পুরুষার্থত্বম্ । তস্যাৎ উভয়ার্থমপি ন প্রধানস্য প্রবৃত্তি: উপপত্ততে ইতি সিদ্ধ: অৰ্থাভাব: । সুগমম্ ইত্যরং ।

শব্দতে—“দৃক্শক্তি”তি । পুরুষো হি দৃক্শক্তি: । সা চ দৃশ্যম্ অন্তরেণ অনর্থিকা স্ত্যাৎ, ন চ স্বাত্মনি অর্থবতী, স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ । প্রধানং চ সৰ্গশক্তি: । সা চ সৰ্জনীয়ম্ অন্তরেণ অনর্থিকা স্ত্যাৎ ইতি যৎ প্রধানেন শব্দাদি সৃজ্যতে তদেব দৃক্শক্তে: দৃশ্যং ভবতি ইতি তত্বভয়ার্থবত্বায় সৰ্জনম্ ইতি শব্দার্থ: । নিরাকরোতি “সৰ্গশক্ত্যানুচ্ছেদবদি”তি । যথা হি প্রধানস্য সৰ্গশক্তি: একং পুরুষং প্রতি চরিতার্থাপি পুরুষাস্তরং প্রতি প্রবর্ততে অনুচ্ছেদাৎ, এবং দৃক্শক্তি: অপি তং পুরুষং প্রতি অর্থবত্বায় অনুচ্ছেদাৎ সৰ্ব্বদা প্রবর্তেত ইতি অনিমোক্ষ-প্রসঙ্গ: । সৰ্ব্বং দৃশ্যদর্শনে ন বা চরিতার্থত্বে ন ভূয়: প্রবর্তেত, ইতি সৰ্ব্বেষাম্ একপদে নিমোক্ষ: প্রসজ্যেত ইতি সহসা সংসার: সমুচ্ছিद्यেত ইতি । ৬

বেদান্তকল্পতরু: ।

কীদৃশ: অনাধেয়াতিশয়স্য ভোগ ইত্যাদিভাষ্যং ব্যাচষ্টে “ন কেবল”মিতি । সিদ্ধান্তেহপি অতাত্ত্বিকভোগাত্ম্যপগমাৎ অবাস্তবত্বং ন নিবেদ্য ইত্যর্থ: । উভয়ার্থতাত্ত্ব্যপগমেহপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাাত্রাণাম্ আনন্ত্যাৎ অনিমোক্ষপ্রসঙ্গ এব ইতি ভাষ্যং, তৎ অনুপপন্নম্ ইব, অপবৰ্গার্থম্ অপি প্রধানপ্রবৃত্তৌ সত্যাং ক্রমেণ ভোগমোক্ষোপপত্তে: যোগৈশ্বৰ্য্যাদ অনন্তবিকারীণাং যুগপৎ উপভোগসম্ভবাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—“ন তাবৎ অপবৰ্গ ইতি” । কিং নিঃশেষবিকারান্ ভোজয়িতুং প্রধানং প্রবর্ততে উক্ত ক্রিয়তোহপি । নাস্ত্য ইত্যাহ “ভোগস্ত চে”তি । আন্তে নিবেদ্যভাষ্যম্ উপপাদয়তি—“নিঃশেষে”তি । যন্তপি সৰ্ব্বশব্দাত্ম্যপলব্ধত্বাৎ ভোগ: সমাপ্ত: , তথাপি ন পুন: অপ্রবৃত্তি: । তত্ত্বজ্ঞানম্ অন্তরেণ মোক্ষাসিদ্ধে: প্রাক্ চ মোক্ষাৎ ভোগস্ত আবশ্যকত্বাৎ ইতি শব্দতে—“কৃতভোগমপী”তি । “সত্বঃ” বুদ্ধি:, “ক্রিয়াসমভিহারঃ” অভ্যাস: । অপবৰ্গ: কিং শব্দাত্মনুপলব্ধি: বুদ্ধিকেত্বভেদেদধ্যাতীৰ্ণা? যদি আন্ত: তত্রাহ—“হস্তেতি” । ন দ্বিতীয়: ইত্যাহ—“ন চাত্মা” ইতি । “উভয়ার্থমি”তি । ভোগমোক্ষার্থম্ ইত্যর্থ: । শক্তিশক্তিমতো: অচ্ছেদাৎ পুরুষ: দৃক্শক্তি:, দৃক্শক্ত্যানুচ্ছেদবৎ ইতি ইদানীং ভাষ্যপার্শ্বো দৃশ্যতে । নিবন্ধে তু সৰ্গশক্ত্যানুচ্ছেদবৎ ইতি পার্শ্ব: দৃষ্টে । ব্যাচষ্টে—সর্গেতি । দৃক্শক্তি: কিং সৰ্ব্বপ্রধানকার্য্যবিঘ্না, একদেশবিঘ্না বা? আন্তে দোষমাহ—“যথা হি” ইতি । যথা একেন পুংসা স্ববিকারদর্শনে ন কৃতার্থাংপি সর্গশক্তি: পুরুষাস্তরং প্রতি দর্শয়িতুং অনুচ্ছেদাৎ অনুচ্ছেদেন প্রবর্ততে এবং দৃক্শক্তি: অপি সৰ্ব্বদৃশ্যদর্শনে ন চরিতার্থাংপি তং পুরুষং প্রতি সৰ্ব্বপ্রধানবিকারীণাম্ অর্থবত্বায় সৰ্ব্বান্ সষ্টান্ অনুচ্ছেদেন প্রবর্ততে ইত্যর্থ: । দ্বিতীয়: প্রতি আহ—“সৰ্ব্বদৃশ্যে”তি । “একপদে” একপদস্তাস্যাবজ্ঞানকরণে । ৬

ভামতীর অনুবাদ ।

“অৰ্থাভাবাৎ” এই সূত্রাংশের অর্থ—যেহেতু পুরুষার্থাপেক্ষাভাবপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ যেহেতু প্রধানের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি স্বীকার করিলে তাহার পক্ষে পুরুষার্থের অপেক্ষারও অভাব হইয়া পড়ে ; (অতএব প্রধানের

(বুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[অভ্যুপগমেহপ্যর্থ্যভাবাৎ । ৬]

ভামতীর অনুবাদ।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, ইহা বলিতে পার না।) সেইজন্ত এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষিত্যতে এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। অথবা “অর্থ্যভাবাৎ” এই সূত্রাংশের অর্থ—যেহেতু পুরুষের কোন প্রয়োজন নাই। (অতএব পুরুষের প্রয়োজনবশতঃ প্রধান প্রবৃত্ত হয়, ইহা বলিতে পার না।) এইরূপে গ্রন্থযোজনা করিতে হইবে। সেইজন্ত তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং, এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। কেবল যে তাত্ত্বিকভোগ অর্থাৎ বাস্তবিকভোগ, অনাধেয়াতিশয় অর্থাৎ যাহার কোন অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষ না অপকর্ষ অনাধেয় অর্থাৎ জন্মে না, এইরূপ কূটস্থ এবং নিত্য পুরুষের সম্ভব হয় না তাহা নহে, অনিন্দোক্ষ প্রসঙ্গও হয়, অর্থাৎ মোক্ষাভাবও হইয়া পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজনকর্তৃক প্রধান প্রবৃত্তি হয়, তাহাই প্রধানের করা উচিত। ভোগকর্তৃকই এই প্রধান প্রেরিত হইয়াছে, অতএব তাহাই করিবে অর্থাৎ প্রধান সেই ভোগই উৎপাদন করিবে, মোক্ষকে করিবে না। যেহেতু মোক্ষকর্তৃক প্রেরিত হয় নাই—ইহাই তাৎপর্য।

অপবর্গশ্চেৎ প্রাগপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য—চিতি অর্থাৎ পুরুষ সর্বদা বিস্তৃত বলিয়া ইহাতে কখনও কর্ম্মানুভববাসনা অর্থাৎ কর্ম্ম ও তাহার অন্তর্যব এবং তাহার সংস্কার থাকে না। কিন্তু প্রধান সেই সকল অনাদি—বাসনাপ্রবৃত্তির আধার অর্থাৎ আশ্রয়। আর তাহা হইলে প্রধানপ্রবৃত্তির পূর্বে চিতি অর্থাৎ পুরুষ মুক্তই থাকে, অতএব অপবর্গের জন্তও প্রধানের প্রবৃত্তি হয় না।

শব্দান্তনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ অর্থাৎ “বুক্তিই যদি প্রধানপ্রবৃত্তির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শব্দাদিবিষয়ের অনুভবের অভাব হইয়া পড়ে” এই ভাষ্যগ্রন্থের হেতু এই যে, যেহেতু প্রধান সেজন্ত অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়ভোগের জন্ত প্রবৃত্ত হয় নাই।

উভয়ার্থতাহ্যুপগমেহপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য—অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ সাধ্য অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে; কারণ, কেবল প্রধানের অপ্রবৃত্তিবশতঃই তাহা সিদ্ধ, অর্থাৎ চিরদিন থাকে। প্রধান কিন্তু ভোগের জন্ত প্রবৃত্ত হয়, বলিতে হইবে। আর কেবল একবার শব্দাদিবিষয়ের জ্ঞান হইলেই ভোগ সমাপ্ত হয় বলিয়া তাহার জন্ত প্রধান আর প্রবৃত্ত হইবে না, অতএব মোক্ষ অনায়াসেই হইয়া যাইবে। আর নিঃশেষ শব্দাদি উপভোগের আনন্দ্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ অনন্তশব্দাদিবিষয়ের উপভোগ কখনও শেষ হইবার নহে বলিয়া, তাহার সমাপ্তির অনুপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সমাপ্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনিন্দোক্ষপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ কখনও মোক্ষ হইতে পারে না।

যদি বল, কৃতভোগ হইলেও অর্থাৎ পুরুষ ভোগ করিলেও আসত্ত্বপুরুষাত্মতাত্পাত্যতেঃ অর্থাৎ সম্বন্ধপ বুদ্ধি ও পুরুষের স্মৃতিতাত্পাত্যতি পর্যাস্ত অর্থাৎ ভেদজ্ঞান না হওয়া পর্যাস্ত প্রধান ক্রিয়াসমভিবাাহারে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহাকে ভোগ করাইবে, তাহা হইলে বলিব—প্রধান পুরুষার্থের জন্ত প্রবৃত্ত হইয়া কি জন্ত সত্ত্বপুরুষাত্ম-তাত্পাত্যতি করিবে অর্থাৎ সম্বন্ধ ও পুরুষের ভেদজ্ঞান করে?

যদি বল—মোক্ষের জন্ত? তাহা হইলে একবার মাত্র শব্দাদিবিষয়ভোগের দ্বারা কৃতপ্রয়োজন অর্থাৎ প্রয়োজন নিষ্পাদন করিয়াছে যে প্রধান, তাহার কেবল নিবৃত্তি হইতেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়, অতএব সম্বন্ধ ও পুরুষের ভেদজ্ঞানের অপেক্ষা করিবার দরকার নাই। আর ইহা অর্থাৎ সম্বন্ধ ও পুরুষের স্মৃতিতাত্পাত্যতি স্বয়ং পুরুষার্থ নহে। অতএব উভয়ার্থ অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গের জন্ত ও প্রধানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব অর্থ্যভাব অর্থাৎ প্রয়োজনাভাব সিদ্ধ হইল।

এতদ্বিত্তি ভাষ্যগ্রন্থ স্বগম অর্থাৎ অনায়াসে বোঝা যাইবে। দৃকশক্তি এই ভাষ্য গ্রন্থদ্বারা শব্দা করিতেছেন। পুরুষকে দৃকশক্তি বলে অর্থাৎ পুরুষ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট হইলেও তাহাকে দৃকশক্তি বলা হয়, (কারণ, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন) এবং সেই শক্তি দৃশ্য ব্যতীত অনর্থক হইবে। আর নিজেতেও তাহা অর্থবতী নহে, অর্থাৎ সার্থক হয় না; কারণ, নিজস্বরূপে বৃত্তি হওয়া বিরুদ্ধ। আর প্রধান সর্গশক্তি অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি এবং তাহা সর্জনীয় অর্থাৎ যাহা সৃষ্টি করা হয়, তাহা ব্যতীত অনর্থক হইয়া পড়ে, এইজন্ত প্রধানকর্তৃক শব্দাদি যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাই দৃকশক্তি অর্থাৎ পুরুষের দৃশ্য হয়, অতএব সেই উভয়ের প্রয়োজনের জন্ত সর্জন হয় অর্থাৎ সৃষ্টি হয়—ইহাই শব্দের অর্থ। সর্গশক্ত্যানুচ্ছেদবৎ এই গ্রন্থদ্বারা এই শব্দা নিরাস করিতেছেন। যেমন প্রধানের সৃষ্টিশক্তি এক পুরুষের প্রতি চরিতার্থ অর্থাৎ সার্থক হইলেও অজ্ঞ পুরুষের প্রতি প্রবৃত্ত হয়; কারণ, তাহার উচ্ছেদ অর্থাৎ লোপ হয় নাই; সেইরূপ দৃকশক্তিও সেই পুরুষের প্রতি অর্থবত্ত্বের

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

পুরুষাশ্রাবদিতি চেত্তথাপি ।৭ *

ভাস্তীর অনুবাদ ।

জ্ঞা অর্থাৎ প্রয়োজনের জ্ঞা সর্বদা প্রবৃত্ত হইবে, কারণ তাহার উচ্ছেদ হয় নাই। অতএব অনিশ্চোক-প্রসঙ্গ হইবে অর্থাৎ মোক্ষাভাব হইয়া পড়িবে। অথবা একবার মাত্র দৃষ্টবস্তু দেখাইয়া সার্থক হইলে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইবে না। অতএব সকলেরই একপদে অর্থাৎ একসঙ্গে মোক্ষ হইয়া পড়িবে। অতএব হঠাৎ সংসার লোপ পাইবে। ৬

শাকরভাষ্যম্ ।

পুরুষাশ্রাবদিতি চেত্তথাপি ।৭

জ্ঞানোক্তে—যথা কশ্চিৎ পুরুষো দৃক্শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিশীনঃ পঙ্কুঃ অপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্শক্তিবিশীনম্ অজ্ঞম্ অধিষ্ঠায় প্রবর্তয়তি, যথা বা অয়ক্ষাস্ত্বঃ অশ্মা স্বয়ম্ অপ্ৰবর্তমানোহপি অয়ঃ প্রবর্তয়তি, এবং পুরুষঃ প্রদানং প্রবর্তয়িত্বাতি দৃষ্টান্ত-প্রত্যয়েন পুনঃ প্রত্যবস্থানম্।

অত্রোচ্যতে—তথাপি নৈব দোষাৎ নির্মোক্ষোহস্তু। অভ্যুপেতহানং তাবদোষঃ আপত্তি, প্রদানশ্চ স্বতন্ত্রশ্চ প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষস্য চ প্রবর্তকত্বানভ্যুপগমাৎ। কথং চ উদাসীনঃ পুরুষঃ প্রদানং প্রবর্তয়েৎ? পঙ্কুরপি হি অজ্ঞং বাগাদিভিঃ পুরুষং প্রবর্তয়তি। নৈবং পুরুষশ্চ কশ্চিদপি প্রবর্তনব্যাপারোহস্তু; নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নিগুণত্বাচ্চ। নাপি অয়ক্ষাস্ত্ববৎ সন্নিধিমাাত্রেন প্রবর্তয়েৎ। সন্নিধিনিত্যত্বেন প্রবৃত্তিনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। অয়ক্ষাস্ত্বশ্চ তু অনিত্যসন্নিধেঃ অস্তি স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ, পরিমার্জনাভ্যুপেক্ষা চ অস্তি, ইতি অনুপপত্তাসঃ পুরুষাশ্রাবদিতি।

তথা প্রদানশ্চ অচৈতন্যাৎ পুরুষশ্চ চ উদাসীন্নাৎ তৃতীয়শ্চ চ তয়োঃ সংবন্ধয়িতুঃ অভাবাৎ সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। যোগ্যতানিমিত্তে চ সম্বন্ধে যোগ্যত্বানুচ্ছেদাৎ অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ। পূর্ব্ববচ্চ ইহাপি অর্থাভাবো বিকল্পয়িতব্যঃ। পরমাত্মনস্ত স্বরূপব্যপাশ্রয়ম্ উদাসীন্নাৎ মায়াব্যপাশ্রয়ং চ প্রবর্তকত্বমিতি অস্তি অতিশয়ঃ। ৭

ভাষ্যানুবাদ ।

মূত্রার্থ—পুরুষাশ্রাবৎ অর্থাৎ পুরুষ ও অশ্বের ত্রায় ইতি চেৎ অর্থাৎ যদি বল—তথাপি তাহা হইলেও। অর্থাৎ যদি বল লোকে যেমন কোন পঙ্কুপুরুষ স্বয়ং প্রবৃত্তিমান্ না হইয়াও প্রবৃত্তিমান্ কোন অজ্ঞকে প্রেরণা করে, অথবা যেমন অয়ক্ষাস্ত্বমণি অর্থাৎ চুষক পাথর কেবল নিকটে থাকিয়াই লৌহকে প্রেরণা করে, এইরূপ পুরুষ প্রবৃত্তিমান্ না হইয়াও কেবল নিকটে থাকিয়াই প্রকৃতিকে প্রেরণা করিবে। তাহা হইলেও তুমি যে স্বীকার করিয়াছ প্রদান স্বয়ংই প্রবৃত্তিমান্ হয়, এবং পুরুষ প্রবৃত্তিমান্ হয় না, ইহা তাহার বিরুদ্ধ হয়। কিন্তু আমাদের মতে ব্রহ্ম নিগুণ হইয়াও অবিচারবশতঃ প্রবৃত্তিমান্ হন।

ভাস্ত্যার্থ—আচ্ছা, যেমন কোন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন অথচ প্রবৃত্তিশক্তিহীন পঙ্কুপুরুষ দৃক্শক্তিবিশীন, অথচ প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্ন অপর কোন অজ্ঞপুরুষে অধিষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ তাহার স্বন্ধে আরোহণ করিয়া তাহাকে প্রবর্তিত করে অর্থাৎ পরিচালিত করে, অথবা যেমন অয়ক্ষাস্ত্ব অর্থাৎ চুষক পাথর স্বয়ং প্রবৃত্তিমান্ না হইয়াও অয়কে অর্থাৎ লৌহকে প্রবর্তিত করে, এইরূপ পুরুষ প্রদানকে প্রবর্তিত করিবে, এই দৃষ্টান্তপ্রত্যয়দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যবস্থান অর্থাৎ বিরোধ হয়?

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলেও দোষ হইতে নিম্নোক্ত হয় না অর্থাৎ সাংখ্যমত দোষ হইতে মুক্ত হয় না। কারণ, অভ্যুপেতহান অর্থাৎ যাহা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার ত্যাগরূপ দোষ আসিয়া পড়ে;

* ইহাচে, প্রথমাস্তপদ-শাকিলেও "ইতি চেৎ" বলিয়া সিদ্ধান্ত বর্ণন করায় ১১১৩ শ্লোকের দ্বারা ইহা অধিকরণান্তর্গত নহাই হইল।

(বুদ্ধিমান সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অঙ্গিত্বানুপপত্ত্যেচ্চ ।৮* ❀

ভাষানুবাদ ।

যেহেতু স্বতন্ত্র প্রধানের প্রবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, এবং পুরুষের প্রবর্তকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। আর উদাসীন পুরুষ কি করিয়া প্রধানকে প্রেরণা করিবেন? পক্ষও অন্ধলোককে বাঁকাপ্রভৃতিদ্বারা প্রবৃত্তিত করে। পুরুষের এইরূপ কোনও প্রবর্তনব্যাপার নাই অর্থাৎ প্রবৃত্তিত করিবার উপায় নাই। কারণ, তিনি নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিহীন, তাহার কোন পুরুষ নিগুণ অর্থাৎ তাহার কোন গুণ নাই, অথবা নিগুণ অর্থাৎ তাহাতে প্রবৃত্তিরূপ গুণ নাই। আর অন্ধস্বাক্ষের মত সন্নিধিমাঝেই অর্থাৎ কেবল নিকটে থাকিয়াই যে প্রবৃত্তিত করিবে, তাহাও নহে। কারণ, সন্নিধিনিত্যতাবশতঃ অর্থাৎ নিকটে থাকা রূপ সন্নিধি নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই সম্ভব বলিয়া প্রবৃত্তিনিত্যত্বপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রবৃত্তিও নিত্য হইয়া পড়ে (অর্থাৎ তাহা হইলে আর প্রলয় হইতে পারে না)। কিন্তু অনিত্যসন্নিধি চূষক পাথরের অর্থাৎ তাহার সন্নিধি সর্বদা থাকে না বলিয়া স্বব্যাপাররূপ সন্নিধি হয়, অর্থাৎ তাহার নিজের ব্যাপাররূপ নৈকট্য হইতে পারে, এবং চূষকের পরিমার্জনাদির অর্থাৎ পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্যের অপেক্ষাও আছে, অতএব পুরুষাশ্রয় এই দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিক সমান হইল না।

তাহার পর প্রধান অচেতন বলিয়া এবং পুরুষ উদাসীন বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধ করিয়া দিবার মত কোন তৃতীয় হেতু না থাকায় সম্বন্ধের অনুপপত্তি হয় অর্থাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর যোগ্যতানিমিত্ত সম্বন্ধ হইলে অর্থাৎ প্রধান অচেতন বলিয়া দৃশ্য হইবার যোগ্য এবং পুরুষ চেতন বলিয়া দ্রষ্টা হইবার যোগ্য, এই যোগ্যতাবশতঃ উভয়ের দ্রষ্টৃদৃগ্ভাব সম্বন্ধ হইলে অর্থাৎ একজনের দ্রষ্টা হওয়া ও অপরের দৃশ্য হওয়া রূপ সম্বন্ধ হইলে যোগ্যতার অনুচ্ছেদ অর্থাৎ লোপ না হওয়ায় মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে। আর পূর্বসৃজের মত এখানেও অর্থাভাব শব্দের বিকল্প করিবে। কিন্তু আমাদের মতে স্বরূপব্যাপাশ্রয় উদাসীন্য অর্থাৎ পরমাত্মার আশ্রিত উদাসীন্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা, এবং মায়াব্যাপাশ্রয় অর্থাৎ মায়াশ্রিত প্রবর্তকতা আছে, এই অতিশয় অর্থাৎ সাংখ্যাসম্মত পুরুষ অপেক্ষা ইহাই বিশেষ আছে। ৭

ভাস্তী ।

পুরুষাশ্রয়বদিতি চেৎ তথাপি । নৈব দোষাৎ প্রচ্যুতিরিতি শেষঃ । মাভূৎ পুরুষার্থশ্চ শক্ত্যর্থবৎশ্চ বা প্রবর্তকত্বম্, পুরুষ এব দৃকশক্তিসম্পন্নঃ পক্ষুরিব প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নঃ প্রধানম্ অন্ধমিব প্রবর্তয়িত্যিতি ইতি শঙ্কা । দোষাৎ অনিশ্চোকম্ আহ—“অভ্যুপেতহানং তাবদি”তি । ন কেসলম্ অভ্যুপেতহানম্, অযুক্তং চ এতদ্ ভবদর্শনালোচনেন ইত্যাহ—“কথং চ উদাসীনঃ” ইতি । নিষ্ক্রিয়ত্ব সাধনম্—“নিগুণত্বাদি”তি । শেষম্ অতিরোহিতার্থম্ । ৭

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অর্থাভাবসূত্রোক্তং দূষণম্ অনুজ্ঞানাভি—“মা ভূদি”তি । শক্ত্যর্থবৎ দৃকশক্তিসম্পন্নস্যার্থবৎশ্চ । শঙ্কা ইত্যত্র গ্রহণেদং । ৭

ভাস্তীর অনুবাদ ।

নৈব দোষাৎপ্রচ্যুতিঃ ইতি শেষঃ অর্থাৎ তাহা হইলেও দোষ হইতে মুক্তি হয় না—ইহা সূত্রের শেষ অংশ হইবে। পুরুষার্থের বা শক্ত্যর্থবৎ প্রবর্তকত্ব না হউক অর্থাৎ পুরুষের দৃকশক্তির অনুরোধে অথবা প্রধানের দৃষ্টিশক্তির অনুরোধে প্রধানের প্রবৃত্তি না হউক, দৃষ্টিশক্তিবৃত্ত পক্ষুর মত পুরুষই প্রবৃত্তিশক্তিবৃত্ত অন্ধের মত প্রধানকে প্রবৃত্ত করিবে—ইহাই আশঙ্কা। অভ্যুপেতহানং তাবৎ এই গ্রন্থদ্বারা দোষ হইতে অনিশ্চোক অর্থাৎ মুক্তি হয় না, ইহা বলিতেছেন। কেবল অভ্যুপেতহান অর্থাৎ স্বীকৃতপদার্থের পরিত্যাগই দোষ নহে, আপনার দর্শনের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়—ইহা অসঙ্গতও বটে। কথং চ উদাসীন এই গ্রন্থদ্বারা ইহাই বলিতেছেন। নিগুণত্বাৎ এই পদটী পুরুষ যে নিষ্ক্রিয়, তাহার সাধন অর্থাৎ হেতু। অবশিষ্ট ভাষ্যের অর্থ অতিরোহিত অর্থাৎ দূর্বোধ নহে । ৭

শাকরভাষ্যম্ ।

অঙ্গিত্বানুপপত্ত্যেচ্চ ।৮

ইতচ্চ ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ অবকল্পতে । যন্ধি সম্বন্ধজন্তুসাম্য অণ্ডোণ্ডগুণপ্রধানভাবম্ উৎসৃজ্য সাম্যেন স্বরূপমাত্রেণ অবস্থানং সা প্রধানাবস্থা । তন্ত্রাম্ অবস্থায়াম্ অনপেক্ষ-

* এ সূত্রে প্রথমাস্তপদ নাই, সূত্রঃ আরম্ভ অধিকরণের অঙ্গ মাত্র ।

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[অজিতানুপপত্তেঃ ৮]

শাক্তভাষ্যম্ ।

স্বরূপাণাং স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ পরস্পরং প্রতি অজ্ঞানভাবানুপপত্তেঃ । বাহ্যস্ত চ কণ্ঠচিৎ
ক্লেভয়িতুঃ অভাবাৎ গুণবৈষম্যনিমিত্তঃ মহদাত্ম্যংপাদো ন স্ত্যৎ ৮

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—অজিতের অনুপপত্তিবশতঃও প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সাংখ্যমতে গুণত্রয়ের
সাম্যাবস্থা প্রধান, তাহা নির্বিকার নিত্য, অথবা পরিণামি নিত্য? প্রথমকল্পে পরস্পর নিরপেক্ষ গুণ সকলের
সাম্যাবস্থা তাগ না হওয়ায় অজ্ঞানভাব অর্থাৎ কেহ প্রধান কেহ অপ্রধান এইরূপ হইতে না পারায় সৃষ্টি হইতে
পারে না। দ্বিতীয় কল্পে যাহা চিরকাল সমান অবস্থায় ছিল, তাহা বিনা কারণে সমান অবস্থা তাগ করিবে
কেন? তাহার ত কোন কারণ দেখা যায় না।

ভাষ্যার্থ—এজ্ঞাতও প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর গুণ-
প্রধানভাব অর্থাৎ কেহ প্রধান ও কেহ গুণ অর্থাৎ অপ্রধান এইরূপ অবস্থা পরিতাগ করিয়া সমান হইয়া
স্বরূপমাত্রে অর্থাৎ নিজের যাহা স্বরূপ কেবল সেইরূপ হইয়া যে বর্তমান থাকা তাহা প্রধান অবস্থা।
সেই অবস্থাতে অনপেক্ষস্বরূপ অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ তাহাদের নিজের (কূটস্থ নিত্যতার) বিনাশভয়ে
পরস্পরের প্রতি অজ্ঞানভাব অর্থাৎ গুণপ্রধানভাব হইতে পারে না। আর বাহ্যিক ক্লেভয়িতা অর্থাৎ
সাম্যাবস্থার বিঘটক কেহ না থাকায় গুণের বৈষম্যবশতঃ অর্থাৎ সমান অবস্থার নাশহেতুক মহাদাদি কার্যের
উৎপত্তি হইতে পারে না ৮

ভামতী ।

যদি প্রধানাবস্থা কূটস্থনিত্যা, ততঃ ন তস্তাঃ প্রচ্যুতিঃ, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । যথাহুঃ—
“নিত্যং তমাহু বিদ্বাংসো যঃ স্বভাবো ন নশ্চতি” ইতি ।

তদিদম্ উক্তম্—“স্বরূপপ্রণাশভয়াদি”তি । অথ পরিণামিনিত্যা । যথাহুঃ—

“যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেহপি যৎ তত্ত্বং ন বিহন্ততে তদপি নিত্যম্” । ইতি

তত্রাহ—“বাহ্যস্ত চে”তি । যৎ সাম্যাবস্থয়া সূচিরং পর্যাগমং, কথং তদেব অসতি
বিলক্ষণপ্রত্যয়োপনিপাতে বৈষম্যম্ উপৈতি? অনপেক্ষস্ত স্বতো বাপি বৈষম্যে ন কদাচিৎ
সাম্যং ভবেৎ ইত্যর্থঃ ৮

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

প্রধানাবস্থানাশেহপি অবস্থাবতাঃ গুণানাম্ অনাশাৎ স্বরূপপ্রণাশভয়াদিতি ভাষ্যযোগমাশঙ্ক্য বিকল্পমুদেহ “বাহ্যস্তে”—“যদি
প্রধানাবস্থে”তি । ভাষ্যে “অনপেক্ষস্বরূপাণামি”তি । ইতরেতরম্ অনপেক্ষমাণানাং গুণপ্রধানত্বহীনানামিত্যর্থঃ । নমু প্রাচীনবৈষম্য-
পরিণামসংস্কার এব পুনঃ বৈষম্যহেতুঃ অস্ত কিং বাহ্যক্লেভয়িতা? তত্রাহ “যৎ সাম্যাবস্থয়ে”তি । প্রলয়সময়ে যৎ সাম্যাকারেণ
সূচিরং পরিণতং তৎ সংস্কারপ্রাচুর্যাৎ পুনরপি সাম্যাকারেণ পরিণমতে, তৎ দ্বয়োঃ সংস্কারয়োঃ সমত্বেহপি প্রাচীনবৈষম্যসংস্কারস্ত অভিনব-
সাম্যসংস্কারেণ ব্যবধানাৎ সাম্যপরিণাম এব যুক্তঃ-ইত্যর্থঃ । বিলক্ষণম্ অসৌ কার্য্য জনয়িতুং প্রত্যয়তে আগচ্ছতি ইতি তথোক্তঃ ৮।৯

ভামতীর অনুবাদ ।

যদি প্রধানাবস্থা কূটস্থনিত্যা অর্থাৎ নির্বিকার নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে তাহার প্রচ্যুতি
হয় না; কারণ, তাহা হইলে প্রধান অনিত্য হইয়া যাইবে । যেমন পণ্ডিতগণ বলেন—

“নিত্যং তমাহু বিদ্বাংসো যঃ স্বভাবো ন নশ্চতি” ।

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে নিত্যবস্ত্ত বলেন—যে স্বভাবটি বিনষ্ট হয় না । সেইজন্ত স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ এই
গ্রন্থ বলিয়াছেন । আর যদি প্রধানাবস্থাকে পরিণামিনিত্য বল, যেমন পণ্ডিতগণ বলেন—

“যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেহপি যৎ তত্ত্বং ন বিহন্ততে তদপি নিত্যম্” ।

অর্থাৎ যাহা বিকৃত হইলেও যে তত্ত্ব নষ্ট হয় না তাহাও নিত্য । এ বিষয়ে বাহ্যস্ত চ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন ।
যাহা চিরকাল ধরিয়া সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ সমানভাবে পরিণত হইল, তাহা বিলক্ষণপ্রত্যয়োপনিপাত না
হইলে অর্থাৎ বিশেষকারণের উপস্থিতি না থাকিলে কি করিয়া বৈষম্য অর্থাৎ গুণপ্রধানভাব প্রাপ্ত হয়? আর
অনপেক্ষের অর্থাৎ অপরের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃ বৈষম্যের অর্থাৎ নিজেই নিজের বৈষম্য হেতু হইলে
তাহার সাম্যাবস্থা কখনও হইবে না, ইহা তাৎপর্য্য ৮

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিরোগাৎ ।৯*

শাক্তরভ্যাসম্ ।

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিরোগাৎ ।

অথাপি স্যাৎ অন্যথা বয়ম্ অনুমিমীমহে যথা ন অয়ম্ অনন্তরৌ দোষঃ প্রসজ্যেতে । ন হি অনপেক্ষস্বভাবাঃ কূটস্থান্চ অস্মাভিঃ গুণা অভ্যুপগম্যন্তে প্রমাণাভাবাৎ । কার্য্যবশেন তু গুণানাং স্বভাবঃ অভ্যুপগম্যতে । যথা যথা কার্য্যোৎপাদ উপপত্ততে তথা তথা এষাং স্বভাবঃ অভ্যুপগম্যতে । চলং গুণবৃত্তম্ ইতি চ অস্তি অভ্যুপগমঃ । তস্মাৎ সাম্যাবস্থায়াম্ অপি বৈষম্যোপগমযোগ্যা এব গুণা অবতিষ্ঠন্তে ইতি । এবম্ অপি প্রধানশ্চ জ্ঞশক্তি-বিরোগাৎ রচনানুপপত্ত্যাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা দোষাঃ তদবস্থা এব । জ্ঞশক্তিম্ অপি তু অনু-মিমানঃ প্রতিবাদিত্বাৎ নিবর্ত্তেত ; চেতনম্ একম্ অনেকপ্রপঞ্চশ্চ জগতঃ উপাদানম্ ইতি ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গাৎ । বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াম্ নিমিত্তাভাবাৎ নৈব বৈষম্যং ভজেরন্ । ভজমানা বা নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সর্ব্বদৈব বৈষম্যং ভজেরন্ ইতি প্রসজ্যেতে এব অয়ম্ অনন্তরৌ দোষঃ ।৯

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—আব অন্যথা অনুমিতিতে জ্ঞানশক্তির বিরোগ হয় অর্থাৎ গুণসকলকে পরস্পরনিরপেক্ষস্বভাব না বলিয়া যাহাতে তাহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব হইতে পারে, তাহার জ্ঞ যদি তাহাদিগকে অতঃপ্রকারে অর্থাৎ তাহারা পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলেও প্রধানের জ্ঞান শক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত রচনানুপপত্তি প্রভৃতি দোষ থাকিয়া যায় ।

ভাষ্যার্থ—অথাপি স্যাৎ অর্থাৎ গুণসকলের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব সম্ভব না হইলেও আমরা অতঃপ্রকারে অনুমান করি, যে প্রকার অনুমান করিলে অনন্তর দোষের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা হইবে না । গুণসকল অনপেক্ষস্বভাব অর্থাৎ পরস্পরনিরপেক্ষ অথবা কূটস্থ অর্থাৎ নিক্সিকার—ইহা আমরা স্বীকার করি না ; কারণ, তাহার কোন প্রমাণ নাই । কার্য্যবশতঃ গুণের স্বভাব স্বীকার করা হয় । যেমন যেমন কার্য্যোৎপত্তি হয়, তেমন তেমন গুণসকলের স্বভাব স্বীকার করা হয় । গুণের স্বভাব চঞ্চল—ইহা আমাদের স্বীকার করা আছে । অতএব সাম্য অবস্থাতেও গুণসকল বৈষম্যোপগমযোগ্য অর্থাৎ বিষম হইবার যোগ্য হইয়াই অবস্থান করে । * এইরূপ হইলেও অর্থাৎ সাংখ্য যদি এইরূপ বলেন, তাহা হইলেও প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় রচনানুপপত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল তদবস্থাই থাকে অর্থাৎ থাকিয়াই যায় । আর প্রধানের জ্ঞানশক্তি অনুমান করিলেও সাংখ্য প্রতিবাদীপক্ষ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, অর্থাৎ তাহার আর প্রতিবাদী-পক্ষে থাকা চলিবে না ; কারণ, তাহা হইলে, একমাত্র চেতনই বহুপ্রপঞ্চযুক্ত জগতের কারণ—এই ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ বেদান্তমত হইয়া পড়ে । আর গুণসকল বৈষম্যোপগমযোগ্য হইলেও অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাবপ্রাপ্তির যোগ্য হইলেও সাম্য অবস্থাতে কোন নিমিত্ত না থাকায় বৈষম্যকে ভজনা করে না অর্থাৎ বিষম হয় না । আর যদি ভজনা করে অর্থাৎ বিষম হয়, তাহা হইলে নিমিত্তাভাবের বিশেষবশতঃ অর্থাৎ সেখানে যেমন নিমিত্ত না থাকিলেও কার্য্য হইয়াছে এখানেও সেইরূপ নিমিত্ত না থাকিলে কার্য্য হইবে, অতএব সর্ব্বদাই বৈষম্য ভজনা করিবে অর্থাৎ বিষম হইবে, অতএব অনন্তর দোষ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা হইবেই ।৯

ভাস্তী ।

“এবমপি প্রধানশ্চ”তি । অঙ্গিহানুপপত্তিলক্ষণো দোষঃ তাবৎ ন ভবন্তিঃ শকাঃ পরিহর্ত্তুন্ম ইতি বক্ষ্যামঃ, অভ্যুপগম্যাপি অশ্চ অদোষত্বম্ উচ্যতে ইত্যর্থঃ । সম্প্রতি অঙ্গিহানুপপত্তিম্ উপপাদয়তি “বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি” ইতি ।৯

ভাস্তীর অনুবাদ ।

এবমপি প্রধানশ্চ ইহার তাৎপর্য্য—অঙ্গিহানুপপত্তিরূপদোষ আপনার পরিহার করিতে পারেন না, ইহা পরে বলিব, আপাততঃ ইহার অর্থাৎ অঙ্গিহানুপপত্তিরূপ দোষের অদোষত্ব অর্থাৎ ইহা দোষ হইতে

* ইহাতেও প্রথমস্তম্ভদ না থাকায় ইহাও অধিকরণান্তর্গত সূত্র হইল ।

(বুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ । ১০ *

ভাস্তীর অনুবাদ ।

পারে না, ইহা স্বীকার করিয়াও দোষ বলিতেছি। বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা এক্ষণে অদ্বিতানুপপত্তি দেখাইতেছেন ।২

শাক্তভাষ্যম্ ।

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ । ১০

পরস্পরবিরুদ্ধাচ্চায়াং সাংখ্যানাম্ অভ্যুপগমঃ । কচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি অনুক্রামন্তি, কচিৎ একাদশ । তথা কচিৎ মহতঃ তন্মাত্রসর্গম্ উপদিশন্তি, কচিৎ অহঙ্কারাৎ । তথা কচিৎ ত্রীণি অস্তঃকরণাণি বর্ণয়ন্তি, কচিৎ একমিতি । প্রসিদ্ধ এব তু ঋত্যা ঈশ্বরকারণবাদিহ্মা বিরোধঃ তদনুবর্তিত্যা চ স্মৃত্যা । তস্মাদপি অসমঞ্জসং সাংখ্যানাং দর্শনমিতি ।

অত্রাহ—নমু ঔপনিষদানাম্ অপি অসমঞ্জসমেব দর্শনম্ ; তপ্যতাপকয়োঃ জাত্যন্তর-ভাবানভ্যুপগমাৎ । একং হি ব্রহ্ম সর্বাস্বকং সর্বন্ত প্রপঞ্চন্ত কারণম্ অভ্যুপগচ্ছতাম্ একৈশ্চৈব আত্মনো বিশেষৌ তপ্যতাপকৌ ন জাত্যন্তরভূতৌ ইতি অভ্যুপগমন্তব্যং শ্রুতং । যদি চ এতৌ তপ্যতাপকৌ একন্ত আত্মনঃ বিশেষৌ শ্রুতাতঃ, স তাভ্যাং তপ্যতাপকাত্মাং ন নির্মুচ্যতে ইতি তাপোপশাস্তয়ে সম্যগদর্শনম্ উপদিশৎ শাস্ত্রম্ অনর্থকং শ্রুতং । ন হি ঔষ্যপ্রকাশধর্ম্মকন্ত প্রদীপন্ত তদবস্থৈশ্চ তাভ্যাং নির্মোক্ষ উপপত্ততে । যোহপি জল-তরঙ্গবীচিফেনাদ্যুপন্যাসঃ, তত্রাপি জলাত্মন একন্ত বীচ্যাদয়ো বিশেষা আবির্ভাব-তিরোভাবরূপেণ নিত্যা এব ইতি সমানো জলাত্মনো বীচ্যাदिभिঃ অনির্মোক্ষঃ ।

প্রসিদ্ধাচ্চায়াং তপ্যতাপকয়োর্জাত্যন্তরভাবো লোকে । তথাহি—অর্থী চ অর্থশ্চ অন্তোন্তভিন্নৌ লক্ষ্যেতে । যদি অর্থিনঃ স্বতঃ অন্তঃ অর্থঃ ন শ্রুতং, যন্ত অর্থিনঃ যদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং স তন্ত অর্থৌ নিত্যসিদ্ধ এব ইতি ন তন্ত তদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং শ্রুতং । যথা প্রকাশাত্মনঃ প্রদীপস্য প্রকাশাত্ম্যঃ অর্থৌ নিত্যসিদ্ধ এব ইতি, ন তস্য তদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং ভবতি । অপ্রাপ্তে হি অর্থে অর্থিনঃ অর্থিত্বং শ্রুদিতি । তথা অর্থন্তাপি অর্থিত্বং ন শ্রুতং । যদি শ্রুতং স্বার্থত্বমেব শ্রুতং । ন চ এতদস্মি । সম্বন্ধিশকৌ হি এতৌ অর্থী চ অর্থশ্চেতি । দ্বয়োশ্চ সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধঃ শ্রুতং ন একৈশ্চৈব । তস্মাদ্ ভিন্নৌ এতৌ অর্থার্থিনৌ ।

তথা অনর্থানর্থিনৌ অপি । অর্থিনঃ অনুকূলঃ অর্থঃ প্রতিকূলঃ অনর্থঃ, তাভ্যাং একঃ পর্য্যায়েন উভাত্ম্যং সম্বদ্যতে । তত্র অর্থন্ত অল্লীয়ত্বাৎ ভূয়ত্বাচ্চ অনর্থন্ত উভাবপি অর্থানর্থৌ অনর্থ এব ইতি তাপকঃ স উচ্যতে । তপ্যন্ত পুরুষো য একঃ পর্য্যায়েন উভাত্ম্যং সম্বদ্যতে ইতি তয়োঃ তপ্যতাপকয়োঃ একাত্মতয়াং মোক্ষানুপপত্তিঃ । জাত্যন্তরভাবে তু তৎসংযোগহেতুপরিহারাতঃ শ্রুতং অপি কদাচিৎ মোক্ষোপপত্তিরিতি ।

ভাট্টানুবাদ ।

সূত্রার্থ—আরও বিপ্রতিষেধবশতঃ অসমঞ্জস হয় অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় অসঙ্গত ।

ভাষ্যার্থ—সাংখ্যচার্য্যগণ বাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ । যথা—কোন গ্রন্থে আছে সাতটি ইন্দ্রিয় অনুক্রমণ করে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন করে, কোন গ্রন্থে আছে—একাদশ ইন্দ্রিয় অনুক্রমণ করে । কোন গ্রন্থে—মহৎ হইতে তন্মাত্রের সৃষ্টি উপদেশ করেন, কোথাও অহঙ্কার হইতে । কোন গ্রন্থে অস্তঃকরণ তিনটি বলেন, কোথাও একটি । ঈশ্বরকারণবাদিনী অর্থাৎ যে

* এই শব্দে প্রথমোক্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণবাক্যকৃত হওয়া উচিত ; কিন্তু “চ”কার থাকায় পূর্বের সম্বন্ধ হ্রস্ব হইতেছে । এজন্য বিশেষ নিয়মদ্বারা সামান্য নিয়মের ব্যতিক্রম হইল ।

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ । ১০]

ভাষানুবাদ ।

শ্রুতি ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিয়াছেন, সেই শ্রুতির সহিত এবং তদন্তবাহিনী অর্থাৎ সেই শ্রুতি অনুসারে লিখিত শ্রুতির সহিতও সাংখ্যশাস্ত্রের বিরোধ ত প্রসিদ্ধই আছে। সেইজন্যও সাংখ্যাত্মাচাৰ্যগণের দর্শন অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত ।

এস্থলে সাংখ্য বলিতেছেন—আচ্চা, ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তবাদী আচার্য্যগণের দর্শনও অসঙ্গতই ; কারণ, তপ্য অর্থাৎ যে দুঃখভোগ করে অর্থাৎ জীব, তাপক অর্থাৎ যে দুঃখ দেয় অর্থাৎ সংসার, এই উভয়ের জাত্যন্তরভাব অর্থাৎ ভেদ স্বীকার করা হয় না। সর্বাত্মক অর্থাৎ সকল বস্তুর স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত প্রপঞ্চের কারণ, ইহা যাহারা স্বীকার করেন, তাহাদের মতে এক আত্মারই বিশেষ অর্থাৎ ভেদ তপ্য ও তাপক, পদার্থান্তর নহে—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি এই তপ্য ও তাপক এক আত্মার বিশেষ অর্থাৎ স্বভাব বা ধর্ম হয়, তাহা হইলে আত্মা সেই তপ্য ও তাপক হইতে মুক্ত হয় না। অতএব তাপনিবারণের জন্ত যে শাস্ত্র সম্যকদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিতেছেন, সে শাস্ত্র অনর্থক হইবে। কারণ, উষ্ণতা ও প্রকাশ যাহার ধর্ম অর্থাৎ স্বভাব, সেই প্রদীপ সেই অবস্থায়ুক্ত হইয়াই উষ্ণতা ও প্রকাশ হইতে মুক্ত হয় না। আর জলের তরঙ্গ বীচী অর্থাৎ ক্ষুদ্রতরঙ্গ ও ফেণাদির যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়, অর্থাৎ তরঙ্গাদি জলের ধর্ম, ও তস্তিন্ন জল তাহাদের ধর্মী, অতএব তাহা তরঙ্গাদি শূন্য হইতে পারে, সেখানেও জলস্বরূপ এক বস্তুর তরঙ্গাদি বিশেষ অর্থাৎ ধর্মসকল আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপে নিতাই, অতএব জলের বীচীপ্রভৃতি কর্তৃক মুক্ত না হওয়া সমান হয়, অর্থাৎ জলে ফেনা ও তরঙ্গাদির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তাহারা কখনও জলকে ছাড়িয়া থাকে না, সেইরূপ তপ্য ও তাপকের আত্মাতে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় বলিয়া তাহারা নিত্য, এজন্ত আত্মার এই উভয়কর্তৃক মুক্ত না হওয়ায় মোক্ষশাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়।

তপ্য ও তাপক যে জাত্যন্তর অর্থাৎ ভিন্নপদার্থ ইহা লোকে প্রসিদ্ধ আছে। যথা অর্থী অর্থাৎ প্রার্থনাকারী ও অর্থ অর্থাৎ প্রাপ্তি বস্তু (অর্থ উপার্জন ও রক্ষণাবেক্ষণাদি করিতে কষ্ট হয় বলিয়া তাহা তাপক এবং অর্থী—তপ্য) অতোক্তাভিন্ন অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন দেখা যায়। যদি অর্থিব্যক্তির স্বরূপ হইতে অর্থ ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে যে অর্থীর যদ্বিষয়ক অর্থিত্ব অর্থাৎ যে বস্তুর প্রার্থনা থাকে, তাহার সেই অর্থ অর্থাৎ প্রাপ্তিবস্তু নিত্যসিদ্ধই আছে, অর্থাৎ সর্বদাই প্রাপ্ত আছে, অতএব তাহার তদ্বিষয়ক অর্থিত্ব থাকিত না অর্থাৎ সে বস্তুর আর প্রার্থনা হইত না। যেমন প্রকাশস্বভাব প্রদীপের প্রকাশ নামক অর্থ নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ সর্বদা প্রাপ্তই আছে, অতএব তাহার তদ্বিষয়ক অর্থিত্ব অর্থাৎ প্রার্থনা হয় না। কারণ, অপ্রাপ্ত বস্তুতে অর্থীর অর্থিত্ব অর্থাৎ প্রার্থনা হয়। সেইরূপ অর্থও অর্থাৎ প্রার্থনীয় বস্তুও অর্থ হইত না। যদি হইত, তাহা হইলে স্বার্থ ই হইত অর্থাৎ নিজের জন্তই হইত। ইহা ত হয় না। অর্থী ও অর্থ এই দুইটি সম্বন্ধিশব্দ, অর্থাৎ সম্বন্ধবাচক শব্দ—(যে শব্দ অপর শব্দকে অপেক্ষা করে তাহাকে সম্বন্ধিশব্দ বলে, যেমন অর্থশব্দ অর্থীশব্দকে অপেক্ষা করে, অর্থশব্দের অর্থ কাম্যবস্তু তাহা অর্থী অর্থাৎ কাম্যনাকর্তাকে অপেক্ষা করে ; কারণ, কাম্যনার কর্তা না থাকিলে সে কাম্যবস্তু হইতে পারে না)। দুইটি সম্বন্ধী বস্তুর সম্বন্ধ হয়, কেবল একটির হয় না। অতএব অর্থ ও অর্থী ভিন্নবস্তু।

সেইরূপ অনর্থ ও অনর্থী—এই দুইটিও ভিন্ন বস্তু। অর্থ অর্থীর অহুকুল, এবং অনর্থ প্রতিকূল, তাহাদের দ্বারা এক অর্থাৎ অর্থী পর্যায়ক্রমে এই দুইটি কর্তৃক সম্বন্ধ হয়। তাহার মধ্যে অর্থ খুব অল্প হয় বলিয়া ও অনর্থ খুব বেশী হয় বলিয়া, অর্থ ও অনর্থ উভয়েই অনর্থই, অতএব তাহাকে অর্থাৎ অর্থকে তাপক অর্থাৎ দুঃখদায়ক বলা হয়। আর পুরুষকে তপ্য বলা হয়—যিনি একাকী ক্রমশঃ উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন, অতএব সেই তপ্য ও তাপকের একাত্ম্যতাতে অর্থাৎ তাহারা এক হইলে মোক্ষ সম্ভব হয় না। কিন্তু জাত্যন্তর অর্থাৎ ভিন্ন বস্তু হইলে তৎসংযোগহেতুর পরিহারে অর্থাৎ তাপকের সহিত তপ্যের সম্বন্ধের কারণ যে বুদ্ধিরূপ সত্ত্বের সহিত পুরুষের অবিবেক অর্থাৎ ভেদবুদ্ধির অভাব, তাহার পরিত্যাগবশতঃ কখন মোক্ষ সম্ভবও হইতে পারে, অর্থাৎ পুরুষ নিত্য মুক্ত হইলেও অবিবেকবশতঃ বদ্ধ বলিয়া যে ভ্রম হইতেছিল তাহার উচ্ছেদ হওয়ায় তখন মুক্ত বলিয়া মনে হয়।

ভাষ্যতী ।

“কচিং সপ্তেন্দ্রিয়ানি” ইতি। অণ্ডমাত্রমেব হি বুদ্ধীন্দ্রিয়ম্ অনেকরূপাদিগ্রহণসমর্থম্ একম্, কশ্চেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ, সপ্তমং চ মনঃ ইতি সপ্তেন্দ্রিয়ানি। “কচিং ত্রীণি অন্তঃকরণানি”। বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ মন ইতি। “কচিং একং” বুদ্ধিঃ ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্। অত্রাহ

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[বিপ্রতিবেদাচ্চাসমঞ্জসম্ ১০]

ভাস্তী ।

সাংখ্যে—“নমু ঔপনিষদানামপি” ইতি । তপ্যাতাপকভাবঃ তাবৎ একস্মিন্ ন উপপত্ততে । ন হি তপিঃ অস্তিঃ ইব কত্বস্বভাবকঃ, কিন্তু পচিঃ ইব কৰ্মস্বভাবকঃ । পরসমবেতক্রিয়াফলশালি চ কৰ্ম । তথাচ তপ্যেন কৰ্মণ্য তাপকসমবেতক্রিয়াফলশালিনা তাপকাৎ অস্ত্রেন ভবিতব্যম্, অনন্ত্বে চৈত্রস্ত ইব গন্তুঃ স্বসমবেতগমনক্রিয়াফলনগরপ্রাপ্তিশালিনোহপি অকস্মাদ্ভ্রমসঙ্গাৎ । অন্ত্বে তু তপ্যন্ত তাপকাৎ চৈত্রসমবেতগমনক্রিয়াফলভাজঃ গম্যন্ত ইব নগরন্ত তপ্যন্তোপপত্তিঃ । তস্মাৎ অভেদে তপ্যাতাপকভাবঃ ন উপপত্ততে ইতি ।

দূষণান্তরম্ আহ—“যদি চে”তি । ন হি স্বভাবাদ্ ভাবঃ বিযোজয়িতুং শক্য ইতি ভাবঃ । জলধেচ্চ বীচিতিরঙ্গফেনাদয়ঃ স্বভাবাঃ সন্তুঃ আবির্ভাবতিরোভাবধৰ্ম্মাণঃ, ন তু তৈঃ জলধিঃ কদাচিৎ অপি মুচ্যতে । ন কেবলং কৰ্ম্মভাবাৎ তপ্যন্ত তাপকাৎ অন্ত্বে, অপি তু অন্ত্বে-ব-সিদ্ধমেব ইত্যাহ—“প্রসিদ্ধশ্চ অয়মি”তি । তথাহি—অর্থোহপি উপার্জনরক্ষণক্ষয়গাবুদ্ধিহিংসা-দোষদর্শনাৎ—অনর্থঃ সন্ অখিনং হ্রনোতি । তৎ অর্থী তপ্যঃ, তাপকশ্চ অর্থঃ, তৌ চ ইমৌ লোকে প্রতীতভেদৌ । অভেদে চ দূষণানি উক্তানি । তৎ কথম্ একস্মিন্ অদ্বয়ে ভবিতুম্ অর্হত ইত্যর্থঃ । তদেবম্ ঔপনিষদং মতম্ অসমঞ্জসম্ উক্তম্ । সাংখ্যে স্বপক্ষে তপ্যাতাপকয়োঃ ভেদে মোক্ষম্ উপপাদয়তি—“জাত্যন্তরভাবে তু” ইতি । দৃগ্দর্শনশক্ত্যাঃ কিল সংযোগঃ তাপনিদানং, তন্ত হেতুঃ অবিবেকদর্শনসংস্কারঃ অবিজ্ঞা, সা চ বিবেকখ্যাতিয়া বিজ্ঞয়া বিরোধিত্বাৎ বিনিবর্ত্যতে, তন্নিবৃত্তৌ তদ্বৈতুকঃ সংযোগঃ নিবর্ত্ততে, তন্নিবৃত্তৌ চ তৎকার্য্যঃ তাপঃ নিবর্ত্ততে । তৎ উক্তম্ পঞ্চশিখাচার্য্যেণ—

“তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্মাৎ অয়ম্ আত্যন্তিকঃ দুঃখপ্রতীকারঃ” ইতি ।

অত্র চ ন সাক্ষাৎ পুরুষস্ত অপরিণামিণঃ বন্ধমোক্ষৌ, কিন্তু বুদ্ধিসত্ত্বস্ত এব চিতিচ্ছায়াপত্ত্যা লক্ষ্যচৈতন্ত্যস্ত । তথাহি—ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণম্ অবিভাগাপন্নম্ অস্ত ভোগঃ ভোক্তৃস্বরূপাব-ধারণম্ অপবর্গঃ, তেন হি বুদ্ধিসত্ত্বম্ এব হি অপবৃজ্যতে, তথাপি যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা যোধেষু বর্ত্তমানঃ প্রাধান্ত্যৎ স্বামিনি অপদিশ্যতে, এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধিসত্ত্বে বর্ত্তমানৌ কথঞ্চিৎ পুরুষে অপদিশ্যতে, স হি অবিভাগাপত্ত্যা তৎফলস্ত ভোক্তা ইতি । তৎ এতৎ অভিসন্ধায় আহ—“স্মাৎ অপি কদাচিৎ মোক্ষোপপত্তিরি”তি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

একাদশেল্লিয়ারাণাং কথং সপ্ততম্ ইতি আশঙ্ক্য বুদ্ধীল্লিয়ারি ত্রিগিল্লিয়ে অন্তর্ভাবয়তি—“তুঙমাত্রমেব”তি । অনেকরূপাদিগ্রহণ-সমর্থং যৎ তুঙমাত্রং তদেব বুদ্ধীল্লিয়ারং তচ্চ একম্ ইত্যর্থঃ । নমু তপ্য এব মাতুং যথা অস্তি ইত্যত্র, তথাচ কথম্ অদ্বৈতব্যাঘাতকঃ তপ্যাতাপকভাবঃ, তত্রাহ “ন হি তপিরি”তি । কর্ত্ত্বঃ ভাবঃ ফলং যন্ত স তথোক্তঃ । “পরসমবেতে”তি । কর্ত্ত্বব্যাপকোক্তিঃ ইয়ম্ । তদ্ব্যবাহৃত্য তদ্ব্যবহার্য্যে ন লক্ষণোক্তিঃ । তথা সতি বৃক্ষাৎ পত্তিতে পর্ণে পর্ণসমবেতপতনক্রিয়াফলবিভাগভাজঃ বৃক্ষস্ত অপাদানস্তাপি কর্ত্ত্বভ্রমসঙ্গাৎ । নমু “আত্মানং জানাতি” “পচাতে ফলং স্বয়মেব” ইত্যত্র একস্তাপি কর্ত্ত্বকর্ত্ত্বভাবাৎ কথম্ অস্ত কর্ত্ত্বব্যাপকত্বম্ ? উচ্যতে সোপাধ্যায়নি উপাধিভেদাৎ এব ভেদাৎ নিরূপাধৌ যৎ বৃত্তিঃ প্রতি কর্ত্ত্বৎ তস্তা এব উপাধিহন্ত বন্ধিত্বাৎ, পচাতে ফলং স্বয়মেব ইত্যত্র কর্ত্ত্বভ্রমপচারং । পারিগির্হি কর্ত্ত্ববৎ ইত্যাহ । তস্মাৎ যৎ কর্ত্ত্ব তৎ পরসমবেতক্রিয়াফলভাগী ইত্যর্থঃ । ন তু যৎ উক্তবিধং তৎ কর্ত্ত্ব ইতি । নমু ক্রিয়াফললাভমাত্রব্যাপ্তঃ কর্ত্ত্বৎ, যথা পরবিশেষণং, তথাচ তপ্তপ্তবে তপ্যত্বম্ অস্ত, তত্রাহ—“অনন্ত্বে” ইতি । তপ্যন্ত তাপকাৎ অনন্ত্বে সতি অকৰ্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ । নিদর্শনং—“চৈত্রস্তবে”তি । স্বসমবেতা গমনক্রিয়া তস্তাঃ ফলং নগরপ্রাপ্তিঃ তচ্ছালিনোহপি চৈত্রস্ত পরত্বাভাবাৎ অকৰ্ম্মত্ববৎ তপ্যন্তাপি অভেদাভ্যুপগতো অকৰ্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ । নমু যথা জলধিঃ স্বভাবভূতঃ অপি বীচাদিভিঃ মুচ্যতে তথা তপ্যাতাপকভ্যাম্ আত্মা, তত্রাহ—“জলধেচ্চ” ইতি । অর্থস্তাপি স্বর্গাদেঃ তাপকত্বং ভাত্যন্তম্ উপপাদয়তি—“অর্থোহপি” ইতি । ‘হ্রনোতি’—পরিভাষয়তি । ‘দৃশ্যশক্তিঃ’ পুরুষঃ । দর্শয়তি স্ববিকারান্ পুংস ইতি দর্শনশক্তিঃ প্রধানঃ, তন্ত চ বুদ্ধিরূপেণ পরিণতস্ত চিচ্ছান্নাপত্তিঃ ‘সংযোগঃ’ । অবিবিজ্ঞয়োঃ প্রধানপুরুষয়োঃ দর্শনম্ ‘অবিবেকদর্শনম্’ । ভাত্রে স্তাদপি ইতাপিনা ন সাক্ষাৎ পুংস মোক্ষঃ ইতি অস্মি, তত্রাহ—“অত্র চে”তি । বন্ধমোক্ষস্বরূপালোচনেন তয়োঃ সাক্ষাৎ বুদ্ধিধর্ম্মসমাহ ‘তথাহি’ ইতি । অবিভাগঃ বুদ্ধিসত্ত্বস্ত পুরুষাৎ অবিবেকঃ তেন বৃদ্ধে জড়ায় অপি আগন্নং গুণস্বরূপাবধারণম্ । অমূলপ্রতিকূলশব্দাদিজন্যত্ব বিবিজ্ঞপুরুষজ্ঞানস্ত চ বুদ্ধি-পরিগামিত্বাৎ বৃদ্ধেরেব বন্ধমোক্ষৌ ইত্যর্থঃ । মোক্ষনিরূপণায় চ বন্ধনিরূপণম্ । অতএব অপবৃজ্যতে ইত্যেবাহ । ইদানীং স্বামিনি পুরুষে বুদ্ধ্যন্তাপচারঃ সদৃষ্টান্তম্ আহ—“তথাপি”তি । অবিভাগস্ত অবিবেকস্ত আগন্তিঃ প্রাপ্তিঃ তত্র ইত্যর্থঃ ।

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ । ১০]

ভামতীর অনুবাদ ।

[সাংখ্যমত পরস্পর বিরুদ্ধ ; কারণ, তন্মতে কখন সাত ইন্দ্রিয় কখন এক বা তিনটি অন্তঃকরণ এইরূপ নানাকথা বলা হয়। ইহাই প্রদর্শনার্থ ভাগতীকার ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেছেন—] **কচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি**—ইহার অর্থ—কোথাও বলা হয়—রূপাদি অনেকবস্তু গ্রহণ করিতে পারে এইরূপ একমাত্র ত্বক্ ইন্দ্রিয়ই বুদ্ধীন্দ্রিয়, কন্মেন্দ্রিয় পাঁচটি ও সপ্তম মন—এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সাতটি। **কচিৎ ত্রীণি অন্তঃকরণানি**, কোথাও বলা হয়, অন্তঃকরণ তিনটি, যথা—বুদ্ধি, অহংকার ও মন। **কচিদেকং** অর্থাৎ কোথাও বলা হয় অন্তঃকরণ একটিমাত্র, ইহা কেবল বুদ্ধি। অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্বোধ্য নহে। এস্থলে **নমু উপনিষদানামপি** এই গ্রন্থদ্বারা সাংখ্য বলিতেছেন। তপ্যতাপকভাব এক ব্যক্তিতে হইতে পারে না। কারণ, তপ্ ধাতু অস্ ধাতুর মত কর্তার থাকিয়া ভাবক অর্থাৎ অর্থবোধক হয় না, কিন্তু পচ্ ধাতুর মত কন্মে থাকিয়া অর্থবোধক হয়। আর পরসমবেতক্রিয়াফলশালিই কন্ম, পরসমবেত অর্থাৎ কন্মভিন্ন কর্তাতে বিদ্যমান যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াজ্ঞ ফলবিশিষ্টকে কন্ম বলে।* তাহা হইলে তাপকসমবেত যে ক্রিয়া, তজ্জ্ঞ ফলবিশিষ্ট তপ্যরূপ যে কন্ম, তাহা তাপক অপেক্ষা ভিন্ন হওয়া উচিত ; কারণ, তাপক হইতে তপ্য যদি অন্য অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তাহা হইলে “স্বসমবেতগমনক্রিয়াফলনগরপ্রাপ্তিশালী৩” অর্থাৎ স্ব অর্থাৎ চৈত্রসমবেত যে গমনক্রিয়া তজ্জ্ঞ নগর-প্রাপ্তিরূপ যে ফল সেইফলবিশিষ্ট হইলেও গমন কর্তা চৈত্রের যেমন কন্ম হয় না, সেইরূপ তপ্যেরও অকন্ম প্রসঙ্গ হইত, অর্থাৎ তপ্যও কন্ম হইত না। কিন্তু তপ্যেরও তাপক হইতে অন্য হইলে অর্থাৎ তপ্য যদি তাপক হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে চৈত্রসমবেত গমনক্রিয়াজ্ঞ ফলভাগী গম্য অর্থাৎ গন্তব্য নগরের মত (তপ্যের) তপ্য অর্থাৎ তাপকের কন্ম হওয়া সম্ভব হয়। অতএব অভেদ হইলে তপ্য-তাপকভাব হয় না।

যদি চ এই গ্রন্থদ্বারা অন্য দোষ বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে—স্বভাব হইতে ভাব অর্থাৎ বস্তুকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। (যে ধর্ম ধর্মী হইতে পৃথক্ হয় না, সেই ধর্মকে স্বভাব বলে।) যেমন বীচি, তরঙ্গ ও ফেলাদি, জলধির স্বভাব হইয়া আনির্ভাব ও তিরোভাবরূপ ধর্মবিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের কতক জলধি কখনও মুক্ত হয় না। কেবল কন্ম বলিয়াই যে তপ্য তাপক হইতে ভিন্ন তাহা নহে, কিন্তু তাহা অল্পভবসিদ্ধি, **প্রসিদ্ধশ্চায়াং** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। যেমন দেখুন—উপার্জন রক্ষা ক্ষয় রাগ অর্থাৎ আসক্তি, বুদ্ধি ও হিংসারূপ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অর্থও অনর্থ অর্থাৎ অনিষ্টকর হইয়া অর্থীকে কষ্ট দেয়। অতএব অর্থী তপ্য ও অর্থ তাপক হয়, এবং সেই দুই বস্তু জগতে প্রতীতিভেদ অর্থাৎ ইহার। যে ভিন্ন বস্তু তাহা অল্পভবসিদ্ধি। এই দুইয়ের অভেদ হইলে যে সকল দোষ হয়, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মে কি করিয়া তপ্য ও তাপক এই দুইটি থাকিতে পারে—ইহাই অর্থ। সেইজ্ঞ উপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তমতকে এই প্রকারে অসঙ্গত বলিয়া সাংখ্য নিজের মতে তপ্য ও তাপকের ভেদ হইলে মোক্ষ সম্ভব হয়—ইহা **জাত্যন্তরভাবে তু** এই গ্রন্থদ্বারা দেখাইতেছেন। দৃক্শক্তি অর্থাৎ পুরুষ, ও দর্শনশক্তি অর্থাৎ প্রধান, এই উভয়ের সংযোগ অর্থাৎ চিচ্ছায়াপত্তিই তাপমিদান অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের মূলকারণ, তাহার কারণ—অবিবেকদর্শনসংস্কাররূপ অবিজ্ঞা, অর্থাৎ অভেদভাবাপন্ন প্রধান ও পুরুষের যে দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার তাহার সংস্কাররূপ অবিজ্ঞা, এবং তাহা বিবেকখ্যাতিরূপ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানরূপ বিজ্ঞাকর্তৃক নিবৃত্তি হয় ; কারণ, তাহা বিরোধী ; অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হইলে তদ্ব্যতিক্রম অর্থাৎ অবিজ্ঞাবশত উৎপন্ন হয় যে প্রধান ও পুরুষের সংযোগ, তাহা নিবৃত্ত হয় এবং সংযোগ নিবৃত্ত হইলে তাহার কাষ্য দুঃখ নিবৃত্ত হয়। তাহাই পঞ্চশিখাচার্য্যকর্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা—

তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ শ্রাৎ অয়ম্ আত্যন্তিকঃ দুঃখপ্রতীকারঃ ।

অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষের সংযোগের হেতু অবিজ্ঞাবর্জনবশতঃ আত্যন্তিক দুঃখ প্রতীকার হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে দুঃখ ধ্বংস হয়।

আর এমতে পরিণামশূন্য পুরুষের সাক্ষাৎ বন্ধ ও মোক্ষ হয় না, কিন্তু চিচ্ছায়াপত্তিবশতঃ অর্থাৎ প্রধানের সহিত পুরুষের অভেদভাবপ্রাপ্তিবশতঃ লব্ধচৈতন্য অর্থাৎ চেতনাপ্রাপ্ত যে বুদ্ধিসত্ত্ব তাহারই হয়। তাহাই দেখাইতেছি, যথা—অবিভাগাপন্ন অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষের অবিভাগবশতঃ প্রাপ্ত হইয়াছে যে ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণ অর্থাৎ ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত, এবং অনিষ্ট অর্থাৎ যাহা অভিলষিত নহে, এইরূপ গুণস্বরূপের যে অবধারণ, অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাই ইহার ভোগ, এবং ভোক্তৃস্বরূপাবধারণ অর্থাৎ ভোক্তার স্বরূপের

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ । ১০]

ভাস্তীর অনুবাদ।

অবধারণ ইহার অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। সেই হেতু, অর্থাৎ সেই অবধারণবশতঃ বুদ্ধিসত্ত্বই মুক্ত হয়। তাহা হইলেও অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বের বন্ধ ও মোক্ষ হইলেও যেমন যোধ অর্থাৎ সৈন্তে বর্তমান জয় বা পরাজয়, প্রাধান্যবশতঃ স্বামী অর্থাৎ রাজাতে অপদিষ্ট অর্থাৎ আরোপিত হয়, এইরূপ বুদ্ধিসত্ত্ব বর্তমান বন্ধ ও মোক্ষ কোন রকমে পুরুষে আরোপিত হয়; কারণ, পুরুষ প্রধানের সহিত অবিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার অর্থাৎ প্রধানের ফল ভোগ করে। এই অভিপ্রায়ে আদপি কদাচিৎ মোক্ষাপপত্তি এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

শাক্তভাষ্যম্।

অত্রোচ্যতে—ন, একত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ। ভবেদেষ দোষো যথেকান্ত তাস্যাং তপ্যতাপকৌ অন্ত্যোক্ত্য বিষয়বিষয়িত্বাবং প্রতিপদ্যেয়াতাম্। ন তু এতদন্তি; একত্বাদেব। ন হি অগ্নিরেকঃ সন্ স্বমাস্ত্রানং দহতি প্রকাশয়তি বা, সত্যপি ঔষ্য প্রকাশাদিধর্ম্মভেদে পরিণামিহে চ। কিং কুটস্থে ব্রহ্মণি একস্মিন্ তপ্যতাপকভাবঃ সংভবেৎ? ক পুনরয়ং তপ্যতাপকভাবঃ শ্রাদ্ধিতি? উচ্যতে—কিং ন পশ্যসি কস্মভূতো জীবদেহঃ তপ্যঃ তাপকঃ সবিতেতি?

ননু তপ্তিনাম দুঃখং, সা চেতয়িতুঃ ন অচেতনশ্চ দেহশ্চ। যদি হি দেহশ্চৈব তপ্তিঃ শ্রাৎ সা দেহনাশে স্বয়মেব নশ্চতি ইতি তন্নাশায় সাধনং ন এষিতব্যং শ্রাদ্ধিতি।

উচ্যতে—দেহাভাবেহপি কেবলশ্চ চেতনশ্চ তপ্তিন দৃষ্টা। ন চ ইয়াপি তপ্তিনাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবলশ্চ ইয়তে। নাপি দেহচেতনয়োঃ সংহতত্বম্; অশুদ্ধ্যাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তপ্তোরৈব তপ্তিম্ অভ্যুপগচ্ছসি।

কথং ত্বাপি তপ্যতাপকভাবঃ? সত্ত্বং তপ্যং, তাপকং রজ ইতি চেৎ? ন; তাভ্যাং চেতনশ্চ সংহতত্বানুপপত্তেঃ। সত্ত্বানুরোধিত্বাৎ চেতনোহপি তপ্যতে ইতি চেৎ? পরমার্থতঃ তর্হি নৈব তপ্যতে ইতি আপত্তিঃ; ইব-শব্দপ্রয়োগাৎ। ন চেৎ তপ্যতে, ন ইবশব্দো দোষায়। ন হি ডুগুভঃ সর্প ইব ইত্যেতাবতা সবিষো ভবতি। সর্পো বা ডুগুভ ইব ইত্যেতাবতা নির্বিষো ভবতি। অতশ্চ অবিজ্ঞাকৃতোহয়ং তপ্যতাপকভাবো ন পারমার্থিক ইতি অভ্যুপগম্যব্যমিতি। নৈবং সতি মমাপি কিঞ্চিৎ দৃশ্যতি।

অথ পারমার্থিকমেব চেতনশ্চ তপ্যত্বম্ অভ্যুপগচ্ছসি, তবৈব সূত্রাম্ অনিন্দ্যোক্ষঃ-প্রসজ্যেত, নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকশ্চ। তপ্যতাপকশব্দয়োঃ নিত্যত্বোহপি সনিমিত্ত-সংযোগাপেক্ষত্বাৎ তপ্তেঃ সংযোগনিমিত্তাদর্শননিবর্ত্তো আত্যন্তিকঃ সংযোগোপরমঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকমোক্ষ উপপন্নঃ ইতি চেৎ?

ন, অদর্শনশ্চ তমসো নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। গুণানাং চ উদ্ভবাভিভবয়োঃ অনিত্যত্বাৎ অনিয়তঃ সংযোগনিমিত্তোপরমঃ ইতি বিরোগশ্রাপি অনিত্যত্বাৎ সাংখ্যশ্চৈব অনিন্দ্যোক্ষঃ অপরিহার্যঃ শ্রাৎ।

ঔপনিষদশ্চ তু আত্মৈকত্বাভ্যুপগমাৎ একশ্চ চ বিষয়বিষয়িত্বানুপপত্তেঃ বিকার-ভেদশ্চ চ বাচারম্ভগমাত্রপ্রবণাৎ অনিন্দ্যোক্ষশব্দা স্বপ্নেহপি নোপজায়তে। ব্যবহারে তু যত্র যথা দৃষ্টঃ তপ্যতাপকভাবঃ তত্র তথৈব স ইতি ন চোদয়িতব্যঃ পরিহর্ত্তব্যো বা ভবতি। ১০। ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

(বৃত্তিঘারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ১০]

ভাষ্যমুবাৎ ।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিতেছি—না পূর্বোক্ত দোষ হয় না। একদ্বন্দ্বতঃই তপ্যতাপকভাব হইতে পারে না। এই দোষ হইত, যদি আত্মার একত্ব অবস্থাতে তপ্য ও তাপক পরস্পরের নিয়মবিসম্মিত্য প্রাপ্ত হইত। ইহা ত হয় না, কারণ, (আত্মার একত্ব অবস্থায়) একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন অত্র কোন বস্তু নাই। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশাদি বিভিন্ন ধর্ম ও পরিণাম থাকিলেও অগ্নি একাকী থাকিয়া নিজেই দাহ বা প্রকাশ করে না। কুটস্থ অর্থাৎ নিষ্কিন্দার একমাত্র ব্রহ্মে তপ্য ও তাপকভাব কি সম্ভব হয়? তবে কোথায় তপ্যতাপক ভাব হইবে? বলিতেছি—ইহা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, কর্ম্মস্বরূপ জীবের দেহ তপ্য আর সূর্য্য তাহার তাপক।

যদি বল—তপ্তিশব্দের অর্থ দুঃখ, তাহা চেতনের হয়, অচেতন দেহের হয় না। যদি অচেতন দেহেরই দুঃখ হইত, তাহা হইলে দেহনাশ হইলে তাহা নিজেই নষ্ট হইত, অতএব তাহার নাশের জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে হইত না।

ইহার উত্তর এই যে,—দেহ না থাকিলেও কেবল চেতনের তপ্তি অর্থাৎ দুঃখ দেখা যায় না। আর তুমিও দুঃখরূপ বিকার কেবল চেতনের হয়—ইহা ইচ্ছা কর না। আর দেহ ও চেতনের সংহতত্ব অর্থাৎ মিশ্রণ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে (চেতনের) অন্তর্নিহিত দোষ হইয়া পড়ে। আর দুঃখেরই দুঃখ হয়, ইহা তুমি স্বীকার কর না।

তোমার মতেও তপ্যতাপকভাব কি করিয়া হয়? যদি বল—সম্বন্ধে তপ্য ও রজোগুণ তাপক, না তাহা বলিতে পার না; কারণ, সম্বন্ধ ও রজোগুণের সহিত চেতনের সংঘাত অর্থাৎ মিশ্রণ হইতে পারে না। যদি বল সঙ্কল্পরোধী অর্থাৎ সম্বন্ধে প্রতিবিশিত বলিয়া চেতন ও দুঃখিতের ত্রায় হয়? তাহা হইলে বাস্তবিক দুঃখিত হয় না, ইহাই আসিয়া পড়িল। কারণ, ইব-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদি দুঃখিত না হয়, তাহা হইলে ইব-শব্দ দোষের হেতু হয় না। “দুঃখত্ব অর্থাৎ চোরাসাপ নিসর্গ সর্পের মত” এই কথা বলিলে সে সবিষ হয় না। এবং “বিষধরসর্প দুঃখিতের ত্রায়” এই কথা বলিলে সর্পও নির্বিস হয় না। অতএব এই তপ্যতাপকভাব অবিচ্ছিন্ন কর্তৃক কল্পিত, বাস্তবিক নহে, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। আর এরূপ হইলে আমারও কোন দোষ হয় না।

আর বাস্তবিকই চেতনের দুঃখ হয়, ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে স্তবরাং তোমার মতেই মোক্ষভাব হইয়া পড়ে, যেহেতু তাপক অর্থাৎ রজোগুণকে নিত্য বলিয়া তুমি স্বীকার করিয়াছ।

যদি বল তপ্যাতপ্তি পুরুষ ও তাপকশক্তি রজোগুণ নিত্য হইলেও তপ্তি অর্থাৎ দুঃখ সনিমিত্ত সংযোগকে অপেক্ষা করে বলিয়া অর্থাৎ নিমিত্ত অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের অবিবেকরূপ অজ্ঞান, তাহার সহিত বর্তমান যে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ অর্থাৎ পুরুষের গুণের প্রতি স্বামিত্ব, তাহাকে অপেক্ষা করে বলিয়া উক্ত সংযোগের নিমিত্ত যে অদর্শনরূপ তমোগুণ তাহার নিবৃত্তি হইলে সম্পূর্ণরূপে মোক্ষ হয়? তাহা হইলে বলিব—না তাহা বলিতে পার না। কারণ, অদর্শনরূপ তমোগুণকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। এবং গুণসকলের উৎপত্তি ও বিনাশের নিয়ম না থাকায় প্রকৃতিপুরুষের সংযোগের নিমিত্ত যে অদর্শনরূপ তমঃ তাহার উপরম অর্থাৎ বিনাশ অনিয়ত, অতএব উভয়ের বিয়োগ অর্থাৎ সংযোগের বিচ্ছেদ ও অনিয়ত বলিয়া সাংখ্যের মতেই মোক্ষভাব অপরিহার্য্য হইবে।

কিন্তু ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তীর মতে আত্মার একত্ব স্বীকার করায় (বাস্তবিক দ্বিতীয় বস্তু না থাকায়) এবং একটি বস্তুই বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়রূপ হওয়া অসম্ভব বলিয়া, এবং বিভিন্ন বিকার (ঘটপটাদি) বাচ্যরূপ-মাত্র—ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায় বলিয়া, মোক্ষভাবের আশঙ্কা স্বপ্নেও জন্মে না। কিন্তু লৌকিকবাহ্যরূপে যেখানে যে রূপ তপ্যতাপকভাব দেখা গিয়াছে, সেখানে তাহা সেইরূপই; অতএব তাহা চোদয়িতব্য অথবা পরিহর্তব্য নহে, অর্থাৎ তাহা কি করিয়া তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইবে এই বলিয়া আশঙ্কা করিবার যোগ্যও নহে, অথবা পরিহার করিতেও হইবে না। ১০

ভাষ্যতী ।

অত্রোচ্যতে—“ন একত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ”। যত একত্ব তপ্যতাপকভাবঃ ন উপপত্ততে একত্বাদেব, তস্মাৎ সাংব্যবহারিকভেদাশ্রয়ঃ তপ্যতাপকভাবঃ অস্মাভিঃ অভ্যুপেয়ঃ। তাপো হি সাংব্যবহারিক এব, ন পারমাধিক ইতি অসক্লং আবেদিতম্। “ভবেৎ এষ দোষঃ

(বুদ্ধিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

বিশ্ৰুতিবেদোচ্চাসমঞ্জসম্ ১০]

ভাষ্যতঃ।

যদি একাত্মতয়াং তপ্যাতাপকৌ অত্রোত্রস্ত বিষয়বিষয়িভাবং প্রতিপদ্যেয়াম্” ইতি অস্মদভ্যাপ-
গম ইতি শেষঃ। সাংখ্যোহপি হি ভেদাশ্রয়ং তপ্যাতাপকভাবং ক্রবাণো ন পুরুষস্ত তপি-
কর্মতাম্ আখ্যাতুম্ অর্হতি; তস্ত অপরিণামিতয়া তপিক্রিয়াজনিতফলশালিত্বানুপপত্তেঃ,
কেবলম্ অনেন সত্ত্বং তপ্যম্ অভ্যাপেয়ং, তাপকং চ রজঃ। দর্শিতবিষয়ত্বাৎ তু বুদ্ধিসত্ত্বে তপো
তদবিভাগাপত্ত্যা পুরুষোহপি অনুতপ্যতে ইব, ন তু তপ্যতে অপরিণামিত্বাৎ ইত্যুক্তং; তদ-
বিভাগাপত্তিচ্চ অবিজ্ঞা, তথা চ অবিজ্ঞাকৃতঃ তপ্যাতাপকভাবঃ জ্ঞয়া অভ্যাপেয়ঃ, মোহয়মস্মাভিঃ
উচ্যমানঃ কিমিতি ভবতঃ পুরুষ ইব আভাতি। অপি চ নিত্যাত্মাপগমাচ্চ তাপকস্ত
অনির্বোক্ষপ্রসঙ্গঃ।

শব্দতে—“তপ্যাতাপকশব্দোঃ নিত্যত্বেহপি” ইতি। সচ অদর্শনেন নিমিত্তেন বর্ত্ততে ইতি
সনিমিত্তঃ সংযোগঃ তদপেক্ষত্বাৎ ইতি। নিরাকরোতি—“ন। অদর্শনস্ত তমসঃ” ইতি। ন
তাবৎ পুরুষস্ত তপ্তিঃ ইতি উক্তম্। কেবলম্ ইয়ং বুদ্ধিসত্ত্বস্ত তাপকরজোজনিতা, তস্ত চ
বুদ্ধিসত্ত্বস্ত তামসবিপর্যাসাৎ আত্মনঃ পুরুষাৎ ভেদম্ অপশ্নতঃ পুরুষঃ তপ্যতে ইতি অভিমানঃ,
ন তু পুরুষো বিপর্যাসতুষেণাপি যুক্ত্যতে। তস্ত তু বুদ্ধিসত্ত্বস্ত সাত্ত্বিকা বিবেকখ্যাতি
তামসীয়ম্ অবিবেকখ্যাতিঃ নিবর্ত্তনীয়। ন চ সতি তমসি মূলে শক্যা অত্যন্তম্ উচ্ছেদ্যম্।
তথা বিচ্ছিন্নাপি ছিন্নবদরী ইব পুনঃ তমসা উদ্ধূতেন সত্ত্বম্ অভিভূয় বিবেকখ্যাতিম্ অপোদ্য
শতশিখরা অবিজ্ঞা আবির্ভাব্যতে ইতি বত ইয়ম্ অপবর্গকথা তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ প্রসজ্যেত।

অস্মৎপক্ষে তু অদোষঃ ইত্যাহ—“ঔপনিষদস্ত তু” ইতি। যথা হি মুখম্ অবদাতমপি
মলিনাদর্শতলোপাধিকল্পিতপ্রতিবিস্বভেদং মলিনতাম্ উপৈতি, ন চ তৎ বস্তুতো মলিনং, ন চ
বিস্বাৎ প্রতিবিস্বং বস্তুতঃ ভিজ্যতে। অথ তস্মিন্ প্রতিবিস্বে মলিনাদর্শোপধানাৎ মলিনতা
পদং লভতে। তথা চ আত্মনো মলিনং মুখং পশ্যন্ দেবদত্তস্তপ্যতে। যদা তু উপাধ্যাপনয়াদ্
বিস্বমেব কল্পনাবশাৎ প্রতিবিস্বং তচ্চ অবদাতম্ ইতি তত্ত্বম্ অবগচ্ছতি, তদা অস্ত তাপঃ
প্রশাম্যতি, ন চ মলিনং মে মুখমিতি। এবম্ অবিজ্ঞোপাধানকল্পিতাবচ্ছেদো জীবঃ পরমাত্ম-
প্রতিবিস্বকল্পঃ কল্পিতৈরেব শব্দাদিভিঃ সম্পর্কাৎ তপ্যতে, ন তু তত্ত্বতঃ পরমাত্মনঃ অস্তি তাপঃ।
যদা তু ‘তত্ত্বমসি’ ইতি বাক্যাশ্রবণমননধ্যানাত্মাসপরিপাকপ্রকর্ষণপর্যন্তজঃ অস্ত সাক্ষাৎকারঃ
উপজায়তে, তদা জীবঃ শুদ্ধবুদ্ধতত্ত্বস্বভাবম্ আত্মনঃ অনুভবন্, নির্মুণ্ডনিখিলসবাসনক্লেশজালঃ
কেবলঃ স্বস্থো ভবতি, ন চাস্ত পুনঃ সংসারভয়মস্তি, তদ্বৈতোঃ অবাস্তবত্বেন সমূলকাষং
কবিতত্বাৎ, সাংখ্যস্ত তু সতঃ তমসঃ অশক্যসমুচ্ছেদত্বাৎ ইতি। তৎ ইদম্ উক্তম্—“বিকার-
ভেদস্ত চ বাচারম্ভগমাত্রত্বশ্রবণাৎ” ইতি ১০। ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ঔপনিষদদর্শনাসঙ্গতঃ নিষেধতি—“ন” ইতি। কিং বস্তুতঃ তপ্যাতাপকবিভাগানুপপত্তিঃ উচ্যতে, ব্যবহারতো বা? আত্মে
ইষ্টপ্রসঙ্গঃ, ইত্যাহ “একত্বাদেব” ইতি। উপাত্তং ভাষ্যং ব্যাখ্যতি—“যতঃ” ইতি। দ্বিতীয়ে ন অনুপপত্তিঃ ব্যবহারতঃ ভেদস্বাকারাৎ
ইত্যাহ—“তমসঃ” ইতি। পরোক্তদোষানুবাণ এব ভাষ্যে ভাষ্যে, ন দূষণম্ ইতি আশঙ্ক্য অথাহারেণ ইষ্টপ্রসঙ্গকখনপরতাঃ ফোটারতি
‘ইত্যস্মদ’ ইতি। যদি ভাস্ত্বৎ তপ্যাতাপকভাবস্ত, তর্হি এব এব দোষঃ ইত্যাশঙ্ক্য সাম্যপ্রতিপাদনার্থং তত্র ত্রয়াপি ইতি ভাষ্যম্, তদ-
ন্যাস্তে—“সাংখ্যোহপি হি” ইতি। ক্রবাণোহপি ইতি অঘরঃ। সত্ত্বং বুদ্ধিগতঃ সত্ত্বগুণঃ। দর্শিতঃ বিষয়ঃ যস্ত পুংসঃ স তথা তস্ত
ভাবঃ তত্ত্বং ততঃ ইতি। অবিভাগাপত্তিঃ তর্হি ক্ষীরবৎ সত্যোতি তন্নিমিত্তা তপ্তিঃ পুংসঃ সত্যো ভাষ্যে, অতঃ আহ—“তদবিভাগাপত্তিচ্চ”
ইতি। “অবিবেকো হবিভাগঃ” ইতি। নিত্যাত্মাপগমাচ্চ তাপকস্ত ইতি ভাষ্যম্ উপাত্তম্। “অনির্বোক্ষপ্রসঙ্গঃ” ইতি তস্ত অতীতা-
নুস্তরপদানুৎপাদনং ব্যাখ্যা। ন দৃষ্টতে যদেন পুরুষতত্ত্বম্ ইতি “অদর্শনং” তমঃ। তস্ত তপ্তিহেতুত্বম্ উপপাদয়তি—“ন তাবৎ” ইত্যাদিন।
তমসঃ তপ্তস্ত নিবৃত্ত্যযোগাৎ পরস্ত তন্নিমিত্ততপ্তেঃ অনাশঃ উক্তঃ। সিদ্ধান্তে তু অবিজ্ঞায়্য অবশ্তনঃ তপ্তিহেতোঃ বিজ্ঞয়া নিবৃত্তেঃ
শুদ্ধানুপপত্তিম্ আহ—“যথা হি” ইতি। “সাংখ্যস্ত তু” ইতি। তু শব্দঃ ন শব্দসমানার্থঃ ১০। ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

(মুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ১০]

ভাসমতীর অনুবাদ ।

ন একত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ ইত্যাদি গ্রন্থে এ বিষয়ে উত্তর দিতেছেন। ইহার তাৎপর্য—যেহেতু বস্তুর একত্ব হইলে তপ্যতাপকভাব হয় না, তাহার একমাত্র কারণ একত্ব, সেই হেতু সাংব্যবহারিকভেদোক্ত্রয় অর্থাৎ ব্যবহারিকভেদকে আশ্রয় করিয়া যে তপ্যতাপকভাব হয় তাহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাপ অর্থাৎ দ্বেষ কেবল ব্যবহারকালেই হয়, পরমার্থকালে হয় না—ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। **ভবেদেষ দোষঃ** ইত্যাদি গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ—“অস্মদভ্যাপগমঃ” অর্থাৎ ইহা যদি আমাদের স্বীকৃত হইত—এইরূপ। ভেদকে অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তপ্যতাপকভাব থাকে—এই কথা বলেন যে সাংখ্য, তিনিও পুরুষ যে তপ্যতাপকভাবের কৰ্ম্ম হয়—ইহা বলিতে পারেন না; কারণ, পুরুষ পরিণামশীল নহে বলিয়া তপিক্রিয়া যে ফল জন্মায় সেই ফলবিশিষ্ট হইতে পারেন না। কেবল ইহা দ্বারা (সাংখ্যকে) স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ তপ্য এবং রজোগুণ তাহার তাপক। কিন্তু দর্শিতবিষয়ত্ববশতঃ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নকর্তৃক পুরুষ নিয়ম দেগিয়াছে বলিয়া বুদ্ধিগত সত্ত্ব তাপযুক্ত হইলে তাহার সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া পুরুষও যেন তাহার গর তাপযুক্ত হয়, কিন্তু (বাস্তবিক) তাপযুক্ত হয় না; কারণ, পুরুষ অপরিণামী—ইহা পুরুষ বলিয়াছি, আর সেই তদবিভাগাপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত অভেদভাবপ্রাপ্তিই অবিচ্ছিন্ন, তাহা হইলে অবিচ্ছিন্নবশতঃ তপ্যতাপকভাব হয়—ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। আর আমরা তাহা বলিলে (অর্থাৎ অন্তঃকরণের স্তব্ধত্বখাদি অবিচ্ছিন্নবশতঃ আত্মাতে আরোপিত হয়, বাস্তবিক কিন্তু আত্মা অসত্ত্ব, তাহার কোন স্তব্ধত্বখাদি নাই) ইহা বলিলে আপনার পুরুষবোধ অর্থাৎ কঠোর বলিয়া মনে হয় কেন? আরও আপনারা তাপককে অর্থাৎ রজোগুণকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মোক্ষভাব হইয়া পড়ে।

তপ্যতাপকশক্ত্যোঃ নিত্যত্বেহপি এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **সনিমিত্তসংযোগাপেক্ষত্বাৎ**—ইহার অর্থ—অদর্শনরূপ নিমিত্তের সহিত বাহ্য থাকে তাহা সনিমিত্ত, এইরূপ যে সংযোগ তাহাকে অপেক্ষা করে বলিয়া। **ন অদর্শনশ্চ তমসঃ** এই গ্রন্থদ্বারা উক্ত শঙ্কার নিরাস করিতেছেন। পুরুষের তপ্তি অর্থাৎ দ্বেষ নাই ইহা বলিয়াছি। ইহা কেবল বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, তাপক রজোগুণকর্তৃক উৎপাদিত হয়, এবং সেই বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের তামসবিপর্যাস অর্থাৎ তমোগুণের কার্য্য বিপরীত প্রত্যয়বশতঃ পুরুষ হইতে আত্মার ভেদদর্শন না হওয়ায় পুরুষ দ্বেষিত হয়—এইরূপ মনে হয়, কিন্তু পুরুষ বিপরীত প্রত্যয়ের তম অর্থাৎ কণার সহিতও লিপ্ত হন না। কিন্তু সেই বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের সাত্ত্বিক অর্থাৎ বিবেকখ্যাতিদ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্ব অপেক্ষা পুরুষ পৃথক—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা, তামসী অর্থাৎ তমোগুণের কার্য্য যে বিবেকখ্যাতি, অর্থাৎ পুরুষ ও বুদ্ধিসত্ত্বের অভেদবুদ্ধি তাহাকে নিবারণ করিতে হয়। কিন্তু তাহার মূলকারণ তমোগুণ থাকিতে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে পারা যাইবে না। অবিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্না অর্থাৎ মূলবাতীত শাখাদি নষ্ট হইলেও ছিন্নবদরী অর্থাৎ ছেদন করা কুলগাছের মত উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ প্রবল তমোগুণদ্বারা সত্ত্বগুণকে পরাভব করিয়া বিবেক-বিজ্ঞাননাশপূর্ব্বক শতশিখরযুক্ত অর্থাৎ অসংখ্য বৃত্তিযুক্ত হইয়া ইহা আবিভূতা হইবে, অতএব ইহা অতিদুঃখের বিষয় যে, তাহা হইলে তপস্বিনী অর্থাৎ হতভাগিনী এই মোক্ষকথা দত্তজলাঞ্জলি অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু আমাদের মতে কোন দোষ নাই, **ঔপনিষদশ্চ তু** এই গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। যেমন মুখ অবদাত অর্থাৎ পরিষ্কার থাকিলেও মলিন আদর্শতলরূপ উপাদি দ্বারা কল্লিত প্রতিবিম্ববিশেষযুক্ত হওয়ায় মলিন হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা মলিন নহে; কারণ, বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব বাস্তবিক ভিন্ন নয়। তাহার পর সেই প্রতিবিম্ব মলিন আদর্শরূপ উপাদি হইতে মলিনতা স্থান লাভ করে। আর তাহা হইলে নিজের মুখ মলিন দেখিয়া দেবদত্ত দ্বেষিত হয়। কিন্তু যখন উপাদি অর্থাৎ আদর্শ অপনয়ন করায় বিম্ব অর্থাৎ মুখই কল্লনাবশতঃ প্রতিবিম্ব হইয়াছে, এবং তাহা পরিষ্কার, এই তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ ব্যাপার অবগত হন, তখন ইহার দ্বেষ প্রশমিত হয়; কারণ, সে বুঝিতে পারে যে, আমার মুখ মলিন নহে। এইরূপ অবিচ্ছিন্নরূপ উপাদিদ্বারা কল্লিতাবচ্ছেদক অর্থাৎ যাহার ভেদ কল্লিত হইয়াছে, পরমাত্মার প্রতিবিম্বত্বলা সেই জীব একান্ত কল্লিত শব্দাদির সহিত সম্পর্কবশতঃ দ্বেষিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পরমাত্মার তাপ নাই। কিন্তু যখন তত্ত্বমসি এই বাক্যের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাসের পরিণতির চরম উন্নতি হইতে এই জীবের সাক্ষাৎকার জন্মে, তখন জীব নিজের বিসুদ্ধচিত্তরূপ ব্রহ্মস্বরূপকে অনুভব করিয়া নিমৃষ্টনিখিলসবাসন

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ১০]

ভাস্তীর অনুবাদ।

ক্লেশজাল অর্থাৎ বাসনার সহিত যাহার নিখিল ক্লেশরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ হইয়া কেবল অর্থাৎ সকলবস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া স্বস্থ অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর কখনও ইহার সংসারভয় হয় না, কারণ তাহার হেতু—অবিজ্ঞা মিথ্যা বলিয়া সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যের মতে তমোগুণ সত্য, অতএব জ্ঞানদ্বারা সত্যতমোগুণের সমূলে উচ্ছেদ করা অসাধ্য বলিয়া পুনর্ব্বার সংসার হইবার ভয় থাকিয়া যায়। এইজন্তই বিকারভেদস্ত চ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। ইতি প্রথম রচনানুপপত্ত্যাদিকরণ ১০।

প্রথমাদিকরণের তাৎপৰ্য্য।

সাংখ্যমতের আচার্যগণ বলেন যে বেদান্তসকল প্রধানকে প্রতিপাদন করিতেছে, ব্রহ্মকে নহে; কারণ, ব্রহ্ম জগদ্বিলক্ষণ, কিন্তু প্রধান জগৎসলক্ষণ; এইরূপে বেদান্তের প্রধানই তাৎপৰ্য্য—এই বলিয়া বেদান্ত-ব্যাখ্যার অনুকূলরূপে যে সকল যুক্তি উল্লেখ করা হয় সেই সকল যুক্তি পূর্ব্বপাদে নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে প্রধানসিদ্ধি করিবার জন্ত বেদের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাধীনভাবে তাঁহারা যে সকল যুক্তির অবতারণা করেন, এই পাদে সেই যুক্তিসকল উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করা হইতেছে—তন্মধ্যে সাংখ্যমত তর্কবহুল ও অতিপ্রবল বলিয়া প্রথমে তাহাকেই খণ্ডন করিবার জন্ত রচনানুপপত্ত্যাদিকরণনামক প্রথম অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। ইহাতে ১০ সূত্র আছে—ইহার সকল সূত্রগুলিই পরমতখণ্ডনপর। সেই সূত্রগুলি এই—

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ১। রচনানুপপত্তেচ্চ নানুমানম্। | ৬। অভ্যাপগমেহপার্থ্যভাবাৎ। |
| ২। প্রবৃত্তেচ্চ। | ৭। পুরুষাশ্ববদিত্তি চেৎ তথাপি। |
| ৩। পয়োদ্বুবেচ্চেৎ তত্রাপি। | ৮। অঙ্গিত্বানুপপত্তেচ্চ। |
| ৪। ব্যতিরেকানবস্থিতেষ্টানপেক্ষত্বাৎ। | ৯। অন্তত্বানুগিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিশেষাৎ। |
| ৫। অন্তত্বাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ। | ১০। বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্। |

ইহাদের অক্ষরার্থ—

- ১। [জগদ্] রচনার অনুপপত্তি হয় বলিয়া এবং [হেতুর স্বরূপাসিদ্ধি হয় বলিয়া জগৎকারণ প্রধানের] অনুমান সিদ্ধ হয় না।
- ২। এবং [চেতনাধীন অচেতনের] প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া [প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয় না।]
- ৩। দুগ্ধ এবং জলের ত্রায় [প্রবৃত্তি হয় বলিলে] সেস্থলেও [চেতনাধীনই অচেতনের প্রবৃত্তি হয়।]
- ৪। এবং [প্রধান-] ব্যতিরেকে [অন্তসহকারীর] অনবস্থিতিবশতঃ [প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতে] অপরের] অপেক্ষা না করায় [জগৎকারণ প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয় না।]
- ৫। অন্তত্ব অর্থাৎ বুধ প্রভৃতিতে [তৃণাদির ক্ষীরে পরিণতির] অভাব দেখা যায় বলিয়া তৃণাদির ত্রায় নহে।
- ৬। [প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তির] অভ্যাপগম করিলেও [পুরুষাশ্বরূপ] অর্থের অপেক্ষার অভাব হয় বলিয়া অথবা ভোগ ও মোক্ষ প্রয়োজন হয় বলিয়া [প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না।]
- ৭। [পঙ্ক] পুরুষ [ও] চুস্কপ্তস্তরের ত্রায় যদি বলা হয় তথাপি [পুরুষপ্রেরক সিদ্ধ হয় না।]
- ৮। আরও [প্রেরক না থাকায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার প্রচ্যুতির অভাবে] অঙ্গিত্বের অনুপপত্তি হয় বলিয়া [প্রধানের প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ হয় না।]
- ৯। আর অন্তত্ব [গুণসকল পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া অঙ্গান্ধিতাব] অনুমিত হইলেও জ্ঞানশক্তি না থাকায় [রচনানুপপত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দোষ হয়]।
- ১০। [সাংখ্যগণ কখন মহৎ হইতে কখন অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি হয় ইত্যাদি বলেন] বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ হয় বলিয়া [সাংখ্যমত] অসমঞ্জস হয়। এই অধিকরণের সঙ্গতিগুলি এইরূপ—

(১) সঙ্গতি—

প্রথম সঙ্গতিসঙ্গতি—অবিরোধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরমতখণ্ডনরূপ এই দ্বিতীয় পাদে, ইহার মূলস্বরূপ প্রথমাদ্যায়ে শ্রোতসময়ের যুক্তিধারা দৃঢ়তাসাধন করাই উদ্দেশ্য বলিয়া এই পাদে সঙ্গতিসঙ্গতি থাকিল। অর্থাৎ ইহার প্রথমপাদে যে ভাবে সঙ্গতিসঙ্গতি ছিল, ইহাতেও সেইভাবে সঙ্গতিসঙ্গতি থাকিবে।

দ্বিতীয় সঙ্গতিসঙ্গতি—এইপাদে জগতের উপাদানকারণ প্রধান নহে, কিন্তু ব্রহ্ম, যুক্তির সাহায্যে ইহা বলায় ব্রহ্মবিচারার্থ এই শাস্ত্রের সহিত এই পাদের শাস্ত্রসঙ্গতিও থাকিল।

দ্বিতীয়পাদঃ—রচনানুপপত্ত্যাধিকরণম্ । (১)

৩৯

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[বিপ্রতিষেধোচ্চাসমঞ্জসম্ ১০]

প্রথমাদিকরণের তাৎপর্য ।

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি—প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্যসকল ব্রহ্মেই সমন্বিত বলায়, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমন্বয়ে যে সকল বিরোধ হয় তাহার মীমাংসা করায়, আর এই পাদে যুক্তির দ্বারা সেই বিরোধ পরিহার করায়, এই পাদে অধ্যায়সঙ্গতিও থাকিল ।

চতুর্থ পাদসঙ্গতি —পূর্বপাদে স্বপক্ষস্থাপন করিয়া অবিরোধ প্রদর্শন করায়, এবং এই পাদে যুক্তির দ্বারা তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া সেই অবিরোধ প্রদর্শন করায়, পূর্বপাদের সহিত এই পাদের উপজীব্য উপজীব্যকর্তাবরূপ পাদসঙ্গতিও থাকিল । কারণ, স্বপক্ষস্থাপন ব্যতীত পরপক্ষখণ্ডন করা সম্ভব হয় না ।

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—পূর্বাধিকরণে ব্রহ্মে কারণধর্মের উপপত্তি কথিত হইয়াছে । সেই কারণধর্মের উপপত্তি প্রধানে কেন হইবে না—এইরূপ আক্ষেপ করিয়া এই অধিকরণ আরম্ভ করিয়া পরমতখণ্ডন করায়, ইহাতে পূর্বাধিকরণের সহিত আক্ষেপসঙ্গতি ও পাদসঙ্গতি প্রভৃতি সবই থাকিল ।

(২) বিষয়—অচেতনপ্রধান জগদুপাদান এই সাংখ্য সিদ্ধান্ত এস্থলে বিষয় ।

(৩) সংশয়—জগৎ চেতনপ্রকৃতিক অর্থাৎ চেতনরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন, ইহার প্রতিপাদক যে বেদ, তাহার সাংখ্যশাস্ত্রের অনুমানদ্বারা বিরোধ হয় কি না ?

(৪) কলভেদ—পূর্বপক্ষে বিরোধ হয়, সিদ্ধান্তমতে বিরোধ হয় না ।

(৫) পূর্বপক্ষ—এইরূপ সন্দেহ হইলে ইহা পাওয়া গেল যে—

স্বথদুঃখবিষাদৈর্হি ভাবাঃ প্রত্যেকমন্বিতাঃ ।

তন্মাৎ তে তদুপাদানাঃ পরিমাণাদিভিস্তথা ॥

অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই স্বথদুঃখ ও বিষাদযুক্ত, অতএব তাহারা তদুপাদান অর্থাৎ স্বথ দুঃখ ও বিষাদ হইতে উৎপন্ন, এবং পরিমাণাদিহেতুদ্বারাও তাহাই সিদ্ধ হয় ।

যে সকল বস্তু, অনেকবৃত্তিযুক্ত যে সকল পদার্থের সহিত প্রত্যেকে অন্বিত অর্থাৎ যুক্ত হয়, তাহারা তৎ-প্রকৃতিক অর্থাৎ সেই সকল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন মৃত্তিকায়ুক্ত শরাবাদিপদার্থসকল । চৈত্র-পত্নী পদ্মাবতী সেইরূপ অর্থাৎ অনেকবৃত্তিযুক্ত স্বথ দুঃখ ও মোহযুক্ত—কারণ চৈত্রের তাহাতে প্রীতি হয়, তাহার সপত্নীগণের দুঃখ জন্মে, এবং তাহাকে না পাওয়ায় মৈত্রের মোহরূপ বিষাদের উদয় হয় । পদ্মাবতী দৃষ্টান্ত-দ্বারা সমস্ত জগৎ বুঝান হইল । রূপাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্য অনেকবৃত্তিযুক্ত এই পদটি বলা হইয়াছে । বৃক্ষাদিতে ব্যাসক্ত হইয়া অর্থাৎ কেবল একে না থাকিয়া অনেকে অহুগত অর্থাৎ বর্তমান বনে অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচার বারণের জন্য প্রত্যেক এই পদটি বলা হইয়াছে । কারণ, প্রত্যেক তরুতে অর্থাৎ বৃক্ষে বন আছে এ বুদ্ধি হয় না । ইহার অনুমান প্রণালীএই প্রকার যথা—

স্বথ দুঃখ ও মোহ—সকল কার্যের উপাদান

প্রতিজ্ঞা

কারণ প্রত্যেক কার্যে অহুগত হইয়া অনেকে বর্তমান থাকে

হেতু

যেমন মৃত্তিকাদি

দৃষ্টান্ত

এই প্রকারে ঘটাদিবস্তু স্থাদিপ্রকৃতিক অর্থাৎ স্বথ দুঃখ ও মোহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্থির হইলে—

আকাশাদিমহাভূতসকল স্থাদিপ্রকৃতিক অর্থাৎ স্থাদি উপাদান হইতে উৎপন্ন

প্রতিজ্ঞা

যেহেতু তাহারা কার্যবস্তু

হেতু

যেমন ঘট

দৃষ্টান্ত

অতএব সেখানেও তৎপ্রকৃতিক অর্থাৎ আকাশাদি যে স্বথ দুঃখ ও মোহরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ইহা অনুমান করা উচিত, যদি বল তবে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ পৃথক পৃথকভাবে উপাদান হইল, না তাহা বলিতে পার না কারণ—

বিষাদের বিষয় কার্যপদার্থ সংজ্ঞামানবস্তুপ্রকৃতিক অর্থাৎ মিলিত অনেকবস্তুজাত

প্রতিজ্ঞা

কারণ তাহা পরিমিত

হেতু

যেমন মৃত্তিকাজলপ্রভৃতিমিলিতবস্তুদ্বারা উৎপন্ন অঙ্কুরাদি

দৃষ্টান্ত

(যুক্তিধারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ১০]

প্রথমাধিকরণের তাৎপর্য ।

“শক্তিঃ প্রবৃত্তেঃ, কারণকার্যবিভাগাৎ, অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপশ্চ,” সংকার্যবাদে এই সকল পৃথক্ পৃথক্ অল্পমান আছে, যথা—

(ক) কারণের শক্তি বিজ্ঞমানবস্তুবিষয়ক অর্থাৎ বর্তমানবস্তুই তাহার বিষয়	প্রতিজ্ঞা
কারণ তাহা বিষয়ী	হেতু
যেমন জ্ঞান	দৃষ্টান্ত
(খ) কারণত্ব বিজ্ঞমানবস্তুপ্রতিযোগিক অর্থাৎ বিজ্ঞমান কার্যবস্তু তাহার প্রতিযোগি হয়	প্রতিজ্ঞা
কারণ তাহা সপ্রতিযোগি অর্থাৎ তাহা প্রতিযোগি কার্যবস্তুর সহিত থাকে	হেতু
যেমন বাচ্যত্ব	দৃষ্টান্ত
(গ) প্রলয়কাল কার্যবস্তুযুক্ত	প্রতিজ্ঞা
যেহেতু তাহা কাল	হেতু
যেমন স্থিতিকাল	দৃষ্টান্ত
(৬) সিদ্ধান্ত—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিতেছি—	

শূণ্যানাং প্রকৃতিকহেতুত্বাৎ মায়য়া সিদ্ধসাধনম্ ।

চেতনেনানধিষ্ঠানে ভেষাৎ হেতৌবিরুদ্ধতা ॥

তাৎপর্য এই যে, কার্যাবয়বিত্ব হেতুদ্বারা সত্ত্বাদিগুণের কেবল প্রকৃতিত্ব অথবা চেতনানধিষ্ঠিত প্রকৃতিত্ব সাধা ? প্রথমপক্ষে সিদ্ধসাধন দোষ হয় ; কারণ, ঈশ্বরাধীন ত্রিগুণমায়ী জগতের প্রকৃতি—ইহা সিদ্ধান্তীরও স্বীকার্য । দ্বিতীয়পক্ষে সম্বন্ধহেতু বিরুদ্ধ হয় ; কারণ, ঘটাদিতে অল্পগত যুক্তিকাদিতে চেতনানধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্তি থাকে ।

আর তাহা হইলে বিবাদের বিষয় জগৎ, চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতনপ্রকৃতিক অর্থাৎ ঐরূপ অচেতন হইতে উৎপন্ন নহে ; কারণ, তাহা কার্যবস্তু যেমন—কুস্ত । এই প্রকার সংপ্রতিপক্ষিত হয় অর্থাৎ উক্ত হেতু সংপ্রতিপক্ষনামক দোষযুক্ত হয় । আর স্পৃহাদিবস্তু আত্মনিষ্ঠ বলিয়া তাহাদের ঘটাদিতে অধ্যয় ইওয়া অসিদ্ধ । পদ্মাবতীপ্রভৃতি স্পৃহাদির কারণই হয়, কিন্তু স্পৃহাদিস্বরূপ হয় না ; কারণ, তাহা অনুভববিরুদ্ধ, পরিমিতত্বহেতুও সংস্পৃষ্টবস্তুপ্রকৃতিকত্বকে সাধন করে না । কারণ, দেশবশতঃ যে পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হওয়া তাহা আকাশে অব্যাপ্ত অর্থাৎ আকাশে তাহা নাই । বস্তুবশতঃ যে পরিমিতত্ব তাহা আত্মাতে অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যতিচারী হয় ; কারণ, আত্মা অগ্রবস্তু অপেক্ষা পরিচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু তাহাতে সংস্পৃষ্টমান-বস্তুপ্রকৃতিকত্বরূপ সাধ্য নাই ; কারণ, আত্মা নিত্য । কালবশতঃ যে পরিমিতত্ব তাহা সাবয়বত্বদ্বারা উপাধিযুক্ত অর্থাৎ এই হেতুতে সাবয়বত্ব উপাধি আছে । কারণ, নানা বস্তু হইতে উৎপন্ন অক্ষুরাদি সকল বস্তুই সাবয়ব এবং এই সাবয়বত্ব হেতুর ব্যাপক নহে ; কারণ, ক্রিয়াদিতে তাহার অল্পমান করিলে বাধ হয় ; যেহেতু সেখানে সাধ্য থাকে না, এবং বিষয়িত্বহেতু ও অতীতাদি বস্তুর জ্ঞানে অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যতিচারী হয় । তাহার কারণ, যাহা অতীত বা ভবিষ্যৎ তাহাও যদি বর্তমান হয়, তাহা হইলে অতীতাদির জ্ঞান নিরালম্বন হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহা হইলে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন বস্তু না থাকায় উক্ত জ্ঞান বিষয়শূন্য হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ সকল বস্তুই তাহা হইলে বর্তমান হইয়া যায়, এবং সপ্রতিযোগিত্বহেতু ও অভাবে ব্যতিচার হয় । কারণ, অভাবেরও প্রতিযোগী থাকে, অথচ তাহা বিজ্ঞমানপ্রতিযোগিক নহে অর্থাৎ তাহার প্রতিযোগী বর্তমান থাকে না ; কারণ, তাহা হইলে ব্যাঘাতরূপ দোষ হয় । অর্থাৎ যাহার অভাব তাহাই যদি বিজ্ঞমান থাকে, তাহা হইলে অভাব হইল কি করিয়া ? আর কালত্বাদি হেতু বাধিত বিষয় অর্থাৎ উক্ত হেতুর সাধ্য-কার্যত্বের বাধ হয়, অর্থাৎ প্রলয়কালরূপ পক্ষে সে সাধ্য নাই । কারণ, প্রলয়ে যে সাধ্য থাকে না, তাহা ধর্ম্ম-গ্রাহক প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত, অর্থাৎ যে প্রমাণদ্বারা প্রলয়রূপ পক্ষের জ্ঞান হয়, তাহার দ্বারাই জ্ঞান হয় যে, প্রলয়ে কোন কার্য থাকে না । আর ইহাও বলিতে পার না যে, প্রলয়ে কার্য থাকে বটে, কিন্তু তাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয় না । কারণ, কার্যের মত অভিব্যক্তিও যদি বর্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহার অনভিব্যক্তি বলা ব্যাঘাত হয়, আর যদি অভিব্যক্তি বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে কার্যও অসৎ হইয়া পড়ে । কিন্তু আমাদের মতে যাহা সর্বদাই সৎ তাহা কখনও অসৎ হইবে না, কিন্তু যাহা কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, তাহা (কার্য) সৎ ও নয় অসৎ ও নয় অর্থাৎ অনির্বচনীয়—ইহা আমরা আরম্ভাধিকরণে বলিয়া দিয়াছি ।

মহদীর্ঘাধিকরণং নাম

দ্বিতীয়াধিকরণম্

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ । ১১ *

প্রথমাধিকরণের তাৎপৰ্য্য।

এই অধিকরণটি শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থ মুনি যে দুইটা শ্লোকদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা এই—

প্রধানং জগতো হেতুর্ন বা সর্বের ঘটাদয়ঃ ।

অধিতাঃ স্বখদুঃখাভৈর্যতো হেতুরতো ভবেৎ ॥১

ন হেতুর্যোগ্যরচনাপ্রবৃত্তাদেবসম্ভবাৎ ।

স্বখাত্মা আন্তরা বাহ্য ঘটাত্মস্ত কুতোহম্বয়ঃ ॥২

অম্বয়ঃ—প্রধানং জগতঃ হেতুঃ ন বা ? যতঃ সর্বের ঘটাদয়ঃ স্বখদুঃখাভৈর্যতো হেতুরতো ভবেৎ ॥১ যোগ্যরচনাপ্রবৃত্তাদেবঃ অসম্ভবাৎ ন হেতুঃ স্বখাত্মাঃ আন্তরাঃ, ঘটাদয়স্ত বাহ্যঃ, অম্বয়ঃ কুতঃ ? ॥২

শাক্তরচনাম্ ।

মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।

প্রধানকারণবাদো নিরাকৃতঃ পরমাণুকারণবাদ ইদানীং নিরাকর্তব্যঃ । তত্রাদৌ তাবদ্ যঃ অণুবাদিনা ব্রহ্মবাদিনি দোষঃ উৎপ্রেক্ষ্যতে, স প্রতিসমাধীয়তে । তত্রায়ং বৈশেষিকাণাম্ অভ্যুপগমঃ—কারণব্রহ্মসমবায়িনো গুণাঃ কার্য্যব্রহ্মে সমানজাতীয়ং গুণান্তরম্ আরভন্তে, শুক্রেভ্যঃ তন্তুভ্যঃ শুক্লস্ত পটস্ত প্রসবদর্শনাৎ তদ্বিপর্য্যাদর্শনাচ্চ । তন্মাৎ চেতনস্ত ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বৈ অভ্যুপগম্যমানে কার্য্যেহপি জগতি চৈতন্ত্বং সমবেয়াৎ । তদদর্শনাৎ তু ন চেতনং ব্রহ্ম জগৎকারণং ভবিতুম্ অর্হতি ।

ভাষ্যমবাদ ।

সূত্রার্থ—হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ অর্থাৎ ‘হ্রস্ব হইতে’ অর্থাৎ দ্ব্যণুরূপ অণু হইতে এবং ‘পরিমণ্ডল হইতে’ অর্থাৎ পরমাণু হইতে ; মহদীর্ঘবৎ অর্থাৎ মহৎ ও দীর্ঘ দ্রাণুকের ন্যায় ; বা অর্থ এবং ; অর্থাৎ হ্রস্ব ও অণু দ্রাণুকের ন্যায় [চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয় ।] অর্থাৎ যেমন তোমার মতে মহৎ ও দীর্ঘ দ্রাণুকাদি হ্রস্ব দ্রাণুক হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নিজেই কারণের মহৎ বা দীর্ঘত্বকে অপেক্ষা করে না । কারণ, দ্রাণুকে উহা নাই, (বা শব্দের অর্থ অহুক্ত সমুচ্চয় অর্থাৎ যাহা বলা হয় নাই, তাহাও ধরিয়া লইতে হইবে ।) অর্থাৎ পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু হইতে যেমন অণু ও হ্রস্ব দ্রাণুক উৎপন্ন হয়, তাহা পরমাণুর অণুত্ব বা হ্রস্বত্বকে অপেক্ষা করে না ; কারণ, পরমাণুতে তাহা নাই । এইরূপ আমার মতে চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন আকাশাদি জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা কারণের অচেতনত্বকে অপেক্ষা করে না ।

ভাষ্যার্থ—প্রধানকারণবাদ অর্থাৎ যাহারা প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া থাকেন, তাহাদের মতের নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করা হইল, এক্ষণে পরমাণুকারণবাদ অর্থাৎ যাহারা পরমাণুকে জগতের কারণ বলেন, তাহাদের মত অর্থাৎ বৈশেষিকাদিদর্শনের মত খণ্ডন করিতে হইবে । তন্মধ্যে প্রথমে পরমাণুবাদী বৈশেষিক ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ বেদান্তমতবাদীর প্রতি যে দোষের উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ আরোপ করেন, তাহার প্রতিসমাধান অর্থাৎ উদ্ধার করিতেছেন । বৈশেষিকগণের অভ্যুপগম এই যে, অর্থাৎ বৈশেষিকগণের নিয়ম এই যে, কারণব্রহ্মে সমবায় সম্বন্ধে যে গুণসকল থাকে, তাহার কার্য্যব্রহ্মে সমানজাতীয় অর্থাৎ নিজের তুল্যজাতীয় গুণসকলকে আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন করে ; কারণ, দেখা যায়, শুক্লবর্ণ তন্তু হইতে শুক্লবর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হয়, ইহার বিপর্য্যয়ও দেখা যায় না । অতএব চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে কার্য্যস্বরূপ জগতেও চৈতন্ত্ব সমবেত হইত । কিন্তু তাহা দেখা যায় না বলিয়া চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না ।

* এখানে “মহদীর্ঘবৎ” এই প্রথমোক্তপদ থাকায় এতদ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করা হইল । এই অধিকরণে স্বপক্ষস্থাপন করায়

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর ।)

[মহর্দীর্ঘবাক্ষ্যে ব্রহ্মপরিমাণলভ্যাম্ । ১১]

ভাষ্যতী ।

“প্রধানকারণবাদ” ইতি । যথৈব প্রধানকারণবাদঃ ব্রহ্মকারণবাদবিরোধী এবং পরমাণু-কারণবাদোহপি, অতঃ সোহপি নিরাকর্তব্যঃ । [এতেন] “এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ” ইত্যস্মৈ প্রপঞ্চ আরভ্যতে । তত্র বৈশেষিকা ব্রহ্মকারণত্বং দৃশ্যাস্বভূবুঃ । চেতনং চেৎ আকাশাদীনাম্ উপাদানং তদারব্ধম্ আকাশাদি চেতনং স্মৃত্যৎ । কারণগুণপ্রক্রমেণ হি কার্যো গুণারম্ভো দৃষ্টঃ, যথা শুক্রেঃ তন্তুভিঃ আরব্ধঃ পটঃ শুক্রেঃ, ন জাতু অসৌ কৃষ্ণো ভবতি । এবং চেতনারব্ধম্ আকাশাদি চেতনং ভবেৎ, ন তু অচেতনম্ । তস্মাদ্ অচেতনোপাদানম্ এব জগৎ । তচ্চ অচেতনং পরমাণবঃ । সূক্ষ্মাৎ খলু সূক্ষ্মস্য উৎপত্তিঃ দৃশ্যতে, যথা তন্তুভিঃ পটস্য, এবম্ অংশুভাঃ তন্তুনাং, এবম্ অপকর্ষণার্থস্য কারণদ্রব্যম্ অতিসূক্ষ্মম্ অনবয়বম্ অবতিষ্ঠতে, তচ্চ পরমাণু । তস্য তু সাবয়বত্বৈ অভ্যুপগম্যমানে অনন্তাবয়বত্বেন সূক্ষ্মেরাজসর্ষপয়োঃ সমান-পরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যুক্তম্ ।

তত্র চ প্রথমং তাবৎ অদৃষ্টবৎক্ষেত্রজসংযোগাৎ পরমাণৌ কৰ্ম্ম, ততঃ অসৌ পরমাণুস্তরৈণ সংযুক্ত্য দ্বাণুকম্ আরভতে । বহবস্তু পরমাণবঃ সংযুক্তা ন সহসা সূক্ষ্মম্ আরভন্তে, পরমাণুত্বৈ সতি বহুত্বাৎ ; ঘটোপগৃহীতপরমাণুবৎ । যদি হি ঘটোপগৃহীতাঃ পরমাণবঃ ঘটম্ আরভেরন, ন ঘটে প্রবিভজ্যমানে কপালশর্করাভ্যাপলভ্যেত, তেষাম্ অনারব্ধত্বাৎ ঘটশ্চৈব তু তৈঃ আরব্ধত্বাৎ । তথা সতি মুদগরপ্রহারাদ্ ঘটবিনাশে ন কিঞ্চিং উপলভ্যেত, তেষাম্ অনারব্ধত্বাৎ । তদবয়বানাং পরমাণুনাং অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ । তস্মাৎ ন বহুনাং পরমাণুনাং দ্রব্যং প্রতি সমবায়িকারণত্বম্, অপি তু দ্বাবেব পরমাণু দ্বাণুকম্ আরভতে । তস্য চ অণুত্বং পরিমাণং পরমাণুপরিমাণাৎ পারিমাণুল্যাৎ অণুত্বং দৈশ্বরবুদ্ধিম্ অপেক্ষ্য উৎপন্ন্য দ্বিভুসংখ্যা আরভতে ।

ন চ দ্বাণুকাভ্যাং দ্রব্যস্য আরম্ভঃ, বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ । তদপি হি দ্বাণুকমেব ভবেৎ, ন তু মহৎ । কারণবহুত্বমহত্বপ্রচয়বিশেষেভ্যো হি মহত্বস্য উৎপত্তিঃ । ন চ দ্বাণুকয়োঃ মহত্বম্ অস্তি, যতঃ তাভ্যাম্ আরব্ধং মহদ্ ভবেৎ । নাপি তয়োঃ বহুত্বং, দ্বিভুদেব । ন চ প্রচয়ভেদঃ তূলপিণ্ডানামিব, তদবয়বানাং অনবয়বত্বেন প্রশিখিলাবয়বসংযোগভেদবিরহাৎ । তস্মাৎ তেনাপি তৎকারণদ্বাণুকবদ্ অণুনৈব ভবতিব্যম্ । তথা চ পুরুষোপভোগাতিশয়াভাবাৎ অদৃষ্ট-নিমিত্তত্বাচ্চ বিশ্বনিষ্ঠাংশস্ত ভোগার্থত্বাৎ তৎকারণেন চ দ্বাণুকেন তন্নিষ্পত্তেঃ, কৃতং দ্বাণুকাশ্রয়েণ দ্বাণুকান্তরৈণ, ইতি আরম্ভবৈয়র্থ্যম্ । আরম্ভার্থবদ্বয় বহুভিরেব দ্বাণুকৈঃ ত্রাণুকং চতুরণুকং বা দ্রব্যং মহদীর্ঘম্ আরব্ধব্যম্ । অস্তি হি তত্র তত্র ভোগভেদঃ । অস্তি চ বহুত্বসংখ্যা

ইহাতে পাদসঙ্গতির ব্যাঘাত হইয়াছে । কারণ এটি পরপক্ষখণ্ডনপাদ । ভাস্করভাষ্যে এই মতাবলম্বী । রামানুজাদি ভাষ্যে এই অধিকরণটিকে খণ্ডনপরিহার করিয়া পাদসঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত এই একটি হুত্রে একটি অধিকরণ—ইহা শঙ্কর ও ভাস্কর-ভাষ্যের মত । অল্পমতে ইহা পরবর্তী অধিকরণের প্রথম হুত্র মাত্র । শাস্করমতে পাদসঙ্গতির ব্যতিক্রম দেখিলে মনে হয়, ইহা তিনি ব্যাসের সাম্প্রদায়িকব্যাখ্যানুরোধেই করিয়াছেন । নচেৎ অপর বহু পরবর্তী আচার্যের স্মার্য হুত্রের অন্ত্যথা পাঠ করিলে অথবা উহাকে প্রথমপাদে শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণে পাঠ করিলে কে বাধা দিত ? স্বমতস্থাপন করিয়া পরমতখণ্ডন করিতে হয়, কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী বিরোধ-পরিহাররূপ স্বমতস্থাপনপাদে বৈশেষিকের নিকট স্বমতবিরোধ পরিহার না করিয়া, তাহারের আক্ষেপের উত্তর না দিয়া “এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ” এই পূর্বপাদের হুত্রে সংক্ষেপে বৈশেষিকাদির মত খণ্ডনই করা হইয়াছে, স্বমতস্থাপনে বিরোধ পরিহার করা হয় নাই । এজন্ত এস্থলে অবাস্তরসঙ্গতিভেদে বিস্তৃতরূপে বিরোধপরিহারপূর্বক বৈশেষিক মতের খণ্ডন করা যাইতেছে । ইহাই পাদসঙ্গতিভবনে শঙ্করমতের সমর্থনে যুক্তি । রামানুজাদিভাষ্যে এই হুত্রের পূর্ব হুত্রের “অসমঞ্জসম্” পদের অনুবৃত্তি করিয়া ইহাকে খণ্ডনপরিহার করা হইয়াছে, কিন্তু অধিকরণারম্ভক হুত্রে অনুবৃত্তি করিতে হইলে পূর্বাধিকরণের প্রথম হুত্রের কোন পদের অনুবৃত্তি করা আবশ্যিক । বস্তুতঃ পশুপত্যাধিকরণে রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি তাহাই করিয়াছেন । তাহার পর এই পাদের সমস্ত অধিকরণের প্রথম হুত্রে নিষেধার্থক পদ আছে । কিন্তু এই অধিকরণে তাঙ্গ নাই, এজন্ত ইহাকে স্থাপনপরিহার করাই আবশ্যিক । হুত্রকারের অভিপ্রায় এক্ষেত্রে আর অল্পরূপ ইহাতে পারে না । অতএব এই হুত্রেই খণ্ডনপরিহার করিয়া ব্যাখ্যা করা অপর আচার্য্যগণের হুত্রকারের অধিভিপ্রায়ানুসরণ করিয়া হয় নাই ।

(বৈশেষিককট্টক আক্ষেপের উত্তর ।)

[মহদীর্ঘবহা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ । ১১:]

ভাস্তী ।

ঈশ্বরবুদ্ধিম্ অপেক্ষা উৎপন্নামহত্বপরিমাণযোনিঃ । ত্র্যণুকাদিভিঃ আরক্যং তু কার্যাজব্যাং কারণ-
বহুত্বাদ বা কারণপ্রচয়ভেদাদ বা কারণমহত্বাদ বা মহদ্ ভবতি ইতি প্রক্রিয়া ।

তৎ এতয়া এষ প্রক্রিয়য়া কারণসমবায়িনঃ গুণাঃ কার্যাজব্যা সমানজাতীয়মেব গুণান্তরম্
আরভন্তে ইতি দূষণম্ অদূষণীক্রিয়তে, ব্যভিচারঃ ইত্যাহ । যথা মহদ্ জব্যাং ত্র্যণুকাদি হ্রস্বাৎ
দ্ব্যণুকাং জায়তে, ন তু মহত্বগুণোপজননে দ্ব্যণুকগতং মহত্বম্ অপেক্ষতে, তন্তু হ্রস্বত্বাৎ । যথা
বা তদেব ত্র্যণুকাদি দীর্ঘাৎ হ্রস্বাৎ দ্ব্যণুকাং জায়তে, ন তু তদগতং দীর্ঘত্বম্ অপেক্ষতে তদভাবাৎ ।
বা—শব্দঃ চার্থে, অনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ । যথা দ্ব্যণুকম্ অণুহ্রস্বপরিমাণং পরিমণ্ডলাৎ পরমাণোঃ
অপরিমণ্ডলাৎ জায়তে, এবং চেতনাদ ব্রহ্মণঃ অচেতনং জগৎ নিম্পত্ততে ইতি সূত্রয়োজনা ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

যত্বপি অস্ত স্বপক্ষদোষপরিহারস্ত স্মৃতিপাদে এষ সম্বতিঃ, তথাপি যদি প্রধানগুণানবয়ঃ জগৎ ন তৎপ্রকৃতিকং, তহি ব্রহ্ম-
বিশেষগুণানবয়ঃ ন তদুপাদানকম্ ইতি অবাস্তরসম্বতিলোভ্যং ইহ লিখিতঃ । তদ্বজ্ঞানপ্রধানস্ত অস্ত শাস্ত্রস্ত পরমত্বনিরাসপরত্বা-
ভাবাৎ “নিরাকৃতঃ” “নিরাকর্তব্যঃ” ইতি চ ভাষ্যনির্দেশাযোগম্ আশঙ্ক্য আহ—“যথৈব” ইতি । শ্রোতব্রহ্মবীসিক্তো তন্নিরাস ইত্যর্থঃ ।
“এতেন” ইত্যত্র কারণঃ কার্যস্য নূনপরিমাণম্ ইতি নিয়মো ভগ্নঃ । ইহ কারণবিশেষগুণস্য কার্যো গুণারম্ভনিরমো ভজাতে ইতি সত্যপি
ভেদে বীতিসাম্যাকৃতজামিত্বপরিহারঃ । “প্রপঞ্চ আরভ্যতে” ইতি । কারণগুণস্য প্রকৃত্যঃ উপক্রমঃ নিয়তপূর্বসম্বৎ তেন তম্ অসমবায়ি-
কারণং কৃৎস্না ইত্যর্থঃ । তর্কস্ত বিপর্যায়ম্ অনুমানম্ আহ “তস্মাৎ” ইতি । বিমতম্ অচেতনোপাদানকং, কার্যজব্যাৎ, সম্ভবৎ
ইত্যর্থঃ । জ্ঞানাদৌ ব্যভিচারবারণং দ্রব্যপদম্ । ময়াশবলব্রহ্মোপাদানত্বেন সিদ্ধসাধনত্বং ব্যাবর্তয়িতুম্ এব-কারঃ । প্রধানসিদ্ধ্যা
অবাস্তরত্বম্ আশঙ্ক্য আহ—“তচ্চ” ইতি । “ইত্যান্তম্” ইতি । “এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা” (২।১।১২) ইত্যত্র পূর্বপক্ষে ইত্যর্থঃ ।
মহাপ্রলয়ে প্রযত্নাভিযাতান্ত্র্যভাবাৎ কথম্ অণুঃ কথম্ ? তত্রাহ—“অদৃষ্টবৎ” ইতি । নহু কিং দ্ব্যণুকারন্তব্যবিনা, অতঃ আহ—“বহবন্তু”
ইতি । অসংযুক্তানাম্ আরম্ভানুপগমস্য সিদ্ধসাধনম্ আশঙ্ক্য আহ—“সংযুক্তা” ইতি । “সহসা” ইতি । দ্ব্যণুকম্ অনারভ্য ইত্যর্থঃ ।
অনেন বাধঃ অপোদিতঃ । তদ্বাদিষু ব্যভিচারবারণার্থম্ “অণুত্ব” ইতি । দ্ব্যণুকেষু অনৈকান্তিকত্ববারণার্থঃ “পরম” ইতি । পরমাণুঃ স্বাপেক্ষয়া
স্থলদ্ব্যণুকারন্তকরোঃ অব্যভিচারায় “বহুত্বাদি” ইতি । সাধাবৈকল্যম্ আশঙ্ক্য আহ—“যদি হি” ইতি । পরমাণবঃ কিম্ অনারভ্য দ্ব্যণুকাদীনি
কুন্তম্ আরভন্তে ইতি উক্ত আরভ্য । নান্তঃ ইত্যাহ—“ন ঘট” ইতি । সত্যোব ঘটে বুদ্ধ্যা বিভিজ্যামানে কপালাদিতথ্যবয়বিনো
ন উপলভ্যেতান্ । তথাচ ত্রৈলোক্যেণ অণুপলক্ষ্যেরোধোপরেণ ঘটে সংস্থানবিশেষানুপপত্তেঃ * ব্যক্তকাত্যাবৎ ঘটানুপলক্ষিপ্ৰসঙ্গ ইত্যর্থঃ ।
ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—“ঘটৈশ্চৈব তু” ইতি । যদি হি পরমাণব এব পণ্ডাবয়বিনম্ আরভ্য মহাবয়বিনঃ আরভেতনং তথা সতি সর্ব এব তে
পরমাণুঃ সম্ভবন্তঃ । তচ্চ ন, মূর্তীনাম্ অবয়বাবয়বিত্তাবিরহিণাম্ একদেশত্বাভাবনিয়মাৎ । অবয়বাবয়বিনো হি তন্তপটৌ একত্র
সংযোগিজুতাং ভবতঃ, ন তু পরমাণুঃ সমন্যতাম্ অবয়বিনাম্ অস্তি পরস্পরম্ অবয়বাবয়বিত্তাবিঃ ইতি ন সমানদেশতা । তস্মাৎ যদি
পরমাণুভিঃ স্থলম্ আরভ্যতে ঘট এব বা আরভ্যঃ স্তাৎ ন কপালাদীনি ইত্যর্থঃ । যদি চ ঘট এব পরমাণুভিঃ আরক্যং তদা ন
কেবলং বিভিজ্যামানে ঘটে সংস্থানানুপলক্ষ্যপ্রসঙ্গঃ, কিন্তু নাশাৎ উক্তম্ অপি কপালানুপলক্ষ্যপ্রসঙ্গঃ ইত্যাহ—“তথা সতি” ইতি । ন চ
বাচ্যঃ কুন্তভঙ্গসমনস্তরম্ অবস্থিতসংযোগসতিবাঃ পরমাণবঃ কপালকাদীনি আরভন্তে, সতি তু কুন্তে তেন প্রতিবন্ধাৎ অসন্তোহপি সংযোগা
নারভন্তে ইতি, যতঃ কপালাদীনামেব সহসা আরভন্তে সংস্থানানুপলক্ষ্যঃ স্তাৎ, দ্ব্যণুকাদীনি আরভ্য তদারম্ভে মূর্তীনঃ সমানদেশত্বাযোগঃ,
দ্ব্যণুকাদিপ্রক্ৰমেণ তদারম্ভে কুন্তারম্ভোহপি তথা ভবতু ইতি বুধ্য চ শুদ্ধবর্ণমিতি + । নহু দ্ব্যণুকৈরপি যদি বহুভিঃ কার্যম্ আরভ্যতে, তহি
ঘটাদয়ঃ অপি আরভ্যস্তাৎ, তথা চ আন্তরালিককার্যানুপলক্ষ্যপ্রসঙ্গঃ । অথ তৈঃ ত্রৈলোক্যেণৈব আরভ্যতে, তহি পরমাণুভিরপি স এব
আরভ্যতাৎ, মুখা দ্ব্যণুকং, বিশেষো বা বাচ্যঃ, উচ্যতে—কিং সর্বত্র পদমাণুনাম্ আরম্ভকত্বম্ উত কচিৎ দ্ব্যণুকাদিপ্রক্ৰমোহপি । নান্তঃ, যতঃ
এব অস্তি লোষ্ট্রমূল্যবয়বপরমাণুসংখ্যাপেক্ষয়া লোষ্ট্রাবয়বমূলপরমাণুনাং সংখ্যাপেক্ষাঃ । অত্থাখ্য লোষ্ট্রত্ববয়বয়োঃ গুরুত্বাদিসাম্যপ্রসঙ্গাৎ ।
তাবৎ তদপেক্ষয়া তদবয়বতদবয়বানাং মূল্যবয়বপরমাণুসংখ্যাপেক্ষাঃ প্রক্ৰিয়াঃ । ন চ অগ্ন্য নিরবধিঃ, একত্বাৎ পরং নূনসংখ্যাসম্ভবাৎ । ন চ
ত্রিভুজং আরম্ভকসংখ্যাবধিঃ, ততঃ পরমপি একত্ববিষয়ত্বাৎ । ন চ একত্বম্, একত্র সংযোগানুপপত্তৌ অসমবায়িকারণবিধুরস্ত অনারম্ভকত্বাৎ ।
তস্মাৎ সজাতীয়সংযুক্তপরমাণুগতত্রিভুজং আরম্ভকসংখ্যাপেক্ষাবধিঃ ইতি সিদ্ধং দ্ব্যণুকম্ । তথাচ ন সর্বত্র পরমাণুভিঃ ত্র্যণুকারম্ভঃ । নাপি
দ্বিতীয়ঃ, সিদ্ধং হি পরমাণোঃ ত্র্যণুকারণং দ্ব্যণুকং প্রতি কারণত্বম্ । তথাচ ন তন্তু কাপি ত্র্যণুকারণত্বসম্বৎ, কারণ-কারণজাতীয়স্ত
কার্য-কার্যজাতীয়ঃ প্রতি অনারম্ভকত্বাৎ । ন হি অংগুষ্ঠাতীয়ঃ তন্তুকাব্যঃ পটজাতীয়ম্ আরভতে ইতি । বহুত্বং প্রতি বহুনাং পরমাণুনাং
সমবায়িকারণত্বাৎ জব্যাঃ প্রতি ইতি উক্তম্ । প্রলয়ে অম্বাদীনাম্ অপেক্ষাবৃদ্ধ্যভাবম্ আশঙ্ক্য ঈশ্বরবুদ্ধিম্ ইত্যান্তম্ । “তদপি হি” ইতি ।
পরিমাণস্ত সজাতীয়পরিমাণারম্ভকত্বনিয়মাৎ ইত্যর্থঃ । “কারণবহুত্ব” ইতি । সমপরিমাণদুটসংযোগবৎ-তন্তুারম্ভপটয়োঃ মধ্যে যৎ
অন্ততরমিন্ মহত্বম্ উক্তিত্বং তন্তু কারণবহুত্বাৎ উৎপত্তিঃ । সমসংখ্যাদুটসংযোগবৎ-তন্তুারম্ভপটয়োঃ কারণমহত্বাৎ, সমপরিমাণসমসংখ্য-
তন্তুারম্ভকরোঃ পূনঃ কারণপ্রচয়াৎ ইত্যর্থঃ । যথা তুলপিগুণাঃ প্রচয়ঃ তথা দ্ব্যণুকয়োঃ নান্তি ইত্যত্র হেতুম্ আহ—“তদবয়বানাম্” ইতি ।
প্রচয়ঃ হি আরম্ভকাবয়বগতঃ শিথিলসংযোগঃ, সমতুলিততুলপিগুণভাষ্যম্ আরম্ভকরোঃ মতং তুলপিগুণোঃ অস্ততরমহত্বাতিশয়কারণম্ ।

* সংস্থানবিশেষানিষ্পত্তেঃ । ইতি পাঠান্তর ।

+ শুদ্ধকর্ণমিতি । ইতি পাঠান্তর ।

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমাণুলাভ্যাম্ ১১১]

বেদান্তকল্পতরু।

ন চ দ্ব্যণুকয়োঃ অবয়বানাং পরমাণনাং ভাগেন লগ্নত্বং ভাগেন অলগ্নত্বম্ ইত্যেবংকল্পঃ শিথিলসংযোগঃ, নিরবয়বত্বাৎ ইত্যর্থঃ। যদি দ্ব্যণুকগতা সংখ্যেব ত্র্যণুকগতমহত্বকারণং, তহি ত্র্যণুকাদিগতা সংখ্যেব তৎকার্যমহত্বহেতুঃ অন্তঃ, ইতি আশঙ্ক্য তত্র মহত্বাদিসম্ভবাৎ অনিয়মঃ ইত্যাহ—“ত্র্যণুকাদিভিঃ” ইতি। সমানজাতীয়গুণান্তরম্ আরভজে ইতি দূষণং বাস্তিচার্যং হেতোঃ অদূষণীক্রিয়তে সূত্রকারেণ ইত্যাহ—ভাষ্যকারঃ “ইমম্ অভূপগমং তদীয়য়েব প্রক্রিয়য়া” ইত্যাদি ভাষণে ইতি শেষঃ। সূত্রম্ উদাহৃত্য ব্যাচষ্টে—“যথা” ইত্যাদিনা। যথাশ্রুতসূত্রে পরিমাণুলাদপি মহদারম্ভো ভাতি, স চ অমুক্তঃ ইতি মতঃ বস্তি—“অনুক্তেন্তি। অনুক্তমেব দর্শয়তি—“যথা দ্ব্যণুকম্” ইতি। সূত্রে বতোঃ * অধস্তাৎ অণু ইতি অধাহর্তব্যম্। তথা চ যথাক্রমং হ্রস্বপরিমাণুলাভ্যাঃ মহদীর্ঘাণুবৎ ইতি সূচনায় বা-শব্দঃ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

প্রধানকারণবাদ ইত্যাদির অর্থ—যেমন প্রধানকারণবাদ অর্থাৎ সাংখ্যমত ব্রহ্মকারণবাদ অর্থাৎ বেদান্তমতের বিরোধী, পরমাণুকারণবাদও অর্থাৎ বৈশেষিকমতও সেইরূপ বিরোধী, অতএব তাহাও খণ্ডনকরা উচিত। এই সূত্রদ্বারা “এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ” এই পুরোক্ত সূত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার আরম্ভ করা হইতেছে। এখন বৈশেষিকগণ ব্রহ্মকারণবাদে দোষ দিয়াছেন যে—চেতন যদি আকাশাদি কার্যের উপাদানকারণ হইতেন, তাহা হইলে তদারম্ভ অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন আকাশাদিও চেতন হইত। যেহেতু কারণগুণপ্রক্রমে অর্থাৎ সমবায়িকারণের গুণ অনুসারেই তাহার কার্যে গুণের উৎপত্তি হয়—দেখা যায়। যেমন শুক্লবর্ণ তন্তু হইতে উৎপন্ন বস্ত্র শুক্লবর্ণ হয়, তাহা কখনও কৃষ্ণবর্ণ হয় না। এইরূপে চেতন হইতে উৎপন্ন আকাশাদিও চেতন হইবে, কিন্তু অচেতন হইবে না। অতএব জগতের উপাদানকারণ অচেতনই। আর সেই অচেতন বস্তু হইতেছে পরমাণুসকল। দেখা যায়—সূক্ষ্ম হইতে স্থূলবস্তুর উৎপত্তি হয়, যেমন তন্তুদ্বারা বস্ত্রের, এবং অংশু (আঁশ) হইতে তন্তুর উৎপত্তি হয়, এইরূপ অপকর্ষ অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত কারণত্রয়া অতিশয় সূক্ষ্ম নিরবয়ব হইয়া দাঁড়ায়, আর তাহাই পরমাণু। কিন্তু পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলে অবয়ব অনন্ত হওয়ায় পর্য্যবসায় সূক্ষ্মের ও সর্বপ উভয়ের পরিমাণ সমান হইয়া পড়ে—ইহা আমি পূর্বে বলিয়াছি।

এখন প্রথমে অদৃষ্টবৎক্ষেত্রসংযোগবশতঃ অর্থাৎ অদৃষ্টযুক্ত জীবাত্মার সংযোগবশতঃ পরমাণুতে কণ্ঠ হয়, তাহার পর সেই পরমাণু অত্র পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুককে আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন করে। কিন্তু বহু পরমাণু সংযুক্ত হইয়া সহস্রা অর্থাৎ দ্ব্যণুক আরম্ভ না করিয়া একবারেই স্থূল আরম্ভ করে না; কারণ, তাহার বহু পরমাণু, যেমন—ঘটোপগৃহীত অর্থাৎ ঘট প্রস্তুত করিবার জ্ঞান সংগৃহীত পরমাণুসকল। যদি ঘটোপগৃহীত পরমাণু সকল (দ্ব্যণুক আরম্ভ না করিয়া) ঘট প্রস্তুত করিত, তাহা হইলে বর্তমান ঘট প্রভিভজ্যমান হইলে অর্থাৎ ঘট থাকি অনস্থায় ঘটকে বুদ্ধিদ্বারা বিভাগ করিলে কপাল ও শর্করাদি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল উপলব্ধি হইত না; কারণ, তাহাদের দ্বারা ত কপাল ও শর্করাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হয় নাই, কিন্তু পরমাণু সকল দ্বারা একেবারে ঘটই উৎপন্ন হইয়াছে। আর তাহা হইলে অর্থাৎ কেবল ঘট আরম্ভ হইলে মুদারগ্রহাণে ঘটদংশ হইলে (শর্করা চূর্ণ প্রভৃতি) কিছুই দেখা যাইত না; কারণ, উহার পরমাণু দ্বারা আরম্ভ হয় নাই। আর তাহার অবয়ব পরমাণু সকল অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। অতএব বহু পরমাণু দ্রব্যের প্রতি সমবায়িকারণ নহে, কিন্তু দুইটি পরমাণুই দ্ব্যণুক উৎপাদন করে। তাহার পরিমাণ অণুত্ব, উহা পরমাণুর পরিমাণ পারিমাণ্ডিলা হইতে ভিন্ন। ঈশ্বরের অপেক্ষা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন পরমাণুগত দ্বিত্ব সংখ্যাই এই পরিমাণকে সৃষ্টি করে।

আর দুইটি দ্ব্যণুক হইতেও দ্রব্যের আরম্ভ হয় না; কারণ, তাহা বার্থ হইয়া পড়ে। যেহেতু তাহাও দ্ব্যণুকই হইবে, মহৎ হইবে না। কারণ, কারণের বহুত্ব, কারণের মহত্ব ও প্রচয়বিশেষ হইতে মহত্বের উৎপত্তি হয়। (ইহার ব্যাখ্যা ভামতীপ্রভাটীকাতে দ্রষ্টব্য)। আর দ্ব্যণুকদ্বয়েরও মহত্ব নাই যে, তাহা হইতে উৎপন্ন বস্ত্র মহৎ হইবে। তাহাদের বহুত্বও নাই; কারণ, তাহারা দুইটা মাত্র। আর তুলপিণ্ডের দ্বারা প্রচয়বিশেষ অর্থাৎ অবয়ব সকলের শিথিলসংযোগও নাই; কারণ, তাহার অবয়ব সকল নিরবয়ব বলিয়া প্রশিথিলাবয়বসংযোগভেদ অর্থাৎ অবয়ব সকলের ফাঁক ফাঁক সংযোগ বিশেষ নাই। অতএব তাহাও তাহার কারণ দ্ব্যণুকের মত অণুপরিমাণই হইবে, এবং তাহা হইলে পুরুষোপভোগাতিশয়াভাববশতঃ অর্থাৎ পুরুষের ভোগবিশেষ না হওয়ায় এবং অদৃষ্টরূপ নিমিত্তবশতঃ বিশ্বনির্মাণ হয় বলিয়া এবং ভোগই তাহার

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর ।)

[মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ । ১১]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

প্রয়োজন বলিয়া, তৎকারণদ্বারা অর্থাৎ দ্ব্যণুকের কারণীভূত দ্ব্যণুকের দ্বারাই তাহা নিম্পন্ন হইয়া যায় বলিয়া দ্ব্যণুকাশয় অর্থাৎ দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকের কোন প্রয়োজন নাই—এইরূপে তাহার আরম্ভ বার্থ হয়। আরম্ভার্থবস্তুর জ্ঞাত্ব অর্থাৎ আরম্ভকে সার্পক করিবার জ্ঞাত্ব বহু দ্ব্যণুকদ্বারা মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুক বা চতুরণুক দ্রব্য আরম্ভ করা উচিত। কারণ, সেই সেই দ্রব্যেই ভোগভেদ হয়, অর্থাৎ বিশেষ ভোগ হয়। আর দৈবের অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন বহুদ্রব্যমণ্ডল্য মহত্বপরিমাণের ঘোনি অর্থাৎ অসমবায়িকারণ। কিন্তু ত্র্যণুকাদির দ্বারা আরম্ভ কার্যাদ্রব্য কারণের বহুত্ববশতঃ অথবা কারণের প্রচয়ভেদবশতঃ অথবা কারণের মহত্ববশতঃ মহৎ হয়—ইহা কণাদিসম্প্রদায়ের প্রক্রিয়া।

(সূত্রকার) এই প্রক্রিয়াদ্বারাই “কারণসমবায়ী গুণসকল কার্যাদ্রব্যে সমানজাতীয় অর্থাৎ তুল্যাণুগ হইতে করে”—এই দোষকে নিবৃত্তি করিতেছেন, কারণ ব্যভিচার হয়, অর্থাৎ উক্ত নিয়মবশতঃ তাহারা যে দোষ দেন, সেই নিয়মে ব্যভিচার দেখাইয়া দিয়া দোষ উদ্ধার করিয়া দিতেছেন। ইহা (ভাষ্যকার ‘ইমমভ্যুপগমঃ’ ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা) বলিতেছেন। যেমন মহৎ দ্রব্য ত্র্যণুকাদি, হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু মহত্বগুণ উৎপন্ন হইতে দ্ব্যণুকের মহত্বকে অপেক্ষা করে না; কারণ, তাহা হ্রস্ব। অথবা যেমন সেই দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি দ্রব্যই হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার দীর্ঘত্বকে অপেক্ষা করে না; কারণ, তাহার দীর্ঘত্ব নাই। চ-কারের অর্থে বা-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহার অর্থ—অণুভেদ সমুচ্চয়, অর্থাৎ যাহা বলা হয় নাই তাহাও ধরিয়া লইতে হইবে। যেমন পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে অপরিমণ্ডল অণু ও হ্রস্ব পরিমাণ দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, এইরূপ চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয়, এইরূপে সূত্রের যোজনা করিতে হইবে।

শাক্তভাষ্যম্ ।

ইমম অভ্যুপগমঃ তদীয়স্বৈব প্রক্রিয়া ব্যভিচারয়তি। এষা তেষাং প্রক্রিয়া—পরমাণবঃ কিল কক্ষিৎ কালম্ অনারম্ভকার্য্যঃ যথাযোগঃ রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্য-পরিমাণাশ্চ তিষ্ঠন্তি। তে চ পশ্চাৎ অদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সংযোগসচিবাস্চ সন্তঃ দ্ব্যণুকাদি-ক্রমেণ ক্রৎস্নং কার্য্যজাতম্ আরভন্তে। কারণগুণাশ্চ কার্য্যে গুণাস্তরম্। যদা হৌ পরমাণু দ্ব্যণুকম্ আরভেতে, তদা পরমাণুগতা রূপাদিগুণবিশেষাঃ শুক্লাদয়ঃ দ্ব্যণুকে শুক্লাদীন্ অপরান্ আরভন্তে। পরমাণুগুণবিশেষস্ত পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারি-মাণ্ডল্যম্ অপরম্ আরভতে; দ্ব্যণুকস্ত পরিমাণাস্তরযোগাভ্যুপগমাৎ। অণুত্বহ্রস্বত্বে হি দ্ব্যণুকবর্ত্তিনী পরিমাণে বর্ণয়ন্তি। যদাপি চে দ্ব্যণুকে চতুরণুকম্ আরভেতে, তদাপি সমানং দ্ব্যণুকসমবায়িনাং শুক্লাদীনাম্ আরম্ভকত্বম্। অণুত্বহ্রস্বত্বে তু দ্ব্যণুকসমবায়িনী অপি নৈব আরভেতে; চতুরণুকস্ত মহত্বদীর্ঘত্বপরিমাণযোগাভ্যুপগমাৎ। যদাপি বহবঃ পরমাণবঃ, বহুনি বা দ্ব্যণুকানি, দ্ব্যণুকসহিতো বা পরমাণুঃ, কার্য্যম্ আরভতে, তদাপি সমানা এষা যোজনা। তদেবং যথা পরমাণোঃ পরিমণ্ডলাৎ সতঃ অণু হ্রস্বঃ চ দ্ব্যণুকং জায়তে মহৎ দীর্ঘং চ ত্র্যণুকাদি ন পরিমণ্ডলম্; যথা বা দ্ব্যণুকাৎ অণোঃ হ্রস্বাচ্চ সতঃ মহৎ দীর্ঘং চ ত্র্যণুকং জায়তে ন অণু নো হ্রস্বম্, এবং চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ অচেতনং জগৎ জনিস্থিতে ইতি অভ্যুপগমে কিং তব চ্ছিন্নম্।

ভাষ্যানুবাদ ।

এই অভ্যুপগমকে অর্থাৎ বৈশেষিকগণের স্বীকৃত এই নিয়মকে তাহাদেরই প্রক্রিয়া দ্বারা সূত্রকার ব্যভিচারযুক্ত করিতেছেন। তাহাদের প্রক্রিয়া এই—পরমাণু সকল কিছু কালব্যবৎ অর্থাৎ যতদিন প্রলয়কাল থাকে ততদিন, অনারম্ভকার্য্য অর্থাৎ কার্য্য আরম্ভ না করিয়া যথাযোগ অর্থাৎ যথাসম্ভব রূপাদিগুণবিশিষ্ট হইয়া পারিমাণ্ডল্যপরিমাণ হইয়া অর্থাৎ পরমাণুর যে অতি সূক্ষ্মপরিমাণ তদযুক্ত হইয়া থাকে। তাহার পর তাহারা অদৃষ্টাদিপুরঃসর অর্থাৎ অদৃষ্টবিশিষ্ট জীবের সম্বন্ধবশতঃ সংযোগসচিব হইয়া অর্থাৎ পরস্পর

(বৈশেষিকভুক্ত আক্ষেপের উত্তর।)

[মহাদীর্ঘবদ্ধা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ । ১১]

ভাষ্যমুবাদ ।

সংযোগসহকারে, দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমস্ত কার্যাবল্যকে সৃষ্টি করে, এবং কারণগুণসকল অর্থাৎ কারণসমবেত গুণসকল কার্যে (সজাতীয়) অন্তঃপ্রাণের সৃষ্টি করে। যখন দুইটা পরমাণু দ্ব্যণুক সৃষ্টি করে, তখন পরমাণুগত শুক্লবর্ণপ্রভৃতি রূপাদি গুণসকল দ্ব্যণুকে অন্তঃপ্রাণাদি গুণসকলের সৃষ্টি করে। কিন্তু পরমাণুর গুণবিশেষ যে পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ তাহার সূক্ষ্মপরিমাণ, তাহা দ্ব্যণুকে অন্তঃপ্রাণাদি গুণসকল সৃষ্টি করে না; কারণ, তাহার দ্ব্যণুকে অন্তঃপরিমাণের যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। যেহেতু অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুকগত পরিমাণ বলিয়া তাহার বর্ণনা করেন। আর যখন দুইটি দ্ব্যণুক, একটা চতুরণুক সৃষ্টি করে, তখনও দ্ব্যণুকে সমবেত শুক্লাদি গুণসকল সৃষ্টি পূর্বের মতই করে, কিন্তু অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুকে সমবেত হইলেও তাহার চতুরণুকে অণু ও হ্রস্ব সৃষ্টি করে না; কারণ, চতুরণুকে মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব পরিমাণের যোগ স্বীকার করা হয়। আর যখন বহু পরমাণু, বহু দ্ব্যণুক, অথবা দ্ব্যণুকের সহিত পরমাণু কার্য ত্রাণুকাদি উৎপাদন করে, তখনও এই নিয়ম তুল্য অর্থাৎ ঠিক থাকে। সেই প্রক্রিয়াতে এইরূপে যেমন পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক জন্মে এবং মহৎ ও দীর্ঘ ত্রাণুকাদি জন্মে, কিন্তু পরিমণ্ডল জন্মে না; অথবা অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্রাণুক জন্মে, কিন্তু অণুও জন্মে না, হ্রস্বও জন্মে না। এইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ জন্মিবে—ইহা স্বীকার করিলে তোমার কি ক্ষতি হয়?।

ভাস্তী।

ভাষ্যে—“পরমাণুগুণবিশেষস্ত” ইতি। পারিমাণ্ডল্যগ্রহণম্ উপলক্ষণম্। ন দ্ব্যণুকে অণুত্বমপি পরমাণুবর্তি পারিমাণ্ডল্যম্ আরভতে, তস্মাৎ হি দ্বিত্বসংখ্যায়োনিহাং ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ইতি সূত্রঃ গুণিপরম্, ন গুণপরম্। “যদাপি দ্বৈ দ্বৈ দ্ব্যণুকে” ইতি পঠিতব্যে প্রমাদাৎ একং দ্বৈ-পদং ন পঠিতম্। এবং চতুরণুকম্ ইত্যাদি উপপত্ততে। ইতরথা হি দ্ব্যণুকমেব তদপি স্মৃৎ ন তু মহৎ ইতি উক্তম্। অথবা দ্বৈ ইতি দ্বিত্ব, যথা “দ্বৈকয়ো-দ্বিবচনৈকবচনে” ইতি। অত্র হি দ্বিত্বৈকত্বয়োঃ ইত্যর্থঃ। অত্রথা দ্বৈক্যে ইতি স্মৃৎ সংখ্যায়ানাং বহুত্বাৎ। তদেবং যোজনীয়ম্—দ্ব্যণুকাধিকরণে যে দ্বিত্ব তে যদা চতুরণুকম্ আরভতে, সংখ্যায়ানাং চতুর্থাং দ্ব্যণুকানাং আরম্ভকত্বাৎ তত্তদগতে দ্বিত্বসংখ্যে অপি আরম্ভিকে ইত্যর্থঃ। এবং ব্যবস্থিতায়াং বৈশেষিকপ্রক্রিয়ায়াং তদদূষণস্ত ব্যাভিচারঃ উক্তঃ। অথ অব্যবস্থিতা, তথাপি তদবস্থো ব্যাভিচার ইত্যাহ—“যদাপি বহবঃ পরমাণবঃ” ইতি। ‘ন অণু জায়তে নো হ্রস্ব জায়তে’ ইতি যোজনা।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পরিমাণবিশেষস্ত পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যম্ অপরম্ আরভতে ইতি ভাষ্যে পরমাণুপারিমাণ্ডল্যাৎ দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যারম্ভ-নিষেধাৎ। অর্থাৎ দ্ব্যণুকগতগুণস্ত পারিমাণ্ডল্যাৎ আরম্ভ ইতি ভ্রমঃ স্মৃৎ তং নিরস্তম্—“পারিমাণ্ডল্যগ্রহণম্” ইতি। নহু সূত্রে হ্রস্বপরিমাণস্ত মহাদীর্ঘারম্ভকত্বঃ পরিমণ্ডলপরিমাণস্ত হ্রস্বপরিমাণারম্ভকত্বঃ চ ভাষ্যে, তং অযুক্তম্। অনন্তরনিষেধাৎ অতঃ আহ—“গুণিপরম্” ইতি। পরিমাণবজ্জব্যাভ্যাং দ্রব্যান্তরারম্ভ উচ্যতে, ন তু গুণারম্ভ ইত্যর্থঃ। “দ্ব্যণুকে” ইতি সপ্তম্যোবচনং কৃৎ বাক্যার্থম্ আহ—“দ্ব্যণুকাধিকরণে” ইতি। নহু দ্ব্যণুকগতদ্বিত্বয়োঃ কথং চতুরণুকারম্ভকত্বম্, সংখ্যায়ান্ দ্রব্যারম্ভকত্বযোগাৎ অতঃ আহ—“সংখ্যায়ানাম্” ইতি। ‘জায়তে’ পদাণুবদম্ আহ—“ইতি যোজনা” ইতি।

ভাস্তীর অনুবাদ।

ভাষ্যে পরমাণুগুণবিশেষস্ত ইত্যাদি গ্রন্থে পারিমাণ্ডল্যশব্দের যে উল্লেখ আছে, তাহা উপলক্ষণ, অর্থাৎ ইহা ভিন্ন অপরকেও বুঝাইবে। যথা—দ্ব্যণুকগত অণুত্বকেও পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্য আরম্ভ করে না। যেহেতু, তাহার কারণ দ্বিত্ব সংখ্যা—ইহাও বুঝিতে হইবে। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ এই সূত্রটি গুণি পর অর্থাৎ দ্ব্যণুক ও পরমাণুপ্রভৃতি দ্রব্যকে বুঝাইবে; গুণপরিমাণ অর্থাৎ হ্রস্ব ও পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি গুণ বুঝাইবে না। ভাষ্যে যদাপি দ্বৈ দ্বৈ দ্ব্যণুকে এইরূপ পাঠ করিতে হইবে, ভ্রমবশতঃ একটি দ্বৈ পদ পাঠ করা হয় নাই। তাহা হইলেই চতুরণুক ইত্যাদি গ্রন্থ সঙ্গত হয়। অত্রথা তাহাও দ্ব্যণুকই হইয়া যাইবে, কিন্তু মহৎ হইবে না, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অথবা দ্বৈ এই শব্দের অর্থ—দুইটি দ্বিত্বসংখ্যা। যেমন দ্বৈকয়োদ্বিবচনৈক-বচনে এই সূত্রে দ্বি ও এক শব্দের অর্থ—দ্বিত্ব ও একত্ব। তাহা না হইলে দ্বৈক্যে এইরূপ বহুবচনান্ত হইত; কারণ, সংখ্যায় অর্থাৎ যাহার সংখ্যা করা হয়, তাহার এখানে বহু। অতএব এইরূপে গ্রন্থযোজনা

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর ।)

[মহদীর্ঘবহা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ । ১১]

ভামতীর অনুবাদ ।

করিতে হইবে। যথা—দ্ব্যণুরূপ অধিকরণে যে দুইটি দ্বিত্ব থাকে, (অর্থাৎ দুই জোড়া দ্ব্যণুকে যে দুইটি দ্বিত্ব থাকে) তাহারা যখন চতুরণুক আরম্ভ করে তখন সংখ্যায় চারিটি দ্ব্যণুক চতুরণুকের আরম্ভক অর্থাৎ কারণ হয় বলিয়া তদগত দ্বিত্ব সংখ্যা দ্বয়ও আরম্ভক হইয়া থাকে। এইরূপে ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিয়মিত বৈশেষিক প্রক্রিয়াতে তাঁহাদের কল্পিত দোষের ব্যভিচার বলা হইল। আর যদি অব্যবস্থিত অর্থাৎ অনিয়মিত প্রক্রিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও ব্যভিচার সেইরূপ থাকিয়া যায়—যদ্যপি বহবঃ পরমাণবঃ এই গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন। অণু জন্মে না, হ্রস্ব জন্মে না—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে।

শাক্তরভাষ্যম্ ।

অথ মন্ত্রসে বিরোদিনা পরিমাণান্তরেণ আক্রান্তং কার্যাজব্যাং দ্ব্যণুকাদি, ইত্যতঃ ন আরম্ভকাণি কারণগতানি পারিমাণুল্যাदीনি ইতি অভ্যুপগচ্ছামি, ন তু চেতনাবিরোদিনা গুণান্তরেণ জগতঃ আক্রান্তত্বম্ অস্তি, যেন কারণগতা চেতনা কার্যে চেতনান্তরং ন আরভেত। ন হি অচেতনা নাম চেতনাবিরোধী কচ্চিদ্ গুণঃ অস্তি, চেতনাপ্রতি-
ষেধমাত্রহাৎ। তস্মাৎ পারিমাণুল্যাদিবৈষম্যাৎ প্রাপ্নোতি চেতনায়। আরম্ভকত্বম্ ইতি। মৈবং মংস্থাঃ। যথা কারণে বিদ্যমানানামপি পারিমাণুল্যাदीনাম্ অনারম্ভকত্বম্, এবং চৈতন্যস্তাপি ইত্যন্ত অংশস্ত সমানহাৎ।

ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বং পারিমাণুল্যাदीনাম্ অনারম্ভকত্বে কারণম্; প্রাক্ পরিমাণান্তরারম্ভাৎ পারিমাণুল্যাदीনাম্ আরম্ভকত্বোপপত্তেঃ, আরম্ভমপি কার্যাজব্যাং প্রাক্ গুণারম্ভাৎ ক্রমমাত্রম্ অগুণং তিষ্ঠতি ইতি অভ্যুপগমাৎ। ন চ পরিমাণান্তরান্তে ব্যগ্রাণি পারিমাণুল্যাदीনি ইত্যতঃ স্বসমানজাতীয়ং পরিমাণান্তরং ন আরভন্তে পরিমাণান্তরন্ত অন্তহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ।

“কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ” (বৈঃ সূঃ ৭।১।৯) “তদ্বিপরীতমণু” (৭।১।১০) “এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে” (৭।১।১৭) ইতি হি কাণ্ডজানি সূত্রাণি।

ন চ সন্নিধানবিশেষাৎ কূতশ্চিৎ কারণবহুত্বাদীনি এব আরভন্তে ন পারিমাণুল্যা-
দীনি ইতি উচ্যেত; জব্যাস্তরে গুণান্তরে বা আরভ্যমাণে সর্বেষামেব কারণগুণানাং স্বাপ্রয়সমবায়াবিশেষাৎ। তস্মাৎ স্বভাবাদেব পারিমাণুল্যাदीনাম্ অনারম্ভকত্বম্, তথা চেতনায়। অপি ইতি জষ্টব্যম্।

সংযোগাচ্চ জব্যাদীনাং বিলক্ষণানাম্ উপপত্তির্দর্শনাৎ সমানজাতীয়োৎপত্তিব্যভিচারঃ। জব্যে প্রকৃতে গুণোদাহরণম্ অযুক্তম্ ইতি চেৎ? ন, দৃষ্টান্তেন বিলক্ষণারম্ভমাত্রস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ।

ন চ জব্যস্ত জব্যমেব উদাহর্তব্যং, গুণস্ত বা গুণ এব—ইতি কচ্চিৎ নিয়মে হেতুঃ অস্তি। সূত্রকারোহপি ভবতাং জব্যস্ত গুণম্ উদাহার—

“প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণামপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্ত পঞ্চাঙ্গকং ন বিদ্যতে” (বৈঃ সূঃ ৪।২।২) ইতি। যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ ভূম্যাকাশয়োঃ সমবয়নং সংযোগঃ অপ্রত্যক্ষঃ, এবং প্রত্যক্ষাহ-
প্রত্যক্ষেষু পঞ্চস্তু ভূতেষু সমবয়নং শরীরম্ অপ্রত্যক্ষং স্তাৎ। প্রত্যক্ষং হি শরীরম্। তস্মাৎ ন পাক্ভৌতিকম্ ইতি। এতদ্বুক্তং ভবতি—“গুণশ্চ সংযোগো জব্যং শরীরম্”। “দৃশ্যতে তু” (ব্রঃ সূঃ ২।১।৬) ইতি চ অত্রাপি বিলক্ষণোৎপত্তিঃ প্রপঞ্চিতা।

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর ।)

[মহাদীর্ঘবদ্বা হু অপরিমণ্ডলাভ্যাম্ । ১১]

শাক্তভাষ্যম্ ।

নমু এবং সতি তেনৈব এতদ্ গতম্ ? নেতি ক্রমঃ ; তৎ সাংখ্যং প্রতি উক্তম্, এতৎ তু বৈশেষিকং প্রতি । নমু অতিদেশোহপি সমানম্ভায়তয়া কৃতঃ “এতেন শিষ্টোপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ” (ব্রঃ সূঃ ২।১।১২) ইতি । সত্যম্ এতৎ । তন্মৈব তু অয়ং বৈশেষিকপ্রক্রিয়ারভ্যে তৎপ্রক্রিয়ানুগতেন নিদর্শনেন প্রপঞ্চঃ কৃতঃ । ১১ ইতি দ্বিতীয়ং মহাদীর্ঘাদিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ ।

আর যদি মনে কর, বিরোধী অল্পপরিমাণদ্বারা কার্যদ্রব্য দ্ব্যণুকাদি আক্রান্ত হয়, এই জন্ত কারণগত পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি আরম্ভক হয় না, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু চেতনাবিরোধী অল্প গুণের দ্বারা জগৎ আক্রান্ত হয় না, যে জন্ত কারণগত চেতনা কার্যে অল্প চেতনাকে উৎপন্ন করিবে না । কারণ, অচেতনা নামক চেতনাবিরোধী কোন গুণ নাই । কারণ, তাহা কেবল চেতনার অভাবমাত্র । অতএব পারিমাণ্ডল্যাদির বৈষম্যবশতঃ অর্থাৎ পারিমাণ্ডল্যাদিদৃষ্টান্তের সহিত সমান না হওয়ায়, চেতনা আরম্ভক হয় অর্থাৎ কার্যগত চেতনার জনক হয়, এরূপ মনে করিও না । কারণ, যেমন কারণে থাকিলেও পারিমাণ্ডল্যাদি কার্যগত গুণের জনক হয় না, এইরূপ চৈতন্যও কার্যজগতের গুণের জনক হয় না—এই অংশটি সমান ।

আর অল্প পরিমাণদ্বারা আক্রান্ত হওয়া, পারিমাণ্ডল্যাদির আরম্ভক না হওয়ার প্রতি কারণ—ইহা বলিতে পার না । কারণ, অল্প পরিমাণ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পারিমাণ্ডল্যাদি আরম্ভক হইতে পারে, যেহেতু কার্য উৎপন্ন হইলেও গুণোৎপত্তির পূর্বে ক্ষণকালমাত্র গুণহীন হইয়া থাকে, ইহা তোমরা স্বীকার করিয়া থাক । আর পারিমাণ্ডল্যাদি অল্প পরিমাণ উৎপন্ন করিবার জন্ত ব্যগ্র অর্থাৎ আগ্রহযুক্ত থাকে বলিয়া স্বসমানজাতীয় পরিমাণান্তরের আরম্ভক হয় না, ইহাও বলিতে পার না । যেহেতু পরিমাণান্তরের কারণ অল্প অর্থাৎ দ্বিত্ব সংখ্যা, ইহা তোমরা বলিয়া থাক ।

কারণবহুত্বাৎ, কারণমহত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ (৭।১।২)

তদ্বিপরীতমণু (বৈঃ সূঃ ৭।১।১০)

অর্থাৎ কারণের বহুত্ব, কারণের মহত্ব (গুণ) ও প্রচয়বিশেষবশতঃ, মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন হয় । অণু অর্থাৎ দ্ব্যণুক তাহার বিপরীত । অর্থাৎ মহৎ দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়, অণুর তাহা হয় না, এবং বহুত্বপ্রভৃতি মহত্বের কারণ এবং অণুত্বের কারণ ঈশ্বরের অপেক্ষা বুদ্ধিজ্ঞাতা দ্বিত্বসংখ্যা ।

এতেন দীর্ঘত্বত্বস্বত্বে ব্যাখ্যাতে (৭।১।১৭)

অর্থাৎ ইহার দ্বারা দীর্ঘত্ব ও ত্বত্ব ব্যাখ্যা করা হইল । অর্থাৎ মহত্বের অসমবায়িকারণ যে কারণমহত্বাদি, তাহারাই দীর্ঘত্বেরও কারণ, অণুত্বের অসবায়িকারণ যে দ্বিত্বসংখ্যা, তাহারাই ত্বত্বের কারণ । এই গুলি কণাদ সূত্র ।

আর বিশেষ কোন সন্নিধানবশতঃ কারণবহুত্বাদিই, কার্যে মহত্বের উৎপাদন করে, পারিমাণ্ডল্যাদি তাহা করে না—ইহা বলিতে পার না । কারণ, অল্পদ্রব্য বা অল্পগুণ আরম্ভ হইতে থাকিলে কারণগত সকল গুণই নিজের আশ্রয়ে সমবেত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কারণগত সকলগুণই সমানভাবে তাহাতে থাকে, কোন তারতম্য থাকে না । অতএব স্বভাবশতঃই পারিমাণ্ডল্যাদি কার্যগত গুণের জনক হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের চেতনাও স্বভাববশতঃই কার্যজগতের চেতনার জনক হয় না ।

আর সংযোগ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বিজাতীয় দ্রব্যাদির উৎপত্তি হয় দেখা যায় বলিয়া, সমানরূপ বস্তুর উৎপত্তি হয়, এই নিয়মে ব্যভিচার হয় ।

যদি বল—দ্রব্যের কথাই চলিতেছে, এখানে গুণের উদাহরণ দেওয়া উচিত নয় ? না, ইহা বলিতে পার না । কারণ, এস্থলে দৃষ্টান্তদ্বারা কেবল বিলক্ষণের উৎপত্তিই বিবক্ষিত । আর দ্রব্যের দ্রব্যই উদাহরণ দিতে হইবে, অথবা গুণের গুণই উদাহরণ দিতে হইবে—এরূপ নিয়মে কোন হেতু নাই । আপনাদের স্মৃত্তকারও গুণকে দ্রব্যের উদাহরণ দিয়াছেন । যথা—

প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণামপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্ত পঞ্চাঙ্গকং ন বিজ্ঞতে । (বৈঃ সূঃ ৪।২।২)

অর্থাৎ যেমন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূমি ও আকাশে সমবেত সংযোগ অপ্রত্যক্ষ, এইরূপ কোনটি প্রত্যক্ষ ও

(বৈশেষিককঙ্ক আক্ষেপের উত্তর ।)

[মহদীর্ঘবহা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ । ১১]

ভাষানুবাদ ।

কোনটি অপ্রত্যক্ষ, এইরূপ পঞ্চভূতে সমবেত শরীরও অপ্রত্যক্ষ হইত ; অথচ শরীর প্রত্যক্ষ হয়, অতএব শরীর পাক্‌ভৌতিক নহে । ইহাতে এই বলা হইল যে, সংযোগটা গুণ ও শরীরটা দ্রব্য । “দৃশ্যতে তু” এই সূত্রে বিলক্ষণের উৎপত্তি নিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে ।

আচ্ছা, তাহা হইলে সেই সূত্রদ্বারাই ত ইহা বলা হইয়া গিয়াছে ? আমরা বলি—না, ইহা বলা হয় নাই ; কারণ, তাহা সাংখ্যের প্রতি বলা হইয়াছে, আর ইহা বৈশেষিকের প্রতি বলা হইতেছে—এই ভেদ আছে । যদি বল, উভয় মত খণ্ডনের যুক্তি সম্মান বলিয়া এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ এই সূত্রদ্বারা অতিদেশও করা হইয়াছে, হাঁ—ইহা সত্য বটে । বৈশেষিকপ্রক্রিয়ার আরম্ভে অর্থাৎ বৈশেষিক মতখণ্ডনের আরম্ভে, তাঁহারই মতানুসারী দৃষ্টান্তদ্বারা এখানে তাহারই বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র ১১ । এইরূপে এই মহদীর্ঘ অধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণ সমাপ্ত হইল ।

ভামতী ।

চোদয়তি—“অথ মত্মসে বিরোধিনা পরিমাণাস্তুরেণ” স্বকারণদ্বারেণ আক্রান্তত্বাৎ ইতি । পরিহরতি—“মৈবং মংস্থা” ইতি । কারণগতা গুণা ন কার্যে সমানজাতীয় গুণান্তরম্ আরভন্তে, ইতি এতাবতা এব ইষ্টসিদ্ধৌ ন তদ্বৎসুরেণ খেদনীয়ং মনঃ ইত্যর্থঃ । অপি চ সং পরিমাণাস্তরম্ আক্রামতি, ন উৎপত্তেচ্চ প্রাক্ পরিমাণাস্তরং সং—ইতি কথম্ আক্রামেৎ ?

ন চ তৎকারণম্ আক্রামতি । পারিমাণ্ডলাস্ত্যপি সমানজাতীয়স্ত কারণস্ত আক্রমণ-হেতোঃ ভাবেন সমানবলতয়া উভয়কার্য্যাত্তৎপাদপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যশয়বান্ আহ—“ন চ পরিমাণাস্তরাক্রান্তত্বম্” ইতি ।

ন চ পরিমাণাস্তরারম্ভে ব্যাপৃততা পারিমাণ্ডলাদীনাম্ । ন চ কারণবহুত্বাদীনাম্ সন্নিধানম্, অসন্নিধানং চ পারিমাণ্ডলাস্ত্য, ইত্যাহ—“ন চ পরিমাণাস্তরারম্ভে” ইতি । ব্যভিচারাস্তরম্ আহ—“সংযোগাচ্চ” ইতি । শঙ্কতে—“দ্রব্যে প্রকৃতে” ইতি । নিরাকরোতি—ন । দৃষ্টান্তেন ইতি । ন চ অশ্রাকম্ অয়ম্ অনিয়মঃ, ভবতামপি ইতি আহ—“সূত্রকারোহপি” ইতি । সূত্রং ব্যাচষ্টে—“যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ” ইতি । শেষম্ অতিরোহিতার্থম্ ১১ ইতি দ্বিতীয়ং মহদীর্ঘাধিকরণম্ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

পারিমাণ্ডলাই আরম্ভে অপোদিত্তে বিরোধিপরিমাণাস্তরাক্রান্তিঃ অসিদ্ধা ইতি আশঙ্ক্য আহ—“স্বকারণে”তি । স্বকারণং সংগা । ব্যাপ্তেঃ ব্যভিচারে উক্তে যত্র ব্যভিচারঃ, তত্র অস্তি অনারম্ভে কারণম্ ইতি এতাবদ্ উচ্যতে, উত তৎকারণগাহিতেন ব্যাপ্তিঃ বিশিষ্টতে ? নাহু ইত্যাহ—“কারণগতা” ইতি । দ্বিতীয়েহপি কিম্ অণুমহৎপরিমাণাভ্যাং য়াক্‌কত্রাক্‌কয়োঃ স্বরূপেণ ব্যাপ্তিঃ পারিমাণ্ডলাণুদ্বয়োঃ অনারম্ভে হেতুঃ, উত তৎকারণেন ? নাহু ইত্যাহ—“অপি চ” ইতি । ন চরম ইত্যাহ—“ন চ” ইতি । পরমাণুদৌ পারিমাণ্ডলাদিগুণবতি সতি তদারম্ভদ্বাণুকাদৌ অণুমহৎপ্রাপ্তপত্তিঃ উক্তা, সম্ভ্রুতি পারিমাণ্ডলাদেবেব দ্বরাবিশেষাৎ অণুমহৎপ্রাপ্তককঃ পরমাণুদ্বাণুকগতবিন্দবহুত্বয়োর্বী সন্নিধানবিশেষাৎ অণুমহৎপ্রাপ্তককত্বম্ ইত্যশঙ্কানিরাসার্থং ভাস্কং তন্ ব্যাচষ্টে—“ন চ পরিমাণাস্তরারম্ভে” ইতি । ন চ পরিমাণাস্তরে ব্যাপৃততা, পারিমাণ্ডলাদীনাম্ ব্যাপৃতত্বৈ পারিমাণ্ডলাস্তরারম্ভেহপি ব্যাপৃততয়াঃ তুল্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ । কারণবহুত্বাদীনাম্ সন্নিধানং, পারিমাণ্ডলাদীনাম্ অসন্নিধানম্ ইতি এতচ্চ নাস্তি, কারণৈক্যসমবায়স্ত তুল্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ । কারণাবহা দ্রব্যম্ ইতি, যুক্তব্রহ্মং বক্ষ্যামশম্ * অভিপ্রেতা ভাষ্যে দ্রব্যস্ত সংযোগঃ উচ্ছ্রান্তঃ । নহু—

“আবভেত গুণঃ কার্যে সজাতিং সমবায়িনঃ । বিশেষগুণ ইত্যস্তা ব্যাপ্তেঃ কা হু প্রতিক্রিয়া” ॥

উচ্যতে—ন তাবদ্ অস্তি বিশেষগুণঃ ইতি । যৎ তু উদয়নেন তত্র লক্ষণম্ অভ্যপি “স্বাশ্রয়ব্যবচ্ছেদোচিতবাস্তুরসামান্যবিশেষবস্তুঃ বিশেষগুণাঃ” ইতি । নবহু মধ্যে যস্মিন্ দ্রব্যে বর্ত্তন্তে তস্ত ইতরাষ্ট্রদ্রব্যোভাঃ ব্যাবর্ত্তকা ইতি উক্তঃ ভবতি । এবং চ নবাত্ততমাত্র বৃত্তিগুণত্বং লক্ষণম্ । তত্র কিং নবাত্ততমাত্রবৃত্তিৎ নবহু মধ্যে একৈকমাত্রবৃত্তিৎ বা নববাত্তিরিক্তবাত্তিরিক্তমাত্রবৃত্তিৎ বা পৃথিব্যাদি-নবলক্ষণবাত্তিরিক্তবাত্তিরিক্তানেকসমানাধিকরণত্বানাপাদকসামান্যব্রহ্মং বা ? ন অগ্রিমঃ, অব্যাপ্তেঃ । ন দ্বিতীয়ঃ, অতিব্যাপ্তেঃ । ন তৃতীয়ঃ, স হি এবম্ । পৃথিব্যাদীনাম্ যানি নবলক্ষণানি তেভ্যঃ যানি বাতিরিক্তানি তেভ্যশ্চ বাতিরিক্তানি তেভ্যশ্চ নবলক্ষণানি তৈঃ অনৈকৈঃ সমানাধিকরণত্বানাপাদকানি যানি যানি সামান্যানি গচ্ছাদীনী তদ্বৎ বিশেষগুণত্বম্ । তথাচ বিশেষগুণস্ত একৈকপৃথিব্যা-নিষ্ঠত্বসিদ্ধিঃ ইতি । তৎ ন, কিম্ ইদং নবলক্ষণবাত্তিরিক্তবাত্তিরিক্তত্বম্ ? নবত্ববিশিষ্টবাত্তিরিক্তত্বং বা ? তদ্বলক্ষিতবাত্তিরিক্তবাত্তিরিক্তত্বং বা নাস্তি, নবত্ববিশিষ্টবাত্তিরিক্তত্বম্ নিষ্ঠাতিরিক্তৈকৈকপৃথিব্যাধিলক্ষণেভ্যো বাতিরিক্তানি যানি গুণাধিলক্ষণানি তৈঃ অনৈকৈঃ সমানাধি-

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর ।)

[মহর্দীর্ঘবদ্য হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ১১]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

করণস্থানাপাদকপরিমাণসামান্যত্বতঃ পরিমাণস্তাপি বিশেষগুণতাপত্তা অতিব্যাপ্তেঃ । ন দ্বিতীয়ঃ, উপলক্ষিতৈককাতিরিক্তনবদ্বিংশিষ্ট-
পৃথিব্যাধিলক্ষণব্যতিরিক্তানেকগুণাধিলক্ষণসমানামিকরণস্থানাপাদকপরিমাণসামান্যবতি পরিমাণেহপি গতত্বেন উক্তদোষতাদবস্থ্যৎ ।
গুণত্বাভ্যন্তরজ্ঞাতিবৈকৈক্যেত্রয়গ্রাহ্যসমজাতীরা যে রূপাধিঃ যানি চ ধর্ম্মাধর্ম্মভাবনাসাংসিদ্ধিক্রয়বদ্যানি তেভ্যঃ ব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তত্বং বিশেষ-
গুণত্বম্ ইতি চেৎ ? ন, মিলিতব্যতিরিক্তৈককব্যতিরিক্তে একৈক্যব্যতিরিক্তমিলিতব্যতিরিক্তে চ সংখ্যাদৌ অতিব্যাপ্তেঃ । “স্বসমবেত-
বিশেষণবিশিষ্টে সতি স্বাত্মৈকজাতীয়ব্যবচ্ছেদকত্বং বিশেষগুণত্বম্” বোমশিবোক্তম্ অশিবম্ । স্বগতসংখ্যাভিদেশেইতৈঃ ত্রয়জাতীয়-
পৃথিব্যাধিব্যবচ্ছেদকৈঃ সংখ্যাধিভিঃ অতিব্যাপ্তেঃ, গগনত্বজ্ঞাতিবিরহেণ একজাতীয়কথাশ্রয়াব্যবচ্ছেদকশব্দাব্যাপ্তেচ্চ । স্বাত্মৈকজ্ঞাতিপদেন
নবাক্তমবিবক্ষ্যাম্ উক্তদোষাৎ ইতি । এবম্ অত্রাপি সম্ভবলক্ষণং খণ্ডনীয়ম্ ইতি । কিং চ কারণৈক্যসমবায়াদিশেষবাৎ মহত্বমিব
মহত্বান্তরম্ অণুত্বমপি কারণগতং কার্যে অণুত্বং কিম্ ইতি ন আরভতে ? কার্যস্তাপি অণুত্ব ভোগাতিশয়াসিদ্ধেঃ ন আরভতে ইতি চেৎ ?
তর্হি ইহাপি সর্বত্র জগতি চেতনারস্তে শেষশেষমিতাবাতাবাদ্ ভোগঃ ন জ্ঞাৎ, অতঃ মায়ামবলব্রক্ষণঃ উপাদানত্বাৎ মায়াগতং জ্ঞাৎ
জগতি জ্ঞাদম্ আরভতে ন ব্রহ্মচেতনা চেতনাম্ । জীবেষু তু ব্রহ্মাবচ্ছেদেষু চেতনা বৎস্রতীতি তুল্যম্ । তদুক্তম্ আচার্য্যবার্ত্তিককৃতা—

তমঃ প্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিংপ্রধানশিদাশ্চনাম্ । পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ ॥ ইতি

ইতি দ্বিতীয়ঃ মহর্দীর্ঘাধিকরণম্ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

“আর যদি মনে কর, কার্য্যদ্রব্য নিজের কারণকে দ্বার করিয়া বিরোধী অত্র পরিমাণকর্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়া” এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন । অর্থাৎ যদি মনে কর, বিরোধী অত্র পরিমাণকর্তৃক কার্য্যদ্রব্য দ্বাণুকাদি আক্রান্ত হয় । **মৈবং মংস্থা** অর্থাৎ এরূপ মনে করিও না—এই গ্রন্থদ্বারা উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন । কারণগত গুণসকল কার্য্যে সমানজাতীয় গুণের আরম্ভক হয় না, এইটুকু দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আমাদের অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধি হইলে, তাহার হেতুর অনুসন্ধান করিয়া মনকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নহে । আরও বিদ্যমান যে অত্র পরিমাণ, তাহাই আক্রমণ করে, কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে অত্রপরিমাণ ত বিদ্যমান নাই, অতএব কি করিয়া আক্রমণ করিবে ?

আর তাহার কারণও আক্রমণ করে না । কারণ, আক্রমণের হেতু—কার্য্যের সমজাতীয় কারণ—পারিমাণুলাও বিদ্যমান থাকায়, তুল্যবল বলিয়া উভয়কার্য্যেরই উৎপত্তির অভাব হইয়া পড়ে, এই অভিপ্রায়ে **ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বম্** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন ।

আর পারিমাণুলা অত্রপরিমাণ সৃষ্টি করিতেও ব্যাপৃত অর্থাৎ আগ্রহযুক্ত হয় না । আর যে কারণবহুত্বাদির সন্নিধান আছে ও পারিমাণুলোর সন্নিধান নাই, তাহা নহে, ইহা **ন চ পরিমাণান্তরাস্তে** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । **সংযোগাচ্চ** এই গ্রন্থে অত্র একটি ব্যাভিচার বলিতেছেন । **দ্রব্যে প্রকৃতে** এই বলিয়া শঙ্কা করিতেছেন । **ন দৃষ্টান্তেন** এই গ্রন্থদ্বারা সেই শঙ্কার পরিহার করিতেছেন । আর এই অনিয়ম কেবল আমাদের নহে, কিন্তু আপনাদেরও, ইহা **সূত্রকারোহপি** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । যথা **প্রত্যক্ষা-প্রত্যক্ষয়োঃ** এই গ্রন্থদ্বারা সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন । অবশিষ্ট ভাষ্য চুর্কোষ নহে ১১ মহর্দীর্ঘাধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণ শেষ হইল ।

দ্বিতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য ।

এই দ্বিতীয়াধিকরণটি একটা মাত্র সূত্রদ্বারা রচিত । ইহার অর্থ—পরিমণ্ডল হইতে হ্রস্ব ও অণু দ্বাণুকের ত্রায় এবং অণু ও হ্রস্ব দ্বাণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্রাণুকের ত্রায় চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয় । জগৎ ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মধর্ম্ম জগতে আসিবেনা কেন ? এই অধিকরণে এই বৈশেষিকের আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইল । অবশ্য এজন্ত ইহা স্মৃতিপাদে আলোচ্য বিষয় হইলেও সূত্রকারের ইচ্ছানুসারেই এখানে ইহা আলোচিত হইল ।

(১) . সঙ্গতি—

প্রথম স্রুতিসঙ্গতি—প্রথম অধিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি—ঐ

তৃতীয় অধায়সঙ্গতি—ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি—ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—দৃষ্টান্তসঙ্গতি । পূর্বে, প্রপঞ্চে প্রধাননিষ্ঠ অশব্দত্বাদিগুণের অন্বেষ হয় না বলিয়া

প্রধানের যেমন প্রপঞ্চের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ প্রপঞ্চে ব্রহ্মগুণ—চেতনত্বের অন্বেষ হয় না বলিয়া

প্রপঞ্চের ব্রহ্মোপাদানকত্ব না থাকুক—এইরূপ দৃষ্টান্ত সঙ্গতির দ্বারা এই অধিকরণটি আরম্ভ হইয়াছে ।

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৫১

পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণং নাম

তৃতীয়াধিকরণম্

(বৈশেষিকমতঃপ্ৰসঙ্গঃ ।)

উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ । ১২ *

দ্বিতীয়াধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

- (২) বিষয়—চেতনব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহা সমন্বয়াদ্যায়ে বলা হইয়াছে, উক্ত সমন্বয় অন্তরে বিষয়
(৩) সংশয়—তাহা “কারণগুণসকল কার্যে স্বসমানজাতীয় গুণের আরম্ভক হয়,” এই গ্রামের
দ্বারা বিরুদ্ধ হয় কি না ?
(৪) পূর্বপক্ষ—বিরুদ্ধ হয়—ইহা পূর্বপক্ষ ।
(৫) ফলভেদঃ—পূর্ববৎ ।

অর্থাৎ চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, এই কথা সমন্বয়াদ্যায়ে কথিত হওয়ায় সেই সমন্বয়ের
“কারণগত বিশেষগুণ কার্যে গুণস্বরূপা জ্ঞাতির সহিত নিজের সমানজাতীয় অগ্ন্যগ্নকে আরম্ভ করে” এই
নিয়মের সাধক বৈশেষিক অনুমানের সহিত বিরোধের সন্দেহ হইলে, পূর্ব অধিকরণে প্রধানগুণের অম্বয় না
হওয়ায় জগতের উপাদান প্রধান নহে—ইহা বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ব্রহ্মবিশেষগুণ চৈতন্যের অম্বয় না
হওয়ায় চেতনব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে—ইহা পাওয়া যায় । এই জন্তই নিজের মতে গ্রামনিরোধপরিহারপর
অর্থাৎ অন্তর্দর্শনের যুক্তির সহিত যে বিরোধ হয়, তাহার পরিহারের জন্ত কল্পিত এই বিচার, স্মৃতিপাদে বলা
উচিত হইলেও অবাস্তব সঙ্গতির লোভে এখানে করা হইয়াছে ।

ব্রহ্ম চেৎ জগতো যোনিস্তদ্বিশেষগুণাশ্চিতম্ ।

জগৎ স্ত্রায় তু তৎ তন্মাত্রং তস্মৈ ন প্রকৃতির্ভবেৎ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ হইতেন, তাহা হইলে জগৎ তাহার বিশেষগুণ চৈতন্যযুক্ত হইত,
কিন্তু তাহা ত হয় নাই, অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন ।

- (৬) সিদ্ধান্তপক্ষ—বিরুদ্ধ হয় না—ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষ ।

অর্থাৎ এখানে প্রতিবন্দীদ্বারা উত্তর বলিতেছেন—

পরমাণুগতা ন পরিমণ্ডলতা দ্ব্যণুকে কৰোতি পরিমণ্ডলতাম্ ।

দ্ব্যণুকানুগতা চ মহতি ত্র্যণুকে জনয়েন্ন তদনুগতামপরাম্ ॥

অর্থাৎ পরমাণুগত পারিমাণ্ডলা দ্ব্যণুকে অপর পারিমাণ্ডলোর সৃষ্টি করে না, এবং দ্ব্যণুকে অনুগত অণুত,
মহত্বযুক্ত ত্র্যণুকে অপর অণুত্বকে সৃষ্টি করে না । অতএব বৈশেষিকের উক্ত নিয়মে ব্যাভিচার হইল ।
পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইলেও তাহাতে যেমন পারিমাণ্ডলা হয় না, সেইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে
অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

শাক্তভাষ্যম্ ।

উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ । ১২

ইদানীং পরমাণুকারণবাদং নিরাকরোতি । স চ বাদ ইথং সমুত্তীর্ণতে—পটাদীনী
হিলোকে সাবয়বানি জব্যানি স্বানুগতৈরেব সংযোগসচিবৈঃ তস্মাদিতি জীব্যৈঃ আরভ্য-
মাণানি দৃষ্টানি । তৎসামান্যেন যাবৎ কিঞ্চিৎ সাবয়বং তৎ সৰ্বং স্বানুগতৈরেব সংযোগ-
সচিবৈঃ তৈঃ তৈঃ জীব্যৈঃ আরভ্য ইতি গম্যতে । স চ অয়ম্ অবয়বাবয়ববিভাগঃ যতো
নিবর্ততে সঃ অপকর্ষপর্য্যন্তগতঃ পরমাণুঃ । সৰ্বং চ ইদং জগৎ গিরিসমুজাদিকং

* এখানে “ন কৰ্ম্ম” এবং “অভাব” এই তিনটি প্রথমস্ত পদ থাকায় এখানে অধিকরণ আরম্ভ হইল বুঝিতে হইবে । আর
এখানে এই পদের সমস্ত অধিকরণে যেমন নিবেদ্যচক শব্দ আছে, সেই রীতি অনুসারে নিবেদ্যচক শব্দ “ন”-কার এবং “অভাব”
পদ থাকায় পূর্বাধিকরণের অঙ্গ হইতে পারিল না । কিন্তু পৃথক্ অধিকরণই হইল । ভূতপূর্বকৃত নিবেদ্যচক শব্দ না থাকায় তাহা
গুণনুচক অধিকরণও হইতে পারে নাই । এক ভাষ্যভাষ্য ভিন্ন সকলেই এই সূত্রে পূর্বাধিকরণের অঙ্গ করিয়াছেন । তাহা
কিন্তু অসঙ্গত । এই অধিকরণে সূত্রারম্ভক শব্দদ্বারা অধিকরণের নাম করা হয় নাই—ইহাও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় ।

(বৈশেষিকসম্বন্ধনম্।)

[উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ।১২]

শাক্তভাষ্যম্।

সাবয়বং সাবয়বত্বাচ্চ আত্মস্ববৎ। ন চ অকারণেন কার্যেণ ভবিতব্যম্ ইত্যতঃ পরমাণবঃ জগতঃ কারণমিতি কণভুগভিপ্রায়ঃ। তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি ভূম্যদকতেজঃ-পবনাখ্যানি সাবয়বানি উপলভ্য চতুর্বিধাঃ পরমাণবঃ পরিকল্প্যন্তে। তেষাং চ অপকর্ষ-পর্যন্তগতত্বেন পরতঃ বিভাগাসম্ভবাৎ বিনশ্যতাং পৃথিব্যাदीনাং পরমাণুপর্যন্তঃ বিভাগঃ ভবতি, স প্রলয়কালঃ। ততঃ স্বর্গকালে চ বায়বীয়েষু অণুযু অদৃষ্টাপেক্ষং কৰ্ম্ম উৎপত্ততে, তৎ কৰ্ম্ম আশ্রয়ম্ অণুম্ অধস্তরেণ সংযুনক্তি। ততঃ দ্যাণুকাদিক্রমেণ বায়ুঃ উৎপদ্যতে। এবম্ অগ্নিঃ এবম্ আপঃ এবাং পৃথিবী। এবমেব শরীরং সেন্সিয়ম্ ইতি। এবং সর্বম্ ইদং জগৎ অণুভ্যঃ সম্ভবতি। অণুগতেভ্যশ্চ রূপাদিভ্যঃ দ্যাণুকাদিগতানি রূপাদীনিসম্ভবন্তি, তন্তুপট্টায়ােন ইতি কাণাদা মন্ত্যন্তে।

ভাষ্যমুবাদ।

সূত্রার্থ—পরমাণুসকলের সংযোগজনক কৰ্ম্ম স্বীকার করিলে অথবা না করিলে উভয়থাপি অর্থাৎ এই উভয় প্রকারেই ন কৰ্ম্ম অর্থাৎ কৰ্ম্ম হইতে পারে না। অতঃ অর্থাৎ অতএব তদভাবঃ অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না, ইহা একপ্রকার ব্যাখ্যা।

অথবা সেই কৰ্ম্মের নিমিত্ত যদি অদৃষ্ট স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহা যদি অচেতন আত্মসমবাগি হয় অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে অচেতন আত্মায় থাকে, অথবা পরমাণুতে থাকে, উভয়থাপি অর্থাৎ উভয়প্রকারেই অচেতন অদৃষ্টির স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইজন্ত ন কৰ্ম্ম অর্থাৎ কৰ্ম্মও হইতে পারে না। অতএব তদভাবঃ অর্থাৎ সৃষ্টির অভাব হয়, ইহা দ্বিতীয়প্রকার ব্যাখ্যা।

আর একপ্রকার ব্যাখ্যা যথা—সৃষ্টিকালে পরমাণুসংযোগের জন্ত এবং প্রলয়কালে পরমাণুসকলের বিভাগের জন্ত উভয়থাপি অর্থাৎ এই উভয় প্রকারেই পরমাণুসকলের ন কৰ্ম্ম অর্থাৎ কৰ্ম্ম হইতে পারে না। অতএব হেতু না থাকায় সংযোগ ও বিভাগ হইতে পারে না, অতঃ তদভাবঃ অর্থাৎ সেইজন্ত সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে না—ইহা তৃতীয়প্রকার ব্যাখ্যা।

ভাষ্যার্থ—সম্পত্তি ভগবান্ সূত্রকার পরমাণুকারণবাদ নিরাস করিতেছেন। সেই ষাদ এই প্রকারে উখিত হয়, যথা—জগতে বস্তুপ্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যসকল স্বাত্মগত অর্থাৎ নিজের সহিত সমবায়সম্বন্ধযুক্ত সংযোগ সহকৃত তন্তুপ্রভৃতি বস্তুধারা আরম্ভ অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, দেখা যায়। তৎসামান্য অর্থাৎ তাহার সমান বলিয়া যত কিছু সাবয়ব বস্তু আছে, সেই সমস্তই স্বাত্মগত অর্থাৎ নিজের সহিত সমবায় সম্বন্ধযুক্ত সংযোগ সহকৃত সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে, এবং সেই অবয়ব ও অবয়বীর বিভাগ যেখানে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যেখানে ঐ বিভাগ হয় না, অপকর্ষ পর্য্যন্তগত অর্থাৎ সৃষ্ণের চরমসীমায় উপনীত সেই বস্তুই পরমাণু, এবং গিরি সমুদ্রপ্রভৃতি এই সমস্ত জগৎ সাবয়ব, এবং সাবয়ব বলিয়া আদি ও অন্তযুক্ত, এবং কার্য্য কখনও কারণব্যতীত হইতে পারে না, এইজন্ত পরমাণুসকল জগতের কারণ—ইহাই মহসি কণাদের অভিপ্রায়।

সেই এই পৃথিবী জল তেজঃ ও বায়ু নামক চারিটা ভূতকে সাবয়ব দেখিয়া চারিপ্রকার পরমাণু পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরমাণুসকল অপকর্ষপর্য্যন্তগত বলিয়া অর্থাৎ সৃষ্ণের চরম সীমায় গিয়াছে বলিয়া তাহার পরে বিভাগ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া বিনাশশীল পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণুপর্য্যন্ত বিভাগ হয়, তাহাই প্রলয়কাল, এবং তাহার পর সৃষ্টিকালে বায়বীয় পরমাণুতে অদৃষ্টবশতঃ কৰ্ম্ম উৎপন্ন হয়। সেই কৰ্ম্ম নিজের আশ্রয় পরমাণুকে অন্তপরমাণুর সহিত সংযোগ করিয়া দেয়, তাহার পর দ্যাণুকাদিক্রমে বায়ু উৎপন্ন হয়। এইরূপে অগ্নি, এইরূপে জল, এবং এইরূপে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এইরূপেই ইন্দ্রিয়ের সহিত শরীর উৎপন্ন হয়। এইরূপে এই সমস্ত জগৎই পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তন্তুপট্টায় অনুসারে পরমাণুস্থিত রূপাদি গুণ হইতে দ্যাণুকাদিস্থিত রূপাদি গুণ উৎপন্ন হয়—ইহা কণাদসম্প্রদায়ভূক্ত পণ্ডিতগণ মনে করেন।

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৫৩

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ । ১২]

ভাসতী ।

পরমাণুনাম্ আত্মস্ত কৰ্ম্মণঃ কারণাভ্যুপগমে অনভ্যুপগমে বা ন কৰ্ম্ম, অতঃ তদভাবঃ, তন্তু
দ্বাণুকাদিক্রমেণ সর্গস্ত অভাবঃ । অথবা যদি অণুসমবায়ি অদৃষ্টম্, অথবা ক্ষেত্রজসমবায়ি,
উভয়থাপি তন্তু অচেতনস্ত চেতনানধিষ্ঠিতস্ত অপ্রবৃত্তে: কৰ্ম্মাভাবঃ, অতঃ তদভাবঃ সর্গাভাবঃ ।
নিমিত্তকারণতামাত্রেন তু ঈশ্বরস্ত অধিষ্ঠাতৃত্বম্ উপরিষ্ঠাৎ নিরাকরিশ্যতে । অথবা সংযোগোৎ-
পত্তার্থে বিভাগোৎপত্তার্থম্ উভয়থাপি ন কৰ্ম্ম, অতঃ সর্গহেতোঃ সংযোগস্ত অভাবাৎ প্রলয়হেতোঃ
বিভাগস্ত অভাবাৎ তদভাবঃ । তয়োঃ সর্গপ্রলয়য়োঃ অভাবঃ ইত্যর্থঃ । তদেতৎ সূত্রং
তাৎপর্যাতঃ ব্যাচষ্টে—“ইদানীং পরমাণুকারণবাদম্” ইতি । নিরাকার্যস্বরূপম্ উপপত্তিসহিতম্
আহ—“স চ বাদ” ইতি । স্বানুগতৈঃ—স্বসম্বন্ধৈঃ । সম্বন্ধশ্চ আধার্যাধারভাবঃ ইহ প্রত্যয়হেতুঃ
সমবায়ঃ । পঞ্চমভূতস্ত অনবয়বত্বাৎ “তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি” ইতি ।

বেদান্তকরতরঃ ।

অন্ত প্রাসঙ্গিকেন অনন্তরাধিকরণেন ন সঙ্গতিঃ, ইতি বাবহিতেন উচ্যতে । প্রধানঃ চেতনানধিষ্ঠিতত্বাৎ ন কারণঃ চেৎ, তর্হি
অণবঃ তদধিষ্ঠিতা ভবন্ত কারণম্ ইতি স্ববোধায় স্বত্রম্ আদৌ জ্ঞেযা যোজয়তি—“পরমাণুনাম্” ইত্যাদিনা । অনববোধরূপঃ আত্মা
অদৃষ্টাশ্রয় ইতি বদ্যতাম্ অণবঃ কিং ন স্থাঃ ইতি “অণুসমবায়ি” ইত্যুক্তম্ । নহু কৰ্ম্মণঃ চেতনানধিষ্ঠিতত্বম্ অসিদ্ধম্ ঈশ্বরাদিষ্ঠিতত্বাৎ
অন্ত আহ—“নিমিত্তে”তি । “উপরিষ্ঠাৎ” ইতি । পত্ন্যঃ (ব্রঃ ২।২।৩৭) ইত্যত্র ইত্যর্থঃ । ভায়ে স্বানুগতৈঃ ইতি ন জ্ঞাতেবৈব
বাত্তীনাম্ অনুগতত্বম্ উচ্যতে ইতাহ—“সম্বন্ধৈঃ” ইতি । স্তম্বকোহপি ন সংযোগ ইতাহ—“সম্বন্ধশ্চ” ইতি । আধারী ইতি
ইনপ্রত্যয়ঃ নিত্যযোগে । অতশ্চ অস্তুসিদ্ধিসিদ্ধে: ন কুণ্ডবদরসংযোগে অতিব্যাপ্তিঃ । সমবায়ো প্রমাণম্ আহ—“ইহ” ইতি । ইহ
প্রত্যয়কার্যগম্য ইত্যর্থঃ ।

ভাসতীর অনুবাদ ।

পরমাণুসকলের আত্মকৰ্ম্মের কোন কারণ স্বীকার করিলে, অথবা না করিলে, কৰ্ম্ম হয় না । অতএব
তাহার অভাব অর্থাৎ দ্বাণুকাদিক্রমে সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না । অথবা অদৃষ্ট যদি অণু-
সমবায়ি অর্থাৎ পরমাণুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, অথবা ক্ষেত্রজসমবায়ি অর্থাৎ জীবসমবায়ি অর্থাৎ জীবে সমবায়-
সম্বন্ধে থাকে, এই উভয় প্রকারেই চেতনকর্ত্ত্বক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ অপ্রেরিত অচেতন অদৃষ্টের প্রবৃত্তি হয় না
বলিয়া কৰ্ম্ম হয় না, অতএব তাহার অভাব অর্থাৎ সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না । এবং
কেবল নিমিত্তকারণতাবশতঃ ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা হন, এই মতকে পরগ্রন্থে (পশুপত্যাধিকরণে) নিরাস করিব ।
অথবা সংযোগোৎপত্তির জন্ত বিভাগোৎপত্তির জন্ত এই উভয় প্রকারেই কৰ্ম্ম হইতে পারে না, অতএব সৃষ্টির
হেতু সংযোগ না হওয়ায়, এবং প্রলয়ের হেতু বিভাগ না হওয়ায় সৃষ্টি ও প্রলয়ের অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়
হইতে পারে না । এই সূত্রটিকে তাৎপর্যাতঃ অর্থাৎ সূত্রের তাৎপর্যানির্ণয়সহকারে ইদানীং পরমাণুকারণ-
বাদম্ এই গ্রন্থদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

স চ বাদঃ এই গ্রন্থদ্বারা উপপত্তির সহিত অর্থাৎ যুক্তির সহিত নিরাকার্য্য অর্থাৎ যাহার নিরাকরণ
করা হইবে, তাহার স্বরূপ বলিতেছেন । স্বানুগত শব্দের অর্থ—স্বসম্বন্ধ অর্থাৎ স্বশব্দের অর্থ পটাদি সাবয়বদ্রব্য
তাহাদের সহিত সমবায়সম্বন্ধবিশিষ্ট যে তদ্ভূতপ্রভৃতিদ্রব্য তাহাই স্বসম্বন্ধ । ইহপ্রত্যয় অর্থাৎ দ্রব্যো গুণ, কপালে
ধট ইত্যাদি যে প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান হয়, তাহার কারণ যে আধারাদিধেয়ভাবসম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় তাহাই এস্থলে
সম্বন্ধ । পঞ্চমভূত অর্থাৎ আকাশ নিরবয়ব বলিয়া তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি এই গ্রন্থ বলিয়াছেন ।

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

তত্র ইদম্ অভিধীয়তে—বিভাগাবস্থানাং তাবৎ অণুনাং সংযোগঃ কৰ্ম্মাপেক্ষঃ অভ্যুপ-
গম্যব্যঃ, কৰ্ম্মবতাং তদ্ভাদীনাম্ সংযোগদর্শনাৎ । কৰ্ম্মণশ্চ কার্য্যত্বাৎ নিমিত্তং কিমপি
অভ্যুপগম্যব্যম্ । অনভ্যুপগমে নিমিত্তাভাবাৎ ন অণুষু আত্মং কৰ্ম্ম স্ত্যাৎ । অভ্যুপগমেইপি
যদি প্রযত্নঃ অভিঘাতাদির্বা যথাদৃষ্টং কিমপি কৰ্ম্মণো নিমিত্তম্ অভ্যুপগমেত্যত, তন্তু
অসম্ভবাৎ নৈব অণুষু আত্মং কৰ্ম্ম স্ত্যাৎ । ন হি তন্তু্যম্ অবস্থায়াম্ আত্মগুণঃ প্রযত্নঃ সম্ভবতি
শরীরাত্মনাৎ । শরীরপ্রতিষ্ঠে হি মনসি আত্মানঃ সংযোগে সতি আত্মগুণঃ প্রযত্নঃ জায়তে ।

(বৈশেষিকমতভণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাত্তদভাবঃ।১২]

শাক্তভাষ্যম্।

এতেন অভিঘাতাদি অপি দৃষ্টং নিমিত্তং প্রত্যাখ্যাভব্যম্। সর্গোত্তরকালং হি তৎ সর্বং ন আদ্যন্তু কর্ম্মণঃ নিমিত্তং সম্ভবতি।

অথ অদৃষ্টম্ আদ্যন্তু কর্ম্মণঃ নিমিত্তম্ ইতি উচ্যেত। তৎ পুনঃ আত্মসমবায়ি বা স্রাৎ অণুসমবায়ি বা। উভয়থাপি ন অদৃষ্টনিমিত্তম্ অণুষু কর্ম্ম অবকল্লত, অদৃষ্টন্তু অচেতন-
হাৎ। ন হি অচেতনং চেতনেন অনধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং প্রবর্ততে প্রবর্তয়তি বা ইতি সাংখ্য-
প্রক্রিয়ায়াম্ অভিহিতম্। আত্মনশ্চ অনুৎপন্নচৈতন্ত্যন্তু তন্ত্যাম্ অবস্থায়াম্ অচেতনহাৎ।
আত্মসমবায়িহাভ্যুপগমাচ্চ ন অদৃষ্টং অণুষু কর্ম্মণঃ নিমিত্তং স্রাৎ, অসম্বন্ধাৎ। অদৃষ্টবতা
পুরুষেণ অস্তি অণুনাং সম্বন্ধ ইতি চেৎ? সম্বন্ধসাতত্যাৎ প্ররুতিসাতত্যাৎপ্রসঙ্গঃ নিয়াম-
কাস্তরাভাবাৎ। তদেবং নিয়তন্তু কস্মচিৎ কর্ম্মনিমিত্তন্তু অভাবাৎ ন অণুষু আদ্যং কর্ম্ম
স্রাৎ। কর্ম্মাভাবাৎ তন্নিবন্ধনঃ সংযোগঃ ন স্রাৎ। সংযোগাভাবাচ্চ তন্নিবন্ধনং দ্ব্যণুকাদি
কার্য্যজাতং ন স্রাৎ। সংযোগশ্চ অণোঃ অণুস্তুরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্রাৎ একদেশেন বা?
সর্ব্বাত্মনা চেৎ, উপচয়ানুপপত্তেঃ অণুনাভ্যুপগমঃ, দৃষ্টবিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ, প্রদেশবতঃ জব্যন্তু
প্রদেশনতা জব্যান্তুরেণ সংযোগন্তু দৃষ্টহাৎ। একদেশেন চেৎ সাবয়বত্বপ্রসঙ্গঃ। পরমাণুনাং
কল্পিতাঃ প্রদেশাঃ স্র্যঃ ইতি চেৎ? কল্পিতানাম্ অবস্ত্বহাৎ অবস্ত্ব এব সংযোগ ইতি বস্ত্বনঃ
কার্য্যন্তু অসমবায়িকারণং ন স্রাৎ। অসতি চ অসমবায়িকারণে দ্ব্যণুকাদিকার্য্যজব্যং ন
উৎপদ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ।

তত্র অর্থাৎ পরমাণুবাদ বিময়ে এই সূত্র বলা হইতেছে—প্রলয়কালে বিভক্ত অবস্থায় স্থিত পরমাণু
সকলের যে সংযোগ হয়, তাহা কর্ম্মবশতঃ, ইহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, কর্ম্মবিশিষ্ট
তত্ত্বপ্রভৃতির সংযোগ হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং কর্ম্মপদার্থ কার্য্য অর্থাৎ জন্ত বস্তু বলিয়া তাহার
কোনও নিমিত্ত স্বীকার করিতে হইবে, স্বীকার না করিলে নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু না থাকায় অণু সকলে
প্রাথমিক কর্ম্ম হইবে না। এবং যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে যথাদৃষ্ট অর্থাৎ যেরূপ ক্রুরণ দেখা যায়,
সেইরূপ প্রবৃত্ত অথবা অভিঘাতাদি কোন একটিকে কর্ম্মের নিমিত্ত বলিয়া যদি স্বীকার করেন, তাহা
হইলে তাহার সম্ভব না থাকায় পরমাণুসকলে প্রাথমিক কর্ম্ম হইতেই পারে না। কারণ, সেই অবস্থায়
অর্থাৎ প্রলয়কালে আত্মগুণ প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, শরীর নাই, যেহেতু শরীরস্থিত মনে আত্মার
সংযোগ হইলে আত্মগুণ প্রবৃত্ত জন্মে। ইহার দ্বারা অভিঘাতাদি দৃষ্টনিমিত্তও প্রত্যাখ্যান করিবে। কারণ,
শৃষ্টির পরকালে সে সকল হইয়া থাকে বলিয়া তাহার আত্ম কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না।

আর যদি অদৃষ্ট প্রাথমিক কর্ম্মের নিমিত্ত ইহা বল, তাহা হইলে তাহা আত্মসমবায়ি হইবে?
অথবা পরমাণুসমবায়ি হইবে? উভয়প্রকারেই অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুতে কর্ম্ম হয়, ইহা কল্পনা করা যায় না।
কাল্পন, অদৃষ্ট অচেতন। অচেতন চেতনকর্ত্ত্বক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরিত না হইয়া স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হয় না,
এবং (অজ্ঞকেও) প্রবৃত্ত করে না, ইহা সাংখ্যপ্রক্রিয়ায় বলিয়াছি। এবং অনুৎপন্নচৈতন্ত্য অর্থাৎ যাহার চৈতন্ত্য
উৎপন্ন হয় নাই এইরূপ আত্মা অর্থাৎ জীব সে অবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়কালে অচেতন থাকে, এবং অদৃষ্টকে আত্ম-
সমবায়ি বলিয়া স্বীকার করায় অদৃষ্ট পরমাণুতে কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহাতে তাহার সম্বন্ধ
নাই। যদি বল অদৃষ্টবান পুরুষের সহিত অণুসকলের সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে সর্বদা সম্বন্ধ থাকায় সর্বদাই
প্ররুতি হইয়া পড়ে, কারণ, তাহার অজ্ঞ কেহ নিয়ামক নাই। অতএব এইরূপে পরমাণুকর্ম্মের কোন নিয়মিত
নিমিত্ত না থাকায় পরমাণুতে প্রাথমিক কর্ম্ম হইবে না, কর্ম্ম না হওয়ায় কর্ম্ম নিবন্ধন অর্থাৎ কর্ম্মবশতঃ যে
সংযোগ হয়, তাহাও হইবে না। এবং সংযোগ না হওয়ায় তন্নিবন্ধন অর্থাৎ সংযোগবশতঃ হয় যে দ্ব্যণুকাদি
কার্য্যসমূহ, তাহাও হইবে না। আর অজ্ঞ পরমাণুর সহিত পরমাণুর যে সংযোগ হয়, তাহা সমস্তাংশের সহিত

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৫৫

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[উত্তরথাপি ন কৰ্ম্মাসত্ত্বদভাবঃ ১২]

ভাষ্যমুবাদ ।

হয়, অথবা এক অংশের সহিত হয় । যদি বল সমস্তাংশের সহিত হয়, তাহা হইলে উপচয় অর্থাৎ বড় না হওয়ায় পরমাণুমাত্রই হইবে, এবং দৃষ্টবিপর্যায় অর্থাৎ লোকে যাহা দেখা যায়, তাহার বিপরীতও হইয়া পড়িবে, কারণ, দেখা যায়, প্রদেশ অর্থাৎ অবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত অবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যের সংযোগ হয় । আর যদি বল পরমাণুর একদেশের সহিত অল্প পরমাণুর একদেশের সংযোগ হয়, তাহা হইলে পরমাণু সাবয়ব হইয়া পড়িবে । যদি বল পরমাণুর প্রদেশ কল্পিত হইবে, তাহা হইলে কল্পিত প্রদেশসকল অবস্ত্ব অর্থাৎ তুচ্ছ হওয়ায় সংযোগও অবস্ত্বই হইবে, অতএব বস্ত্ব অর্থাৎ সত্য কার্যের অসমবায়িকারণ হইবে না । এবং অসমবায়িকারণ না থাকিলে ছাগুকাদি কাষ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না ।

ভানভী ।

“তত্র” পরমাণুকারণবাদে ইদম্ অভিধীয়তে সূত্রম্ । তত্র প্রথমাং ব্যাখ্যাম্ আহ—
“কৰ্ম্মবতাম্” ইতি । অভিঘাতাদি—ইত্যাদিগ্রহণেন নোদনসংস্কারগুরুত্বদ্রব্যানি গৃহ্যন্তে ।
নোদনসংস্কারো অভিঘাতেন সমানযোগক্ষেমো, গুরুত্বদ্রব্যে চ পরমাণুগতে সদাতনে ইতি
কৰ্ম্মসাততাপ্রসঙ্গঃ । দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যানম্ আশঙ্কাপূর্ব্বম্ আহ—“অথ অদৃষ্টং” ধন্বাদ্যন্তো ।
“আত্মস্ত কৰ্ম্মণ” ইতি । “আত্মনশ্চ” ক্ষেত্রজ্ঞস্ত “অনুৎপন্নচৈতনস্ত” ইতি । “অদৃষ্টবতা
পুরুষেণ” ইতি । “সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধ” ইত্যর্থঃ । “সম্বন্ধস্ত সাতত্যাৎ” ইতি । যত্বপি
পরমাণুক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগঃ পরমাণুকৰ্ম্মজঃ তথাপি তৎপ্রবাহস্ত সাতত্যাৎ ইতি ভাবঃ ।
সৰ্ব্বাশ্রনা চেৎ, উপচয়াভাবঃ । একদেশেন হি সংযোগে যৌ অথোঃ একদেশো নিরন্তরো
তাভ্যাম্ অস্ত্রে একদেশাঃ সংযোগেন অব্যাপ্তা ইতি প্রথিমা উপপত্ততে । সৰ্ব্বাশ্রনা তু
নৈরন্তর্য্যে পরমাণৌ একস্মিন্ পরমাণুস্তরাণি অপি সংমাস্তি ইতি ন প্রথিমা স্তাৎ ইত্যর্থঃ ।
শঙ্কতে—যত্বপি নিস্প্রদেশাঃ পরমাণবঃ, তথাপি সংযোগঃ তয়োঃ অব্যাপ্যবৃত্তিঃ এবংস্বভাবত্বাৎ ।
কা এষা বাচোযুক্তিঃ নিস্প্রদেশং সংযোগঃ ন ব্যাপ্নোতি ইতি । এষা এব বাচোযুক্তিঃ
যৎ যথা প্রতীয়তে তৎ তথা অভূতপেয়েত ইতি । তাম্ ইমাং শঙ্কাং সূদ্ধারাম্ আহ—“পরমাণুনাং
কল্পিতা” ইতি । ন হি অস্তি সম্ববঃ নিরবয়বঃ একঃ তদৈব তেনৈব সংযুক্তশ্চ অসংযুক্তশ্চ ইতি ।
ভাবাভাবয়োঃ একস্মিন্ অদ্বয়ে বিরোধাৎ । অবিরোধে বা ন কচিদপি বিরোধঃ অবকাশম্
আসাদয়েৎ । প্রতীতিস্ত প্রদেশকল্পনয়াপি কল্যাতে । তৎ ইদম্ উক্তম্—“কল্পিতাঃ প্রদেশাঃ”
ইতি । তথাচ সূদ্ধারা ইয়ম্ ইতি তাম্ উদ্ধরতি—“কল্পিতানাং অবস্ত্বত্বাৎ” ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“সংস্কারঃ” বোগাদিঃ । “অভিঘাতঃ” ক্রিয়াবিশিষ্টদ্রব্যস্ত দ্রব্যান্তরেণ সংযোগবিশেষঃ । যথা উদ্যমিতনিপাতিতমূলস্ত উল্লখলেন ।
নোদনং তু সংযুক্তস্ত স এব সংযোগঃ প্রযত্ববিশেষাপেক্ষঃ, যথা সংনদ্ধকরণসংযোগঃ ক্ষেপামুকূলপ্রমত্তাপেক্ষঃ । নিমিত্তাপেক্ষেন সমান-
যোগক্ষেমো নোদনসংস্কারো ইত্যর্থঃ । তদাপি ঈশ্বরস্ত চৈতন্যম্ অস্তি ইত্যশঙ্কা আহ—“ক্ষেত্রজ্ঞস্ত” ইতি । “শঙ্কতে” ইতি ।
পরমাণুনাং কল্পিতা ইতি বক্ষ্যমাণপ্রতীকগ্রহণেন অস্ত অস্ববদঃ । নহু পঠৈঃ কল্পিতাঃ প্রদেশা ন ইহস্তে কিন্তু পরমাণৌ সংযোগস্ত
বৃত্ত্যবৃত্তী ইতি আশঙ্কা বৃত্ত্যবৃত্তিপক্ষে ব্যাঘাতাৎ নিরন্ত্রে, গতাতাবৎ বৈশেষিকঃ যদি পরমাণৌ সংযোগস্ত অব্যাপ্যবৃত্তয়ে কল্পিতঃ
প্রদেশঃ মন্তেত, স তাত্তে আশঙ্কা নিরন্ত্রে ইতি বক্তৃম্ বৃত্ত্যবৃত্তিপক্ষঃ ভাবৎ আহ—“যত্বপি” ইতি । ব্যাঘাতম্ আহ সিদ্ধান্তী—
“কা এষা” ইতি । পরিহরতি বৈশেষিকঃ “এষা” ইতি । ঘটাদিষু হি সংযোগস্ত বৃত্ত্যবৃত্তী দৃষ্টেতে, যদি তত্রাপি অবয়ববিভাগেন,
তর্হি যাবৎ পরমাণু তথাহে পরমাণোক্ত নিরন্ত্রে সংযোগঃ এব ন স্তাৎ ইতি বৃত্ত্যবৃত্তী এব তস্ত অব্যাপ্যবৃত্তিতা ইত্যর্থঃ । “সূদ্ধারাম্”
সুপরিহারাম্ আপাত্ত ইত্যর্থঃ । শঙ্কারাঃ সূদ্ধারসিদ্ধার্থঃ বৃত্ত্যবৃত্তিপক্ষঃ দৃষ্যতি “ন হি অস্তি” ইতি । যদি ভাবাভাবয়োঃ একত্র
অবিরোধঃ, তর্হি ন কচিৎ অপি ভেদঃ অবকাশম্ আসাদয়েৎ, স হি বিরুদ্ধধর্ম্মাধাসরণঃ, বিরোধায় চ ভ্রা জলাঞ্জলিঃ দত্তঃ ইত্যর্থঃ ।
প্রদেশকল্পনয়াপি কল্যা ইতি পরেণাপি অলীকার্যম্ ইত্যর্থঃ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

তত্র অর্থাৎ পরমাণুকারণবাদবিষয়ে এই সূত্র বলা হইতেছে । কৰ্ম্মবতাং ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা প্রথম ব্যাখ্যা
বলিতেছেন । অভিঘাতাদি এই আদি শব্দ গ্রহণ দ্বারা নোদন সংস্কার গুরুত্ব ও দ্রবত্ব গ্রহণ করা হয় ।
নোদন ও সংস্কার অভিঘাতের সহিত সমানযোগক্ষেম অর্থাৎ ইহার সৃষ্টির পরকালে হয় বলিয়া তুল্যধর্ম্মা ।

(বৈশেষিকমতঃসংবাদঃ।)

[উত্তরখাপি ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ। ১২]

ভাস্তরভাষ্যম্।

এবং পরমাণুগত গুরুত্ব ও দ্রবত্ব সদাতন অর্থাৎ নিত্য, অতএব কৰ্ম্ম সাতত্যাশ্রয় অর্থাৎ সৰ্ব্বদাই কৰ্ম্ম হইতে থাকুক অর্থাৎ তাহা হইলে আর প্রলয় হইতে পারে না। যথা দৃষ্টং এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কাপূর্বক দ্বিতীয় ব্যাখ্যা বলিতেছেন। অদৃষ্টশব্দের অর্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, অনুৎপন্নৈচৈতন্য আত্মাশব্দের অর্থ ক্ষেত্রজ অর্থাৎ জীব। অদৃষ্টবতাপুরুষেণ এই গ্রন্থে অণুর সহিত অদৃষ্টের যে সম্বন্ধ তাহা সংযুক্তসমবায়। সম্বন্ধমাতত্যাং এই গ্রন্থের তাৎপর্য—যদিও পরমাণু ও ক্ষেত্রজের সংযোগ পরমাণুকৰ্ম্মজ্ঞ তাহা হইলেও তাহার প্রবাহ সত্য হয়। সমস্তের সহিত যদি সংযোগ হয়, তাহা হইলে উপচয় হয় না, ইহার তাৎপর্য এই যে একদেশের সহিত সংযোগ হইলে পরমাণুদ্বয়ের যে অবয়ব দুইটি নিরন্তর অর্থাৎ মিলিত হইয়াছে, সেই দুইটি ভিন্ন অণু অবয়বসকল সংযোগের দ্বারা ব্যাপ্ত নহে। অতএব প্রথিমা অর্থাৎ স্থলতা হইতে পারে। কিন্তু সমস্তটার সহিতই যদি মিলিত হইত তাহা হইলে এক পরমাণুতে অণু পরমাণুসকলও অন্তর্ভূত হইয়া যাইত অতএব প্রথিমা অর্থাৎ স্থলতা হইত না। পরমাণুনাং কল্পিতা এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন, যদিও পরমাণুসকল নিম্প্রদেশ অর্থাৎ অবয়বশূন্য, তাহা হইলেও তাহাদের সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি, কারণ, সংযোগের স্বভাবই এইরূপ—(প্রশ্ন) একি যুক্তি যে নিরবয়ববস্তুকে সংযোগ ব্যাপিয়া থাকে না। (উত্তর) ইহাই যুক্তি যে, যে বস্তু যেমন ভাবে অন্তর্ভূত হয়, তাহা সেইরূপই স্বীকার করা হয়। পরমাণুনাং কল্পিতা। এই গ্রন্থের দ্বারা সূক্ষ্মার অর্থাৎ অনায়াসে পরিহারের যোগ্য সেই এই আশঙ্কাকে বলিতেছেন। ইহা সম্ভব নহে যে, নিরবয়ব একটি বস্তুই একই সময়ে একই বস্তুদ্বারা সংযুক্তও হয়, অসংযুক্তও হয়। কারণ, অদ্বিতীয় একমাত্র বস্তুতে ভাব ও অভাব বিরুদ্ধ হয়। আর যদি বিরোধ না হয়, তাহা হইলে কৃত্রাপি বিরোধ অবকাশ পাইবে না, অর্থাৎ জগৎ হইতে বিরোধ বস্তুটির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। কিন্তু অব্যাপ্যবৃত্তিপ্রতীতি পরমাণুর প্রদেশ কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারাও কল্পনা করা যায়। সেইজন্য কল্পিতাপ্রদেশা এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। এবং তাহা হইলে এই আশঙ্কা সূক্ষ্মার অর্থাৎ অনায়াসে পরিহারের যোগ্য, অতএব কল্পিতানাং অনন্তত্বাৎ এই গ্রন্থদ্বারা তাহাকে পরিহার করিতেছেন।

শাস্তরভাষ্যম্।

যথা চ আদিসর্গে নিমিত্তাভাবাৎ সংযোগোৎপত্ত্যর্থং কৰ্ম্ম ন অণুনাং সম্ভবতি, এবং মহাপ্রলয়েইপি বিভাগোৎপত্ত্যর্থং কৰ্ম্ম নৈব অণুনাং সম্ভবেৎ। ন হি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়তং তন্নিমিত্তং দৃষ্টম্ অস্তি। অদৃষ্টম্ অপি ভোগসিদ্ধ্যর্থং ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থম্ ইত্যতঃ নিমিত্তাভাবাৎ ন স্যাৎ অণুনাং সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থং বা কৰ্ম্ম। অতশ্চ সংযোগবিভাগাভাবাৎ তদায়ত্তয়োঃ সংযোগপ্রলয়োঃ অভাবঃ প্রসজ্যেত। তস্মাৎ অনুপপন্নোহয়ং পরমাণুকারণবাদঃ। ১২

ভাষ্যম্।

যেমন সৃষ্টির প্রথমে কোন হেতু না থাকায় সংযোগ উৎপত্তির জন্ম পরমাণুসকলের কৰ্ম্ম হওয়া সম্ভব হয় না, এইরূপ মহাপ্রলয়েও বিভাগ উৎপত্তির জন্ম পরমাণুসকলের কৰ্ম্ম হওয়াও সম্ভব হইবে না। কারণ, তাহাতেও অর্থাৎ মহাপ্রলয়েও নিয়মিত কোন বিভাগের নিমিত্ত দেখা যায় না। অদৃষ্টও ভোগসিদ্ধির জন্ম, প্রলয় হওয়ার জন্ম নহে, অতএব নিমিত্ত না থাকায় অণুসকলের সংযোগ উৎপত্তির জন্ম অথবা বিভাগ উৎপত্তির জন্ম কৰ্ম্ম হইবে না। এইজন্য সংযোগ ও বিভাগ না হওয়ায় তাহাদের অধীন সৃষ্টি ও প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে। সেইজন্য এই পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত। ১২

ভাস্তরভাষ্যম্।

তৃতীয়াং ব্যাখ্যাম্ আহ—“যথা চ আদিসর্গে” ইতি। নহু অভিঘাতাদয়ঃ প্রলয়ারম্ভ-সময়ে কস্মাৎ বিভাগারম্ভককৰ্ম্মহেতবঃ ন সম্ভবন্তি অত আহ—“ন হি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়তম্” ইতি। সম্ভবন্তি অভিঘাতাদয়ঃ কদাচিৎ কচিৎ, ন তু অপৰ্য্যায়েন সৰ্ব্বশ্মিন, নিয়মহেতোঃ অভাবাৎ ইত্যর্থঃ। “ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থম্” ইতি। যতপি শরীরাদিপ্রলয়ারম্ভে অস্তি হুঃখভোগঃ, তথাপি অসৌ পৃথিব্যাডিপ্রলয়ে নাস্তি ইতি অভিপ্রোক্ত্য ইদম্ উদিতম্ ইতি মন্তব্যম্। ১২

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৫৭

(বৈশেষিকমতঃপ্রবর্তনম্ ।)

সমবায়াত্যুপগমাত সাম্যাদনবস্থিতেঃ । ১৩ *

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“নমু অভিঘাতাদয়ঃ” ইতি । প্রাক্ প্রলয়াৎ অভিঘাতাদীনাম্ হেতুত্বসম্বন্ধবাৎ ইত্যর্থঃ । সৰ্ব্বস্মিন্ অণৌ অপৰ্য্যায়েন অভিঘাতাদয়ঃ ন সমবন্তি ইত্যত্র হেতুত্বম্ আহ—“নিয়মে”তি । সত্যপি পৃথিব্যাদৌ শরীরাদিলয়াদেব দুঃখচ্ছেদসিদ্ধেঃ অপ্ৰযোজকঃ তস্মিন্ পৃথিব্যাদি-
লয় ইত্যাহ—“তন্নাশি” ইতি ।

ভামতীর অনুবাদ ।

যথা চ আদিসর্গে এই গ্রন্থদ্বারা তৃতীয় ব্যাখ্যা বলিতেছেন । যদি বল—প্রলয়ারম্ভসময়ে অভিঘাতাদি বিভাগারম্ভক অর্থাৎ বিভাগের জনক কশ্মের হেতু হয় না কেন ? এইজন্ত ন হি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়ন্তং ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । ইহার অর্থ এই যে, অভিঘাতাদি কোনও সময়ে কোন কোন স্থলে হেতু হয় বটে, কিন্তু একসঙ্গে সকল বস্তুতে হয় না ; কারণ, এরূপ নিয়মের কোন হেতু নাই । যদিও শরীরাদির প্রলয়ারম্ভে অর্থাৎ নাশের সময় দুঃখভোগ আছে, তাহা হইলেও পৃথিব্যাদির প্রলয় হইলে সে দুঃখভোগ নাই— এই অভিপ্রায় করিয়া ন প্রলয়প্রাসিদ্ধ্যর্থং এই গ্রন্থ বলা হইয়াছে, ইহা জানিবে । ১২

শাক্তরভাসম্ ।

সমবায়াত্যুপগমাত সাম্যাদনবস্থিতেঃ । ১৩

“সমবায়াত্যুপগমাত” তদভাবে ইতি প্রকৃভেন অণুবাদনিরাকরণেন সংবধ্যতে ।
ষাভ্যাং চ অণুভ্যাং দ্ব্যণুকম্ উৎপত্তমানম্ অত্যন্তভিন্নম্ অণুভ্যাম্ অথোঃ সমবৈতি ইতি
অভ্যুপগম্যতে ভবতা । ন চ এবম্ অভ্যুপগচ্ছতা শক্যতে অণুকারণতা সমর্থয়িতুম্ । কুতঃ ?
“সাম্যাত্ অনবস্থিতেঃ” । যথৈব হি অণুভ্যাম্ অত্যন্তভিন্নং সৎ দ্ব্যণুকং সমবায়নক্ষণেন
সম্বন্ধেন তাভ্যাং সংবধ্যতে, এবং সমবায়োহপি সমবায়িভ্যঃ অত্যন্তভিন্নঃ সন্ সমবায়-
নক্ষণেন অন্যেনৈব সম্বন্ধেন সমবায়িভিঃ সংবধ্যত, অত্যন্তভেদসাম্যাত্ । ততশ্চ তন্ত তন্ত
অন্তঃ অন্তঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইতি অনবস্থা এব প্রসজ্যেত ।

নমু ইহপ্রত্যয়গ্রাহঃ সমবায়ঃ নিত্যসম্বন্ধ এব সমবায়িভিঃ গৃহ্যতে, ন অসংবন্ধঃ
সম্বন্ধান্তরাপেক্ষো বা । ততশ্চ ন তন্ত অন্তঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ যেন অনবস্থা প্রসজ্যেত
ইতি । ন ইতি উচ্যতে—সংযোগোহপি এবং সতি সংযোগিভিঃ নিত্যসংবন্ধ এব ইতি
সমবায়বৎ ন অন্তঃ সম্বন্ধম্ অপেক্ষেত ।

অথ অর্থান্তরদ্বাং সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষেত, সমবায়োহপি তর্হি অর্থান্তরদ্বাং
সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষেত । ন চ গুণদ্বাং সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষেত ন সমবায়ঃ
অগুণদ্বাং ইতি মুক্ত্যতে বক্তুম্ । অপেক্ষাকারণন্ত তুল্যদ্বাং, গুণপরিভাষায়াশ্চ অতন্ত্রদ্বাং ।
তস্মাত্ অর্থান্তরং সমবায়ম্ অভ্যুপগচ্ছতঃ প্রসজ্যেত এব অনবস্থা । প্রসজ্যমানায়াং চ
অনবস্থায়াম্ একাসিদ্ধৌ সৰ্ব্বাসিদ্ধেঃ ষাভ্যাম্ অণুভ্যাং দ্ব্যণুকং নৈব উৎপত্তেত । তস্মাত্
অপি অল্পপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ । ১৩

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—চ এবং সমবায়াত্যুপগমাত্ অর্থাৎ সমবায় স্বীকার করা হয় বলিয়া তদভাবেঃ অর্থাৎ
দ্ব্যণুকারিক্রমে সৃষ্টি হইতে পারে না ; কারণ, সাম্যাত্ অর্থাৎ সাম্যবশতঃ অনবস্থিতেঃ অর্থাৎ অনবস্থাদোষ
হয়, অর্থাৎ পরমাণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া দ্ব্যণুক যেমন পরমাণুতে সমবায়সম্বন্ধ থাকে, সেইরূপ সমবায়ও
সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ার অজ্ঞ এক সমবায় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহার আবার অজ্ঞ সমবায় হইবে,
এইরূপে অনবস্থা দোষ হয় ।

* এই পূর্বে প্রথমোক্ত পদ না থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক পূর্বে হইল না । অগত্যা আরম্ভ তৃতীয় অধিকরণেরই অঙ্গপূর্ব
হইয়া যেন ।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[সমবায়াদ্যুপগমাক সাম্যাদনবস্থিতে: ১৩]

ভাষ্যত্ববাব ।

ভাষ্যার্থ—সমবায়াদ্যুপগমাক এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ পরমাণুবাদখণ্ডনের জন্য পূর্বস্থিত্রে বলা হইয়াছে যে তদন্তাবপদ, তাহার সহিত সম্বন্ধ হইতেছে। দুইটি পরমাণু হইতে উৎপন্ন অথচ পরমাণুদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন দ্ব্যণুক পরমাণুদ্বয়ে সমবেত হয়—ইহা আপনি স্বীকার করেন। যিনি এইরূপ স্বীকার করেন, তিনি পরমাণুকারণবাদ সমর্থন করিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? যেহেতু সাম্যাবশতঃ অনবস্থাদৌষ হয়। অর্থাৎ দ্ব্যণুক যেমন পরমাণুদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া সমবায়রূপ সম্বন্ধদ্বারা তাহাদের সহিত সম্বন্ধ হয়, এইরূপ সমবায়ও সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া সমবায়রূপ অল্প সম্বন্ধদ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ হইবে। কারণ, অত্যন্ত ভেদ উভয়েরই সমান। এবং তাহা হইলে সেই সমবায়ের অল্প সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থাই হইয়া পড়ে।

যদি বল—ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্য অর্থাৎ কপালে ঘট, দ্রব্যে গুণ ইত্যাদি ইহপ্রতীতিদ্বারা যাহাকে জানা যায়, সেই সমবায়, সমবায়ীর সহিত নিত্যসম্বন্ধরূপেই গৃহীত হয়, অর্থাৎ জ্ঞাত হয়, অসম্বন্ধরূপে গৃহীত হয় না বা সম্বন্ধান্তরাপেক্ষ হইয়াও গৃহীত হয় না অর্থাৎ অল্পসম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়াও জ্ঞাত হয় না, এবং তাহা হইলে তাহার আর অল্প সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে না, যেজন্য অনবস্থা হইয়া পড়িবে। আমি বলি—না, তাহা বলিতে পার না, এরূপ হইলে সংযোগও সংযোগীর সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্তই থাকে, অতএব সমবায়ের মত অল্প সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে না।

যদি বল—অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া সংযোগ অল্প সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে, তাহা হইলে সমবায়ও পদার্থান্তর বলিয়া অল্প সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে। আর সংযোগ গুণ বলিয়া অল্প সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে, কিন্তু সমবায় করিবে না; কারণ, তাহা গুণ নহে, ইহা বলা উচিত নহে। কারণ, অপেক্ষাকারণ উভয়ের সমান অর্থাৎ সংযোগী হইতে ভিন্ন হইয়াছে বলিয়া সংযোগ যেমন অল্প সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ সমবায়ী হইতে ভিন্ন বলিয়া সমবায়ও অল্প সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে। আর বৈশেষিক রূপ রস প্রভৃতি কতিপয় বস্তুকে গুণ বলিয়া যে পরিভাষা করিয়াছেন, তাহা তদ্ব নহে, অর্থাৎ সংযোগের অল্প সম্বন্ধ অপেক্ষার প্রতি ইহা হেতু নহে। সূত্ররাং ষাঁহারা সমবায়কে ভিন্নপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার মতে অনবস্থাদৌষ হইয়া পড়িবেই, এবং অনবস্থার প্রসক্তি হইলে একের অসিদ্ধিতে সকলের অসিদ্ধি হয় বলিয়া দুইটি পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইবে না। সেজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত ১৩

ভাস্তী ।

বাচস্পে—“সমবায়াদ্যুপগমাক্চে”তি । ন তাবৎ স্বতন্ত্রঃ সমবায়ঃ অত্যন্তঃ ভিন্নঃ সমবায়িত্যাং সমবায়িনৌ ঘটয়িতুম্ অর্হতি । অতিপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ অনেন সীমবায়িসম্বন্ধিনা সতা সমবায়িনৌ ঘটনীয়ৌ, তথাচ সমবায়স্য সম্বন্ধান্তরেণ সমবায়িসম্বন্ধে অভ্যুপগম্যমানে অনবস্থা ।

অথ অসৌ সম্বন্ধিত্যাং সম্বন্ধে ন সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষতে সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থবাৎ । তথাহি—নাসৌ ভিন্নোহপি সম্বন্ধিনিরপেক্ষঃ নিরূপাতে । ন চ তস্মিন্ সতি সম্বন্ধিনৌ অসম্বন্ধিনৌ ভবতঃ । তস্মাৎ স্বভাবাদেব সমবায়ঃ সমবায়িনোঃ ন সম্বন্ধান্তরেণ ইতি চোদয়তি—“ননু ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্য” ইতি । পরিহরতি—“ন ইতি উচ্যতে” । “সংযোগোহপি এবম্” ইতি । সংযোগোহপি সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থঃ । ন চ ভিন্নোহপি সংযোগিত্যাং বিনা নিরূপাতে । ন চ তস্মিন্ সতি সংযোগিনৌ অসংযোগিনৌ ভবত ইতি তুলাচচঃ ।

যদি উচ্যতে গুণঃ সংযোগঃ, ন চ দ্রব্যাসমবেতো গুণো ভবতি, ন চ অস্যা সমবায়ং বিনা সমবেতহং, তস্মাৎ সংযোগস্য অস্তি সমবায়ঃ ইতি শঙ্কাম্ অপাকরোতি—“ন চ গুণদ্বাদি”তি । যদি অসমবায়ো অস্যা অগুণদ্বং ভবতি, কামং ভবতু, ন নঃ কাচিৎ ক্ষতিঃ । তদিদম্ উক্তম্—“গুণপরিভাষাশচ” ইতি । পরমার্থতন্তু দ্রব্যাত্মন্যী ইতি উক্তম্ । তচ্চ বিনাপি সমবায়ঃ স্বরূপতঃ সংযোগস্য উপপত্ততে এব ।

ন চ কার্য্যত্বাৎ সমবায়স্যমায়িকারণাপেক্ষিতয়া সংযোগঃ সমবায়ী ইতি যুক্তম্ ।

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৫৯

(বৈশেষিকমতধৰ্মনম্ ।)

[সমবায়াক্ত্যুপগমাক্ষ সাম্যাদমবস্থিতে: ১১৩]

ভামতী ।

অজসংযোগস্য অতথাঃপ্রসঙ্গাৎ । অপি চ সমবায়স্যাপি সম্বন্ধাধীনসদৃশবাস্য সম্বন্ধিনশ্চ একস্য দ্বয়োৰ্বা বিনাশিষ্টেন বিনাশিষ্টাৎ কার্যত্বম্ । ন হি অস্তি সম্ভবঃ গুণো বা গুণগুণিনৌ বা অবয়বো বা অবয়বাবয়বিনৌ বা নন্তঃ অপি অস্তি চ তয়োঃ সম্বন্ধ ইতি । তস্মাৎ কার্যঃ সমবায়ঃ । তথাচ যথা এষ নিমিত্তকারণমাত্রাধীনোৎপাদ এবং সংযোগোহপি ।

অথ সমবায়োহপি সমবায়্যসমবায়িকারণে অপেক্ষতে, তথাপি সৈব অনবস্থা ইতি । তস্মাৎ সমবায়বৎ সংযোগোহপি ন সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষতে । যদি উচ্যেত সম্বন্ধিনৌ অসৌ ঘটয়তি ন আত্মানম্ অপি সম্বন্ধিভ্যাং, তৎ কিম্ অসৌ অসম্বন্ধ এব সম্বন্ধিভ্যাম্ ? এবং চেৎ অত্যন্তভিন্নঃ অসম্বন্ধঃ কথং সম্বন্ধিনৌ সম্বন্ধয়েৎ । সম্বন্ধনে বা হিমবদ্বিক্ষ্যাবপি সম্বন্ধয়েৎ, তস্মাৎ সংযোগঃ সংযোগিনোঃ সমবায়েন সম্বন্ধ ইতি বক্তব্যম্ । তদেতৎ সমবায়স্যাপি সমবায়ি-সম্বন্ধে সমানম্ অন্তত্র অভিনিবেশাৎ । তথাচ অনবস্থা ইতি ভাবঃ ১১৩

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

ভবন্ততে ভাবঃ ন সমবায়ঃ সম্বন্ধিভ্যাং কল্পিততাদান্যাবান্ । তথাচ স্বতন্ত্রঃ অসম্বন্ধঃ সন্ সম্বন্ধিনৌ ন ঘটয়িতুন্ অর্থি ইত্যর্থঃ । সমবায়ঃ তত্ত্বপটভ্যাং সম্বন্ধঃ তদ্বিন্নয়কত্বাৎ কারণবৎ ইত্যাহ অসম্বন্ধত্বম্ উপাধিম্ আশঙ্কতে—“অথ অসৌ” ইতি । অনবস্থাপক্ষে সাধ্যভাবনিষ্করাৎ পক্ষেতরস্তাপি উপধিতা সম্বন্ধিনোঃ ন ঘটয়িতুন্ অর্থি ইত্যর্থঃ । পরস্মৈঃ স্বস্ত চ তাভ্যাং সম্বন্ধনম্ অবিল্লিষ্টত্বা-পাননং পরমার্থঃ স্বভাবো যন্ত স তথা তত্বাৎ ইত্যর্থঃ । স্বস্ত সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধনাং সত্বঃ নিত্যপরতন্ত্রত্বাৎ ইত্যাহ—“ন অসৌ” ইতি । সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধনাত্মনো হেতুন্ আহ—“ন তস্মিন” ইতি । স্বস্তাত্মাঃ সম্বন্ধিনোঃ অসম্বন্ধাভাবাৎ ন সমবায়স্ত তৎসম্বন্ধনে স্বাতিরিক্ত-সম্বন্ধাপেক্ষা ইত্যর্থঃ । সমবায়ঃ সমবায়িনোঃ ইতি যৎ তৎ স্তাবাৎ ইতি যোজনা । কিম্ অসম্বন্ধত্বম্ উপাধিঃ অসমবায়ত্বং বা । নান্তঃ সংযোগে সাধ্যাব্যাপ্তেঃ ইত্যাহ—“সংযোগোহপি” ইতি । সমবায়েন তুল্যাত্ম্যত্বাৎ সংযোগোহপি অসম্বন্ধঃ প্রসঙ্গোক্ত । ন চ এবং দ্বয়া ইত্যেত অতঃ সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ । পক্ষদ্বয়েহপি পক্ষেতরঃ চ । যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ো বা সম্বন্ধানপেক্ষ ইতি উপাধিবাতিরেকে দৃষ্টান্তাভাবাৎ । ন চ অনবস্থাপক্ষে সাধ্যভাবনিষ্করাৎপদোবাঃ । তথা সতি সমবায়স্ত লোপাৎ । ন চ এবং সমবায়স্ত সম্বন্ধাপেক্ষানুমানং আশ্রয়সিদ্ধম্ । পরসিদ্ধম্ আশ্রিত্য পরেবাম্ অনিষ্ঠাপাদনাৎ ইতি । অগুণহে সতি অসম্বন্ধত্বং সম্বন্ধাপেক্ষায় উপাধিঃ তথাচ ন সাধ্য-ব্যাপ্তিঃ ইতি আশঙ্কতে—“যদি উচ্যেত” ইতি । সংযোগস্ত গুণত্বম্ অসিদ্ধম্ ইতি সাধ্যাব্যাপ্তিঃ তদবস্থা ইত্যাহ—“যদি অসমবায়ঃ” ইতি । সম্বন্ধান্তরসাপেক্ষেহপি সংযোগে নাস্তি অগুণহে সতি অসম্বন্ধত্বম্, অন্তর্যতে অন্ত অগুণত্বাৎ সম্বন্ধত্বাক্ষ অতঃ সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ ।

নমু উভয়সিদ্ধয়লে সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ভায়রমতে চ সংযোগস্ত অগুণত্বম্ অসিদ্ধম্ ইত্যশঙ্কা আহ—“পরমার্থতত্ত্ব” ইতি । অয়ং পরিহার ইতি শেবঃ । “জ্যবাত্রী ইতি উক্তম্” ইতি । ন চ জ্যবাসমবেতো গুণো ভবতি ইতি গ্রন্থ ইত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ—অগুণহে সতি অসম্বন্ধত্বম্ ইত্যুপাধিঃ ব্যতিরেক এবং বাচ্যঃ । সমবায়ঃ সম্বন্ধানপেক্ষঃ অগুণহে সতি সম্বন্ধত্বাৎ ইতি । অত্র ভাবঃ দৃষ্টান্তাভাবং অনধা-বসিতত্বম্ । ন চ ব্যতিরেকিত্বম্ ; অতাবে সাধ্যত্বাপি হেতোঃ অযুক্তেঃ । বিশেষণবৈরর্থ্যং চ । সংযোগস্ত প্রাপ্তকরীত্যা স্বাভাবিক-জ্যবান্তিত্বপ্রযুক্তেঃ অগুণত্বোপপত্তৌ অব্যবচ্ছেদ্যত্বাৎ । সমবায়ঃ সমবেতঃ সম্বন্ধত্বাৎ সংযোগবৎ ইতাপি অনুমানঃ ত্রুটবাম্ । সংযোগে সম্বন্ধহে সতি সম্বন্ধাপেক্ষে কার্যত্বম্ উপাধিঃ । জাত্যাদৌ সাধ্যাব্যাপ্তিবারণায় সম্বন্ধহে সতি ইতি সাধ্যবিশেষণম্ । তথাচ কার্যত্বং সমবায়ং ব্যাবর্তমানং স্ব্যাপ্তাঃ সম্বন্ধহে সতি সম্বন্ধাপেক্ষাং বারয়েৎ, সম্বন্ধত্বং চ সমবায়ঃ উভয়বাদিসিদ্ধম্ । অতঃ অর্থাৎ সম্বন্ধাপেক্ষা-ব্যাবৃত্তিসিদ্ধিঃ ইত্যশঙ্কা আহ—“ন চ কার্যত্বাৎ” ইতি । আত্মকাশংযোগে সাধ্যাব্যাপ্তিম্ আহ—“অজসংযোগস্ত” ইতি । অজসংযোগশ্চ সাধয়িত্বতে । সম্বন্ধত্বেন হেতুনা সংযোগবৎ সমবায়স্তাপি কার্যত্বং সাধয়ন্ সাধনব্যাপ্তিম্ আহ—“অপি চ” ইতি । যে তু সমবায়স্ত কার্যত্বং স্বীকৃত্যৈব সমবায়িকারণানপেক্ষতেন সমবায়ান্তর্যাপেক্ষাং ন মন্তন্তে প্রাভাকরাঃ তান্ প্রতি প্রতিবল্যা সমবায়ান্তর্যাপেক্ষান্ উপপাদয়তি—“তথাচ” ইতি । সংযোগপ্রতিবলীম্ উপসংহরতি—“তস্মাৎ” ইতি । নমু সংযোগস্তাপি সংযোগিত্বান্ অসম্বন্ধ এব ভবতু, তথাচ কৃতঃ প্রতিবলী ইতি কশ্চিৎ পক্ষহে—“যদি উচ্যেত” ইতি । দুষয়তি—“তৎ কিম্” ইতি । সংযোগিনোঃ” ইতি সপ্তমী ১৩৩১৪

ভামতীর অনুবাদ ।

সমবায়াক্ত্যুপগমাক্ষ এই গ্রন্থদ্বারা সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন । সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন অতএব স্বতন্ত্র অর্থাৎ সম্বন্ধশূন্য হইয়া সমবায় সমবায়িহয়কে ঘটাইতে অর্থাৎ সম্বন্ধ করিতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হয় । (অর্থাৎ জলে গন্ধবস্তু প্রতীতি হইয়া পড়ে ।) সেই হেতু এই সমবায় সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সমবায়িহয়কে সম্বন্ধ করিবে । আর তাহা হইলে সমবায়ের সম্বন্ধান্তরদ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইল । আর যদি বল—সমবায় সম্বন্ধিহয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে অস্ত্রসম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না, কারণ, সম্বন্ধিহয়ের ও সেই সম্বন্ধিহয়ের সহিত নিজের সম্বন্ধন অর্থাৎ মিলন করাই তাহার স্বভাব । তাহাই বুঝান হইতেছে—সমবায় সম্বন্ধী অপেক্ষা ভিন্ন হইলেও সম্বন্ধীকে অপেক্ষা না করিয়া নিরূপিত হয় না ।

(মৈশেবিকমতধওনম্ ।)

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ১১৪ *

ভামতীর অনুবাদ ।

এবং সমবায় থাকিলে সম্বন্ধিষ্যৎ অসম্বন্ধী অর্থাৎ অমিলিত হয় না। সেইজন্ত স্বভাববশতই সমবায় সমবায়িষ্যয়ে থাকে, অস্ত্রসম্বন্ধে নহে, অতএব অনবস্থাদোষ হইল না। নমু ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্যঃ এই গ্রন্থদ্বারা ইহা শঙ্কা করিতেছেন। ন ইত্যাচ্যতে এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। সংযোগোহপ্যেবং এই গ্রন্থের তাৎপর্য বুঝান হইতেছে। সংযোগও সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থ অর্থাৎ সম্বন্ধিষ্যয়ের মিলন করাই সংযোগের স্বভাব। আর ভিন্ন হইয়াও সংযোগী ব্যতীত নিরূপিত হয় না, এবং সংযোগ থাকিলে সংযোগিষ্য অসংযোগীও হয় না, অতএব তুল্যচর্চ, অর্থাৎ সমবায় ও সংযোগ এই উভয়ের বিচারই সমান।

যদি বল—সংযোগ গুণ পদার্থ, এবং গুণ দ্রব্যো সমবেত না হইয়া থাকে না এবং সমবায় বিনা গুণ সমবেতও হয় না, সেইজন্ত সংযোগের সমবায় আছে। ন চ গুণত্বাৎ এই গ্রন্থদ্বারা এই শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। যদি সমবায় না হইলে সংযোগের গুণত্ব না হয়, না হউক তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই, সেইজন্ত গুণপরিভাষায়াশ্চ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। পরমার্থতঃ কিন্তু দ্রব্যাত্মী অর্থাৎ দ্রব্যবৃত্তি পদার্থ, ইহা বলা—হইয়াছে। আর সংযোগের তাহা অর্থাৎ দ্রব্যবৃত্তি সমবায়ব্যতীতও স্বরূপসম্বন্ধে নিশ্চয়ই হইতে পারে।

আর কার্য্যপদার্থ হওয়ায় সমবায়ি ও অসমবায়িকারণকে অপেক্ষা করে বলিয়া সংযোগ সমবায়ী হয়—ইহা বলা ঠিক নহে; কারণ, তাহা হইলে অজসংযোগ অর্থাৎ আত্মা ও আকাশ প্রভৃতি বিভূষণের সংযোগ অতথা হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অসমবায়ী হইয়া পড়ে। আরও সম্বন্ধাধীনসম্ভাব অর্থাৎ সম্বন্ধিবশতঃ সম্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব হইয়াছে বাহার, অর্থাৎ সম্বন্ধী থাকিলে সমবায় হয়, না থাকিলে নহে এইরূপ বলিয়া, এবং একটা বা দুইটা সম্বন্ধী নষ্ট হইলে নষ্ট হয় বলিয়া, সমবায় কার্য্য পদার্থ। ইহা সম্ভব নহে যে—গুণ বা গুণ ও গুণী, অবয়ব অথবা অবয়ব ও অবয়বী নাই, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ আছে। সেই জন্ত সমবায় কার্য্য পদার্থ। এবং তাহা হইলে ইহা যেমন কেবল নিমিত্তকারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, এইরূপ সংযোগও হইবে।

আর যদি বল, সমবায় ও সমবায়িকারণকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলেও সেই অনবস্থাদোষই হয়। সেইজন্ত সমবায়ের মত সংযোগও অস্ত্র সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না। যদি বল—সংযোগ সম্বন্ধিষ্যয়ে মিলিত করিয়া দেয়, কিন্তু নিজেকেও সম্বন্ধিষ্যয়ের সহিত মিলিত করে না, (উত্তর) তাহা হইলে কি সংযোগ সম্বন্ধিষ্যয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়ই না? এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত ভিন্ন এবং অসম্বন্ধ সংযোগ কি করিয়া সম্বন্ধিষ্যয়ে সম্বন্ধযুক্ত করিবে? আর যদি সম্বন্ধযুক্ত করে, তাহা হইলে হিমালয়ও বিজ্ঞাচলকেও সম্বন্ধযুক্ত করিবে। সেইজন্ত সংযোগ সংযোগিষ্যয়ে সমবায়সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হয়, ইহা বলিতে হইবে। তবে ইহা সমবায়ের ও সমবায়ির সহিত সম্বন্ধবিষয়ে সমান, কেবল অভিনিবেশ অর্থাৎ জেদ ব্যতীত। আর তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইল, ইহাই অভিপ্রায় ১১৩

শাক্তভাষ্যম্ ।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ১১৪

অপি চ অণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা বা নিবৃত্তিস্বভাবা বা উভয়স্বভাবা বা অনুভয়স্বভাবা বা অভ্যুপগম্যন্তে গত্যন্তরাতাবাৎ। চতুর্থাপি ন উপপত্ততে। প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেব প্রবৃত্তে ভাবাৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ। নিবৃত্তিস্বভাবত্বেহপি নিত্যমেব নিবৃত্তে ভাবাৎ সর্গাভাবপ্রসঙ্গঃ। উভয়স্বভাবত্বং চ বিরোধাৎ অসমঞ্জসম্। অনুভয়স্বভাবত্বে তু নিমিত্তবশাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোঃ অভ্যুপগম্যমানয়োঃ অদৃষ্টাদেঃ নিমিত্তস্ত নিত্যসম্বন্ধানাৎ নিত্যপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অতন্ত্বেহপি অদৃষ্টাদেঃ নিত্যপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণু কারণবাদঃ ১১৪

* এখানে প্রথমাস্তপদের অভাবে ইহা আরও অধিকরণেরই অঙ্গ হইল। নিত্যম্ পদটি স্বীকৃতির দ্বিতীয়র একবচন, প্রথমাস্ত নহে। অতএব অধিকরণের সঙ্গাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত এই পাদে অধিকরণার্থ নিবেদ্যবোধক শব্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে তাহাও নাই। অতএব ইহা আরও অধিকরণের অঙ্গ হইবে।

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৬১

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ১৫ *

ভাষ্যমুবাদ ।

সূত্রার্থ—পরমাণুসকল যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে নিত্যম্ এব ভাবাৎ অর্থাৎ সর্বদাই প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়ে, চ অর্থাৎ আর যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে ।

ভাষ্যার্থ—আরও তাঁহারা পরমাণুসকলকে প্রবৃত্তিস্বভাব, অথবা নিবৃত্তিস্বভাব, অথবা উভয়স্বভাব অথবা অমুভয়স্বভাব স্বীকার করেন, যেহেতু ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই, কিন্তু এই চারিপ্রকারই হইতে পারে না । তন্মধ্যে যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্বদাই প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়ে । এবং যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে । আর যদি বল—উভয়স্বভাব, তাহা হইলে তাহা বিরুদ্ধ হওয়ায় সামঞ্জস্য হয় না । আর যদি বল—উভয়স্বভাব নহে, তাহা হইলে কিন্তু কেবল নিমিত্তবশতঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে অদৃষ্টাদি নিমিত্ত সর্বদাই নিকটে থাকায় সর্বদাই প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে, আর যদি অদৃষ্টাদি নিমিত্ত না হয়, তাহা হইলে সর্বদাই নিবৃত্তি হইয়া পড়ে । এজন্তও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত ১৪

ভাস্তী ।

প্রবৃত্তেঃ অপ্ৰবৃত্তের্বাহিতি শেষঃ । অতিরোহিতার্থম্ অস্য ভাষ্যম্ ১৪

ভাস্তীর অনুবাদ ।

এই সূত্রে প্রবৃত্তেঃ অপ্ৰবৃত্তেঃ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বা নিবৃত্তির এই অংশটুকু উদ্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ নিতাই প্রবৃত্তি হওয়ায় সর্বদাই সৃষ্টি হইবে, অথবা সর্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সর্বদাই প্রলয় হইবে । ইহার ভাষ্য ভ্রমোৎসাহ নহে ।

শাকরভাষ্যম্ ।

রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ১৫

সাবয়বানাং জব্যপাণাম্ অবয়বশো বিভজ্যমানানাং যতঃ পরো বিভাগো ন সম্ভবতি, তে চতুর্বিধাঃ রূপাদিমন্তঃ পরমাণবঃ চতুর্নিদন্ত রূপাদিমতঃ ভূতভৌতিকস্ত আরম্ভকা নিত্যশ্চ ইতি যৎ বৈশেষিকা অভ্যুপগচ্ছন্তি স তেষাম্ অভ্যুপগমো নিরালম্বন এব । যতঃ রূপাদিমত্বাৎ পরমাণুনাং অণুহনিত্যত্ববিপর্যয়ঃ প্রসজ্যেত । পরমকারণাপেক্ষয়া স্থূলত্বম্ অনিত্যত্বং চ তেষাম্ অভিপ্রেতবিপরীতম্ আপণ্ডেত ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ? এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ । যদ্বি লোকে রূপাদিমদ্বন্দ্ব তৎ স্বকারণাপেক্ষয়া স্থূলম্ অনিত্যং চ দৃষ্টম্ । তৎ যথা পটঃ তন্তুন্ অপেক্ষ্য স্থূলঃ অনিত্যশ্চ ভবতি, তন্তুবশ্চ অংশুন্ অপেক্ষ্য স্থূলা অনিত্যশ্চ ভবন্তি; তথাচ অগ্নী পরমাণবঃ রূপাদিমন্তঃ তৈঃ অভ্যুপগম্যন্তে, তস্মাৎ তেহপি কারণবন্তঃ তদপেক্ষয়া স্থূলা অনিত্যশ্চ প্রাপ্নুবন্তি । যচ্চ নিত্যত্বে কারণং তৈঃ উক্তম্—

সদকারণবন্নিত্যম্ । (বৈঃ স্থঃ ৪।১।১) ইতি ।

তদপি এবং সতি অণুষু ন সম্ভবতি । উক্তেন প্রকারেণ অণুনাং অপি কারণবদ্ব্যপপত্তেঃ । যদপি নিত্যত্বে দ্বিতীয়ং কারণম্ উক্তম্ ।

অনিত্যম্ ইতি চ বিশেষতঃ প্রতিবেদ্যভাবঃ (বৈঃ স্থঃ ৪।১।৪) ইতি ।

তদপি ন অবশ্যং পরমাণুনাং নিত্যত্বং সাধয়তি । অসতি হি যন্মি কন্মিংশ্চিৎ নিত্যে বস্তুনি নিত্যশব্দেন নঞঃ সমাসো ন উপপদ্যতে, ন পুনঃ পরমাণুনিত্যত্বমেব অপেক্ষ্যতে । তচ্চ অস্তি এব নিত্যং পরমকারণং ব্রহ্ম । ন চ শব্দার্থব্যবহারমাত্রেন কন্ত্ৰচিৎ অর্থস্ত প্রসিদ্ধির্ভবতি, প্রমাণান্তরসিদ্ধয়োঃ শব্দার্থয়োঃ ব্যবহারাবতারাৎ ।

* এখানে “বিপর্যয়ঃ” এই প্রথমস্তপদ থাকি সন্দেহ ইহা । অধিকরণরম্ভক হইল না । কারণ, এই পাদে নিবেদ্যবোধক শব্দ দ্বিতীয় সমস্ত অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে । অতএব ইহাও এচলিত অধিকরণের অঙ্গ সূত্র মাত্র ।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ১১৫]

ভাস্ত্রমুবাদ ।

সূত্রার্থ—চ আর বৈশেষিকমতে জগৎকারণ পরমাণুসকলের রূপাদিমত্বাৎ অর্থাৎ রূপাদিমত্বপ্রযুক্ত নিরবয়ব অণু ও নিত্যত্বের বিপর্যয় অর্থাৎ সাবয়বত্বাদি প্রসক্ত হয়, দর্শনাৎ অর্থাৎ যেহেতু লোকে রূপাদিযুক্ত পটাদি সেই রূপ দেখা যায় ।

ভাস্ত্রার্থ—অবয়বযুক্ত দ্রব্যসকলের প্রত্যেক অবয়ব বিভাগ করিতে করিতে যাহা অপেক্ষা আর বিভাগ করা সম্ভব হয় না, রূপাদিবিশিষ্ট সেই চারিপ্রকার পরমাণু রূপাদিবিশিষ্ট পৃথিব্যাदि চারিপ্রকার ভূত ও ভৌতিক অর্থাৎ পৃথিব্যাदिवিকারের আরম্ভক অর্থাৎ কারণ ও নিত্য, বৈশেষিকগণ যে ইহা স্বীকার করেন, তাঁহাদের সেই স্বীকার করা নিরালম্বন অর্থাৎ আশ্রয়হীন; যেহেতু রূপাদিযুক্ত হওয়ায় পরমাণুসকল অণু ও নিত্যের বিপরীত হইয়া পড়ে অর্থাৎ পরমকারণ অপেক্ষা পরমাণু স্থূল ও নিত্য হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কেননা জগতে এইরূপ দেখা যায়,—জগতে যে বস্তুটি রূপাদিযুক্ত, তাহা নিজের কারণ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হয় দেখা যায়, তাহা যেমন—বস্ত্র সূত্র অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া থাকে, এবং সূত্রসকল অংশ অর্থাৎ আঁশ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া থাকে, এবং সেইরূপ এই পরমাণুসকল রূপাদিযুক্ত, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন, সেইজন্ত তাহারাও কারণবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদেরও কারণ আছে, এবং সেই কারণ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হয় । আর নিত্য হওয়ার প্রতি তাঁহারা যে কারণ বলিয়াছেন,—

সৎ অকারণবৎ নিত্যম্ (বৈঃ সূঃ ৪।১।১) ।

অর্থাৎ সৎ অর্থাৎ যাহা ভাবপদার্থ ও কারণশূন্য অর্থাৎ যাহার কারণ নাই, তাহাই নিত্য । তাহাও এইরূপ হইলে অর্থাৎ পরমাণু রূপাদিবিশিষ্ট হইলে অণুতে সম্ভব হয় না, উক্তপ্রকারে পরমাণুসকলও সাকারণ হইতে পারে । আর নিত্যত্বের প্রতি যে দ্বিতীয় কারণ বলিয়াছেন—

অনিত্যমিতি চ বিশেষতঃ প্রতিবেদ্যভাবঃ (বৈঃ সূঃ ৪।১।৪) । *

অর্থাৎ যদি কারণও অনিত্য হয়, তাহা হইলে কার্য অনিত্য এইরূপে বিশেষ করিয়া কার্যে নিত্যত্বের নিষেধ করা যাইবে না, অতএব পরমাণুরূপ কারণ—নিত্য, ইহাই বৈশেষিকের অভিপ্রায় । তাহাও নিশ্চিতরূপে পরমাণুসকলের নিত্যত্ব সাধন করে না; কারণ, যে কোন নিত্যবস্তু না থাকিলে নিত্যশব্দের সহিত নঞের সমাস হইতে পারে না, কিন্তু তাহা কেবল পরমাণুরই নিত্যত্বকে অপেক্ষা করে না, সেই নিত্যবস্তু ত পরমকারণ ব্রহ্মই রহিয়াছেন । আর কেবল শব্দার্থ ব্যবহার দ্বারাও অর্থাৎ ঘট অনিত্য এইরূপ লোকের কথাবশতঃ ঘটাদিপদার্থে যে অনিত্য বলিয়া ব্যবহার হয়, কেবল তাহার দ্বারা কোন পদার্থের প্রসিদ্ধি হয় না; কারণ, অজ্ঞপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধ শব্দ ও অর্থেই ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল ব্যবহারের দ্বারা কোন বস্তুর সিদ্ধ হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধবস্তুরই ব্যবহার হইয়া থাকে ।

ভাস্ত্রী ।

যৎ কিল ভূতভৌতিকানাং মূলকারণং তৎ রূপাদিমান্ পরমাণুঃ নিত্য ইতি ভবন্তিঃ অভ্যুপেয়তে, তস্য চেৎ রূপাদিমত্বম্ অভ্যুপেয়তে পরমাণুনিত্যত্ববিরুদ্ধে স্থৌলানিত্যত্বে প্রসজ্যেয়াতাং, সৌহর্যং প্রসঙ্গঃ । একধর্ম্মাভ্যুপগমে ধর্ম্মান্তরস্য নিয়তা প্রাপ্তির্হি প্রসঙ্গলক্ষণং, তৎ অনেন প্রসঙ্গেন জগৎকারণপ্রসিদ্ধয়ে প্রবৃত্তং সাধনং রূপাদিমিত্তিত্যপরমাণুসিদ্ধেঃ প্রচ্যাব্য ব্রহ্মগোচরতাং নীয়তে । তৎ এতৎ বৈশেষিকাভ্যুপগমোপস্থাপনপূর্ব্বকম্ আহ—“সাবয়বানাং দ্রব্যানাং” ইতি । পরমাণুনিত্যত্বসাধনানি চ তেষাম্ উপস্থাস্য দৃশ্যতি—“যচ্চ নিত্যত্বে কারণম্” ইতি । “সৎ” ইতি প্রাগভাবাৎ ব্যবচ্ছিনন্তি । “অকারণবৎ” ইতি ঘটাদেঃ । “যদপি

* এই সূত্রটি বর্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থে “অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিবেদ্যভাবঃ” এইরূপ দেখা যায় । এবং শব্দর মিশ্র অশ্রুতি এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা—অনিত্য অর্থাৎ নিত্য নহে বলিয়া যে প্রতিবেদ্যভাব অর্থাৎ নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষবস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে । অর্থাৎ কোন বস্তুই নিত্য নহে, এইরূপ সাধারণভাবে নিষেধ করা সম্ভব নহে; কারণ, কোন বস্তুই যদি নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইবে কিরূপে? অতএব ঘট অনিত্য, পট অনিত্য এইরূপ বিশেষবিশেষে অজ্ঞ বস্তুকে ধরিয়াই ইহা নিত্য নহে, ইহা বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলে এই অভাবের প্রতিযোগিরূপে নিত্য পরমাণু সিদ্ধ হইবে । অতএব কোন বস্তুই নিত্য নহে, ইহা বলিতে পার না ।

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৬৩

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[রূপাদিমজ্জাক বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ১৫]

ভাস্তী ।

দ্বিতীয়ম্” ইতি । লক্ষরূপং হি কচিৎ কিঞ্চিৎ অন্ত্র নিষিধ্যতে । তেন অনিত্যম্ ইতি লৌকিকেন নিষেধেন অন্ত্র নিত্যত্বসদৃশাবঃ কল্পনীয়ঃ,—তে চ অস্ত্রে পরমাণব ইতি, তন্ন । আত্মনি অপি নিত্যত্বোপপত্তেঃ, ব্যাপদেশস্য চ প্রতীতিপূর্বকস্য তদভাবে নিমূলস্যাপি দর্শনাৎ । যথা ইহ বটে যক্ষ ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

যদি পরমাণু পক্ষীকৃত্য রূপাদিমতেন সাবয়বম্ অনিত্যত্বং চ সাধ্যতে তর্হি আশ্রয়াদিসিদ্ধিঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—“যৎ কিলে”তি । মূলকারণম্ উভয়দৃশ্যতঃ পক্ষঃ, তৎ যদি রূপাদিমতঃ তর্হি সাবয়বত্বাদি আপাত্তম্ ইতি ন আশ্রয়াদিসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ । নহু এবম্ অপি পক্ষধর্ম্মত্বাদিসিদ্ধিঃ স্তাৎ, সিদ্ধান্তে মূলকারণস্ত রূপাদিমতানভ্যুপগমাৎ অত আহ—“একে”তি । যদি পূর্ব্বতেহনয়িমতম্ অভ্যুপগম্যাতে, তর্হি অধুমবৎ স্তাৎ ইত্যাদৌ অপ্রমিতত্বৈব অভ্যুপগমমাত্রেন আপাদকত্বদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ । প্রসঙ্গেহপি আপাত্তাপাদকরোঃ ব্যাপ্তিঃ প্রমিতা বক্তব্যঃ, যৎ অনয়িমৎ তৎ অধুমবৎ ইতি ব্যাপ্তেঃ প্রমিতত্বাৎ, তৎ ইদম্ উক্তং—“নিরতে”তি । নহু “বাপ্যারোপাৎ ব্যাপকারোপস্বত্বঃ” কথম্ অনেন বস্ত্তিসিদ্ধিঃ অত আহ—“তৎ অনেন” ইতি । “তৎ” ইতি তত্র ইত্যর্থঃ । বিমতঃ সোপাদানঃ ভাবকাৰ্ঘ্যত্বাৎ সম্ভবৎ ইতি সামান্ততঃ প্রবৃত্তানুমানম্ এতৎতর্কোপবৃংহিতং নিত্যবাপকত্বকবিষয়ঃ ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ । জগদুপাদানং ন স্পর্শবৎ ন চ অণু নিত্যত্বাৎ—অভ্যুপগম্যত্বাবৎ ইতি অনুমানপার্থ্যবসানম্ । সত্যপি স্পর্শাদিমত্রে মূলকারণস্ত নিত্যত্বম্ অনুমানাৎ সিধ্যতি ইতি অর্থাৎ সংপ্রতিপক্ষতাম্ আশঙ্ক্য দূরয়তি ইতি আহ—“পরমাণুনিত্যত্বে”তি ।

ভাস্তীর অস্ববাদ ।

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও ভৌতিক অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন শরীরাদিবস্তুর মূল কারণ বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা রূপাদিবিশিষ্ট নিত্য পরমাণু, ইহা আপনারা স্বীকার করেন, তাহাদিগকে যদি রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহারা পরমাণুত্ব ও নিত্যত্বের বিরুদ্ধ স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব হইয়া পড়িবে । ভাগ্যে যে প্রসঙ্গ বলা হইয়াছে—ইহাই সেই প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি, কারণ, এক ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্যাপ্যপদার্থের অভ্যুপগম অর্থাৎ আরোপ করিলে ধর্ম্মান্তরের অর্থাৎ ব্যাপকধর্ম্মের নিয়তপ্রাপ্তি অর্থাৎ অবশ্য সম্ভাবনাকে প্রসঙ্গ অর্থাৎ তর্ক বা আপত্তি বলে । অতএব এই প্রসঙ্গ জগৎকারণসিদ্ধি করিবার জন্য প্রবৃত্ত হেতুকে রূপাদিবিশিষ্ট নিত্যপরমাণুসিদ্ধি হইতে বিচ্যুত করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে লইয়া যায় । অর্থাৎ জগতের মূলকারণ-সিদ্ধি করিবার জন্য যে হেতু নির্দেশ করা হয়, তাহা এই তর্কের সাহায্যে পরমাণুকে সিদ্ধি না করিয়া ব্রহ্মকেই সিদ্ধি করিয়া দেয় । ভাষ্যকার বৈশেষিকের স্বীকৃত বস্তুর উল্লেখ করিয়া সাবয়বানাং দ্রব্যগাণাং এই গ্রন্থদ্বারা এই কথাই বলিতেছেন । বৈশেষিক পরমাণুর নিত্যত্বসিদ্ধি করিবার জন্য যে সকল সূত্র বলিয়াছেন, তাহাদের সেই সূত্রগুলি উল্লেখ করিয়া যক্ষ নিত্যত্বে কারণম্ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন । সৎ শব্দদ্বারা প্রাগভাব হইতে ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ পৃথক্ করিতেছেন অর্থাৎ প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতেছেন । অকারণবৎ এই শব্দদ্বারা ঘটাদি কার্য্যবস্ত হইতে ব্যবচ্ছেদ করিতেছেন অর্থাৎ ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতেছেন । যদিপি দ্বিতীয়ম্ ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—কোন স্থানে কোন বস্ত লক্ষরূপ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ থাকিলেই অত্র স্থানে তাহার নিষেধ করা যায় । সেইজন্য অনিত্য এই লৌকিক নিষেধদ্বারা অত্র কোন স্থানে নিত্যবস্ত আছে, ইহা কল্পনা করিতে হইবে এবং তাহারা অনিত্য ভিন্ন পরমাণু । তাহা ঠিক্ নহে; কারণ, আত্মাও নিত্য হইতে পারে । কারণ, প্রতীতিপূর্ব্বক যে ব্যাপদেশ অর্থাৎ ব্যবহার হয় কিন্তু কোন কোন স্থলে প্রতীতি না হইলে তাহা নিমূলও দেখা যায়, যেমন এই বটগাছে ভূত আছে, ইত্যাদি ।

শাক্তরত্নম্ ।

যৎ অপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণম্ উক্তম্—“অবিদ্যা চ” (বৈঃ সূঃ ৪।১৫) ইতি । তৎ যদি এবং বিজ্ঞীয়েত, সতাং পরিদৃশ্যমানকার্য্যগাণাম্ কারণানাং প্রত্যক্ষেন অগ্রহণম্ অবিদ্যা ইতি । ততঃ দৃশ্যকনিত্যতাহপি আপদ্যেত । অথ অজব্যত্বে সতি ইতি বিশিষ্টেত অকারণবৎসমেব নিত্যত্বানিমিত্তম্ আপদ্যেত । তন্ত চ প্রাগেব উক্তত্বাৎ “অবিদ্যা চ” ইতি পুনরুক্তং স্তাৎ । অথাপি কারণবিভাগাৎ কারণবিনাশাক অন্ত্র তৃতীয়স্ত বিনাশহেতোঃ অসম্ভবঃ অবিদ্যা, সা পরমাণুনাং নিত্যত্বং ব্যাপয়তি ইতি ব্যাখ্যায়তে । ন অবশ্য বিনশ্যৎ বস্ত দাত্যাম্ এব হেতুত্বাৎ বিনষ্টম্ অর্হতি ইতি নিয়মঃ অস্তি । সংযোগ-

(বৈশেষিকমতঃসংগ্ৰহঃ।)

[রূপাদিমহাত্ম্যে বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ১১৫]

শাক্তবস্তুবাদঃ।

সচিবো হি অনেকস্মিন্ দ্রব্যে দ্রব্যান্তরন্তু আরম্ভকে অভ্যুপগম্যমানে এতৎ এবং ত্রাৎ।
যদ্য তু অপাস্তবিশেষঃ সামান্যাত্মকং কারণং বিশেষবদবস্তুান্তরম্ আপদ্যমানম্ আরম্ভকম্
অভ্যুপগম্যতে, তদা যতকাঠিগ্রবিলয়নবৎ মূর্ত্যবস্তুবিলয়নেনাপি বিনাশ উপপদ্যতে।
তস্মাৎ রূপাদিমহাত্ম্যে ত্রাৎ অভিপ্রেতবিপর্যয়ঃ পরমাণুনাং। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ
পরমাণু কারণবাদঃ ১১৫

ভাত্তাবাদঃ।

আরও অবিদ্যা চ বলিয়া পরমাণুর নিত্যত্ব বিষয়ে যে তৃতীয় কারণ বলিয়াছেন—তাহার যদি
এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, পরিদৃশ্যমান কার্য্য অর্থাৎ যাহাদের কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ
সং, অর্থাৎ ভাবপদার্থ পরমাণু সকলের কারণের প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞান না হওয়াই অবিজ্ঞা, তাহা হইলে দ্ব্যণুকেরও
নিত্যত্ব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ কারণ দ্ব্যণুকের কারণ পরমাণুরও প্রত্যক্ষ না হওয়ায় দ্ব্যণুকেরও নিত্য হইয়া পড়ে
আর অদ্রব্যত্বে সতি অর্থাৎ যাহার কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য নাই, হেতুতে এই বিশেষণ দাও, অর্থাৎ দ্ব্যণুকের
কারণস্বরূপ পরমাণুদ্রব্য থাকায় তাহাতে ব্যভিচার বারণ হইল বটে, কিন্তু তাহা হইলেও অকারণবৎ অর্থাৎ
কারণ না থাকাই নিত্যতার নিমিত্ত অর্থাৎ নিত্য হওয়ার হেতু হইয়া পড়িবে, এবং তাহা পূর্বেই উক্ত
হওয়ায় অবিদ্যা চ এই সূত্রটি পুনরুক্ত হইয়া যাইবে।

আর যদি বল, কারণবিভাগ অর্থাৎ অসমবায়িকারণনাশ এবং কারণবিনাশ অর্থাৎ সমবায়িকারণের
বিনাশ ভিন্ন বিনাশের তৃতীয় হেতুর সম্ভব না থাকাই অবিজ্ঞা, তাহাই পরমাণু সকলের নিত্যত্ব প্রতিপাদন
করিবে। (ইহা খণ্ডন করিতেছেন, যথা—) বিনশদ্বস্ত্ব অর্থাৎ যাহা বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা দুইটি
কারণবশতঃই অবশ্য বিনষ্ট হয়, এই নিয়ম নাই, সংযোগসহকৃত অনেক দ্রব্য অল্পদ্রব্যের আরম্ভক অর্থাৎ
কারণ হয়, ইহা স্বীকার করিলে এইরূপ হয় অর্থাৎ সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণের নাশ হইলে কার্য্য
নাশ হয়। কিন্তু যখন অপাস্তবিশেষ অর্থাৎ যাহা স্বয়ং নির্বিশেষ অর্থাৎ যাহার কোন বিশেষ ধর্ম্ম নাই,
এইরূপ সামান্যাত্মক অর্থাৎ যাহা ঘটকচকাদি সকল কার্য্যে সমানভাবে অল্পগত হইয়া থাকে, এমন মৃত্তিকা ও
সুবর্ণপ্রভৃতি কারণ, অল্প বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আরম্ভক অর্থাৎ জনক হয়, ইহা স্বীকার করা হয়, তখন
যতকাঠিগ্র বিলয়ন অর্থাৎ গলিয়া যাওয়ার মত মূর্ত্তিযুক্ত অবস্থা অর্থাৎ বিশেষ অবস্থা বিনাশের দ্বারাও বিনাশ
হইতে পারে। সেই হেতু রূপাদিবিশিষ্ট হওয়ায় পরমাণুসকল অভিপ্রেত বিরুদ্ধ অর্থাৎ অণু ও নিত্য-
বিরুদ্ধ স্থূল ও অনিত্য হইবে। সেইজন্যও পরমাণু কারণবাদ অসঙ্গত ১১৫

ভাস্তী।

“যৎ অপি নিত্যত্বে তৃতীয় কারণম্ অবিজ্ঞা” ইতি। যদি সত্যং পরমাণুনাং পরিদৃশ্য-
মানস্থূলকার্য্যাণাং প্রত্যক্ষণ কারণাগ্রহণম্ অবিজ্ঞা, তয়া নিত্যত্বম্, এবং সতি দ্ব্যণুকস্তাপি
নিত্যত্বম্। “অথ অদ্রব্যত্বে সতি ইতি বিশিষ্টোত্ত” তথা সতি ন দ্ব্যণুকে ব্যভিচারঃ, তন্তু অনেক-
দ্রব্যত্বেন অবিজ্ঞমানদ্রব্যত্বানুপপত্তেঃ, তথাপি অকারণবস্তুমেব নিত্যতানিমিত্তম্ আপত্তোত্ত,
যতঃ অদ্রব্যত্বম্ অবিজ্ঞমানকারণভূতদ্রব্যত্বম্ উচ্যতে, তথাচ পুনরুক্তম্ ইতি আহ—“তন্তু চ”
ইতি। অপি চ অদ্রব্যত্বে সতি সত্ত্বাৎ ইত্যত এব ইষ্টার্থসিদ্ধেঃ “অবিজ্ঞা” ইতি ব্যর্থম্।

অথ অবিদ্যাপদেন দ্রব্যবিনাশকারণদ্বয়াবিদ্যমানত্বম্ উচ্যতে, দ্বিবিধঃ হি দ্রব্যনাশহেতুঃ
অবয়ববিনাশঃ অবয়বব্যতিবদ্ধবিনাশশ্চ, তদ্বভয়ং পরমাণৌ নাস্তি, তস্মাৎ নিত্যঃ পরমাণুঃ। ন চ
সুখাদিভিঃ ব্যভিচারঃ, তেষাম্ অদ্রব্যত্বাৎ ইতি আহ—“অথাপি” ইতি। নিরাকরোত্তি—“ন
অবশ্যম্” ইতি। যদি হি সংযোগসচিবানি বহুনি দ্রব্যানি দ্রব্যান্তরম্ আরভেরন—ইতি প্রকিয়মা
সিধ্যৎ, সিধ্যৎ জন্মস্বয়মেব তদ্দিনাশকারণম্ ইতি। ন তু এতৎ অস্তি, দ্রব্যস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ।
ন তারং তদ্বাধারঃ তদব্যতিরিক্তঃ পটৌ নাম অস্তি, যঃ সংযোগসচিবৈঃ তন্তুভিঃ আরভ্যোত্ত ইতি
উক্তম্ অদ্বস্তাৎ। ঘটপদার্থাংশ্চ দৃশয়ন অগ্রে বক্ষ্যতি। কিন্তু কারণম্ এব বিশেষবদবস্তুান্তরম্

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৬৫

(বৈশেষিকমতধ্বনম্ ।)

[রূপাদিমহাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ১১৫]

।।

আপদ্যমানং কার্যং, তচ্চ সামান্যত্বকম্ । তথাহি মৃদ বা সুবর্ণং বা সর্বেষু ঘটরূচকাদিষু
অনুগতং সামান্যম্ অনুভূয়তে ।

ন চ এতে ঘটরূচকাদয়ঃ মৃৎসুবর্ণাভ্যাং ব্যতিরিচ্যন্তে ইতি উক্তম্, অগ্রে চ বক্ষ্যামঃ ।
তস্মাৎ মৃৎসুবর্ণে এব তেন তেন আকারেণ পরিণমমাণে ঘট ইতি চ রূচক ইতি চ কপাল-
শকরাকরণম্ ইতি চ শকলকণিকার্চূর্ণম্ ইতি চ ব্যাখ্যায়তে । তত্র তত্র উপাদানয়োঃ মৃৎসুবর্ণয়োঃ
প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । ন তু ঘটাদয়ো বা কপালাদিষু কপালাদয়ো বা ঘটাদিষু চ, রূচকাদয়ো বা
শকলাদিষু, শকলাদয়ো বা রূচকাদিষু প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, যত্র কার্যাকারণভাবঃ ভবেৎ ।

ন চ বিনশ্চক্ষুঃ এব ঘটক্ষণং প্রভৌত্য কপালক্ষণঃ অনুপাদান এব উপদ্যতে, তৎ কিম্
উপাদানপ্রত্যভিজ্ঞানেন ইতি বক্তব্যম্ । এতশ্চ অপি বৈনাশিকপ্রক্রিয়ায়া উপরিষ্ঠাৎ নিরাকরিষ্ণ-
মাণত্বাৎ । তস্মাৎ উপজ্ঞানপায়ধৰ্ম্মাণো বিশেষাবস্থাঃ সামান্যশ্চ উপাদেয়াঃ সামান্যত্বা
উপাদানম্ । এবং ব্যবস্থিতে যথা সুবর্ণজ্বাৎ কাঠিগ্রাবস্থাম্ অপহায় জ্বাববস্থয়া পরিণতং, ন চ তত্র
অবয়ববিভাগঃ সন্ অপি জ্ববেদে কারণং, পরমাণুনাং ভবন্যতে তদভাবেন জ্ববদ্বানুপপত্তেঃ, তস্মাৎ
যথা পরমাণুজ্ববাম্ অগ্নিসংযোগাৎ কাঠিগ্রাম্ অপহায় জ্ববেদেন পরিণমতে, ন চ কাঠিগ্রজ্ববেদে
পরমাণোঃ অতিরিচ্যতে । এবং মৃদ বা সুবর্ণং বা সামান্যং পিণ্ডাবস্থাম্ অপহায় কুলালহেম-
কারাদিব্যাপারাৎ ঘটরূচকাত্তবস্থাম্ আপত্ততে । ন তু অবয়ববিনাশাৎ তৎসংযোগবিনাশাৎ
বা বিনষ্টম্ অর্হস্তি ঘটরূচকাদয়ঃ । ন হি কপালাদয়ঃ অশ্চ উপাদানং, তৎসংযোগো বা অসম-
বায়িকারণম্, অপি তু সামান্যম্ উপাদানং, তচ্চ নিত্যম্ । ন চ তৎ সংযোগসচিবম্, একত্বাৎ,
সংযোগশ্চ দ্বিষ্টত্বেন একস্মিন্ অভাবাৎ । তস্মাৎ সামান্যশ্চ পরমার্থসতঃ অনির্ব্বাচ্যাঃ বিশেষাবস্থাঃ
তদধিষ্ঠানা, ভুজঙ্গাদয় ইব রজ্জ্বাভ্যুপাদান উপজ্ঞানপায়ধৰ্ম্মাণ ইতি সাম্প্রতম্ । প্রকৃতম্
উপসংহরতি—“তস্মাদি”তি ১৫

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

কারণভাবাদেব নিত্যত্বসিদ্ধেঃ কারণগ্রন্থোক্তিঃ বার্থা ইত্যাহ—“অপি চ” ইতি । পরমাণুঃ নিত্যঃ অবয়ববিনাশাবয়ববিভাগ-
রহিতত্বাৎ আভবৎ ইতি এতৎ স্বধাতিভিঃ ন স্যাব্ধিচারং জ্ববেদে সতি ইতি বিশেষণাৎ ইত্যাহ—“ন চ স্বধাতিভিঃ” ইতি । নহু
স্থিতে যুতে কাঠিগ্রমাণঃ ভায়ে উদাহৃতঃ উত যুক্তত্বাৎ । ন আত্মে জ্বাবলয়স্য উদাহরণম্ । অস্ত্যে তু অবয়ববিভাগপূর্ব্বকত্বাৎ তত্রাপি
যুক্তনাশস্য সাধাসমত্বম্ ইতি । তত্র সাধাসমত্বম্ উপরি পরিহরিত্বাৎ কাঠিগ্রং । তাবৎ যুক্তত্ব অবস্থা, ন চ দাষ্টান্তিকেন অসঙ্গতিঃ,
পটাদীনাম্ অপি তদ্ব্যবস্থাবিশেষত্বেন তদ্ব্যবস্থারভাবাৎ ইত্যাহ—“জ্বাবরূপাপরিজ্ঞানাৎ” ইতি । অথন্তাৎ আরম্ভপাধিকরণে (ত্রঃ অঃ ২
পাঃ ১১৫) । নহু বিশেষাবস্থাপি সংযোগপূর্ব্বা ইতি, ন ইত্যাহ—“তচ্চ”তি । একং হি অনুগতজ্ববাৎ কারণভূতং সামান্যং ন তস্য
সংযোগ ইত্যর্থঃ । কারণস্য সামান্যত্বম্ উপপাদয়তি—“মৃদা” ইতি । কারণস্যৈব কার্যরূপসংস্থানাক্ষকত্বম্ আহ—“ন চ এতে” ইতি ।
শকলম্ ইতি আরম্ভ রূচকাবাস্তবো বিকার উক্তঃ । নহু কিম্ অনুগতজ্বব্যবকল্পনয়া, ব্যাবৃত্তাঃ কপালশকলাদয় এব ঘটরূচকাদীন
আরম্ভান্তে, ইত্যত আহ—“তত্র তত্র”তি । সত্যপি জনকত্বাবিশেষে কুল্লকারহেমকারাদয়ঃ ন কুল্লরূচকাদীনাম্ উপাদানম্ । ন হি তে
তান্ তাদাক্ষ্যেন উপাদানান দৃষ্টান্তে । যৎকনকে তু উপাদানম্ ইতি ব্যবস্থা তাদাক্ষ্যাকারিতা, সমবায়স্য প্রাক্ নিরূপিতাৎ । তাদাক্ষ্য চ
অনুবৃত্তয়োঃ এব মহীহেমোঃ ঘটরূচকাদিষু অনুভূয়তে, ন ইতরেতরব্যাবৃত্তানাম্ ইতি অনুগতজ্বব্যমেব উপাদানম্ ইত্যর্থঃ ।

নহু সতি উপাদানে অনুবৃত্তিব্যাবৃত্তিচিন্তা তদেব ন ইতি বৌদ্ধমতম্ আশঙ্ক্য আহ—“ন চ বিনশ্চক্ষুঃ”মিতি । “প্রভৌত্য”—প্রাপ্য ।
এবং যদা তু অপাত্তবিশেষং সামান্যত্বকং কারণং বিশেষবদবস্থারম্ আপত্তমানম্ আরম্ভকম্ অভূপগম্যতে ইতি ভাষ্য উপপাদিতম্ ।
ইদানীং তু তদা যুক্তকাঠিগ্রবিলয়নবৎ ইত্যাদিভাষ্য কৃতোপোদ্বাতঃ ব্যাচষ্টে—“এবং ব্যবস্থিতে” ইতি । যৎ তু যুক্তত্বাপি নাশভূপগমে
অবয়ববিভাগস্য সদ্ভাবে সাধাসমত্বম্ ইতি তত্র যুক্তনাশঃ ন উপপত্তে, কাঠিগ্রসংস্থাননাশশ্চ ন চ তত্র বিজ্ঞানানোহপি অবয়ববিভাগ-
প্রয়োজকঃ, পরমাণুগতকাঠিগ্রনাশে জ্ববেদোদয়ে চ তদভাবে ইত্যাহ—“ন চ তত্র”তি । যথা—কার্যজ্ববাৎ পরমাণোঃ জ্ববদ্বকল্পনা
এবং কাঠিগ্রম্ অপি কল্প্য ন চেৎ ন ইতরং অপি । ন কেবলং পরমাণুদৃষ্টান্তে অবয়ববিভাগাত্তাব উপলব্ধ্যাঃ, কিন্তু কার্যাকারণ-
ভেদাত্তাবোহপি ইত্যাহ—“ন চ কাঠিগ্রজ্ববেদে” ইতি ১৫

ভাস্করীর অনুবাদ ।

যদপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণং এই গ্রন্থের তাৎপর্য এই—যদি বাহ্যদের স্থূলকার্যসকল দেখিতে
পাওয়া যায়, এইরূপ সং অর্থাৎ ভাবপদার্থরূপ পরমাণুসকলের প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা কারণের জ্ঞান না

(নৈশৈবিকতত্ত্বম্ ।)

[রূপাদিসম্বন্ধ বিপর্যয়ো দর্শনঃ ১৫]

ভাষ্যতীর্থ অম্ববাদ ।

হওয়াই অবিজ্ঞা, তাহার দ্বারা নিত্যসিদ্ধ হইবে; এইরূপ হইলে দ্ব্যণুকেরও নিত্য হইয়া পড়িল, অর্থাৎ দ্ব্যণুকে ব্যভিচার হইল। যদি অদ্রব্যত্বে সতি এই বলিয়া বিশেষিত কর, তাহা হইলে দ্ব্যণুকে ব্যভিচার হইল না; কারণ, দ্ব্যণুক অনেকদ্রব্য বলিয়া অবিজ্ঞমান-দ্রব্য হইতে পারে না, (অর্থাৎ এখানে অদ্রব্য বলিতে যাহার কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য নাই, তাহাকে বুঝিতে হইবে, কিন্তু দ্ব্যণুকের কারণস্বরূপ দুইটি পরমাণুদ্রব্য থাকায় ইহা অদ্রব্য হইল না) তাহা হইলেও অকারণত্বই নিত্যতার নিমিত্ত হইয়া পড়িবে, যেহেতু অদ্রব্যত্ব শব্দের অর্থ—অবিজ্ঞমান-কারণীভূত-দ্রব্যত্ব বলা হয়, অর্থাৎ যাহার কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য নাই, তাহাকে এখানে অদ্রব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং তাহা হইলে পুনরুক্ত হইল—ইহাই তত্ত্ব চ এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। আরও অদ্রব্যত্বে সতি সত্ত্বাৎ অর্থাৎ যাহা পূর্বোক্ত অদ্রব্য হইয়া সৎ অর্থাৎ ভাবপদার্থ হইবে, তাহাই নিত্য, ইহা বলিলেই ইষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ পরমাণুর নিত্যসিদ্ধি হয় বলিয়া অবিজ্ঞা এই সূত্রটি ব্যর্থ হইল।

আর যদি বল—অবিজ্ঞাপদদ্বারা দ্রব্যবিনাশের কারণ দুইটির অবিজ্ঞমানতা বলা হইতেছে, যেহেতু দ্রব্য-নাশের হেতু দুই প্রকার, একটী—অবয়বের বিনাশ অর্থাৎ সমবায়িকারণের নাশ, এবং অণুটী—অবয়ব-রাত্তিরক্ষণবিনাশ অর্থাৎ অবয়বদ্বয়ের সংযোগনাশ, পরমাণুতে সেই দুইটিই নাই, সেইজন্য পরমাণু নিত্য। আর সূত্রাদির দ্বারা ব্যভিচারও হয় না, কারণ, তাহার দ্রব্য নহে, অর্থাৎ “দ্রব্যত্বে সতি” এই বিশেষণ দেওয়ার সূত্রাদি দ্রব্য নহে বলিয়া তাহার দ্বারা ব্যভিচার হইবে না, ইহাই অথাপি এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। ন অবশ্যং এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। যদি সংযোগসহকৃত বহু দ্রব্য অণুদ্রব্যকে আরম্ভ করে, এই প্রক্রিয়া সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সেই দুইটিই অর্থাৎ সমবায়িকারণনাশ ও অসমবায়িকারণনাশ দ্রব্য-বিনাশের কারণ হয়—ইহা সিদ্ধ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। যেহেতু দ্রব্যস্বরূপের জ্ঞান হয় না। আর তত্ত্বদ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বতে বর্তমান এবং তত্ত্ব হইতে ভিন্ন—বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, বাহা সংযোগসহকৃত তত্ত্বদ্বারা আরম্ভ অর্থাৎ উৎপন্ন হইবে, ইহা আমি পূর্বে (আরম্ভাধিকরণে) বলিয়াছি। আর দ্রব্যগুণপ্রভৃতি ছয়টি পদার্থকে দোষ দিয়া অগ্রে বলিবে। কিন্তু কারণই বিশেষবিশিষ্ট অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য হয় এবং তাহা সামান্যস্বরূপ বটে। যেমন—সমুদায় ঘট ও রূচকাদিতে অল্পগত মৃত্তিকা বা স্তবর্ণ সামান্যরূপেই অমুভূত হয়। আর এই ঘটরূচকাদিবস্তুসকল মৃত্তিকা ও স্তবর্ণ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন নহে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি, এবং অগ্রেও বলিব। সেইজন্য মৃত্তিকা ও স্তবর্ণই সেই সেই আকারে পরিণত হইয়া ঘট, রূচক, কপাল শর্করা কণা, শকলকণিকচূর্ণ অর্থাৎ খণ্ড কণা চূর্ণ ইত্যাদি বলিয়া কথিত হয়। কারণ, সেই সেই কার্যে উপাদানমৃত্তিকা ও স্তবর্ণের প্রত্যভিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ সেই স্তবর্ণই এই রূচক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু ঘটপ্রভৃতি কপালপ্রভৃতিতে, অথবা কপালাদি ঘটাদিতে, রূচকাদি খণ্ডপ্রভৃতিতে অথবা খণ্ডাদি রূচকাদিতে প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না, যেজন্য (তাহাদের) কার্যাকারণভাব হইবে।

আর কপালকণ উপাদান না হইলেও বিনাশস্বভাব ঘটকণকে পাইয়া উৎপন্ন হইতে পারে, হুতরাং উপাদানপ্রত্যভিজ্ঞানের আর আবশ্যক কি?—ইহা বলিতে পার না। কারণ, এই বৈনাশিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ বৈকল্যমতকেও পরে খণ্ডন করা হইবে। সেইজন্য উপজ্ঞানায়দ্বারা অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশস্বভাববিশেষ অবস্থা-সকল সামান্যের অর্থাৎ মৃত্তিকাদির উপাদেয় অর্থাৎ কার্য, এবং যাহা সামান্যস্বরূপ তাহা উপাদান অর্থাৎ কারণ। এইরূপ স্থির হইলে যেমন স্তবর্ণদ্রব্য কাঠিষ্ঠ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তরল অবস্থায় পরিণত হয়, এবং সেখানে অবয়ববিভাগ থাকিলেও তাহা দ্রবত্বের কারণ নহে, কারণ, আপনার মতে পরমাণুসকলের তদভাব অর্থাৎ অবয়ব না থাকায় তাহার বিভাগ অসম্ভব বলিয়া দ্রবত্ব হইতে পারে না। সেই হেতু যেমন পরমাণুদ্রব্য অগ্নিসংযোগবশতঃ কাঠিষ্ঠ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দ্রবরূপে পরিণত হয়, এবং কাঠিষ্ঠ ও দ্রবত্ব যেমন পরমাণু হইতে অন্তরিক্ত নহে, এইরূপ মৃত্তিকা বা স্তবর্ণরূপ সামান্য পিণ্ডাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কুম্ভকার স্বর্ণকার প্রভৃতির চেষ্টাবশতঃ ঘট ও রূচকাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অবয়ববিনাশ বা অবয়ব-সংযোগবিনাশবশতঃ ঘট ও রূচকাদি বিনষ্ট হইতে পারে না। তাহার কারণ, কপালাদি অবয়ব তাহার উপাদান নহে, এবং তাহার সংযোগও অসমবায়িকারণ নহে, কিন্তু সামান্য অর্থাৎ মৃত্তিকা বা স্তবর্ণই তাহার উপাদান, এবং তাহা নিত্য। আর তাহা সংযোগসহকৃত নহে; কারণ, উপাদান একমাত্র বস্তু; সংযোগসহকৃত দুইটি বস্তুতে

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্। (৩) ৬৭

(বৈশেষিকসমতৎপদম্।)

উভয়থা চ দোষাৎ ১১৬ *

ভাস্করীর অনুবাদ।

ধাকে বলিয়া একে থাকিতে পারে না। অতএব পরমার্থ সং অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য সামান্যবস্তুর ঘটকচকাদি যে বিশেষ অবস্থা, তাহা অনির্বচনীয় অর্থাৎ সং বা অসং তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এবং তদধিষ্ঠান অর্থাৎ সামান্যরূপ উপাদানেই উৎপন্ন হয়, এবং রজ্জু-উপাদান ভূজ্ঞপ্রভৃতির জ্ঞায় উপজ্ঞানাপায়ধর্মী অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশস্বভাব, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। তন্মাত্র এই গ্রন্থদ্বারা প্রকৃতির অর্থাৎ পরমাণু রূপাদিযুক্ত হওয়ায় নিত্য ও অণুর বিপরীত অনিত্য ও স্থূল হইবে—এই বিচারের উপসংহার অর্থাৎ শেষ করিতেছেন। ১৫

শাক্তভাষ্যম্।

উভয়থা চ দোষাৎ ১১৬

গন্ধরসরূপস্পর্শগুণা স্থূল পৃথিবী, রূপরসস্পর্শগুণাঃ সূক্ষ্ম আপঃ, রূপস্পর্শগুণাঃ সূক্ষ্মতরং তেজঃ, স্পর্শগুণাঃ সূক্ষ্মতমো বায়ুঃ ইত্যেবম্ এতানি চত্বারি ভূতানি উপচিতাপচিতগুণানি স্থূলসূক্ষ্মসূক্ষ্মতরসূক্ষ্মতমভারতম্যোপেতানি চ লোকে লক্ষ্যন্তে। তদ্বৎ পরমাণুবোহপি উপচিতাপচিতগুণাঃ কল্লোরম্ ন বা। উভয়থাপি চ দোষানুবঙ্গঃ অপরিহার্য এব স্তাৎ। কল্প্যমানে তাবৎ উপচিতাপচিতগুণেষু উপচিতগুণানাং মূর্ত্যুপচয়ঃ অপরিমাণদ্ব্যঙ্গসঙ্গঃ। ন চ অন্তরেণাপি মূর্ত্যুপচয়ঃ গুণোপচয়ো ভবতি ইতি উচ্যতে, কার্যেযু ভূতেষু গুণোচয়ে মূর্ত্যুপচয়দর্শনাৎ। অকল্প্যমানে তু উপচিতাপচিতগুণেষু পরমাণুদ্ব্যঙ্গসঙ্গসিদ্ধয়ে যদি তাবৎ সর্বৈ এতৈকগুণা এব কল্লোরম্ ততঃ তেজসি স্পর্শস্ত উপলব্ধি ন স্তাৎ, অঙ্গু রূপ-স্পর্শয়োঃ পৃথিব্যাং চ রূপরসস্পর্শানাম্ ; কারণগুণপূর্বকত্বাৎ কার্যগুণানাম্। অথ সর্বৈ চতুর্গুণা এব কল্লোরম্ ততঃ অঙ্গু অপি গন্ধস্ত উপলব্ধিঃ স্তাৎ, তেজসি গন্ধরসয়োঃ, বার্যো গন্ধরূপরসানাম্। ন চ এবং দৃশ্যতে। তন্মাত্রা অপি অনুপপন্নঃ পরমাণু কারণবাদঃ। ১৬

ভাট্টানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থ আর, উভয়থা অর্থ উভয়প্রকারেই, অর্থাৎ পৃথিবী—গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শস্বরূপ হয়, জল—রস, রূপ ও স্পর্শস্বরূপ হয়, তেজঃ—রূপ ও স্পর্শস্বরূপ হয়, এবং বায়ু—স্পর্শস্বরূপ হয় বলিয়া পার্থিবাদি পরমাণু স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হইবে কি না? যদি হয়, তাহা হইলে তাহা আর পরমাণু হইতে পারে না; আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ যদি পার্থিবাদি পরমাণু এক একটি গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে রসাদির অনুভব না হউক, জলে রূপ ও স্পর্শের অনুভব না হউক, তেজে স্পর্শের উপলব্ধি না হউক; আর যদি চারিটিই চারিটি গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে জলপ্রভৃতিতে গন্ধপ্রভৃতির উপলব্ধি হউক, এইরূপে উভয় প্রকারেই দোষাৎ অর্থাৎ দোষ হয় বলিয়া পরমাণু কারণবাদ অনুপপন্ন হয়।

ভাট্টার্থ—গন্ধ রস রূপ ও স্পর্শগুণযুক্ত পৃথিবী—স্থূল, রূপ রস ও স্পর্শগুণযুক্ত জল—সূক্ষ্ম, রূপ ও স্পর্শগুণযুক্ত তেজঃ—সূক্ষ্মতর, এবং কেবল স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু—সূক্ষ্মতম। এইরূপে এই চারিটি ভূত উপচিতাপচিতগুণ অর্থাৎ অধিক ও অল্পগুণযুক্ত, এবং স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমরূপ ভারতম্যযুক্ত লোকে দেখা যায়। সেইরূপ পরমাণুসকলও উপচিতাপচিতগুণ অর্থাৎ অধিক ও অল্পগুণযুক্ত হয়—ইহা কল্পনা করিতে হইবে। উভয় প্রকারেই দোষযুক্ত হওয়া অপরিহার্য হইবেই। যদি অধিক ও অল্পগুণযুক্ততা কল্পনা করা হয়—তাহা হইলে যাহারা উপচিতগুণ অর্থাৎ অধিক গুণযুক্ত, তাহাদের মূর্ত্তির অর্থাৎ দ্রব্যস্বরূপের উপচয়বশতঃ অপরিমাণদ্ব্যঙ্গসঙ্গ হয় অর্থাৎ পরমাণুদ্ব্যঙ্গ ব্যাঘাত হয়। আর মূর্ত্তির (দ্রব্যস্বরূপের) উপচয় অর্থাৎ আধিক্য ব্যতীতও গুণের উপচয় হয়—ইহা বলিতে পার না; যেহেতু, কার্যস্বরূপ ভূতসমূহে অর্থাৎ উৎপন্ন পৃথিব্যাदि ভূতে গুণোপচয় হইলে (গুণগুণী অভিন্ন বলিয়া) মূর্ত্তির উপচয় অর্থাৎ আধিক্য হয়—দেখিতে পাওয়া যায়। আর যদি পরমাণুর গুণের আধিক্য ও ন্যূনতা কল্পনা না কর, তাহা হইলে পরমাণুসকলে সাম্যপ্রসিদ্ধির জন্ত যদি পরমাণু-সকল এক একটি গুণযুক্ত বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে তেজে স্পর্শের জ্ঞান না হউক, জলে রূপ ও স্পর্শের

(বৈশেষিকমতঃপ্রবণম্ ।)

[উত্তরখণ্ডে চ দোষাঃ ১৬]

ভাষ্যবাদঃ ।

জ্ঞান না হউক এবং পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শের জ্ঞান না হউক, যেহেতু কারণগুণপূর্বক কার্যগুণ হয় অর্থাৎ কারণগুণ হইতে কার্যগুণ উৎপন্ন হয়। আর যদি সকলেই চারিটি গুণযুক্তই এইরূপ করণ কর, তাহা হইলে জলেও গন্ধের জ্ঞান হউক, তেজে গন্ধ ও রসের জ্ঞান হউক এবং বায়ুতে গন্ধ, রূপ ও রসের জ্ঞান হউক। কিন্তু এরূপ ত দেখা যায় না। সেইজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত। ১৬

ভাস্তী ।

অনুভূয়তে হি পৃথিবী গন্ধরূপরসস্পর্শাশ্রিতাঃ সূলা, আপঃ রসরূপস্পর্শাশ্রিতাঃ সূক্ষ্মাঃ, রূপস্পর্শাশ্রিতাঃ তেজঃ সূক্ষ্মতরং, স্পর্শাশ্রিতাঃ বায়ুঃ সূক্ষ্মতমঃ । পুরাণেহপি স্মর্যতে—

“আকাশং শব্দমাত্রং তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশং ।

দ্বিগুণস্ত ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাশ্রিতকোহভবৎ ॥

রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ ।

ত্রিগুণস্ত ততো বহ্নিঃ স শব্দস্পর্শবান্ ভবেৎ ॥

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসমাত্রং সমাবিশং ।

তস্মাচ্চতুগুণা আপো বিজ্ঞেয়ান্ত রসাস্রিতাঃ ॥

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসশ্চেৎ গন্ধমাবিশং ।

সংহতান্ গন্ধমাত্রেন তানাচষ্টে মহীমিমাম্ ॥

তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ সূলা ভূতেষু দৃশ্যতে ।

শাস্তা ঘোরাশ্চ মৃতাশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥

পরস্পরাত্তপ্রবেশাৎ ধারয়ন্তি পরস্পরম্” ॥ ইতি ।

তেন গন্ধাদয়ঃ পরস্পরং সংহতমানা পৃথিব্যাদয়ঃ । তথাচ যথা যথা সংহতমানানাম্ উপচয়ঃ, তথা তথা সংহতস্ত সৌল্যম্, যথা যথা অপচয়ঃ তথা তথা সৌন্দর্যতারতম্যম্ । তদেবম্ অনুভবাগমাভ্যাম্ অবস্থিতম্ অর্থং বৈশেষিকৈঃ অনিচ্ছন্তিরপি অশক্যাপহবম্ আহ— “গন্ধে”তি । অস্ত্য তাবৎ শব্দঃ বৈশেষিকৈঃ তস্ত পৃথিব্যাদিগুণেহন অনভ্যুপগমাৎ ইতি চচারি ভূতানি চতুস্ত্রিঙ্ঘোক্তগুণানি উদাহৃতবান্ । অনুভবাগমসিদ্ধম্ অর্থম্ উক্ত্বা বিকল্য দৃশয়তি— “তদ্বৎ” সূত্রপৃথিব্যাদিবৎ “পরমাণবোহপী”তি । “উপচিতগুণানাং মূর্ত্যুপচয়াৎ” উপচিতসংহত-মানানাং সংঘাতোপচয়াৎ “অপরমাণুপ্রসঙ্গঃ” সূত্রদ্বাৎ ইতি ।

যন্ত ক্রতে ন গন্ধাদিসজ্জাতঃ পরমাণুঃ, অপি তু গন্ধাত্মাশ্রয়ো জ্বাৎ, ন চ গন্ধাদীনাং তদাশ্রয়ানাম্ উপচয়েহপি জ্বাস্ত্য উপচয়ো ভবিষ্যৎ অর্হতি, অতদ্বাৎ ইতি, তৎ প্রতি আহ— “ন চ অন্তরেণাপি মূর্ত্যুপচয়াৎ” জ্বাস্ত্যরূপোচয়ম্ ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? “কার্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্যুপচয়দর্শনাৎ” । ন তাবৎ পরমাণবো রূপতঃ গৃহ্যন্তে, কিন্তু কার্যদ্বারা, কার্যং চ ন গন্ধাদিভ্যো ভিন্নং যদা, ন তদা আধারতয়া গৃহ্যতে, অপি তু তদাশ্রয়কতয়া । তথাচ তেষাম্ উপচয়ে তদুপচিতং দৃষ্টম্ ইতি পরমাণুভিরপি তৎকারণৈঃ এবং ভবিষ্যৎ । তথাচ অপরমাণুস্বং সূত্রদ্বাৎ ইত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ং বিকল্য দৃশয়তি— “অকল্যামানে তু উপচিতাপচিতগুণে” ইতি । “অথ সর্বৈ চতুগুণা” ইতি । যদ্যপি অগ্নিন্ কলে সর্বৈবাং সৌল্যপ্রসঙ্গঃ, তথাপি অতিক্ষুণ্ণতয়া উপেক্ষা দৃশয়তি— “ততঃ অঙ্গু অপি” ইতি । বায়ো রূপবশেন চাক্ষুষপ্রসঙ্গঃ ইতাপি দ্রষ্টব্যম্ । ১৬

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

পরমাণু গুণোপচয়গুণাত্মান্ উপচিতাপচিতাবরবৎপ্রসঙ্গম্ অযুক্তম্, অতদ্বাৎ গুণানাং জ্বাস্ত্য নিরবরবাবিধাতাৎ ইতি আশঙ্ক্য গুণসমুল্লারহঃ পরমাণুনাং বস্তুং কার্যাত গুণসমুল্লারহঃ তদ্বিকল্পাসাত্মা চ সৌল্যসৌন্দর্য দর্শয়তি— “অনুভূয়তে হি” ইত্যাদিনা । বেন অগ্নিলিতা গুণাঃ তেন কারণেন সূলাঃ সন্তঃ তে বিশেষাঃ ব্যাবৃত্ত্যবহারবস্তুঃ, তে চ সাধিকদ্বাদিনা শাস্তাদিবোদিতা ইত্যর্থঃ ।

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৬৯

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[উভয়থা চ দোষাৎ ১১৬]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“পরম্পরে”তি । পরম্পরে গন্ধারীনাম্ অনুপ্রবেশাৎ দ্রব্যসংজ্ঞাং লক্ষ্য । রসায়নঃ পৃথিবী ভূত্বা গন্ধঃ ধারয়তি, রূপায়নঃ আপো ভূত্বা রসঃ ধারয়তি, স্পর্শায়নঃ তেজো ভূত্বা রূপং ধারয়তি, শব্দস্পর্শসমুদায়শ্চ বায়ু ভূত্বা স্পর্শং ধারয়তি ইত্যর্থঃ । “উপচিতগুণানাং মূর্ত্যুপচয়াদি”তি ভাষ্যোপাদানম্ । উপচয়মাত্রেন ন সম্ভাব্যত্বকমূর্ত্যুধিক্যম্ অতো বাধ্যা “সংহতমানানাম্” ইতি । “সংঘাতে”তি মূর্ত্তশব্দবাধ্যা । “যন্ত ক্রতে” ইতি । আগমম্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ । গুণসংঘাতোপচয়পাদনে ইষ্টপরতাম্ আশঙ্ক্য আহ—“দ্রব্যস্বরূপে”তি । পরমাণু গুণোপচয়াৎ মূর্ত্যুপচয়ে সাধো কার্যোযু তদ্রূপচয়াৎ মূর্ত্যুপচয়প্রদর্শনং ন তাবৎ দৃষ্টান্তত্বেন, সাধ্যাসমত্যাং, নাপি হেতুত্বেন, ব্যতিকরণত্যাং, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—“ন তাবৎ” ইতি । দৃষ্টান্তোক্ত্যিঃ তাবৎ ইয়ম্ । তত্র সাধ্যাসমতাং পরিহার্য—“কার্যং চে”তি । “ভাবে চোপলক্ষেঃ” (ত্রঃ অঃ ২ পা ১ নু ১৫) ইত্যত্র চ উক্তরীত্য ইত্যর্থঃ । সৌগতমতে সম্ভাব্যত্বঃ অনধিষ্টাতৃকঃ সিদ্ধান্তে তু ঈশ্বরাদীনঃ, উপাদানং চ গন্ধারীনাম্ অস্তি অব্যাকৃতম্ ইতি ভেদঃ ১১৬

ভামতীর অনুবাদ ।

দেখা যায় যে,—গন্ধ্যরূপ রস ও স্পর্শগুণাত্মক পৃথিবী স্থূল ; রস রূপ ও স্পর্শগুণাত্মক জল সূক্ষ্ম ; রূপ ও স্পর্শগুণাত্মক তেজঃ সূক্ষ্মতর, এবং কেবল স্পর্শগুণাত্মক বায়ু সূক্ষ্মতম । পুরাণেও স্মরণ করা হয়—

“আকাশং শব্দমাত্রং তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ ।

দ্বিগুণস্ত ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোহভবৎ ॥১

রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবূর্ভো ।

ত্রিগুণস্ত ততো বহ্নিঃ স শব্দস্পর্শবান্ ভবেৎ ॥২

শব্দঃ স্পর্শং চ রূপং চ রসমাত্রং সমাবিশৎ ।

তন্মাত্রতুগুণা আপো বিজ্ঞেয়ান্ত রসাত্মিকাঃ ॥৩

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসশ্চেৎ গন্ধমাবিশৎ ।

সংহতান্ গন্ধমাত্রেন তানাচষ্টে মহীগিমাম্ ॥৪

তন্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু দৃশ্যতে ।

শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষান্তেন তে স্মৃতাঃ ॥৫

পরম্পরানুপ্রবেশাৎ ধারয়ন্তি পরম্পরম্” ॥ ইতি

ইহার অর্থ—শব্দতন্মাত্র আকাশ স্পর্শতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, সেই স্পর্শতন্মাত্র সহকৃত আকাশ তন্মাত্র হইতে শব্দ ও স্পর্শরূপ দুইটি গুণযুক্ত শব্দস্পর্শাত্মক বায়ু হইয়াছে, সেইরূপে শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে তিনটি গুণযুক্ত বহ্নি হইয়াছে, তাহা শব্দ ও স্পর্শগুণযুক্ত হইবে । শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চারিটি গুণযুক্ত জল হইয়াছে জানিবে এবং তাহা রসাত্মক । শব্দ স্পর্শ রূপ ও রসতন্মাত্র গন্ধতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, গন্ধতন্মাত্রের সহিত সংহত অর্থাৎ মিলিত পূর্বোক্ত তন্মাত্রসকলকে এই পৃথিবী বলে । সেইজন্ত পাঁচটি গুণযুক্ত পৃথিবী মহাভূতের মধ্যে স্থূল দেখা যায় । সেইজন্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণপ্রযুক্ত শান্ত ঘোর ও মূঢ়স্বভাব সেই তন্মাত্রসমূহকে বিশেষ অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন বলা হয় । পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ভস্মং দ্রব্য নাম ধারণ করিয়া পরস্পরকে ধারণ করে ।

সেই হেতু গন্ধাদিগুণসকল পরস্পর সংহতমান অর্থাৎ মিলিত হইয়া পৃথিবীপ্রভৃতি হইয়া থাকে । আর তাহা হইলে তাহারা যেমন যেমন সংহতমান অর্থাৎ মিলিত হইয়া উপচিত অর্থাৎ অধিক হয়, তেমন তেমন সংহতের অর্থাৎ মিলিতের ও স্থূলতা হয়, আর যেমন যেমন তাহাদের অপচয় অর্থাৎ অল্পতা হয়, তেমন তেমন সূক্ষ্মতার তারতম্য হয় । সেই হেতু এই প্রকারে অনুভব ও শাস্ত্র হইতে অবগত অর্থ অর্থাৎ বস্তুকে বৈশেষিকগণ ইচ্ছা না করিলেও অস্বীকার করিতে পারেন না, ইহা গন্ধরস ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । শব্দের কথা থাকুক ; কারণ, বৈশেষিকগণ পৃথিব্যাদির গুণরূপে তাহাকে স্বীকার করেন না, এইজন্ত ক্রমশঃ চার তিন দুই ও একটি গুণযুক্ত পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতকে উদাহরণ দিয়াছেন । অনুভব ও আগমপ্রসিদ্ধ বস্তুর কথা বলিয়া তদ্বৎপরমাণুরোহিণী ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বিকল্প করিয়া দোষ দিতেছেন । তৎসং শব্দের অর্থ—স্থূলপৃথিব্যাদির মত । উপচিতগুণানাং মূর্ত্যুপচয়াৎ এই গ্রন্থের

(বৈশেষিকমতভঙ্গনম্ ।)

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা । ১৭ *

ভাস্তীর অস্বাদ ।

অর্থ—উপচিত হইয়া অর্থাৎ সংখ্যায় অধিক হইয়া সংহতমান অর্থাৎ যাহারা মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সম্ব্যাপচয়প্রযুক্ত অর্থাৎ সমষ্টির আধিক্যবশতঃ, অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা হয় অর্থাৎ পরমাণুস্বাব্যাপ্ত হয়; কারণ তাহা স্থূল ।

কিন্তু যিনি বলেন—গন্ধাদিসমষ্টি পরমাণু নহে, কিন্তু গন্ধাদির আশ্রয়দ্রব্যই পরমাণু, এবং তদাশ্রয় অর্থাৎ দ্রব্যাপ্তি যে গন্ধাদি তাহাদের আধিক্য হইলেও দ্রব্যের আধিক্য হইতে পারে না; কারণ, তাহা ভিন্নবস্তু; তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—ন চাস্তরেণাপি মূর্ত্যুপচয়ম্ ইত্যাদি । মূর্ত্যুপচয়শব্দের অর্থ দ্রব্যস্বরূপের বৃদ্ধি । যদি বল কেন? তাহা হইলে বলিব—কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্যুপচয় দর্শনাৎ অর্থাৎ যেহেতু কার্য্যে অর্থাৎ উপলব্ধভূতে গুণের বৃদ্ধি হইলে মূর্ত্তির বৃদ্ধি হয়, দেখা যায় । আর পরমাণুসকল স্বরূপতঃ জানা যায় না, কিন্তু কার্য্যদ্বারা জানা যায়, অর্থাৎ অহুমান হয়, এবং কার্য্য যখন গন্ধাদি হইতে ভিন্ন হয় না, তখন গন্ধাদির আধাররূপে জানা যায় না, কিন্তু তদাত্মকরূপে অর্থাৎ তাহার সহিত অভিন্নরূপে জানা যায় । আর তাহা হইলে গন্ধাদির আধিক্যে পৃথিব্যাতিরিক্ত আধিক্য দেখা যায়, অতএব তাহাদের কারণ পরমাণুরও এইরূপ হওয়া উচিত । আর তাহা হইলে তাহারা স্থূল বলিয়া তাহাদের পরমাণুত্বের ব্যাঘাত হইল—ইহাই অর্থ । দ্বিতীয়কল্পে দোষ দিতেছেন—অকল্প্যমাণে তু উপচিতাপচিতগুণেষু ইত্যাদি । অথ সর্ব্বৈ চতুর্গুণা এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—যদিও এই পক্ষে সকলের স্থূলত্বের আপত্তি হয়, তাহা হইলেও তাহা অতিস্পষ্ট বলিয়া উপেক্ষা করিয়া দোষ দিতেছেন—ততঃ অঙ্গু অপি ইত্যাদি । বায়ু রূপবান্ হওয়ায় চাক্ষুষত্বের আপত্তি হয়, ইহাও দেখিতে হইবে । ১৬

শাক্তভাষ্যম্ ।

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা । ১৭

প্রধানকারণবাদঃ বেদবিস্তিরপি কৈশ্চিৎ মম্বাদিভিঃ সংকার্য্যদ্বাত্তংশোপজীবনান্তি-প্রায়েণ উপনিবদ্ধঃ । অয়ং তু পরমাণুকারণবাদঃ ন কৈশ্চিদপি শিষ্টেঃ কেনচিদপি অংশেন পরিগৃহীত ইতি অত্যন্তম্ এব অনাদরণীয়ঃ বেদবাদিভিঃ ।

অপি চ বৈশেষিকাঃ তত্ত্বার্থভূতান্ ষট্‌পদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াদ্ব্যাম্ অত্যন্তভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণান্ অভ্যুপগচ্ছন্তি । যথা মনুষ্যঃ অশ্বঃ শশঃ ইতি । তথাহং চ অভ্যুপগম্য তদ্বিকল্পঃ দ্রব্যাদীনহং শেবাণাম্ অভ্যুপগচ্ছন্তি । তৎ ন উপপত্ততে, কথম্ ? যথা হি লোকে শশকুলপলাশপ্রভৃতীনাং অত্যন্তভিন্নানাং সতাং ন ইতরেতরাধীনত্বং ভবতি, এবং দ্রব্যাদীনাম্ অত্যন্তভিন্নত্বাৎ নৈব দ্রব্যাদীনহং গুণাদীনহং ভবিতুম্ অর্হতি ।

অথ ভবতি দ্রব্যাদীনহং গুণাদীনহং, ততো দ্রব্যভাবে ভাবাৎ দ্রব্যভাবে অভাবাৎ দ্রব্যমেব সংস্থানাদিভেদাৎ অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ ভবতি । যথা দেবদত্ত এক এব সন্ অদ্বৈতরসোবাগাৎ অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ ভবতি তদ্বৎ । তথা সতি সাংখ্যসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গঃ স্বসিদ্ধান্তবিরোধশ্চ আপত্ত্যেয়াতাম্ ।

ননু অগ্নেঃ অগ্নস্তাপি সতো ধূমস্ত অগ্ন্যধীনত্বং দৃশ্যতে ? সত্যং দৃশ্যতে । ভেদপ্রতীভেষু তত্র অগ্নিধূময়োঃ অগ্ন্যহং নিশ্চীয়েতে । ইহ তু শুক্রঃ কবলঃ, রোহিণী শ্বেতঃ, নীলম্ উৎপলম্ ইতি দ্রব্যস্তৈব তন্তু তন্তু তেন তেন বিশেষণেন প্রতীয়মানত্বাৎ নৈব দ্রব্যগুণয়োঃ অগ্নিধূময়োঃ

* এখানে “অনপেক্ষা” এই প্রথমোক্ত পদ থাকার অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই পাদে “ন”কারাদি নিবেদ্যার্থক শব্দদ্বারা অধিকরণ আরম্ভই বিশেষভাবে রীতি হওয়ার এবং পরসূত্রে “অপ্রাপ্তিঃ” এই নিবেদ্যার্থক প্রথমোক্ত পদ থাকায় এই হুক্তকে আরম্ভ অধিকরণের অঙ্গসূত্রই বলিতে হইল । আর এই সূত্রে “অনপেক্ষা”পদ এবং পরসূত্রে “অপ্রাপ্তিঃ”পদ থাকায় এই দুই মতও আর একরূপ তাহাও বলা হইল । আর এই সূত্রে “চ”কার থাকায় ইহাতে অধিকরণ আরম্ভ করা হইল না । কারণ, এতদ্বারা আরম্ভ করিয়াই সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । একান্ত পরসূত্রেই স্বার্থ অধিকরণ আরম্ভ করা হইল ।

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৭১

(বৈশেষিকমতধ্বননম্ ।)

[অপরিগ্রহাচ্ছাত্ত্বমপেক্ষা । ১৭]

শাক্তভাষ্যম্ ।

ইব ভেদপ্রতীতিঃ অস্তি, তস্মাৎ দ্রব্যাস্বকতা গুণস্ত । এভেন কর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং দ্রব্যাস্বকতা ব্যাখ্যাতা ।

ভাষ্যমুবাদ ।

সূত্রার্থ—চ অর্থ আর, অপরিগ্রহাৎ অর্থাৎ পরমাণুকারণবাদ শিষ্টগণকর্তৃক অনাদৃত বলিয়া অত্যন্তম্ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অপেক্ষা অর্থাৎ অগ্রাহ্য জানিবে ।

ভাষ্যার্থ—মহুপ্রভৃতি কোন কোন বেদবিদ সাংখ্যের সংকার্যত্বাদি অংশের উপজীবন অর্থাৎ সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে প্রধানকারণবাদকে অর্থাৎ প্রকৃতি জগতের মূল কারণ, এই মতকে উপনিবন্ধন করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু এই পরমাণুকারণবাদ অর্থাৎ ক্ষিতাদির পরমাণু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়ুছে, এই মত, কোন শিষ্ট অর্থাৎ কোন আচার্য্য কোন অংশেই গ্রহণ করেন নাই, এইজন্য বেদবাদী পণ্ডিতগণকর্তৃক ইহা অতিশয় অনাদরীয় হওয়া উচিত ।

আরও বৈশেষিকপণ্ডিতগণ তত্রার্থভূত অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায় নামক ছয়টি পদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন এবং ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন, অর্থাৎ তাহারা পরস্পর অত্যন্তভিন্ন, (কারণ) তাহাদের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন । যেমন—মহুঘ্র, অশ্ব ও শশক ইত্যাদি । আর ঐরূপ স্বীকার করিয়া তাহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন হওয়ার বিরুদ্ধ অবশিষ্ট গুণকর্মপ্রভৃতি পাঁচটি পদার্থকে দ্রব্যের অধীন বলিয়া স্বীকার করেন । তাহা কিন্তু সঙ্গত হয় না । যদি বল কেন ? (বলিতেছি—) যেমন লোকমধ্যে শশক কুশ পলাশ প্রভৃতি পদার্থসকল অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় ইতরেতরাধীন অর্থাৎ পরস্পরের অধীন হয় না, এইরূপ দ্রব্যাদিপদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় গুণাদিপদার্থ দ্রব্যের অধীন হইতে পারে না ।

আর যদি বল—গুণ আদি পদার্থ দ্রব্যের অধীন হয়, তাহা হইলে দ্রব্য থাকিলে তাহারা থাকে, এবং দ্রব্য না থাকিলে থাকে না বলিয়া দ্রব্যই সংস্থানভেদে অর্থাৎ আকারাদিভেদে অনেক শব্দ অর্থাৎ নাম ও জ্ঞানের বিষয় হয় । যেমন দেবদত্ত এক হইয়াই অত্রাত্ত্র অবস্থাবোধে অনেক নাম ও জ্ঞানের বিষয় হয় সেইরূপ । (যথা—পিতা ভ্রাতা পুত্র শ্রোত্রিয় বদান্ত সাধু ইত্যাদি ।) তাহা হইলে সাংখ্য সিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল এবং নিজ সিদ্ধান্তবিরোধও হইয়া পড়িল ।

যদি বল—ধূম অগ্নি অপেক্ষা ভিন্ন হইলেও তাহাকেও অগ্নির অধীন দেখা যায় ? ইহা দেখা যায়—ইহা সত্য, কিন্তু সেখানে ভেদপ্রতীতি হয় বলিয়া অর্থাৎ অগ্নি অপেক্ষা ধূমকে ভিন্ন বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখা যায় বলিয়া অগ্নি ও ধূমের ভেদ আছে—ইহা নিশ্চয় করা যায় । কিন্তু এখানে—সাদা কষল, লাল গাভী, নীল উৎপল, ইত্যাদি সেই দ্রব্যেরই সেই সেই বিশেষণদ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অগ্নি ও ধূমের মত দ্রব্য ও গুণের ভেদ বোধ হয় না । সেইজন্য গুণ দ্রব্যস্বরূপই । এই যুক্তিদ্বারা কর্ম, সামান্য অর্থাৎ জাতি, বিশেষ ও সমবায়—ইহার দ্রব্যস্বরূপ, ইহা ব্যাখ্যা করা হইল ।

ভাষ্যতী ।

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষণে ব্যাখ্যাতম্ । সম্প্রতি উৎসূত্রং ভাস্ককৃৎ বৈশেষিকভক্ত্য দৃষ্যতি—“অপিচ বৈশেষিকা” ইতি । “দ্রব্যাদীনহং” দ্রব্যাদীননিরূপণম্ । ন হি যথা গবাম্-মহিষমাতঙ্গাঃ পরস্পরানধীননিরূপণাঃ স্বতন্ত্রা নিরূপ্যন্তে, বহুত্বধীনোৎপত্তয়ো বা ধূমাদয়ঃ যথা বহুত্বানধীননিরূপণাঃ স্বতন্ত্রা নিরূপ্যন্তে, এবং গুণাদয়ঃ দ্রব্যাতনধীননিরূপণাঃ, অপি তু যদা যদা নিরূপ্যন্তে তদা তদা তদাকারতয়া এব প্রথন্তে, ন তু প্রথায়াম্ এষাম্ অস্তি স্বাতন্ত্র্যম্, তস্মাৎ ব্যতিরিক্ত্যন্তে দ্রব্যাত, অপি তু দ্রব্যমেব সামান্যরূপং তথা তথা প্রথতে ইত্যর্থঃ । দ্রব্য-কার্য্যস্বমাত্রং গুণাদীনং দ্রব্যাদীনম্ ইতি মতানঃ চোদয়তি—“নহু অগ্নেঃ অত্রস্থাপি” ইতি । পরিহরতি—“ভেদপ্রতীতেঃ” ইতি । ন তদধীনোৎপাদতাং তদধীনম্ আচক্ষ্মহে কিন্তু তদাকারতাং, তথাচ ন ব্যতিরিক্তাঃ ইত্যর্থঃ ।

বেদান্তকরতকঃ ।

“উৎসূত্রম্” ইতি । উৎসূত্রবাক্যম্ ইত্যর্থঃ । সৌত্র-চ-শব্দব্যাখ্যানদ্বাং ষট্‌পদার্থানুগত । ভাষ্যে—“দ্রব্যাদীনহং” দ্রব্যাদীন-নিরূপণম্ ইতি, ন তু উৎসূত্রপাদনম্ । কেবলিঃ গুণানাং সামান্যাদীনং চ উক্তবাৎ । দ্রব্যাদীনম্ উপপাদয়তি—“ন হি কল্”

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা । ১৭]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

পূর্ব্বং স্বমতে হিঁহা জব্যন্ত গুণসজ্জাতমাত্রত্বম্ উক্তম্ ইহানীং বৈশেষিকবৃষ্টা। জব্যং কিঞ্চিৎ অভূপেতা জব্যসামান্যাদিকরণ্যপ্রভীত্যা গুণাদেঃ জব্যমাত্রত্বম্ উচ্যতে ইতি ন পূর্ব্বাপরবিবোধঃ। নম্ ন তাদান্যোজন জব্যাদীননিরূপণত্বং কিন্তু তদ্বৎপত্তা ইতি আশঙ্ক্য আহ—“বহ্যাস্বাধীনেন”তি। নম্ তাদান্যোজন প্রতীয়মানত্বম্ অভেদবৈতুঃ ইতি উক্তে কথং ভায়ে অগ্নিধূময়োঃ ব্যাভিচারশঙ্কা অত আহ—“জব্য-কার্য্যমাত্রত্বম্” ইতি ।

ভাষ্যতীর্থ অম্ববাদ ।

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা—এই সূত্র নিগদব্যাপ্যাত অর্থাৎ সরলব্যাপ্যায়ুক্ত ভাষ্যদ্বারা ব্যাপ্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি উৎসূত্র অর্থাৎ বৈশেষিকের যে সকল সিদ্ধান্ত সূত্রকার উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করেন নাই, “অপি চ বৈশেষিকা”—এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার স্বয়ং সেই সকল বৈশেষিক সিদ্ধান্তে দোষ দিতেছেন। জব্যাদীনত্বং ইহার অর্থ—জব্যাদীননিরূপণত্ব অর্থাৎ জব্যের জ্ঞান হইলে যাহার জ্ঞান হয়। গো, অশ্ব, মহিষ ও হস্তী যেমন পরস্পরানধীননিরূপণ অর্থাৎ কেহ কাহারও অধীন ‘হইয়া নিরূপিত না’ হইয়া স্বাধীনভাবে নিরূপিত হয়, অথবা বহ্যাদির অধীনে উৎপন্ন হয় যে ধূমাদি, তাহার যেমন বহ্যাদির অধীনে নিরূপিত না হইয়া স্বাধীনভাবে নিরূপিত হয়, এইরূপ গুণাদি পদার্থসকল জব্যাদির অধীনে না থাকিয়া নিরূপিত হয় না, কিন্তু যখন যখন নিরূপিত হয়, তখন তখন তদাকারেই অর্থাৎ জব্যাকারেই নিরূপিত হয়; প্রথমে অর্থাৎ নিরূপণবিষয়ে ইহাদের স্বাধীনতা নাই, সেইজন্ত তাহারা জব্য অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে, কিন্তু সামান্তরূপ জব্যই সেই সেই রূপে অর্থাৎ গুণকন্দীদ্রুপে প্রতীয়মান হয়—ইহাই তাৎপৰ্য্য। জব্যের কার্য্য হওয়াই গুণাদীর জব্যাদীনতা—ইহা মনে করিয়া নম্ অগ্নেঃ অজ্ঞাত্যপি এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ভেদপ্রতীতেঃ এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। ইহার তাৎপৰ্য্য—তাহার অধীনে উৎপন্ন হওয়াকে আমরা তাহার অধীন হওয়া বলি না, কিন্তু তাহার মত আকার হওয়াকে তাহার অধীন হওয়া বলি, তাহা হইলে আর ব্যাভিচার হইল না।

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

গুণাদীনানং জব্যাদীনত্বং জব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বাৎ ইতি যদি উচ্যেত, তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধত্বম্ অপৃথগ্দেশত্বং বা স্ত্রাৎ অপৃথক্কালত্বং বা অপৃথক্স্থভাবত্বং বা? সর্ব্বথাপি নোপপত্ততে। অপৃথগ্দেশত্বং তাবৎ স্বাভ্যুপগমঃ বিরুদ্ধেত। কথম্? তস্মারকো হি পটঃ তন্ত্বেদেশঃ অভ্যুপগম্যতে ন পটদেশঃ। পটস্ত তু গুণাঃ শুক্লবাদয়ঃ পটদেশা অভ্যুপগম্যন্তে ন তন্ত্বেদেশাঃ। তথাচ আছঃ—

“জব্যগি জব্যাস্তরম্ আরভন্তে গুণাশ্চ গুণাস্তরম্” (বৈ সূঃ ১।১।১০) ইতি ।

তন্ত্বেবো হি কারণজব্যগি কার্য্যজব্যং পটম্ আরভন্তে, তন্ত্বেগতাশ্চ গুণাঃ শুক্লাদয়ঃ কার্য্যজব্যে পটে শুক্লাদিগুণাস্তরম্ আরভন্তে ইতি হি তে অভ্যুপগচ্ছন্তি। সোহভ্যুপগমঃ জব্যগুণয়োঃ অপৃথক্দেশত্বং অভ্যুপগম্যমানে বাধ্যত। অথ অপৃথক্কালত্বম্ অযুতসিদ্ধত্বম্ উচ্যেত, সব্যদক্ষিণয়োরপি গোবিষাণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বং প্রসজ্যেত। তথা অপৃথক্স্থভাবত্বং তু অযুতসিদ্ধত্বং ন জব্যগুণয়োঃ আত্মভেদঃ সম্ভবতি। তস্ম তাদান্যোজ্যনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ ।

ভাষ্যতীর্থবাদ ।

গুণসকল যে জব্যের অধীন, ইহার কারণ—জব্য ও গুণ অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ গুণ জব্যকে ছাড়িয়া থাকে না—ইহা যদি বল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, তোমার অযুতসিদ্ধি পদার্থটি কি? তাহা কি অপৃথক্দেশত্ব? অর্থাৎ অপৃথক্ স্থানে বর্ত্তমান থাকা, অথবা অপৃথক্কালত্ব অর্থাৎ অপৃথক্ সময়ে উৎপন্ন হওয়া, অথবা অপৃথক্-স্থভাবত্ব অর্থাৎ উভয়েই অপৃথক্ পদার্থ হওয়া? কিন্তু কোন রকমেই সম্ভব হয় না। যদি বল, অপৃথক্-দেশত্বই অযুতসিদ্ধি? তাহা হইলে তুমি স্বয়ং যাহা স্বীকার করিয়াছ, তাহা বিরুদ্ধ হয়। কেননা, সূত্র হইতে উৎপন্ন হয় যে বস্ত্র, তাহা তন্ত্বেদেশ অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে তন্ত্বে থাকে বলিয়া তুমি স্বীকার কর, ন পটদেশ অর্থাৎ তাহা কাপড়ে থাকে না। কিন্তু বস্ত্রের গুণ—শুক্লবাদি পটদেশ অর্থাৎ কাপড়ে থাকে স্বীকার কর, ন তন্ত্বেদেশ অর্থাৎ তন্ত্বে থাকে না। ইহার দ্বারা বলা হইল এই যে—বস্ত্রের

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৭৩

(বৈশেষিকমতভণ্ডনম্ ।)

[অপরিগ্রহাচ্ছাত্ত্বম্বনপেক্ষা । ১৭]

ভাষ্যম্বাদ ।

তদ্বতে থাকে এবং বস্তুর গুণ—গুণাদি বস্ত্রে থাকে, অতএব বস্তু ও তাহার গুণ এক স্থানে থাকিল না, অতএব অপৃথক্দেশত্ব অর্থাৎ এক স্থানে বর্তমান থাকাকে অযুতসিদ্ধি বলিলে বস্তু ও তাহার গুণ অযুতসিদ্ধি হইতে পারিল না । আর তাঁহারা তাহাই বলেন যথা—

দ্রব্যানি দ্রব্যান্তরম্ আরভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্ (বৈ ১।১।১০ সূত্র)

অর্থাৎ দ্রব্যসকল অত্র দ্রব্যকে আরম্ভ করে অর্থাৎ উৎপন্ন করে, এবং গুণসকল অত্র গুণকে আরম্ভ করে অর্থাৎ উৎপন্ন করে । কারণদ্রব্য তদ্ব্যসকল কার্যদ্রব্য পটকে উৎপন্ন করে, এবং তদ্ব্যসকল গুণাদি গুণসকল কার্যদ্রব্য বস্ত্রে গুণাদি অত্র গুণকে উৎপন্ন করে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন । সেই স্বীকৃত বিষয় দ্রব্য ও গুণের অপৃথক্দেশত্ব স্বীকার করিলে বাধিত হয় । আর যদি বল,—অপৃথক্কালত্ব অর্থাৎ এক সময়ে উৎপন্ন হয় যে বস্তু তাহাই অযুতসিদ্ধি, তাহা হইলে বাম ও দক্ষিণদিকের গো-শৃঙ্গদ্বয়ের অযুতসিদ্ধি হইয়া পড়িবে ? আর অপৃথক্স্থানত্ব যদি অযুতসিদ্ধি হয় ? তাহা হইলে দ্রব্য ও গুণের আত্মভেদ অর্থাৎ স্বরূপগতভেদ সম্ভব হয় না । কারণ, গুণ দ্রব্যের তাদাত্ম্যরূপেই অর্থাৎ দ্রব্যস্বরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে ।

ভাষ্যতী ।

শব্দতে “গুণানাং দ্রব্যাদীনহং দ্রব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধিহাদিতি যদি উচ্যেত” । যত্র হি দ্বৌ আকারিণৌ বিভিন্নাভ্যাম্ আকারাভ্যাম্ অবগম্যেতে তৌ সম্বন্ধৌ অসম্বন্ধৌ বা বৈয়ধিকরণ্যেন প্রতিভাসেতে, যথা ইহ কুণ্ডে দধি, যথা বা গোঃ অশ্ব ইতি । ন তথা গুণকর্ম্মসামান্যবিশেষ-সমবায়াঃ, তেষাং দ্রব্যাকারতয়া আকারান্তরাযোগেন দ্রব্যাত্ আকারিণঃ অন্যত্বেন আকারিতয়া ব্যবস্থানাভাবাৎ । সেয়ম্ অযুতসিদ্ধিঃ । তথাচ সামানাধিকরণ্যেন প্রথা ইত্যর্থঃ । তাম্ ইমাম্ অযুতসিদ্ধিং নিকল্প্য দুষয়তি—“তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধিত্বম্” ইতি । তত্র অপৃথক্দেশত্বম্ তদভ্যুপগমেন বিরূপাভাবো ইত্যাহ—“অপৃথক্দেশত্বম্” ইতি । যদি তু সংযোগিনোঃ কার্যায়োঃ সম্বন্ধিভ্যাম্ অগ্রদেশত্বং যুতসিদ্ধিঃ ততঃ অন্য্য অযুতসিদ্ধিঃ, নিত্যায়োস্তু সংযোগিনোঃ দ্বয়োঃ অগ্রতরস্ত বা পৃথগ্গতিমত্বং যুতসিদ্ধিঃ ততঃ অগ্রা অযুতসিদ্ধিঃ, তথাচ আকাশপরমাণোঃ পরমাণোশ্চ সংযুক্তয়োঃ যুতসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ভবতি । গুণগুণিনোশ্চ শৌক্যপটয়োঃ অযুতসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ভবতি । ন হি তত্র শৌক্যপটীভ্যাং সম্বন্ধিভ্যাম্ অগ্রদেশৌ শৌক্যপটৌ । সতাপি পটস্ত তদগ্র-তদ্ব্যদেশত্বম্ শৌক্যস্ত সম্বন্ধিপটদেশত্বাৎ ।

তন্ম, নিত্যয়োঃ আত্মাকাশয়োঃ অজসংযোগে উভয়স্তা অপি যুতসিদ্ধিঃ অভাবাৎ । ন হি তয়োঃ পৃথগাশ্রয়ান্নিত্যত্বম্, অনাশ্রয়ত্বাৎ । নাপি দ্বয়োঃ অগ্রতরস্ত বা পৃথগ্গতিমত্বম্, অমূর্ত্বেন উভয়োরপি নিক্রিয়ত্বাৎ । ন চ অজসংযোগো নাস্তি ; তস্ম অল্পমানসিদ্ধিত্বাৎ । তথাহি—আকাশম্ আত্মসংযোগি, মূর্ত্তদ্রব্যসিদ্ধিত্বাৎ, ঘটাদিবৎ ইতি অল্পমানম্ । পৃথগাশ্রয়-প্রিয়ত্বপৃথগ্গতিমত্বলক্ষণযুতসিদ্ধিঃ অগ্রা তু অযুতসিদ্ধিঃ যত্ৰাপি ন অভ্যুপগমবিবোধম্ আবহতি, তথাপি ন সামানাধিকরণ্যপ্রথাম্ উপপাদয়িতুম্ অর্হতি । এবংলক্ষণেহপি হি সমবায়ে গুণগুণিনোঃ অভ্যুপগম্যমানে সংবদ্ধ ইতি প্রত্যয়ঃ স্তাৎ ন তাদাত্ম্যপ্রত্যয়ঃ । অস্ত চ উপপাদনায় সমবায় আত্মীয়তে ভবন্তিঃ । স চেৎ আস্থিতোহপি ন প্রত্যয়ম্ ইমম্ উপপাদয়েৎ কৃতং তৎকল্পনয়া । ন চ প্রত্যয়ঃ সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ঃ সমবায়গোচরঃ, তদ্বিরুদ্ধার্থত্বাৎ । তদগোচরত্বম্ হি পটে গুরু ইত্যেবমাকারঃ স্তাৎ, ন তু পটঃ গুরু ইতি ।

ন চ—গুরুপদস্ত গুণবিশিষ্টগুণিপদত্বাৎ এবং প্রথা ইতি সাম্প্রতিকম্ ; ন হি শব্দবৃত্তান্তানুসারি প্রত্যক্ষম্ । ন হি অগ্নির্মাণবক ইতি উপচরিতাগ্নিভাবো মাণবকঃ প্রত্যক্ষেন দহনাত্মনা প্রথতে । ন চ অয়ম্ অভেদবিভ্রমঃ সমবায়নিবন্ধনঃ ভিন্নয়োরপি ইতি বাচ্যং ; গুণাদিসদৃভাবে তদ্বদে চ প্রত্যক্ষানুভবাৎ অগ্রস্ত প্রমাণস্ত অভাবাৎ, তস্ম চ ভ্রান্তত্বম্ সর্বাবপ্রসঙ্গাৎ,

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[অপরিগ্রাহ্যাত্ম্যন্তমনপেক্ষা । ১৭]

ভামতী ।

তদাশ্রয়ন্ত তু ভেদসাধনন্ত তদ্বিকল্পতয়া উত্থানাসম্ভবাৎ । তদিদম্ উক্তম্ “তন্ত তাদাশ্রোতেনব প্রতীয়মানত্বাৎ” ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“শব্দে” ইতি । গুরুত্বং ঘটবুত্তি শৌক্যবুত্তিভ্যাং সম্বৎ * ইত্যুমানম্ অভিপ্রোক্তা তদনুকুলেভেন সামান্যাদিকরণপ্রতীতিঃ উক্তা, তত্রা অস্তথাশিক্ষিঃ শব্দতে ইত্যর্থঃ । অযুতসিদ্ধত্বস্বক্কেহপি ভেদে সতি ন সামান্যাদিকরণম্ উপপত্ততে ইত্যাক্ষা অযুতসিদ্ধত্বং নির্বক্তি— “যত্র হি” ইতি । আকারিণৌ স্বতন্ত্রৌ স্বতন্ত্রবস্তুনোঃ অসামান্যাদিকরণ্যং ন স্বতন্ত্রগরতন্ত্রয়োঃ, ত্রব্যতন্ত্রাশ্চ গুণাদয় ইতি ভেদেহপি সামান্যাদিকরণম্ ইত্যর্থঃ । “ত্রব্যাকারতয়া” ত্রব্যধর্মতয়া । “আকারান্তরাযোগেন” স্বাতন্ত্র্যপ্রয়োজকধর্মযোগেন ইত্যর্থঃ । ভবেৎ ইদম্ অযুতসিদ্ধিঃ সামান্যাদিকরণোপপাদিকা, এইব তু ন ভেদে ঘটতে, ন হি ভিন্নানাং বিজ্ঞাহিমবদানীনাং ধর্মধর্মিভাব উপলভ্যতে, অথ ভিন্নানাম্ অপি অপৃথগ্দেশত্বাদিভিঃ প্রকারৈঃ ধর্মধর্মিভাব উচ্যতে, তর্হি তান্ বিকল্পা দৃষ্যতি ইত্যাহ—“তামিনাম্” ইতি । তদর্থ- বিকল্পোহপি তথিকল্প ইতি তাম্ ইত্যুক্তম্ । একদেশত্বম্ অপৃথগ্দেশত্বম্ ভাত্তদূষিতং, স্বয়ং তু প্রকীর্ত্তনগ্ৰেণ অপৃগ্দেশত্বম্ আশঙ্কতে, তত্র ভাবৎ প্রতিযোগিত্বতঃ পৃথগ্দেশত্বম্ আহ—“যদি তু সংযোগিনোঃ” ইতি । কুণ্ডবদরে হি সংযোগিনী তাতাম্ অস্ত্রঃ স্বভাববৎ এব তরেদেগে ইতি । নম্ পরমাণোঃ আকাশপরমাণৌশ্চ সংযোগে কথং সম্বন্ধিত্যাম্ অন্তর্দেশত্বং যুতসিদ্ধিঃ তেবাম্ অনাপ্রিহতত্বাৎ অত আহ—“নিত্যোক্ত” ইতি । অবিভুনোঃ দ্বয়োঃ বিভুনোস্ত অস্ত্রতরস্ত্র অবিভুন ইত্যর্থঃ । “তথা চাকশে”তি । অত্র ন বধ্যাসংখ্যাম্ । “সত্যপি” ইতি । একতরস্ত্র সম্বন্ধিদেশত্বাদেব ন তরোঃ সম্বন্ধিত্যাম্ অন্তর্দেশত্বমিত্যর্থঃ । “আত্মসংযোগি” ইতি । “আত্মাশ্রিতসংযোগেন সংযোগীত্বার্থঃ । তথ্যচ ন যুত্বম্ উপাধিঃ ত্র্যং আত্মনি এব সাধ্যাব্যাপ্তেঃ । তন্ত্র আত্মাশ্রিতসংযোগেন সংযোগিত্বাৎ অমুত্বত্বাচ্চ । বধ্যাক্রতে তু ভবত্যেব উপাধিঃ, যত্র আত্মসংযোগিত্বং তত্র যুত্বম্ ইতি ব্যাপ্তেরিতি । “সদ্বিত্বাৎ” সংযোগিত্বাৎ ইত্যর্থঃ । সম্বন্ধিত্বমাত্রস্ত্র গুণাদৌ ব্যভিচারাত্ । এতাবান্ এব হেতুঃ, হৃৎবোধার্থং তু যুত্বব্যাগ্রহণম্ । যজ্ঞপি আকাশাত্মসংযোগে অস্তি বিপ্রতিপত্তিঃ, তথাপি ন তন্ত্র যুত্বসংযোগে অস্তি ইতি । অতাপেত্যাপি বর্ণিতাম্ অযুতসিদ্ধিঃ দোষান্তরম্ আহ—“পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্বম্” ইত্যাদিনা । ত্র্যাহেতুৎ—ন তাদান্য়প্রত্যয়োপপাদকঃ সমবাঃ, কিন্তু সামান্যাদিকরণ্যপ্রত্যয়বিষয় এব ইতি, ন ইত্যাহ “ন চ প্রত্যক্ষ” ইতি । নম্ গুরুত্বমিত্যাদিতত্ত্বলাদিভিঃ নিফুল্টো গুণঃ অভিবীজতে, গুরুশব্দস্ত্র ত্রাবিনীলনগুণবাচী লক্ষয়তি ত্রব্যম্ অতঃ লাক্ষণিকঃ সামান্যাদিকরণম্, ততঃ কথং ত্রব্যগুণয়োঃ অভেদপ্রতিভানম্ অত আহ—“ন চে”তি । শাক্দো হি ব্যবহারঃ লাক্ষণিকঃ ত্র্যং, ন প্রত্যক্ষপ্রত্যয় ইত্যর্থঃ । অভেদপ্রত্যয়স্ত্র ভ্রমত্বঃ ভেদগ্রাহিপ্রমাণাৎ ভবতি, তচ্চ লক্ষণরূপম্ অসুমানম্, ত্রব্যং গুণাদিত্র্যো ভিত্তিতে সমবায়িকারণত্বাৎ ইত্যাদি । তচ্চ ধর্মিগ্রাহকপ্রত্যক্ষবিরোধাত্ আভাস ইত্যাহ—“ন চায়ম্” ইতি । তস্য ভ্রান্তিভেদে সর্বভাবপ্রসঙ্গাৎ আশ্রয়সিদ্ধিঃ । প্রমাণত্বে চ অভেদবিষয়েণ তেন বিরোধাত্ অসুমানোত্থানাসম্ভব ইত্যর্থঃ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

গুণাণাং ত্রব্যাবধীনত্বং ত্রব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বাদিতি যদি উচ্যেত—এই গ্রন্থদ্বারা শব্দা করিতেছেন । অর্থাৎ যেখানে আকার(ধর্ম)বিশিষ্ট দুইটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দুইটি আকার(ধর্ম)দ্বারা জানা যায়, সেই দুইটি বস্তু সম্বন্ধযুক্তই হউক অথবা সম্বন্ধযুক্ত নাই হউক, ব্যাদিকরণ হইয়া অর্থাৎ বিভিন্নস্থানে থাকিয়া প্রতিভাত হয় । যেমন এই কুণ্ডে দধি, অথবা যেমন গোরু অশ্ব ইত্যাদি । গুণ, ধর্ম, জাতি, বিশেষ ও সময়ায় তেমন নহে ; কারণ, তাহারা ত্রব্যাকার অর্থাৎ ত্রব্যের ধর্ম বলিয়া অত্র আকার না থাকায় অর্থাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজক কোন ধর্ম না থাকায়, আকারবিশিষ্ট ত্রব্য হইতে অত্র আকারবিশিষ্ট পদার্থরূপে (ধর্মরূপে) ব্যবস্থিত হয় না অর্থাৎ থাকে না । ইহাই সেই অযুতসিদ্ধি । আর তাহা হইলে ত্রব্য ও গুণাদির যে সামান্যাদিকরণে অর্থাৎ উভয়ের অভিন্নরূপে বোধ হয়, সেই অভিন্নরূপে থাকাই অযুতসিদ্ধি । সেই এই অযুতসিদ্ধিকে বিকল্প করিয়া তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধত্বং এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন । তাহার মধ্যে অপৃথগ্- দেশত্বরূপ অযুতসিদ্ধি তাঁহাদের অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকৃত নিয়মদ্বারা বিরুদ্ধ হয় ; ইহাই অপৃথক্দেশত্বে ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । আর যদি সংযোগী দুইটি জন্তুপদার্থের সম্বন্ধিহয় ভিন্ন অত্রদেশত্ব অর্থাৎ বিভিন্নস্থানে বিস্তারমান থাকাই যুতসিদ্ধি হয়, এবং নিত্য সংযোগিত্বের অথবা অন্তত্বের অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে একটির পৃথগ্গতিমত্ব অর্থাৎ পৃথক্ক্রিয়া থাকাই যুতসিদ্ধি হয়, এবং এই উভয় ভিন্নই অযুতসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে সংযুক্ত আকাশ ও পরমাণুর এবং পরমাণুদ্বয়ের যুতসিদ্ধি সিদ্ধ হইল । (জন্তুপদার্থদ্বয়ের বিভিন্নস্থানে থাকাই যুতসিদ্ধি, তন্ত্রিণ অযুতসিদ্ধি, এই কথা বলিলে পরমাণুদ্বয় অথবা পরমাণু ও আকাশাদি বিভূপদার্থের অযুতসিদ্ধি হইয়া পড়ে । কারণ, তাহারা কেহই জন্তুপদার্থ নহে, এইজন্তু নিত্যপদার্থের জন্তু পৃথক্ যুতসিদ্ধির লক্ষণ করা হইল ।) আর গুণ ও গুণী এবং শৌক্য ও বস্তুর অযুতসিদ্ধি সিদ্ধ হইল । কারণ, সেখানে শৌক্য এবং বস্ত্র, শৌক্য ও বস্ত্ররূপ সম্বন্ধিভিন্ন অত্রদেশে বর্তমান হয় না । বস্ত্র সম্বন্ধিহয়ভিন্ন তন্ত্ররূপস্থানে থাকিলেও শৌক্য

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৭৫

(বৈশেষিকমন্তব্যম্ ।)

[অপরিগ্রহাচ্ছাত্ত্বমনপেক্ষা ১৭]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

স্বসম্বন্ধী বস্তুরই থাকে, অর্থাৎ একটি সম্বন্ধিভিন্নদেশে থাকিলেও উভয়েই সম্বন্ধিভিন্ন দেশে থাকে না । একাভাব-বশতঃ উভয়াভাব সিদ্ধ হইল ।

তাহা ঠিক নহে । কারণ, নিত্য আত্মা ও আকাশের অজসংযোগে অর্থাৎ নিত্যসংযোগে উভয় যুতসিদ্ধিই থাকে না । কারণ, তাহাদের পৃথগাশ্রয়াশ্রিতত্ব নাই অর্থাৎ প্রত্যেকে বিভিন্ন অধিকরণে বিচ্ছিন্ন থাকারূপ যুতসিদ্ধি নাই ; কারণ, তাহারা অনাশ্রয় অর্থাৎ তাহাদের কোন আশ্রয় নাই । আর তাহাদের দুইটির অথবা অল্পতরের অর্থাৎ দুইটির মধ্যে একটিরও পৃথগ্গতিমত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াও নাই ; কারণ, উভয়ে অমূর্ত অর্থাৎ পরিস্কিন্নপরিমাণবান্ নহে বলিয়া নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াহীন । আর অজসংযোগ যে নাই, তাহাও নহে ; কারণ, তাহা অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয় । সেই অনুমান যথা—আকাশ আত্মার সহিত সংযুক্ত ; কারণ, তাহা মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযোগবিশিষ্ট, যেমন ঘটাদি—ইহাই সেই অনুমান । পৃথগাশ্রয়াশ্রিত্য অর্থাৎ বিভিন্ন অধিকরণে বিচ্ছিন্ন থাকা, এবং পৃথগ্গতিমত্ব অর্থাৎ পৃথক ক্রিয়া থাকা রূপ যুতসিদ্ধিভিন্ন অযুতসিদ্ধি যদিও অভ্যুপগম্য অর্থাৎ স্বীকৃত নিয়মে কোন বিরোধ উৎপন্ন করে না বটে, তাহা হইলেও সামান্যাদিকরণ প্রথা উপপাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ গুণ ও গুণীর অভেদপ্রত্যয় ঘটাইতে পারে না । কারণ, গুণ ও গুণী অর্থাৎ দ্রব্যের এই প্রকার সমবায় স্বীকার করিলেও গুণ ও দ্রব্য সম্বন্ধ—এইরূপ বুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তাদাত্ম্যপ্রত্যয় অর্থাৎ **শুরুঃ পটঃ** এইরূপ অভেদবুদ্ধি হয় না । ইহারই অর্থাৎ এই অভেদ বুদ্ধিরই উপপাদনের জগ্গ আপনারা সমবায় স্বীকার করেন । সেই সমবায় স্বীকার করিলেও যদি এই বুদ্ধি অর্থাৎ শুরু পট এই অভেদবুদ্ধির উপপাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই সমবায় কল্পনা করা বৃথা । আর প্রত্যক্ষাত্মক যে সামান্যাদিকরণপ্রত্যয় অর্থাৎ গুণ ও দ্রব্যের অভেদপ্রতীতি, তাহা সমবায়গোচর অর্থাৎ সমবায়বিষয়কও নহে । কারণ, তাহা তদ্বিরুদ্ধার্থ অর্থাৎ ভেদের বিরুদ্ধ অভেদই তাহার বিষয় । কারণ, উক্ত প্রত্যক্ষ যদি সমবায়বিষয়ক হইত, তাহা হইলে বস্তুর শুরুবর্ণ রহিয়াছে, এই প্রকার ভেদবিষয়ক প্রত্যক্ষই হইত, কিন্তু বস্তুর শুরুবর্ণ এই প্রকার অভেদবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইত না ।

আর শুরুপদে লক্ষণাদ্বারা শুরুগুণবিশিষ্ট গুণী অর্থাৎ দ্রব্যকে বুঝায় বলিয়া এইরূপ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ **শুরুঃ পটঃ** এইরূপ অভেদ প্রত্যয় হয়—ইহা বলা ঠিক নহে । কারণ, শব্দবৃত্তি অনুসারে প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ লক্ষণা শব্দেরই সম্বন্ধ, প্রত্যক্ষের নহে । অতএব লক্ষণাদ্বারা উক্তবিধ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ; কারণ, মাণবক অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার অগ্নি, এইরূপে উপচরিতাশ্রিত্য মাণবক, অর্থাৎ যে মাণবকে অগ্নিস্থের আরোপ করা হইয়াছে, সেই বালক অগ্নিরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না । আর গুণ ও দ্রব্য ভিন্ন হইলেও সমবায়বশতঃ অভেদভ্রম হয়—ইহাও বলিতে পার না ; কারণ, গুণাদির সদভাবে অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতায়, এবং গুণ ও গুণীর ভেদে প্রত্যক্ষ অনুভব ভিন্ন অল্প কোন প্রমাণ নাই । তাহাও যদি ব্রান্ত হয়, তাহা হইলে সকল বস্তুরই অভাব হইয়া পড়ে । আর প্রত্যক্ষাশ্রিত যে ভেদসাধন অনুমান, তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহার উৎপত্তিই হইতে পারে না, অর্থাৎ সাধ্য ও হেতুর সহচারদর্শনপ্রভৃতি হইয়া পরে অনুমান হয় । অতএব প্রত্যক্ষ অনুমানের উপজীব্য, এ কারণ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ হইলে অনুমান হইতে পারে না । সেইজন্ত তন্তু তাদাত্ম্যনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ—এই গ্রন্থ বলিয়াছেন ।

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

যুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সংযোগঃ, অযুতসিদ্ধয়োস্ত সমবায় ইত্যয়ম্ অভ্যুপগমঃ সূত্রা এব তেষাম্, প্রাক্সিদ্ধস্ত কার্য্যাৎ কারণস্ত অযুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ । অথ অল্পতরাপেক্ষ এব অয়ম্ অভ্যুপগমঃ সূত্রাৎ, অযুতসিদ্ধস্ত কার্য্যস্ত কারণেন সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি । এবম্ অপি প্রাক্সিদ্ধস্ত অলঙ্কারকস্ত কার্য্যস্ত কারণেন সম্বন্ধঃ নোপপদ্যতে স্মারয়ন্তত্বাৎ সম্বন্ধস্ত । সিদ্ধং ভূত্বা সম্বধ্যতে ইতি চেৎ, প্রাক্ কারণসম্বন্ধাৎ কার্য্যস্ত সিদ্ধৌ অভ্যুপগম্যমানানাম্

যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যাকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে । (বৈঃ সঃ ৭২।১৩)
ইতি ইদং চুক্তং সূত্রাৎ । যথ্যচ উৎপন্নমাত্রস্ত অক্রিয়স্ত কার্য্যজব্যস্ত বিভূতিঃ আকাশাদিভিঃ

(বৈশেষিকমতঃসমুদয়ঃ ।)

[অপরিগ্রহাচ্ছান্ত্যন্তমপেক্ষা । ১৭]

শাক্তভাষ্যম্ ।

দ্রব্যান্তরেণঃ সম্বন্ধঃ সংযোগ এব অতুপগম্যতে, ন সমবায়ঃ, এবং কারণজয়োণাপি সম্বন্ধঃ
সংযোগ এব ত্য়াং ন সমবায়ঃ ।

ভাষ্যমুবাচ ।

যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সংযোগ এবং অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সমবায়, তাঁহাদের এই অতুপগম অর্থ্যাৎ স্বীকৃত পদার্থ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, কার্যের পূর্বে সিদ্ধ কারণের অযুতসিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, (এক সঙ্গে উৎপন্ন পদার্থদ্বয়কেই অযুতসিদ্ধ বলে।) যদি বল কার্য ও কারণ উভয়ের মধ্যে অন্ততর অর্থ্যাৎ কার্যেরই ইহা অর্থ্যাৎ অযুতসিদ্ধি স্বীকার করা হইবে, অযুতসিদ্ধি কার্যের কারণের সহিত সম্বন্ধ সমবায়। এইরূপ হইলেও পূর্বে অসিদ্ধ অতএব অলঙ্ঘ্য অর্থ্যাৎ যাহা স্বরূপই প্রাপ্ত হয় নাই, সেই কার্যের কারণের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, সম্বন্ধ দ্বয়ান্ত অর্থ্যাৎ উভয়ের অধীন। যদি বল—কার্য সিদ্ধ হইয়া সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে কারণের সহিত সম্বন্ধের পূর্বে কার্যের সিদ্ধি স্বীকার করিলে “যুতসিদ্ধি না থাকায় কার্য ও কারণের সংযোগ ও বিভাগ হয় না”। আপনাদের ইহা বলা অতিশয় দুষ্কর হইয়া পড়ে, এবং যেমন উৎপন্নমাত্র ক্রিয়াশূন্য কার্যাব্যবহার বিভূ অর্থ্যাৎ অতি মহৎ পরিমাণ আকাশাদি অন্ত দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ সংযোগই স্বীকার কর—সমবায় নহে, এইরূপ কারণত্রব্যের সহিতও সম্বন্ধ সংযোগ হইবে—সমবায় নহে ;

ভাস্তী ।

অপি চ অযুতসিদ্ধশব্দঃ অপৃথগ্বেপন্তৌ মুখ্যঃ, সা চ ভবন্ততে ন দ্রব্যগুণয়োঃ অস্তি
দ্রব্যস্য প্রাকসিদ্ধেঃ গুণস্য চ পশ্চাৎ উৎপত্তেঃ, তস্মাৎ মিথ্যাবাদোহয়ম্ ইত্যাহ—“যুতসিদ্ধয়োঃ”
ইতি । অথ ভবতু কারণস্য যুতসিদ্ধিঃ কার্যস্য তু অযুতসিদ্ধিঃ, কারণাতিরেকেণ অভাবাৎ
ইত্যাশঙ্ক্য অন্তথা দুষ্যতি—“এমপি” ইতি । সম্বন্ধিহ্ময়াধীনসদৃভাবো হি সম্বন্ধঃ, ন অসতি
একস্মিন্ অপি সম্বন্ধিনি ভবিতুম্ অর্হতি । ন চ সমবায়ঃ নিত্যঃ স্বতন্ত্র ইতি চ উক্তম্ অথস্তাৎ ।
ন চ কারণসমবয়াৎ অনন্তা * কার্যস্য উৎপত্তিঃ ইতি শক্যং বক্তুম্ ; এবং হি সতি সমবায়স্য
নিত্যাতুপগমাৎ কারণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ, উৎপত্তৌ চ সমবায়স্য সৈব কার্যস্য অস্তি কিং সমবায়েন ?
সিদ্ধয়োস্তু সম্বন্ধে যুতসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ । ন চ অন্তা অযুতসিদ্ধিঃ সম্ভবতি ইতি এতৎ উক্তম্ ।
ততশ্চ যদুক্তং বৈশেষিকৈঃ “যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্যাকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিচ্ছেতে
ইতি ইদং ত্রুত্বং স্যাৎ”, যুতসিদ্ধ্যভাবস্যৈব অভাবাৎ । এতেন অপ্ৰাপ্তিসংযোগৌ যুতসিদ্ধিঃ
ইত্যপি লক্ষণম্ অনুপপন্নম্ । মা ভূৎ অপ্ৰাপ্তিঃ কার্যাকারণয়োঃ, প্রাপ্তিস্তু অনয়োঃ সংযোগ
এব কস্মাৎ ন ভবতি, তত্র অস্যা অসংযোগদ্বায় অন্তা যুতসিদ্ধিঃ বক্তব্য্যা, তথাচ সৈব উচ্যতাং
কিম্ অনয়া পরস্পরাশ্রয়দোষগ্রস্তয়া । ন চ অন্তা সম্ভবতি ইত্যুক্তম্ । যদি উচ্যেত অপ্ৰাপ্তি-
পূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ, অন্ততরকর্মজা উভয়কর্মজা বা সংযোগঃ, যথা স্থাণুশ্চেনয়োঃ মল্লয়োর্ব্বা । ন চ
তত্তপটয়োঃ সম্বন্ধঃ তথা, উৎপন্নমাত্রস্যৈব পটস্য তত্ত্বসম্বন্ধাৎ । তস্মাৎ সমবায় এব অয়ম্
ইতি অত আহ—“যথাচ উৎপন্নমাত্রস্য” ইতি । সংযোগজোহপি সংযোগঃ ভবন্তিঃ অতুপেয়তে
ন ক্রিয়াজ এব ইত্যর্থঃ । ন চ অপ্ৰাপ্তিপূর্ব্বিকৈব প্রাপ্তিঃ, সংযোগঃ, আত্মকাশসংযোগে
নিত্যে তদভাবাৎ, কার্যস্য চ উৎপন্নমাত্রস্য একস্মিন্ ক্ষণে কারণপ্রাপ্তিবিবরহাচ্চ ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

নহু সম্বন্ধিনি অসতি সমবায়ঃ ন ভবতি ইতি কথম্ ? উৎপত্তির্হি সমবায়ঃ, উৎপত্তিস্তি অসতি এব কার্যে ভবতি, ইতরথা
তদ্বৈয়র্থ্যাৎ অত আহ—“ন চ কারণসমবয়াৎ অনন্তা” ইতি । অন্তেতি বা পাঠঃ । তত্র চ ন কারণসমবয়াৎ অন্তা উৎপত্তিঃ, কিন্তু
উৎপত্তিরেব সমবায়ঃ ইতি পূর্ব্বগন্ধিণ এব গ্রন্থঃ । এবং হি সতি ইত্যরভা সিদ্ধান্তঃ । নিত্যসমবায়স্য উৎপত্তিঃ কার্যোৎপত্ত্যর্থঃ কারণ-
বৈয়র্থ্যাৎ চেৎ তর্হি অনিত্যোহস্ত, তত্রাহ—“উৎপত্তৌ চ” ইতি । অথ সমবয়াৎ অন্তা কার্যস্য উৎপত্তিঃ উৎপন্নস্য চ সমবায়ঃ তত্রাহ—
“সিদ্ধয়োস্তু” ইতি । নহু সিদ্ধয়োগপি সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্তদেপদভাবাদিভিঃ অযুতসিদ্ধিঃ ত্য়াং ইতি, ন ইত্যাহ—“ন চ অন্তা” ইতি । “এতেন”
ইতি । যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ যৎ সংযোগাভাবঃ তদযোগেন ইত্যর্থঃ । পূর্ব্বম্ অপ্ৰাপ্তিঃ ততঃ সংযোগঃ । এতেন ইত্যোক্তং বিবরণীতি “মাতৃং”

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৭৭

(বৈশেষিকমতগুণম্ ।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্তমমপেক্ষা । ১৭]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

ইতি । এবমুতযুতসিদ্ধিব্যবস্থাপনা হি কার্যকারণয়োঃ সম্বন্ধস্য সংযোগত্ববাবুৎসর্গা, তত্র চ কার্যস্য নিত্যপারিত্যেণ অপ্ৰাপ্ত্যভাবেষপি তৎ-
প্রাপ্তেঃ সংযোগত্বাভাবঃ অসিদ্ধিঃ, ততশ্চ যুতসিদ্ধিলক্ষণে সংযোগপদং কার্যকারণসম্বন্ধাবচ্ছেদকত্বাৎ স্বার্থম্ ইত্যর্থঃ । অথ কার্যকারণ-
সম্বন্ধাৎ বাবুৎসর্গেন উত্তরবাদিসম্মতধর্মীণাং বাচকেন পদবৃন্দেন যুতং লক্ষণান্তরং যমোঃ অন্ততরসা বা পৃথগ্ গতিমশ্বম্ ইত্যাদি অভিধীয়তে,
তত্রাহ—“তত্র” ইতি । অস্যাঃ প্রাপ্তেঃ, কার্যকারণসম্বন্ধস্ত অসংযোগত্বসিদ্ধৌ তৎবাবুৎসর্গসংযোগপদবৃন্দযুতসিদ্ধিলক্ষণস্ত সিদ্ধিঃ, তৎসিদ্ধৌ
চ তল্লক্ষিতযুতসিদ্ধিরহিতোন কার্যকারণসম্বন্ধস্য অসংযোগত্বসিদ্ধিঃ ইতি ইতরেত্তরাশ্রয়ম্ । তহি অজ্ঞা এব অজ্ঞ, “ন” ইত্যাহ—“ন
চাশ্চা” ইতি । অজ্ঞাসম্ভবঃ অসিদ্ধ ইতি শব্দতে—“যদি উচ্যেত” ইতি । অপ্ৰাপ্তিপূর্বিকা প্রাপ্তিঃ, অন্ততরকর্মজা প্রাপ্তিঃ উত্তরকর্মজা প্রাপ্তিঃ
ইতি ত্রীণি লক্ষণানি । এতানি চ কার্যকারণসম্বন্ধস্য ন সম্ভবন্তি ইতি ন ইতরেত্তরাশ্রয়ম্ ইত্যর্থঃ । বৈশেষিকৈকি তত্ত্বভাঃ পটে উৎপন্নে
তৎক্ষেপে এব তত্বাকাশসংযোগজন্তুঃ পটাকাশসংযোগ ইত্যে, স চ ন কর্মজঃ, ততঃ প্রাক্ পটগন্তাক্ষেপে পটে কর্মভাবাৎ, অন্তশ্চ যথোক্তলক্ষণং
তত্র অব্যাপকং স্যাৎ ইত্যাহ—“সংযোগজ” ইতি । তহি অপ্ৰাপ্তিপূর্বিকা প্রাপ্তিঃ ইত্যোতাবৎ লক্ষণম্ অন্ত তথাচ নাব্যাপ্তিঃ । নাপি
ইত্তরেত্তরাশ্রয়ঃ সংযোগপদানুপাদানং ইতি তত্রাহ—“ন চাপ্ৰাপ্তী”তি । অতিব্যাপ্তিঃ চ লক্ষণস্য আহ—“কার্যস্য চ” ইতি । অসতি
প্রাপ্তি প্রাপ্তানুপপত্তেঃ কার্যসত্ত্বৈত্তরক্ষেপে প্রাপ্তিঃ ইতি কথ্যমাত্রম্ অপ্ৰাপ্তিঃ অস্তি ইত্যর্থঃ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

আরও অযুতসিদ্ধ শব্দ অপুথগুণপত্তি অর্থাৎ এক সঙ্গে উৎপন্ন অর্থেই মুখ্য, অর্থাৎ ইহাই তাহার প্রধান
অর্থ । কিন্তু আপনার মতে দ্রব্য ও গুণের তাহা নাই ; কারণ, দ্রব্য পূর্বসিদ্ধ এবং গুণ পরে উৎপন্ন
হয় । সেইজন্য ইহা গিখ্যা কথা, যুতসিদ্ধয়োঃ এই গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন । আর যদি বল, কারণের
যুতসিদ্ধি হউক, এবং কার্যের অযুতসিদ্ধি হউক, যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কার্য থাকে না—এই আশঙ্কা করিয়া
এবমপি এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন । সম্বন্ধ বস্তুটি দুইটি সম্বন্ধিবশতঃ নিরূপিত হয়, তন্মধ্যে একটি সম্বন্ধীও
না থাকিলে সম্বন্ধনিরূপিত হইতে পারে না । আর সমবায় যে নিত্য ও স্বতন্ত্র নহে—ইহা পূর্বে বলিয়াছি ।
আর কারণের সমবায় হইতে কার্যের উৎপত্তি অভিন্ন—ইহা বলিতে পার না । একপ হইলে সমবায়ের নিত্যত্ব
স্বীকার করায় কারণ ব্যর্থ হইয়া পড়ে, এবং সমবায়ের উৎপত্তি হইলে কার্যেরই তাহা হউক না, সমবায় স্বীকার
করিয়া কি হইবে ? সিদ্ধ কার্য ও কারণের সম্বন্ধ হইলে যুতসিদ্ধি হইয়া পড়ে । অতএবকার যে, অযুতসিদ্ধি
সম্ভব নহে—ইহা পূর্বে বলিয়াছি । তাহা হইলে বৈশেষিকগণ যে বলিয়াছেন—“যুতসিদ্ধির অভাববশতঃ কার্য
ও কারণের সংযোগ ও বিভাগ হয় না”—ইহা বলা অতিশয় দুষ্কর হইবে । কারণ, যুতসিদ্ধির অভাবেরই
অভাব আছে । পরে যে যুক্তি বলা হইতেছে, তাহার দ্বারা—প্রথমে অপ্ৰাপ্তি, পশ্চাৎ সংযোগকে যুতসিদ্ধি
বলে, এই লক্ষণও ঠিক নহে । কার্য ও কারণের অপ্ৰাপ্তি না হউক, কিন্তু ইহাদের প্রাপ্তির নাম সংযোগই
হয় না কেন ? সেখানে ইহার অর্থাৎ প্রাপ্তির অসংযোগত্বের জন্ত অর্থাৎ কার্য ও কারণের প্রাপ্তি বাহাতে
সংযোগ না হয় তাহার জন্ত, অতঃ যুতসিদ্ধি বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলে তাহাই বলনা কেন ?
অন্তোক্তাশ্রয়দোষযুক্ত এই যুতসিদ্ধি বলিয়া কি হইবে ? আর অতঃ যুতসিদ্ধিও যে সম্ভব নহে—ইহা পূর্বে
বলিয়াছি । যদি বল অপ্ৰাপ্তিপূর্বক প্রাপ্তি সংযোগ, তাহা অন্ততরের কর্মবশতঃ জন্মে, অথবা উভয়ের
কর্মবশতঃ জন্মে । (ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত) যথা—স্থাপু ও শ্চেনপক্ষীর সংযোগ, এবং উভয়মন্মের সংযোগ । কিন্তু
তত্ত্ব ও বস্তুর সম্বন্ধ সেরূপ নহে । কারণ, বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াই তন্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় । সেইজন্য ইহা
সমবায়ই, এইজন্য যথা চ উৎপন্নমাত্রস্ত ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন অর্থাৎ সংযোগজন্তু সংযোগও আপনার
স্বীকার করেন, কেবল কর্মজন্তু সংযোগ নহে, এবং অপ্ৰাপ্তিপূর্বক প্রাপ্তিই সংযোগ নহে ; কারণ, নিত্য—আত্মা
ও আকাশের সংযোগে তাহা নাই, আর উৎপন্ন হইবামাত্র কার্যও এককণ কারণকে প্রাপ্ত হয় না । অর্থাৎ
উৎপত্তির প্রথমক্ষেপে কারণের সহিত সম্বন্ধ হয় না ।

শাকরভাষ্যম্ ।

নাপি সংযোগস্ত সমবায়স্ত বা সম্বন্ধস্ত সম্বন্ধিব্যতিরেকেণ অস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্
অস্তি । সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ তয়োঃ অস্তিত্বম্
ইতি চেৎ ? ন, একত্বেহপি অরূপবাহুরূপাপেক্ষয়া অনেকশব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ । যথা একোহপি
সম্ দেবদত্তঃ লোকে অরূপং সম্বন্ধিরূপং চ অপেক্ষ্য অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ ভবতি, মনুষ্যঃ
ব্রাহ্মণঃ শৌত্রিয়ঃ বদান্তঃ বালঃ যুবা নৃবিরঃ পিতা পুত্রঃ পৌত্রঃ ভ্রাতা জামাতা ইতি, যথা চ

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্ত্বমনপেক্ষা । ১৭]

শাক্তভাষ্যম্ ।

একাপি সতী রেখা স্থানান্ত্র্যেণ নিবিশ্যমাণা একদশশতসহস্রাদিশব্দপ্রত্যয়ভেদম্ অনুভবতি, তথা সম্বন্ধিনোরেব সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়াইদং ন ব্যতিরিক্তবস্তুভিঃ, ইতি উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তম্ অনুপলব্ধেঃ অভাবঃ বস্তুভ্যন্তরম্ । নাপি সম্বন্ধি-বিষয়ভেদে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ সম্ভবত্বেপ্রসঙ্গঃ, স্বরূপবাহুরূপাপেক্ষয়া ইত্যুক্তোত্তরম্ ।

ভাষ্যমুদাহৃতম্ ।

আর সম্বন্ধিব্যতীত যে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধ আছে—ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। যদি বল—সম্বন্ধিশব্দ ও তাহার প্রতীতি ব্যতীত সংযোগ ও সমবায় এই নাম ও প্রতীতি দেখা যায় বলিয়া তাহার আছে? না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, বস্তুর একত্ব হইলেও স্বগতরূপ, ও বাহ্যিকরূপ অনুসারে অনেক নাম ও প্রতীতি হয়—দেখা যায়। যেমন লোকে দেবদত্ত এক হইয়াও স্বরূপ অর্থাৎ স্বগত গুণাদি ও সম্বন্ধিরূপ অর্থাৎ আত্মীয় ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ অনুসারে অনেক নাম ও প্রত্যয়যুক্ত হয়। যথা—মহুয়া ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় অর্থাৎ যজন যাজনাদি ঘটকর্ম্মপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বদান্ত অর্থাৎ দাতা, বালক, যুবা, স্থবির, পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদি, এবং যেমন একই রেখা বিভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়া এক, দশ, শত, সহস্রাদি নাম ও প্রত্যয়বিশেষ লাভ করে, সেইরূপ সম্বন্ধিষয়ই সম্বন্ধীর নাম ও প্রতীতি ব্যতীত সংযোগ ও সমবায় এই নাম ও প্রত্যয়ের যোগ্য হয়, কিন্তু সম্বন্ধী ব্যতীত ভিন্ন বস্তু বলিয়া নহে, এইজন্ত উপলব্ধিলক্ষণ-প্রাপ্ত অর্থাৎ সম্বন্ধি ভিন্ন সম্বন্ধের পৃথক্ প্রতীতিরূপ হেতুদ্বারা প্রাপ্ত অর্থাৎ অনুমান করা হইতেছে যে, বস্তুভ্যন্তর অর্থাৎ সংযোগাদি সম্বন্ধ, তাহার অনুপলব্ধেঃ অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে না বলিয়া সংযোগাদি সম্বন্ধের অভাব, অর্থাৎ সম্বন্ধী ব্যতীত সংযোগাদি সম্বন্ধ নাই। আর সম্বন্ধের নাম ও প্রত্যয় যদি সম্বন্ধীকে বিষয় করে অর্থাৎ উক্ত নাম ও প্রত্যয়দ্বারা যদি সম্বন্ধীকেই বুঝায়, তাহা হইলে উহাদের নাম ও প্রত্যয়ের সম্ভবত্বেপ্রসঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধী সর্বদা বিদ্যমান থাকায় যখন সম্বন্ধ হয় নাই, তখনও সম্বন্ধের নাম ও প্রত্যয়ের ব্যবহার হইত—এইরূপ আপত্তিও হয় না। কারণ, পূর্বে ইহার উত্তর বলিয়াছি যে, স্বগতরূপ ও বাহ্যিকরূপ অনুসারেই নাম ও প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

ভাস্যম্ ।

অপি চ সম্বন্ধিরূপাতিরিক্তে সম্বন্ধে সিদ্ধে তদবাস্তুরভেদায় লক্ষণভেদঃ অনুশ্রীয়েত, স এব তু সম্বন্ধাতিরিক্তঃ অসিদ্ধঃ; উক্তং হি পুরস্তাৎ অতিরিক্তঃ সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধঃ অসম্বন্ধঃ ন সম্বন্ধিনো ঘটয়িতুম্ ঈষ্টে। সম্বন্ধিসম্বন্ধে চ অনবস্থিতিঃ। তস্মাৎ উপপত্ত্যভূতবাত্যাং ন কার্য্যশ্চ কারণাৎ অণুত্বম্, অপি তু কারণশ্চৈব অয়ম্ অনির্বাচ্যঃ পরিণামভেদ ইতি। তস্মাৎ কার্য্যশ্চ কারণাৎ অনতিরেকাৎ কিং কেন সম্বন্ধঃ, সংযোগশ্চ চ সংযোগিভ্যাম্ অনতিরেকাৎ কঃ ভয়োঃ সংযোগ ইত্যাহ—“নাপি সংযোগস্য” ইতি। বিচারাসহস্রেন অনির্বাচ্যতাম্ অস্যা অপরিভাবয়ন আশঙ্কতে—“সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ” ইতি। নিরাকরোতি—“ন একত্বেইপি স্বরূপবাহুরূপাপেক্ষয়া” ইতি। তত্তদনির্বচনীয়ানেকবিশেষাবস্থাভেদাপেক্ষয়া একস্মিন্নপি নানাবুদ্ধিব্যাপদেশোপপত্তিরিতি। যথা একঃ দেবদত্তঃ স্বগতবিশেষাপেক্ষয়া মহুয়াঃ ব্রাহ্মণঃ অবদাতঃ, স্বগতাবস্থাভেদাপেক্ষয়া বালঃ যুবা স্থবিরঃ, স্বক্ৰিয়াভেদাপেক্ষয়া শ্রোত্রিয়ঃ, পরাপেক্ষয়া তু পিতা পুত্রঃ পৌত্রঃ ভ্রাতা জামাতা ইতি। নিদর্শনাস্তরম্ আহ—“যথা চ একাপি সতী রেখা” ইতি। দাষ্টান্তিকে যোজয়তি—“তথা সম্বন্ধিনোঃ” ইতি। অতুল্যোঃ নৈরন্তর্য্যং সংযোগঃ, দধিকুণ্ডয়োঃ ঔত্তরাধর্য্যং সংযোগঃ। কার্য্যকারণয়োস্তু তাদাত্ত্বোইপি অনির্বাচ্যস্য কার্য্যস্য ভেদং বিবক্ষিত্বা “সম্বন্ধিনোঃ” ইত্যুক্তম্। “নাপি সম্বন্ধিবিষয়ভেদে সম্বন্ধ-শব্দপ্রত্যয়য়োঃ” ইতি এতদপি অনির্বাচ্যভেদাভিপ্রায়ম্।

বেদান্তকরতরঃ ।

(এই অংশ ভাস্যতীর কল্পিত নাই।)

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৭৯

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা । ১৭]

ভাস্তরী অমুবাদ ।

আরও সম্বন্ধিভিন্ন সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলে তাহার অবাস্তরভেদের জন্ত বিভিন্ন লক্ষণ আশ্রয় করা হয়, কিন্তু সম্বন্ধি ভিন্ন সেই সম্বন্ধই অসিদ্ধ অর্থাৎ নাই। পূর্বেই বলিয়াছি যে—সম্বন্ধিষয়ভিন্ন সম্বন্ধিষয়ের সহিত অসম্বন্ধ সম্বন্ধ সম্বন্ধিষয়কে মিলিত করিতে পারে না, আর সম্বন্ধির সহিত সম্বন্ধ হইলে অনবস্থা দোষ হয়। সেইজন্ত যুক্তি ও অমুভবদ্বারা (স্থির হইল যে), কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু কারণেরই অনির্লচনীয় অর্থাৎ সং ও অসংরূপে নিরূপণের অবোধ্য পরিণামবিশেষ। সেই হেতু কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন না হওয়ায় কে কাহার সহিত সম্বন্ধ, এবং সংযোগ সংযোগী হইতে অতিরিক্ত না হওয়ায় তাহাদের সংযোগই বা কি পদার্থ?—নাপি সংযোগস্ত ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। বিচারসহ নহে বলিয়া সম্বন্ধ অনির্লচ্য—ইহা না ভাবিয়া সম্বন্ধিষয়প্রত্যয়ব্যতিরেকেণ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। ন ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পরিহার করিতেছেন। একত্রেইপি অরূপবাহুরূপাপেক্ষয়া এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—সেই সেই অনির্লচনীয় অনেক বিশেষ অবস্থাভেদ অমুসারেই এক বস্তুতেও নানা বুদ্ধি ব্যবহারের উপপত্তি অর্থাৎ সম্ভব হয়। যেমন এক দেবদত্ত স্বগতবিশেষ অমুসারে মল্লয়, ব্রাহ্মণ ও অবদাত অর্থাৎ গৌরবর্ণ, নিজের অবস্থাবিশেষ অমুসারে বাল, যুবা, স্থবির অর্থাৎ বৃদ্ধ, নিজের ক্রিয়াবিশেষ অমুসারে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ, আর অল্প ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ অমুসারে পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যথা চ একাপি সতী রেখা ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা অল্প দৃষ্টান্ত দিতেছেন। তথা সম্বন্ধিনোঃ এই গ্রন্থদ্বারা দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ যাহার জন্ত দৃষ্টান্ত দিতেছেন, তাহাতে দৃষ্টান্তের যোজন্য করিতেছেন। অঙ্গুলীষয়ের নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ অব্যবধানের নাম সংযোগ, দধি এবং কুণ্ডের ঔত্তরাধর্য্য অর্থাৎ আধারাদেয়তাবের নাম সংযোগ। কার্য্য ও কারণের তাদাত্ম্য হইলেও অর্থাৎ অভেদ হইলেও অনির্লচনীয় কার্য্যের ভেদ বিবক্ষা করিয়া সম্বন্ধিনোঃ এই কথা বলিয়াছেন। নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধিষয়প্রত্যয়য়োঃ এই গ্রন্থও অনির্লচনীয় ভেদ অভিপ্রায় করিয়া বলিয়াছেন। (এজন্ত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বলিতে কল্পিতভেদসহিষ্ণু অভেদসম্বন্ধকে বুঝায়। সম্পূর্ণ অভেদ সম্বন্ধ হয় না ।)

শাক্তরসায়ম্ ।

তথা অধ্যাত্মমনসাম্ অপ্রদেশত্বাৎ ন সংযোগঃ সম্ভবতি, প্রদেশবতো জব্যস্ত প্রদেশ-বতো জব্যস্তুরেণ সংযোগদর্শনাৎ। কল্পিতাঃ প্রদেশা অধ্যাত্মমনসাঃ ভবিষ্যন্তি ইতি চেৎ? ন, অবিজ্ঞানমার্থকল্পনায়াং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ, ইয়ানেব অবিজ্ঞানঃ বিরুদ্ধঃ অবিরুদ্ধো বা অর্থঃ কল্পনীয়ঃ, ন অতঃ অধিক ইতি নিয়মহেতুভাবাৎ। কল্পনায়াশ্চ স্বায়ত্তত্বাৎ প্রভুত্বসম্ভবাচ্চ। ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড়্ভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অস্ত্রে অধিকাঃ শতং সহস্রং বা অর্থা ন কল্পয়িতব্য ইতি নিবারণকো হেতুঃ অস্তি। তস্মাৎ ষট্শৈ ষৎ ষৎ রোচতে তৎ তৎ সিধ্যৎ। কশ্চিৎ কৃপালুঃ প্রাণিনাং দুঃখবহুলং সংসার এব মা ভুৎ ইতি কল্পয়েৎ। অস্ত্রো বা ব্যসনী মুক্তানাম্ অপি পুনরুৎপত্তিং কল্পয়েৎ। কস্তয়ো নিবারণকঃ স্ত্রাৎ।

কিঞ্চাচ্চ—দ্বাত্যাং পরমাণুভ্যাং নিরবয়বভ্যাং সাবয়বস্ত দ্যগুকস্ত আকাশেনেব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ। ন হি আকাশস্ত পৃথিব্যাদীনাং চ জড়কারণবৎ সংশ্লেষঃ অস্তি। কার্য্য-কারণজব্যয়োঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবঃ অমুখ্যা নোপপত্ততে ইতি অবশ্যং কল্যাঃ সমবায় ইতি চেৎ? ন, ইতরেত্তরাশ্রয়ত্বাৎ। কার্য্যকারণয়োর্হি ভেদসিদ্ধৌ আশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধিঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধৌ চ তয়োঃ ভেদসিদ্ধিঃ, কুণ্ডবদরং ইতি ইতরেত্তরাশ্রয়তা স্ত্রাৎ। ন হি কার্য্যকারণয়োঃ ভেদঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিঃ অভ্যুপগম্যতে, কারণ-নৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যম্ ইত্যভ্যুপগমাৎ।

(যেয়েদিকমতখণ্ডনম্ ।)

[অপরिग्रहाच्छात্যান্তমনপেক্ষা । ১৭]

ভাষ্যমুবাদ ।

আর পরমাণু আত্মা ও মনঃ অপ্রদেশ অর্থাৎ নিরবয়ব বলিয়া ইহাদের সংযোগ হওয়া সম্ভব নহে ; কারণ, অবয়ববিশিষ্ট ত্রব্যের অবয়ববিশিষ্ট অল্প ত্রব্যের সহিত সংযোগ হয়—দেখা যায়। যদি বল, পরমাণু আত্মা ও মনের কল্পিত প্রদেশ হইবে, না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, অবিচ্ছিন্ন অর্থ অর্থাৎ যে বস্তু নাই, সেই বস্তুর কল্পনা করিলে সর্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ সকল বস্তুই সিদ্ধি হইয়া পড়ে। এতগুলিই অবিচ্ছিন্ন, বিরুদ্ধ অথবা অবিরুদ্ধ বস্তু কল্পনা করিতে হইবে, তাহার অধিক নহে—এরূপ কোন বিশেষ কারণ নাই, এবং কল্পনা নিজের অধীন বলিয়া প্রভূত অর্থাৎ খুব বেশীও হইতে পারে, এবং বৈশেষিকগণকর্তৃক কল্পিত ছয়টি পদার্থ অপেক্ষা অধিক—শত বা সহস্র পদার্থ কল্পিত হইবে না—এরূপ বাধা দিবার কোন হেতু নাই। সেইহেতু যাহার যাহা যাহা কঠিকর হয়, তাহা তাহাই সিদ্ধ হইবে। কোন দয়ালু ব্যক্তি, প্রাণিগণের দুঃখবহুল অর্থাৎ বহুদুঃখযুক্ত সংসার না উড়ক—ইহা কল্পনা করিতে পারেন। আর তত্ৰ কোন বাসনী অর্থাৎ বিলাসী মুক্তগণেরও পুনর্জন্ম কল্পনা করিতে পারে। কে তাহা নিবারণ করিবে ?

আরও এক কথা—দুইটি নিরবয়ব পরমাণুর সহিত সাবয়ব দ্ব্যণুকের আকাশের মত সংশ্লেষ অর্থাৎ আকাশের সহিত যেমন সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, আকাশ এবং পৃথিব্যাদির জড় অর্থাৎ গালাব সহিত কাঠের যেমন সম্বন্ধ হয়, সেরূপ সম্বন্ধ হয় না। যদি বল, কার্য ও কারণ ত্রব্যের আশ্রিতাশ্রয়ভাব অর্থাৎ আধারাধেয়ভাব অল্প প্রকারে হইতে পারে না, এইজন্ত অবশ্যই সমবায় কল্পনা করিতে হইবে। না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়, যথা—কার্য ও কারণের ভেদসিদ্ধি হইলে আধারাধেয়ভাবের সিদ্ধি হয়, এবং আধারাধেয়ভাবের সিদ্ধি হইলে তাহাদের ভেদ সিদ্ধি হয়—এইরূপে কুণ্ডবদরের মত ইতরেতরাশ্রয় হয়, অর্থাৎ তৈলাধারপাত্র কি পাত্রাধার তৈল এই প্রকার অন্তোন্তাশ্রয় দোষের মত এখানেও দোষ হয়। কার্য ও কারণের ভেদ কিহা আধারাধেয়ভাব বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন না, যেহেতু কারণেরই আকারমাত্র কার্য—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন।

ভামতী ।

অপি চ অদৃষ্টবৎক্ষেত্রজসংযোগাৎ পরমাণুমনসোচ্চ আত্মং কৰ্ম্ম ভবন্তিঃ ইত্যুতে, “অগ্নেঃ উর্দ্ধজলনং বায়োস্তির্যাক্পবনম্ অণুমনসোচ্চ আত্মং কৰ্ম্ম ইতি অদৃষ্টকারিতানি” ইতি বচনাৎ । ন চ অণুমনসোঃ আত্মনা অপ্রদেশেন সংযোগঃ সম্ভবতি । সম্ভবে চ অণুমনসোঃ আত্মব্যাপিষ্ঠাৎ পরমমহত্ত্বেন অনণুত্বপ্রসঙ্গাৎ । ন চ প্রদেশবৃত্তিঃ অনয়োঃ আত্মনা সংযোগঃ, অপ্রদেশত্বাৎ আত্মনঃ, কল্পনায়াশ্চ বস্তুতত্ত্বব্যবস্থাপনাসহত্বাৎ অতিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যাহ—“তথা অণুমনসাম্” ইতি । কিঞ্চ অণুৎ—দ্বাভ্যাম্ অণুভ্যাম্ কারণাভ্যাং সাবয়বস্য কার্যস্য “দ্বাণুকস্য আকাশেনেব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ ।” সংশ্লেষঃ সংগ্রহঃ, যত একসম্বন্ধ্যাকৰ্ণে সম্বন্ধান্তরা-কৰ্ণে ভবতি, তস্য অনুপপত্তিঃ ইতি । অতএব সংযোগাৎ অণুঃ “কার্য্যাকারণত্রব্যয়োঃ আশ্রয়া-শ্রিতভাবঃ অণুত্বা ন উপপত্ততে ইতি অবশ্যং কল্পনীয়ঃ সমবায় ইতি চেৎ” নিরাকরোতি “ন”, কূতঃ ? “ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ” । তদ্বিভজ্যতে—“কার্য্যাকারণয়ো হি” ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

নমু নিরবয়বসাবয়বয়োঃ সমবায়সম্বন্ধাৎ কথং সংশ্লেষানুপপত্তিঃ ? অত আহ—“সংগ্রহঃ” ইতি । একাকৰ্ণে ইতরাকৰ্ণং হি সাবয়বানাম্ অল্পতরুশাখানীনাং বৃদ্ধতে: ইত্যর্থঃ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

আরও অদৃষ্টবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ অর্থাৎ জীবাশ্মার সহিত সংযোগবশতঃ পরমাণু ও মনের প্রথম কৰ্ম্ম আগুনায় স্বীকার করেন। কারণ, অগ্নির উর্দ্ধগতি বায়ুর বক্রগমন অণু ও মনের আন্তকৰ্ম্ম ইহার। অদৃষ্টবশতঃ হয়—ইহা আগুনাদের বাক্য। কিন্তু পরমাণু ও মনের নিরবয়ব আত্মার সহিত সংযোগ সম্ভব নহে, এবং সম্ভব হইলে অণু ও মন আত্মার ব্যাপক হইয়া পড়িল বলিয়া পরমমহৎ পরিমাণ হওয়ায় অনণু অর্থাৎ অণুপরিমাণ না হইয়া পড়ে। পরমাণু ও মনের আত্মার সহিত সংযোগ প্রদেশবৃত্তি অর্থাৎ এক অংশের সহিত হয় না। কারণ, আত্মার কোন প্রদেশ অর্থাৎ অংশ নাই, এবং কল্পনা বস্তুতত্ত্বের ব্যবস্থাপনাসহ নহে, অর্থাৎ কল্পনা দ্বারা বস্তুতত্ত্বের ব্যবস্থা হয় না ; তাহার কারণ অতিপ্রসঙ্গ হয়, তথা অণুমনসাম্ এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন ।

দ্বিতীয়পাদঃ—পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ । (৩) ৮১

(বৈশেষিকমতঃসংগ্রহঃ ।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমমপেক্ষা । ১৭]

ভাস্করভাষ্যম্ ।

আরও এক কথা—পরমাণুরূপ দুইটি কারণের সহিত সাবয়ব জন্ত দ্ব্যণুকের আকাশের মত সংশ্লেষ হইতে পারে না । এখানে সংশ্লেষ শব্দের অর্থ সংগ্রহ, অর্থাৎ তন্তু ও বস্তুর মত পরস্পর বাধাবাধি সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধপ্রযুক্ত এক সম্বন্ধীর আকর্ষণ করিলে অপর সম্বন্ধীর আকর্ষণ হয়, তাহার অমুপপত্তি হয় । যদি বল, এই জন্তই কার্য্য ও কারণ দ্বয়ের আধারাধেয়ভাব অত্র প্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া সংযোগভিন্ন অবশ্যই সমবায় কল্পনা করিতে হইবে । ন এই গ্রন্থদ্বারা তাহার নিরাস করিতেছেন । কেন ? যেহেতু ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়—কার্য্য্যকারণয়োঃ হি এই গ্রন্থদ্বারা সেই দোষ বিভাগ করিতেছেন ।

শাকরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চ অত্র—পরমাণুনাং পরিচ্ছিন্নত্বাৎ যাবত্যাঃ দিশঃ ষট্ অষ্টৌ দশ বা, ভাবন্তিঃ অবয়বৈঃ সাবয়বাঃ—তে সূত্র্যঃ, সাবয়বত্বাৎ অনিত্যাশ্চ ইতি নিত্যত্বনিরবয়বত্বাদ্যুপগমো বাধ্যত । যান্ স্বং দিগ্ভেদভেদদিনঃ অবয়বান্ কল্পয়সি, তে এব পরমাণব ইতি চেৎ ? ন, স্থূলসূক্ষ্মতারভ্রম্যক্রমেণ আপরমকারণাৎ বিনাশোপপত্তেঃ । যথা পৃথিবী দ্ব্যণুকাশ-পেক্ষয়া স্থূলতম। বস্তুভূতাপি বিনশ্চতি, ততঃ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চ পৃথিব্যেকজাতীয়কং বিনশ্চতি, ততো দ্ব্যণুকং, তথা পরমাণবোহপি পৃথিব্যেকজাতীয়কত্বাৎ বিনশ্চেষুঃ ।

বিনশ্চেষ্টোহপি অবয়ববিভাগেনৈব বিনশ্চতি ইতি চেৎ ? নায়ং দোষঃ, যতঃ দ্ব্যত-কাঠিন্যবিলয়নবৎ অপি বিনাশোপপত্তিম্ অবোচাম । যথা হি দ্ব্যতস্থলবর্ণাদীনাম্ অবিভজ্য-মানাবয়বানাম্ অপি অগ্নিসংযোগাৎ জবভাবাপত্ত্যা কাঠিন্যবিনাশো ভবতি, এবং পরমাণু-নাম্ অপি পরমকারণভাবাপত্ত্যা মূর্ত্যাদিবিনাশো ভবিষ্যতি । তথা কার্য্য্যরস্তোহপি ন অবয়বসংযোগেনৈব কেবলেন ভবতি, ক্ষীরজলাদীনাম্ অন্তরেণাপি অবয়বসংযোগাস্তরং দধিহিমাদিকার্য্য্যরস্তদর্শনাৎ । তদেবম্ অনারতরতর্কসংদ্রুতত্বাৎ ঈশ্বরকারণশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ শ্রুতিপ্রবণৈশ্চ শিষ্টৈঃ মম্বাদিভিঃ ‘অপরিগৃহীতত্বাৎ’ “অত্যন্তম্” এব “অনপেক্ষা” অগ্নিন্ পরমাণুকারণবাদে কার্য্য্য শ্রেয়োর্থিভিঃ ইতি বাক্যশেষঃ । ইতি তৃতীয়ং পরমাণুজগদ-কারণত্বাধিকরণম্ ।

ভাট্টাভাষ্যম্ ।

আরও এক কথা, পরমাণুসকল পরিচ্ছিন্ন বলিয়া যতগুলি দিক্ আছে, যথা—ছয়টি, আটটি অথবা দশটি, ততগুলি অবয়বের দ্বারা তাহারা সাবয়ব হইবে, এবং সাবয়ব বলিয়া অনিত্যও হইবে, এইজন্ত নিত্য ও নিরবয়ব বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছ, তাহা বাধিত হইবে । যদি বল, তুমি দিক্ভেদভেদী অর্থাৎ বিভিন্নদিকের ব্যবস্থাপক যে সকল পরমাণুর অবয়ব কল্পনা করিতেছ, তাহারাই পরমাণু ? না, তাহা বলিতে পার না । কারণ, স্থূল-সূক্ষ্মের তারতম্য অমুসারে সেই পরমকারণ বস্তু পর্য্যন্তের বিনাশ হইতে পারে । যেমন, পৃথিবী দ্ব্যণুকাপি অপেক্ষা অতি স্থূল বস্তুরূপ হইয়াও বিনষ্ট হয়, তাহার পর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর পৃথিবী-সজাতীয় বস্তু বিনষ্ট হয়, তাহার পর দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাণুসকলও পৃথিবীসজাতীয় বলিয়া বিনষ্ট হইবে ।

যদি বল, বিনাশীল হইলেও অবয়ববিভাগদ্বারাই বিনষ্ট হয় । ইহা দোষ নহে । যেহেতু দ্ব্যতের কাঠিন্যবিনাশের মত (পরমাণুর) বিনাশ উপপন্ন হইতে পারে—ইহা আমরা বলিয়াছি । যেমন দ্ব্যতস্থলবর্ণাদির অবয়ব সকল বিভক্ত না হইলেও অগ্নিসংযোগবশতঃ তরল হইয়া তাহাদের কাঠিন্য বিনাশ হয়—এইরূপ পরমাণুসকলেরও পরমকারণভাবপ্রাপ্তি হওয়ায় মূর্ত্তিপ্রভৃতির বিনাশ হইবে । তদ্রূপ কার্য্যের আরম্ভও কেবল পরমাণুসংযোগদ্বারাই হয় না ; কারণ, দ্রুত ও জল প্রভৃতির অত্র অবয়বসংযোগ ব্যতীতও দধি ও হিম প্রভৃতি কার্য্য্যপ্রাপ্তি হয়—দেখা যায় । স্ততরাং ঈদৃশ অধিকতর অসার তর্কযুক্ত বলিয়া, ঈশ্বরকারণবোধক শ্রুতির বিরুদ্ধ বলিয়া, এবং শ্রুতিপ্রবণ অর্থাৎ যাহারা শ্রুতিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করেন—এতাদৃশ শিষ্ট মম্বাদি ঋষিকর্ত্তৃক অপরিগৃহীত অর্থাৎ অনাদৃত বলিয়া, অত্যন্তম্ অনপেক্ষা হয়, অর্থাৎ এই পরমাণুকারণবাদে শ্রেয়োর্থিগণ-কর্ত্তৃক অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষিগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত অনাদর করা উচিত—ইহা বাক্য শেষ ।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্ ।)

[অপরিগ্রহাচ্ছাত্তমনপেক্ষা । ১৭]

ভাষ্যতী ।

“কিঞ্চ অন্যৎ পরমাণুনামি”তি । যে হি পরিচ্ছিন্নাঃ তে সাবয়বাঃ, যথা ঘটাদয়ঃ, তথা চ পরমাণবঃ, তস্মাৎ সাবয়বা অনিত্যাঃ স্যুঃ । অপরিচ্ছিন্নেষু চ আকাশাদিবৎ পরমাণুত্বব্যাঘাতঃ । শব্দতে—“যান্ স্বম্” ইতি । নিরাকরোতি—“ন স্থুলে”তি । কিং স্থূলত্বাৎ পরমাণবো ন বিনশ্যন্তি অথ নিরবয়বতয়া । তত্র পূর্বস্মিন্ কল্পে ইদম্ উক্তম্—“বস্তুভূতাপি” ইতি । ভবন্মতে উত্তরং কল্পম্ আশঙ্ক্য নিরাকরোতি—“বিনশ্যন্তোহপি অবয়ববিভাগেন” ইতি । “যথা হি স্মৃতসু বর্ণাদীনাম্ অবিভজ্যমানাবয়বানাম্ অপি” ইতি । যথা হি পিষ্টপিণ্ডঃ অবিভক্তদবয়বসংযোগঃ এব প্রথমে, প্রথমানশ্চ অংশফাকারতাং নীয়মানঃ পুরোডাশতাম্ আপত্ততে, তত্র পিণ্ডঃ নশ্যতি পুরোডাশশ্চ উৎপত্ততে, ন হি তত্র পিণ্ডাবয়বসংযোগা বিনশ্যন্তি, অপি তু সংযুক্তা এব সন্তুঃ পরং প্রথমেন মুক্তমানা অধিকদেশবাপকা ভবন্তি, এবম্ অগ্নিসংযোগেন সুবর্ণজবাবয়বাঃ সংযুক্তা এব সন্তুঃ জ্বলীভাবম্ আপত্তন্তে, ন তু মিথো বিভজ্যন্তে । তস্মাৎ যথা অবয়বসংযোগবিনাশম্ * অন্তরেণাপি সুবর্ণপিণ্ডো—বিনশ্যতি, সংযোগান্তরোৎপাদম্ অন্তরেণ চ সুবর্ণে জ্ববঃ উপজায়তে, এবম্ অন্তরেণাপি অবয়বসংযোগবিনাশঃ পরমাণবঃ বিনশ্যন্তি, অথো চ উৎপৎস্যন্তে ইতি সর্বগ্ অবদাতম্ । ইতি তৃতীয়ঃ পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

‘ন হি তত্র পিণ্ডাবয়ব’তি । যথা সংবেষ্টনেন পিণ্ডীকৃতে পটে প্রসারণসময়ে তদবয়বসংযোগা ন নশ্যন্তি, কিন্তু অবস্থিত-সংযোগানাম্ এব তেষাম্ অধিকদেশবাপ্ত্যা পিণ্ডাবস্থা নশ্যতি তথা পিষ্টপাণি ইতি । ইতি তৃতীয়ঃ পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্ ।

ভাষ্যতীর অর্থবাদ ।

কিঞ্চ অজ্ঞাৎ পরমাণুনাং এই গ্রন্থের তাৎপর্য—যাহারাই পরিচ্ছিন্ন তাহারাই অবয়বযুক্ত, যেমন ঘটপ্রভৃতি, পরমাণুসকলও সেইরূপ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, সেইজ্ঞা সাবয়ব, অতএব অনিত্য হইবে । আর অপরিচ্ছিন্ন হইলে আকাশাদির মত পরমাণুত্বের ব্যাঘাত হইবে । যান্ স্বং এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন । ন স্থূল এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা নিরাস করিতেছেন । অর্থাৎ স্থূল বলিয়া কি পরমাণুসকল বিনষ্ট হয় না, অথবা নিরবয়ব বলিয়া ? তন্মধ্যে প্রথম কল্পকে লক্ষ্য করিয়া বস্তুভূতাপি এই গ্রন্থ বলিতেছেন । আপনার মতে উত্তরকল্পই ঠিক, এই আশঙ্কা করিয়া বিনশ্যন্তোহপি অবয়ববিভাগেন ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা নিরাস করিতেছেন । যথাহি স্মৃতসু বর্ণাদীনাম্ অবিভজ্যমানাবয়বানামপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য—যেমন পিষ্টপিণ্ড অর্থাৎ পিণ্ডাকার তুলুচূর্ণ অবয়বসংযোগ নষ্ট না হইয়াই বড় হয়, এবং বড় হইয়া খোঁড়ার খুরের মত আকার প্রাপ্ত হইয়া পুরোডাশ হয়, সেস্থলে পিণ্ড বিনষ্ট হয় এবং পুরোডাশ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেখানে পিণ্ডের অবয়বসংযোগ বিনষ্ট হয় না, পরন্তু (অবয়বসমূহ পরস্পর) সংযুক্ত থাকিয়াই প্রথমে দ্বারা অর্থাৎ বিস্তার দ্বারা সূক্ষ্মমান অর্থাৎ সঞ্চালিত হইয়া অধিকদেশব্যাপক অর্থাৎ অনেক বড় হয়, এইরূপ অগ্নিসংযোগের দ্বারা সুবর্ণজবোর অবয়বসকল সংযুক্ত থাকিয়াই জ্বলীভাবপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তরল হইয়া যায়, কিন্তু পরস্পর বিভক্ত হয় না । অতএব অবয়বসংযোগের বিনাশবাতীতও যেমন সুবর্ণপিণ্ড নষ্ট হয়, এবং অজ্ঞাসংযোগের উৎপত্তি ব্যাতীতও যেমন সুবর্ণে তরলতা উৎপন্ন হয়, এইরূপ অবয়বসংযোগের বিনাশবাতীতও অর্থাৎ অসমবায়িকারণের নাশ না হইয়াও পরমাণুসকল বিনষ্ট হইবে, এবং অপর উৎপন্ন হইবে—এই প্রকারে সব পরিষ্কার হইল । ইহাই পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণ ।

তৃতীয় অধিকরণের তাৎপর্য ।

এই পাদের প্রথম অধিকরণে সাংখ্যের প্রধান কারণবাদ যুক্তিসাহায্যে নিরাকরণ করিয়া প্রথম অধ্যায়োক্ত সম্বন্ধে অবিরোধ প্রদর্শন করা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত তৎপরেই বৈশেষিকের পরমাণুকারণবাদ নিরাকরণ করা আবশ্যক বলিয়া দ্বিতীয় অধিকরণে সেই পরমাণুকারণবাদিগণকর্তৃক ব্রহ্মবাদের উপর আক্ষেপের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে । এক্ষণে এই তৃতীয় অধিকরণে সেই বৈশেষিকমতের খণ্ডন করিয়া প্রথম অধিকরণের জায়-অবিরোধ প্রদর্শন করা হইতেছে ।

* “অবয়বসংযোগবিনাশো” এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে ছিল, কিন্তু কাশীতে “অবয়বসংযোগবিনাশম্” এইরূপ একবচনান্তপদেরই পঠনপাঠন দেখা গেল ।

(বৈশেষিকমতঃপঞ্চমঃ ।)

[অপরিগ্রহাচ্ছাত্তমনপেক্ষা ১৭]

তৃতীয়াধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

এই অধিকরণে একজ্ঞ ছয়টি সূত্র রচিত হইয়াছে, এবং সবগুলিই সিদ্ধান্তসূত্র, যথা—

- | | |
|--|--|
| ১। উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ ১২ | ৪। রূপাদিমজ্জাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ১৫ |
| ২। সমবায়াত্মপগমাচ্চ সাম্যান্দনবস্থিতেঃ ১৩ | ৫। উভয়থা চ দোষাৎ ১৬ |
| ৩। নিত্যমেব চ ভাবাৎ ১৪ | ৬। অপরিগ্রহাচ্ছাত্তমনপেক্ষা ১৭ |

ইহাদের অক্ষরার্থ এইরূপ—

- ১। উভয় প্রকারেই অর্থাৎ পরমাণুসকলের সংযোগজনক কৰ্ম্ম স্বীকার করিলে অথবা না করিলে—এই দুই রূপেই কৰ্ম্ম হইতে পারে না; অতএব সৃষ্টির অভাব হয়। অপর দুই প্রকার ব্যাখ্যা ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
- ২। আর সমবায় স্বীকার করা হয় বলিয়া স্বাণুকাদিক্রমে সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ, সাম্যবশতঃ অনবস্থাদোষ হয়। বিশদ অর্থ ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
- ৩। পরমাণুসকল যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্বদাই প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের অভাব হয়। আর যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হয়। বিশদ অর্থ—৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
- ৪। আর জগৎকারণ পরমাণুসকলের রূপাদিমজ্জাপ্রযুক্ত নিরবয়ব অণু ও নিত্যত্বের বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ সাবয়বত্বাদির প্রসক্তি হয়। যেহেতু রূপাদিযুক্ত পটাদি সেইরূপেই লোকমধ্যে দেখা যায়। বিশদ অর্থ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
- ৫। আর উভয় প্রকারেই অর্থাৎ পৃথিবীর গন্ধাদি ৪টি গুণ, জলের রসাদি ৩টি গুণ, তেজের রূপাদি ২টি গুণ এবং বায়ুর স্পর্শ নামক ১টি গুণ বলিয়া তাহারা স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম হইলে তাহাদের পরমাণু সিদ্ধ হয় না, এবং প্রত্যেকের এক একটা গুণ বলিলে পৃথিব্যাদিতে অল্প গুণ উপলব্ধ হয় না—একজ্ঞ উভয় রূপেই দোষ হয়। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
- ৬। আরও মনুপ্রভৃতি শিষ্টগণকর্তৃক অপরিগৃহীত বলিয়া পরমাণুকারণবাদ অত্যন্ত উপেক্ষণীয়। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি এবং বিষয় সংশয়প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল—

(১) সঙ্গতি—

প্রথম, ঋতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ

দ্বিতীয়, শাস্ত্রসঙ্গতি—ঐ

তৃতীয়, অধ্যায়সঙ্গতি—ঐ

চতুর্থ, পাদসঙ্গতি—ঐ

পঞ্চম, অধিকরণসঙ্গতি—অব্যবহিত পূর্বাধিকরণের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই। কারণ,

দ্বিতীয়াধিকরণটি প্রথমাধিকরণের প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তসঙ্গতিদ্বারা অবতারিত হইয়াছিল। একজ্ঞ তাহার পূর্ববর্তী প্রথমাধিকরণের সহিত ইহার যে সঙ্গতি থাকা আবশ্যক, তাহা এস্থলে প্রত্যাধারণসঙ্গতি। কারণ প্রথমাধিকরণে বলা হইয়াছে—প্রধানটী চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত নহে বলিয়া জগৎকারণ হয় না, আর এক্ষণে বলা হইতেছে—তবে চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত পরমাণুসকল জগৎকারণ হউক? একজ্ঞ প্রথমাধিকরণের সহিত ইহার প্রত্যাধারণ সঙ্গতি।

(২) বিষয়—পরমাণু প্রক্রিয়ার দ্বারা জগদুৎপত্তি—এই বৈশেষিক সিদ্ধান্তটী বিষয়।

(৩) সংশয়—উক্ত সিদ্ধান্তটী কি প্রমাণমূলক অথবা প্রাপ্তিমূলক—ইহাই সংশয়।

(৪) পূর্বপক্ষ—পরমাণুপ্রক্রিয়ার দ্বারা জগদুৎপত্তি হয়—এই বৈশেষিক সিদ্ধান্তটী প্রমাণমূলক।

(৫) সিদ্ধান্তপক্ষ—পরমাণুপ্রক্রিয়াদ্বারা জগদুৎপত্তি হয়—এই বৈশেষিকসিদ্ধান্তটী প্রমাণমূলক নহে।

(৬) কলভেদ—পূর্বপক্ষে বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হওয়ায় সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তপক্ষে কিন্তু সেই বিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয়সিদ্ধ।

সমুদায়াদিকরণং নাম

চতুর্থাদিকরণম্

(সৰ্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ । ১৮ *

তৃতীয়াধিকরণের তাৎপর্য ।

শাস্ত্রদৰ্শনে ভায়তীর সার বর্ণন করিয়া যে দুইটা শ্লোকে তাহার মৰ্মার্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই—

অনেকজবাসংযোগাদ্ জবাসংপদ্যতে যতঃ ।

একস্মাদ ব্রহ্মণোজবাস্য নাত উৎপত্তু মইতি ॥

অর্থাৎ অনেক কারণজব্যের সংযোগে যেহেতু কার্য্য জবাসকল উৎপন্ন হয়, সেহেতু এক ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ জব্য উৎপন্ন হইতে পারে না । ইহা পূর্বপক্ষ ।

জবজব্যং যথৈকস্মাৎ কনকাত্মপজায়তে ।

উৎপদ্যতে তথৈকস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতে জগৎ ॥

অর্থাৎ যেমন একই কনক হইতে জবজব্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা সিদ্ধান্ত ।

এ সম্বন্ধে ভারতীতীর্থকৃত অধিকরণমালায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

জনয়ন্তি জগন্মো বা সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ ।

আদ্যকৰ্ম্মজসংযোগাদ্ দ্বাণুকাদিক্রমাজ্জনিঃ ॥১

সনিমিত্তানিমিত্তাদিবিবিকল্পেদ্যদ্যকৰ্ম্মণঃ ।

অসম্ভবাদসংযোগে জনয়ন্তি ন তে জগৎ ॥২

অর্থঃ—পরমাণবঃ সংযুক্তাঃ জগৎ জনয়ন্তি নো বা ? আদ্যকৰ্ম্মজসংযোগাৎ দ্বাণুকাদিক্রমাৎ জনিঃ । সনিমিত্তানিমিত্তাদিবিবিকল্পে অদ্যকৰ্ম্মণঃ অসম্ভবাৎ অসংযোগে (সতি) তে জগৎ ন জনয়ন্তি ।

শাক্তভাষ্যম্ ।

সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ । ১৮

বৈশেষিকরাঙ্কান্তঃ চূৰ্য্যুক্তিসংযোগাৎ বেদবিরোধাৎ শিষ্টাপরিগ্রহাচ্চ ন অপেক্ষিতব্যঃ ইত্যুক্তম্ । সঃ অক্লবৈনাশিকঃ, ইতি বৈনাশিকত্বসাম্যাৎ সৰ্ববৈনাশিকরাঙ্কান্তঃ নতরাম্ অপেক্ষিতব্য ইতি ইদম্ ইদানীম্ উপপাদয়ামঃ ।

স চ বহুপ্রকারঃ—প্রতিপত্তিভেদাৎ বিনেয়ভেদাৎ বা । তত্র এতে ত্রয়ো বাদিনো ভবন্তি—কেচিৎ সৰ্বাস্তিত্ববাদিনঃ, কেচিৎ বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদিনঃ, অগ্রে পুনঃ সৰ্বশূণ্যত্ববাদিন ইতি । তত্র যে সৰ্বাস্তিত্ববাদিনঃ বাহ্যম্ আস্তরং চ বস্ত অভ্যুপগচ্ছন্তি ভূতং ভৌতিকং চ, চিত্তং চৈত্ত্বং চ, তান্ ভাবৎ প্রতিক্রমঃ ।

তত্র ভূতং পৃথিবীপাদাদয়ঃ, ভৌতিকং রূপাদয়ঃ চক্ষুরাদয়শ্চ । চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদি-পরমাণবঃ ঋরস্নেহোষ্ণেরণম্বভাবাঃ । তে পৃথিব্যাদিভাবেন সংহৃন্তে ইতি মন্যন্তে ।

তথা রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারসংস্কৃতাঃ পঞ্চক্ষণ্ডাঃ । তেহপি অধ্যাত্মং সৰ্বব্যবহারাস্পদভাবেন সংহৃন্তে ইতি মন্যন্তে ।

তত্র ইদম্ অভিধীয়তে—যোহয়ম্ উভয়হেতুকঃ উভয়প্রকারঃ সমুদায়ঃ পরেষাম্ অভিপ্রোভঃ,—অণুহেতুকশ্চ ভূতভৌতিকসংহতিরূপঃ, স্কন্ধহেতুকশ্চ পঞ্চক্ষণ্ডীকরণঃ, তস্মিন্

* “তদপ্রাপ্তিঃ” এই প্রথমোক্তগদ থাকার এই সূত্র হইতে অধিকরণ আরম্ভ হইল । সমুদায়গণী সপ্তমস্ত, যথা—“সমুদায়ে” । আর এই “সমুদায়” পদবলেই ইহা বৌদ্ধমত খণ্ডনের অধিকরণ বলা হয় ।

দ্বিতীয়পাদঃ—সমুদায়াদিকরণম্ । (৪)

৮৫

(সৰ্বান্তিষ্বাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ । ১৮]

শাকরভাষ্যম্ ।

উভয়হেতুকেহপি সমুদায়ে অভিপ্রেয়সাধাণে তদপ্রাপ্তিঃ স্মৃতাঃ ; সমুদায়প্রাপ্তিঃ সমুদায়ভাবানু-
পপত্তিঃ ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ১ সমুদায়িনাম্ অচেতনত্বাৎ, চিত্তাভিজ্ঞানন্ত চ সমুদায়সিদ্ধাধীনত্বাৎ,
অজ্ঞন্ত চ কন্তুচিং চেতনন্ত ভোক্তুঃ প্রণাসিতুৰ্বা দ্বিরন্ত সংহন্তঃ অনভ্যুপগমাৎ, নিরপেক্ষ-
প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ প্রবৃত্ত্যানুপরমপ্রসঙ্গাৎ । আশয়ন্তাপি অজ্ঞানজ্ঞাত্যভ্যাম্ অনিরূপ্যত্বাৎ
ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ নির্বাপারত্বাৎ প্রবৃত্ত্যানুপপত্তেঃ । তস্মাৎ সমুদায়ানুপপত্তিঃ । সমু-
দায়ানুপপত্তৌ চ তদপ্রাপ্ত্যা লোকযাত্রা নুপ্যেত ১৮

ভাষ্যম্বাদ ।

সূত্রার্থ—উভয়হেতুকে অপি সমুদায়ে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পরমাণুচতুষ্টয়হেতুক বাহ্য পৃথিব্যাদি
ভূতভৌতিক সমুদায় স্বীকার করিলে, এবং রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ হইতে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক পদার্থের
সমুদায় স্বীকারে—এইরূপে উভয়হেতুক সমুদায় স্বীকার করিলে, তদপ্রাপ্তিঃ তাহার অর্থাৎ সেই সমুদায়ের
অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অসম্ভাবনা হয় । কারণ, সকল পদার্থকেই ক্ষণিক বলা হয় বলিয়া সমুদায়ের সম্পাদক কোন
স্থায়ী চেতনবস্তুকে কর্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না ।

ভাষ্যার্থ—বৈশেষিক রাঙ্কাস্ত অর্থাৎ বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত দুষ্টবৃত্তিযুক্ত, বেদবিরুদ্ধ এবং শিষ্টগণের অনাদৃত
বলিয়া তাহার অপেক্ষা করা উচিত নহে—ইহা বলা হইয়াছে । তাহা অর্দ্ধবৈশাখিক অর্থাৎ তত্ত্বতে কতকগুলি
বস্তুর নিত্যত্ব এবং কতকগুলি বস্তুর নিরন্তর বিনাশ অর্থাৎ কার্য ও কারণ সকলেরই সম্পূর্ণ বিনাশ স্বীকার করা
হয়, অতএব বৈশাখিকের সাম্যবশতঃ সর্ববৈশাখিক রাঙ্কাস্ত অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত পদার্থের নিরন্তর বিনাশ
স্বীকার করা হয়, সেই বৌদ্ধসিদ্ধান্ত কোনরূপেই অপেক্ষা করা উচিত নহে—ইহা এক্ষণে দেখাইতেছি । *

সেই বৌদ্ধমত প্রতিপত্তিভেদে অথবা বিনেয়ভেদে বহুপ্রকার অর্থাৎ বুদ্ধশিষ্যগণের বুদ্ধি অনুসারে, অথবা
বিনেয় অনুসারে অর্থাৎ বৌদ্ধশিষ্যগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকার অনুসারে নানাবিধ হইয়াছে । সেই
মতে এই তিন বাদী আছেন, যথা—কেহ কেহ সৰ্বান্তিষ্ববাদী অর্থাৎ বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সকল
বস্তুকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, যথা—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক । কেহ কেহ বিজ্ঞানাত্তিমত্ববাদী অর্থাৎ
বাহ্যিক কেবল বিজ্ঞানকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, যথা—যোগাচারী, এবং অপরে সর্বশূন্যত্ববাদী অর্থাৎ
বাহ্যিক সকলবস্তুকে পরমার্থতঃ শূন্য বলিয়া স্বীকার করেন, যথা—মাদ্যমিক । তাহার মধ্যে বাহ্যিক
সৰ্বান্তিষ্ববাদী অর্থাৎ বাহ্যিক ভূত ও ভৌতিক বস্তু এবং আভ্যন্তরিক চিত্ত ও চৈতন্য বস্তু স্বীকার করেন,
তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করিতেছি । †

* এখানে বৌদ্ধগণকে সর্ববৈশাখিক বলার কেহ কেহ ভাষ্যকারের বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতা কল্পনা করেন । কারণ, সৰ্বান্তিষ্ববাদী
বৈভাষিক বৌদ্ধমতে সকল বস্তুকে ক্ষণিক বলা হয় না । কিন্তু সৌত্রান্তিকমতে সকলই ক্ষণিক বলা হয়, এজন্য এ আক্ষেপ বার্ষ ; কারণ,
শূন্যবাদই বৌদ্ধমতে চরম সিদ্ধান্ত বলা হয় । ভাস্করীমতে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

† এই বৌদ্ধমতের মূল অভিধর্মকোষ নামক গ্রন্থ : উহা মহাত্মা বহুবল্লুক ক কারিকাকারে লিখিত । ভগবান্ বুদ্ধের কথিত
অভিধর্মসূত্রপিটক হইতে এই অভিধর্মকোষ সংগৃহীত । অভিধর্মকোষে ষাটনির্দেশ পরিচ্ছেদে চতুর্বিধ ভূতসম্বন্ধে এই কথাই আছে—

“ভূতানি পৃথিবীধাতুপত্তেজোবায়ুধাতবঃ । ধৃত্তাদি কর্মসংসিদ্ধাঃ ধরন্মহোৎকথেরণাঃ ॥” ১২

ধৃত্তিঃ স্থৈর্য্যং, সংগ্রহঃ সমুদায়পাদনঃ, পত্তিঃ পাকক্রিয়া, বাহনঃ বুদ্ধিঃ প্রদর্শনম্ ইতি । এভিঃ ধৃত্তিসংগ্রহপদ্ধতিবৃহদনক্রিয়াভিঃ যথা—
সংখ্যাঃ পৃথিবীজলতেজোবায়ুনাং চতুর্গাঃ ধাতুনাং সিদ্ধিঃ ভবতি । তত্র পৃথিবীধাতুঃ ধরঃ কঠিনম্ভাবঃ, আপোধাতুঃ স্নেহেন আক্রীকণ-
ম্ভাবঃ, তেজোধাতুঃ উত্তপ্তম্ভাবঃ, বায়ুধাতুঃ ঈরণং গতিম্ভাবঃ । (ইতি রাহুলঃ)

এই অভিধর্মকোষের মতখণ্ডন করিয়া সংযতজ যে আর একখানি অভিধর্মকোষ লিখিয়াছেন, তাহার কতটা ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন,
তাহা অনুসন্ধান । আজকাল কোন কোন বিদেশীয় বৌদ্ধ ও তন্ত্রমতানুসারিগণ বলেন—ভগবান্ ভাষ্যকার বৌদ্ধমত সম্যক্ না জানিয়া
বৌদ্ধমত খণ্ডন করার, বৌদ্ধমত পণ্ডিত হইয়া নাই । যথা—ধর স্নেহ উক্ত ঈরণম্ভাববশতঃ পরমাণু চতুর্বিধ মতে, কিন্তু একই প্রকার,
ইত্যাদি । তাহার বলেন—হরেননাল্লের অভিধর্মমহাবিশাভা নামক বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়—শিষ্ট গুরুকে পরমাণুর চতুর্বিধা বৃত্তিযুক্ত
কিমা সিদ্ধাস্তা করিতেছেন, এবং গুরু উত্তরে একই পরমাণু চতুর্বিধা উপদেশ দিতেছেন । অতএব ভাষ্যকারের পরমাণুচতুর্বিধা-
বর্ণন বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতার পরিচায়ক । কিন্তু উক্ত অভিধর্মমহাবিশাভাগ্রন্থে (১৩১ খণ্ড) বাহা আছে, তাহা ভাষ্যকারের বর্ণনারই
সমর্থক—ইহাই দেখা যায় । ভাষ্যকারের সময় যুগ্ম বৌদ্ধমত বহুটা জীবিত ছিল, তাহার আজ দেড় হাজার বৎসরের পর ততটা
থাকিতে পারে না, অতএব তদবলম্বনে আজ আক্ষেপ করা দুরাগ্রহমাত্র ।

(সৰ্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ । ১৮]

ভাষ্যবাদ ।

তাহার মধ্যে পৃথিবীপ্রভৃতি ভূত, আর রূপাদিবিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল ভৌতিক । আর পৃথিবী-প্রভৃতির পরমাণুচতুষ্টয় অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ ও মরুতের পরমাণুগুলি যথাক্রমে—থর অর্থাৎ কঠিন, স্নেহ অর্থাৎ তরল, উষ্ণ ও ঈরণ অর্থাৎ গতিস্বভাবসম্পন্ন । তাহারা পৃথিবী ইত্যাদি ভাবে সংহত অর্থাৎ মিলিত হয়—ইহা তাঁহারা মনে করেন ।

তদ্রূপ রূপস্বক্ক, বিজ্ঞানস্বক্ক, বেদনাস্বক্ক, সংজ্ঞাস্বক্ক ও সংস্কারস্বক্ক নামক পাঁচটি স্বক্ক আছে । তাহারাও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক সকল ব্যবহারাস্পদভাবে অর্থাৎ সকল ব্যবহারের বিষয়রূপে সংহত অর্থাৎ মিলিত হয়—ইহাও তাঁহারা মনে করেন ।

এ বিষয়ে আমরা বলি যে—এই যে উভয়হেতু এবং উভয়প্রকার সমুদায়, সৰ্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধগণের অভিপ্রেত, অর্থাৎ পরমাণুহেতুক ভূতভৌতিকসমষ্টিরূপ, এবং স্বক্কহেতুক পঞ্চস্বক্কসমষ্টিরূপ, সেই উভয়হেতুক সমুদায়ই তাঁহাদের অভিপ্রেত হইলে তাহার অপ্রাপ্তি হইবে, অর্থাৎ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি হইবে অর্থাৎ সমুদায়-ভাবের অল্পপপত্তি হইবে, অর্থাৎ সকলের একত্র মিলন সম্ভবপর হইতে পারিবে না । যদি বলা হয়— কেন সম্ভবপর হইতে পারিবে না? তাহা হইলে বলিব—তাহার কারণ, সমুদায়ী সকল অর্থাৎ যাহারা মিলিত হইবে, তাহারা অচেতন, আর চিন্তাভিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের স্বত্ববশতঃ চিত্ত হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহা, সমুদায়ের সিদ্ধি হইলে তবে হইয়া থাকে, এবং অল্প কোন ভোক্তা বা শাসনকর্তা স্থির চেতনকে সংহননকর্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ আপনারা অল্প কোন স্থায়ী চেতনকে সংহতা বলিয়া স্বীকার করেন না । আর নিরপেক্ষপ্রবৃত্তির অভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ যদি তাহাদের নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তির অল্পপরমপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহাদের প্রবৃত্তি কখনই বন্ধ হইবে না, অর্থাৎ কোন কালেই মোক্ষ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না—বলিতে হয় । আর আশয়েরও অল্পত্ব এবং অনল্পত্বদ্বারা অনিরূপ্যত্বপ্রযুক্ত এবং ক্ষণিকত্ব স্বীকার করায় নির্বাণারত্বপ্রযুক্ত প্রবৃত্তির অল্পপপত্তি হয়, অর্থাৎ আশয় অর্থাৎ আলায়বিজ্ঞানপ্রবাহকে প্রত্যেক হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন যাহাই বলা হউক, তাহা নিরূপণ করা যায় না, এবং তাহাকে ক্ষণিক অর্থাৎ যখন উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণেই বিনাশ হয় বলিয়া স্বীকার করায় তাহার কোন বাপার অর্থাৎ ক্রিয়া সম্ভব হয় না বলিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে না । সেইজন্ত সমুদায় অল্পপপন্ন হয় অর্থাৎ সিদ্ধ হইতে পারে না । আর সমুদায় সিদ্ধ না হইলে তদনলম্বনে যে লৌকিক ব্যবহার তাহাও লুপ্ত হইয়া পড়িবে ।

ভাস্তী ।

অগাস্তুরসঙ্গতিম্ আহ—“বৈশেষিকরাঙ্কাস্তঃ” ইতি । বৈশেষিকাঃ খলু অর্দ্ধবৈনাশিকাঃ, তে হি পরমাণ্বাকাশাদিককালান্মনসাং চ সামান্যবিশেষসমবায়ানাং চ গুণানাং চ কেষাকিৎ নিত্যত্বম্ অভ্যুপেত্য শেবাণাং নিরস্বয়বিনাশম্ উপযন্তি, তেন তে অর্দ্ধবৈনাশিকাঃ । তেন তদ্রূপজ্ঞানঃ বৈনাশিকসমায়োন সর্ববৈনাশিকান্ স্মারয়তি, ইতি তদনন্তরং বৈনাশিকমত-নিরাকরণমিতি । অর্দ্ধবৈনাশিকানাং স্থিরভাববাদিনাং সমুদায়ারম্ভঃ উপপত্তেতাপি, ক্ষণিকভাব-বাদিনাং তু অসৌ দূরাপেত ইতি উপপাদয়িত্বামঃ । তেন “নতরাম্” ইত্যুক্তম্ । তৎ ইদং দূষণায় বৈনাশিকমতম্ উপপত্তিসিৎ তৎপ্রকারভেদান্ আহ—“স চ বহুপ্রকারঃ” ইতি । বাদিবৈচিত্র্যাৎ খলু কেচিৎ সৰ্বাস্তিত্বমেব রাঙ্কাস্তঃ প্রতিপত্ত্বন্তে, কেচিৎ জ্ঞানমাত্রাস্তিত্বম্ । কেচিৎ সর্বশূন্যতাম্ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অভিমতকল্পদানৈশ্চত্বৈবিধলোকে বিভূষি গল্পমুখ স্বদগুণভেদেন দানম্ ।

গলদলিকুলজুহুঃ স্বদ্বপুত্রেব জীর্ঘ্য ধনয়তি জনতারং নাষ্টিরসীতি নুনম্ ॥

“সমুদায়ে”তি । “গুণানাং চ কেষাকিৎ” পরমাণুপরিমাণাদীনাম্ । অত্বেদে হি কাৰ্য্যকারণয়োঃ কাৰ্য্যমাশোহপি কারণরূপেণ ভিত্তি ইতি ন নিরস্বয়নাশঃ, ত্বেদে তু নিরস্বয় ইতি । নহু নিমিত্তভাবাবিশেষাৎ সম্ভাভারম্ভবাদয়োঃ অল্পপত্ত্যবিশেষে কথং তরপ্ৰয়োগঃ ? ভাষ্য—“স্থিরে”তি । স্থিরপক্ষে হি কারণত্ব ভূত্বা বাপূত্ব জনকত্বং যুক্তং ন ইত্যত্র ইত্যর্থঃ । “বাদিবৈচিত্র্যাৎ খলু” । বহুপ্রকারঃ ইতি পৃথীতভাষ্যভীকানুবচনঃ । বহুপ্রকারত্বমেব দর্শয়তি—“কেচিৎ” ইতি ।

(সৰ্বাস্থিতিবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেইপি তদপ্রাপ্তিঃ । ১৮]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

বৈশেষিকরাঙ্কাস্ত এই গ্রন্থদ্বারা (পূর্বাধিকরণের সহিত ইহার) অবাস্তুরসঙ্গতি বলিতেছেন । বৈশেষিকগণ অর্দ্ধবৈনাশিক । কারণ, তাঁহারা পরমাণু আকাশ দিক্ কাল আত্মা ও মনের, এবং সামান্য অর্থাৎ জাতি বিশেষ ও সমবায়ের, এবং (দৈশরীয়াজ্ঞানপ্রভৃতি) কতিপয় গুণের নিত্য স্বীকার করিয়া, অবশিষ্ট পদার্থগুলির নিরসয় বিনাশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস স্বীকার করেন, সেইজন্য তাঁহারা অর্দ্ধবৈনাশিক অর্থাৎ কতিপয় পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়া তাহাদের বিনাশ হয় না এবং কতিপয় পদার্থের সম্পূর্ণ বিনাশ স্বীকার করেন, এইজন্য তাঁহারা অর্দ্ধবৈনাশিক । সেইজন্য তদুপপন্ন অর্থাৎ বৈশেষিকের উল্লেখ, বৈনাশিকত্বরূপ সমানধর্মদ্বারা সর্ববৈনাশিকমতবাদিগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, অতএব বৈশেষিকমতখণ্ডনের পর বৈনাশিকমত অর্থাৎ বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইতেছে । ষাঁহারা স্থিরভাববাদী অর্থাৎ স্থায়িপদার্থ স্বীকার করেন, সেই অর্দ্ধবৈনাশিকগণের মতে কোনরূপে সমুদায়রাস্ত উপপন্ন হইলেও ষাঁহারা কণিকভাববাদী অর্থাৎ সীকল পদার্থই বিদ্যাতের মত প্রথমক্ষেণে উপপন্ন হইয়াই দ্বিতীয়ক্ষেণে বিনাশ হয় বলেন, সেই বৌদ্ধগণের মতে তাহা অর্থাৎ সমুদায়রাস্ত স্বদূরপর্যন্ত অর্থাৎ সম্ভব নহে—ইহা দেখাইব । সেইজন্য ভাস্তাকার মন্তরাং এই শব্দটি বলিয়াছেন, অর্থাৎ বৌদ্ধমত একবারেই অগ্রাহ্য ইহা বলিয়াছেন । অতএব তন্মতে দোষ দিবার জন্ত এই বৈনাশিকমতের উপপত্তাস অর্থাৎ বর্ণন করিবার জন্ত তাহার প্রকারভেদ স চ বহুপ্রকারঃ এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । বাদিবৈচিত্র্যবশতঃ অর্থাৎ এই মতবাদী অনেকপ্রকার হওয়ায়, কেহ কেহ সকলবস্তুর অস্তিত্বকেই সিদ্ধাস্ত বলিয়া প্রতিপাদন করেন, কেহ কেহ জ্ঞানমাত্রের অস্তিত্বকেই সিদ্ধাস্ত বলিয়া স্বীকার করেন, কেহ কেহ সর্বশূন্যতা অর্থাৎ সকল বস্তুই শূন্য এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন ।

ভাস্তী ।

অথ তু অত্রভবতাং সর্বজ্ঞানাং তত্ত্বপ্রতিপত্তিভেদো ন সম্ভবতি, তত্ত্বশ্চ ঐকরূপাৎ ইত্যোতদপরিতোষণে আহ—“বিনেয়ভেদাৎ বা” । হীনমধ্যমোৎকৃষ্টধিযো হি শিষ্টা ভবন্তি । তত্র যে হীনমতয়ঃ তে সর্বাস্থিতিবাদেন তদাশয়ানুরোধাৎ শূন্যতায়াম্ অবতারণ্যন্তে । যে তু মধ্যমাঃ তে জ্ঞানমাত্রাস্থিতিষ্মেন শূন্যতায়াম্ অবতারণ্যন্তে । যে তু প্রকৃষ্টমতয়ঃ তেভ্যঃ সাক্ষাদেব শূন্যতাস্থ্যং প্রতিপাচ্চতে । যথোক্তঃ বোধিচিহ্নবিবরণে—

“দেশনা লোকনাথানাং সর্বাশয়বশানুগাঃ । ভিত্তস্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ ॥

গন্তীরোস্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণা । ভিন্নাপি দেশনাত্ভিন্না শূন্যতাহেতুয়লক্ষণা” ॥ ইতি যত্নপি বৈভাসিকসৌত্রাস্তিকয়োঃ অবাস্তুরমতভেদঃ অস্তি, তথাপি সর্বাস্থিতিভায়াম্ অস্তি সম্প্রতিপত্তিঃ, ইতি একৌক্য উপপত্তাসঃ । তথাচ ত্রিষ্ম উপপন্নম্ ইতি । পৃথিবী খরস্বভাবা, আপঃ স্নেহস্বভাবাঃ, অগ্নিঃ উষ্ণস্বভাবঃ বায়ুঃ স্রৈরণস্বভাবঃ, স্রৈরণঃ প্রেরণম্ । ভূতভৌতিকান্ উক্ত্য চিত্ত-চৈস্তিকান্ আহ—“তথা রূপে”তি । রূপাস্তে এভিঃ ইতি, রূপাস্তে ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা সবিষয়াণি ইন্দ্রিয়াণি রূপস্বক্কঃ । যত্নপি রূপ্যমাণাঃ পৃথিব্যাদয়ো বাহ্যাঃ । তথাপি কায়স্বচ্ছাৎ বা ইন্দ্রিয়স্বচ্ছাৎ বা ভবন্তি আধাশ্মিকাস্কাঃ । বিজ্ঞানস্বক্কঃ—অহম্ ইত্যাকারো রূপাদিবিষয় ইন্দ্রিয়াদিজ্ঞাতো বা দণ্ডায়মানঃ । বেদনাস্বক্কঃ—যা প্রিয়াপ্রিয়ানুভয়বিষয়স্পর্শে সূখদুঃখতদরহিতবিশেষাবস্থা চিত্তশ্চ জায়তে স বেদনাস্বক্কঃ । সংজ্ঞাস্বক্কঃ—সবিকল্পপ্রত্যয়ঃ সংজ্ঞঃ সংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসঃ, যথা—ডিথঃ কুণ্ডলী গৌরঃ ব্রাহ্মণঃ গচ্ছতি ইত্যেবংজাতীয়কঃ । সংস্কারস্বক্কঃ—রাগাদয়ঃ ক্লেশাঃ, উপক্লেশাশ্চ মদমানাদয়ঃ, ধর্ম্মাদর্শো চ ইতি । তৎ এতেষাং সমুদায়ঃ পঞ্চস্বক্কী ।

বেদান্তকরতলঃ ।

অত্রভবাং সৌত্রাস্তিকাদীনাম্ বিপ্রতিপত্তির্হি পুরুষাপরাধাৎ ভবতি যথা হাণৌ বস্ত্রবশাৎ, যথা বা ক্রিয়ানাম্, অত্র তু ন প্রথমঃ ইতি উক্তঃ—“সর্বজ্ঞানাম্” ইতি । ন দ্বিতীয়ঃ ইতি অভিহিতঃ—“তত্ত্বশ্চ” ইতি । বোধী বুদ্ধঃ তত্ত্ব চিত্তম্ অভিপ্রায়ঃ তদবিবরণগ্রন্থে । “লোকনাথানাং” বুদ্ধানাম্ । “দেশনা”, আগমাঃ প্রাপ্তিপ্রায়বশানুসারিণাঃ শূন্যতাপ্রতিপত্ত্যপটয়ৈঃ কণিকসর্বাস্থিতিবাদিভিঃ লোকে শ্রোতৃসমুদায়ে—পুনঃ পুনঃ । বহুধা ভিত্তস্তে । ভেদমেব আহ—“গন্তীরে”তি । অগাধঃ “গন্তীরঃ” তদ্বিপরীতঃ “উভানঃ” স্থলদৃষ্টিযোগাঃ তজ্জপেণ কচিৎ গ্রন্থপ্রবেশঃ, “উভয়লক্ষণা” জ্ঞানমাত্রাস্থিতিবাহ্যার্থাস্থিতিলক্ষণা তৎপ্রতিপাদিনী ভিন্না অপি দেশনা শূন্যতা এব অথবা অভিন্নকণা অন্তঃতৎপর্ধ্যবতী ভিন্না ইত্যর্থঃ । প্রত্যয়বৈচিত্র্যাৎ অর্থঃ অনুমেয়ঃ ইতি সৌত্রাস্তিকাস্কাঃ । প্রত্যকঃ ইতি বৈভাসিকাস্কাঃ । অতো

(সৰ্বান্তিভবাবিবোধমতবৰ্ত্তনম্ ।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ । ১৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

মতভেদঃ । রূপান্তে এতি বিবরাঃ ইতি শেখঃ “কারহৃদাৎ” কারাকারেণ সংহতত্বাৎ অসংহতানাম্ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিত্বাৎ বা ইত্যর্থঃ । অহমিত্যাকারম্ আলয়বিজ্ঞানম্, ইন্দ্রিয়াদিজ্ঞং রূপাদিবিষয়ং চ জ্ঞানম্ এতদ্বয়ং দণ্ডায়মানং প্রবাহাপন্নং বিজ্ঞানস্বভাঃ ইত্যর্থঃ । বেদনাশ্চ ইতি ভাতোপাদানং, য প্রিয়েরত্যাগি তদব্যর্থানম্ । সৰ্বিকল্পপ্রত্যয়ঃ ইতানেন বিজ্ঞানস্বভাঃ নিবিকল্পকঃ ইতি ভেদঃ স্বকরোঃ ধনিতঃ ।

ভাগতীর অনুবাদ ।

যদি বল—পূজনীয় সৰ্বজ্ঞ সৌত্রান্তিকপ্রভৃতি বৌদ্ধগণের তত্ত্বপ্রতিপত্তির ভেদ সম্ভব হয় না, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না; যেহেতু তত্ত্ব একরূপই হয়, এই প্রকার অসন্তোষবশতঃ বিনেয়-ভেদাৎ বা এই গ্রন্থ বলিয়াছেন । শিষ্টাগণ হীনবুদ্ধি, মধ্যমবুদ্ধি ও উত্তমবুদ্ধি—এই তিন প্রকার হইয়া থাকেন । তাহার মধ্যে যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহারা সৰ্বান্তিভববাদদ্বারা বুদ্ধের অভিপ্রায় অহুসারে শূন্যতাতেই পরিণামে যাইয়া থাকেন । আর যাহারা মধ্যমবুদ্ধি, তাহারা কেবল জ্ঞানের অস্তিত্বদ্বারা শূন্যতাতেই পরিণামে যাইয়া থাকেন । কিন্তু যাহারা উত্তমবুদ্ধি তাহাদিগকে সাক্ষাৎ শূন্যতাতত্ত্বই বুঝাইয়া দেন । যেমন বোধিচিদ্ধ-বিবরণগ্রন্থে বলা হইয়াছে—

দেশনা লোকনাথানাং সন্তানয়বশানুগাঃ ।

ভিত্তন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈবহুভিঃ পুনঃ ॥

গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণা ।

ভিন্নাপি দেশনাহভিন্না শূন্যতাহয়লক্ষণা ॥

অর্থাৎ লোকপুঞ্জ বুদ্ধের উপদেশসকল জীবের বুদ্ধিসামর্থ্য অহুসারে শিষ্টমণ্ডলে শূন্যতাপ্রতিপত্তির উপায়রূপে ক্ষণিকসৰ্বান্তিভবপ্রভৃতি বহুপ্রকারে বিভক্ত হইয়াছে । যথা—কোনস্থলে গম্ভীর অর্থাৎ হৃদদৃষ্টিযোগ্যরূপে, কোনস্থলে উত্তান অর্থাৎ স্থলদৃষ্টিযোগ্যরূপে—এই প্রকারে এই উভয়রূপে, উপদেশ সকল ভিন্নভিন্ন প্রকার হইলেও অদ্বয়স্বরূপ শূন্যতার যে উপদেশ তাহা ভিন্ন নহে । অভিপ্রায় এই যে, অদ্বয়শূন্যতাতেই বুদ্ধের চরম তাৎপর্য আছে । এই অদ্বয়শূন্যতা বুঝাইবার জন্ত ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও সৰ্বান্তিভববাদ উপদিষ্ট হইয়াছে । এই উভয়-বাদেই বুদ্ধের তাৎপর্য নাই । তাৎপর্যবিষয়ভূতদেশনা একই বটে । যদিও বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিকের অবান্তর মতভেদ আছে, অর্থাৎ বৈভাসিকমতে বাহ্যিকপদার্থ প্রত্যক্ষ ও সৌত্রান্তিকমতে বাহ্যিকপদার্থ অহুমেয় বলা হয়, তথাপি সৰ্বান্তিভববিষয়ে সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ ঐক্য আছে, এইজন্ত উভয়মতকে এক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । আর তাহা হইলে এই মত যে তিন প্রকার—ইহা সিদ্ধ হইল । (তন্মতে) পৃথিবীর স্বভাব ধর অর্থাৎ কঠিন, জলের স্বভাব স্নেহ, অগ্নির স্বভাব উষ্ণ, বায়ুর স্বভাব দীর্ণ অর্থাৎ চঞ্চল । দীর্ণ পদের অর্থ প্রেরণ । ভূত ও ভৌতিক পদার্থের কথা বলিয়া চিত্ত ও চৈতিকপদার্থের কথা তথা রূপ এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । যাহাদের দ্বারা (বিষয়সকল) রূপিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, এবং যাহারা রূপিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তিভাবের বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে রূপস্বভা বলা হয় । যদিও রূপমাণ অর্থাৎ প্রকাশমান পৃথিবীপ্রভৃতি বাহ্যিকবস্তু, তাহা হইলেও কায়ধ অর্থাৎ দেহরূপে মিলিত হইয়াছে বলিয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের সহিত সঞ্চয়িত হয় বলিয়া তাহারা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক বলিয়া কথিত হয় । যাহা অহম্ ইত্যাকারে দণ্ডায়মান (প্রবাহস্বরূপ) এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞ রূপাদিবিষয়ক-জ্ঞানরূপে দণ্ডায়মান তাহাই বিজ্ঞানস্বভা অর্থাৎ অহম্ এই প্রকার আলয়বিজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়াদিজ্ঞ যে রূপাদির নিবিকল্পজ্ঞানপ্রবাহ তাহা বিজ্ঞানস্বভা । প্রিয় অপ্রিয় ও এই উভয়ভিন্ন বিষয়ের সহিত সঞ্চয়িত হইলে চিত্তের যে স্বপ্ন দ্রুত ও এতদ্রুতভিন্ন অবস্থা হয়, তাহা বেদনাস্বভা । সৰ্বিকল্পজ্ঞান অর্থাৎ নামের সহিত সঞ্চয়িত হইবার যোগ্য যে জ্ঞান তাহা সংজ্ঞাস্বভা ; যেমন ডিথ, কুণ্ডলযুক্ত, গৌরবর্ণ, ব্রাহ্মণ যাইতেছেন, এই প্রকার । রাগ ঘেষ প্রভৃতি ক্লেশ, গর্ব অভিমান প্রভৃতি উপক্লেশ, এবং ধর্ম ও অধর্ম এইগুলি সংস্কারস্বভা । সেই এইগুলির সমষ্টি পঞ্চস্বভা ।

ভাগতী ।

“তন্মিন্ উভয়হেতুকেহপি” ইতি । বাহ্যে পৃথিব্যাভ্যগ্নুহেতুকে ভূতভৌতিকসমুদায়ে রূপবিজ্ঞানাদিস্বভাহেতুকে চ সমুদায়ে আধ্যাত্মিকে অভিপ্রেয়মাণে তদপ্রাপ্তিঃ তন্ত সমুদায়ন্ত অব্যুততা । কৃতঃ “সমুদায়িনাম্ অচেতনত্বাৎ” । চেতনো হি কুলালাদিঃ সর্বং যুদ্ধগাদি

দ্বিতীয়পাদঃ—সমুদায়াধিকরণম্ । (৪)

৮৯

(সৰ্ব্বাস্থিহাব্যবিক্রমস্তথওনম্ ।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেইপি তদপ্রাপ্তিঃ । ১৮]

উপসংহৃত্য সমুদায়াত্মকং ঘটম্ আরচয়ন্ দৃষ্টে। ন হি অসতি মৃদগাদিব্যাপারিণি বিছুষি কুলালে স্বয়ম্ অচেতনা মৃদগাদয়ঃ ব্যাপ্তা জাতু ঘটম্ আরচয়ন্তি। ন চ অসতি কুবিন্দে তন্ত্বেবেমাদয়ঃ পটং বয়ন্তে। তস্মাৎ কার্যোৎপাদঃ তদনুগুণকারণসমবধানাধীনঃ তদভাবে ন ভবতি। কার্যোৎপাদানুগুণং চ কারণসমবধানং চেতনাপ্রেক্ষাধীনম্, অসত্যং চেতনাপ্রেক্ষায়াং ন ভবিতুম্ উৎসহতে, ইতি কার্যোৎপত্তিঃ চেতনাপ্রেক্ষাধীনত্বব্যাপ্তা ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধ্যা চেতনান-
ধিষ্ঠিতেভ্যঃ কারণেভ্যঃ ব্যাবর্ত্তমানা চেতনাধিষ্ঠিতেষু এব অবতিষ্ঠতে ইতি প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“বয়ন্তে” তত্ত্বং সংতত্বন্তি। অনুপলব্ধিকল্পকম্ অনুমানম্ আহ—“তস্মাৎ” ইতি। যঃ কার্যোৎপাদঃ স তদনুগুণকারণমেলনাধীনঃ ইতি একাং ব্যাপ্তিম্ উক্ত্বা, ‘ঐতিয়াম্’ আহ—“কার্যোৎপাদানুগুণং চে”তি। যা কার্যোৎপত্তিঃ সা চেতনাধিষ্ঠিতকারণেভ্যো ভবতি ইতি ব্যাপ্তা সা স্বাপকচেতনাধিষ্ঠিতত্বাবিরুদ্ধা অনধিষ্ঠিতেভ্যঃ পরাভিমতকারণেভ্যঃ ব্যাবর্ত্তমানা চেতনাধিষ্ঠিতকারণবশে সিদ্ধান্ত্যভিসংগে অবতিষ্ঠতে। অতঃ বা কার্যোৎপত্তিঃ সা চেতনাধিষ্ঠিতকারণেভ্যঃ ইতি ব্যাপ্তিসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। অত্র প্রয়োগঃ—বিমতং চেতনাধিষ্ঠিতম্ অচেতনত্বাৎ তন্ত্বৎ ইতি।

ভাস্তরী অনুবাদঃ।

তস্মিন্ উভয়হেতুকেইপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে—পৃথিব্যাতির পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয় যে, বাহ্যিক ভূতসমুদায় ও ভৌতিকসমুদায়, এবং রূপবিজ্ঞানাদিস্বক্ক হইতে উৎপন্ন হয় যে আধ্যাত্মিক সমুদায়, এই উভয়সমুদায়ই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তদপ্রাপ্তি অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সমুদায়ের অযুক্ততা হয় অর্থাৎ সম্ভাবনা নাই। ইহার হেতু কি? কারণ, সমুদায়ী সকল অর্থাৎ প্রত্যেকে অচেতন। যেহেতু কুন্তকারাদি চেতন জীব যুক্তিকা ও দণ্ডাদি সমস্ত কারণ উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়া যুক্তিকাসমষ্টিরূপ ঘট রচনা করে দেখা যায়। আর যুক্তিকা ও দণ্ডাদিকে ব্যাপারযুক্ত করে যে চেতন কুন্তকার, সে না থাকিলে অচেতন যুক্তিকা ও দণ্ডাদি স্বয়ং ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কখনও ঘট প্রস্তুত করে না। আর তন্ত্ববায় না থাকিলে তন্ত্ব ও বেদাপ্রভৃতি বস্ত্রবয়ন করে না। সেইজন্ম কার্যের যে উৎপত্তি, তাহা তাহার অনুকূল কারণ সমবধানাধীন অর্থাৎ কারণসমূহের মিলনবশতঃ হইয়া থাকে, তাহা না হইলে হয় না। আর কার্যোৎপাদানুগুণ অর্থাৎ কার্যোৎপত্তির অনুকূল যে কারণসমবধান অর্থাৎ কারণসমূহের মিলন, তাহা চেতনাপ্রেক্ষাধীন অর্থাৎ চেতনের জ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে, চেতনের জ্ঞান না থাকিলে তাহা হইতে পারে না, এইহেতু কার্যোৎপত্তি চেতনের জ্ঞানাধীনত্বের ব্যাপ্য হয়, আর তাহা ব্যাপকবিরুদ্ধের উপলব্ধিবশতঃ অর্থাৎ ব্যাপক—চেতনজ্ঞানা-
ধীনত্বের বিরুদ্ধ যে চেতনজ্ঞানের অনধীনত্ব, তাহার জ্ঞানবশতঃ, চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত (পর্যভিমত) কারণসমূহ হইতে ব্যাবর্ত্ত হইয়া অর্থাৎ নিবর্ত্ত হইয়া চেতনাধিষ্ঠিতত্বই অবস্থান করে, অর্থাৎ তাহার ব্যাপ্য হয়—এইরূপে প্রতিবন্ধ সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ কার্যোৎপত্তিতে চেতনাধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্তি স্থির হইল।

ভাস্তরী।

যদি উচ্যেত—অজ্ঞা চেতনাধীন। এব কার্যোৎপত্তিঃ, অস্তি তু চিত্তং চেতনং, তদ্বি ইন্দ্রিয়াদিবিশয়স্পর্শে সতি অভিজ্ঞলং তৎ কারণচক্রং যথা যথা কার্যায় পর্য্যাপ্তং, তথা তথা প্রকাশয়ৎ অচেতনানি কারণানি অধিষ্ঠায় কার্যাম্ অভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ইতি তত্রাহ—
“চিত্তাভিজ্ঞলনশ্চ চ সমুদায়সিদ্ধ্যাধীনত্বাৎ”। ন খলু বাহ্যভ্যন্তরসমুদায়সিদ্ধিম্ অন্তরেণ চিত্তাভি-
জ্ঞলনং, ততস্ত তাম্ ইচ্ছন্ দুরন্তরম্ ইতরেতরাশ্রয়ম্ আবিশেৎ ইতি। ন চ প্রাগ্ভবীয়া চিত্তাভিদীপ্তিঃ উত্তরসমুদায়ং ঘটয়তি, ঘটনসময়ে তস্যাঃ চিরাতীতত্বেন সামর্থ্যবিরহাৎ। অস্বদ্-
রাক্তাস্তবৎ অশ্বাস্ত “চেতনশ্চ ভোক্তাঃ প্রশাসিতু বা স্থিরশ্চ সজ্জাতকর্ত্তুঃ অনভ্যাপগমাৎ”। কারণবিজ্ঞাসভেদং হি বিদ্বান্ কর্ত্তা ভবতি। ন চ অশ্বয়ব্যতিরেকৌ অন্তরেণ তদ্বিজ্ঞাসভেদং বেদিতুম্ অর্হতি। ন চ স ক্ষণিকঃ অশ্বয়ব্যতিরেককালানবস্থায়ী জাতুম্ অশ্বয়ব্যতিরেকৌ উৎসহতে। অত উক্তং “স্থিরশ্চে”তি।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“চিরাতীতত্বেন” ইতি। স্থানবাসনায়াঃ স্বরা অনিষ্টত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

(সর্বাভিপ্রবাহিবোদ্ধমতৎপদম্ ।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেইপি তদপ্রাপ্তিঃ । ১৮]

ভামতীর অনুবাদ ।

যদি বল যে, চেতনবশতঃই কার্যোৎপত্তি হয়, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু এখানে ত চিত্তরূপ চেতনবস্তু আছে ; তাহাই ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে উজ্জ্বল অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত হইয়া সেই কারণসমূহ যে যে প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেই সেই প্রকারে তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া অচেতন কারণসকলকে অবলম্বন করিয়া কার্য্যকে সম্পাদন করে ? তাহা হইলে তাহার উত্তরে চিত্তাভিজ্ঞানেন চ সমুদায়সিদ্ধাধীনত্বাৎ এই গ্রন্থ বলিতেছেন । অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সমুদায়সিদ্ধি ব্যতীত চিত্তের অভিজ্ঞান হয় না, এবং তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিলে এমন ইতরেতরাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়িবে, যাহার উত্তর দেওয়া দুষ্কর হইবে । আর প্রাগুক্তবীয় অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের চিত্তাভিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান পরজন্মের সমুদায় ঘটাইয়া দেয় না ; কারণ, যে সময়ে সে ঘটাইয়া দিবে, অর্থাৎ সকলকে মিলিত করাইয়া দিবে, সে সময়ে তাহা বহুপূর্ব্ব নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার সামর্থ্য থাকে না । আর আমাদের সিদ্ধান্তের মত অল্প কোন চেতন ভোক্তা বা শাসনকর্ত্তারূপ স্থায়ী মিলনকর্ত্তাকে স্বীকার করা হয় না । যেহেতু কারণ-বিজ্ঞানভেদে অর্থাৎ কারণগুলিকে সাজাইবার ব্যবস্থাবিশেষ যিনি জানেন, তিনিই কর্ত্তা হইয়া থাকেন । আর অদ্বয়ব্যতিরেকব্যতীত কারণবিজ্ঞানভেদ কেহ জানিতে পারে না । আর কর্ত্তা ক্রণিক হইলে সেই ক্রণিক কর্ত্তা, অদ্বয় হইতে ব্যতিরেককাল পর্য্যন্ত না থাকিয়া অদ্বয়ব্যতিরেক জানিতে পারে না । এইজন্য স্থিরশ্চ এই পদটি বলা হইয়াছে ।

ভামতী ।

যদি উচ্যেত—অসমবহিতানি এব কারণানি কার্য্যং করিষ্যন্তি পরম্পরানপেক্ষানি, কৃতম্ অগ্র সমবধাপয়িত্বা চেতনেন ইত্যত আহ—“নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ” ইতি ।

যদি উচ্যেত—অস্তি আলয়বিজ্ঞানম্ অহঙ্কারম্পদং পূর্ব্বাপরানুসন্ধাতৃ, তদেব কারণানাং প্রতিসন্ধাতৃ ভবিষ্যতি ইতি, তত্রাহ—“আশয়স্তাপি” ইতি । তৎ খলু একং যদি স্থিরম্ আস্থীয়েত, ততঃ নামাস্তুরেণ আত্মা এব । অথ ক্রণিকং, তত উক্তদোষাপত্তিঃ । ন চ তৎসন্তানঃ, তস্মৈ অগ্রহে নামাস্তুরেণ আত্মা অভ্যুপগতঃ, অনগ্রহে চ বিজ্ঞানমেব, তচ্চ ক্রণিমেব ইতি উক্ত-দোষাপত্তিঃ । আশয়েরতে অগ্নিন্ কৰ্ম্মানুভববাসনা ইতি আশয় আলয়বিজ্ঞানং তস্মৈ । অপি চ প্রবৃত্তিঃ সমুদায়িনাং ব্যাপারঃ । ন চ ক্রণিকানাং ব্যাপারো যুজ্যতে । ব্যাপারো হি ব্যাপার-বদাশ্রয়ঃ তৎকারণকশ্চ লোকে প্রসিদ্ধঃ । তেন ব্যাপারবতা ব্যাপারাৎ পূর্ব্বং ব্যাপারসময়ে চ ভবিতব্যম্, অগ্রথা কারণত্বাশ্রয়হয়োঃ অযোগাৎ । ন চ সমসময়য়োঃ অস্তি কার্য্যাকারণভাবঃ । নাপি ভিন্নকালয়োঃ আধারাধেয়ভাবঃ । তথাচ ক্রণিকত্বহানিঃ ইত্যাহ—“ক্রণিকত্বাভ্যুপগমাক্ষ” ইতি । ১৮

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

ব্যাপারবদাশ্রয়ো ব্যাপারঃ ইত্যুক্তে তদাশ্রিতজ্ঞাতোঃ তদ্যাপারত্বং স্ত্রাৎ ইতি “তৎকারণকঃ” ইতি উক্তম্ । এতাবতি উক্তে কৃত্বোহপি কৃত্তকার্য্যব্যাপারঃ স্ত্রাৎ তন্নিবৃত্তয়ে ব্যাপারবদাশ্রয়ঃ ইতি । এবম্ উক্তেহপি বৃদ্ধাশ্রিতঃ যুজ্জ্বল ঘটঃ যুদ্যব্যাপারঃ স্ত্রাৎ তন্নিবৃত্তয়ে তৎকার্য্যং প্রতি হেতুঃ ইত্যপি ব্রষ্টব্যম্ । অস্ত এবং ব্যাপারলক্ষণং প্রস্তুতে কিং জাতম্ অত আহ—“ন চ সমসময়য়োঃ” ইতি । ব্যাপারব্যাপারিণোঃ এককালত্বং ভিন্নকালত্বং বা ? নাশ্র্যঃ, কারণত্বস্ত নিয়তপ্রাকৃৎসম্বন্ধরূপত্বাৎ । ন দ্বিতীয়ঃ, আধারাধেয়ভাবসম্বন্ধস্ত অজ্ঞাতরগ্নিন্ অসতি অপি অযোগাৎ ইত্যর্থঃ । অথ পদার্থঃ পূর্ব্বং বৃদ্ধা স্বভবব্যাপারসময়েহপি তদাশ্রয়ত্বেন অনুবর্ত্তেত তত্রাহ “তথাচে”তি । ১৮

ভামতীর অনুবাদ ।

যদি বলেন—কারণ সকল অসমবহিত অর্থাৎ মিলিত না হইয়াই—পরম্পরের অপেক্ষা না করিয়াই—কার্য্য করিবে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপনাদিগকে মিলিত করিবে—তাহা হইলে আর এইরূপ মিলনকর্ত্তা চেতনের কোন প্রয়োজন নাই, এইজন্য নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন ।

যদি বল, অহংকারের বিষয় পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানকর্ত্ত আলয়বিজ্ঞান আছে, তাহাই কারণসকলের প্রতিসন্ধাতৃ অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্ত হইবে ? তাহার উত্তরে আশয়স্তাপি ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । তাহা যদি একটি স্থায়িবস্তু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে নামাস্তরে তাহা আত্মাই হইল । আর যদি তাহা ক্রণিক বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে পূর্ব্ব যে দোষ দিয়াছি, তাহাই হইয়া যাইবে । আর আলয়বিজ্ঞানের সন্তান

(সৰ্বাতিব্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেম্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯ *

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

অর্থাৎ প্রবাহও কর্তা হইতে পারে না ; কারণ, তাহা যদি প্রত্যেক অপেক্ষা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে নামান্তরে আত্মাই স্বীকার করা হইল। আর তাহা যদি প্রত্যেক অপেক্ষা অভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা বিজ্ঞানই, এবং তাহা ত ক্ষণিক, অতএব পূর্বোক্ত দোষ হইয়া পড়িল। যাহাতে কর্ম ও অনুভবের বাসনা স্থপ্তভাবে থাকে, তাহা আশয় অর্থাৎ আলস্যবিজ্ঞান। আরও প্রবৃত্তি হইল—সমুদায়ীসকলের অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যাপার। কিন্তু ক্ষণিকপদার্থের ব্যাপার হইতে পারে না। কারণ, ব্যাপারবস্তুটি ব্যাপারীতে থাকে, এবং তাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়—ইহা লোকে প্রসিদ্ধ, সেইজন্ম যাহা ব্যাপারবিশিষ্ট, তাহা ব্যাপারের পূর্বে ও ব্যাপারের সময় থাকা উচিত। কারণ, তাহা না হইলে (ব্যাপারীর) কারণত্ব ও আশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় না। আর সমসময় অর্থাৎ তুল্যকালীন বস্তুদ্বয়ের কার্য্যকারণভাব হয় না। এবং ভিন্নকালীন বস্তুদ্বয়ের আধারাধেয়ভাবও হইতে পারে না। আর তাহা হইলে ক্ষণিকত্ব থাকিল না—ইহাই ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাত এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। ১৮

গাঙ্করভাষ্যম্ ।

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেম্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯

যত্বপি ভোক্তা প্রশাসিতা বা কশ্চিৎ চেতনঃ সংহৃষ্টা স্থিরঃ ন অভ্যুপেয়তে, তথাপি অবিজ্ঞাদীনাম্ ইতরেতরকারণত্বাৎ উপপত্তিতে লোকযাত্রা, তন্ত্ৰাং চ উপপত্তমানান্যায়ং ন কিঞ্চিৎ অপন্নম্ অপেক্ষিতব্যম্ অস্তি। তে চ অবিজ্ঞাদয়ঃ—অবিজ্ঞা সংস্কারো বিজ্ঞানং নাম রূপং বড়ায়তনং স্পর্শো বেদনা তৃষ্ণা উপাদানং ভবো জাতিঃ জরা মরণং শোকঃ পরিদেবনা দুঃখং দুর্মনস্তা ইত্যেবং জাতীয়কা ইতরেতরহেতুকাঃ সৌগতে সময়ে কচিৎ সংক্ষিপ্তা নির্দিষ্টাঃ কচিৎ প্রপঞ্চিতাঃ। সর্বেষামপি অয়ম্ অবিদ্যাদিকলাপঃ অপ্ৰত্য্যাখ্যেয়ঃ। তদেবম্ অবিদ্যাদিকলাপে পরস্পরনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন ঘটীযন্তবৎ অনিশম্ আবর্তমানে অর্থাৎক্ষিপ্ত উপপন্নঃ সজ্জাত ইতি চেৎ, তন্ময়ঃ কস্মাৎ ? উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ। ভবেৎ উপপন্নঃ সজ্জাতঃ যদি সজ্জাতস্তু কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ অবগম্যেত, ন তু অবগম্যতে ; যতঃ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বত্বেপি অবিদ্যাদীনাং পূর্বপূর্বম্ উত্তরোত্তরস্তু উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তং ভবৎ ভবেৎ, ন তু সজ্জাতোৎপত্তেঃ কিঞ্চিৎ নিমিত্তং সম্ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ স্বল্পসকল ও অগুসকল অত্র কোন চেতনের অপেক্ষা না করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ার সজ্জাত হইতে পারে, ইহা যদি বল, তাহা হইলে বলিব ন অর্থাৎ না—ইহা বলিতে পার না ; কারণ, উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ অবিজ্ঞাদি পদার্থসকল কেবল উৎপত্তির প্রতিই হেতু হয়, কিন্তু তাহাদের সজ্জাত অর্থাৎ মিলনের প্রতি কোন কারণ নাই।

ভাষ্যার্থ—যদিও ভোক্তা অর্থাৎ জীব অথবা প্রশাসিতা অর্থাৎ ঈশ্বর—এইরূপ কোন স্থির চেতনকে সজ্জাতকর্তা বলিয়া তাহার স্বীকার করে না, তাহা হইলেও অবিজ্ঞাদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ায় লোকযাত্রা অর্থাৎ লৌকিকবাবহার উপপন্ন হয়, আর তাহা উপপন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে অত্র কিছু অপেক্ষা করিবার থাকে না। আর সেই অবিজ্ঞাদি ৭ যথা—অবিজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাগ, রূপ, বড়ায়তন, স্পর্শ,

* পূর্বগ্রন্থে অধিকরণ আরম্ভ হওয়ার এবং এই গ্রন্থে “ইতি চেৎ ন” থাকায় এবং প্রথমাস্তপদ না থাকায় ইহা পূর্ব অধিকরণের অন্ত গ্রন্থই হইল।

+ এখানে সংক্ষেপ ও বিস্তারের কথা হইতে বুঝা যায়—ভগবান্ ভাষ্যকার বিভিন্ন বৌদ্ধমতবাদের গ্রন্থাদির বিষয় বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়াছিলেন। আজকাল ষাঁহার বৌদ্ধমতবাদ সম্বন্ধে ভগবান্ ভাষ্যকারের অল্পজ্ঞতা কল্পনা করেন, তাহারাই এই স্থলটির প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন। এখানে বহুবছুর অভিধর্ম্মকোষ গ্রন্থে অবিজ্ঞাদি দ্বাদশটি বলা হয়, যথা—“স ত্রীত্যাসমুৎপাদো দ্বাদশাঙ্গঃ ত্রিকাণ্ডকঃ” (অভিধর্ম্মকোষ ৩২০) তন্মতে জরামরণ পর্য্যন্তই গ্রহণ করা হয়। পাণিগ্রন্থে ইহাকে দ্বাদশাঙ্গ নিদান বলা হয়। বহুবছুর অভিধর্ম্মকোষের প্রতিবাদস্বরূপ সংঘভঙ্গের কোষগ্রন্থে ইহা ১৭টি কি ১৬টি কি ১২টি কি অঙ্গরূপ তাহা অনুসন্ধান। এই গ্রন্থ শুনা বাইতেছে, ইউরোপে মুদ্রিত হইতেছে। ভাষ্যকার এ জাতীয় বহু গ্রন্থ না দেখিলে আর ওরূপ কথা বলিতে পারিতেন না।

(সৰ্বশাস্তিৰবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়স্বাদিত্তি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তস্বাৎ । ১৯]

ভাষ্যম্বাদ ।

বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দুর্মনস্তা অর্থাৎ মনঃপীড়া (১৮) ইত্যাদি ; এই জাতীয় পদার্থগুলি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হয় । এই পদার্থগুলি বৌদ্ধমতে কোন গ্রন্থে সংক্ষেপে লিখিত আছে, এবং কোন গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে । কিন্তু সকল সম্প্রদায়েরই এই অবিজ্ঞাদি পদার্থসকল অপ্রত্যাখ্যেয়, অর্থাৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় । অতএব এইরূপে অবিজ্ঞাদি সকল পরস্পর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে প্রাপ্ত হইয়া ঘটীষজ্ঞের মত সর্বদা আবর্তিত হইতে থাকায় সজ্জাত অর্থাৎ মিলন উপপন্ন হইতে পারে—ইহা যদি বল, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, তাহার কেবল উৎপত্তির প্রতিই হেতু হয় । তবেই সজ্জাত উপপন্ন হইতে পারিত, যদি সজ্জাতের কোন নিমিত্ত দেখা যাইত, কিন্তু তাহা ত দেখা যায় না ; যেহেতু অবিজ্ঞাদির ইতরেতরপ্রত্যয়স্ব হইলেও অর্থাৎ অবিজ্ঞাদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হইলেও পূর্ব-পূর্বটি পর-পরবর্তীর কেবল উৎপত্তির প্রতি নিমিত্ত হইলেও হইতে পারে । কিন্তু সজ্জাত উৎপত্তির কোন নিমিত্তের সম্ভাবনা নাই ।

ভাষ্যম্বাদ ।

“যতপি” ইতি । অয়মর্থঃ—সংক্ষেপতো হি প্রতীত্যসমুৎপাদলক্ষণম্ উক্তং বুদ্ধেন—*

“ইদং প্রত্যয়ফলম্” ইতি । “উৎপাদাৎ বা তথাগতানাম্ অনুৎপাদাৎ বা স্থিতৈষা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা । ধর্ম্মস্থিতিত্বা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা” ইতি ।

“অথ পুনঃ অয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদঃ দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি—হেতুপনিবন্ধতশ্চ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ । স পুনর্দ্বিবিধঃ—বাহু আধ্যাখিকশ্চ ।”

“তত্র বাহুশ্চ প্রতীত্যসমুৎপাদশ্চ হেতুপনিবন্ধঃ—যৎ ইদং বীজাৎ অঙ্কুরঃ, অঙ্কুরাৎ পত্রাং, পত্রাৎ কাণ্ডঃ, কাণ্ডাৎ নালাঃ, নালাৎ গর্ভঃ, গর্ভাৎ শুকঃ, শুকাৎ পুষ্পাং, পুষ্পাৎ ফলম্ ইতি ; অসতি বীজে অঙ্কুরো ন ভবতি, যাবৎ অসতি পুষ্পে ফলং ন ভবতি ; সতি তু বীজে অঙ্কুরো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি ফলম্ ইতি । তত্র বীজশ্চ নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহং অঙ্কুরং নির্বর্তয়ামি ইতি, অঙ্কুরস্তাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহং বীজেন নির্বর্তিত ইতি, এবং যাবৎ পুষ্পশ্চ নৈবং ভবতি অহং ফলং নির্বর্তয়ামি ইতি, এবং ফলস্তাপি নৈবং ভবতি অহং পুষ্পেন অভিনির্বর্তিতম্ ইতি । তস্মাৎ অসতি অপি চৈতন্তে বীজাদীনাম্, অসতি অপি চ অস্থশ্চিন্ অধিষ্ঠাতরি কার্য্যকারণভাবনিয়মো দৃশ্যতে । উক্তঃ হেতুপনিবন্ধঃ ।”

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধস্ত সংগ্রাহকঃ বুদ্ধহৃদয়ম্ উদাহরতি—“ইদম্” ইতি । হেতুম্ অস্ত্যং প্রতি অয়তে গচ্ছতি ইতি ইতরসহকারিত্তিঃ মিলিতো হেতুঃ প্রত্যয়ঃ । ইদং কার্য্যং প্রত্যয়স্ত কারণসমুদায়মাত্রস্ত কলং, ন চেতনশ্চ কল্পচিং ইত্যর্থঃ । হেতুপনিবন্ধস্ত সংগ্রাহকঃ বুদ্ধহৃদয়ম্ উদাহরতি—“উৎপাদাৎ বা” ইতি । তথাগতানাম্ বুদ্ধানাং মতে ধর্ম্মাণাং কার্য্যাণাং কারণানাং চ বা ধর্ম্মতা কার্য্যকারণভাবলক্ষণা এবা উৎপাদাৎ অনুৎপাদাৎ বা স্থিতা । যন্তে ইতি ধর্ম্মঃ কারণং, ত্রিযন্তে ইতি ধর্ম্মঃ কার্য্যম্ । যস্মিন্ সতি যৎ উৎপাদ্যতে, অসতি চ ন উৎপাদ্যতে তৎ তন্ত কারণং কার্য্যং চ, ন চেতনঃ কচিং কার্য্যসিদ্ধয়ে অপেক্ষিতব্যঃ ইত্যর্থঃ । স্থিতধর্ম্মতা ইত্যোক্তং স্বয়মেব হৃদয়কৃতং বিজ্ঞতে—“ধর্ম্মস্থিতিত্বা” ইতি । কার্য্যতাম্ আহ—“কার্য্যত্ব হি” ধর্ম্মস্ত কারণাৎ অনতিপ্রসঙ্গেন কালবিশেষে স্থিতিঃ ভবতি ইতি স্বাধিকঃ তল্লগত্যম্ । “ধর্ম্মনিয়ামকতা” ইতি । কারণতামাহ ধর্ম্মস্ত কারণস্ত কার্য্যং প্রতি নিয়ামকতা ইত্যর্থঃ । নমু এবাধিধমেব কার্য্য-কারণত্বং ন চেতনাৎ যন্তে সিধ্যতি, তত্রাহ—“প্রতীত্যো”তি । কারণে সতি তৎপ্রতীতী প্রাপ্য সমুৎপাদে অনুলোমতা অনুসারিত্বা বা সা এব ধর্ম্মতা, সা চ উৎপাদাৎ অনুৎপাদাদ্ বা ধর্ম্মাণাং স্থিতা, ন চেতনঃ কল্পচিং উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ ।

হৃদয়ম্বাঃ ব্যাচষ্টে—“অথ পুনরয়মি”তি । হেতোঃ একস্ত কার্য্যোপ উপনিবন্ধঃ তথোক্তঃ । প্রত্যয়ানাং মিলিতানাং নানাকারণানাং কার্য্যোপ উপনিবন্ধঃ তথা অভিহিতঃ ।

হেতুপনিবন্ধে উদাহরণম্ উক্তম্ । তত্রৈব উৎপাদাৎ বা ইতি হৃদয়ং যোজয়তি—“অসতি বীজে” ইত্যাদিনা । যাবৎ পুষ্পকলোদাহরণং তাবৎ অসতি পুষ্পে ফলং ন ভবতি ইত্যাদি ব্যতিরেকে ত্রষ্টব্যঃ ইত্যাহ—“যাবৎ অসতি” ইতি । চৈতন্ত্যঃ বীজাদীনাম্ বা অভ্যুপগমাতে কিংবা তদতিরিক্তস্ত কল্পচিং ভোক্তাঃ প্রশাসিতুর্বা ? নাশ্চ ইত্যাহ—“তত্র বীজশ্চ” ইত্যাদিনা । “যাবৎপুষ্পশ্চ”তি । পুষ্পপযান্ত ইত্যর্থঃ । ফলেহপি যাবচ্ছকো যোজ্যঃ । “ন দ্বিতীয়ঃ” ইত্যাহ—“অসতি অপিচ অস্থশ্চিন্” ইতি । অঙ্কুরাদ্ব্যাপত্তৌ চেতনব্যাপারানুপলক্ষ্য ইত্যর্থঃ । ন চ সোহনুমেরঃ তদন্তহেতৌ সতি কার্য্যানুৎপাদাদর্শনাৎ ইতি ।

* “ইদং প্রত্যয়ফলম্” হইতে পর পৃষ্ঠার “আক্ষিপ্তঃ সংঘাতঃ ইতি” পর্য্যন্ত শালিস্তম্বহৃদয়ের পাঠ বলিয়াই মনে হয় । পরপৃষ্ঠার টিপ্সনী ত্রষ্টব্য ।

(সৰ্বাণ্ডিভবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেম্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

যদ্যপি ইত্যাদি । ইহার অর্থ এই—“প্রতীত্যসমুৎপাদের” লক্ষণ বুদ্ধদেব ইদং প্রত্যয়ফলম্ ইত্যাদি বাক্যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন । প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ—কারণসকল পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া উৎপত্তি অর্থাৎ কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি । ইদং প্রত্যয়ফলম্ অর্থ—ইদং অর্থ—ইহা, অর্থাৎ কার্য, প্রত্যয়-ফলম্ অর্থ—প্রত্যয়ের অর্থাৎ কারণসমুদায়মাত্রের ফল । (অর্থাৎ কারণ সকল হইতেই কার্য উৎপন্ন হয়, কোন চেতনের অপেক্ষা করে না ।) বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন—তথাগতগণের মতে অর্থাৎ বুদ্ধগণের মতে, ধর্মসকলের অর্থাৎ কার্য ও কারণসকলের এই যে ধর্মতা অর্থাৎ কার্যাকারণভাব, তাহা উৎপাদ এবং অনুৎপাদ হইতেই স্থিত হয় । অর্থাৎ ধর্মশব্দের অর্থ কার্য ও কারণ উভয়ই হয় । উৎপাদ অর্থ—অন্য, অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য থাকা, এবং অনুৎপাদ অর্থ—বাতিরেক, অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য না থাকা । এই অদ্বয়ব্যাতিরেক হইতেই কার্যাকারণভাব নিরূপিত হইয়া থাকে । সেই কার্যরূপ ধর্মের যে স্থিতিতা অর্থাৎ কারণের অধীন হইয়া কালবিশেষে স্থিতি, তাহাই কার্যতা, এবং কারণরূপ ধর্মের কার্যের প্রতি যে নিয়ামকতা অর্থাৎ কারণের অধীনে কার্যের ব্যবস্থা করা, তাহাই কারণতা । এই প্রতীত্যসমুৎপাদে অর্থাৎ কারণসকলের মিলনবশতঃ কার্যোৎপত্তিবিষয়ে অনুলোমতা অর্থাৎ কারণের অনুসরণ করাই কার্যের স্বভাব । অতএব কার্যোৎপত্তিতে চেতনের কোন আবশ্যকতা নাই ।

আর এই প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি দুইটি কারণবশতঃ হইয়া থাকে—**হেতুপনিবন্ধতঃ** অর্থাৎ এক একটি কারণসম্বন্ধবশতঃ, এবং **প্রত্যয়োপনিবন্ধতঃ** অর্থাৎ কারণসমূহের সম্বন্ধবশতঃ । পুনর্বার তাহা দুই প্রকার—বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিক ।

তাহার মধ্যে বাহ্যিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতুপনিবন্ধ—এই যে—বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতে পত্র হয়, পত্র হইতে কাণ্ড অর্থাৎ বোটা হয়, কাণ্ড হইতে নাল অর্থাৎ ডাটা হয়, নাল হইতে গর্ভ অর্থাৎ কুঁড়ির সূক্ষ্ম অবস্থা হয়, গর্ভ হইতে শুক অর্থাৎ কুঁড়ি হয়, শুক হইতে পুষ্প হয়, এবং পুষ্প হইতে ফল হয় । বীজ না থাকিলে অঙ্কুর হয় না, বীজ হইতে পুষ্প পর্যন্ত পদার্থগুলি না থাকিলে ফল হয় না, কিন্তু বীজ থাকিলে অঙ্কুর হয়, এবং বীজ হইতে পুষ্প পর্যন্ত পদার্থগুলি থাকিলে ফল হয় । এস্থলে বীজের এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি অঙ্কুরকে উৎপন্ন করিতেছি ; অঙ্কুরেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ; এবং পুষ্পপর্যন্ত পদার্থগুলির এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি ফলকে উৎপন্ন করিতেছি, এইরূপ ফলেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছি । অতএব বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও এবং অত্র কেহ অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ এই সকলের নিয়ামক কোন কর্তা না থাকিলেও কার্যাকারণভাবের নিয়ম দেখা যায় । ইহা হেতুপনিবন্ধ বলা হইল ।

ভাস্তী ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্যসমুৎপাদস্ত উচ্যতে । প্রত্যয়ঃ হেতুনাং সমবায়ঃ । হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেতুস্তরাণি ইতি, তেষাম্ অয়মানানাং ভাবঃ প্রত্যয়ঃ, সমবায়ঃ ইতি যাবৎ । যথা ষষ্ঠাং ধাতুনাং সমবয়াৎ বীজহেতুঃ অঙ্কুরো জায়তে । তত্র চ পৃথিবীধাতুঃ বীজস্ত সংগ্রহকৃত্যং करोति, যতঃ অঙ্কুরঃ কঠিনো ভবতি । অন্ধাতুঃ বীজং স্নেহয়তি, তেজোধাতুঃ বীজং পরিপাচয়তি, বায়ুধাতুঃ বীজম্ অভির্নিহরতি, যতঃ অঙ্কুরঃ বীজাৎ নির্গচ্ছতি, আকাশধাতুঃ বীজস্ত অনাবরণকৃত্যং करोति, ঋতুঃ অপি বীজস্ত পরিণামং करोति । তৎ এতেষাম্ অবিকলানাং ধাতুনাং সমবয়ে বীজে রোহতি অঙ্কুরো জায়তে, নাথত্বা । তত্র পৃথিবীধাতোঃ নৈবং ভবতি অহং বীজস্ত সংগ্রহকৃত্যং करोमि ইতি । যাবৎ ঋতুঃ নৈবং ভবতি অহং বীজস্ত পরিণামং करोमি ইতি । অঙ্কুরস্তাপি নৈবং ভবতি অহম্ এভিঃ প্রত্যয়েঃ নির্বর্তিতঃ ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ ইত্যত্র প্রত্যয়শব্দঃ ইণঃ ধাতোঃ ভাবার্থীয়াচ্ প্রত্যয়ান্তস্ত রূপম্ । তথাচ সমুদিতত্ববাচী ইত্যাহ—“অয়মানানাম্” ইতি ।

ভাস্তীর অনুবাদ ।

এখন প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রত্যয়োপনিবন্ধ বলিতেছি । প্রত্যয়শব্দের অর্থ—হেতুসকলের পরস্পর মিলন বা সম্বন্ধ । এক একটি হেতুর প্রতি অত্র হেতুসকল গমন করে বলিয়া সেই অয়মান অর্থাৎ গতিশীল

(সৰ্বাতিথিবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়স্বাদিতি চেম্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

হেতুসকলের ভাব অর্থাৎ স্বরূপকে প্রত্যয় বলে । ইহার কলিতার্থ সমবায়, অর্থাৎ হেতুসকলের মিলনের নাম প্রত্যয় । যেমন ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ মিলনবশতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে । তাহার মধ্যে পৃথিবীধাতু বীজের সংগ্রহরূপ অর্থাৎ সঞ্চলনরূপ কার্য্য করে, যেজন্ত অঙ্কুর কঠিন হয় । জলধাতু বীজকে স্নিগ্ধ করে, তেজঃ ধাতু বীজকে পরিপাক করে, বায়ুধাতু বীজকে অভিনির্ভর্য্যণ করে অর্থাৎ সঞ্চালিত করে, যেজন্ত বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হয়, আকাশ ধাতু বীজের অনাবরণ অর্থাৎ অবকাশরূপ কার্য্য করিয়া দেয়, ঋতুও বীজের পরিণাম করিয়া দেয় । অতএব অবিকৃত এই সকল ধাতুর মিলন হইলে এবং বীজ বপন করিলে অঙ্কুর জন্মে, ইহা না হইলে হয় না । ইহাদের মধ্যে পৃথিবী ধাতুর এরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি বীজের সংগ্রহকার্য্য করিতেছি । ঋতুপদার্থ পদার্থগুলির এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি বীজের পরিণাম করিতেছি । অঙ্কুরেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি এই সকল কারণসমুদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ।

ভাস্তী ।

তথা আধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতুপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ ।

তত্র অস্ত্র হেতুপনিবন্ধঃ—যৎ ইদম্ অবিজ্ঞাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ যাবৎ জ্ঞাপ্রত্যয়ঃ জরামরণাদি ইতি । অবিজ্ঞা চেৎ ন অভবিষ্যৎ নৈব সংস্কারা অজনিম্ভস্ত । এবং যাবৎ জ্ঞাপ্রত্যয়ঃ ন অভবিষ্যৎ নৈব জরামরণাদয় উদপৎস্ত । তত্র অবিজ্ঞায়া নৈবং ভবতি অহং সংস্কারান্ অভিনির্ভর্য্যামি ইতি । সংস্কারাণাম্ অপি নৈবং ভবতি বয়ম্ অবিদ্যায়া নির্ভর্য্যিতা ইতি । এবং যাবজ্জাত্যা অপি নৈবং ভবতি অহং জরামরণাদি অভিনির্ভর্য্যামি ইতি । জরামরণাদীনাম্ অপি নৈবং ভবতি বয়ম্ জাত্যাতিভিঃ নির্ভর্য্যিতা ইতি । অথচ সংস্কৃ অবিজ্ঞাদিষু স্বয়ম্ অচেতনেষু চেতনাস্তরানধিষ্ঠিতেষু অপি সংস্কারাদীনাম্ উৎপত্তিঃ, বীজাদিষু ইব সংস্কৃ অচেতনেষু চেতনাস্তরানধিষ্ঠিতেষু অপি অঙ্কুরাদীনাম্ । ইদং প্রতীত্য প্রাপ্য ইদম্ উৎপত্ততে ইত্যেতাবম্মাত্রস্ত দৃষ্টত্বাৎ চেতনাধিষ্ঠানস্ত অনুপলক্ষেঃ । সোহয়ম্ আধ্যাত্মিকস্ত প্রতীত্য-সমুৎপাদস্ত হেতুপনিবন্ধঃ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“তত্র অস্ত্র হেতুপনিবন্ধঃ” । উচ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ । উদাহরণম্ আহ—“যৎ ইদম্” ইতি । অবিজ্ঞারূপাঃ প্রত্যয়াঃ জ্ঞানঃ ইত্যর্থঃ । তথা সংস্কারাশ্চ উত্তরত্র বাধ্যাত্ম্যমানা এতৎ আরভ্য যাবজ্জ্ঞাপ্রত্যয়ঃ জ্ঞাতীরূপঃ কারণঃ যাবচ্চ জরামরণাদি তৎসকলম্ আধ্যাত্মিকস্ত প্রতীত্যসমুৎপাদস্য হেতুপনিবন্ধে উদাহরণম্ ইত্যর্থঃ ।

ভাস্তীর অনুবাদ ।

সেইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক প্রতীত্যসমুৎপাদও দুইটি কারণ হইতে হয়,—হেতুপনিবন্ধতঃ অর্থাৎ একএকটি কারণ হইতে, এবং প্রত্যয়োপনিবন্ধতঃ—অর্থাৎ কারণসমুদায় হইতে ।

তাহার মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতুপনিবন্ধ বলিতেছি । এই যে অবিজ্ঞাপ্রত্যয় অর্থাৎ অবিজ্ঞারূপ কারণ হইতে উৎপন্ন যে সংস্কার তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞাপ্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞাতীরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন জরামরণাদিপৰ্য্যন্ত এই সমস্তই আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতুপনিবন্ধের উদাহরণ । যদি অবিজ্ঞা না থাকিত, তাহা হইলে সংস্কার জন্মিত না, এইরূপ জ্ঞাপ্রত্যয় যদি না থাকিত, তাহা হইলে জরামরণাদি উৎপন্ন হইত না । অতএব অবিজ্ঞার এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি সংস্কারসকলকে উৎপাদন করিতেছি, সংস্কারসমূহেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমরা অবিজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি । এইরূপ জ্ঞাপ্রত্যয় পদার্থগুলিরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি জরামরণাদি উৎপাদন করিতেছি । জরামরণাদিরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমরা জাত্যাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি । কিন্তু স্বয়ং অচেতন অবিজ্ঞাদি থাকিলে এবং তাহার অস্ত্র কোন চেতনকর্তৃক প্রেরিত না হইলেও তাহা হইতে সংস্কারাদির উৎপত্তি হয়, যেমন স্বয়ং অচেতন বীজাদি থাকিলে এবং তাহার কোন চেতনকর্তৃক প্রেরিত না হইলেও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয় । ইহাকে (কারণকে) প্রতীত্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া ইহা (কার্য্য) উৎপন্ন হয়, কেবল এই পর্য্যন্তই দেখা যায় বলিয়া কোন চেতনরূপ অধিষ্ঠানের উপলব্ধি হয় না । ইহাই সেই আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতুপনিবন্ধ ।

(সৰ্বাস্থিতিবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেত্তরপ্রত্যয়বাদিতি চেত্তোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯]

“অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ—পৃথিব্যাপ্তজোবায়ুাকাশবিজ্ঞানধাতুনাং সমবায়াৎ ভবতি কায়ঃ । তত্র কায়স্ত পৃথিবীধাতুঃ কাঠিষ্ঠাৎ নির্বর্তয়তি । অক্লাতুঃ স্নেহয়তি কায়ম্ । তেজোধাতুঃ কায়স্ত অন্তঃস্থভাবং করোতি । বায়ুধাতুঃ কায়স্ত শ্বাসাদি করোতি । আকাশধাতুঃ কায়স্ত অন্তঃস্থভাবং করোতি । বস্তু নামরূপাক্কুরম্ অভিনির্বর্তয়তি পঞ্চবিজ্ঞানকায়সংযুক্তং * সাশ্রবং চ মনোবিজ্ঞানং, সোহয়ম্ উচ্যতে বিজ্ঞানধাতুঃ । যদাহি আধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাदि-ধাতবঃ ভবন্তি অবিকলাঃ, তদা সৰ্বেষাং সমবায়াৎ ভবতি কায়স্ত উৎপত্তিঃ । তত্র পৃথিব্যাदि-ধাতুনাং নৈবং ভবতি, বয়ং কায়স্ত কাঠিষ্ঠাদি নির্বর্তয়াম ইতি । কায়স্তাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহং এতিঃ প্রত্যয়েঃ অভিনির্বর্তিত ইতি । অথচ পৃথিব্যাदिধাতুভ্যাঃ অচেতনভ্যাঃ চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেভ্যাঃ অক্কুরস্ত ইব কায়স্ত উৎপত্তিঃ । সোহয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদঃ দৃষ্টত্বাৎ ন অন্ত্যথ্যিতব্যঃ ।”

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

বিজ্ঞানধাতুঃ ব্যাচটে—“বস্তু” ইতি । দেবদত্তাদিনামঃ শৌক্যাদিরূপস্য চ আশ্রয়ঃ শরীরং নামরূপং তস্য চ হৃদ্রাবস্থা কললবৃদ্ধাদিকা অত্র নামরূপম্, স এব অক্কুরঃ তৎ শব্দাদিবিষয়ে পঞ্চভিঃ বিজ্ঞানৈঃ কাঠিষ্ঠাৎ সংযুক্তং যঃ অভিনির্বর্তয়তি । আশ্রয়তি অহুগচ্ছতি কৰ্ত্তারম্ ইতি আশ্রবঃ কৰ্ম, তৎসহিতং সমনস্তরপ্রত্যয়রূপমনোবিজ্ঞানং যঃ অভিনির্বর্তয়তি স বিজ্ঞানধাতুঃ ইতি উচ্যতে, তচ্চ আলম্ব্যবিজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

তাহার পর প্রত্যয়োপনিবন্ধ বলা হইতেছে । যথা—পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ ও বিজ্ঞানধাতুর মিলনবশতঃ শরীর উৎপন্ন হয় । তাহার মধ্যে পৃথিবী ধাতু শরীরকে কঠিন করিয়া দেয়, জলধাতু শরীরকে ন্মিক করে, তেজোধাতু শরীরের খাণ্ড দ্রব্যকে পরিপাক করে । বায়ুধাতু শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া দেয় । আকাশধাতু শরীরের সুবিরভাব অর্থাৎ ছিদ্র করিয়া দেয় । আর যে ধাতু নাম ও রূপের অক্কুর অর্থাৎ শরীরের কলল বৃদ্ধবাদি সূক্ষ্ম অবস্থাকে এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়সংযুক্ত সাশ্রব অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিমলের সহিত মনোবিজ্ঞানকে উৎপন্ন করে, তাহাকে বিজ্ঞানধাতু অর্থাৎ মন বলে । যখন আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক পৃথিব্যাदि ধাতুসকল অবিকল অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়, তখন তাহাদের সকলের মিলনবশতঃ শরীরের উৎপত্তি হয় । এস্থলে পৃথিব্যাदिধাতুর একরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমরা শরীরের কাঠিষ্ঠকে সম্পাদন করিতেছি, শরীরেরও একরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি এই সকল কারণ কর্তৃক উৎপাদিত হইলাম । কিন্তু অত্ৰ কোন চেতনকর্তৃক প্রেরিত না হইয়া অচেতন পৃথিব্যাদি ধাতু হইতে অক্কুরের মত শরীরের উৎপত্তি হয় । ইহাই সেই প্রতীত্যসমুৎপাদ এইরূপ দেখা যায় বলিয়া ইহাকে অত্ৰথা করা যাইবে না ।

ভামতী ।

তত্র এতেষু এব ষট্ ধাতুযু যা একসংজ্ঞা, পিণ্ডসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা, সত্ত্বসংজ্ঞা, পুদ্গলসংজ্ঞা, মনুষ্যসংজ্ঞা, মাতৃহিতৃসংজ্ঞা, অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা, সেয়ম্ অবিজ্ঞা সংসারানর্থ-সম্ভারস্ত মূলকারণং, তস্মাম্ অবিজ্ঞায়াং সত্য্যং “সংস্কারাঃ” রাগদ্বেষমোহা বিষয়েষু প্রবর্তন্তে । বস্তুবিষয়া বিজ্ঞাপ্তিঃ “বিজ্ঞানঃ”, বিজ্ঞানাং চত্বারোহরূপিণঃ উপাদানস্ফট্কাঃ তৎ নাম, তানি উপাদায় রূপম্ অভিনির্বর্ততে, তৎ ঐকধ্যম্ অভিসংক্ষিপ্য “নামরূপং” নিরুচ্যতে—শরীরস্ত এব কলল-বৃদ্ধাদিবস্থা । নামরূপসংমিশ্রিতানি ইন্দ্রিয়াণি “ষড়ায়তনং”, নামরূপেন্দ্রিয়াণাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ “স্পর্শঃ”, স্পর্শাৎ “বেদনা” সুখাদিকা, বেদানায়াং সত্য্যং কর্তব্যম্ এতৎ সুখং পুনর্ময়া ইত্যধাবসানং “তৃষ্ণা” ভবতি, তত উপাদানং বাক্কায়চেষ্টা ভবতি । ততো “ভবঃ” ভবতি অস্মাৎ জন্ম ইতি ভবঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তদ্বৈতুকঃ স্কন্ধপ্রাদুর্ভাবো “জাতিঃ” জন্ম । জন্মহেতুকা উত্তরে জরামরণাদয়ঃ । জাতানাং স্কন্ধানাং পরিপাকো “জরা”, স্কন্ধানাং নাশো “মরণম্” । ত্রিয়মাণস্ত মৃত্যু সাতিষজস্ত পুত্রকলত্রাদৌ অন্তর্দাহঃ “শোকঃ” । তত্ৰাং প্রলপনং হা মাতঃ ! হা তাত ! হা

* এষণার্থঃ শালিত্ববদ্বয়ে দৃষ্টতে, কল্পতরুসম্বন্ধে পার্থঃ বিজ্ঞানকাঠ্যসংযুক্তমিতি ।

(সৰ্ব্বান্তিহ্বাদিবোদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯]

।

চ মে পুত্রকলত্রাদি ইতি “পরিদেবনা”, পঞ্চবিজ্ঞানকায়সংযুক্তম্ * অসাধ্বনুভবনং “হুংখম্” । মানসং চ হুংখং “দৌর্শ্মনশ্চম্” । এবং জাতীয়কাস্চ উপায়াসা † উপক্ৰেণা গৃহ্যন্তে । তে অমী পরম্পরহেতুকা জন্মাদিহেতুকা অবিজ্ঞাদয়ঃ অবিজ্ঞাদিহেতুকাশ্চ জন্মাদয়ঃ ঘটীযন্তবৎ অনিশম্ আবর্তমানাঃ সন্তি ইতি তদেতৈঃ অবিজ্ঞাদিভিঃ আক্ষিপ্তঃ সম্ভবাত ইতি ‡ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

দেহাকারপরিণতেষু ধাতুযু শিরঃপাণ্যাদিমন্ডেন পিণ্ডসংজ্ঞা, অতএব একসংজ্ঞা ঐক্যকশ্মিন্ ধাতৌ নিত্যসংজ্ঞা সম্বৎসংজ্ঞা প্রাণিসংজ্ঞা পূর্বাতে গলতি ইতি পুণ্ডগলসংজ্ঞা বুদ্ধিহ্রাসসংজ্ঞা ইত্যর্থঃ । “বস্তুবিষয়ে”তি । ন আলয়ত্বাদিবিষেযঃ অপেক্ষ্যঃ অপিতু সামাংগ্যেন বস্তুবিষয়া ইত্যর্থঃ । নামরূপং ব্যাচষ্টে—“বিজ্ঞানং” ইতি । বিজ্ঞানং হেতোঃ অভিনির্বর্ততে ইতি সম্বন্ধঃ । চক্ষুরঃ পৃথিব্যাদয়ঃ যে উপাদান-কারণস্বৰূপপ্রভেদাঃ তৎ নাম ইতি উচ্যতে । বিধেয়পেক্ষয়া একবচনং নামাশ্রয়ত্বাচ্চ নামত্বম্ । তানি চ উপাদানানি উপাদায় কারণত্বেন স্বীকৃত্য রূপং সিদ্ধান্তিরূপবৎ শরীরম্ অভিনির্বর্ততে নিপত্ততে ইত্যর্থঃ । নহু নামরূপয়োঃ দ্বিত্বাৎ কথম্ একবচনম্ অত আহ “তৎ ঐক্যম্” ইতি । একথা ইত্যর্থঃ । “একাক্ষোধ্যম্ একম্ব্যতরস্যাম্” ইতি এক শব্দাৎ পরমা ধা-প্রত্যয়ন্ত ধামু্যকাদেশে রূপম্ ঐক্যম্ ইতি । কাষাকারণে একীকৃত্য ঐক্যানির্দেশঃ ইত্যর্থঃ । জ্ঞাতেঃ উপরি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ইহ গর্তভাস্তরে দেহাভিধানম্ ইত্যাহ—“শরীরসৌব” ইতি । যড়ায়তনং ব্যাচষ্টে—“নামরূপসংশ্লিষ্টানি” ইতি । ষট্ পৃথিব্যাদিধাতবঃ আয়তনানি যস্য করণবৃত্তস্য তৎ তথা । “উপক্ৰেণাঃ” মদমানাদয়ঃ তে উপায়াঃ হুংখাদীনাম্ তে চ ভাষ্যগতৈবজাতীয়কশব্দনির্দেশা ইত্যর্থঃ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

এখানে এই ছয়টি ধাতুতে যে এক বলিয়া ব্যবহার হয়, পিণ্ড বলিয়া ব্যবহার হয়, নিত্য বলিয়া ব্যবহার হয়, সম্ব অর্থাৎ প্রাণী বলিয়া ব্যবহার হয়, পুণ্ডল অর্থাৎ বাহা উৎপন্ন ও বিনাশ হয় (দেহ) বলিয়া ব্যবহার হয়, মনুষ্য বলিয়া ব্যবহার হয়, মাতা ও কন্যা প্রভৃতি বলিয়া ব্যবহার হয়, আমি ও আমার বলিয়া ব্যবহার হয়, ইহাই সেই সংসাররূপ অনিষ্টসমূহের মূলকারণ--অবিজ্ঞা ; সেই অবিজ্ঞা হইতে বিষয়ে সংস্কার অর্থাৎ রাগ দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয় । (পূর্বসংস্কারের অনুরূপ দেবতা মনুষ্যাদি শরীরলাভ হইলে সেই সংস্কার হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ।) কোন বস্তুর জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে, বিজ্ঞান হইতে রূপভিন্ন পৃথিব্যাদি চারিটি উপাদানস্বরূপ উৎপন্ন হয়, তাহাই নাম, সেই সকলকে অবলম্বন করিয়া রূপ—শুষ্ক, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেহ উৎপন্ন হয় । তাহাকে একবারে সংক্ষেপ করিয়া বলা হয় নামরূপ তাহা শরীরেরই কললবৃদ্ধাদি স্থান্য অবস্থা, এবং নামরূপ মিশ্রিত ইন্দ্রিয়সকল—যড়ায়তন । নামরূপ ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সম্মিপাত অর্থাৎ মিলন—স্পর্শ । স্পর্শবশতঃ যে স্থখাদির জ্ঞান হয়, তাহা বেদনা । বেদনা হইলে আমি আবার এই স্তম্ভজনককার্য্য করিব এইরূপ নিশ্চয়ের নাম তৃষ্ণা, তাহা হইতে উপাদান অর্থাৎ বাক্য ও শরীরের চেষ্টা হয় । তাহা হইতে ভব অর্থাৎ বাহা হইতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাই ভব অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম । তাহা হইতে উৎপন্ন হয় যে স্বপ্নপ্রাভুর্ভাব, তাহাই জাতি অর্থাৎ জন্ম । জন্মবশতঃ পরে জরামরণাদি হইয়া থাকে । উৎপন্ন স্বপ্ন সকলের পরিপাকের নাম জরা, স্বপ্ন-সকলের নাশ—মরণ । ম্রিয়মাণ অর্থাৎ বাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, মৃত অর্থাৎ যে ব্যক্তি মোহে আচ্ছন্ন, এবং যে ব্যক্তি পুত্র পত্নীপ্রভৃতিতে অতিশয় আসক্তিস্থত, তাহার যে অন্তর্দাহ অর্থাৎ মানসিকপীড়া, তাহাই

* এবং পাঠঃ শালিস্তম্বশ্চৈব দৃষ্টতে । মুদ্রিত গ্রন্থেষু তু কার্য্যসংযুক্তমিতি ।

† “উপায়াসা” ইতি পাঠঃ শালিস্তম্বশ্চৈব মাধ্যমিককারিকারঃ চন্দ্রকীর্তি ব্যাখ্যায়াং চ দৃষ্টঃ । কল্পতরুসম্মতশ্চ পাঠঃ “উপায়াস্তে” ইতি ।

‡ ভামতীর এই বোদ্ধমতবিসৃতিটি সম্ভবতঃ অভিধর্মকোষের কোন ব্যাখ্যা হইতে উদ্ধৃত—ইহা বরোদা হইতে প্রকাশিত “ভঙ্কসংগ্রহ” নামক গ্রন্থের ভূমিকাতে ৫ম পৃষ্ঠায় বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় । বস্তুতঃ এই বিবৃতির ভাষাটিও ভামতী-কারের ভাষার মত নহে । বহুবছুর অভিধর্মকোষের এই ব্যাখ্যা যশোমিত্রের ব্যাখ্যা কিনা তাহাও অনুসন্ধান । সংযতব্রহ্মত বহুবছুর অভিধর্মকোষ গ্রন্থের প্রতিবাদ গ্রন্থের সঙ্গেও সাদৃশ্য থাকিতে পারে । কারণ, ভামতীর সব কথা বহুবছুর অভিধর্মকোষের সহিত ঐক্য হয় না । তবে চন্দ্রকীর্তি মাধ্যমিককারিকার টীকায় এই সব কথা প্রায় এইরূপ ভাষায় শালিস্তম্বশ্চৈব নামক গ্রন্থের বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন । এজন্য মাধ্যমিককারিকা ২৬শ প্রকরণ ৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । শাস্ত্রিধেবের শিক্ষাসমুচ্ছেয় ২১৯ পৃষ্ঠায় এই সব কথাই শালিস্তম্বশ্চৈব নামেই উদ্ধৃত । কিন্তু পাঠভেদ যথেষ্ট আছে । ভামতীকারের পাঠের সঙ্গে উভয়েরই বহু ঐক্য থাকিলেও কোনটিরও সম্পূর্ণ ঐক্য নাই । পূর্ববৎ পাঠভেদ যথেষ্ট দেখা যায় । এই সব কারণে মনে হয়, শালিস্তম্বশ্চৈব কোন সর্ববাদেরসম্মত পাঠ ছিল কিনা সন্দেহ । বস্তুতঃ বুদ্ধবাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ বহু পরে সেই বাক্যের সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের সাংক্ষেপে উহা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই । বুদ্ধদেবও লিখেন নাই বা লেখান নাই । এজন্য এরূপ পাঠভেদই সম্ভব । এতদ্ব্যতীত হীনবান ও মহাবানের মধ্যে মহাবিবাদই আছে যে, বুদ্ধদেব পালিভাষায় বলিয়াছিলেন কি সংস্কৃতভাষায় বলিয়াছিলেন । অতএব প্রকৃত বুদ্ধবাক্য সংরক্ষিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয় । বাহা হট্টক ভামতীকার এখানে এই সব কথা শালিস্তম্বশ্চৈব হইতেই উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

(সৰ্বাস্থিতিবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেম্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ১১৯]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

শোক । তদুখ অর্থাৎ সেইজন্ত উৎপন্ন হয় যে—হা মাতঃ, হা পিতঃ, হায় আমার পুত্র পত্নীপ্রভৃতি ইত্যাদি প্রলাপ, তাহাই পরিদেবনা । পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে কষ্টদায়ক বস্তুর সম্বন্ধবশতঃ যে অপ্রীতিকর জ্ঞান, তাহাই দুঃখ, এবং মানসিক দুঃখই—দৌর্মনস্ত । এই প্রকার যে সকল দুঃখের উপায় আছে, তাহারা উপলক্ষ, সেই এই সকল বস্তু পরস্পর হইতে উৎপন্ন হয় । জন্মাদিহেতু হইতে অবিজ্ঞাদি হয়, অবিজ্ঞাদিহেতু হইতে জন্মাদি হয়, ইহার। ঘটয়ন্তের মত নিরন্তর আসিতেছে ও যাইতেছে, অতএব অবিজ্ঞাকর্তৃক আক্ষেপবশতঃ সংঘাত উৎপন্ন হয় ।

ভাস্তী ।

তদেতৎ দুষয়তি—তন্ন, কুতঃ ? “উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ” ইতি ।

অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—যৎ খলু হেতুপনিবন্ধঃ কার্য্যং তৎ অন্ত্রানপেক্ষং হেতুমাত্রাধীনোৎপাদত্বাৎ উৎপত্ততাং নাম । পঞ্চস্কন্ধসমুদায়স্ত প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ ন হেতুমাত্রাধীনোৎপত্তিঃ, অপি তু নানাহেতুসমবধানজন্মা । ন চ চেতনম্ অন্তরেণ অত্রঃ সন্নিধাপয়িতা অস্তি কারণানাম্ ইত্যুক্তম্ । বীজাৎ অঙ্কুরোৎপত্তেরপি প্রত্যয়োপনিবন্ধায়া বিবাদাধ্যাসিতত্বেন পক্ষনিষ্কিপ্তত্বাৎ, পক্ষেণ চ ব্যভিচারোদ্ভাবনায়াম্ অতিপ্রসঙ্গেন সর্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

উৎপাদানুৎপাদাভ্যাং হেতুহেতুসদৃশাবে সমর্থিতে ভাবমাত্রানুবাদোহয়ং দৃশ্যতে—“উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাদি”তি ।

ততশ্চ অসঙ্গতিম্ আশঙ্ক্য আহ—“অয়ম্ অভিসন্ধিরি”তি । অঙ্গীকৃত্য হেতুপনিবন্ধস্য চেতনানপেক্ষাং প্রত্যয়োপনিবন্ধস্য সা বার্থাতে ইত্যর্থঃ । চেতনম্ অস্তম্ অনপেক্ষ্য স্কন্ধানাম্ গণনাং চ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতরেতরমিলিতত্বাৎ কার্য্যাসিদ্ধিঃ ইতি চেৎ ? ন, অচেতনানাং কার্য্যোৎপত্তিমাত্রাে নিমিত্তত্বাৎ তৎসজ্ঞাতে তু অস্তি চেতনানপেক্ষা ইতি সূত্রার্থঃ । হেতুপনিবন্ধস্ত বন্ধগতঃ এব পরেবাং ন সম্ভবতি ইতি উত্তরমুদ্রাে এব “উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ” (২।২।২০) ইত্যত্র বন্ধ্যতে ইতি । নমু মিলিতেভ্যঃ পৃথিবীধাদিভ্যঃ চেতনম্ অন্তরেণৈব অঙ্কুরোৎপত্তিঃ উক্তা, তদ্বৎ দেহোৎপাদোহপি কিং ন সাৎ অত আহ “বীজাদি”তি । তত্রাপি ঈশ্বরঃ অস্তি সংহস্তা ইত্যর্থঃ । ন চ সর্বত্র হেতুত্বে কেবলব্যতিরেকপেক্ষা । তথা সতি আত্মজ্ঞানস্য জ্ঞানান্তরজগদ্বৎ সংলগ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন ভবন্তিঃ ন অনুমীয়েত । শুক্রাদিপিণামমাত্রজগদ্বৎসম্ভবাৎ ইতি ।

ভাস্তীর অনুবাদ ।

তন্ন এই গ্রন্থদ্বারা এই সেই বৌদ্ধমতে দোষ দিতেছেন । কেন ? উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ অর্থাৎ ইহার। কেবল পরস্পরের উৎপত্তির প্রতিই নিমিত্ত হয়, সংঘাতের প্রতি নিমিত্ত হয় না ।

অভিপ্রায় এই যে—যে কার্য্য হেতুপনিবন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা অত্র কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া কেবল একএকটি হেতু হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া উৎপন্ন হয় হউক । (বাস্তবিক কিন্তু তাহাও হয় না—ইহা পরবর্তী সূত্রে বলা হইবে ।) কিন্তু প্রত্যয়োপনিবন্ধ হইতে যে পঞ্চস্কন্ধসমুদায় উৎপন্ন হয় তাহা কেবল একটি হেতু হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নানাহেতুর মিলনবশতঃ উৎপন্ন হয় । আর চেতনব্যতীত যে কারণসকলের সন্নিধাপয়িতা অর্থাৎ এক স্থানে মিলনকর্তা অপর কেহ নাই—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি । কারণ, প্রত্যয়োপনিবন্ধবশতঃ যে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, তাহাও বিবাদের বিষয় বলিয়া পক্ষনিষ্কিপ্ত অর্থাৎ সন্দেহের বিষয় হয়, এবং পক্ষদ্বারা ব্যভিচার কল্পনা করিলে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া সকল অহুমানেরই উচ্ছেদ হইয়া পড়ে । (ইহার বিবরণ এই পাদে ৩য় সূত্রে বলা হইয়াছে ।)

ভাস্তী ।

শ্রাদেতৎ—অনপেক্ষা এব অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তাঃ ক্ষিত্যাদয়ঃ অঙ্কুরম্ আরভন্তে । তেষাং তু উপসর্পণপ্রত্যয়বশাৎ পরস্পরসমবধানম্ । ন চ একস্মাদেব কারণাৎ কার্য্যাসিদ্ধেঃ কিম্ অশ্রৌঃ কারণৈঃ ইতি বাচ্যম্, কারণচক্রানন্তরং কার্য্যোৎপাদাৎ সিদ্ধম্ ইত্যেব নাস্তি । ন চ একোহপি তৎকরণসমর্থ ইতি অগ্নৌ উদাসতে ইতি যুক্তম্ । ন হি তে প্রেক্ষাবন্তঃ যেন এবম্ আলোচয়েয়ুঃ

৯২ পৃষ্ঠার পাদটীকার—“ইদং প্রত্যয়কলম্” হইতে “আক্ষিপ্তঃ সংঘাতঃ” ইতি—এই সমস্ত অংশই শালিশুদ্ধ সূত্রের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু “ইদং প্রত্যয়কলম্” হইতে “প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা ইতি” পর্য্যন্ত পঙক্তিব্যয়ের কিয়দংশ অর্থাৎ “উৎপাদাৎ বা” হইতে “প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা ইতি” এই অংশটি লঙ্ঘ্যবতার সূত্রে দেখা গেল । তথায় পাঠ যথা—“উৎপাদাদ্ বা তথাগতানাম্ অনুৎপাদাদ্ বা স্থিতৈববা ধর্ম্মতঃ ধর্ম্মানিয়মতা ধর্ম্মস্থিতিতা সর্বত্রাবকপ্রত্যেকবুদ্ধতীর্থকরাভিসময়েষু ন তু গগনে ধর্ম্মস্থিতি ভবতি” । (পঞ্চম পরিবর্ত, ২১৮ পৃঃ) ভাস্তীতে উক্ত অংশ, চন্দ্রকীর্ণের উক্ত শালিশুদ্ধসূত্রের “এবমাধ্যাক্ষিকোহপি প্রতীত্যসমুৎপাদো” হইতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি ।

(সৰ্বাণ্ডিবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেত্তরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেম্মোৎপত্তিসম্মতানি মিত্ত্বাহ ১৯]

ভাস্তী ।

অস্মান্ সমর্থঃ একোহপি কার্যো ইতি কৃতং নঃ সন্নিধিনা ইতি । কিন্তু উপসর্পণপ্রত্যয়াধীন-
পরস্পরসন্নিধানোৎপাদা ন অনুৎপত্তুং নাপি অসন্নিধাতুং ঈশতে । তাংশ্চ সর্বান্ অনপেক্ষান্
প্রতীত্য কার্যাম্ অপি ন নোৎপত্তুং অর্হতি । ন চ স্বমহিমা সর্বৈ কার্যাম্ উৎপাদয়ন্তোহপি
নানাকার্যাণাম্ ঈশতে, তত্রৈব তেষাং সামর্থ্যাৎ । ন চ কারণভেদাৎ কার্যভেদঃ, সামগ্র্যা
একত্বাৎ । তদভেদস্ত চ কার্যানানাঙ্কহেতুত্বাৎ তথা দর্শনাৎ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

সংহতানাং হেতুত্বং সংহত্যা ভাব্যম্ ইত্যুক্তং, তত্র সম্বাতসা অপ্রয়োজকত্বং, ততশ্চ ন সংহতঃ অনুমানম্ ইতি শঙ্কতে—“স্যাৎদেতদি-
তাদিনা । যদি অনপেক্ষাঃ তর্হি কুশলনিহিতবীজাদিত্যাঃ কিমিতি অঙ্কুরো ন জায়তে ? তত্রাহ—“অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তা” ইতি । অঙ্কুরোৎ-
পত্তেঃ অন্ত্যক্ষণঃ বীজাদীনাম্ অন্ত্যক্ষণঃ তং প্রাপ্তা এব কারণঃ ন পূর্বম্, তথৈব দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ । একৈকজ্ঞেন কার্যাজননসমর্থানাং
কিং সম্বাতেন ? তত্রাহ “তেষাং তু” ইতি । “উপসর্পণম্” ইতরেত্তরসমীপগমনং ভস্য “প্রত্যয়ঃ” কারণং তদ্বশাৎ পরস্পরসন্নিধানপ্রয়োজকং
জায়তে ইত্যর্থঃ । একস্মাদেব কার্যাদিকেঃ কিম্ অগ্নেঃ ইতি বদন্ প্রষ্টবাঃ কিম্ একস্মাৎ কার্যাস্য নিষ্পন্নত্বাৎ আশ্চেবাং বার্থতা, উত
জনয়িতব্যো কার্যো একস্মাৎ কারণাৎ নিধাতি ন ভৎকারণস্য কারণান্তরেণ অপেক্ষা ইতি । নান্তুঃ ইত্যাহ—“কারণচক্রে”তি । ন দ্বিতীয়ঃ
ইত্যাহ—“ন চ একোহপি” ইতি । “কিন্তু” ইত্যাদি পূর্বোক্তনিগমনম্ । পরস্পরং সন্নিধানম্ উৎপাদকং যেষাং তে তথা । যদি প্রত্যেকং
কার্যাজননসামর্থ্যাং হেতুনাং, তর্হি প্রতি কারণম্ একৈককার্যোদয়প্রসঙ্গঃ ইত্যাহ—“ন চ স্বমহিমা” ইতি । “তত্রৈব” একস্মিন্ এব
ইত্যর্থঃ । বীজেন হি অঙ্কুরো জনয়িতব্যঃ স্তুদাদিভিরপি স এব, তত্র লাঘবাৎ সর্বৈঃ এক এব জন্ততে ইত্যর্থঃ । নতু অঙ্কুর এব সর্বৈঃ
কিমিতি জনয়িতব্যঃ ? কারণভেদাৎ বিজাতীয়কার্যজন্ম কিং ন স্ত্যং, মহীহেমন্ত্যাম্ ইব ঘটকটকো । তত্রাহ—“ন চ কারণভেদাদি”তি ।
অস্মিন্ মতে যেষাং মিলিত্বৈব হেতুতা তেষাং নিরপেক্ষাণাম্ অপি সামগ্রীতা, তন্ত্বেদে চ বিজাতীয়কার্যোৎপাদঃ ইতি ।

ভাস্তীর অনুবাদ ।

যদি বল অত্র কাহার অপেক্ষা না করিয়া অণ্ডাক্ষণ অর্থাৎ অঙ্কুর উৎপত্তির আণ্ডাক্ষণকে প্রাপ্ত হইয়া
পৃথিবীপ্রভৃতি অঙ্কুর উৎপন্ন করে, এবং তাহাদের উপসর্পণপ্রত্যয়বশতঃ পরস্পরের মিলন হয় অর্থাৎ তাহাদের
পরস্পরের সমীপবর্তিতার ধে কারণ, সেই কারণ হইতেই তাহাদের পরস্পরের মিলন হইয়া থাকে । আর
একটি কারণ হইতেই কার্যাসিদ্ধি হয় বলিয়া অত্র কারণের প্রয়োজন নাই—ইহা বলিতে পার না । কারণ-
সমূহের মিলনের অনন্তর কার্য উৎপন্ন হয় বলিয়া (একটি কারণ হইতে কার্য) সিদ্ধ হয়—ইহাই হয় না ।
আর একটি কারণই কার্য করিতে পারে, অতএব অপরে উদানীন থাকে—ইহাও ঠিক নহে ; কারণ,
তাহারা ত বুদ্ধিমান্ নয় বে, এইরূপ আলোচনা করিবে—আমাদের মধ্যে একজনই কার্য করিতে
সমর্থ হইবে, অতএব আমাদের আর মিলিত হইবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু উপসর্পণপ্রত্যয়বশতঃ অর্থাৎ
পরস্পরের সমীপগমনের কারণ হইতে যাহাদের পরস্পরসন্নিধানোৎপাদ অর্থাৎ পরস্পরের নৈকট্য ও
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা উৎপন্ন না হইতে বা নিকটবর্তী না হইতে পারে না, এবং সেই অনপেক্ষ অর্থাৎ
পরস্পর নিরপেক্ষ হেতুসকলকে পাইয়া কার্যও উৎপন্ন না হইতে পারে না । আর হেতুসকল নিজের সামর্থ্যবশতঃ
কার্য উৎপাদন করিলেও নানাকার্য করিতে পারে না । কারণ, একটি মাত্র কার্যেই তাহাদের সামর্থ্য
আছে । আর কারণের ভেদবশতঃ কার্যেরও ভেদ হইবে না ; কারণ, সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমষ্টি একটিমাত্র,
যেহেতু সামগ্রীর ভেদই কার্য ভেদের প্রতি কারণ, যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ।

ভাস্তী ।

তন্ম, যদি অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তা অনপেক্ষাঃ স্বকার্যোপজননে, হস্ত অনেন ক্রমেণ ততঃ পূর্বৈ
ততঃ পূর্বৈ সর্বৈ এব অনপেক্ষাঃ তত্তৎস্বকার্যোপজননে ইতি কুশলস্থত্বাবিশেষেহপি যেন বীজ-
ক্ষণেন কুশলস্থেন স্বকার্যক্ষণপরস্পরয়া অঙ্কুরোৎপত্তিসমর্থো বীজক্ষণো জনয়িতব্যঃ, স অনপেক্ষাঃ
এব বীজক্ষণঃ স্বকার্যোপজননে, এবং সর্বৈ এব তদনন্তরানন্তরবর্তিনঃ বীজক্ষণা অনপেক্ষা ইতি
কুশলনিহিতবীজ এব স্তাৎ কৃতী কৃষীবলঃ, কৃতম্ অস্ত্র দুঃখবহুলেন কৃষিকর্ষণা । যেন হি
বীজক্ষণেন স্বক্ষণপরস্পরয়া অঙ্কুরো জনয়িতব্যঃ, তন্ত অনপেক্ষা অমৌ ক্ষণপরস্পরা কুশলে এব
অঙ্কুরং করিষ্যতি ইতি । তস্মাৎ পরস্পরাপেক্ষা এব অন্ত্যা বা মধ্যা বা পূর্বৈ বা ক্ষণাঃ
কার্যোপজননে ইতি বক্তব্যম্ । যথাহঃ—

“ন কিঞ্চিদেকমেকস্মাৎ সামগ্র্যাঃ সর্বসম্ভবঃ” ইতি ।

(সৰ্বস্বান্তিবাদিৰোক্তমতংগুনম্ ।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেহিতি চেম্মোৎপত্তিগাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯]

ভাষ্যতী ।

তচ্চ ইদং সমবধানং কারণানাং বিশ্ৰাসভেদতৎপ্রয়োজনান্ভিত্ত্যপেক্ষাবৎপূর্বকং দৃষ্টম্ ইতি ন অচেতনাং ভবিতুম্ অর্হতি । তদিদম্ উক্তং “ভবেৎ উপপন্নঃ সজ্জাতঃ যদি সজ্জাতস্তু কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ অবগম্যেত” ইতি । “ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেহিপি” ইতি—ইতরেতরহেতুত্বেহিপি ইত্যর্থঃ ।

বেদান্তকল্পতরু ।

ইৎং সজ্জাতাপ্রযোজকত্বম্ উক্তং দূষয়তি, “তন্নে”তি । যদি অনপেক্ষাৎ অন্ত্যক্ষণাৎ কার্যাক্ষণম্, তর্হি উপাস্তাদিরোহপি স্বকাৰ্য্যজননে অপেক্ষাঃ স্থাঃ, ততঃ কিং জাতম্ ? অতঃ আহ—“কুত্বলত্ববিশেষেহিপি” ইতি । কুত্বলে হি অঙ্কুরজননোপযোগিবীজসম্মাননির্ব্বর্তকঃ বীজক্ষণঃ অস্তে চ বীজাক্ষণাঃ সন্তি । তত্র কুত্বলগতবিমতবীজক্ষণাঃ অঙ্কুরোপজননোপযোগিবীজক্ষণম্ * অনপেক্ষাঃ নজনয়েৎ, কুত্বলত্বত্বাৎ, তৎকালোক্তভক্ষিতবীজক্ষণবৎ ইত্যাশঙ্ক্য কুত্বলত্বত্বাবিশেষেহিপি ইত্যুক্তম্ । অঙ্কুরোপযোগিবীজসম্মাননন্তঃপাত্তিত্বম্ উপাধিঃ ইত্যর্থঃ । “স্বকাৰ্য্যোপজননে” ইতি । অনন্তরজন্মবীজজননে ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ আত্মক্ষণাৎ অনন্তরানন্তরসম্বর্তিনঃ উপাধিগারবর্তিনঃ অনপেক্ষা, স্বকাৰ্য্য-জননে ইতি অশূষকঃ । নম্ অনন্তরক্ষণপরম্পরা বহির্ভবত্, কৃতঃ কুত্বলে এব অঙ্কুরমিচ্ছাঃ তত্রাহ—“যেন হি” ইতি । অনপেক্ষয়া দেহভেদেহিপি অপেক্ষাবিরহসামাণ্য ইত্যর্থঃ ।

ভাষ্যতীর গমুবাধ ।

এই মত ঠিক নহে । যদি হেতুসকল অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্ত অর্থাৎ কার্যোৎপত্তির আত্মক্ষণকে প্রাপ্ত হইয়া নিজের কার্য্য উৎপত্তি বিষয়ে পরম্পর নিরপেক্ষ থাকে, তাহা হইলে এই প্রকারে তাহার পূর্বপূর্ববর্তী, তাহারও পূর্ববর্তী সকল কারণই নিজনিজ কার্য্য উৎপত্তিতে অনপেক্ষ অর্থাৎ কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, অতএব কুত্বলত্বাবিশেষ অর্থাৎ ধাত্তোর গোলাতে থাকিলেও যে বীজক্ষণ কুত্বলে থাকিয়া নিজের কার্য্য পরম্পরাক্রমে অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ বীজক্ষণকে উৎপাদন করিবে, সেই বীজক্ষণ নিজের কার্য্য উৎপত্তিতে অর্থাৎ কারণের আবাবহিত অনন্তরক্ষণে উৎপত্তমান যে বীজ সেই বীজের উৎপত্তিতে নিশ্চয়ই কাহাকেও অপেক্ষা করিবে না, এইরূপ তাহার পরপরবর্তী সকল বীজক্ষণই নিজ নিজ কার্যোৎপত্তিতে অনপেক্ষ অর্থাৎ কাহারও অপেক্ষা করে না ; অতএব ধাত্তোর গোলাতে বীজ রাখিয়াই কৃষক কৃতার্থ হইবে ; তাহার বহু কষ্টকর কৃষিকার্য্য করিবার আর কোন প্রয়োজন হইবে না । কারণ, যে বীজক্ষণ নিজক্ষণের পরপরবর্তী ক্ষণপরম্পরা (কার্য্য-পরম্পরা) ক্রমে অঙ্কুর উৎপাদন করিবে, তাহার অনপেক্ষা অর্থাৎ অপরের কোন অপেক্ষা করে না যে পরপরবর্তীক্ষণ, তাহা ধাত্তোর গোলাতেই অঙ্কুর উৎপাদন করিবে । অর্থাৎ যে বীজক্ষণ উত্তরোত্তর বীজক্ষণক্রমে মুক্তিকাতে আসিয়া অঙ্কুর উৎপাদন করে, সেই বীজক্ষণ যখন অঙ্কুর উৎপাদন করিতে কাহারও অপেক্ষা করে না, তখন মুক্তিকাদির অপেক্ষা না করিয়া, উত্তরোত্তরক্ষণক্রমে গোলাতেই কেন অঙ্কুর উৎপাদন করে না ? । অতএব অন্ত্যক্ষণ মধ্যক্ষণ বা পূর্বক্ষণ সকল কার্য্য উৎপন্ন করিতে নিশ্চয়ই পরম্পরকে অপেক্ষা করে, ইহা বলিতে হইবে, যেমন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

“ন কিঞ্চিদেকমেকস্ম্যাৎ সামগ্র্যাঃ সর্ববসম্ভবঃ” ।

অর্থাৎ কোন একটি বস্তু একটি মাত্র কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না, সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমষ্টি হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হয়, এবং এই যে কারণসকলের একত্র মিলন, তাহা কারণসকলের বিশ্ৰাসভেদ অর্থাৎ ব্যবস্থাবিশেষ এবং তাহার প্রয়োজন কি, তাহা যিনি জানেন—এইরূপ কোন চেতন হইতেই হইয়া থাকে দেখা যায়, অতএব অচেতন হইতে হইতে পারে না । এঃ জগৎ ভাষ্যকার—“ভবেজ্জপপন্নঃ সজ্জাতঃ” ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন । ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেহিপি ইহার অর্থ—পরম্পর পরম্পরের কারণ হইলেও ।

শাক্তভাষ্যম্ ।

নমু অবিত্তাদিভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে সজ্জাত ইত্যুক্তম্ । অত্র উচ্যতে—যদি তাবৎ অয়ম্ অভিশ্রায়ঃ—অবিত্তাদয়ঃ সজ্জাতম্ অন্তরেণ আত্মানম্ অনন্তমানা অপেক্ষন্তে সজ্জাতম্ ইতি, ততঃ তন্ত্ৰ সংঘাতস্তু নিমিত্তং বক্তব্যম্ । তচ্চ নিত্যেষু অপি অণুসু অভ্যুপগম্যমানেষু আশ্রয়াশ্রয়িত্বভেদে চ ভোক্তৃষু সৎসু ন সম্ভবতি ইত্যুক্তং বৈশেষিকপরীক্ষায়াম্ । কিম্ অজ পুনঃ ক্ষণিকেষু অপি অণুসু ভোক্তৃহিতেষু আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু বা অভ্যুপগম্যমানেষু সম্ভবেৎ ।

* “অঙ্কুরোপজননোপযোগিবীজক্ষণঃ” স্থলে মুদ্রিত পুস্তকে “অঙ্কুরোপজননোপযোগিবীজসম্মাননির্ব্বর্তকে বীজক্ষণঃ” এইরূপ পাঠ আছে ।

(সৰ্বশক্তিবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়স্বাদিতি চেম্মোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯]

অথ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ অবিজ্ঞাদয় এব সংঘাতস্ত নিমিত্তম্ ইতি, কথং তমেব আশ্রিত্য
আত্মানং লভমানাঃ তন্ত্বেব নিমিত্তং স্ম্যঃ ।

ভাষ্যানুবাদ ।

যদি বল—অবিজ্ঞাদি প্রয়োজনবশতঃ সংঘাতকে আক্ষেপ করে—ইহা পূর্বেই বলিয়াছ। এ বিষয়ে
বক্তব্য এই যে, যদি তোমার এই অভিপ্রায় হয় যে, অবিজ্ঞাদি সংঘাতব্যতীত আত্মলাভ করে না অর্থাৎ
হইতে পারে না বলিয়া সংঘাতকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেই সংঘাতের নিমিত্ত কি—তাহা বলিতে
হইবে। কিন্তু তাহা নিত্য অণুসকল স্বীকার করিলেও এবং আশ্রয়াশ্রয়িত্ব ভোক্তা থাকিলেও অর্থাৎ
অদৃষ্টের আশ্রয়স্বরূপ ভোক্তা অর্থাৎ আত্মা থাকিলেও সম্ভব হয় না, ইহা বৈশেষিকমতপরীক্ষায় বলিয়াছি।
আর ভোক্তৃজীবরহিত আশ্রয়াশ্রয়িশূন্য অর্থাৎ উপকার্য ও উপকারকত্ববিহীন কণিক অণু স্বীকার করিলে
তাহা কি করিয়া সম্ভব হইবে ?

আর যদি এই অভিপ্রায় হয় যে, অবিজ্ঞাই সজ্জাতের নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ, তাহা হইলে সেই অবিজ্ঞাদি,
সংঘাতকেই অবলম্বন করিয়া আত্মলাভ করিয়া অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া কি করিয়া তাহারই অর্থাৎ সেই অবিজ্ঞারই
নিমিত্ত হইবে ?

ভানতী ।

উক্তম্ অভিসন্ধিম্ অবিদ্বান্ পরিচোদয়তি—“ননু অবিজ্ঞাদিভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে” ইতি ।
পরিহরতি—“অত্র উচ্যতে । যদি তাবদি”তি । কিম্ আক্ষেপঃ উৎপাদনম্, আহো জ্ঞাপনম্ ?
তত্র ন তাবৎ কারণম্ অজ্ঞথানুপপত্তমানং কার্যম্ উৎপাদয়তি, কিন্তু স্বসামর্থ্যেন । তস্মাৎ
জ্ঞাপনং বক্তব্যম্ । তথাচ জ্ঞাপিতস্ত অজ্ঞং উৎপাদকং বক্তব্যম্, তচ্চ স্থিরপক্ষেইপি সত্যপি চ
ভোক্তরি অধিষ্ঠাতারং চেতনম্ অন্তরেণ ন সম্ভবতি, কিম্ অঙ্গ পুনঃ কণিকেষু ভাবেষু ?
ভোক্তৃঃ ভোগেনাপি কদাচিৎ আক্ষিপ্যতে সম্ভবতঃ, স তু ভোক্তৃপি নাস্তি ইতি দুরোৎসারিতত্বং
দর্শয়তি—“ভোক্তরহিতেষু” ইতি । অপিচ বহবঃ উপকার্যোপকারকভাবেন স্থিতাঃ কার্য্যং
জনয়ন্তি । ন চ কণিকপক্ষে উপকার্যোপকারকতাবঃ অস্তি, ভাবস্ত উপকারানাম্পদত্বাৎ ।
কণস্ত অভেদত্বাৎ অনুপকৃতোপকৃতত্বাসম্ভবাৎ । কালভেদেন বা তদুপপত্তৌ কণিকত্বব্যাঘাতাৎ ।
তদিদম্ আহ—“আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু চ” ইতি ।

“অথ অয়মভিপ্রায়ঃ” ইতি । যদা হি প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো ভবেৎ, তদা
চেতনঃ অধিষ্ঠাতা অপেক্ষেতাপি, ন তু প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ, অপিতু হেতুপনিবন্ধনঃ । তথাচ
কৃতম্ অধিষ্ঠাতা । হেতুঃ স্বভাবতঃ এব কার্য্যসজ্জাতং করিষ্যতি কেবলঃ ইতি ভাবঃ । অস্ত
তাবৎ যথা কেবলাৎ হেতোঃ কার্য্যং ন উপজায়তে ইতি, অন্তোন্ত্যশ্রয়প্রসঙ্গঃ অস্মিন্ পক্ষে
ইত্যাশয়বান্ আহ—“কথং তমেব” ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

ন অসংহতস্য সামগ্রীত্বং, সংহত্যা চ ন তব ইত্যুক্তম্ অভিসন্ধিম্ অবিদ্বান্ ইত্যর্থঃ । অবিজ্ঞাভিঃ কারণসজ্জাতস্ত য আক্ষেপঃ স
উৎপাদঃ উক্ত জ্ঞাপনম্ ? নান্ত ইত্যাহ—“তত্র”তি । যৎ কার্য্যং তৎ অজ্ঞথানুপপত্তমানং সৎ কারণং নোৎপাদয়তি, অজ্ঞথানুপপত্তমান-
দশায়াং তস্ত অসম্ভবাৎ, কিন্তু যদি জনকং, তর্হি স্বসামর্থ্যেন, সামর্থ্যাং চ অবিদ্বানস্ত নাস্তি ইত্যর্থঃ । ন কেবলং সংঘাতানুপপত্তিঃ, কিন্তু
সংহতানাং য ইতরেতরম্ উপকারঃ সোহপি ন ইত্যাহ—“অপি চে”তি । ভাবস্ত অজ্ঞকৃতোপকারস্য চ কিম্ একদগ্ধবর্জিতম্, উত জ্ঞাতে ভাবে
উত্তরকণে উপকারঃ । নান্ত ইত্যাহ—“ভাবস্যো”তি । যো হি একস্মিন্ কণে উপকারাভাবাৎ হেতুত্বম্ অননুমানঃ কণান্তরে তৎকৃতম্
উপকারম্ আসান্ত হেতুত্বাৎ ভগ্নতে, তস্য স উপকারঃ অজ্ঞকৃতঃ ইতি জ্ঞায়তে । অপরথা স তস্য স্বভাবঃ কিং ন স্যাৎ ? তব তু মতে
পদার্থকণস্য অভেদত্বাৎ বস্তুন উপকৃতত্বানুপকৃতত্বে ন সম্ভবতঃ, অতচ্চ ভাবস্য উপকারানাম্পদত্বম্ । তথাচ ন উপকার্যোপকারকতাবঃ
ইত্যর্থঃ । বিতীরং প্রত্যাহ—“কালভেদেন বা” ইতি । কণিকত্বব্যাঘাতাৎ কালভেদেনাপি ন উপকার্যোপকারকতাব ইতি অধস্তনেন
অধরঃ । ভায়ে “আশ্রয়িত্বত্বে” ইত্যোতং অণুবিশেষণম্ । চকারকশ্চ ভোক্তৃষু সংযু ইত্যুপরি সম্বন্ধনীয়ঃ । আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যে ইত্যত্র
চ ভাবপ্রাধান্তম্ আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যে ইত্যর্থঃ । “আশ্রয়াশ্রয়িত্বত্বে” ইতি তু পাঠে ভোক্তৃবিশেষণম্ । আশ্রয়শ্চ অদৃষ্টমিতি । উক্তম্
অভিসন্ধিম্ অবিদ্বান্ ইতি বহুস্তঃ তদ্বিশদয়তি—“অন্ত তাবদি”তি ।

(সৰ্বশাস্তিৰূপাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়স্বাদিতি চেম্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯]

ভাস্তীর অপবাদ ।

পূৰ্বোক্ত অভিপ্রায় না জানিয়া শঙ্কা করিতেছেন—নমু অবিদ্যাভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে ইত্যাদি । অত্র উচ্যতে এই গ্রন্থে তাহার পরিহার করিতেছেন । যদি তাবৎ এই গ্রন্থের তাৎপর্য এইরূপ—আক্ষেপশব্দের অর্থ কি উৎপাদন অথবা জ্ঞাপন ? তন্মধ্যে উৎপাদনপক্ষ সঙ্গত নহে । যেহেতু কার্য্য অত্থাপ্যমান হইয়া অর্থাৎ কারণের অভাবে কার্য্য অত্থপপন্ন হয় বলিয়া কার্য্য কারণের উৎপাদক হয়—ইহা বলা যায় না । যেহেতু কার্য্য কারণব্যাতিরেকে উৎপন্ন হয় না । আর যদি কার্য্য কারণের জনক হয়, বলা হয়, তাহা হইলে কার্য্য নিজসামর্থ্যদ্বারা কারণের জনক হইবে । কিন্তু অবিদ্যমানের সামর্থ্য কোথায় ? অতএব কার্য্য কারণের উৎপাদক হয় না । অতএব আক্ষেপশব্দের অর্থ জ্ঞাপন বলিতে হইবে । আর তাহা হইলে জ্ঞাপিতবস্তুর উৎপাদক অত্র কিছু বলিতে হইবে । তাহা কিন্তু স্থিরপক্ষেও অর্থাৎ যাহারা নিত্য পরমাণু স্বীকার করেন, সেই বৈশেষিকমতেও ভোক্তা থাকিলেও অধিষ্ঠাতা চেতনব্যতীত সম্ভব হয় না, ক্ষণিকভাবসকলে অর্থাৎ ক্ষণিক পরমাণুতে আর কি করিয়া সম্ভব হইবে ? ভোক্তার ভোগবশতঃ সজ্জাতের আক্ষেপ অর্থাৎ কল্পনা করা যাইতে পারিত, কিন্তু সে ভোক্তাও নাই ; অতএব তাহা দূরে পরাহত হইয়াছে—ইহাই ভোক্তুরহিতেষু এই গ্রন্থে দেখাই হইছে । আরও বহুপদার্থ উপকার্য্য উপকারকভাবে স্থিত হইয়া অর্থাৎ কেহ উপকৃত হয়, এবং কেহ উপকারক হয়, অর্থাৎ উপকার করে, এইরূপ ভাবে থাকিয়া কার্য্য উৎপাদন করে । (যেমন মুক্তিকাদি উপকৃত হয় এবং কুন্তকার ও দণ্ডচক্রাদি তাহার উপকার করে, এইরূপে ঘট শরীরপ্রভৃতি কার্য্য উৎপন্ন হয়) । কিন্তু ক্ষণিকপক্ষে উপকার্য্য-উপকারকভাব হয় না ; কারণ, কোন বস্তুই উপকারের বিষয় হয় না । যেহেতু ক্ষণকে ভেদ করা যায় না বলিয়া অত্থপকার এবং উপকার সম্ভব হয় না । আর যদি কালভেদে তাহার অর্থাৎ উপকার্য্য-উপকারকভাবের উপপত্তি করা হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হয় । এইজন্ত আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু এই গ্রন্থ বলিতেছেন ।

অথ অয়ম্ অভিপ্রায় এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—যখন প্রত্যয়োপনিবন্ধন অর্থাৎ বহুকারণের মিলনবশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ হইবে অর্থাৎ কাৰ্য্যোৎপত্তি হইবে, তখন তাহার অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্ত্তা চেতনের অপেক্ষা হইলেও হইতেও পারে, কিন্তু কার্য্যপদার্থ প্রত্যয়োপনিবন্ধন নহে, কিন্তু হেতুপনিবন্ধন হয়, অর্থাৎ এক একটা কারণ হইতে উৎপন্ন হয় । আর তাহা হইলে অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্ত্তার আবশ্যক নাই । কেবল হেতুই অর্থাৎ একাকী হেতুই স্বভাববশতই কার্য্যসংঘাত প্রস্তুত করিবে । আচ্ছা, কেবল হেতু হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, ইহা এখন থাক্ । এই পক্ষে অর্থাৎ অনেক কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই মতে অত্থোক্তাশ্রয় প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, এই অভিপ্রায়ে কথং তমেব এই গ্রন্থ বলিতেছেন ।

শাস্ত্ররভাস্তম্ ।

অথ মন্ত্রসে সজ্জাতা এব অনাদৌ সংসারে সন্তত্য অনুবর্ত্তন্তে, তদাশ্রয়াশ্চ অবিদ্যাদয় ইতি, তদাপি সংঘাতাৎ সজ্জাতাস্তরম্ উৎপদ্যমানং নিয়মেন বা সদৃশমেব উৎপদ্যেত, অনিয়মেন বা সদৃশং বিসদৃশং বা উৎপদ্যেত । নিয়মাত্ম্যুপগমে মনুষ্যপুদ্গলস্ত দেবতির্য্যগ্-যোনিনারকপ্রাপ্ত্যভাবঃ প্রাপ্পুয়াৎ । অনিয়মাত্ম্যুপগমেহপি মনুষ্যপুদ্গলঃ কদাচিত্ ক্ষণেন হন্তী ভূত্বা দেবো বা পুনর্মন্মুষ্টো বা ভবেৎ ইতি প্রাপ্পুয়াৎ । উভয়মপি অভ্যুপগমবিরুদ্ধম্ ।

অপিচ যন্তোগার্থঃ সজ্জাতঃ স্তাৎ স নাস্তি স্থিরো ভোক্তা ইতি তব অভ্যুপগমঃ । ততশ্চ ভোগঃ ভোগার্থ এব স নাশ্চেন প্রার্থনীয়ঃ । তথা মোক্ষঃ মোক্ষার্থ এব ইতি মুমুক্শুণা নাশ্চেন ভবিতব্যম্ । অশ্চেন চেৎ প্রার্থেয়ত উভয়ং, ভোগমোক্ষকালাবস্থায়িনা তেন ভবিতব্যম্ । অবস্থায়িত্তে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমবিরোধঃ । তস্মাৎ ইতরেতরোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বম্ অবিদ্যা-দীনাং যদি ভবেৎ ভবতু নাম, ন তু সংঘাতঃ সিধ্যেৎ । ভোক্তৃভাবাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ । ১৯

ভাষ্যমুবাদ ।

আর যদি মনে কর, সজ্জাতসকল অনাদি সংসারে প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে, এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যা থাকে, তাহা হইলেও সজ্জাত হইতে অত্র সজ্জাত উৎপন্ন হইলে তাহা নিয়মিতভাবে

(সৰ্বাস্থিৰবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[ইতরেত্তরপ্রত্যয়স্বাদিত্তি চেম্মোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ । ১৯]

ভাষ্যমুবাদ ।

সমান সজ্জাত উৎপন্ন হইবে, অথবা অনিয়মিতভাবে সমান বা অসমান সজ্জাত উৎপন্ন হইবে। নিয়ম স্বীকার করিলে মনুষ্যপুঙ্গবল অর্থাৎ মনুষ্যদেহের দেবশরীর পশুশরীর ও নরক প্রাপ্তি হইতে পারে না। আর নিয়ম না স্বীকার করিলেও মনুষ্যদেহ কখনও ক্ষণকালের মধ্যে হস্তী হইয়া দেবতা অথবা মনুষ্য হইবে। এই দুইটিই আপনারা যাঁহা স্বীকার করেন, তাহার বিরুদ্ধ।

আরও যাহার ভোগের জন্ত সংজ্জাত হইবে, সেই স্থায়ী ভোক্তা (জীব) নাই—এইটিই তোমার মত। তাহা হইলে ভোগের জন্তই ভোগ হইবে, তাহা অপরের প্রার্থনীয় হইবে না। তদ্রূপ মোক্ষ মোক্ষের জন্তই হইবে, অজ্ঞ কেহ মুমুক্শু হইবে না। আর যদি অজ্ঞ কেহ ভোগ ও মোক্ষ এই উভয় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ভোগ ও মোক্ষকাল পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া উচিত। যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা বিরুদ্ধ হয়। অতএব অবিজ্ঞাদি যদি কেবল পরম্পর পরম্পরের উৎপত্তির হেতু হয়, তবে তাহা না হয় হউক, কিন্তু তাহা হইলেও সংঘাত সিদ্ধ হইবে না। কারণ, ভোক্তা কেহ নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ১৯

ভামতী।

সম্প্রতি প্রত্যয়োপনিবন্ধনং প্রতীত্যসমুৎপাদম্ আস্থায় চোদয়তি—“অথ মনুসে সজ্জাতা এব” ইতি। অস্থিরা অপি হি ভাষাঃ সদা সংহতা এব উদয়ন্তে ব্যয়ন্তে চ, ন পুনঃ ইত্যন্ততঃ অবস্থিতাঃ কেনচিৎ পুঞ্জীক্ৰিয়ন্তে। তথাচ কৃতম্ অত্র সংহত্বা চেতনেন ইতি ভাবঃ। “অনাদৌ” ইতি পরম্পরাশ্রয়ং নিবর্তয়তি। তদেতৎ পিকল্যা দুষয়তি—“তদাপি সংঘাতাৎ” ইতি। স খলু সংঘাতসমুত্তিবর্তী ধর্মাধর্মাস্বয়ঃ সংস্কারসম্মানঃ যথাযথং সুখদুঃখে জনয়ন্ আগন্তুকং কঞ্চন অনাসাত্ত্ব স্বতএব জনয়েৎ আসাদ্য বা। অনাসাদ্য জননে সदैব সুখদুঃখে জনয়েৎ, সমর্থন্ত অনপেক্ষন্ত ক্ষেপাযোগাৎ। আসাদ্য জননে তদাসাদনকারণং প্রেক্ষাবান্ অভ্যাপেয়ঃ। তথাচ ন প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ। তস্মাৎ অনেন আগন্তুকানপেক্ষন্ত সংঘাতসম্মানশ্চৈব সদৃশজননে বিসদৃশজননে বা স্বভাবঃ আস্থৈয়ঃ, তথাচ ভাষ্যোক্তং দুষণম্ ইতি।

“অপিচ যদভোগার্থং সংঘাতঃ স্মাৎ” ইতি। অপ্রাপ্তভোগো হি ভোগার্থী ভোগম্ আপ্তু-কামঃ তৎসাধনে প্রবর্ততে ইতি প্রত্যয়সিদ্ধম্। সেয়ং প্রবৃত্তিঃ ভোগাৎ অস্থ্যস্মিন্ স্থিরে ভোক্তরি ভোগতৎসাধনসময়ব্যাপিনি কল্যাতে ন অস্থিরে। ন চ ভোগাৎ অনস্থ্যস্মিন্। ন হি ভোগঃ ভোগায় কল্যাতে, নাপি অস্থ্যঃ ভোগায় অস্থ্যস্ত, এবং মোক্ষেহপি দ্রষ্টব্যম্। তত্র বৃত্তক্ষুমুমুক্শু চেৎ স্থিরৌ আস্থীয়েয়াতাং, তদা অভ্যাপেতহানম্। অস্থ্যৈর্যো বা অপ্রবৃত্তিপ্ৰসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ। “ন তু সজ্জাতঃ সিধ্যোৎ ভোক্তৃভাষাৎ” ইতি। ভোক্তৃভাবেন প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ কত্র ভাবঃ। ততঃ কৰ্ম্মাভাবাৎ সজ্জাতাসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। ১৯

বেদান্তকল্পতরু।

অদৃষ্টাৎ সংঘাতোৎপত্তিব্যবস্থাসিদ্ধে ভোক্তৃদূষণানুপগতিম্ আশঙ্ক্য আহ “স খলু” ইতি। ভোক্তৃঃ ভোগাৎ অস্থ্যন্তে হেতুস্ব আহ “অপ্রাপ্তভোগো হি” ইতি। ভোক্তৃঃ স্থিরতয়াৎ হেতুঃ “ভোগার্থী” ইতি। অধিদৃশায়াং ভোগদশায়াং চ অনুবৃত্তেঃ স্থৈর্যম্ ইত্যর্থঃ। অন্য বিবরণঃ—“ভোগমাপ্তু কাম” ইতি। ইতরথা হি ভোগক্ষ অসৌ অর্থী চ ইতি ভ্রমঃ স্যাৎ ইতি। অস্থ্যস্য ভোগায় অস্থ্যো ন কল্যাতে ইত্যর্থঃ। নমু সংঘাতাসিদ্ধৌ কত্র ভাবো বাচ্যঃ, ন ভোক্তৃভাবঃ কত্রুঃ হি হেতুত্বা, তত্রাহ—“ভোক্তৃভাবেন” ইতি। ১৯

ভামতীর অনুবাদ।

সম্প্রতি প্রত্যয়োপনিবন্ধন অর্থাৎ বহুকারণের সম্বন্ধবশতঃ যে প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কার্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অথ মনুসে সংঘাতা এব এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভাব অর্থাৎ বস্তুসকল অস্থির অর্থাৎ ক্ষণিক হইলেও সর্বদা সংহত অর্থাৎ মিলিত হইয়াই উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহার। যে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে পুঞ্জীকৃত করে, তাহা নহে; আর তাহা হইলে তাহাদের মিলনকারী কোন চেতনের আবশ্যকতা নাই। অনাদৌ এই শব্দটা অজ্ঞোজ্ঞাশ্রয়দোষ বারণ করিতেছে। তদাপি সংঘাতাৎ এই গ্রন্থদ্বারা সেই এই মতকে বিকল্প করিয়া দোষ দিতেছেন। সংঘাত-সমুত্তিবর্তী অর্থাৎ সংঘাতদ্বারার অন্তর্গত ধর্ম ও অধর্ম নামক

(সৰ্বাস্থিৰ্বাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

উত্তরোৎপাদে চ পূৰ্বনিরোধাৎ ১২০ *

ভাস্তরানুবাদ ।

সংস্কারধারা যথাযথভাবে স্মৃৎ ও দুঃখকে উৎপাদন করিতে গিয়া আগন্তুক কাহাকেও অবলম্বন না করিয়া স্বয়ংই উৎপাদন করিবে, অথবা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন করিবে। যদি কাহাকেও অবলম্বন 'না' করিয়াই স্মৃৎদুঃখ উৎপাদন করে, তাহা হইলে সৰ্বদাই স্মৃৎদুঃখ উৎপাদন করিবে, যে সমর্থ ও অপেক্ষা অৰ্থাৎ অপর কাহারও অপেক্ষা করে না, তাহার ক্ষেপ অৰ্থাৎ বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। আর যদি অপরকে অবলম্বন করিয়া স্মৃৎদুঃখ উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই আসাদনের অৰ্থাৎ অবলম্বনের কারণরূপ কোনও প্রেক্ষাবান্ অৰ্থাৎ চেতন স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে প্রত্যয়োপনিবন্ধনবশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ হইল না। অতএব আগন্তুকানপেক্ষ অৰ্থাৎ যে আগন্তুককে অপেক্ষা করে না, এইরূপ সজ্জাতধারার সদৃশ অৰ্থাৎ সমানাকার বস্তুর উৎপত্তিকে অথবা বিসদৃশ অৰ্থাৎ অসমানাকারবস্তুর উৎপত্তিকে স্বভাব বলিয়াই ইনি স্বীকার করিবেন। আর তাহা হইলে ভাষ্যের যে দোষ দেওয়া হইয়াছে, সেই দোষই হইল।

অপি চ যদ্ ভোগার্থঃ সংঘাতঃ স্তাৎ এই গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে—যে ভোগ পায় নাই অথচ ভোগের অপেক্ষা করে, সে ব্যক্তি ভোগ পাইতে ইচ্ছা করিয়া তাহার উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, ইহা প্রত্যাশাসিদ্ধ অৰ্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অসুভবসিদ্ধ। সেই এই প্রবৃত্তি ভোগ ও তাহার সাধনের সময়ে বর্তমান ভোগভিন্ন কোন স্থায়ী ভোক্তাতে কল্পনা করা হয়, ক্ষণিক কোন বস্তুতে নহে। আর ভোগের সহিত অভিন্ন ব্যক্তিতেও নহে; কারণ, ভোগের জন্ত ভোগ হয় না এবং অন্তের ভোগে অল্প ব্যক্তিও সমর্থ হয় না। এইরূপ মোক্ষস্থলেও দেখিতে হইবে। সেস্থলে যদি বুদ্ধি অৰ্থাৎ ভোগেচ্ছা ও মুমুক্ষু মোক্ষেচ্ছা কোন স্থির বস্তু স্বীকার কর, তাহা হইলে অভ্যুপগেতহানি হয়, অৰ্থাৎ সকল বস্তুকে যে তোমরা ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার কর, তাহা পরিত্যাগ করা হয়। আর যদি, ক্ষণিক স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, (ইহার কারণ 'সেই এই প্রবৃত্তি' এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে)। ন তু সংঘাতঃ সিন্যেৎ ভোক্তৃভাবাৎ এই গ্রন্থের তাৎপর্য—ভোক্তার অভাববশতঃ প্রবৃত্তি না হওয়ায় কৰ্ত্তার অভাব হইবে। অতএব কৰ্ম্ম না হওয়ায় সংঘাত সিদ্ধ হইবে না। ১২০

শাস্তরভাসম্ ।

উত্তরোৎপাদে চ পূৰ্বনিরোধাৎ ১২০

উক্তম্ এতৎ অবিদ্যাदीनाम् উৎপত্তিमात्रनिमित्तत्वात् न सज्जातसिद्धिः अस्ति इति। तदपि तु उৎपत्तिमात्रनिमित्तत्वं न संभवति इति ईदम् ईदानीम् उपपद्यते। कण्ठज्जवादिनः अयम् अभ्युपगमः—उत्तरस्मिन् कणे उৎपद्यमाने पूर्वकणे निरुध्यते इति। न च एवम् अभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः कणयो हेतुफलभावः शक्यते सम्पादयितुम्। निरुध्यमानश्च निरुद्धश्च वा पूर्वकणश्च अभावप्रसङ्गात् उत्तरकणहेतुत्वानुपपत्तेः। अथ भावद्वयः परिनिष्पन्नावस्थः पूर्वकणः उत्तरकणश्च हेतुः, इति अभिप्रायः, तथापि न उपपद्यते, भावद्वयश्च पुनर्व्यापारकल्पनायां कणात्तरसम्बन्धप्रसङ्गात्। अथ भाव एव अश्च व्यापारः इति अभिप्रायः, तथापि नैव उपपद्यते, हेतुस्वभावानुपरक्तश्च फलश्च उৎपत्त्यसम्भवात्। स्वभावोपरागाभ्युपगमे च हेतुस्वभावश्च फलकालावस्थायिहे सति कण्ठज्जाभ्युपगमत्यागप्रसङ्गः, विनैव वा स्वभावोपरागेण हेतुफलभावम् अभ्युपगच्छतः सर्वत्र तत्प्राप्तेः अतिप्रसङ्गः।

ভাস্তরানুবাদ ।

সূত্রার্থ—উত্তরোৎপাদে চ আর উত্তরের উৎপাদে অৰ্থাৎ কার্যকণের উৎপত্তি হইলে পূৰ্ব্বশ্চ পূৰ্বের অৰ্থাৎ কারণকণের নিরোধাৎ নিরোধ হয় বলিয়া অবিজ্ঞাদি এক একটা পদার্থ সংস্কারাদি উত্তরোত্তর পদার্থের হেতু হইতে পারে না; কারণ, দেখা যায় পটাদিকার্যে তত্ত্বপ্রভৃতি কারণ বর্তমান থাকে।

ভাষ্যার্থ—পূৰ্ব স্মৃতে ইহা বলা হইয়াছে যে, অবিজ্ঞাদি কেবল উৎপত্তির প্রতি হেতু হয় বলিয়া সজ্জাত সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই উৎপত্তিমাাত্রনিমিত্তত্বও হইতে পারে না, অৰ্থাৎ কেবল উৎপত্তির হেতুও

* এখানে কোন প্রমাণপদ নাই এবং “চ”কার থাকায়, ইহা আরক অধিকরণের অঙ্গ মাত্র হইল।

(সৰ্বাতিশয়বাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[উত্তরোৎপাদে চ পূৰ্ব্বনিরোধাৎ । ২০]

ভাষ্যমুবাদ ।

হইতে পারে না, ইহাই এক্ষণে দেখান হইতেছে। ক্ষণভঙ্গবাদিগণ অর্থাৎ ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করেন যে, উত্তরক্ষণ উৎপত্তমান হইলে অর্থাৎ পরবর্তী বস্তু যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্বক্ষণ অর্থাৎ পূর্ববর্তী বস্তু নিকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ নষ্ট হয়। যিনি এইরূপ স্বীকার করেন, তিনি পূর্বক্ষণ ও উত্তরক্ষণের হেতুফলভাব অর্থাৎ কার্য্যাকারণভাব সম্পাদন করিতে পারেন না। কারণ, নিকৃষ্টমান যাহা কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে নষ্ট হইয়াছে) এবং নিকৃষ্ট (যাহা বহু পূর্বে বিনষ্ট হইয়াছে—এইরূপ) পূর্বক্ষণ অভাবগ্রস্ত বলিয়া উত্তরক্ষণের হেতু হইতে পারে না। আর যদি এইরূপ অভিপ্রায় হয় যে, ভাবভূত অর্থাৎ সংস্করূপ পরিনিপ্পন্নাবস্থ, অর্থাৎ যাহা এইমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ পূর্বক্ষণটী উত্তরক্ষণের হেতু, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না; কারণ, ভাবভূত পদার্থের যদি ব্যাপার কল্পনা কর, তাহা হইলে ক্ষণান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া পড়ে। আর যদি ভাবই তাহার ব্যাপার, ইহাই অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না; কারণ, হেতুস্বভাবানুপরক্ত ফলের, অর্থাৎ উপাদানকারণের সহিত তাদাত্ম্যবিহীন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। আর যদি স্বভাবের উপরাগ স্বীকার কর অর্থাৎ কারণ ধর্ম্মের অনুবৃত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে হেতুস্বভাব অর্থাৎ কারণের স্বভাব ফলকালাবস্থায়ী হইলে অর্থাৎ কার্য্যকালপর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, ক্ষণিকমত ত্যাগের আপত্তি হইবে। আর কারণস্বভাবের উপরাগ ব্যতীত অর্থাৎ সম্বন্ধব্যতীত কার্য্যাকারণভাব স্বীকার করিলে তাহার মতে সকলস্থানেই তাহা পাওয়া যায় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইবে, অর্থাৎ সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে।

শাক্তভাষ্যম্ ।

অপি চ উৎপাদনিরোধো নাম বস্তুনঃ স্মরূপমেব বা স্মাতাম্, অবস্থাস্তরং বা বস্তুস্তর-
মেব বা ? সৰ্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। যদি তবৎ বস্তুনঃ স্মরূপমেব উৎপাদনিরোধো স্মাতাম্
ততঃ বস্তুশব্দঃ উৎপাদনিরোধশব্দো চ পর্যায়াঃ প্রাপ্তুম্যুঃ। অথ অস্তি কশ্চিৎ বিশেষ ইতি
মন্ত্যেত, উৎপাদনিরোধশব্দাভ্যাং মধ্যবর্ত্তিনো বস্তুনঃ আদ্যস্তাখ্যে অবস্থে অভিলপ্যেতে
ইতি, এবমপি আদ্যস্তমধ্যক্ষণত্রয়সম্বন্ধিত্বাৎ বস্তুনঃ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ। অথ অভ্যস্ত-
ব্যতিরিক্তো এব উৎপাদনিরোধো বস্তুনঃ স্মাতাম্ অশ্বমহিবৎ, ততঃ বস্তু উৎপাদ-
নিরোধাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টম্ ইতি বস্তুনঃ শাস্ত্রতত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। যদি চ দর্শনাদর্শনে বস্তুনঃ উৎপাদ-
নিরোধো স্মাতাম্, এবমপি দ্রষ্টৃধর্ম্মো ভৌ ন বস্তুধর্ম্মো ইতি বস্তুনঃ শাস্ত্রতত্ত্বপ্রসঙ্গঃ এব।
তস্মাদপি অসঙ্গতং সৌগতং মতম্ । ২০

ভাষ্যমুবাদ ।

আরও উৎপত্তি ও নিরোধশব্দের অর্থ—বস্তুর স্বরূপই হইবে; অথবা অবস্থাস্তর হইবে? অথবা অন্তবস্তু
হইবে? কোনপ্রকারই সঙ্গত হয় না। যদি উৎপাদ ও নিরোধশব্দের অর্থ—বস্তুর স্বরূপই হয়, তাহা হইলে
বস্তুশব্দ এবং উৎপাদ ও নিরোধশব্দ পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ একাধবাচক হইয়া পড়িবে। আর যদি কিছু
বিশেষ আছে—ইহা মনে কর, তাহা হইলে উৎপত্তি ও নিরোধশব্দদ্বারা মধ্যবর্ত্তি বস্তুর আদি ও অন্ত অবস্থাকে
অভিলপিত করা হয় অর্থাৎ বলা হয়; কিন্তু এইরূপ বলিলেও আদি, অন্ত ও মধ্য এই তিন সময়ের সহিতই সম্বন্ধ
ধাকায় বস্তুর ক্ষণিকত্ব নষ্ট হয়। আর যদি অশ্ব ও মহিষের মত উৎপত্তি ও বিনাশশব্দ বস্তু হইতে অত্যন্ত
ভিন্ন হয়, তাহা হইলে বস্তুটী উৎপত্তি ও নিরোধের সহিত অত্যন্ত সম্বন্ধবিহীন হইল। অতএব বস্তু শাস্ত্রত-
অর্থাৎ নিত্য হইয়া পড়িল। আর যদি দর্শন ও অদর্শন—বস্তুর উৎপত্তি ও নিরোধ হয়, তাহা হইলেও
তাহারা দুইটি অর্থাৎ দর্শন ও অদর্শন দ্রষ্টার ধর্ম্ম হইল, বস্তুর ধর্ম্ম নহে, অতএব বস্তু শাস্ত্রত অর্থাৎ নিত্য হইয়া
পড়িবেই। সেইজন্তও বৌদ্ধমত অসঙ্গত।

ভাষ্যম্ ।

পূর্ব্বনুত্রেণ সঙ্গতিম্ অশ্ব আহ—“উক্তমেতদি”তি। হেতুপনিবন্ধনং প্রতীত্যসমুৎপাদম্
অভ্যুপেত্য প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো দূষিতঃ। সম্প্রতি হেতুপনিবন্ধনম্ অপি তৎ
দূষয়তি ইত্যর্থঃ। দূষণমাহ—“ইদম্ ইদানীম্” ইতি। “নিকৃষ্ট্যমানস্তে”তি। ন তবৎ

(সৰ্বাশ্ৰয়বাদিবোদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[উত্তরোৎপাদে চ পূৰ্বনিরোধোঃ । ২০]

ভামতী ।

বৈশেষিকং নিরোধকারণসান্নিধ্যং নিরুধ্যমানতা স্বীক্ৰিয়তে বৈনাশিকৈঃ অকারণং বিনাশম্ অভ্যুপগচ্ছন্তিঃ, তস্য অনিষ্টহাং । তস্মাৎ বিনাশগ্রস্তত্বম্ অচিরনিরুদ্ধত্বং নিরুধ্যমানত্বং বক্তব্যম্ । নিরুদ্ধত্বং চ চিরনিরুদ্ধত্বং বিবক্ষিতং, তথাচ উভয়োরপি অভাবগ্রস্তত্বাৎ হেতুত্বানুপপত্তিঃ । শব্দতে—“অথ ভাবভূত” ইতি । কারণস্য হি কার্যোৎপাদাৎ প্রাক্কালসত্তা অর্থবতী, ন কার্যকালে, তদা কার্যস্য সিদ্ধত্বেন তৎসিদ্ধার্থায়াঃ সত্তায়া অনুপযোগাৎ ইতি ভাবঃ । তদেতৎ লোকদৃষ্ট্যা দৃশ্যতি—“ভাবভূতস্যে”তি । ভূত্বা ব্যাপৃত্য ভাবাঃ প্রায়েণ হি কার্যঃ কুৰ্ব্বন্তঃ লোকে দৃশ্যন্তে । তথাচ স্থিরত্বম্, ইতরথা তু লোকবিরোধঃ ইতি ।

পুনঃ শব্দতে—“অথ ভাব এব”তি । যথাহুঃ—

“ভূতির্যৈবাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে” । ইতি ।

ভবতু এবং ব্যাপারবত্তা, তথাপি ক্ষণিকস্য ন কারণত্বম্ ইত্যাহ—“তথাপি নৈব উপপত্ততে” ক্ষণিকস্য কারণভাবঃ । যৎস্ববর্ণকারণা হি ঘটাদয়শ্চ রুচকাদয়শ্চ যৎস্ববর্ণাত্মানঃ অনুভূয়ন্তে । যদি চ ন কার্যসময়ে কারণং সৎ, কথং তেবাং তদাত্মনা অনুভবঃ । ন চ কারণসাদৃশ্যং কার্যস্য ন তু তাদাত্ম্যম্ ইতি বাচ্যম্, অসতি কস্যাচিৎক্ষণস্য অনুগমে সাদৃশ্যস্যপি অনুপপত্তেঃ । অনুগমে বা তদেব কারণং, তথাচ তস্য কার্যতাদাত্ম্যম্ ইতি সিদ্ধম্ অক্ষণিকত্বম্ ইত্যর্থঃ । সৰ্বথা বৈলক্ষণ্যে তু হেতুফলভাবঃ তদ্ব্যবহারাদৌ অপি প্রাপ্ত ইতি অতিপ্রসঙ্গঃ, ইত্যাহ—“বিনৈবে”তি । ন চ তদভাবভাবো নিয়ামকঃ, তস্য একস্মিন্ ক্ষণে অশক্যাগ্রহত্বাৎ । সামান্তস্য চ অকারণত্বম্ । কারণত্বে বা ক্ষণিকত্বস্থানে: অস্বপক্ষপাতপ্রসঙ্গাচ্চ ইতি ভাবঃ । অপিচ উৎপাদনিরোধয়োঃ বিকল্পত্রয়েহপি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ, ইত্যাহ—“অপিচ উৎপাদনিরোধো নাম” ইতি । পর্যায়ত্বাপাদনেহপি নিত্যত্বাপাদনং মন্তব্যম্ । “বস্তু উৎপাদনিরোধাত্ম্যম্ অসংসৃষ্টমিতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ” । সংসর্গেহপি অসতা সংসর্গানুপপত্তেঃ । সত্ত্বাভ্যুপগমে শাশ্বতত্বম্ ইতাপি দ্রষ্টব্যম্ । শেষং নিগদব্যাক্যাতম্ । ২০

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

নহু নিরুদ্ধত্বং অস্ত অভাবগ্রস্ততা নিরুধ্যমানস্ত কথম্, অত আহ—“ন ভাবদি”তি । যথাহি আরম্ভকতত্ত্বাদিসংযোগস্ত “নাশকণে পটাদে: বিলম্বমানস্তেব বিনশ্তদবস্থা বৈশেষিকৈঃ স্বীকৃত্য, ন তথা বৈনাশিকৈঃ ইত্যর্থঃ । নহু উভয়োঃ বিনাশগ্রস্তত্বে কো ভেদঃ, তত্রাহ—“তস্মাদি”তি । যৎ বিনাশগ্রস্তত্বং তৎ অচিরনিরুদ্ধত্বরূপং সৎ নিরুধ্যমানত্বং বক্তব্যং, তদেব চিরনিরুদ্ধত্বরূপং সৎ নিরুদ্ধত্বং বিবক্ষিতম্ ইত্যর্থঃ । কার্যকালে কারণস্য অসত্ত্বেন পূৰ্বক্ষণসময়ে হেতুত্বং ভাষ্যোক্তম্ অগুৰ্ত্তম্, যদাদীনাং কার্যে অধীমানানাম্ উপাদানভোগলভ্যত্বং ইতি, তত্রাহ—“কারণস্য হি” ইতি । “প্রায়েণ” ইতি ক্রিয়াজ্ঞানব্যাবৃত্ত্যর্থম্ । এবাং পদার্থানাং বা ভূতিঃ উৎপত্তিঃ, সৈব ক্রিয়া কারকম্ ইতি, চ উচ্যতে । “তদেব কারণমি”তি । সামান্তং হি ভেদবিকল্পাধিষ্ঠানত্বেন কারণম্ ইত্যর্থঃ । নহু সাদৃশ্যসিদ্ধৌ তদ্বলাৎ অনুগতরূপ-সিদ্ধিঃ, তদেব নাস্তি, অসত্যপি সাদৃশ্যে সাদৃশ্যত্বাৎ, অত আহ—“সৰ্বথা” ইতি । নহু বৈসাদৃশ্যেহপি তদ্ব্যবহারে পটত্বাৎ উপাদানো-পাদেয়ভাবঃ ইত্যাহ—“নচে”তি । একস্মিন্ পদার্থক্ষেপে তদভাবভাবস্য অশক্যাগ্রহত্বাৎ রাসভাদৌ অপি প্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ । অথ জাভ্যুপাধৌ কারণত্বং তদ্বি আতিরেব কারণং, ব্যক্তম্: তদবস্থা: হা: নাস্তা: । অস্ত্রকারণত্বস্য অস্ত্রত্ব অযোগাৎ দ্বয়াচ এতৎ নেষ্টম্ ইত্যাহ—“সামান্তস্য চে”তি । ভাষ্যে উৎপাদানিশ্চয়স্য বস্তুশব্দস্য চ পর্যায়ত্বাপাদনেহপি বস্তুনঃ নিত্যত্বাপাদনং দ্রষ্টব্যং, তথা সতি উৎপাদ-নিরোধয়োঃ অভাবাৎ ইত্যর্থঃ । ২০

ভামতীর অনুবাদ ।

উক্তম্ এতৎ এই গ্রন্থকার পূৰ্ব্বশব্দের সহিত ইহার সঙ্গতি বলিতেছেন । অর্থাৎ হেতুপনিবন্ধন প্রতীত্যসমুৎপাদ স্বীকার করিয়া লইয়া প্রত্যয়োগপনিবন্ধন প্রতীত্যসমুৎপাদে দোষ দেওয়া হইয়াছে ; সম্প্রতি হেতুপনিবন্ধন প্রতীত্যসমুৎপাদেও দোষ দিতেছেন । ইদম্ ইদানীং এই গ্রন্থকারা সেই দোষ কি, তাহাই বলিতেছেন । নিরুধ্যমানস্ত এই গ্রন্থের তাৎপর্য এই—বৈশেষিকের মত নিরোধ অর্থাৎ বিনাশের কারণের সান্নিধ্যকেই বোদ্ধগণ নিরুধ্যমানতা বলিয়া স্বীকার করেন না ; কারণ, বৈনাশিকগণ অর্থাৎ বোদ্ধগণ—যাহারা অকারণ অর্থাৎ বিনাকারণে—স্বভাবতঃই বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের তাহা অনিষ্ট অর্থাৎ অপ্রিয় নহে । অতএব নিরুধ্যমান বলিতে বিনাশগ্রস্ত বা অচিরনিরুদ্ধ অর্থাৎ অতি শীঘ্র যাহার বিনাশ

(সৰ্বস্বত্ববাদিবোধনতত্ত্বম্ ।)

উত্তরোৎপাদে চ পূৰ্বনিরোধো ১২*

ভাস্তর অম্ববাদ ।

হইয়াছে, তাহাই বলিতে হইবে। আর নিরুদ্ধ বলিতে—চিরনিরুদ্ধ অর্থাৎ যাহা বহু পূর্বে বিনষ্ট হইয়াছে তাহাই বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে উভয়ই অভাবগ্রস্ত হওয়ায় হেতু হইতে পারিল না। অথ ভাবভূত এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে—কারণের কার্যোৎপত্তির প্রাক্কালমত্বে অর্থাৎ পূর্বকালে বিদ্যমান থাকাই অর্থবতী অর্থাৎ প্রয়োজন, কিন্তু কার্যকালে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজনীয় নহে। কারণ, তখন কার্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য কারণের বিদ্যমান থাকার উপযোগিতা নাই। সেই এই বিষয়টিকে ভাবভূতম্ এই গ্রন্থদ্বারা লোকদৃষ্টি অম্বসারে দোষ দিতেছেন। প্রায়ই বস্তুসকল উৎপন্ন হইয়া তাহার পর ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়াযুক্ত হইয়া কার্য করিয়া থাকে—এইরূপ লোকমধ্যে দেখা যায়। আর তাহা হইলে স্থিরতাই সিদ্ধ হইল; অতথা লোকব্যবহার বিরুদ্ধ হয়।

অথ ভাব এব এই গ্রন্থদ্বারা পুনর্বার শঙ্কা করিতেছেন। যথা, নৌদ্ধাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—

ভূতির্থেষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে ।*

অর্থাৎ এই সকল পদার্থের যে ভূতি অর্থাৎ উৎপত্তি তাহাই ক্রিয়া এবং কারকও তাহাই বলা হয়। অর্থাৎ বৌদ্ধমতে ব্যাপার বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু স্বীকার করা হয় না। যাহা হউক, এইরূপ ব্যাপারবত্তা হয় হউক, অর্থাৎ ব্যাপার বলিয়া যদি স্বতন্ত্র কিছু না থাকে না থাকুক, তাহা হইলেও কণিকবস্তুর কারণ হয় না—ইহাই তথাপি নৈব উপপত্তিতে এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন, অর্থাৎ কণিকপদার্থ কারণ হইতে পারে—ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, যুৎসুবর্ণাদিকারণী অর্থাৎ মৃত্তিকা ও স্রবণাদি বাহাদের কারণ হয়—এইরূপ ঘটাদি ও রূচকাদি মৃত্তিকা ও স্রবণরূপ দেখা যায়। আর যদি কার্যকালে কারণ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অর্থাৎ ঘটাদিকে মৃত্তিকাদিস্বরূপে দেখা যায় কেন? আর যদি বল, কার্য কারণের সদৃশ কিন্তু তদাত্ম্য নহে, অর্থাৎ তৎস্বরূপ নহে—ইহা বলিতে পার না। কারণ, কোন রূপের অল্পগম অর্থাৎ অল্পবৃত্তি না হইলে সাদৃশ্যও হইতে পারে না। আর যদি অল্পগম হয় তাহা হইলে তাহাই কারণ। আর তাহা হইলে কারণ কার্যস্বরূপ হইল, এই প্রকারে অক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ কণিকত্বের ভঙ্গ হইল। আর কার্য ও কারণের সম্পূর্ণরূপে বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পার্থক্য হইলে, তদ্ব্যবচায়েও হেতু-ফলভাব অর্থাৎ কার্যকারণভাব হইয়া যায়, অতএব অতিবাস্তি হয়—ইহাই বিনৈব এই শঙ্কদ্বারা বলিতেছেন। আর তদভাবভাব অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য থাকে অর্থাৎ এতাদৃশ অম্বয়টী নিয়ামক অর্থাৎ কার্যকারণের ব্যবস্থাপকও নহে; কারণ, এককণে তাহা অশকাগ্রহ হয় অর্থাৎ জানিতে পারা যায় না, এবং সামান্য অর্থাৎ জ্ঞাতিও কারণ নহে। যেহেতু জ্ঞাতি যদি কারণ হয়, তাহা হইলে কণিকত্বের ব্যাঘাত হয় বলিয়া আমাদের মতেই আসিয়া পড়ে—ইহাই অভিপ্রায়। আরও উৎপাদ ও নিরোধ শব্দের তিন প্রকার বিকল্প করিলেও বস্তু শাস্ত্রত অর্থাৎ নিত্য হইয়া পড়ে—ইহাই অপিচ উৎপাদনিরোধো নাম এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। পর্যায়ত্বের অর্থাৎ একার্থত্বের আপাদন অর্থাৎ আপত্তি দেখাইলেও নিত্যত্বের আপাদন অর্থাৎ আপত্তি দেখান হইল, জানিতে হইবে। অর্থাৎ উৎপত্তি ও নিরোধ, বস্তু অপেক্ষা ভিন্ন না হওয়ায় তাহা উৎপত্তি ও নিরোধবিশিষ্ট হইল না, অতএব নিত্য হইয়া পড়িল। (অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তাহা অনিত্য, কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশ বস্তুস্বরূপ হইলে বস্তু উৎপত্তি বিনাশযুক্ত না হওয়ায় নিত্য হইয়া পড়িবে)। বস্তু উৎপাদনিরোধাত্ম্যাম্ অসংস্পষ্টম্ ইতি বস্তুনঃ শাস্ত্রতত্ত্বপ্রসঙ্গঃ (এই ভাষ্য গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছু বলিতেছেন)। উৎপত্তি ও নিরোধের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ হইলেও অসং অর্থাৎ কণিক বলিয়া অবিদ্যমান বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, এবং সম্বা অর্থাৎ বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে বস্তু নিত্য হইয়া পড়িবে—ইহাও দেখিতে হইবে। অর্থাৎ বস্তু যদি সং হয়, আর তাহার সহিত উৎপত্তির সম্বন্ধ হইলে বস্তু উৎপত্তির পূর্বে ছিল বলিতে হইবে অতথা তাহার সহিত উৎপত্তির সম্বন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ নিরোধের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ হইলে তৎকালে বস্তু ছিল বলিতে হইবে, অতএব উৎপত্তির পূর্বে এবং বিনাশকালেও থাকায় বস্তু নিত্য হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট ভাষ্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ১২*

* এই ভৌতিকটীর মূল কোষায় তাহা জানিতে পারি নাই। এই বিষয় তৎসংগ্রহপঞ্জিকাতে কমলপীল বুদ্ধবচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু কোন গ্রন্থের নাম করেন নাই। ইহার পূর্ণরূপ এই—

কণিকাঃ সর্বসংস্কারাঃ অস্থিরতয়া কৃতঃ ক্রিয়া । ভূতির্থেষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে ॥ (১১ পৃঃ বরোদা সংস্করণঃ)

(সর্বাতিভবাবিবোধমতঃনম্ ।)

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপদ্যমন্ত্ৰা ১২১ *

শাক্তভাষ্যম্ ।

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপদ্যমন্ত্ৰা ১২১

ক্ষণভঙ্গবাদে পূর্বকণো নিরোধগ্রস্তত্বাৎ ন উত্তরস্ত ক্ষণস্ত হেতুর্ভবতি ইত্যুক্তম্ । অথ অসত্যেব হেতৌ ফলোৎপত্তিঃ ক্রয়াৎ ততঃ প্রতিজ্ঞোপরোধঃ স্ত্রাৎ, চতুর্বিধান্ হেতুন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্ৰা উপদ্যন্তে—ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত ; নিহেতুকায়ঃ চ উপপত্তৌ অপ্ৰতিবন্ধাৎ সর্বং সর্বত্র উপদ্যেত । অথ উত্তরকণোৎপত্তিঃ যাবৎ অবতিষ্ঠতে পূর্বকণঃ—ইতি ক্রয়াৎ, ততো যোগপদ্যঃ হেতুফলয়োঃ স্ত্রাৎ । তথাপি প্রতিজ্ঞোপরোধ এব স্ত্রাৎ । ক্ষণিকাঃ সর্বৈ সংস্কারা ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা উপরুধ্যেত ১২১

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—অসতি অর্থাৎ হেতু না থাকিলেও কার্য হয়—ইহা স্বীকার করিলে, প্রতিজ্ঞোপরোধঃ অর্থাৎ তোমার প্রতিজ্ঞাহানি হয় ; কারণ, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, বিষয় ইন্দ্রিয় সহকারিকারণ ও সংস্কার এই চতুর্বিধ হেতু হইতে চিত্ত ও চৈত্ৰ অর্থাৎ নীলাদিজ্ঞান ও স্মৃতিদির উপপত্তি হয় । অত্যাধা অর্থাৎ আর যদি বল, উত্তরকণের উপপত্তিকাল পর্যন্ত পূর্বকণ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে যোগপদ্যম্ অর্থাৎ কার্য ও কারণের যোগপদ্য হয় অর্থাৎ এক সময়ে স্থিতি হয় বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতে ক্ষণিকত্ব ভঙ্গ হয় ।

ভাষ্যানুবাদ—ক্ষণভঙ্গবাদে অর্থাৎ ক্ষণিকমতে পূর্বকণ অভাবগ্রস্ত হয় বলিয়া উত্তরকণের হেতু হয় না—ইহা বলা হইয়াছে । আর যদি বল, হেতু না থাকিলেও কার্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয়, অর্থাৎ চতুর্বিধ হেতুকে (বিষয় ইন্দ্রিয় সহকারিকারণ ও সংস্কারকে) প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত ও চৈত্ৰ অর্থাৎ নীলাদিজ্ঞান ও স্মৃতিদির উপপত্তি হয়—তোমার এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় । আর নিহেতুক অর্থাৎ বিনা কারণে কার্যের উপপত্তি হইলে প্রতিবন্ধক না থাকায় সকল কার্যই সকল স্থানে উপপন্ন হইবে । আর যদি বল—উত্তরকণের উপপত্তি পর্যন্ত পূর্বকণ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্যের যোগপদ্য হয় অর্থাৎ একত্র স্থিতি হয় । তাহা হইলেও প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয় অর্থাৎ ভঙ্গ হয়, অর্থাৎ সকল সংস্কার অর্থাৎ কার্যই ক্ষণিক তোমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় ১২১

ভাস্তী ।

নীলাভাসস্ত হি চিত্তস্ত নীলাৎ আলম্বনপ্রত্যয়াৎ নীলাকারতা । সমনস্তরপ্রত্যয়াৎ পূর্ব-বিজ্ঞান্যৎ বোধরূপতা । চক্ষুঃ অধিপতিপ্রত্যয়াৎ রূপগ্রহণপ্রতিনিয়মঃ । আলোকাৎ সহ-কারিপ্রত্যয়াৎ হেতোঃ স্পষ্টার্থতা, এবং স্মৃতিদীনাম্ অপি চৈতন্যনাং চিত্তাভিন্নহেতুজানাং চত্বারি এভ্যন্তেব কারণানি । সেয়ং প্রতিজ্ঞা চতুর্বিধান্ হেতুন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্ৰা উপপত্তৌ ইতি অভাবকারণস্বৈ উপরুধ্যেত । “অথ উত্তরকণোৎপত্তিঃ যাবৎ অবতিষ্ঠতে” ইতি । উপপত্তিঃ উপপত্ত্যমানাং ভাবাৎ অভিন্না, তথাচ ক্ষণিকত্বহানিঃ ইতি প্রতিজ্ঞাহানিঃ ১২১

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

প্রতিজ্ঞোপরোধঃ ব্যাখ্যাভূঃ চতুর্বিধান্ভিত্ত্যাদি-প্রতিজ্ঞাং বৌদ্ধীয়াং ভাষ্যোক্তাং দর্শয়তি—“নীলাভাসস্তে”ভ্যাধিনা । তত্র ভাবৎ চতুর্থাৎ কারণানাম্ একস্মিন নীলপ্রভায়ে সমুচ্চয়েন কারণবিসিদ্ধার্থঃ স্বাভেদঃ প্রদর্শ্যতে । আলম্বনং চ তৎ প্রভায়ে কারণঃ চ ইতি তথোক্তম্ । ঐকিত্ত্ব জ্ঞানস্ত রসাদিসাধারণ্যে প্রাপ্তে রূপানরামকং চক্ষুঃ অধিপতিঃ, লোকে নিরাসকস্ত অধিপতিত্বাৎ ইতি । এবং চিত্তানাং জ্ঞানানাং চতুর্থা উপপত্তিঃ উক্তা চৈতন্যানাম্ অপি দর্শয়তি—“এবমি”তি । ইহং জ্ঞানং, যদোক্তস্বৈ সতি অপরোক্ষত্বাৎ, সম্ভবৎ ইত্যর্থঃ । অপরোক্ষত্বম্ অসুপ্তাবিব্যাবৃত্ত্যর্থম্ । একবিধসামগ্রীভেদে চিত্তসংঘটো বৌদ্ধগতয়ে চৈতন্যসংঘটঃ । চত্বারি এতানি কারণানি । অতএব চিত্তাভিন্নহেতুজম্ । উত্তরকণোৎপত্তিকালে পূর্বকণস্থিতৌ অপি ন স্থায়িত্বং সিধ্যতি । এককণেহপি উত্তরসম্ভবাৎ উত্তরকণস্ত

* এখানে “প্রতিজ্ঞোপরোধঃ” এবং “যোগপদ্যম্” এই প্রথমস্ত পদদ্বয় থাকাতোও অধিকরণ আরম্ভ হইল না । কারণ, নিবেদ্যার্থক পদ প্রথমস্ত হয় নাই । যথা—“নাভাব উপলক্ষঃ” (২০ শ্লো) এবং “নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ” (৩০ শ্লো) ইত্যাদি শ্লোকে এই পদের একান্ত বিশেষ প্রকৃতি নির্দেশ করা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত “অসতি” পদের অর্থ “না থাকার” এইরূপ হওয়ার ইং “ইতি চেৎ ন” এই শব্দযুক্ত শ্লোকভাষ্য হইতেছে এবং ইহাতে পূর্ব শ্লোকের সহিত বর্ণিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় । এক্ষণে এখানে পৃথক অধিকরণ আরম্ভ হইল না ।

(সৰ্ব্বান্তিভবাদিবোধমতখণ্ডনম্ ।)

প্রতিসংখ্যাঃ প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ১২২ *

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

দ্বিতীয়কণো ভবতু ইতি আশঙ্ক্য আহ—“উৎপত্তিঃ” ইতি । ভূতিতৎকর্জোঃ অভেদোপগমাৎ উত্তরভাবকণতদুৎপত্তী অভিযে । তথাচ পূর্বকণত উত্তরকণং যাবৎ অবস্থিতৌ যারিত্বম্ ইত্যর্থঃ ১২১

ভামতীর অনুবাদ ।

নীলাভাস অর্থাৎ নীলজ্ঞানরূপ চিত্ত নীলবস্তুরূপ আলম্বনপ্রত্যয় অর্থাৎ বিষয়রূপ কারণ হইতে নীল আকার হয় । পূর্বজ্ঞানরূপ সমনস্তর প্রত্যয় অর্থাৎ অতি নিকটবর্তি কারণ হইতে বোধরূপ হয় । চক্ষুরূপ অধিপতি প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ হইতে রূপেরই জ্ঞান হয় । আলোকরূপ সহকারিকারণ হইতে বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান হয় । এইরূপ চিত্তরূপ হেতু হইতে উৎপন্ন চৈত্ত সুখাদিরও এই চারিটিই কারণ । সেই এই প্রতিজ্ঞা—চারি প্রকার হেতুকে প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত ও চৈত্ত সকল উৎপন্ন হয়, ইহা—অভাবকে কারণ বলিলে বাধাপ্রাপ্ত হইবে । অথ উত্তরকণোৎপত্তিং যাবৎ অবতীর্ণতে এই গ্রন্থের তাৎপৰ্য্য—উৎপত্তি উৎপত্তমান পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে, এবং তাহা হইলে কণিকত্বের হানি হইল—ইহাই প্রতিজ্ঞাহানি ১২১

শাক্তরত্নায়ম্ ।

প্রতিসংখ্যাঃ প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ১২২

অপিচ বৈনাশিকাঃ কল্পয়ন্তি বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াৎ অগ্ন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকং চ ইতি । তদপি চ ত্রয়ং প্রতিসংখ্যাঃ প্রতিসংখ্যানিরোধে আকাশং চ ইতি আচক্ষতে । ত্রয়ম্ অপিচ এতৎ অবস্ত অভাবমাত্রং নিরূপাখ্যম্ ইতি মথ্যতে ।

বুদ্ধিপূর্বকঃ কিল বিনাশঃ ভাবানাং প্রতিসংখ্যানিরোধো নাম ভাস্যতে, তদ্বিপরীতঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ, আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইতি । তেষাম্ আকাশং পরন্তাৎ প্রত্যাখ্যান্যতি । নিরোধদ্বয়ম্ ইদানীং প্রত্যাচষ্টে । প্রতিসংখ্যাঃ প্রতিসংখ্যানিরোধয়োঃ অপ্রাপ্তিঃ অসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ । কস্মাৎ ? অবিচ্ছেদাৎ । এতৌ হি প্রতিসংখ্যাঃ প্রতিসংখ্যানিরোধে সন্তানগোচরৌ বা স্মাতাং ভাবগোচরৌ বা ? ন তাবৎ সন্তানগোচরৌ সম্ভবতঃ, সর্বেষু অপি সন্তানেষু সন্তানিনাম্ অবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তানবিচ্ছেদস্ত অসম্ভবাৎ । নাপি ভাবগোচরৌ সম্ভবতঃ । ন হি ভাবানাং নিরদ্বয়ো নিরূপাখ্যো বিনাশঃ সম্ভবতি, সর্বাস্থ অপি অবস্থাস্থ প্রত্যভিজ্ঞানবলেন অদ্বয়বিচ্ছেদদর্শনাৎ । অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাস্থ অপি অবস্থাস্থ কচিৎ দৃষ্টেন অদ্বয়বিচ্ছেদেন অগ্ন্যত্রাপি তদনুমানাৎ । তস্মাৎ পরপরি-কল্পিতস্ত নিরোধদ্বয়স্ত অনুপপত্তিঃ ১২২

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—বৌদ্ধগণ যে দুই প্রকার বিনাশ স্বীকার করেন, যথা—প্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক বস্তুর বিনাশ, এবং অপ্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থাৎ যাহার জ্ঞানপূর্বক বিনাশ হয় না অর্থাৎ যাহার স্বয়ং বিনাশ হয় । এই দুইপ্রকার বিনাশেরই অপপ্রাপ্তি অর্থাৎ সম্ভব নাই অবিচ্ছেদাৎ অর্থাৎ কারণ, কোন বস্তুরই বিচ্ছেদ হয় না ।

ভাষ্যানুবাদ—আরও বৌদ্ধগণ কল্পনা করেন যে, তিনটি ব্যতীত যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই সংস্কৃত অর্থাৎ উৎপন্ন এবং ক্ষণিক । আর সেই তিনটি—প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং

* এখানে “প্রতিসংখ্যাঃ প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ” এইরূপ নিবেদ্যার্থক প্রথমাস্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভকমুদ্র হওয়া উচিত ছিল । কারণ, “সমুদায়ে উভয়হেতুকেইপি তদপ্রাপ্তিঃ” এই (১৮৮) অমুরূপ পূর্ববর্তীহুত্রে অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু এখানে “অপ্রাপ্তিঃ” পদের পর “অবিচ্ছেদাৎ” এই হেতুপদ থাকায় এবং পরহুত্রে চকারবারা অন্ত হেতুর উল্লেখ থাকায় ইহা পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভক হইল না । অথচ অন্ত কোন আচার্য্যই ইহাকে পৃথক্ অধিকরণ করেন নাই । ভাস্কর ভাস্কর “অবিচ্ছেদাৎ” পদের পরিবর্তে “অসম্ভবঃ” পাঠ আছে ।

(সর্বাতিথ্যবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

প্রতিসংখ্যাহপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ১২২

ভাষ্যানুবাদ ।

আকাশ, ইহা বলেন। আর এই তিনটিই অবস্ত, অভাবমাত্র, * নিরূপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ-ভুচ্ছ,—ইহাই তাঁহারা মনে করেন।

ভাবসকলের অর্থাৎ বস্তুসকলের যে বুদ্ধিপূর্বক বিনাশ, অর্থাৎ এই বস্তুটিকে বিনাশ করিব, এইরূপ জ্ঞানপূর্বক যে বিনাশ, তাহাকে প্রতিসংখ্যানিরোধ বলে। তাহার বিপরীত বিনাশকে অর্থাৎ স্বভাবতঃই বস্তুর যে বিনাশ হয়, সেই বিনাশকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বলে। আবারণের অভাবমাত্রকে আকাশ বলে। তাহাদের মধ্যে আকাশকে পরে খণ্ডন করিবেন। † এক্ষণে নিরোধষয়ের খণ্ডন করিতেছেন। অর্থাৎ প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের অপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ কি, অর্থাৎ কেন অসম্ভব? তদুত্তরে বলা হইল অবিচ্ছেদাৎ অর্থাৎ যেহেতু বিচ্ছেদ হয় না। কারণ, এই প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কি সম্ভানগোচর হইবে। অর্থাৎ পদার্থের কার্যাকারণভাবে যে প্রবাহ চলে, সেই প্রবাহবিষয়ক হইবে? অথবা ভাবগোচর হইবে? অর্থাৎ একএকটি পদার্থবিষয়ক হইবে? তন্মধ্যে সম্ভানবিষয়ক সেই নিরোধষয় সম্ভব হয় না; কারণ, সকল সম্ভানেই অর্থাৎ সকল ধারাতেই সম্ভানীর অর্থাৎ প্রবাহের অন্তর্গত একএকটি বস্তুর অবিচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে কার্যাকারণভাব হওয়ায় সম্ভানবিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। (ভামতীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য) আর ভাবগোচরও সেই নিরোধষয় হয় না, অর্থাৎ একএকটি পদার্থবিষয়ক, ঐ দুইপ্রকার নিরোধও সম্ভব হয় না। কারণ, কোন বস্তুরই নিরোধ বিনাশ সম্ভব হয় না। অতএব নিরূপাখ্য বিনাশ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হওয়া রূপ বিনাশও সম্ভব হয় না। কারণ,

* এই তিনটিকে অভাবমাত্র বস্তু বলিতে বুদ্ধ এবং পরবর্তী বৌদ্ধগণ ইচ্ছা করেন নাই। বৈভাবিকমতে এই তিনটি নিত্য, সৌত্রান্তিকমতে কিন্তু কল্পিত। বিজ্ঞানবাদীর মতে ইহারও বিজ্ঞানস্বরূপ ও কণিক, আর শূন্যবাদীর মতেও ইহার কল্পিত, ইহাদের সাংযুক্তিক অর্থাৎ ব্যাবহারিক সম্বন্ধ আছে, কিন্তু পরমার্থতঃ ইহারও নাই অর্থাৎ শূন্য। শাস্ত্ররক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থে ইহাদের খণ্ডনের খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধমতের মণ্ডন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সেখানে বৈভাবিকমতে ইহাদিগকে জলধারার নিরোধে জলের জ্ঞান ভাববস্তুর বলিবার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়—বৈদিকগণের আক্রমণের কালে তাঁহাদের এই চেষ্টার আবির্ভাব হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরোধষয়কে অভাব বলাই প্রাচীন বৌদ্ধগণের লক্ষ্য ছিল। কারণ, নিরোধশব্দদ্বারা ইহার যে সমুদায়ের ধ্বংসস্বরূপ, তাহাই পাষ্ট বোধ হয়। তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর ধ্বংস হইলে ইহাদের নিত্যতাও সিদ্ধ হয়। কারণ, ধ্বংসের ধ্বংস নাই। কিন্তু এই মতই সূত্রকার খণ্ডন করেন বলিয়া বুদ্ধদেব হইতে শাস্ত্ররক্ষিত প্রভৃতি পরবর্তী বৌদ্ধগণ ইহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। বস্তুতঃ ইহাদিগকে ভাববস্তুর বলিলে এই মত নিত্যস্থ অযৌক্তিকই হয়। কারণ, ভাববস্তুর বলিলে যে বুদ্ধির দ্বারা বৈশেষিকমত খণ্ডিত হইয়াছে, সেই বুদ্ধির দ্বারাও ইহার খণ্ডিত হইবে। আকাশের ভাবাভাবত্বসম্বন্ধে ২৪শ সূত্রের টিপনী দ্রষ্টব্য।

† ভাষ্যে “প্রত্যাক্ষাত্তি” পদ দেখিয়া মনে হয়, এই বৌদ্ধমতখণ্ডন সূত্রকারেরই খণ্ডন। ভাষ্যকার যেখানে নিজে কিছু বলেন, সেখানে উক্তমতপুস্তকের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—“প্রদর্শয়িত্বাম” ইত্যাদি। এতদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সূত্রকারের সময় একটা বৌদ্ধমত ছিল। ইহারই কথা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে আছে। এজন্য ঐহারা ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমত থাকার ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ বুদ্ধদেবের পরবর্তী বলেন, তাঁহাদের কথা অসঙ্গত। বৌদ্ধগণও বুদ্ধের পূর্ববর্তী ২২ জন বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থে বৌদ্ধ শাস্ত্ররক্ষিত বেদের “নিমিত্ত” নামক শাখার সর্বজ্ঞ বুদ্ধের উল্লেখ আছে বলিয়াছেন, —বরোদা সংস্করণ ৯০৮-১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বোধিসত্ত্বসংগ্রহে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের মূলভূত শ্রুতি উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শবরভাট্টও ১১১৫ম অধিকরণে বৌদ্ধগণ আত্মপ্রত্যাপানে প্রবৃত্ত হইয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের “বিজ্ঞানমথন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যো সমুখায় তাস্মৈব অমুখিনস্ততি ন প্রেতা সংজ্ঞাতি”—এই বচনটি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন এবং বুদ্ধের পূর্ববর্তী উপবর্ষাচার্য্য তাহার খণ্ডন করিতেছেন। এজন্য বেদোক্ত বৌদ্ধমত ব্রহ্মসূত্রের সময় ছিল, আর তাহাই সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন। পুরাণেও শুদ্ধোদনপুত্র বুদ্ধ ভিন্ন ব্রাহ্মণ-বুদ্ধ, অজ্ঞানহৃত বুদ্ধ, বিষ্ণুরীকোক্ত মায়ামাহেশ্বর বুদ্ধ প্রভৃতি অল্প বুদ্ধের কথাও আছে। এই বেদোক্ত সর্বজ্ঞবুদ্ধের মতকে সর্বজ্ঞ কপিলের মতের জ্ঞান বোধাস্তিগণ বেদে পূর্বপক্ষরূপে উক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর তাহারই খণ্ডন করার ব্রহ্মসূত্রে সর্বজ্ঞ যে শ্রুতিসঙ্গতি আছে, তাহা এখানে রক্ষিত হইল। ব্রহ্মসূত্রে এমন কোন কথা থাকিতে পারে না, বাহাতে শ্রুতিসঙ্গতি নাই। যেহেতু ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ নীমাংসার অন্তর্ভুক্ত। এই বেদোক্ত বৌদ্ধমতই সৌমত বুদ্ধ গ্রহণ করিয়া তাহার সংস্কারসাধন করিলেও বেদের শিক্ষা করার তিনি বেদবাহক হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি শাক্যসিংহ ও পরবর্তী বৌদ্ধগণ বৈদিক বৌদ্ধমতেরই বিস্তার সাধন করিয়াছেন বলিয়া সেই বৌদ্ধমতের বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত ভাষ্যকার পরবর্তী বৌদ্ধগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কপিল বেদ মানিলেও অংশতঃ অবৈদিক হইয়াছেন। ফলতঃ বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আবার নিজ গুরু মতের বিকৃত করেন; কারণ, তাঁহারা পরম্পরে বিব্রতমতবাদী হইয়াছেন। বস্তুতঃ সূত্রকার বেদোক্ত বুদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন, আর ভাষ্যকার বেদোক্ত বৌদ্ধমত ও শাক্যসিংহের বৌদ্ধমত উভয়ই খণ্ডন করিয়াছেন। যেহেতু বেদোক্ত পূর্বপক্ষভূত বৌদ্ধমতেরই ইহার কোথাও পুষ্টিসাধন এবং কোথাও বিকৃতিসাধন করিয়াছেন। আর সূত্রার্থমধ্যে পরবর্তী বৌদ্ধমত খণ্ডন না করার, এই বাধ্য। যে সম্প্রদায়লব্ধ তাহাও ব্যাখ্যা গেল। মহাভারতও বৌদ্ধমতখণ্ডন আছে (শাঃ দোঃ ২১৮ অঃ)। তথায় “বেচিৎ” পদদ্বারা উক্তমতের অবতারণা করা হইয়াছে। টীকাকার লীলকণ্ঠ তথায় পরবর্তী বৌদ্ধমতের বিবৃতি করিয়া বাধ্য করিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্মসূত্র বুদ্ধের পরবর্তী নহে, এবং বৌদ্ধমতও প্রাচীন বৌদ্ধমতের পরিপুষ্টিবিশেষ।

(সৰ্বাতিথ্যবাদিবৌদ্ধমতবওনম্ ।)

প্রতিসংখ্যা২প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ১২২

ভাষ্যসুবাদ ।

সকল অবস্থাতেই প্রত্যভিজ্ঞাবলে, অদ্বয়ীর অবিচ্ছেদ দেখা যায়, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া অর্থাৎ পিণ্ড কপাল ঘট প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই যুক্তিকা এইরূপ দেখা যায় বলিয়া, অদ্বয়ীর অর্থাৎ সকল অবস্থায় অল্পগত যুক্তিকাদির বিচ্ছেদ হয় না, দেখা যায়। আর অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞান-অবস্থা-সকলেও অর্থাৎ যে সকল অবস্থায় প্রত্যভিজ্ঞান স্পষ্ট হয় না, সেখানেও কচিদৃষ্ট অদ্বয়ীর অবিচ্ছেদদ্বারা অর্থাৎ কোন কোন স্থলে যথা ঘটাদিতে অদ্বয়ী-যুক্তিকাদির অবিচ্ছেদ দেখা যায় বলিয়া অত্রাও অর্থাৎ যেখানে বিচ্ছেদ দেখা যায়, সেস্থলেও সেই অবিচ্ছেদের অসম্ভব হয়। অতএব বৌদ্ধকল্পিত নিরোধম্বয় অসঙ্গত ১২২

ভাষ্যতী ।

ভাবপ্রতীপা সংখ্যা বুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা, তয়া নিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ । সন্তম্ ইমম্ অসন্তম্ করোমি ইত্যেবমাকারতা চ বুদ্ধেঃ ভাবপ্রতীপম্ । এতেন অপ্রতিসংখ্যানিরোধোহপি ব্যাখ্যাতঃ । সন্তানগোচরো বা নিরোধঃ ? সন্তানিক্ৰণগোচরো বা ? ন তাবৎ সন্তানস্ত নিরোধঃ সম্ভবতি । হেতুফলভাবেন হি ব্যবস্থিতাঃ সন্তানিন এব উদয়ব্যয়ধর্ম্মাণঃ সন্তানঃ । তত্র যোহসৌ অন্ত্যঃ সন্তানী, যন্নিরোধাৎ সন্তানোচ্ছেদেন ভবিতব্যং, স কিং ফলং কিঞ্চিৎ আরভতে ন বা ? আরভতে চেৎ, নান্ত্যঃ । তথাচ ন সন্তানোচ্ছেদঃ । অনারম্ভে তু ভবেৎ অন্ত্যঃ কিন্তু স্ত্রাৎ অসন্ ; অর্থক্রিয়াকারিতয়াঃ সন্তালক্ৰণস্ত বিরহাৎ । তদসম্বন্ধে তজ্জনকম্ অপি অসজ্জনকম্ভেন অসৎ ইত্যনেন ক্রমেণ অসন্তঃ সর্বত্র এব সন্তানিনঃ ইতি তৎসন্তানঃ নিভরাম্ অসন্, ইতি কস্ত প্রতিসংখ্যা নিরোধঃ । ন চ সভাগানাং সন্তানিনাং হেতুফলভাবঃ সন্তানঃ, তস্ত বিসভাগোৎপাদঃ নিরোধঃ, বিসভাগোৎপাদক এব চ ক্ৰণঃ সন্তানস্ত অন্ত্যঃ । তথা সতি রূপবিজ্ঞানপ্রবাহে রসাদিবিজ্ঞানোৎপত্তৌ সন্তানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । কথঞ্চিৎসাক্ষিপ্যে বা বিসভাগেহপি অন্ততঃ সন্তয়া তৎ অস্তি ইতি ন সন্তানোচ্ছেদঃ । তৎ অনেন অভিসন্ধিনা আহ—“সর্বত্রো অপি সন্তানেষু সন্তানিনাম্ অবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তানবিচ্ছেদস্ত অসম্ভবাৎ” ইতি ।

“নাপি ভাবগোচরো সম্ভবতঃ” প্রতিসংখ্যা২প্রতিসংখ্যানিরোধো । অত্র তাবৎ উৎপন্ন-মাত্রাপ্রবৃত্তস্ত ভাবস্ত ন প্রতিসংখ্যানিরোধঃ সম্ভবতি, তস্ত পুরুষপ্রযত্নাপেক্ষাভাবাৎ ইতি অন্ত্যেব দুষণং, তথাপি দোষান্তরম্ উভয়স্মিন্ অপি নিরোধে ক্রতে—“ন হি ভাবানাম্” ইতি । যতঃ নিরহয়ঃ বিনাশঃ ন সম্ভবতি, অতঃ নিরূপাখ্যোহপি ন সম্ভবতি তেনৈব অদ্বয়িনা রূপেণ ভাবস্ত নষ্টস্তাপি উপাখ্যেয়ত্বাৎ । নিরহয়বিনাশাভাবে হেতুম্ আহ—“সর্বান্ম্ অপি অবস্থান্ম্” ইতি । যৎ যদহয়িরূপং তৎ তৎপরমার্থসদৃশত্বাৎ । অবস্থাস্ত বিশেষাখ্যা, উপজনাপায়ধর্ম্মাণঃ, তাসাং সর্বাসাম্ অনির্বচনীয়তয়া স্বতঃ ন পরমার্থসদৃশম্ । অদ্বয়ি এব তু রূপং তাসাং তদৃশম্ । তস্ত চ সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ন বিনাশঃ, ইতি অবস্থাবতঃ অবিনাশাৎ ন অবস্থানাং নিরহয়ো বিনাশ ইতি । তাসাং তদৃশস্ত অদ্বয়িনঃ সর্বত্র অবিচ্ছেদাৎ ।

স্বাদেতৎ, যুৎপিণ্ড-মৃদৃঘট-মৃৎকপালাদিষু সর্বত্র যুৎতদ্ব্যপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ভবতু এবম্ । তন্মোপলতলপতিতনষ্টস্ত তু উদবিন্দোঃ কিম্ অস্তি রূপম্ অদ্বয়ি প্রত্যভিজ্ঞায়মানং, যেন অন্ত ন নিরহয়ো নাশঃ স্ত্রাৎ, ইত্যত আহ—“অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানান্ম্ অপি” ইতি । অত্রাপি তৎ তোয়ং তেজসা মার্জিতমণ্ডলম্ অমৃদদ্বায় নীয়েতে ইতি অমৃমেয়ং, মৃদাদীনাম্ অদ্বয়িনাম্ অবিচ্ছেদদর্শনাৎ । শক্যং তু তত্র বক্তৃম্—

উদবিন্দো চ সিন্দো চ তোয়ভাবো ন ভিত্ততে ।

বিনষ্টেহপি ততো বিন্দাবন্তি তন্তাষয়োহমৃদুর্ধো ॥

তস্মাৎ ন কশ্চিদপি নিরহয়ো নাশ ইতি সিদ্ধম্ ১২২

(সৰ্ব্বাভিহাবাবিবোধনতৎপৰম্ ।)

প্রতিসংখ্যা২প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ । ২২

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

প্রতিপক্ষঃ প্রাতিলোম্যার্থঃ, সংখ্যাশব্দঃ বুদ্ধিবচনঃ ইতি বাচ্যে—“ভাবে”তি । “প্রতীপা” বিরোধিনী । নমু অস্ত্যাসক্তানিনঃ ন কলানারম্ভকথং, বতঃ অসংখ্যাগতিঃ । ন চ কলারম্ভে সন্তানানুচ্ছেদঃ, ন হি হেতুকলভাবমাত্রঃ সন্তানঃ, কিন্তু সজাতীরানং হেতুকলভাবঃ, তত্র বিরুদ্ধবিজাতীরকণোৎপত্তৌ অপি সজাতীরহেতুকলভাবরূপসন্তানঃ নিবর্ততে, ইতি আশঙ্ক্য আহ—“ন চ সত্যগানাম্” ইতি । হেতুন্ আহ—“তথা সতি” ইতি । সাদৃশ্যং হি সন্তানিনাং জ্ঞানানাং তুল্যজাতীরবিবরণে ন । বিবরণাৎ চ তুল্যজাতীরত্বং কিম্ অপারজাত্যা উত পরজাত্যা ? নাশ্চ, চৈতন্যসন্তানে অনুবর্ত্তমানে এব রূপজ্ঞানসন্তানবিরমে রসজ্ঞানোদয়ে সন্তানোচ্ছেদঃপ্রসঙ্গাৎ ইত্যুক্ত্য । দ্বিতীয়ঃ সূত্রতি—“কথঞ্চিৎ” ইতি । সন্তরা জাত্যা তৎসারূপ্যম্ অস্তি ইতি সৌগন্ধবসন্তানোপারমে সতি বিপুলসন্তানোদয়েহপি ন সন্তানোচ্ছেদঃ ভাব ইত্যর্থঃ । সন্তানগোচরৌ নিরোধৌ ভাবগোচরৌ বা ইতি বিকল্পা আশঙ্ক্য নিরস্ত দ্বিতীয়ঃ নিরস্ততি—“নাপি ভাব-গোচরৌ” ইতি । তাত্ত্বগতনিরস্বয়-নিরূপাধাৎপদয়োঃ হেতুহেতুমত্ভাবম্ আহ—“বত” ইতি । অগ্নিশিখরীণরূপকং নিরস্বয়ত্বম্, অসম্বন্ধ নিরূপাধাৎম্ । নমু বস্ত্র ঘটাদেঃ বিনাশঃ স ন অস্বরী, বস্ত্র তু সামান্ত্রিক অস্বয়ঃ তৎ ন নশতি, তৎ কথং সাংস্বয়ঃ নাপ্ত কত আহ—“নৎ বদস্বয়িরূপম্” ইতি । তত্ত্বশীলাতলগতিতত্ত্ব উদবিদ্যোঃ দৃষ্টমান্যস্মিরূপাভাবম্ অস্বরীকৃত্য অনুমানাৎ অস্বয়ঃ সমর্থিতঃ, ইদানীং প্রত্যক্ষেন অনুবৃত্তিম্ আহ—“শক্যং তু” ইতি । উদবিদ্যৌ উপলভগতিতে, সিন্দৌ সমুদ্রে চ তোরভাবঃ তোরকসামান্যং ন ভিত্ততে । তন্মাত্র উদবিদ্যৌ বিনষ্টেহপি তত্ত্ব বিদ্যোঃ সামান্ত্রিক্যেণ অনুযৌ অস্তি অস্বয়ঃ ইতি আন্তর্যলোক্যত্বম্ অর্থঃ । ২২

ভামতীর অনুবাদ ।

ভাব অর্থাৎ বস্ত্র তাহার প্রতীপ অর্থাৎ প্রতিফল যে সংখ্যা অর্থাৎ বুদ্ধি, তাহার নাম প্রতিসংখ্যা তাহার দ্বারা যে নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ, তাহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ । বিদ্যমান এই বস্তুকে অবিদ্যমান করিব—বুদ্ধির এই প্রকার অবস্থাকে ভাবপ্রতীপত্ব বলে । ইহার দ্বারাই অপ্রতিসংখ্যানিরোধও ব্যাখ্যা করা হইল । নিরোধটী কি সন্তানগোচর হইবে, অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে বস্তুর যে প্রবাহ চলিতেছে, তাহার হইবে ? অথবা নিরোধটী সন্তানিক্ষণগোচর হইবে ? অর্থাৎ সন্তানী—একএকটী বস্তুর নিরোধ হইবে ? কিন্তু সন্তানের নিরোধ সম্ভব নহে ; কারণ, হেতুকলভাবে অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে ব্যবস্থিত অর্থাৎ বিদ্যমান উদয়বায়ধর্মা অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল সন্তানীসকলই সন্তান নামে অভিহিত হয় । তাহার মধ্যে অস্ত্য অর্থাৎ সকলের শেষে উৎপন্ন হয় যে সন্তানী—যাহার বিনাশবশতঃ সন্তানের উচ্ছেদ হইবে, সেই সন্তানী কোন কল আরম্ভ অর্থাৎ উৎপন্ন করে কিনা ? যদি উৎপন্ন করে, তাহা হইলে সে অস্ত্য অর্থাৎ সকলের শেষে বর্ত্তমান হইবে না, এবং তাহা হইলে সন্তানের উচ্ছেদ হইবে না । আর যদি কোন ফল উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সে অস্ত্য হইবে বটে, কিন্তু অসৎ হইবে, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না । কারণ, তাহার (তোমার অভিপ্রেত) অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্তা নাই । তাহা অসৎ হইলে অসতের জনক বলিয়া তাহার কারণও অসৎ হইবে—এই প্রকারে সকল সন্তানীই অসৎ হইবে, অতএব সেই সন্তানীর সন্তানও একেবারেই অসৎ হইবে । অতএব প্রতিসংখ্যার দ্বারা তাহার নিরোধ হইবে ? আর সভাগ অর্থাৎ সজাতীয় সন্তানীসকলের কার্য্যকারণ-ভাবই সন্তান, তাহার বিসভাগ অর্থাৎ বিজাতীয় সন্তানীর উৎপাদই নিরোধ, এবং বিজাতীয় সন্তানীর উৎপাদক-কণই সন্তানের অস্ত্যকণ—ইহা বলিতে পার না । কারণ, তাহা হইলে রূপবিজ্ঞানপ্রবাহের মধ্যে রসজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে সন্তানের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে । আর যদি যে কোনপ্রকার সারূপ্য অর্থাৎ সাদৃশ্য থাকিলেই সন্তান থাকে, তাহা হইলে বিজাতীয় সন্তানীতেও অন্ততপক্ষে সজাত দ্বারা সারূপ্য থাকে, অতএব সন্তানের উচ্ছেদ হইবে না । সেইজন্য এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—সর্ব্বেষু অপি সন্তানেষু ইত্যাদি ।

আর বস্তুর প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ সম্ভব নহে ; এখানে (যদিও) উৎপন্ন হইবামাত্র অপ্রবৃত্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তিশূন্য যে বস্ত্র, তাহার প্রতিসংখ্যানিরোধ সম্ভব নহে ; কারণ, তাহার পুরুষের প্রযত্নের কোন অপেক্ষা নাই, এই দোষই হয়, তাহা হইলেও ন হি ভাবানাম—এই গ্রন্থে উভয় নিরোধেই অন্ত্যদোষ বলিতেছেন । যেহেতু নিরস্বয় বিনাশ অর্থাৎ যে বিনাশের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এইরূপ বিনাশ সম্ভব নহে, অতএব নিরূপাধা অর্থাৎ তুচ্ছ বা নিঃস্বরূপ হওয়াও সম্ভব নহে । কারণ, সেই অস্বয়িরূপের দ্বারাই অর্থাৎ যে রূপ কার্য্য নষ্ট হইলেও অবশিষ্ট বস্তুতে অল্পগত হয়, যেমন ঘটের মুক্তিকায়, সেই রূপের দ্বারাই বিনষ্ট কার্য্যও উপাধেয় অর্থাৎ নির্ব্বচনীয় অর্থাৎ ব্যবহারের যোগ্য হয় । সর্ব্বাস্থু অপি অবস্থাস্থু এই গ্রন্থে নিরস্বয় বিনাশ না হওয়ার পক্ষে হেতু বলিতেছেন । যাহা যাহার (ঘটাদিকার্য্যের) অস্বয়িরূপ অর্থাৎ যে রূপ সকল অবস্থাতেই অল্পগত হয়, তাহাই তাহার (ঘটাদিকার্য্যের) পরমার্থসদৃশ্য অর্থাৎ বাস্তবিক সত্তা । কিন্তু বিশেষাখ্য অর্থাৎ ঘট শব্দ ইত্যাদি বিশেষনামযুক্ত অবস্থাসকল উপজন্যায়ধর্মা অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল, সেই সকল অবস্থাই অনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বভাবতই তাহার বাস্তবিক সত্য নহে ।

(সৰ্বাভিযাষিবোদ্ধমতৎপদম্ ।)

উভয়থা চ দোষাৎ ১২৩

ভামতীর অনুবাদ ।

তাহাদের অধয়িরূপই সত্য, এবং সকল অবস্থাতেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া বিনাশ হয় না, এইরূপে অবস্থাবিশিষ্টের বিনাশ না হওয়ায় অবস্থাসকলের নিরর্থকবিনাশ হয় না। কারণ, তাহাদের অধয়িত্ব অর্থাৎ সৰ্ববিধ কার্যে অতুগত যথার্থ রূপের সকল অবস্থাতেই অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে।

আচ্ছা—যুৎপিও, যুক্তিকানির্মিত ঘট, যুৎকপালাদি সকল অবস্থাতে যুক্তিকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া এরূপ হইতে পারে। কিন্তু উক্তগুলির উপর পতিত হইবামাত্র বিনষ্ট জলবিন্দুর প্রত্যভিজ্ঞা হইবার উপযুক্ত অধয়িরূপ কি আছে, যেজন্ত ইহার নিরর্থক বিনাশ হইবে না। এইজন্ত অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাস্থি ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। এখানেও সেই জল তেজঃদ্বারা মেঘ হইবার জন্ত সূর্য্যমণ্ডলে নীত হয়, ইহা অনুমান করিতে হইবে; কারণ, অধয়িযুক্তিকাদির অবিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ইহা বলিতে পার—

উদবিষ্টো চ সিক্তো চ ভোয়ভাবো ন ভিত্ততে ।

বিনষ্টেইপি ততো বিম্বাবস্তি তত্ত্বায্যোহনুদো ॥

অর্থাৎ বিন্দুমাত্র জলে এবং সমুদ্রে জলত্বের কোন ভেদ নাই, অতএব বিন্দু নষ্ট হইলেও জলত্বরূপ সামান্যত্বপূরকারে সমুদ্রে তাহার অর্থ্য অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে। অতএব কোন বিনাশই নিরর্থক হয় না। ১২২

শাক্তভাষ্যম্ ।

উভয়থা চ দোষাৎ ১২৩

যোহয়ম্ অবিজ্ঞাননিরোধঃ প্রতिसংখ্যানিরোধান্তঃপাতী পরপরিকল্পিতঃ স সম্যগ্-জ্ঞানাৎ বা সপরিকরাৎ স্ত্রাৎ স্বয়মেব বা। পূর্ব্বস্মিন্ বিকল্পে নিহেতুকবিনাশাভ্যুপগম-হানিপ্রসঙ্গঃ। উত্তরস্মিন্ মাৰ্গোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। এবম্ উভয়থাপি দোষপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসমিদং দর্শনম্ ১২৩

ভাট্টানুবাদ ।

সূত্রার্থ—তোমার মতে অবিজ্ঞানবিনাশ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হয়, অথবা স্বভাববশতই হয়। প্রথমপক্ষে বিনা কারণে অবিজ্ঞান নষ্ট হয়, ইহা যে স্বীকার করিয়াছ, তাহা নষ্ট হয়, দ্বিতীয়পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের যে উপায় বলিয়াছ, তাহা বুঝা হয়। উভয়থা চ এই উভয়প্রকারেই দোষাৎ অর্থাৎ দোষ হয় বলিয়া বোদ্ধমত অসঙ্গত।

ভাট্টার্থ—এই যে অবিজ্ঞানবিনাশকে প্রতिसংখ্যানিরোধের অন্তর্গত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা যমনিয়মাদি পরিকর অর্থাৎ সামগ্রীসহকৃত তত্ত্বজ্ঞান হইতে হয়, অথবা স্বভাববশতই হয়? প্রথমপক্ষে বিনা কারণে অবিজ্ঞান বিনাশ হয়, ইহা যে স্বীকার করিয়াছ, তাহার হানি হয়, এবং দ্বিতীয়পক্ষে মাৰ্গোপদেশ অর্থাৎ জগত কণিক ইত্যাদি ভাবনা করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে, এইরূপ উভয়প্রকারেই দোষের আপত্তি হয় বলিয়া বোদ্ধমত অসঙ্গত। ১২৩

ভামতী ।

পরিকরঃ সামগ্রী সম্যগ্জ্ঞানস্ত যমনিয়মাদিঃ শ্রবণমননাদিশ্চ। মাৰ্গাঃ কণিকনৈরাশ্বাদি ভাবনাঃ। অতিরোহিতম্ অস্ত্রাৎ ১২৩।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

মোক্ষাভিহেতুত্বাৎ ভাবনারা মাৰ্গত্বম্ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

পরিকর অর্থাৎ সম্যকজ্ঞানের সামগ্রী, যম নিয়ম ইত্যাদি এবং শ্রবণ মনন ইত্যাদি। মাৰ্গ অর্থাৎ কণিক ও নৈরাশ্বাদি ভাবনা। অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুই কণিক, এবং তাহাদের আত্মা নাই—এইরূপ ভাবনা। অংশিষ্ট ভাষ্য চুক্তোদ্ধ নহে। ১২৩

• ইহাতে প্রথমতঃ স্পষ্ট নাই, হতরং ইহা আরও অধিকরণের অঙ্গ সুত্রবিশেষ। “চ”কার দ্বারাও তাহাই স্পষ্ট হইতেছে। এই সূত্রটি ভাষ্যভাষ্যে নাই।

(সৰ্বাস্থিত্ববাদিবোদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

আকাশে চাবিশেষাৎ ১২৪

আকাশে চাবিশেষাৎ ১২৪

যচ্চ তেষাম্ এব অভিপ্রেতং নিরোধদ্বয়ম্ আকাশং চ নিরুপাখ্যম্ ইতি, তত্র নিরোধ-
দ্বয়ম্ নিরুপাখ্যত্বং পুরস্তাৎ নিরাকৃতম্ । আকাশম্ ইদানীং নিরাক্রিয়তে । আকাশে চ
অযুক্তো নিরুপাখ্যত্বাভ্যুপগমঃ, প্রতिसংখ্যাপ্রতिसংখ্যানিরোধয়োৰিব বস্তুত্বপ্রতিপত্তেঃ
অবিশেষাৎ । আগমপ্রামাণ্যাৎ তাবৎ “আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ” (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি
শ্রুতিভ্য আকাশম্ চ বস্তুত্বসিদ্ধিঃ । বিপ্রতিপন্নান্ প্রতি তু শব্দগুণানুমেয়ত্বং বক্তব্যম্ ।
গন্ধাদীনাং গুণানাং পৃথিব্যাদিবস্ত্বাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ ।

অপিচ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছতাম্, একস্মিন্ সুপর্ণে পততি আবরণম্
বিহীনমাত্মনঃ সুপর্ণান্তরম্ উৎপিৎসতঃ অনবকাশত্বপ্রসঙ্গঃ । যত্র আবরণাভাবঃ তত্র পতিষ্যতি
ইতি চেৎ? যেন আবরণাভাবঃ বিশিষ্টতে, তৎ তর্হি বস্তুভূতম্ এব আকাশং স্তাৎ,
ন আবরণাভাবমাত্রম্ ।

অপিচ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশং মন্যমানম্ সৌগতম্ স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ
প্রসজ্যেত । সৌগতে হি সময়ে —

“পৃথিবী ভগবঃ কিংসল্লিশ্রয়া”

ইত্যস্মিন্ প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহে পৃথিব্যাदीनाम् অন্তে—

“বায়ুঃ কিংসংনিশ্রয়ঃ”

ইত্যম্ প্রশ্নম্ প্রতিবচনং ভবতি—

“বায়ুঃ আকাশসংনিশ্রয়ঃ” ইতি ।

তৎ আকাশম্ অনন্তত্বে ন সমঞ্জসম্ স্তাৎ । তস্মাৎ অপি অযুক্তম্ আকাশম্ অবস্তুত্বম্ ।
অপিচ নিরোধদ্বয়ম্ আকাশং চ ত্রয়মপি এতৎ নিরুপাখ্যম্ অবস্তু নিত্যং চ ইতি বিপ্রতি-
ষিদ্ধম্ । ন হি অবস্তুত্বঃ নিত্যত্বম্ অনিত্যত্বং বা সম্ভবতি, বস্ত্বাশ্রয়ত্বাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহারম্ ।
ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে হি ঘটাদিবৎ বস্তুত্বমেব স্তাৎ, ন নিরুপাখ্যত্বম্ ১২৪

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—শ্রুতি ও অনুমানদ্বারা আকাশে চ অর্থাৎ আকাশেও পৃথিব্যাদির মত বস্তু বলিয়া বোধ
হইবার পক্ষে অবিশেষাৎ অর্থাৎ কোন বিশেষ না থাকায় আকাশ নিরুপাখ্য নহে ।

ভাষ্যার্থ—আর তাঁহারা যেমন করেন—নিরোধদ্বয় ও আকাশ নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ বা ভূচ্ছ,
তাঁহার মধ্যে নিরোধদ্বয় যে নিরুপাখ্য, তাহা পূর্বে নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে আকাশের নিরুপাখ্য নিরাস
করা হইতেছে । আকাশেও নিরুপাখ্য স্বীকার করা উচিত নহে; কারণ, প্রতिसংখ্যানিরোধ ও অপ্রতি-
সংখ্যানিরোধের মত বস্তুত্বপ্রতিপত্তির পক্ষে অর্থাৎ বস্তু বলিয়া বোধ হইবার পক্ষে কোন বিশেষ নাই । বেদের
প্রামাণ্যবশতঃ যথা—আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি শ্রুতি
হইতে আকাশ যে বস্তু, তাহা সিদ্ধ হয় । আর বিপ্রতিপন্নের প্রতি অর্থাৎ বাহারা শ্রুতিকে শ্রদ্ধা করে না
তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে, শব্দরূপ গুণদ্বারা আকাশের অনুমান হয় । কারণ, গন্ধাদি গুণসকল পৃথিব্যাদি
বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে—ইহা দেখা যায় ।

আরও তাঁহারা আবরণের অভাবমাত্রকে আকাশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে একটি সুপর্ণ অর্থাৎ

* এ ক্ষুদ্রটীও আরদ্ধাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত । কারণ, এখানেও প্রশ্নমাত্র পদ নাই, এবং যেহেতু সমুচ্চরবোধক চকার বহির্ভাগে ।

(সর্গাস্থিহবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[আকাশে চাবিশেষাৎ ১২৪]

ভাষ্যম্ ।

পক্ষী আকাশে বিচরণ করিলে আবরণ হওয়ায় অল্প পক্ষী উড়িতে ইচ্ছা করিলে তাহার অবকাশ না হউক ! অর্থাৎ একটি পক্ষী আকাশে উড়িতে থাকিলে আবরণের অভাব ত থাকিল না, অতএব আবরণের অভাবরূপ আকাশ না থাকায় অপর পক্ষীর উড়িবার অবকাশ থাকিবে না । যদি বল যেখানে আবরণ নাই, সেখানে উড়িবে ? তাহা হইলে যাহার দ্বারা আবরণের অভাবকে বিশেষ করিবে, তাহা বস্তুস্বরূপই আকাশ হইবে, কেবল আবরণের অভাব নহে ।

আরও যিনি আবরণের অভাবমাত্রকে আকাশ বলিয়া মনে করেন, সেই বৌদ্ধের মতে, তিনি নিজে যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহারও সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে । কারণ, বৌদ্ধমতে—

পৃথিবী ভগবঃ কিংসন্নিশ্রয়ঃ ?

“হে ভগবন্ ! পৃথিবী কাহাকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়া আছে” ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরপ্রবাহে পৃথিব্যাদির শেষে—

বায়ুঃ কিংসন্নিশ্রয়ঃ

“বায়ু কাহাকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়া আছে” এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে—

বায়ুঃ আকাশসন্নিশ্রয়ঃ

“বায়ু আকাশকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়া আছে” ।* আকাশ যদি বস্তু না হয়, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হয় না । (কারণ, অবস্তু কখনও কাহারও আশ্রয় হইতে পারে না ।) অতএব আকাশ বস্তু নহে—ইহা অসঙ্গত ।

* এস্থলে “পৃথিবী ভগবঃ কিংসন্নিশ্রয়ঃ, বায়ুঃ কিংসন্নিশ্রয়ঃ, বায়ুরাকাশসন্নিশ্রয়ঃ” ইহার মূল বুদ্ধবাক্য আমরা পাইলাম না । ত্রিপিটকের অন্তর্গত দীঘবনিকায় মহাপরিনির্বাণসূত্রে দেখা যায়, যথা—“অয়ম্ আনন্দ মহাপট্টবী উদকে পতিষ্ঠতি, উদকং বাচে পতিষ্ঠতি তন্ বাতো আকাশঠো হোতি” । মনুজ সংস্করণ ৬৬ পৃষ্ঠা । ইহাই আবার নাগসেনকে সন্ধান করিয়া মিলিয়া প্রদেয় আছে । ইহারই সংস্কৃত দিব্যাবদান গ্রন্থেও আছে । কিন্তু ইহা ভূমিকম্পের কারণনির্ণয়প্রসঙ্গে তথ্য উক্ত—প্রথমপ্রতিবচনরূপে আশ্রয়নির্ণয়-প্রসঙ্গে নহে । কিন্তু অভিধর্মকোষের যশোমিত্রের টীকায় আছে—“উক্তং হি ভগবতা পৃথিবী ভো গৌতম কুত্র প্রতিষ্ঠিতা ? পৃথিবী ব্রাহ্মণ অপমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা । অপমণ্ডলং ভো গৌতম ক প্রতিষ্ঠিতম্ ? বায়ো প্রতিষ্ঠিতম্ । বায়ুঃ ভো গৌতম ক প্রতিষ্ঠিতঃ ? আকাশে প্রতিষ্ঠিতঃ । আকাশং ভো গৌতম কুত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ? অতিসরসি মহাব্রাহ্মণ, অতিসরসি মহাব্রাহ্মণ, আকাশং ব্রাহ্মণ অপ্রতিষ্ঠিতম্ অনলধনমিতি বিস্তরঃ, তন্মাৎ অস্তি আকাশম্ ইতি বৈভাবিকা ।” জাপানী সংস্করণ ১ম ভাগ, ১৫ পৃঃ । যাহা হউক এস্থলেও শঙ্করাচার্য্যধৃতপাঠের সহিত কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও অর্থ ও প্রসঙ্গের সাম্য আছে । কিন্তু তাহা হইলেও যশোমিত্র আকাশগ্রন্থের নাম করিলেন না । সুতরাং কোন্ গ্রন্থ হইতে আচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জানা গেল না । ফলতঃ, যাহারা আজকাল আচার্য্যের বৌদ্ধমতানুগত্যতা কল্পনা করিয়া বলেন—আচার্য্যকর্তৃক বৌদ্ধমত খণ্ডিত হয় নাই—তাহাদের এবং তাহাদের পূর্বতন অনেক টীকাকারেরও এই গ্রন্থের নাম বা সন্ধান জানা নাই, দেখা বাইতেছে । যশোমিত্র ও চন্দ্রকীর্্তি প্রভৃতি টীকাকারগণ বৈভাবিকমতে আকাশকে ভাবপদার্থ বলেন । শাস্ত্ররক্ষিতও এ বিষয়ে মীমাংসকের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু অনাবরণস্থানের স্পষ্ট অর্থ আবরণের অভাবই হয় । আর জড় ভাববস্তুর নিত্যতা অসঙ্গত হয় বলিয়া সূত্রকারের সময় বৌদ্ধগণই ইহাকে অভাবপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না । সূত্রকারপ্রভৃতির এই খণ্ডন দেখিয়া বুদ্ধদেবের সময় হইতে ইহাকে ভাবপদার্থ বলা হয় । ভাস্করভাষ্যেও আকাশের বস্তুত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য একটা বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যথা—

আকাশস্ত হিতিথীবন্ বাবচ্চ জগতঃ হিতিঃ । ভাবনম্ হিতিভূতাজ্ জগদ্ব্যখানি নিবৃত্তঃ ॥ (২২।২৪ ভাষ্য)

এইজন্ত প্রাচীন ও বৈদিক বৌদ্ধমত একটা স্বীকার্য্য হয় । এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধমতখণ্ডনে কপিলমতখণ্ডনের দ্বারা ভাস্করকর্তৃক বৈদ্যপ্রমাণ উদ্ধৃত হওয়ার বৈদিকপূর্বরূপরূপ বৌদ্ধমতের সত্তাই সিদ্ধ হয় । আকাশের অবস্তুত্বসম্বন্ধে শূন্তবাদীর লঙ্ঘ্যবতীরসূত্রের (জাপান সংস্করণ ১৭৭ পৃষ্ঠায়) ৩য় পরিচ্ছেদে আছে—

“নির্বাণাকাশনিরোধানান্ মহামতে তত্ত্বমেব নোপলভাতে সংখ্যারাম্” ।

চতুঃশতক ও আর্য্যসচর্চাগাথাতেও আকাশের নিরূপাখ্যাত সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে । মাধ্যমিককারিকা টীকায় চতুঃশতকবচন, যথা—

“আকাশঃ শশশৃঙ্গং চ বদ্যারামঃ পূত্র এব চ । অনন্তশান্তিলগ্যন্তে তথা ভাবেন্ কল্পনা” ॥ ৫২৮ পৃঃ

এবং আর্য্যসচর্চাগাথাবচন, যথা—

“আকাশনিশ্চিতসমান্তর আপম্বকো তন্নিশ্চিতা মহী পৃথিবী জগচ্চ” ১৬৬।১০ পৃঃ ।

আর বৌদ্ধমতের মতভেদদ্বারা সামঞ্জস্য করিতে গেলে বৌদ্ধমতের বিকৃতি তাহার শিষ্টগণ কর্তৃক হইয়াছিল— ইহাই সিদ্ধ হইবে । এইজন্ত মনে হয়, প্রাচীন বৌদ্ধমতের বিকৃতি বা সংস্কার বুদ্ধদেবের দ্বারা হয়, এবং তাহার মতও আবার তাহার শিষ্টগণের দ্বারা বিকৃত বা সংস্কৃত হয় । আর সেই প্রাচীন বৌদ্ধমতটী দৌত্রাজিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্তবাদ সাধারণ একটা মতবাদ । কারণ, বিকৃতিপূরণের (৩।৭।৯—৩।১৮।৩০ শ্লোকে) বৌদ্ধমতটী শ্রীধরবানী তজ্জপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বেদান্তসারে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্তবাদেরই মূলধর্মরূপ স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং সূত্রমধ্যে দৌত্রাজিক মতখণ্ডন আছে । এস্থলে বুদ্ধবাক্যের দ্বারা বৌদ্ধমতখণ্ডনটী নবীন ও প্রাচীন বৌদ্ধমতের সত্তা যেসময় সিদ্ধ করে, তজ্জপ তাহাদের বিরোধও প্রমাণিত করে । অতএব বেদবাক্যদ্বারা সেই বৌদ্ধমত খণ্ডন করার সেই প্রাচীন বৌদ্ধমতটীই বৈদে পূর্বরূপরূপ প্রাচীন বৌদ্ধমত বলিতে হয় ।

(সর্বান্তিমবাদিবোধমতগুণম্ ।)

[আকাশে চাবিশেষাৎ ১২৪]

ভাষ্যস্বাদ ।

আরও নিরোধক ও আকাশ এই তিনটিই তুচ্ছ অবস্তা ও নিত্য—ইহা বিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ বিরুদ্ধ । কারণ, অবস্তার নিত্য বা অনিত্য হওয়া সম্ভব নহে । যেহেতু ধর্ম্মদ্বিবিধাবহার বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে । ধর্ম্মদ্বিবিধ হইলে ঘটাদির মত আকাশ বস্তুই হইবে—তুচ্ছ নহে ১২৪

ভাষ্যতী ।

“আকাশে চ অবিশেষাৎ” এতৎ ব্যাচষ্টে—“যচ্চ তেষামি”তি । বেদপ্রামাণ্যে বিপ্রতিপন্নান্ অপি প্রতি শব্দগুণানুমেয়ত্বম্ আকাশস্ত বস্তুবাম্ । তথাহি—জাতিমত্বেন সামান্যবিশেষ-সমবায়োভ্যাং বিভক্তস্ত শব্দস্ত অস্পর্শত্বে [জাতিমত্বে চ] সতি বাহ্যৈকেন্দ্রিয়গ্রাহত্বেন গন্ধাদিবৎ গুণত্বম্ অনুমিতম্ । নায়ম্ আশ্রয়ঃ, বাহ্যৈন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ গন্ধবৎ । অতএব ন মনোগুণঃ, তদগুণানাম্ অপ্ৰত্যক্ষত্বাৎ । ন পৃথিব্যাদিগুণঃ, তদগুণগন্ধাদিসাহচর্য্যানুপলক্ষে । তস্মাৎ গুণো ভূতাদি গন্ধাদিবৎ অসাধারণেন্দ্রিয়গ্রাহঃ যদ্রব্যম্ অনুমাপয়তি, তৎ আকাশং পঞ্চমং ভূতং বস্তু ইতি ।

“অপি চ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছতঃ” ইতি । নিষেধ্য-নিষেধাদিকরণ-নিরূপণাধীননিরূপণো নিষেধঃ ন অসতি অধিকরণনিরূপণে শকাঃ নিরূপয়িতুম্ । তচ্চ আবরণাভাবাদিকরণম্ আকাশং বস্তু ইতি । অতিরোহিত[ার্থ]ম্ অগ্ৰাৎ ১২৪

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

শব্দস্ত আকাশাশ্রয়ত্বং পরিণেতঃ সাধয়তি—“তথাহি” ইতি । তত্চ হি ন তাবৎ ত্রব্যাদিত্যঃ অন্তত্বে এসকঃ । এসক্ চ তেষু বহুত্ব গন্তব্যত্বে সামান্যাদিত্যে তাবৎ অনন্তত্বাবম্ সাহ—“জাতিমত্বেন” ইতি । ত্রয়াণাং নিঃসামান্তরূপত্বাৎ ইত্যর্থঃ । ত্রব্যাকর্ষণাঃ অনন্তত্বাবম্ সাহ—গুণত্বেন শব্দস্ত আকাশাশ্রয়ত্বম্—“অস্পর্শে”তি । শব্দো গুণঃ জাতিমত্বে সতি বাহ্যৈকেন্দ্রিয়গ্রাহত্বাৎ গন্ধবৎ ইত্যর্থঃ । “বায়ুঃ স্পর্শনপ্রত্যক্ষঃ” ইতি মতে তস্মিন্ ব্যতিচারাত্মক—“অস্পর্শত্বো”ক্তিঃ । দিগাদিব্যাবৃদ্ধার্থম্ “ইন্দ্রিয়গ্রাহকঃ”তি । বাহ্যৈন্দ্রিয়গ্রাহকত্বাবরণায় “একঃ”তি । একেন্দ্রিয়গ্রাহগন্ধবাদিজাতোঃ অপাকরণায়—“জাতিমত্বে সতি” ইতি । তথাবিধাত্ববুদ্ভাসায় বাহ্যেতি উক্তম্ ১২৪

ভাষ্যতীর অর্থবাদ ।

আকাশে চ অবিশেষাৎ এই সূত্রকে যচ্চ তেষাম্ এই গ্রন্থদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন । যাহারা বেদের প্রামাণ্যে বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদিগের প্রতিও শব্দগুণদ্বারা আকাশ অনুমেয়, ইহা বলিতে হইবে । যথা—জাতিবিশিষ্ট বলিয়া সামান্য বিশেষ ও সমবায় হইতে ভিন্ন শব্দ, স্পর্শশূন্য হইয়াও জাতিবিশিষ্ট হইয়া একটিমাত্র বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া, গন্ধাদির মত গুণ, ইহা অনুমান করা হইয়াছে । এই শব্দ আশ্রয় নহে ; কারণ, ইহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ—যেমন গন্ধ । এই জন্তই মনের গুণ নহে ; কারণ, মনোগুণগুলি প্রত্যক্ষ হয় না । পৃথিবী প্রভৃতির গুণও নহে ; কারণ, তাহাদের গুণ গন্ধাদির সাহচর্য্য অর্থাৎ গন্ধাদির সহিত সমানাদিকরণ বলিয়া উপলব্ধ হয় না । অতএব গুণ হইয়া গন্ধাদির দ্বারা অসাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ অর্থাৎ কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যকে জানিতে পারা যায়, সেই শব্দ, যে ত্রব্যকে অনুমান করাইয়া দিতেছে, তাহা পঞ্চম ভূত—আকাশ বস্তু, অবস্তা নহে ।

“অপি চ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছতঃ” এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—নিষেধ্য-নিষেধাদিকরণনিরূপণাধীননিরূপণ নিষেধটি অর্থাৎ যাহার নিষেধ করা হইতেছে সেই প্রতিযোগীর, এবং নিষেধের যাহা অধিকরণ, তাহার নিরূপণবশতঃ যাহার নিরূপণ অর্থাৎ নিশ্চয় করা হয়, এইরূপ যে নিষেধপদার্থ, তাহা অধিকরণের নিশ্চয় না হইলে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ কোন স্থানে কোন বস্তুর নিষেধ করিতে হইলে যাহার নিষেধ করা হইতেছে, তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এবং যেখানে নিষেধ করিতেছি, সেই স্থানেরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক । ইহা ব্যতীত নিষেধ করা যায় না । যেমন ভূতলে ঘট নাই বলিলে ভূতলের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক এবং ঘটেরও জ্ঞান হওয়া আবশ্যক । ইহা না হইলে ভূতলে ঘট নাই—ইহা বলা যায় না । আর সেই আবরণাভাবের অধিকরণ আকাশ বস্তু । (তুচ্ছ বা নিরূপণ নহে) অবশিষ্টভাষ্য হুর্কোষ নহে ১২৪

(সৰ্বস্বত্ববাদিবোধোদয়ঃ।)

অনুস্মৃতেশ্চ ১২৫ *

শাকরভাষ্যম্।

অনুস্মৃতেশ্চ ১২৫

অপি চ বৈনাশিকঃ সৰ্বশ্চ বস্তুনঃ কণিকতাম্ অভ্যুপয়ন্ উপলব্ধুরপি কণিকতাম্ অভ্যুপেয়াৎ। ন চ সা সম্ভবতি, অনুস্মৃতেঃ। অনুভবন্ উপলব্ধিচ্ছ অনু উপলব্ধমানং স্মরণমেব অনুস্মৃতিঃ। সা চ উপলব্ধ্যেককৰ্তৃকা সত্যী সম্ভবতি, পুরুষাস্তরোপলব্ধিনিষয়ে পুরুষাস্তরশ্চ স্মৃত্যদৰ্শনাৎ। কথং হি 'অহম্ অদঃ অজ্রাক্ষম্ ইদং পশ্যামি' ইতি চ পূৰ্বোত্তর-দৰ্শিনি একস্মিন্ অসতি প্রত্যয়ঃ স্মৃতাৎ?

অপি চ দর্শনস্মরণয়োঃ কৰ্ত্তরি একস্মিন্ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ঃ সৰ্বশ্চ লোকশ্চ প্রসিদ্ধঃ—অহম্ অদঃ অজ্রাক্ষম্ ইদং পশ্যামি ইতি। যদি চ তয়োঃ ভিন্নঃ কৰ্ত্তা স্মৃতাৎ ততঃ অহম্ অজ্রাক্ষীৎ ইতি প্রতীয়াৎ। ন তু এবং প্রত্যোতি কশ্চিৎ। যত্র এবং প্রত্যয়ঃ তত্র দর্শনস্মরণয়োঃ ভিন্নমেব কৰ্ত্তারং সৰ্বলোকঃ অবগচ্ছতি—স্মরামি অহম্ অসৌ অদঃ অজ্রাক্ষীৎ ইতি। ইহ তু অহম্ অদঃ অজ্রাক্ষম্ ইতি দর্শনস্মরণয়োঃ বৈনাশিকোহপি আত্মানমেব একং কৰ্ত্তারম্ অবগচ্ছতি। ন নাহম্ ইতি আত্মনো দর্শনং নিবৃত্তং নিহ্নুতে। যথা অগ্নিঃ অমুখঃ অপ্ৰকাশ ইতি বা। তত্র এবং সতি একশ্চ দর্শনস্মরণলক্ষণলক্ষণদ্বয়সম্বন্ধে কণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ অপরিহার্য্যা বৈনাশিকশ্চ স্মৃতাৎ।

তথা অনস্তরাম্ অনস্তরাম্ আত্মন এব প্রতিপত্তিং প্রত্যভিজ্ঞানন্ এককৰ্তৃকাম্ আ উত্তমাৎ উচ্চাসাৎ অতীতাচ্চ প্রতিপত্তীঃ আজ্ঞানঃ আত্মৈককৰ্তৃকাঃ প্রতিসম্বন্ধানঃ কথং কণভঙ্গবাদী বৈনাশিকঃ ন অপত্রপেত।

স যদি ক্রয়াৎ সাদৃশ্যাৎ এতৎ সংপৎশ্রুতে ইতি। তং প্রতিক্রয়াৎ—ভেন ইদং সদৃশম্। ইতি দ্বয়ান্তত্বাৎ সাদৃশ্যশ্চ কণভঙ্গবাদিনঃ সদৃশয়োঃ দ্বয়োঃ বহুনোঃ গ্রহীতুঃ একশ্চ অভাবাৎ, সাদৃশ্যনিমিত্তং প্রতিসম্বন্ধানম্ ইতি মিথ্যাপ্রলাপঃ এব স্মৃতাৎ। স্মৃতেৎ পূৰ্বোত্তরয়োঃ কণয়োঃ সাদৃশ্যশ্চ গ্রহীতা একঃ, তথা সতি একশ্চ কণদ্বয়ানবস্থানাৎ কণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা পীডেত্যত।

ভেন ইদং সদৃশম্ ইতি প্রত্যয়ান্তরমেব ইদং, ন পূৰ্বোত্তরকণদ্বয়গ্রহণনিমিত্তম্ ইতি চেৎ? ন, ভেন ইদম্ ইতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ। প্রত্যয়ান্তরমেব চেৎ সাদৃশ্যবিষয়ঃ স্মৃতাৎ ভেন ইদম্ সদৃশম্ ইতি বাক্যপ্রয়োগঃ অনর্থকঃ স্মৃতাৎ। সাদৃশ্যম্ ইত্যেব প্রয়োগঃ প্রাপ্নুয়াৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অনুভবের পর জন্মে যে স্মৃতি, তাহা অনুস্মৃতি, সেই অনুস্মৃতি হয় বলিয়া, যাহার অনুভব হয়, সেই আত্মা কণিক নহে।

ভাষ্যার্থ—আরও বৈনাশিক সমস্ত বস্তুকে কণিক স্বীকার করিয়া উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তা আত্মারও কণিকত্ব স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ, অনুস্মৃতি হয়। অনুভব অর্থাৎ উপলব্ধির পরে উপর হয় যে স্মরণ, তাহাই অনুস্মৃতি। আর তাহা উপলব্ধ্যেককৰ্তৃকা অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনুভবের কৰ্ত্তা, সেই স্মরণের কৰ্ত্তা হইলে সম্ভব হয়। কারণ, অত্র ব্যক্তির অনুভূতবিষয়ে অত্রব্যক্তির স্মৃতি হইতে

* ইহাতেও প্রথমাস্তপদ না থাকার এবং হেতু সমুচ্চয়বোধক "চ"কার থাকার, ইহাও আরও অধিকরণের জঙ্গ পত্র।

(সৰ্বাভিহাৰিবোধমতমতনম্ ।

[অন্তঃস্বতঃ ১২৫]

ভাষ্যানুবাদ ।

দেখা যায় না । “আমি উহা দেখিয়াছিলাম” এবং “ইহা দেখিতেছি”—এই প্রত্যয় পূৰ্বাপর বস্তুর ভেদে একব্যক্তি না হইলে কি করিয়া হয় ?

আরও দর্শন ও স্মরণের কর্তা একব্যক্তিতে যে প্রত্যভিজ্ঞারূপপ্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, ইহা সকল লোকেরই নিকট প্রসিদ্ধ । যথা, যে আমি তাহা দেখিয়াছিলাম সেই আমি তাহা আজ স্মরণ করিতেছি এবং যে আমি ইহা দেখিয়াছিলাম সেই আমি আজ ইহা দেখিতেছি, ইত্যাদি । যদি তাহাদের কর্তা ভিন্ন হইত, তাহা হইলে, “আমি স্মরণ করিতেছি” এবং “অপর ব্যক্তি দেখিয়াছিল”—ইহা মনে হইত । কিন্তু একরূপ ত কেহ মনে করে না । যেখানে এইরূপ মনে হয়, সেখানে দর্শন ও স্মরণের কর্তা ভিন্নই লোকে মনে করে, যথা—“আমি ইহা স্মরণ করিতেছি,” এবং “সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছিল” । এখানে কিন্তু “আমি ইহা দেখিয়াছিলাম”—এই রূপে দর্শন ও স্মরণের কর্তা এক আত্মাকেই বোদ্ধ ও অহুভব করেন । “আমি দেখি নাই”—এই বলিয়া পূর্বে নিষ্পন্ন আত্মার দর্শনকে নিজের অর্থাৎ গোপন করেন না, যেমন অগ্নি উষ্ণ নহে, অথবা প্রকাশযুক্ত নহে । সেখানে এইরূপ হইলে একব্যক্তির দর্শন ও স্মরণরূপ দুইক্ষণের সহিত সম্বন্ধ হইলে বোধের পক্ষে সকল বস্তুর ক্ষণিকত্বস্বীকারের ব্যাঘাত অপরিহার্য হইয়া পড়িবে ।

আর এখন হইতে উত্তম উচ্চাস অর্থাৎ শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত অনন্তরাম্ অনন্তরাম্ অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎপন্ন নিজেরই জ্ঞানকে এককর্তৃক অর্থাৎ আমিই ইহা করিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা করিয়া, এবং জন্ম হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত অতীত জ্ঞানগুলিকে একমাত্র আত্মকর্তৃক উৎপন্ন অর্থাৎ আমারই এই সকল জ্ঞান হইয়াছে—ইহা প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ জানিয়া ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ লজ্জিত হইবেন না কেন ?

তিনি যদি বলেন—সাদৃশ্যবশতঃ ইহা নির্বাহ হইবে । তাহা হইলে ত্রুণবাদী তাহাকে বলিবে—ইহা তাহার সদৃশ, এই সাদৃশ্যটি ইহা (অল্পমোগী) তাহার (প্রতিযোগীর) এই দুইটির অধীন বলিয়া ক্ষণিকবাদীর মতে সদৃশবস্তুত্বের জ্ঞানকর্তা একব্যক্তি না থাকায় সাদৃশ্যবশতঃ এই জ্ঞান হইয়াছে, ইহা কেবল মিথ্যাপ্রলাপ করা হইবে । সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে পারে, যদি পূৰ্বাপর বস্তুত্বের সাদৃশ্যজ্ঞানের কর্তা একজন হয়, তাহা হইলে একব্যক্তির দুইক্ষণে অবস্থান হওয়ায় সকল বস্তুই ক্ষণিক বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা নষ্ট হইবে ।

যদি বলেন—ইহা তাহার তুল্য—এই জ্ঞানটি স্বতন্ত্র একটি জ্ঞান, পূৰ্বাপর বস্তুত্বের জ্ঞানজগত্ নহে । তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পারেন না । কারণ, ইহা তাহার সদৃশ—এই জ্ঞানটি ইদং পদার্থ ও তৎ পদার্থ এই দুইটি ভিন্ন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে । এই সাদৃশ্য জ্ঞানটি (যদি বস্তুত্বের জ্ঞানজগত্ না হইয়া) অথ একটি জ্ঞানই হইত, তাহা হইলে ইহা তাহার তুল্য—এইরূপ বাক্যব্যবহার অনর্থক হইত । • কেবল সদৃশ এইরূপ বাক্যপ্রয়োগই হইত ।

ভানতী ।

বিভজ্যতে—“অপি চ বৈনাশিকঃ সর্বশ্চ বস্তুনঃ” ইতি । যন্তু সত্যপি এতন্মিহ উপলক্ষ্য-স্বৰ্গোঃ অত্বেহপি সমানা[কার]য়াঃ সম্বতো কার্য্যকারণভাবে স্মৃতিঃ উপপৎস্বতে ইতি মন্যমানঃ ন পরিতুগ্যতি তং প্রতি প্রত্যভিজ্ঞাসমাজ্ঞাতপ্রত্যক্ষবিরোধম্ আহ—“অপি চ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্তরি” ইতি । “ততঃ অহম্ অদ্রাক্ষীৎ ইতি প্রতীয়াৎ” অহং স্মরামি, অত্বেহপি অদ্রাক্ষীৎ ইত্যর্থঃ । প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষবিরোধপ্রপঞ্চস্ত উত্তরঃ । “আজ্ঞানঃ আ চ উত্তমাৎ উচ্চাসাৎ” আমরণাৎ ইত্যর্থঃ । ন চ সাদৃশ্যনিবন্ধনং প্রত্যভিজ্ঞানং, পূৰ্বাপরক্ষণদর্শিনঃ একশ্চ অভাবে তদনুপপত্তেঃ । শঙ্কতে—“তেনেদং সদৃশম্” ইতি । অয়মর্থঃ—বিকল্পপ্রত্যয়োহয়ং, বিকল্পশ্চ স্বাকারং বাহ্যতয়া অধ্যবস্তুতি, ন তু তত্ত্বতঃ পূৰ্বাপরো ক্ষণো তয়োঃ সাদৃশ্যং বা গৃহ্যতি । তৎ কথম্ একশ্চ অনেকদর্শিনঃ স্থিরশ্চ প্রসঙ্গ ইতি ? নিরাকরোতি—“ন, তেন ইদম্ ইতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ” ইতি । নানাপদার্থসংভিন্নবাক্যার্থাবভাসঃ তাবৎ অয়ং বিকল্পঃ প্রথমে । তত্র এতে নানাপদার্থা ন প্রথমে ইতি ত্রুণাণঃ স্বসংবেদনং বাধেত । ন চ একশ্চ জ্ঞানশ্চ নান্যাকারঃ সম্ভবতি, একত্ববিরোধোৎ । ন চ তাবন্তি এব জ্ঞানানি ইতি যুক্তঃ ;

(সৰ্ব্বাভিহাৰ্য্যাদিবোধনতত্ত্বম্ ।)

[অনুশ্রুতেশ্চ ১২৫]

ভাসতী ।

তথা সতি প্রত্যাকারং জ্ঞানানাং সমাপ্তেঃ, তেষাং চ পরম্পরবার্তাজ্ঞানাভাবাৎ নানা ইত্যেব ন
শ্রাৎ । তস্মাৎ পূৰ্ব্বাপরক্ষণতৎসাদৃশ্যগোচরত্বং জ্ঞানস্ত বক্তব্যম্ । ন চ এতৎ পূৰ্ব্বাপরক্ষণাব-
স্থায়িনম্ একং জ্ঞাতারং বিনা, ইতি ক্ষণভঙ্গভঙ্গপ্রসঙ্গঃ ।

বেদান্তকল্পতরু ।

“সত্যপি এতন্মিন্” অনুশ্রবণে ইত্যর্থঃ । উপলক্ষিস্ত্রোঃ অস্ত্বেইপি স্মৃতিঃ উপপত্তিতে ইত্যর্থঃ । স্মিন্ মতে স্মিত্যতিরিক্ত-
কৰ্ত্তাভাবাৎ উপলক্ষিত্বতী এব উপলক্ষস্বৰ্ত্তারো তরোৰ্ভেদেইপি একসমুত্তিগতত্বেন কাৰ্য্যাকারণভাবাৎ ন অতিপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তং ভবতি ।
প্রত্যভিজ্ঞাহেন সমাজ্ঞাতঃ সম্যক্ জ্ঞাতম্ । অহম্ অস্মাকীৎ ইতি বধাশ্রিতে অপপ্রয়োগতা শ্রাৎ তাং পরিহারতি—“অহং স্মরণমি” ইতি ।
পূৰ্ব্বোক্তরক্ষণব্রহ্মণাভাবে তেন ইদম্ ইত্যাকারপ্রত্যয়োদয়াযোগাৎ ভাৰত্বশব্দানুপগতিম্ আশঙ্ক্য আহ—“ন তু ভবত” ইতি । ক্ষণভঙ্গ-
বাদী শ্রষ্টব্যঃ তেন ইদং সদৃশম্ ইতি প্রত্যয়ে তত্ত্বেন্দ্রিয়বজ্জিল্লো অর্থো তয়োঃ সাদৃশ্যং চ কিং ন ভাসন্তে, ভাসমানানি বা কিং জ্ঞানস্ত
আকারঃ, উত তস্মাৎ ভিন্নানি, যদা জ্ঞানাকারত্বং তদা তজ্জ্ঞানং কিম্ একম্ উত নানা ইতি । নান্ত ইত্যাহ—“বসংবেদনম্” ইতি ।
জ্ঞানাকারত্বপক্ষে একস্ত নানাঃ বাহতম্ ইত্যাহ “ন চ একস্ত” ইতি । জ্ঞানভেদঃ নিরূপ্যে—“ন চ তাবন্তি” ইতি । একজ্ঞানেন
নানাপদার্থোক্তে হি নানা ইতি উল্লেখো ভবতি, ন জ্ঞানভেদে ইত্যর্থঃ । পরিপ্ৰেয়াং জ্ঞানাৎ ত্রিঃ অর্থঃ অভূপেয়ঃ তস্ত চ নানাকারস্য
তত্ত্বেন্দ্রিয়সম্পদস্য পরামর্শঃ স্থায়িনি আস্থানি সতি সম্ভবতি ইত্যাহ—“তস্মাদি”তি ।

ভাসতীর অনুবাদ ।

অপিচ বৈশাখিকঃ সৰ্ব্বশ্চ বস্তুনঃ এই গ্রন্থদ্বারা বিভাগ করিতেছেন। আর যিনি ইহা হইলেও
অর্থাৎ অনুশ্রবণ হইলেও উপলক্ষিকৰ্ত্তা ও স্বৰ্ত্তা অর্থাৎ অনুভবকৰ্ত্তা ও শ্রবণকৰ্ত্তা ভিন্ন হইলেও সমান সম্মানে
কাৰ্য্যাকারণভাব থাকায় স্মৃতি হইতে পারিবে—ইহা মনে করিয়া সন্তুষ্ট না হন, তাহার প্রতি অপিচ
দর্শনশ্রবণয়োঃ কৰ্ত্তৃরি এই গ্রন্থদ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাসমাজ্ঞাত অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রাপ্ত সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত
প্রত্যক্ষবিষয় বলিতেছেন। ততঃ অহং অস্মাকীৎ এই গ্রন্থের অর্থ—আমি শ্রবণ করিতেছি, এবং
অপরে দেখিয়াছিল। বিস্তার করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষের যে বিরোধ দেখাইয়াছেন—তাহাই ইহার উত্তর।
আজ্ঞানঃ অর্থ—জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া আচ উত্তমাৎ উচ্ছ্রাসাৎ অর্থাৎ—উত্তম উচ্ছ্রাস—শেষ
নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ মরণপর্য্যন্ত। আর সাদৃশ্যবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞান হয়—ইহা বলিতে পার না। কারণ,
পূৰ্ব্বাপরক্ষণ দর্শন করেন—এইরূপ এক ব্যক্তি যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার উপপত্তি হইতে পারে না।
তেনেদং সদৃশম্ এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে—ইহা বিকল্প জ্ঞান, এবং
বিকল্পজ্ঞান নিজের আকারকে বাহুরূপে নিশ্চয় করিয়া থাকে, কিন্তু পূৰ্ব্বাপরবস্ত অথবা তাহাদের
সাদৃশ্যকে গ্রহণ করে না। অতএব কি করিয়া এক ব্যক্তি অনেককে দর্শন করিতেছে বলিয়া তাহার স্থিরত্বের
আপত্তি হইবে? ন এই গ্রন্থদ্বারা তাহা নিরাস করিতেছেন। তেন ইদমিতি ভিন্নপদার্থোপাদানাত
এই গ্রন্থের তাৎপৰ্য্য এই যে—এই বিকল্পটি নানাপদার্থঘটিত বাক্যার্থজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ; সেই
জ্ঞানে এই নানাপদার্থ ভাসমান হয় না—ইহা যিনি বলেন, তিনি নিজের জ্ঞানকেই বাধা দিবেন, এবং এক
জ্ঞানের নানা আকার হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, তাহা একত্বের বিরোধী, অর্থাৎ এক ব্যক্তি নানা হইবে
কিহুপে? আর আকার যতগুলি জ্ঞানও ততগুলি—ইহা বলাও উচিত নহে; কারণ, তাহা হইলে প্রতি
আকার জ্ঞান সমাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া তাহাদের পরম্পর কোন সম্বন্ধেরই জ্ঞান না হওয়ায় নানা ইহাই
হইতে পারে না, অতএব বাধা হইয়া পূৰ্ব্বাপর বস্ত ও তাহাদের সাদৃশ্যবিষয়ক জ্ঞান হয়—ইহা বলিতে
হইবে, এবং ইহা পূৰ্ব্বাপর কালে বর্তমান জ্ঞানকৰ্ত্তা এক ব্যক্তি বাতীত হইতে পারে না। অতএব ক্ষণভঙ্গবাদ
ভঙ্গ হইয়া পড়িবে।

শাক্তরত্নম্ ।

যদাহি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থঃ পরীক্ষকৈঃ ন পরিগৃহ্যতে, তদা স্বপক্ষসিদ্ধিঃ পরপক্ষ-
দোষো বা উভয়মপি উচ্যমানং পরীক্ষকাণাম্ আত্মনশ্চ যথার্থত্বেন ন বুদ্ধিসত্তানম্
আরোহতি। এবম্ এব এষঃ অর্থ ইতি নিশ্চিতং যৎ তদেব বক্তব্যম্। ততঃ অস্ত্বে উচ্যমানং
বহুপ্রমাণিত্বম্ আত্মনঃ কেবলং প্রত্যাপয়েৎ। ন চ অয়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যবহারো যুক্তঃ।
তদ্ব্যবহারগমাৎ তৎসদৃশ্যভাবানবগমাচ্চ। ভবেৎ অপি কদাচিত্ বাহুবল্লভি বিশ্রলম্ভসম্ভবাৎ

(সৰ্বাস্তিহবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[অনুস্মৃতেষ্ট ১২৫]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

তদেব ইদং স্ত্রাং তৎসদৃশং বা ইতি সন্দেহঃ । উপলব্ধিরি তু সন্দেহোহপি ন কদাচিৎ ভবতি
স এব অহং স্ত্রাং তৎসদৃশো বা ইতি, য এব অহং পূৰ্বেদ্ব্যঃ অজ্ঞাং স এব অহম্ অজ্ঞ
স্মরামি ইতি নিশ্চিতভাবোপলব্ধাৎ । ওস্ত্রাং অপি অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ ১২৫

ভাষ্যানুবাদ ।

যখন লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থকে পরীক্ষকগণ অর্থাৎ বিচারকগণ স্বীকার না করেন, তখন স্বপক্ষসিদ্ধি অর্থাৎ
নিজমতস্থাপন অথবা পরমতের দোষ এই উভয় বলা হইলেও পরীক্ষকগণের এবং নিজেরও সত্য বলিয়া
বুদ্ধিসম্মানে আরোহণ করে না, অর্থাৎ মনে বিশ্বাস হয় না । (অর্থাৎ বিচার করিতে হইলে নিজমত ও
পরমত জানিয়া স্বপক্ষস্থাপন ও পরমত খণ্ডন করিতে হয়, এস্থলে ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করিলে নিজমত
ও পরমত বুঝিয়া স্থাপন ও খণ্ডন করা সম্ভব হয় না ; কারণ, উহা অনেকক্ষণসাপেক্ষ ।) “এই পদার্থটি এই
প্রকারই,” এইরূপে যাঁহা নিশ্চয় করা হইয়াছে, তাহাই বলা উচিত । তাহা ভিন্ন বলিলে কেবল নিজে যে
অতিশয় প্রলাপ করিতেছেন, তাহাই প্রকাশ করা হইবে, এবং সাদৃশ্যবশতঃ এই ব্যবহার হওয়া উচিত নহে ।
কারণ, আমি সেই ব্যক্তি এইরূপ বোধ হয় কিন্তু আমি তাহার সদৃশ—এরূপ বোধ হয় না । হইতে পারে—
কখনও বাহ্যিক বস্তুতে বিপ্রলম্ব অর্থাৎ বাধা সম্ভব হওয়ায়—ইহা তাহাই হইবে, অথবা তাহার মত
হইবে—এইরূপ সন্দেহ । কিন্তু উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানকর্তৃত্বে সেই ব্যক্তিই আমি হইব অথবা তাহার মত
হইব—এইরূপ সন্দেহও কখন হইতে পারে না । কারণ, যে আমিই পূর্বদিনে দেখিয়াছি, সেই আমিই আজ
স্মরণ করিতেছি—এইরূপ তদ্ব্যবহারে নিশ্চয় হয় অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই আমি এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় । এজ্ঞাও
বৌদ্ধমত অসঙ্গত ১২৫

ভাসমী ।

যদি উচ্যেত অস্তি এতস্মিন্ বিকল্পে তেন ইদং সদৃশম্ ইতি পদদ্বয়প্রয়োগঃ ন তু ইহ
তত্ত্বদেহস্যাম্পদৌ পদার্থৌ তয়োশ্চ সাদৃশ্যম্ ইতি বিবক্ষিতম্, অপি তু এবমাকারতা জ্ঞানান্ত
কল্পিতা ইতি, তত্রাহ—“যদা হি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থ” ইতি । একাধিকরণবিপ্রতিষিদ্ধধর্ম-
দ্বয়াভ্যুপগমো বিবাদঃ । তত্র একঃ স্বপক্ষঃ সাধয়তি অস্ত্রাশ্চ তৎসাধনং দৃষয়তি । ন চ এতৎ
সর্বম্ অসতি বিকল্পানাং বাহ্যালম্বনত্বে অসতি চ লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্বে ভবিতুম্ অর্হতি ।
জ্ঞানাকারত্বে হি বিকল্পপ্রতিভাসিনাং নিত্যত্বানিত্যত্বাদীনাম্ একার্থবিষয়ত্বাভাবাৎ জ্ঞানানাং চ
ধর্ম্মিণাং ভেদাৎ ন বিরোধঃ । ন তি আত্মনিত্যত্বং বুদ্ধানিত্যত্বং চ ক্রবাণৌ বিপ্রতিপত্তোতে । ন চ
অলৌকিকার্থেন অনিত্যশব্দেন আত্মনি বিভূত্বং বিবক্ষিত্বা অনিত্যশব্দঃ প্রযুজ্যানঃ লৌকিকার্থঃ
নিত্যশব্দম্ আত্মনি প্রযুজ্যানেন বিপ্রতিপত্তোতে । তস্মাৎ অনেন স্বপক্ষঃ প্রতিতিষ্ঠাপয়িষতা পরপক্ষ-
সাধনং চ নিরাচিকীর্ষতা বিকল্পানাং লোকসিদ্ধপদার্থকতা বাহ্যালম্বনতা চ বক্তব্য ।

যদি উচ্যেত—দ্বিবিধো হি বিকল্পানাং বিষয়ঃ, গ্রাহ্যশ্চ অধ্যবসেয়শ্চ । তত্র স্বাকারো
গ্রাহ্যঃ, অধ্যবসেয়স্ত বাহ্যঃ ।* তথা চ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহলক্ষণা বিপ্রতিপত্তিঃ প্রসিদ্ধপদার্থকত্বং
চ উপপত্তোতে ইত্যত আহ—“এবমেব এষঃ অর্থঃ ইতি নিশ্চিতং যৎ তদেব বক্তব্যং, ততঃ
অস্ত্রাং উচ্যমানং বহুপ্রলাপিতম্ আত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ” । অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—কেয়ম্
অধ্যবসেয়তা বাহ্যশ্চ ? যদি গ্রাহ্যতা, ন দ্বৈবিধ্যম্ । অথ অস্ত্রা সা উচ্যতাং ; নহু উক্তা
তৈরেব *স্বপ্রতিভাসে অনর্থে অর্থীধ্যবসায়েন প্রবৃতি”রিতি । অথ বিকল্পাকারস্ত কোহয়ম্
অর্থীধ্যবসায়ঃ ? কিং করণম্ আহো যোজনম্ উত আরোপ ইতি । ন তাবৎ করণং, নহি অস্ত্রাং
অস্ত্রাং কর্ত্ত্ব শক্যম্ । নহি জাতু সহস্রমপি শিল্লিনো ঘটং পটয়িতুম্ ঈশতে । ন চ আন্তরং
বাহ্যেন ষোজয়িতুম্ । অপি চ তথা সতি যুক্ত ইতি প্রত্যয়ঃ স্ত্রাং । ন চ অস্তি ।
আরোপোহপি কিং গৃহমাণে বাহ্যে উত অগৃহমাণে । যদি গৃহমাণে তদা কিং বিকল্পেন আহো

(অর্থান্তরবাদিনোক্তমন্তঃসম্।)

[অনুশ্রুতেশ্চ।২৫]

ভাষ্যতী।

তৎসময়জেন অবিকল্পকেন। ন তাবৎ বিকল্পঃ অভিলাপসংসর্গযোগ্যাগোচরঃ অশক্যাভিলাপসময়ঃ
স্বলক্ষণং দেশকালানুগতং গোচরয়িতুম্ অর্হতি। যথাহঃ—

“অশক্যসময়ো হ্যাহ্মা সুখাদীনামনন্যভাক্। তেষামতশ্চ স্বসংবিত্তি নীভিজ্জানানুবঙ্গিনী॥” ইতি।
ন চ তৎসময়ভাবিনা নিবিকল্পকেন গৃহমাণে বাহ্যে বিকল্পেন অগৃহীতে তত্র বিকল্পঃ স্বাকারম্
আরোপয়িতুম্ অর্হতি। ন হি রজতজ্ঞানাপ্রতিভাসিনি পুরোবর্ত্তিনি বস্তুনি রজতজ্ঞানেন
ক্ষক্যং রজতম্ আরোপয়িতুম্। অগৃহমাণে তু বাহ্যে স্বাকার ইতোব স্তাৎ ন বাহ্য ইতি।
তথা চ ন আরোপণম্। অপি চ অয়ং বিকল্পঃ; স্বসংবেদনং সন্তং বিকল্পং কিং বস্তুসন্তং স্বাকারং
গৃহীত্বা পশ্চাদ্ বাহ্যম্ আরোপয়তি, অথ যদি স্বাকারং গৃহীতি তদৈব আরোপয়তি। ন
স্তাবৎ ক্ষণিকতয়া ক্রমবিরহিণো জ্ঞানশ্চ ক্রমবর্ত্তিনী গ্রহণারোপণে কল্পেতে। তস্মাৎ যদৈব
স্বাকারম্ অনর্থং গৃহীতি, তদৈব অর্থম্ আরোপয়তি ইতি বক্তব্যম্। ন চ এতৎ যুক্ত্যতে।
স্বাকারো হি স্বসংবেদনপ্রত্যক্ষতয়া অতিবিশদঃ। বাহ্যং চ আরোপ্যমাণম্ অবিশদং সৎ ততঃ
অন্যদেব স্তাৎ, ন তু স্বাকারঃ সমারোপিতঃ। ন চ ভেদাগ্রহমাত্রেন সমারোপাভিধানম্,
বৈশত্ব্যবৈশত্ব্যরূপতয়া ভেদগ্রহশ্চ উক্তত্বাৎ। অপি চ অগৃহমাণে চেৎ বাহ্যে অবাত্যাৎ স্বলক্ষণং
ভেদাগ্রহেণ তদভিমুখী প্রবৃত্তিঃ, হন্ত তর্হি ত্রৈলোক্যত এব অনেন ন ভেদো গৃহীতঃ ইতি
যত্র কচন প্রবর্ত্তেত অবিশেষাৎ। এতেন জ্ঞানাকারশ্চৈব অলীকশ্চাপি বাহ্যত্বসমারোপঃ
প্রত্যুক্তঃ। তস্মাৎ সুষ্ঠু উক্তং “ততোহন্যৎ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিষ্ম আত্মনঃ প্রখ্যাপয়েৎ” ইতি।

অপি চ সাদৃশ্যনিবন্ধনঃ সংব্যবহারঃ, তেন ইদং সদৃশম্ ইত্যেবমাকারবুদ্ধিনিবন্ধনো ভবেৎ
ন তু তদেব ইদম্ ইত্যাকারবুদ্ধিনিবন্ধন ইত্যাহ—“ন চায়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যবহারঃ” ইতি। ননু
জ্ঞানাদিষু সাদৃশ্যাৎ অসত্যাম্ অপি সাদৃশ্যবুদ্ধৌ তদ্ভাবাবগমনিবন্ধনঃ সংব্যবহারো দৃশ্যতে
যথা, তথা ইতাপি ভবিষ্যতি ইতি পূর্বাपरিতোষণেণ আহ—“ভবেৎ অপি কদাচিত্ বাহ্যবস্তুনি”
ইতি। তথাহি—বিবিধজনসঙ্কীর্ণগোপুরেণ পুরং নিবিশমানং নরাস্তুরেভ্য আত্মনির্দীক্ষারণায়
অসাধারণং চিহ্নং বিদধতম্ উপহসন্তি পাশুপতং পৃথগ্জনা [অপি] ইতি।২৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নমুঃ ন বস্তুম্ অর্থম্ জ্ঞানে অধভাসম্ অণজনীয়ম্, যেন প্রতীতিঃ বিকল্পমিহি। কিন্তু সৌহর্দ্যঃ প্রতীত্যে আরোপিতঃ ন বহিরস্ত,
ন চ প্রতীতিতাবদ্ব্যভ্রঃ ততশ্চ ন জ্ঞানস্ত একস্ত নানার্থাকারত্বশ্চোপাযাতঃ, ন চ বাহ্যার্থভূতগম্যপ্রসঙ্গ ইতি বিকল্পপ্রত্যয়োহয়ম্
ইত্যনিগূঢ়গ্রন্থোক্তম্ অর্থম্ অবিকরোতি—“বদি উচ্যেত” ইতি। কল্পিতোহপি জ্ঞানে অর্থাকরণঃ তস্মাৎ ভিন্নঃ অভিন্নো বা ইতি
বক্তব্যম্। অনির্বাচ্যত্বানঙ্গীকার্যং, তিন্নত্বে জ্ঞানান্তরবৎ অকল্পিতঃ স্তাৎ, তথাচ তেন ইতি ইদম্ ইতি সদৃশম্ ইতি চ প্রতিভাসমানানাম্
অর্থানাম্ একজ্ঞানাপ্রেক্ষাভূতগমে পরস্পরমপি অভেদপ্রসঙ্গঃ। তথাচ ইতরেতরেভ্যে ন লোকপ্রসিদ্ধাঃ গদার্থা নিহ্নেরন, জ্ঞানাত্ত জ্ঞেয়ত্ব
ভেদঃ প্রসিদ্ধঃ সৌহপি অগলপ্তঃ স্তাৎ। ঐমতি বদন্তঃ প্রতি সপক্ষসাধনপরপক্ষোপাধুপপত্তিঃ উক্তা ভাষ্যে, তাং বিশদয়তি—“একাধি-
করণে”তি। ইদং নিত্যম্ ইদম্ অনিত্যম্ ইতি ভিন্নয়োঃ জ্ঞানয়োঃ আকারো। তথাচ ধর্ম্মভেদেন ব্যবস্থাপন্যং বিবাদো ন স্তাৎ ইত্যর্থঃ।
কদপি বাহ্যলক্ষণত্বে ইত্যেতৎ বিবৃণোতি—“জ্ঞানাকারত্বে হি” ইতি। “বিষয়ভাবাব্যং” আশ্রিতত্বাভাব্যং। অসতি চ লোকপ্রসিদ্ধ-
লক্ষ্যার্থকত্বে ইত্যত্র বিবরণং “ন চ আলোকিকার্থেন” ইতি। অনিত্যশব্দঃ যদি আলোকিকার্থঃ তর্হি তেন বিভূতম্ অপি বক্তুন্ শক্যঃ,
তথাচ নিত্যত্বেন তত্ত্ব ন বিরোধঃ ইত্যর্থঃ। “প্রতিষ্ঠাপরিষত্” স্থাপয়িতুম্ ইচ্ছত। এবং তাবৎ তত্ত্বেন্দ্রিয়ান্দাদিঃ অর্থঃ জ্ঞানস্ত
আস্তর্য্যঃ আকারঃ ইতি বিজ্ঞানবাদিসমং বাহ্যার্থবাদদূষণমধোহপি প্রসঙ্গ্যৎ আশঙ্ক্য প্রতিচিক্ষেপঃ।

ইদানীম্ অস্তি বাহ্যঃ অর্থঃ, স তু ক্ষণিকঃ নিবিকল্পক চকান্তি; সনিকল্পকপ্রত্যয়ান্ত বিকল্পাঃ তদগতসাদৃশ্যভ্রাকারেণ নির্ভাসন্তে,
সন্তঃ বিপ্রতিপত্তাদিব্যবহারসিদ্ধিঃ ইতি বাহ্যার্থবাদম্ আশ্রিত্যেব শঙ্কতে “বদি উচ্যেত” ইতি। নমুঃ স্বগ্রাহকস্ত জ্ঞানস্ত স্বয়ং তাবৎ গ্রাহ্যং
স্বলক্ষণম্ স্বস্ত বাহ্যাকারবিরুদ্ধম্ অন্ত আহ—“বিবিধো হি” ইতি। স্বাকারস্য নিবিকল্পস্য অবসার্যং অধি উপরি অবসরঃ অধঃসরঃ।
অধঃসরস্য সাদৃশ্যস্য নিক্কিতত্বাৎ অনিশ্চিতার্থত্বাপাদকং ভায়ম্ অযুক্তম্, ইতি আশঙ্ক্য আহ—“অয়ম্ অভিসন্ধিঃ” ইতি। সন্মেষ
জ্ঞানং প্রতিভাসো বস্তু তৎ তথা। “অনর্থ” ইতি। অবাহ্য ইত্যর্থঃ। তন্মিন্ বাহ্যায়ত্বাবসার্যং প্রবৃত্তিঃ হানাদিঃ লোকস্য ইত্যর্থঃ।
আস্তর্য্যস্য অবতিবেদস্য জ্ঞানাকারস্য তদ্বিপরীতবাহ্যাকাররূপেণ অধাবসারো নাম কিং তদ্রূপেণ নিষ্পাদনম্ উত তেন সন্থকনং কিংবা
ভেদঃ আকারো আরোপণম্ ইতি বিকল্পার্থঃ। আন্তরং যোক্তেন সহ যোজয়িতুং চ নেশতে ইতি বোধ্যম্। গৃহমাণে বাহ্যে জ্ঞানাকারস্য

[অনুসৃত্তে ১২৫]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

আন্তরঙ্গ্য আরোপ ইতি পক্ষে অধিষ্ঠানস্য বাহুস্য কেন গ্রহণঃ ? কিং যস্য আকার আরোপ্যঃ তেনৈব সবিকল্পকপ্রত্যয়েন উত তৎসম-
সমভূত্বা নির্বিকল্পকেন । প্রথমে কিং বাহুস্ত অভিমতঃ যত্র আরোপঃ স্বলক্ষণঃ বা সামান্যঃ বা ? নাত্ত ইত্যাহ—“ন তাবৎ বিকল্প”
ইতি । বিকল্পঃ সবিকল্পকপ্রত্যয়ঃ তাবৎ অভিলাপসংসর্গযোগ্যজ্ঞাতিনিশ্চিতবস্তুগোচরঃ । অভিলাপস্য চ শব্দস্য সামান্তেনৈব সহ
সময়ঃ শব্দ্যঃ গ্রহীত্বং ন স্বলক্ষণেন, তস্য বৈশিষ্ট্যলানুগতত্বেন আনন্ত্যং তত্র সম্ভতিগ্রহণযোগ্যং । অতঃ শব্দোপলব্ধিসবিকল্পক-
প্রত্যয়স্য ন স্বলক্ষণবিষয়ত্বম্ ইত্যর্থঃ । সুখাদিনাং ক্ষণিকভাবানাম্ আত্মা স্বরূপম্ অশক্যসময়ঃ । যতঃ অনন্তভাক্ অন্তাননুগতো হি
সঃ । অতঃ তেবাং স্বসংবিত্তিঃ অসাধারণাকারবিষয়া বিত্তিঃ অভিজলপানুযজিণী ন ভবতি, কিন্তু নির্বিকল্পিতৈব ইতি দ্ব্যর্থক্যঃ । এতেন
সামান্যভাক্ বাহুস্য সবিকল্পকবোধেন গ্রহণম্ অপাশ্চম্, ব্যক্তিম্ অগৃহীত্বা তদগ্রহণযোগ্যং, বাক্তেণ উক্তমার্গেণ অশকাগ্রহণ্যং ইতি ।
দ্বিতীয়ঃ নিষেধতি “নচে”তি । বিকল্পেন অগৃহীতে বাহুে বিকল্পসমসময়েন নির্বিকল্পকেন গৃহীতে বিকল্পঃ স্বাকারম্ আরোপয়িতুং নার্যতি
ইত্যর্থঃ । আত্মনোঃ দ্বিতীয়ঃ নিষেধতি—“অগৃহ্যমাণে তু” ইতি । অধিষ্ঠানগ্রহণে আরোপ্যমাত্রঃ প্রতীয়তে ন আরোপ ইত্যর্থঃ । এবং
তাবৎ অধিষ্ঠানপ্রতিভাসামন্তব্যং বাহুে জ্ঞানস্বরূপস্য আরোপঃ প্রতিষিদ্ধঃ, ইদানীম্ আরোপ্যাকুরণযোগ্যত্বাৎ ন আরোপ ইত্যাহ—
“অপি চে”তি । স্বসংবেদনং সম্ভবং বিকল্পঃ যদা বাহুং বাহাভেন আরোপয়তি, তদা কিং বস্তুসম্ভবঃ স্বাকারঃ গৃহীত্বা গচ্চ্যৎ আরোপয়তি
ইতি যোজন্য । যুগপৎ স্বাকারস্য গ্রহণং বাহাভেন চ আরোপণম্ ইতি পক্ষে কিং স্বাকারবাহ্যরোঃ একাকুরণম্ আরোপঃ, উত অখ্যাতি-
মত ইব বিবেকাগ্রহমাত্রম্ । নাত্ত ইত্যাহ—“স্বাকারো হি” ইতি । স্বপ্রকাশত্বপ্রকাশত্বাভ্যাং ভেদাবভাসাৎ ন একাকুরণসম্ভবঃ
ইত্যর্থঃ । “অজ্ঞদেব স্যাৎ” সিধ্যোৎ প্রবেত ইত্যর্থঃ । “ন তু স্বাকারঃ সমারোপিত” ইতি । যঃ স্বাকারঃ সঃ সমারোপিতাত্মকো ন তু
স্যাৎ ইতি অনুবক্ষঃ । ন ক্ষুরেৎ ইত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ে কিং বাহুে গৃহ্যমাণে বিবেকাগ্রহঃ মুখাববহারং প্রসূতে অগৃহ্যমাণে বা । “নাত্ত
ইত্যাহ—“ন চে”তি । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—“অপি চ” ইতি । অপিতকারঃ সমুচ্চ্যার্থে । এতৎ উপপত্তিসাহিত্যং প্রাচ্য বক্তি এবং তাবৎ
বস্তুসম্ভব ইত্যাহ । পরমার্থজ্ঞানাকারস্য বাহাববস্থান্না সমারোপঃ প্রতিষিদ্ধঃ, ইদানীং বাসনাপরিপ্রাপিতস্য কল্পিতজ্ঞানাকারস্য বাহুে
সমারোপঃ পরাকরোতি—“এতেনে”তি । তস্যাপি স্বপ্রকাশজ্ঞানবস্তুং বাহাৎ ভেদগ্রহস্য সম্ভবঃ ইত্যর্থঃ । পাস্তপত্যস্য হি তপস্বিনঃ
আত্মজ্ঞানায় চিত্তং কুর্ষ্বতঃ প্রমাণাকুলজটনৈঃ অপি উপহাসাৎ আত্মস্বপ্রকাশত্বম্ অবগতম্ ১২৫

ভাস্তরী অনুবাদ ।

যদি বল—এই বিকল্পে ‘ইহা তাহার সদশ’ এই দুইটি পদের প্রয়োগ আছে, কিন্তু এখানে তত্ত্বা এবং
ইদন্তার আত্মপদদার্থদ্বয় অর্থাৎ তৎপদ ও ইদংপদের বিষয় পদার্থদুটি এবং তাহাদের সাদৃশ্য ইহা বিবক্ষিত
নহে, কিন্তু জ্ঞানেরই এইরূপ আকার বর্ণিত হইয়া থাকে—তদন্তরে—যদা তু লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থঃ এই গ্রন্থ
বলিতেছেন । এক অধিকরণে বিরুদ্ধ দুইটি ধর্মের স্বীকার করাকে বিবাদ বলে । তাহার মধ্যে একজন
নিজপক্ষ স্থাপন করেন, এবং অল্পব্যক্তি সেই স্থাপনে দোষ দেন । আর এই সকল বিবাদই সবিকল্পজ্ঞানের
বাহালক্ষনত্ব বা লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্ব না হইলে অর্থাৎ বাহুপদার্থ সবিকল্পজ্ঞানের বিষয় না হইলে এবং লোকে
যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে সেই প্রসিদ্ধ পদার্থগুলি বিষয় না হইলে হইতে পারে না । কারণ, বিকল্প-
প্রতিভাসি অর্থাৎ বিকল্পজ্ঞানে প্রকাশমান নিত্য ও অনিত্যাদি যদি জ্ঞানাকার হয় অর্থাৎ জ্ঞানেরই যদি
ইহার আকার হয় অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বলিয়া যদি কোন বাহুপদার্থ না থাকে, তাহা হইলে একার্থবিষয়
না হওয়ায় অর্থাৎ সেই নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতি এক অধিকরণে না থাকায় এবং ধর্মী অর্থাৎ আশ্রয়
জ্ঞানসকল পরস্পর ভিন্ন হওয়ায় বিরোধ হয় না । কারণ, আত্মা নিত্য ও বুদ্ধি অনিত্য বলিলে বাদিহয়
বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বিরোধী হন না । আর অলৌকিকার্থ অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ লোকে প্রসিদ্ধ নহে, সেই
অপ্রসিদ্ধার্থ অনিত্য শব্দদ্বারা আত্মাতে বিভূত্বের বিবক্ষা করিয়া যিনি অনিত্যশব্দের প্রয়োগ করেন
তিনি, যিনি লৌকিকার্থ অর্থাৎ লোকে প্রসিদ্ধ অর্থযুক্ত অনিত্যশব্দ প্রয়োগ করেন, তাহার বিরোধী হন না ।
অতএব যিনি নিজ পক্ষের স্থাপনা করিতে ইচ্ছা করেন, এবং পরপক্ষসাধনের নিরাকরণ অর্থাৎ দোষ দিতে
ইচ্ছা করেন, তিনি বিকল্পজ্ঞানসকলের লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্ব এবং বাহালক্ষনত্ব অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধপদার্থ এবং
বাহুপদার্থ তাহার বিষয় হয়, ইহা বলিতে বাধ্য হইবেন ।

যদি বলেন জ্ঞানের বিষয় দুইপ্রকার—গ্রাহ এবং অধাবসেয় । তাহার মধ্যে স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞানাকার
গ্রাহ এবং বহিঃস্থিত যে বিষয়, তাহাই অধাবসেয় । আর তাহা হইলে পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহলক্ষণা
অর্থাৎ নিজমত ও পরমতের জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ এবং জ্ঞানের বিষয় প্রসিদ্ধপদার্থও সম্ভব
হয়, এইজন্ত এবম্বেব এবং অর্থঃ ইতি নিশ্চিতং যৎ তদেব বস্তুব্যং, ততঃ অজ্ঞৎ উচ্যমানং
বহুপ্রলাপিহম্ আত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ এই গ্রন্থ বলিতেছেন । ইহার অভিপ্রায় এই যে—
বাহুপদার্থকে তুমি যে অধাবসেয় বলিলে এই অধাবসেয়তা পদার্থটি কি ? তাহা যদি গ্রাহত্বা (জ্ঞানাকারত্বা)
হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের বিষয় দুইপ্রকার হইতে পারে না । আর যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা বল ।

(সৰ্ব্বান্তিবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[অনুসৃত্তে ১২৫]

ভারতীয় অনুবাদ ।

হাঁ তাঁহারা হইত বলিয়াছেন যে—স্বপ্রতিভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ অনর্থ অর্থাৎ অবাছে অর্থাৎ জ্ঞানাকার ঘটাদিতে বাহ্যরূপে অধ্যবসায়বশতঃ যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ গ্রহণ ও বর্জন, তাহাই অধ্যবসেয়তা । আচ্ছা, বিকল্পাকার অর্থাৎ আন্তর সবিকল্প জ্ঞানের এই অধ্যবসায় পদার্থটি কি ? তাহা কি করণ ? অর্থাৎ বাহ্যপদার্থরূপে নিষ্পাদন ? অথবা যোজন অর্থাৎ বহিঃপদার্থের সহিত সম্বন্ধন ? অথবা আরোপ অর্থাৎ বাহ্যাকারে আরোপণ ? (তন্মধ্যে) করণ বলিতে পার না ; কারণ, একপদার্থকে অল্পপদার্থ করিতে পারে না ; কারণ, সহস্র সহস্র শিল্পীও কখনও ঘটকে পট করিতে পারে না । আর আন্তর পদার্থকে অর্থাৎ সবিকল্পজ্ঞানকে বাহ্যপদার্থের সহিত কেহ যোগ করিতে পারে না । আরও তাহা হইলে সবিকল্পজ্ঞান বহিঃপদার্থের সহিত যুক্ত এইরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান হইত, কিন্তু তাহা ত হয় না । আর আরোপও কি গৃহ্যমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বাহ্যিক পদার্থে হয় অথবা অগৃহ্যমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অগৃহীত বাহ্য পদার্থে হয় ? যদি গৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থে হয়, তাহা হইলে কি সবিকল্পক জ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ অথবা তৎসময়জ অর্থাৎ তাহার সমসাময়িক নির্বিকল্প জ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ ? (তাহার মধ্যে) অভিলাপসংসর্গযোগ্যগোচর অর্থাৎ ঘট পট ইত্যাদি শব্দের সহিত সঙ্কেতযোগ্য ঘটপটাদি জাতিবিশিষ্ট যে বস্তু, তদ্বিষয়ক যে সবিকল্পক জ্ঞান তাহা, অশক্যাভিলাপসময় অর্থাৎ শব্দসঙ্কেতের অযোগ্য, এবং দেশ ও কালের সহিত অননুগত স্থলক্ষণ-মাত্রকে অর্থাৎ সামান্যভিত্তিক ব্যক্তিমাত্রকে বিষয় করিতে পারে না । যথা বৌদ্ধগণ বলেন—

“অশক্যসময়ো জ্ঞান্না মুখাদীনামনন্তভাক্ ।

তেষামতঃ স্বসংবিত্তিনাভিজ্ঞানানুবজ্জিণী” ॥ * (তত্ত্বসংগ্রহ ১২৬৪ শ্লোক)

অর্থাৎ মুখাদি কণিকপদার্থের স্বরূপ অশক্যসময় অর্থাৎ তাহাকে শব্দের শক্তিরূপ সম্বন্ধ দ্বারা সম্বন্ধ করিতে পারা যায় না ; যেহেতু তাহা অনন্তভাক্ অর্থাৎ শব্দাদি অল্প কোন পদার্থের সহিতই সম্বন্ধ হয় না । অতএব তাহাদের স্বসংবিত্তি অর্থাৎ স্থলক্ষণমাত্রের জ্ঞান অভিজ্ঞানানুবজ্জিণী অর্থাৎ শব্দসম্বন্ধযোগ্য নহে । কিন্তু নির্বিকল্পকই হইয়া থাকে । আর তাহার সমসাময়িক নির্বিকল্পজ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থ, সবিকল্পজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত না হইলে, তাহাতে সবিকল্পজ্ঞান নিজের আকারকে আরোপ করিতে পারে না । কারণ, রজতজ্ঞানদ্বারা অপ্রকাশিত পুরোবর্তী পদার্থে রজতজ্ঞান রজতকে আরোপ করিতে পারে না । আর অগৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থে বিকল্পাকারের আরোপ স্বীকার করিলে তাহা স্বীকার অর্থাৎ জ্ঞানাকারই হইবে, বাহ্যপদার্থ হইবে না, অর্থাৎ জ্ঞানের আকার এইরূপই বোধ হইবে, বাহ্যবস্তুর আকার এইরূপ বোধ হইবে না । অতএব আরোপ পক্ষ ত সঙ্গত হইল না । আরও এই সবিকল্পপ্রত্যয় অর্থাৎ বিকল্পরূপ স্বাকার স্বসংবেদন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হইলেও তাহাকে যখন বাহ্যরূপে আরোপ করে, তখন এই স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ঘটাদি আকার বাস্তবিক সত্য, ইহা জানিয়া তাহার পর আরোপ করে ? অথবা যখন স্বাকারের জ্ঞান হয়, তখনই আরোপ করে ; অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক সত্য কিনা ইহা বিবেচনা না করিয়াই আরোপ করে । (তাহার মধ্যে) কণিক বলিয়া ক্রমরহিত সবিকল্পজ্ঞানের ক্রমশঃ উৎপত্তিশীল জ্ঞান ও আরোপের কল্পনা (সম্ভাবনা) হইতে পারে না । সেইজন্য বিকল্পপ্রত্যয় যখনই জ্ঞানাকার অনর্থ অর্থাৎ আন্তরপদার্থকে গ্রহণ করে, তখনই বাহ্যরূপে আরোপ করে, ইহাই বলিতে হইবে । কিন্তু ইহা ঠিক নহে । কারণ, জ্ঞানাকার পদার্থ স্বপ্রকাশরূপ প্রত্যক্ষ বলিয়া অতিশয় স্পষ্ট । আর আরোপ্যমাণ অর্থাৎ বাহ্যকে আরোপ করা হইতেছে, সেই বাহ্যবস্তু (পরপ্রকাশ বলিয়া) অবিশদ অর্থাৎ স্পষ্ট না হওয়ায় তাহা অপেক্ষা ভিন্নই হইবে, সুতরাং জ্ঞানাকারের সমারোপ হইবে না । (কারণ, একমাত্র জ্ঞানাকার বস্তু বিরুদ্ধ উভয়াকার হইতে পারে না) । আর কেবল ভেদজ্ঞান না হওয়ায় আরোপ হয়, ইহা বলিতে পার না ; কারণ, একটি বিশদ এবং একটি অবিশদ হওয়ায় ভেদজ্ঞান হয়, ইহা বলিয়াছি । আর বাহ্যবস্তু জ্ঞাত না হইলেও অবাছ অর্থাৎ জ্ঞানগত এবং স্থলক্ষণ এই উভয়ের ভেদজ্ঞান না হওয়ায় যদি বাহ্যপদার্থের দিকে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে ত্রিলোকের কোন বস্তুর সহিতই ত ইহার ভেদজ্ঞান হয় নাই, অতএব যে কোন বস্তুতেই প্রবৃত্তি হইবে ; কারণ, পুরোবর্তী বস্তু হইতে অন্ত্যন্ত বস্তুর

* এই শ্লোকটি শাস্ত্ররক্ষিতবিরচিত তত্ত্বসংগ্রহে দেখা যায় । তথায় “নীলাদি” স্থলে “হৃদাঙ্গী” এবং “ক” “ব”পদ আছে । এইমাত্র প্রভেদ ।

(সৰ্ব্বাতিববাদিবোদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ১২৬ *

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

ভেদাগ্রহে কোন বিশেষ নাই। ইহার দ্বারা বাস্তব জ্ঞানাকারের মত আরোপিত জ্ঞানাকারেরও বাস্তবরূপে আরোপ খণ্ডন করা হইল। অতএব ততোহুত্বং উচ্যমানং ইত্যাদি বাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচীনই হইয়াছে। আরও সাদৃশ্যবশতঃ যে ব্যবহার হয়, 'ইহা তাহার সদৃশ' এই প্রকার বুদ্ধিবশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা তাহাই এইপ্রকার বুদ্ধিবশতঃ হয় না, ন চারং সাদৃশ্যাৎ সংব্যহার এই গ্রন্থ দ্বারা ইহা বলিতেছেন। যদি বল প্রদীপজ্ঞানাদিতে সাদৃশ্যবুদ্ধি না থাকিলেও সাদৃশ্যবশতই তদভাবাবগমনিবন্ধন অর্থাৎ ইহাই সেই দীপশিখা এইরূপ জ্ঞানবশতঃ যেমন ব্যবহার দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ হইবে। অতএব পূর্ব কথাতে সন্তোষ না হওয়ায় ভবেদপি কদাচিৎ বাস্তবস্তমি এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যথা—পাণ্ডপত সম্প্রদায়ের কোন সাধক নানাবিধ লোকে পরিপূর্ণ নগরদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার সময় অতুলোক হইতে নিজেকে নির্দারণ অর্থাৎ পৃথক করিবার জন্য অসাধারণ চিত্র ধারণ করায়, সাধারণ লোকে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া উপহাস করে ১২৫

শাস্তরভাষ্যম্ ।

নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ১২৬

ইতচ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ, যতঃ স্থিরম্ অনুযায়িকারণম্ অনভ্যুপগচ্ছতাম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইত্যেতৎ আপত্ততে। দর্শয়ন্তি চ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিম্—“নানুপপন্ন প্রাত্তর্ভাবাৎ” (ভাষ্যদঃ ৪১১১৪) ইতি†। বিনষ্টাৎ হি কিল বীজাৎ অকুর উৎপত্ততে, তথা বিনষ্টাৎ ক্ষীরাৎ দধি, মৃৎপিণ্ডাচ্চ ঘটঃ। কূটস্থাত্ চেৎ কারণাৎ কার্যম্ উৎপত্ততে, অবিশেষাৎ সর্বং সর্বত উৎপত্ততে। তন্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্যো বীজাদিত্যঃ অকুরাদীনাং উৎপদ্যমানত্বাৎ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইতি মন্ত্যন্তে।

তত্র ইদম্ উচ্যতে—“ন অসতঃ অদৃষ্টত্বাৎ” ইতি। ন অভাবাৎ ভাব উৎপদ্যতে, যদি অভাবাৎ ভাব উৎপদ্যতে, অভাবদ্বাবিশেষাৎ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অনর্থকঃ স্মৃতাৎ। ন হি বীজাদীনাং উপস্থিতিতানাং যঃ অভাবঃ তস্মৈ অভাবস্ত শব্দবিবাণাদীনাং চ নিঃস্বভাবত্বা-বিশেষাৎ অভাবত্বে কশ্চিৎ বিশেষোহস্তি, যেন বীজাদেব অকুরঃ জায়তে, ক্ষীরাদেব দধি—ইত্যেবংজাতীয়কঃ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অর্থবান্ স্মৃতাৎ। নির্বিশেষস্ত তু অভাবস্ত কারণত্বাভ্যুপগমে শব্দবিবাণাদিভ্যোহপি অকুরাদয়ঃ জায়েরন্। ন চ এবং দৃশ্যতে। যদি পুনঃ অভাবস্তাপি বিশেষঃ অভ্যুপগমেতৎ, উৎপাদাদীনাং ইব নীলত্বাদিঃ, ততো বিশেষ-বত্বাদেব অভাবস্ত ভাবত্বম্ উৎপাদাদিবৎ প্রসজ্যেত। নাপি অভাবঃ কশ্চিৎ উৎপত্তি-হেতুঃ স্মৃতাৎ, অভাবত্বাদেব শব্দবিবাণাদিবৎ। অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ অভাবাধিতম্ এব সর্বং কার্যম্ স্মৃতাৎ। ন চ এবং দৃশ্যতে। সর্বস্ত চ বস্তুনঃ স্মেন স্মেন রূপেণ ভাবাত্মনা এব উপলভ্যমানত্বাৎ। ন চ দৃষ্টত্বাৎ শরাদেবো ভাবাঃ তদ্বাদিবিকারাঃ কেনচিৎ অভ্যুপগম্যন্তে। মূদ্বিকারানেব তু মূদ্বিতান্ ভাবান্ লোকঃ প্রত্যেতি।

* ইহাতেও প্রথমস্তম্ভ ন না থাকায় ইহাও আরম্ভাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে।

† ইহা গৌতমবুদ্ধের অনুবাদ। সেই সূত্রটি—“অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিনানুপপন্ন প্রাত্তর্ভাবাৎ” ৪১১১৪। তথায় বোদ্ধমত খণ্ডনে ইহা পূর্বগত সূত্র। এখানে অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি বলায় ইহা মহাবি গৌতমের পূর্ববর্তী সূত্রায় গৌতমবুদ্ধের বহু পূর্ববর্তী শূন্তবাদী বোদ্ধমত বলা হয়। বস্তুতঃ নাগার্জুনের শূন্ত অসৎ নহে, কিন্তু চতুর্কোটিবিসিদ্ধ। এইজন্য প্রাচীন শূন্তবাদের মতই “অসৎব্যাপ্তিবাদ” এই কথা সঙ্গত হয়। আর তজ্জন্ত ইহা প্রাক্গৌতমবুদ্ধমত বলিতে হইবে। আর ইহা বৈদিক পূর্বগতও বটে। যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।২।১ বাক্যে “তৈজস আত্মঃ অসদেবমগ্র আত্মীং একমেবাদ্বিতীয়ং, তন্মাৎ অসতঃ সজ্জায়ত”। এবং তৈত্তিরীয় ব্রহ্মসূত্রবলী ১।১ বাক্যে “অসৎ বা ইদমগ্র আত্মীং ততো বৈ সজ্জায়তে” এই বাক্য দৃষ্ট হয়। এখানে বীজাদির কথারিও ব্যাংগ্যজন্যতঃ আছে।

(সৰ্বাস্থিতিবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নামতোহদৃষ্টত্বাৎ । ২৬]

ভাষ্যমুদ্যত ।

সূত্রার্থ—বৌদ্ধগণ যে বলেন—অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে কার্য উৎপন্ন হয়, তাহা ন অর্থাৎ উচিত নহে, কারণ, অসত্যঃ অর্থাৎ শশশৃঙ্গপ্রভৃতি তুচ্ছ অভাব হইতে অদৃষ্টত্বাৎ অর্থাৎ কার্যের উৎপত্তি দেখা যায় না ।

ভাষ্যার্থ—এজন্তও বৈনাশিকসময় অর্থাৎ বৌদ্ধমত অসঙ্গত, যেহেতু যাহারা স্থির অনুযায়ি কারণ অর্থাৎ কার্যে অমুগত কারণ স্বীকার না করেন, তাঁহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা আসিয়া পড়ে । আর ন অমুপমুত্ত প্রাধুর্ভাবাৎ (গৌতম সূত্র ৪।১।১৪) অর্থাৎ অমুপমুত্ত অর্থাৎ কারণকে বিনাশ না করিয়া কার্যের উৎপত্তি হয় না বলিয়া অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন । কারণ, বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং বিনষ্ট দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট মুৎপিণ্ড হইতে ঘট উৎপন্ন হয় । যদি কূটস্থ অর্থাৎ নিত্য কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অবিশেষপ্রযুক্ত অর্থাৎ কোন বিশেষ না থাকায় সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইত । অতএব অভাবগ্রস্ত বীজাদি হইতে অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ (গৌতম সূত্র ৪।১।১৪) অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা তাঁহারা মানিয়া থাকেন ।

এ বিষয়ে উত্তর বলিতেছেন—ন অসতোহদৃষ্টত্বাৎ অর্থাৎ অভাব হইতে কার্য উৎপন্ন হয় না ; কারণ, সেরূপ দেখা যায় না । অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হয় না, যদি অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অভাবের কোন বিশেষ না থাকায় কারণবিশেষ স্বীকার করা অনর্থক হইত । কারণ, উপমুদিত অর্থাৎ বিনষ্ট বীজাদির যে অভাব, সেই অভাবের ও শশশৃঙ্গাদির নিঃস্বভাবত্বে অর্থাৎ তুচ্ছবিষয়ে কোন বিশেষ না থাকায় অভাব হওয়ার পক্ষে কোন বিশেষ নাই । যে জন্ত বীজ হইতেই অঙ্কুর জন্মে, দুগ্ধ হইতেই দধি—এই জাতীয় যে কারণবিশেষ স্বীকার করা হয়, তাহা সার্থক হইবে । আর নির্বিশেষ অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে শশশৃঙ্গপ্রভৃতি হইতেও অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হউক । এরূপ ত দেখা যায় না । আর যদি অভাবেরও বিশেষ স্বীকার কর, যেমন উৎপলাদির নীলত্বাদি অল্প নীলত্ব অপেক্ষা বিশেষ, তাহা হইলে বিশেষবিশিষ্ট হওয়াই উৎপলাদির মত অভাবও ভাব হইয়া পড়িবে । আর অভাব কাহারও উৎপত্তির হেতু হয় না ; কারণ, তাহা অভাব, যেমন শশশৃঙ্গ । আর অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে সব কার্যই অভাবযুক্ত হইত । কিন্তু এরূপ ত দেখা যায় না, কারণ, সকলবস্তুই নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে ভাবস্বরূপেই দেখা যায় । আর মৃত্তিকানুগত শরাবাদি ভাবপদার্থসকল তত্ত্বপ্রভৃতির বিকার, ইহা কেহ স্বীকার করে না । কিন্তু মৃত্তিকানুগত শরাবাদি-ভাবপদার্থ সকলকে মৃত্তিকার বিকার বলিয়াই লোকে দেখিয়া থাকে ।

ভাস্তী ।

“ইতচ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ” ইতি । অস্থিরাৎ কার্যোৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তো বৈনাশিকা অর্থাৎ অভাবাদেব ভাবোৎপত্তিম্ আছঃ । উক্তমেতৎ অধস্তাৎ । নিরপেক্ষাৎ কার্যোৎপত্তৌ পুরুষকর্ম্মবৈয়র্থ্যম্ । সাপেক্ষতায়াং চ ক্ষণশ্চ অভেদত্বেন উপকৃতত্বানুপকৃতত্বানুপপত্তেঃ, অনুপকারিণি চ অপেক্ষাভাবাৎ অক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ । সাপেক্ষত্বানপেক্ষত্বয়োঃচ অন্ততরনিষেধশ্চ অন্ততরবিধাননাস্তরীয়কত্বেন প্রকারান্তরাভাবাৎ ন অস্থিরাৎ ভাবাৎ ভাবোৎপত্তিরিতি ক্ষণিকপক্ষঃ অর্থাৎ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইতি পরিশিষ্টতে ইত্যর্থঃ । ন কেবলম্ অর্থাৎ আপত্তিতে দর্শয়ন্তি চ—“নানুপমুত্ত প্রাধুর্ভাবাৎ” ইতি । এতৎ বিভজ্যতে—“বিনষ্টাঙ্কি কিলেতি” । কিলকারঃ অনিচ্ছায়াম্ । “কূটস্থাচ্ছেৎ কারণাৎ কার্যাম্ উৎপাদ্যেত অবিশেষাৎ সর্বং সর্বত উৎপাদ্যেত” অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—কূটস্থো হি কার্যাজননস্বভাবো বা স্ত্রাৎ অতৎস্বভাবো বা । স চেৎ কার্যাজননস্বভাবঃ, ততঃ যাবৎ অনেন কার্যং কর্তব্যং, তাবৎ সহসা এব কুর্যাৎ, সমর্থশ্চ ক্ষেপাযোগাৎ । অতৎস্বভাবে তু ন কদাচিদপি কুর্যাৎ । যদি উচ্যেত—সমর্থোহপি ক্রমবৎ-সহকারিসচিবঃ ক্রমেণ কার্যানি করোতি ইতি ; তৎ অযুক্তম্, বিকল্পাসহস্বাৎ । কিম্ অন্ত সহকারিণঃ কক্ষিৎ উপকারম্ আদধতি ন বা । অনাধানে অনুপকারিতয়া সহকারিণঃ ন অপেক্ষেরন । আধানেহপি ভিন্নম্ অভিন্নম্ বা উপকারম্ আদধুঃ । অভেদে তদেব অভিহিতম্

(সৰ্ব্বাভিহাবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ১২৬]

ইতি কোটস্থ্যং ব্যাহন্তেত । ভেদে তু উপকারস্ত তস্মিন্ সতি কার্য্যস্ত ভাবাৎ অসতি চ অভাবাৎ সত্যপি কূটস্থে কার্য্যানুৎপাদাৎ অস্বয়ব্যতিরেকাত্যাম্ উপকার এব কার্য্যকারী ন ভাব ইতি ন অর্থক্রিয়াকারী ইতি ভাবঃ । তত্শব্দম্—

“বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্মশ্চর্ম্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্ ।

চক্ষোপমশ্চেৎ সোহনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলঃ” ॥ (খৰ্গকীৰ্ত্তি প্রমাণবাস্তিকম্ ?)

তথাচ অকিঞ্চিংকরাদপি চেৎ কূটস্থ্যং কার্য্যং জায়েত, সৰ্ব্বং সৰ্ব্বস্ম্যাৎ জায়েত ইতি স্মৃত্তম্ । উপসংহরতি—“তস্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্যঃ” ইতি ।

“তত্রৈদম্ উচ্যতে—নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ইতি” । ন অভাবাৎ কার্য্যোৎপত্তিঃ, কস্মাৎ ? অদৃষ্টত্বাৎ । ন হি শশবিষাণাৎ অঙ্কুরাদীনাম্ কার্য্যণাম্ উৎপত্তিঃ দৃশ্যতে । যদি তু অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ স্ম্যাৎ, ততঃ অভাবত্বাবিশেষাৎ শশবিষাণাদিভ্যোহপি অঙ্কুরোৎপত্তিঃ । ন হি অভাবঃ বিশিষ্ট্যতে । বিশেষণযোগে বা সোহপি ভাবঃ স্ম্যাৎ, ন নিরূপাখ্যঃ ইত্যর্থঃ । বিশেষণ-যোগম্ অভাবস্ত অভ্যাপেতা আহ—“নাপি অভাবঃ কস্মচিৎ উৎপত্তিহেতুঃ ইতি । অপি চ যৎ যেন অনস্বিতং, ন তৎ তস্ত বিকারঃ, যথা ঘটশরাবোদঞ্চনাদয়ঃ হেয়া অনস্বিতাঃ ন হেমবিকারাঃ । অনস্বিতাশ্চ এতে বিকারাঃ অভাবেন । তস্মাৎ ন অভাববিকারাঃ । ভাব-বিকারান্ত তে, ভাবস্ত তেন অস্বিতত্বাৎ ইত্যাহ—“অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ” ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

বৌদ্ধৈঃ অভাবস্ত অর্থক্রিয়াকারিত্বানুভাগমাৎ কথম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ তৎসিদ্ধান্তদ্বেন অনুমিত্ত নিরুক্ততঃ ? তত্রাহ—“অস্থিরাদি”তি । আগাত্তানুবাদঃ অয়ম্ ইতি বদিয়ন্ কণিকস্ত কারণত্বাসম্ভবম্ আহ—“উক্তম্ এতৎ” ইত্যাদিনা । কণিকং কারণম্ ইতি বদন্ প্রট্টবাঃ তৎ কিম্ অনপেক্ষং সাপেক্ষং বা ইতি । নান্তঃ, “ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদি”তি পুত্রবিবরণাবসরে যদি অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তা অনপেক্ষা ইত্যাদিনা নিরস্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ । বিতীয়োহপি তৎপুত্রব্যাপ্তানসময়ে এব ন কণিকপক্ষে উপকার্য্যোপকারকত্বাৎ অস্তি ইত্যাদিনা গ্রহেণ প্রত্নাক্তঃ । তৎপুত্রোক্তং নিরাসপ্রকারম্ অনুবদতি—“সাপেক্ষতয়া চ” ইতি । সাপেক্ষতয়া চ অকণিকত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ । কণিকোহপি সাপেক্ষ ইতি বদন্ প্রট্টবাঃ স কিম্ অশ্রুততোপকারস্ত আশ্রয়ো ন বা ইতি । আন্তস্ত নিরসনঃ—“ক্ষণত” ইতি । পূৰ্ব্বম্ অনুপকৃততয়া পশ্চাৎ উপকারসম্বন্ধে হি উপকৃতত্বং জ্ঞাতুং শক্যম্ । ইতরথা উপকারতয়া স্বাভাবিকত্বসম্ভবেন অশ্রুতত্বাসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ । বিতীয়ং প্রতি আহ—“অনুপকারিণি চ” ইতি । তত্শচ উপকৃতত্বানুপকৃতত্বজ্ঞানায় ক্ষণধরত্বায়িৎ বস্তুনে মন্তবাম্ ইত্যুক্তং ভবতি । যদি কণিকয়া ন উপকৃতত্বং সম্ভবতি, অনুপকৃততয়া চ ন সাপেক্ষত্বং, নিরপেক্ষতয়া চ কারণত্বম্ অতিপ্রসঙ্গি, তর্হি কণিকো ন সাপেক্ষঃ নাপি নিরপেক্ষঃ, কিন্তু প্রকারান্তরযোগী ইত্যাশঙ্ক্য আহ—“সাপেক্ষত্বানপেক্ষত্বয়োশ্চ” ইতি । কূটস্থ্যাপি নিরতশক্তিকত্বাৎ ভাঙে সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বোৎপত্তিপ্ৰসঙ্গানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বাবস্থায় তজ্জ্ঞানসৰ্ব্বোৎপত্তিঃ ইতি কার্য্যযোগপশ্চাপ্তিপত্তিপত্তিতয়া ব্যাচেষ্ট—“অয়ম্ অভিসাদ্ধিঃ” ইতি । অশ্রুততোপকারস্ত ভাবাৎ অভেদে সতি উপকারশব্দেন ভাবরূপমেব অভিহিতঃ স্যাৎ, তস্য চ অশ্রুতত্বে কোটস্থ্যং ব্যাহন্তেত ইত্যর্থঃ । “চক্ষোপমশ্চেৎ” স্থিরঃ কারণত্বাভিমতঃ পদার্থঃ উপকারাশ্রয়শ্চেৎ ইত্যর্থঃ । উপকারাৎ অভেদে ভাবস্য স ভাবঃ অনিত্যঃ, তেদে স উপকারঃ অনিত্যঃ, স এব চ কারণম্ ন ভাব ইত্যর্থঃ । উপকারানাশ্রয়ত্বং দৃশ্যম্ “অসৎফল” ইতি ।

ভামতীর অনুবাদ ।

ইতচ্চ অনুপপন্নো বৈনান্দিকসময়ঃ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—যাহারা অস্থির অর্থাৎ কণিক পদার্থ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, সেই বৌদ্ধগণ ফলতঃ অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করেন । ইহা পূর্বে বলিয়াছি যে, নিরপেক্ষ অর্থাৎ যে অপরকে অপেক্ষা করে না, তাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইলে পূর্ব্বের প্রবৃত্ত বৃথা হয় । আর যদি সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ক্ষণকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না বলিয়া উপকৃত এবং অনুপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না, এবং উপকারের আশ্রয় না হইলে অপরের অপেক্ষা থাকে না, সুতরাং কণিকত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে । সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব এই দুইটির মধ্যে কোন একটির নিষেধ করিলে তাহা অশ্রুতর বিধানের নাস্তরীয়ক অর্থাৎ অন্তর্গত হইয়া পড়ে বলিয়া (অর্থাৎ সাপেক্ষত্বের নিষেধ করিলে নিরপেক্ষ হইয়া পড়িবে এবং নিরপেক্ষত্বের নিষেধ করিলে সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে বলিয়া) অশ্রুত কোন প্রকার না থাকায় কণিকপদার্থ হইতে ভাবের উৎপত্তি হইবে না, অতএব ক্ষণভঙ্গবাদীর মত ফলতঃ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহাতেই পর্য্যবসিত হইল । কেবল ফলতই এই আপত্তি হয় না, কিন্তু স্পষ্টই তাহারা বুঝাইয়াছেন যে, বীজাদিকে বিনাশ না করিয়া অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয় না । বিনষ্টাঙ্কি কিল এই গ্রন্থদ্বারা

(সৰ্ব্বান্তিহাবাদিবোধমততত্ত্বম্ ।)

[নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ১২৬]

ভামতীর অমুবাদ ।

এই সূত্রে ব্যাখ্যা করিতেছেন—এখানে যে কিল এই অব্যয় পদটি রহিয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য এই মতে ভাষ্যকারের ইচ্ছা নাই। কূটস্থত্বাৎ চেৎ ইত্যাদি গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে—যাহা কূটস্থ অর্থাৎ নিত্য, তাহা কার্যজননস্বভাব অর্থাৎ কার্যের উৎপত্তি করা তাহার স্বভাব? অথবা অতঃস্বভাব অর্থাৎ কার্যের উৎপত্তি না করা তাহার স্বভাব? তাহা যদি কার্যজননস্বভাবই হয়, তাহা হইলে যখন ইহা কার্য্য করিবে, তখন হঠাৎই করিবে; কারণ, যে সমর্থ তাহার বিলম্ব হইতে পারে না। আর যদি কার্যজননস্বভাব না হয়, তাহা হইলে কখনও কার্যের উৎপত্তি করিবে না। যদি বল, সমর্থ হইয়াও ক্রমবিশিষ্ট সহকারী কারণের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ কার্য্যসকল উৎপাদন করে, তাহা ঠিক নহে; কারণ, বিকল্প সহ করিতে পারে না। যথা—সহকারী সকল ইহার (কূটস্থের) কোন উপকার করে কি না? যদি কোন উপকার না করে, তাহা হইলে কোন উপকার পাইল না বলিয়া সহকারী কারণসকলকে অপেক্ষা করিবে না। যদি কোন উপকার করে, তাহা হইলেও কূটস্থ অপেক্ষা ভিন্ন অথবা অভিন্ন উপকার করিবে? যদি অভিন্ন উপকার করে, তাহা হইলে তাহাই অভিহিত হইল ক্ষণিক উপকারের সহিত অভিন্ন কূটস্থ কারণ হইলে ক্ষণিকই কারণ হইবে, ইহাই বলা হইল। আর যদি উপকার হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উপকার থাকিলে কার্য্য হয় বলিয়া, এবং উপকার না থাকিলে কার্য্য হয় না বলিয়া, এবং কূটস্থ থাকিলেও কার্য্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া, অম্বয় ও ব্যতিরেকবশতঃ উপকারই কার্য্য করিয়া থাকে, ভাব অর্থাৎ কূটস্থ নহে। অতএব ভাব অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে না ইহাই অভিপ্রায়। বোদ্ধগণ তাহাই বলিয়াছেন—

বর্ষাতপাত্যাং কিং বোদ্ধশ্চর্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্ ।

চর্মণোপমশ্চেৎ সোহনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলঃ ॥ (শব্দকীর্ণির প্রমাণবাস্তবিক ?)

অর্থাৎ বর্ষা ও আতপস্বারা বোম্ব অর্থাৎ আকাশের কি ফল হয়? অর্থাৎ কিছুই হয় না, কিন্তু চর্ম্মতে বর্ষা ও আতপের ফল হয়। যাহাকে তোমরা কারণ বলিয়া মনে কর, সেই ভাবপদার্থ যদি চর্ম্মের মত হয়, অর্থাৎ উপকারের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে তাহা অর্থাৎ কারণ ক্ষণিক হইবে। অর্থাৎ কারণ যদি ক্ষণিক উপকার হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকই হইবে, এবং যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উপকারই কার্য্য করিবে; কারণ কিছুই করিবে না। আর যদি খতুলা অর্থাৎ আকাশের মত উপকারের অনাশ্রয় হয়, তাহা হইলে অসৎফল অর্থাৎ কার্য্যকারী হইবে না। অতএব অকিঞ্চিৎকর, অর্থাৎ যে কিছুই করে না, এরূপ কূটস্থ ভাবপদার্থ হইতে যদি কার্য্য জন্মিত, তাহা হইলে সকল হইতেই সকল কার্য্য জন্মিত—ইহা ভালই বলা হইয়াছে। তন্মাত্রাৎ অভাবগ্রন্থেভ্য এই গ্রন্থদ্বারা উপসংহার করিতেছেন। ভক্ত্রেদম্ উচ্যতে—নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ এই সূত্রের অর্থ—অভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কেন? যেহেতু দেখা যায় না। অর্থাৎ শব্দশব্দ হইতে অঙ্কুরাদি কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায় না। যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে অভাবের কোন বিশেষ না থাকায় শব্দশব্দাদি অভাব হইতেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইত। কারণ, অভাবকে বিশেষ করা যায় না। অথবা যদি বিশেষণ যোগ কর, তাহা হইলে তাহাও ভাব হইবে, নিরূপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ হইবে না। অভাবের বিশেষণযোগ স্বীকার করিয়াই নাপি অভাবঃ কশ্চিৎ উৎপত্তিহেতুঃ এই গ্রন্থ বলিতেছেন। আরও যাহা যাহার সহিত অমুগত না হয়, তাহা তাহার বিকার নহে, যেমন ঘটশরাব উদ্বন্ধন (জালা) প্রভৃতি স্তবর্ণের সহিত অমুগত হয় না, অতএব তাহার স্তবর্ণের বিকার নহে। আর এই সকল বিকার অভাবের সহিত অমুগত নহে, অতএব অভাবের বিকার নহে; কিন্তু তাহার ভাবের বিকার, কারণ, তাহাদের সহিত ভাবের অর্থাৎ বৃত্তিকাদির অমুগতি আছে, অভাবাচ্ছ ভাবোৎপত্তৌ এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন।

শঙ্করভাষ্যম্ ।

যন্তু উক্তং স্বরূপোপমদ্বয়ম্ অন্তরেণ কশ্চিৎ কূটস্থস্ত বস্তুনঃ কারণদ্বানুপপত্তেঃ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ভবিতুম্ অর্হতি ইতি তৎ দুরুক্তম্, স্থিরস্বভাবানাম্ এব সুবর্ণাদীনাং প্রত্যভি- জ্ঞায়মানানাং রূচকাদিকার্য্যাকারণভাবদর্শনাৎ। যেষু অপি বীজাদিষু স্বরূপোপমদে- লক্ষ্যভেদে, তেষু অপি নাসৌ উপস্থিতমানা পূর্ব্বাবস্থা উত্তরাবস্থায়্যাঃ কারণম্ অদ্যুপগম্যভেদে,

(সৰ্বাভিহাৰিবৌদ্ধমততত্ত্বম্ ।)

[নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ১২৬]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অনুপমুদ্যমানানাম্ এব অনুযায়িনাং বীজাদ্যবয়বানাম্ অঙ্কুরাদিকারণভাবাত্ত্যুপগমাৎ । তস্মাৎ অসম্ভ্যঃ শশবিষাণাদিভ্যঃ সদ্বৎপত্ত্যদৰ্শনাৎ সম্ভ্যশ্চ স্তবর্ণাদিভ্যঃ সদ্বৎপত্তিদৰ্শনাৎ অনুপপন্নোহয়ম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্ত্যুপগমঃ । অপি চ চতুৰ্ভিঃ চিত্তচৈত্ৰ্য উৎপদ্যন্তে পরমাণুভ্যশ্চ ভূতভৌতিকলক্ষণঃ সমুদায় উৎপদ্যতে ইতি অত্ৰ্যুপগম্য পুনঃ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিং কল্পয়ন্তিঃ অত্ৰ্যুপগতম্ অপহ্নুবাটেনঃ বৈনাশিকৈঃ সৰ্ব্বো লোকঃ আকুলী-
ক্রিয়তে ১২৬

ভাষ্যানুবাদ ।

আর যে তাঁহারা বলিয়াছেন, স্বরূপের উপমদ' অর্থাৎ বিনাশ ব্যতীত কোন নিত্যবস্তুর কারণতা হইতে পারে না বলিয়া অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হওয়াই উচিত, তাহা বলা দুষ্কর ; কারণ, স্থিরস্বভাব অর্থাৎ স্থায়ী অথচ প্রত্যভিজ্ঞায়মান অর্থাৎ বাহার প্রত্যভিজ্ঞা হয়, এইরূপ স্তবর্ণাদির কার্যাকারণভাব দেখিতে পাওয়া যায় । আর বীজাদি যেসকল বস্তুতে স্বরূপের বিনাশ লক্ষিত হয়, সে সকলেও সেই পূর্ব অবস্থা বিনষ্ট হইয়া উত্তর অবস্থার কারণ হয়, ইহা স্বীকার করা হয় না । কারণ, অনুপমুদ্যমান অর্থাৎ বাহার বিনষ্ট হয় না, এইরূপ অনুযায়ী অর্থাৎ কার্যে অনুগত বীজাদির অবয়বকে অঙ্কুরাদির কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় । অতএব অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান শশশৃঙ্গ হইতে সতের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া এবং সত্য স্তবর্ণাদি হইতে সত্য রুচকাদির উৎপত্তি দেখা যায় বলিয়া অসৎ হইতে সত্যের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করা অসঙ্গত । আরও চারিটি হইতে চিত্ত অর্থাৎ মন এবং চৈত্ৰ্য অর্থাৎ কামরাগাদি উৎপন্ন হয়, পৃথিব্যাदि পরমাণু হইতে পৃথিব্যাदि ভৌতিক অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপ সমুদায় উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করিয়া, আবার বাহার অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া নিজের স্বীকৃত পদার্থের অপলাপ করেন, সেই বৌদ্ধকৰ্ত্তৃক সকল লোকই বিভ্রত হইয়া পড়ে ১২৬

ভাষ্যতী ।

অভাবকারণবাদিনো বচনম্ অনুভাষ্য দুষয়তি—“যৎ তু উক্তম্” ইতি । স্থিরোহপি ভাবঃ ক্রমবৎসহকারিসমবধানাৎ ক্রমেণ কার্য্যাণি কৰোতি । ন চ অনুপকারকাঃ সহকারিণঃ । স চ অশু সহকারিভিঃ আধীযমানঃ উপকারঃ ন ভিন্নঃ, নাপি অভিন্নঃ, কিন্তু অনিৰ্ব্বাচ্য এব । অনিৰ্ব্বাচ্যাচ্চ কার্য্যম্ অপি অনিৰ্ব্বাচ্যমেব জায়তে । ন চ এতাবতা স্থিরশু অকারণত্বম্, তদুপাদানত্বাৎ কার্য্যশ্চ, রজ্জুপাদানত্বমিব ভুজঙ্গশ্চ ইত্যুক্তম্ । তথাচ শ্রুতিঃ—

“মুক্তিকা ইতোব সত্যম্” (ছাঃ উঃ ৬।১।৪) ইতি ।

অপি চ যে অপি সৰ্ব্বতো বিলক্ষণানি স্বলক্ষণানি বস্তুসম্ভি আস্থিষত, তেষামপি কিমিতি বোজ্জাতীয়েভ্যঃ অঙ্কুরজাতীয়ানি এব জায়ন্তে কার্য্যাণি, ন তু ক্রমেলকজাতীয়ানি । ন হি বীজাং বীজান্তরশ্চ বা ক্রমেলকশ্চ বা অত্যন্তবৈলক্ষণ্যে কশ্চিৎ বিশেষঃ । ন চ বীজাঙ্কুরে সামান্ত্রে পরমার্থসতী, যেন এতয়োঃ ভাবিকঃ কার্য্যাকারণভাবো ভবেৎ । তস্মাৎ কাল্পনিকাদেব স্বলক্ষণোপাদানাং বীজজাতীয়াং তথাবিধশ্চৈব অঙ্কুরজাতীয়শ্চ উৎপত্তিনিয়ম আস্থেয়ঃ । অত্থথা কার্য্যহেতুকানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । দিঙ্‌মাত্রম্ অত্র স্মৃতিতম্ । প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষাশ্রা-
ণিকয়োঃ কৃত ইতি নেহ প্রতপ্ততে বিস্তরভয়াৎ ১২৬

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

বহুতম্ অবয়বভিরেকাত্যাম্ উপকার এব কার্য্যকারী ন ভাব ইতি, তত্রাহ—“ন চ এতাবতা” ইতি । পরমার্থজ্ঞিতত্বাৎ কার্য্য-
কল্পনারা ভাব উপাদানঃ তদ্বৎস্ব অনিৰ্ব্বাচ্য উপকারঃ কার্য্যোপযোগী ইত্যর্থঃ । শ্রুতৌ বুদ্ধৌক্তান্ত সত্যত্বাভিধানাং দ্বাষ্টাভিকল্প
মূলকারণশ্চ সত্যত্বম্ উক্তম্ । তেষাভেদাত্ম্যম্ অনিৰ্ব্বাচ্যেন উপকারেণ উপকৃতং কারণঃ কার্য্যম্ অনিৰ্ব্বাচ্যঃ কৰোতি ইত্যুক্তম্, তৎ
অনুকৃতম্, তেদনিবেধে অতেনাপত্তেঃ অতেননিবেধে চ তেদপ্রসঙ্গাৎ ইত্যাপশ্চ বোদ্ধঃ অতি প্রতিবলীয়াহ—“অপিচ বেহপি” ইতি । কিং
কল্পোরেব কার্য্যাকারণভাবঃ সামান্তরোৰ্ণা তদুপহিতব্যজ্যোৰ্ণা । ন প্রথমঃ, অতিপ্রসঙ্গাৎ, ইতি অভিসন্ধায় দ্বিতীয়ে সামান্ত্রে বস্তুদী অবস্থনী
বা ? নান্তঃ অপরাধাত্মাৎ ইত্যাহ—“ন চ বীজাঙ্কুরে” ইতি । অবস্থনোরেব সামান্তরোঃ কার্য্যাকারণভাবোহপি অর্থক্সাকারিণঃ

(সৰ্বান্তিহাব্যবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ১২৭ *

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

স্বাভ্যুপগম্যং অপরাধাভাবহ এব। অবস্তাসাম্যোপহিতানাং ব্যক্তীনাং কার্যাকারণভ্যুপগমে তদং উপকারকার্যয়োরাপি অবস্তাসম্বৎসিদ্ধিঃ ইত্যাহ—“তন্মাদি”তি। “কাল্লনিকাং” কাল্লনিকসাম্যোপহিতাং ইত্যাহ। যদি সাম্যোপাদানম্ অন্তরেণ ব্যক্তীনাং কার্যাকারণভাবঃ তত্র দোষান্তরমাহ—“অন্তথেষ্টি”। অনুমানং হি সাম্যোপাদানো এবর্ততে, ব্যক্তীনাং আনন্ত্যেন ব্যাপ্তি-
গ্রাহযোগাৎ ইত্যর্থঃ ১২৬

ভামতীর অনুবাদ।

যাহারা অভাবকে কারণ বলে, তাহাদের বাক্য যন্তু উক্তম্ এই গ্রন্থদ্বারা উল্লেখ করিয়া দোষ দিতেছেন। স্থায়ী ভাবপদার্থও ক্রমবিশিষ্ট সহকারিকারণের সমবধান অর্থাৎ সম্বৎসরতঃ ক্রমশঃ কার্য করিয়া থাকে এবং সহকারী কারণসকল উপকার করে না যে, তাহা নহে। আর কারণের সহকারিকর্তৃক যে উপকার জন্মে, তাহা ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, কিন্তু অনির্কাচাই। অনির্কাচ্য হইতে উৎপন্ন কার্যও অনির্কাচ্যই হয়। আর ইহার দ্বারা স্থায়ীভাব পদার্থের অকারণত্ব হইল না; কারণ, ভাবপদার্থই কার্যের উপাদান। রক্ষু যেমন সর্পের উপাদান হয়—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

“মুক্তিকা ইত্যেব সত্যম্”। (ছাঃ উঃ ৬।১৪)

অর্থাৎ মুক্তিকা—ইহাই সত্য। আরও যাহারাও সকল বস্তু হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন স্বলক্ষণ অর্থাৎ নির্বিশেষ সত্যবস্তু স্বীকার করে, তাহাদের মতে কেন বীজজাতীয় বস্তু হইতে অক্ষুরজাতীয় কার্যই উৎপন্ন হয়, ক্রমেলক অর্থাৎ উদ্ভিজাতীয় কার্য জন্মে না কেন? কারণ, বীজ হইতে অল্প বীজের অথবা উদ্ভের কোন বিশেষ নাই। আর বীজ ও অক্ষুররূপ সামান্য অর্থাৎ জাতিদ্বয় বাস্তবিক সত্য নহে, যে জন্ম এই দুইটির কার্যাকারণভাব সত্য হইবে। অতএব কাল্লনিক অর্থাৎ মিথ্যা বীজজাতীয় স্বলক্ষণ কারণ হইতেই সেইরূপই অক্ষুরজাতীয়ের উৎপত্তি হয়—এই নিয়মই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে কার্যকে হেতু করিয়া যে অনুমান করা হয়, তাহার উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। এখানে কেবল দিক্‌মাত্র স্মৃচনা করা হইল। ইহার বিস্তার ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা ও ত্রায়কণিকাতে করিয়াছি, গ্রন্থ বিস্তার হইয়া যায় বলিয়া এখানে বিস্তার করিলাম না ১২৬

শাক্তরত্নাঙ্কম্ ।

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ১২৭

যদি চ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ অভ্যুপগম্যেত এবং সতি উদাসীনানাম্ অনীহ-
মানানামপি জনানাম্ অভিমতসিদ্ধিঃ শ্রাৎ, অভাবস্ত সুলভত্বাৎ। কৃষীবলস্ত ক্ষেত্রকর্মণি
অপ্রযতমানস্তাপি শস্ত্রনিষ্পত্তিঃ শ্রাৎ। কুলালস্ত চ মৃৎসংক্রিয়ানাম্ অপ্রযতমানস্তাপি
অমত্তোৎপত্তিঃ। তন্তুবায়স্তাপি তন্তুন্ অতদ্বানস্তাপি তদ্বানস্তেব বস্ত্রলাভঃ। স্বর্গাপ-
বর্গয়োশ্চ ন কচ্চিৎ কথঞ্চিৎ সমীহেত। ন চ এতদ্ যুজ্যতে অভ্যুপগম্যতে বা কেনচিৎ।
তন্মাদপি অনুপপন্নঃ অয়ম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ ১২৭ [ইতি চতুর্থং সমুদায়াদি-
করণম্ ।]

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ আর যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে উদাসীনানামপি অর্থাৎ যাহারা উদাসীন অর্থাৎ কোন কার্য করিতে আগ্রহ করে না, তাহাদেরও এবং সিদ্ধিঃ অর্থাৎ কার্যসিদ্ধি হউক? কারণ, অভাব ত সেখানেও আছে। অতএব অভাব কারণ হইতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—আর যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে উদাসীন অর্থাৎ অনীহমান অর্থাৎ যাহারা কোন যত্ন করে না, তাহাদেরও অভিমত ফললাভ হউক, কেননা অভাবও সকলেরই সুলভ। কৃষক ক্ষেত্রের কার্যে যত্নবান না হইলেও তাহার শস্ত্র উৎপন্ন হউক। কুল্লকার মুক্তিকাসংস্কারে যত্নবান

* ইহাতে প্রথমোক্ত “সিদ্ধিঃ” পদ থাকার ইহা অধিকরণ আরম্ভক হয় বটে, কিন্তু, “অপি” ও “চ” থাকার আরম্ভাধিকরণের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, এবং পরবর্তী মূর্ত্ত্তে প্রথমোক্তপদ থাকার, ইহাতেই অধিকরণ শেষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রথমোক্তপদটা শেষে থাকার ইহা উপসংহার সূত্রই হইল। অথচ বা পাদ্যারম্ভ ব্যতীত হলে প্রথমোক্তপদ শেষে থাকিলে অধিকরণ আরম্ভক হয় না।

(সৰ্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ১২৭]

ভাষ্যানুবাদ ।

না হইলেও তাহার অমত্র অর্থাৎ ভাণ্ডপ্রভৃতি উৎপন্ন হউক । তন্তুবায়েয়ও বয়ন না করিয়াই বয়নকারীর মত বস্ত্রলাভ হউক । স্বর্গ এবং মোক্ষও কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে যত্ববান্ না হউক । ইহা কিন্তু ঠিক নহে, এবং কেহ স্বীকারও করে না । এজন্য এই অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করা উচিত নহে ১২৭

ভামতী ।

ভাষ্যম্ অন্ত স্তম্ভম্ ১৩৭

বেদান্তকল্পতরুঃ । (এই অংশ ভামতীর কল্পতরু নাই ।)

ভামতীর অনুবাদ ।

এই স্তরের ভাষ্য সরল ।

চতুর্থাধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

তৃতীয় অধিকরণে বৈশেষিক মতের খণ্ডন করিয়া তৎসামাপ্রযুক্ত বৌদ্ধমত এই চতুর্থ অধিকরণে খণ্ডন করা হইতেছে । কারণ, ইহাদের সঙ্গেই বৈশেষিকের সাম্য অধিক । যথা—বৈশেষিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণবাদী বৌদ্ধগণও সেই দুই প্রমাণবাদী । বৌদ্ধগণের মধ্যে নানা শাখাভেদ থাকিলেও তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ; যথা—বৈভাসিক সৌত্রান্তিক যোগচার এবং মাধ্যমিক । তন্মধ্যে বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিক বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়া এই মতদ্বয়কে সৰ্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত বলা হয় । তন্মধ্যে বৈভাসিকগণ বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী এবং সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যপদার্থকে অনুমেয় বলেন । কিন্তু বাহ্যস্তিত্ববিষয়ে ইহারা একমত বলিয়া এই দুই সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া এই অধিকরণে সেই মতের খণ্ডন করা হইতেছে । এস্থলে বৈশেষিক, জগৎপ্রপঞ্চের পরমাণুপ্রভৃতি কতকগুলি পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহাদের কার্যাপ্রভৃতিকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, বৈভাসিকও ক্ষণিকপরমাণুর পরিণামী নিত্যতা এবং আকাশও নিরোধধ্বয়ের কূটস্থ নিত্যতা এবং কার্যপদার্থের অনিত্যতা স্বীকার করেন । এইরূপে কতক নিত্য এবং কতক অনিত্য স্বীকার করায় বৈশেষিকের দ্বারা ইহারাও অর্দ্ধবৈনাশিক । আর তজ্জন্ম বৈশেষিক-খণ্ডনে তাহাদের খণ্ডন হইয়াছে । ভাষ্যকার যে বৌদ্ধগণকে সৰ্ববৈনাশিক বলিয়াছেন, তাহা সৌত্রান্তিক যোগচার ও শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া—বুঝিতে হইবে । সৌত্রান্তিকাদি মতে সব বস্তুই ক্ষণিক ও নিরন্তরবিনাশী ।*

এই সমস্ত বৌদ্ধমতের মূল, বেদে পূর্বপক্ষরূপে কথিত হইয়াছে । এজন্য ইহাদিগকে বেদভাষ্যবিরোধী বেদোক্ত বৌদ্ধমত বলা যায় । কালে ইহাদের প্রাবল্য হওয়ায়, কপিল গৌতম কণাদ ব্যাস ও জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ তাহাদের স্বপ্ন দর্শনে বেদ ও বুক্তিদ্বারা সেই সব মত খণ্ডন করেন । অতঃপর কলির প্রাবল্যে গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া বেদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সেই খণ্ডিত বৌদ্ধমত, ঋষিগণপ্রদর্শিত দোষসমূহ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া নিজ উপলব্ধ সত্য বলিয়া আবার প্রচার করিলেন । ক্রমে বেদসংস্কারবর্জিত মনীষাসম্পন্ন বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত উক্ত বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া সেই গৌতমবুদ্ধের মত সুপ্রচারিত করেন । এইজন্য ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পরবর্তী বৌদ্ধপণ্ডিতগণকর্তৃক পরিষ্কৃত ও পরিপুষ্ট সেই প্রাচীন বৌদ্ধমত যথাসম্ভব অনুবাদ করিয়া এই অধিকরণের অন্তর্গত সূত্রগুলির ভাষ্যমুখে বিবৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন । সেই সূত্রগুলি এই—

১। সমুদায় উভয়হেতুকেইপি তদপ্রাপ্তিঃ ১৮

৬। উভয়থা চ দোষাৎ ১২৩

২। ইতরেতরপ্রত্যয়াদিতি চেন্নোৎপত্তিমাাত্রনিমিত্তত্বাৎ ১৯

৭। আকাশে চাবিশেষাৎ ১২৪

উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ১০

৮। অনুশ্রুতেষু ১২৫

৪। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপশ্চমত্ত্বাৎ ১২১

৯। নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ১২৬

৫। প্রতिसংখ্যাহপ্রতिसংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ১২২

১০। উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ১২৭

এইগুলি সমস্তই সিদ্ধান্তসূত্র । ইহাদের অক্ষরার্থ এইরূপ—

১। পরমাণুহেতুক বাহ্যসমুদায় এবং স্বক্কহেতুক আধ্যাত্মিকসমুদায় যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সমুদায়ের অর্থাৎ সংঘাতের প্রাপ্তি হয় না । কারণ, পরমাণু ও স্বক্কগুলি অচেতন । এজন্য তাহারা স্বতঃ সমুদায়রূপ প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ মিলিত হইতে পারে না । অতঃ স্থির চেতনকে সেই সমুদায়ের কর্ত্তা স্বীকার করা আবশ্যক । এজন্য বৌদ্ধমত ভ্রান্তিমূলক ।

* বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিকের মতভেদ শাস্ত্ররক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ হইতে গৃহীত হইল ।

(সৰ্বান্তিস্থবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ । ২৭]

চতুৰ্থাধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

২। স্বল্পসকল ও অগ্নিসকল অথ কোন চেতনের অপেক্ষা না করিয়া পরস্পর পরস্পরের কারণ হয় বলিয়া সংঘাত উপপন্ন হয়—ইহা যদি বল, তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, অবিজ্ঞাদি পদার্থসকল কেবল উৎপত্তির প্রতিই হেতু হয়, কিন্তু তাহাদের সংঘাতের প্রতি কোনরূপ হেতু হয় না।

৩। আর কার্যাক্রমের উৎপত্তি সময়ে কারণক্রমের নিরোধ হয় বলিয়া অবিজ্ঞাদি এক একটা পদার্থ কখন সংস্কারাদি-উত্তরোত্তর পদার্থের হেতু হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়—পটাদি কার্যের উৎপত্তিকালে তত্ত্বপ্রভৃতি কারণ বর্তমান থাকে।

৪। হেতু না থাকিলেও কার্য হয়—ইহা স্বীকার করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাহানি হয়; কারণ, তোমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আলম্বনপ্রত্যয়রূপ বিষয়, অধিপতিপ্রত্যয়রূপ ইন্দ্রিয়, আলোকাদিক্রম সহকারিকারণ ও সমনন্তর প্রত্যয়রূপ সংস্কার—এই চতুर्वিধ হেতু হইতে চিত্ত ও চৈত উৎপন্ন হয়। আর উত্তরক্রমের উৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত পূৰ্ব্বকণ থাকে বলিলে কার্যাকারণ এক সময়ে থাকে—বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতে ক্লগিকত্বভঙ্গ হয়।

৫। বৌদ্ধমতে জ্ঞানপূৰ্ব্বক বিনাশ ও স্বয়ং বিনাশ স্বীকার করা হয়, কিন্তু কোন বস্তুই বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া উক্ত দ্বিবিধ বিনাশেরই অপ্রাপ্তি হয়।

৬। বৌদ্ধমতে অবিজ্ঞাবিনাশ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হয়, অথবা স্বভাবতঃই হয়। প্রথমপক্ষে বিনাকারণে অবিজ্ঞা-নাশ স্বীকার করায় তাহা নষ্ট হয়। দ্বিতীয়পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের উপায়কথা ব্যর্থ হয়—এইরূপ উভয়পক্ষেই দোষ হয়।

৭। ঋতি ও অহুমানদ্বারা দেখা যায়, পৃথিবীপ্রভৃতির মত আকাশকেও বস্তু বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে কোন বিশেষ-নাই, এজন্ত আকাশ নিরূপাখ্য নহে।

৮। অহুতবের পরে জন্মে যে স্থিতি তাহাই অহুস্থিতি, সেই অহুস্থিতি হয় বলিয়া সেই অহুতবকর্ত্তা আত্মা ক্লগিক হইতে পারে না।

৯। আর অসং অর্থাৎ অভাব হইতে কার্যোৎপত্তি হয়—ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা দেখা যায় না। যেমন শশঙ্গ নাই, অতএব তাহা হইতে কোন কার্য জন্মিতে দেখাও যায় না। মৃদাদি সং হইতেই কার্য হয়—ইহাই দেখা যায়।

১০। আর অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে উদাসীন পুরুষগণেরও নিজ নিজ অভীষ্ট কার্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব প্রবৃত্তিই হইবে না। এই সকল কারণে, সৰ্বান্তিস্থমতবাদ ভ্রান্তিমূলক মত, প্রামাণিক মত নহে।

পূৰ্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি এবং বিষয় সংশয় প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) সঙ্গতি—

প্রথম ঋতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি—ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি—ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি—ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—প্রসঙ্গ সঙ্গতি। অর্থাৎ বৈশেষিকমতের সহিত এই সৰ্বান্তিস্থবাদী বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য থাকায় বৈশেষিকমতখণ্ডনপ্রসঙ্গে তাহারও খণ্ডন করা হইতেছে।

(২) বিষয়—বাহ্যাস্থিভবাদী বৌদ্ধমত।

(৩) সংশয়—বাহ্যাস্থিভবাদী বৌদ্ধমত ভ্রান্তিমূলক কি প্রমাণমূলক ?

(৪) পূৰ্ব্বপক্ষ—পৃথিব্যাদি চারিটা—ভূতপদবাচ্য এবং পরমাণুপুঞ্জস্বরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপ পদার্থ-গুলি ভৌতিকপদবাচ্য। তন্মধ্যে পরমাণুহেতুক পৃথিব্যাদিসমুদায় বাহ্য, এবং রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কাররূপ পঞ্চক্কহেতুক রূপাদিসমুদায় আধ্যাত্মিক—এই মতটী প্রমাণমূলক।

(৫) সিদ্ধান্তপক্ষ—এই মত ভ্রান্তিমূলক।

(৬) ফলভেদ—ফল পূৰ্ব্ববৎ অর্থাৎ পূৰ্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হওয়ায় সমন্বয় অসিদ্ধ এবং সিদ্ধান্তে সেই বিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয় সিদ্ধ।

অভাবাধিকরণং নাম
পঞ্চমম্ অধিকরণম্ ।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

নাভাব উপলক্ষেঃ ১২৮ *

চতুর্থাধিকরণের তাৎপর্য ।

শাস্ত্রদর্পণে এই অধিকরণের সার যেভাবে কথিত হইয়াছে, তাহা এই—

প্রাপ্তে হেতৌ ফলোৎপত্তেহেতুর্নানাপেক্ষণাৎ ।

অসম্ভাবানাস্তরং হেতুঃ কণিকঃ স্বফলং সৃজেৎ ॥

অর্থাৎ এক একটি কারণ থাকিলেই কার্য উৎপন্ন হয় বলিয়া কারণসমূহের কোন অপেক্ষা না থাকায়, কণিকাকারণ অত্র সম্ভাবনরূপ নিজের কার্য উৎপাদন করিবে—ইহা পূর্বপক্ষ ।

অস্ব্যক্ষণবদন্তোবাং স্বকার্যেত্বনপেক্ষতঃ ।

কুসূল এব শালিভ্যঃ শালীনামুদয়ো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ বীজের অস্ব্যক্ষণ যেমন নিজের কার্য উৎপাদন করিতে অপরকে অপেক্ষা করে না । এইরূপ উপাস্ব্যক্ষণ-প্রভৃতিও নিজ নিজ কার্য করিতে অপরের অপেক্ষা না করায় গোলাতেই ধাতু হইতে অক্ষুর উৎপন্ন হউক । ইহাই সিদ্ধান্ত ।

ভারতীতীর্থ মুনি তাঁহার অধিকরণমালায় যে দুইটা শ্লোকদ্বারা এই অধিকরণার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই—

সমুদায়াবুভৌ যুক্তাবযুক্তৌ বাহগুহেতুকঃ ।

একোহপরঃ স্বকহেতুরিত্যেবং যুক্ত্যতে দ্বয়ম্ ॥১

দ্বিরচেতনরাহিত্যাং স্বয়ং চাহচেতনত্বতঃ ।

ন স্বজ্ঞানামগুনাং বা সমুদায়োহিত্র যুক্ত্যতে ॥২

অর্থঃ—উভৌ সমুদায়ৌ যুক্তৌ অব্যুক্তৌ বা ? একঃ অগুহেতুকঃ, অপরঃ স্বকহেতুঃ—ইতি দ্বয়ং যুক্ত্যতে ১১ দ্বিরচেতনরাহিত্যাং স্বয়ং চ অচেতনত্বতঃ স্বজ্ঞানাম্ অগুনাং বা সমুদায়ো ন যুক্ত্যতে ১২

অর্থ—উভয় প্রকার সমুদায় যুক্ত কি অব্যুক্ত ? একটা অগুহেতুক অত্রটা স্বকহেতুক—এইরূপে দুইটা সম্ভব হয় ১১ (না তাহা নহে !) দ্বির চেতন নাই বলিয়া এবং নিজে অচেতন বলিয়া স্বকগণের বা অগুসকলের সমুদায় সম্ভব হয় না ১২

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

নাভাব উপলক্ষেঃ ১২৮

এবং বাহ্যার্থবাদম্ আশ্রিত্য সমুদায়াপ্রাপ্ত্যাদিষু দৃষণেষু উদ্ভাবিতেষু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ইদানীং প্রত্যবতিষ্ঠতে । কেষাঞ্চিৎ কিল বিনেয়ানাং বাহ্যে বস্তুনি অভিনিবেশম্ আলক্ষ্য তদনুরোধেন বাহ্যার্থবাদপ্রক্রিয়া ইয়ং বিরচিতা, নানৌ স্মৃগতাভিপ্রায়ঃ । তস্মৈ তু বিজ্ঞানৈকস্বক্যবাদ এব অভিপ্রেতঃ । তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণ অন্তঃস্থ এব প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ সর্বত্র উপপত্ততে । সত্যপি বাহ্যে অর্থে বুদ্ধ্যারোহম্ অন্তরেণ প্রমাণাদিব্যবহারানবতারাৎ ।

ভাষ্যম্ ।

সূত্রার্থ—বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্যবস্তুর ন অভাবঃ অভাব নাই ; উপলক্ষেঃ কারণ, তাহার উপলক্ষি হয় ।

ভাষ্যার্থ—এইরূপে বাহ্যার্থবাদ অর্থাৎ বাহ্যার্থ বাহ্যিকপদার্থ স্বীকার করেন, তাহাদের মত অবলম্বন করিয়া সমুদায়ের অসম্ভব হয়, ইত্যাদি দোষ কল্পনা করা হইলে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ এক্ষণে বিরোধিতা করিতেছেন । কতিপয় শিষ্যের বাহ্যবস্তুতে আগ্রহ দেখিয়া তাহাদের অনুরোধে এই বাহ্যার্থবাদের প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রকরণ রচনা করা হইয়াছে । তাহা কিন্তু বুদ্ধের অভিপ্রেত নহে । তাঁহার একমাত্র বিজ্ঞানবাদই

* এখানে “ন অভাব” এই প্রথমস্ত পদ থাকায় এই সূত্র হইতে অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে ।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাশাব উপলক্ষে: ১২৮]

ভাষ্যমুদ্যত ।

অভিপ্রেত । আর সেই বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যাক্ষরূপে অর্থাৎ জ্ঞানে কল্পিত আকার দ্বারা অন্তঃস্থ অর্থাৎ জ্ঞানগত হইয়াই প্রমাণপ্রমেয়ফলের সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হয় । কারণ, বাহ্যপদার্থ থাকিলেও বুদ্ধ্যারোহ ব্যতীত অর্থাৎ জ্ঞানগত না হইয়া প্রমাণাদি ব্যবহার হয় না ।

ভাষ্যতী ।

পূর্বাধিকরণসঙ্গতিম্ আহ—“এবম্” ইতি । বাহ্যার্থবাদিভ্যঃ বিজ্ঞানমাত্রবাদিনাং সুগতাভিপ্রেততয়া বিশেষমাহ—“কেবাঞ্ছিৎ কিল” ইতি । অথ প্রমাতা প্রমাণং প্রমেয়ং প্রমিতিঃ ইতি হি চতস্যু বিধাসু তদ্ব্যপারিসমাপ্তিঃ, আসাম্ অন্ততমাত্তাবেহপি তদ্ব্যস্ত অব্যবস্থানাৎ । তস্মাৎ অনেন বিজ্ঞানস্বক্কমাত্রং তদ্ব্যং ব্যবস্থাপয়তা চতস্ত্রো বিধা এষিতব্যঃ, তথাচ ন বিজ্ঞানস্বক্কমাত্রং তদ্ব্যম্ । ন হি অস্তি সম্ভবঃ * বিজ্ঞানমাত্রং চতস্ত্রো বিধাশ্চ ইত্যন্ত আহ—“তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যাক্ষরূপেণ” ইতি ।

যতপি অনুভবাৎ ন অন্তঃ অনুভাব্যঃ অনুভবিতা অনুভবনম্, তথাপি বুদ্ধ্যাক্ষরূপেণ বুদ্ধি-পরিকল্পিতেন অন্তঃস্থ এব এব প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ প্রমাতৃব্যবহারশ্চ ইত্যপি দৃষ্টব্যম্ । ন পারমার্থিক ইত্যর্থঃ ।। এবঞ্চ ন সিদ্ধসাধনম্ । ন হি ব্রহ্মবাদিনঃ নীলাত্মাকারাং বিত্তিম্ অভ্যুপগচ্ছন্তি, কিন্তু অনির্বচনীয়ং নীলাদি ইতি । তথাহি—স্বরূপং বিজ্ঞানস্ত অসত্যাকারযুক্তং প্রমেয়ং, প্রমেয়প্রকাশনং প্রমাণফলং, তৎপ্রকাশনশক্তিঃ প্রমাণম্ । বাহ্যবাদিনোরপি বৈভাবিক-সৌত্রান্তিকয়োঃ কাল্পনিক এব প্রমাণফলব্যবহারঃ অভিমত ইত্যাহ—“সত্যপি বাহ্যে অর্থে” ইতি । ভিন্নাধিকরণে হি প্রমাণফলয়োঃ তদ্ব্যবো ন স্ত্যৎ । ন হি খদিরগোচরে পরশৌ পলাশে দ্বৈধীভাবো ভবতি । তস্মাৎ অনয়োঃ ঐকাধিকরণ্যং বক্তব্যম্ । কথং চ তদ্ব্য ভবতি ? যদি জ্ঞানস্বে এব প্রমাণফলে ভবতঃ । ন চ জ্ঞানং স্বলক্ষণম্ অনংশম্ অংশাভ্যাং বস্তৃসদৃশ্যং যুক্ত্যতে । তদেব জ্ঞানম্ অজ্ঞানব্যাবৃত্তিকল্পিতজ্ঞানদ্বাংশং ফলম্ । অশক্তিব্যাবৃত্তিপরি-কল্পিতাঅন্যপ্রকাশনশক্ত্যাংশং প্রমাণম্ । প্রমেয়ং তু অন্ত বাহ্যমেব । এবং সৌত্রান্তিক-সময়েহপি † । জ্ঞানস্ত অর্থসারূপ্যম্ অনীলাকারব্যাবৃত্ত্য কল্পিতনীলাকারদ্বং প্রমাণং, ব্যবস্থাপন-হেতুত্বাৎ । অজ্ঞানব্যাবৃত্তিকল্পিতং চ জ্ঞানদ্বং ফলম্, ব্যবস্থাপ্যত্বাৎ । তথাচ আত্মঃ—

“ন হি বিত্তিসম্ভব তদবেদনা যুক্তা, তস্তাঃ সর্বত্রাবিশেষাৎ ।

তাং তু সারূপ্যমাবিশং স্রূপয়ৎ তদ্ব্যচয়ৎ” ইতি ।

বেদান্তকল্পতরু ।

রূপাদিরহিতব্রহ্মজগদ্রূপাদানববাদিসম্বরণস্ত বিজ্ঞানং নীলাত্মাকারম্ ইত্যনুমানবিরোধাবিরোধসঙ্গেহ পূর্বোক্তসমুদায়প্রাপ্তাদি-দৃশ্যনি উপজীব্য বাহ্যার্থপলাপাৎ হেতুহেতুমল্লক্ষণাং “সঙ্গতিমাহ” ইত্যর্থঃ । ব্যাঘাতেন পূর্বপক্ষানুস্থানম্ আগচ্ছতে “অথ” ইতি । চোক্তপ্রারম্ভার্থঃ অর্থশব্দঃ । বস্তব্যবহিতৈ প্রমাণাদি অভ্যুপগম্য তন্নিবেদ্য ব্যাঘাত ইত্যর্থঃ । “বুদ্ধিপরিকল্পিতেন” ইতি । বিভাগমাত্রং জ্ঞেয়াত্মাকার্যাং পরিকল্পিতং জ্ঞেয়াদিরূপদ্বং বুদ্ধেঃ বাস্তবমেব । নহু নীলাত্মাকারী বিজ্ঞানম্ ইত্যনুমানেন বেদান্তিনাং সিদ্ধসাধনম্, ব্রহ্মণো বিজ্ঞানাত্মকস্ত নীলাত্মকত্বাৎ, অজ্ঞাতা তদবৈতাসিদ্ধিঃ অত আহ—“এবঞ্চ” ইতি । বৌদ্ধা হি বিত্তে: বিজ্ঞানস্ত আন্তরং নীলাদি-রূপম্ আচক্ষতে, ন বরমিত্যর্থঃ । বুদ্ধৌ পরিকল্পিতং জ্ঞেয়াদিবিভাগম্ উপপাদয়তি—“তদ্ব্যহী” ইতি । “অসত্যাকারে” ইতি । আকারস্ত অসত্যত্বং বাহ্যরূপেণ অসত্যেন আন্তররূপেণ সত্যেন আকারেণ যুক্তম্ ইত্যর্থঃ । নহু বাহ্যার্থসত্যত্বে প্রমাণাদিরঃ সত্যঃ সিধ্যন্তি, কিং কল্পিতত্বেন ইতাশঙ্কা তদ্ব্যতঃ প্রমেয়বিভাগঃ সত্যঃ উপলভ্যতাপি, প্রমাণকলবিভাগঃ তবৎ সিধ্যা, তথাচ অর্থাৎ প্রমেয়মিথ্যাত্বম্ আপত্ত্যতে ইত্যভিপ্রেত আহ—“বাহ্যবাদিনোরপি” ইতি । বৈভাবিকমতে প্রমাণফলবিভাগস্ত কল্পিতত্বম্ উপপাদয়তি—“ভিন্নাধিকরণে হি” ইতি । প্রমাণম্ হি করণং প্রমিতিঃ ফলং তয়োঃ ভিন্নাধিকরণত্বে করণকলভাবো ন স্ত্যৎ । করণকলভাবঃ একাধিকরণয়োঃ এব ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—“নহী” ইতি । যতপি পরশুঃ স্বাবরবেহু সমবেতঃ বৈধীভাবস্ত খদিরে, তথাপি বাণারাবিষ্টকর্ণীভূতঃ পরশুঃ সংযোগেন খদিরাধিকরণ ইতি করণকলয়োঃ ঐকাধিকরণম্ । ভবতু প্রমাণকলয়োঃ একাধিকরণতা, তবতা কথং তদ্ব্যভাগস্ত কল্পিতত্বসিদ্ধিঃ অত আহ—“কথং চে” ইতি । যদি জ্ঞানস্বে এব প্রমাণফলে ভবতঃ, তর্হি এব তদৈকাধিকরণ্যং ভবতি ইতরথা কথং ভবতি ইত্যর্থঃ । নহু তবত্যাং জ্ঞানস্বে এব

* ন হি অস্তি সম্ভবঃ—“ন সম্ভবঃ” পাঠান্তর ।

† সন্নিবেদ্যে—নয়ে পাঠান্তর ।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমততত্ত্বম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষেঃ ১২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

প্রমাণফলে অতো বা কিং জাতম্ অত আহ—“ন চ জ্ঞানং স্বলক্ষণমিতি” । ন তাবৎ কুণ্ডে বদরবং জ্ঞানে প্রমাণফলয়োঃ অবস্থানসম্ভবঃ, জ্ঞানস্ত অসংযোগিত্বাৎ তাদাত্ম্যেন তু স্তব্যং অবস্থানং, ন চ বস্তুতো ত্রিভাষ্যম্ একস্ত্রীকোপপত্তিঃ ততঃ কাল্পনিকপ্রমাণফলভেদ ইত্যর্থঃ । তমেব দর্শয়তি—“তদেবে”তি । অজ্ঞানব্যাবৃত্ত্যাত্মকোহরূপেণ কল্পিতো জ্ঞানত্বসামান্যরূপঃ অংশঃ যন্ত তৎ তথা উক্তম্ । অশক্তিব্যাবৃত্তি-রূপেণ কল্পিতো বিজ্ঞানস্ত আত্মানং স্বম্ অনাত্মানম্ অর্থঃ প্রতি চ বা প্রকাশনশক্তিঃ সঃ অংশোঃ যন্ত তৎ বিজ্ঞানং তথা । তচ্চ প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ । বৈভাবিকস্ত বাহুঃ অর্থঃ প্রত্যক্ষঃ সৌত্রান্তিকস্ত জ্ঞানগতাকারবৈচিত্র্যেণ অমুমেয়ঃ । তদ্ব্যভেদেই প্রমাণফলবিভাগস্ত কল্পিতত্ব-নাহ—“এবমি”তি । জ্ঞানগতঃ বাহুনীলসারূপাঃ ভাসমানম্ অনীলাকারাপোতরূপেণ কল্পিতঃ, তচ্চ বাহুম্ অর্থঃ ব্যবস্থাপয়তি, প্রতিবিম্বমিব বিম্বম্, অন্তঃ প্রমাণম্ । জ্ঞানাৎ সকাশাৎ বৎ অস্তৎ তদব্যাবৃত্তিরূপেণ কল্পিতঃ জ্ঞানত্বং সামান্যঃ ফলঃ, তদ্বি সারূপ্যবলাৎ নীলজ্ঞানত্বেন ব্যবস্থাপাতে । অস্মিন্ গপি যতে এসেয়ঃ পরমার্থভিন্নম্ ইতি সারূপ্যাত্ম জ্ঞানজ্ঞেয়ভাবব্যবস্থাপকত্বে সৌত্রান্তিকবচনমাহ—“তথাচে”তি । “বিস্তিস্তৈব তদ্বেননা” । তস্ত অর্থস্ত বেদনা ন যুক্তা, কুতঃ ? তস্তাঃ বিভিন্দায়াঃ সর্বত্র স্বার্থে বিশেষ্যভাবাৎ । জ্ঞানমাত্রঃ হি সর্বজ্ঞেয়সাধারণম্ । তস্মাৎ তাঃ তু বিস্তিঃ সারূপ্যম্ আবিশৎ ঘটয়েৎ । কিং ঘটয়েৎ ইত্যত আহ—“সরূপয়ৎ তৎ” ইতি । তৎ বাহুঃ বস্তু সরূপয়ৎ যেন রূপেণ সরূপাৎ বিস্তিঃ কুর্বেৎ “ঘটয়েৎ” বিস্তা সহ বিঘনভাবেন যোজয়েৎ ইত্যর্থঃ । সরূপয়ন্তম্ ইতি পাঠে অর্থমিতি শেষঃ ।

ভাসমতীর অনুবাদ ।

এবম্ ইত্যাদি এই গ্রন্থদ্বারা পূর্বাধিকরণের সহিত সঙ্গতি বলিতেছেন । কেবাঞ্চিৎ কিল এই গ্রন্থদ্বারা বাহার্যবাদী অপেক্ষা বিজ্ঞানমাত্র বাদীর মত বুদ্ধের অভিপ্রেত বলিয়া বিশেষ বলিতেছেন । প্রমাতা-অর্থ্যাৎ প্রমিতির কর্তা, প্রমাণ অর্থ্যাৎ প্রমিতির করণ, প্রমেয় অর্থ্যাৎ তাহার বিষয় এবং প্রমিতি অর্থ্যাৎ জ্ঞান—এই চারিটি প্রকার থাকিলে তত্ত্বপরিসমাপ্তি হয়, ইহাদের মধ্যে একটিরও অভাব হইলে তত্ত্বব্যবস্থা হয় না । অতএব যিনি একমাত্র বিজ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন, সেই বিজ্ঞানবাদীও এই চারিটি প্রকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, এবং তাহা হইলে একমাত্র বিজ্ঞানস্বত্বই তত্ত্ব হইল না । কারণ, একমাত্র বিজ্ঞানস্বত্বই তত্ত্ব এবং উক্ত চারিটি প্রকারও আছে—ইহা ত সম্ভব নহে, এইজন্য তস্মিন্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যাক্রটেন রূপেণ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন ।

যদিও অনুভবের বিষয়টী, অনুভবের কর্তা, অনুভবের করণ ও অনুভব অর্থ্যাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, তাহা হইলেও বুদ্ধাক্রট অর্থ্যাৎ বুদ্ধিতে কল্পিত আকারদ্বারা অন্তরেই এই প্রমাণ প্রমেয় ও ফলের ব্যবহার এবং প্রমাতার ব্যবহার হয়—ইহাও জানিতে হইবে, অর্থ্যাৎ তাহা পারমাণিক নহে । এইরূপ বলিলে সিদ্ধসাধন দোষ হইল না, অর্থ্যাৎ বেদান্ত ও বুদ্ধের সিদ্ধান্ত এক হইল না । কারণ, বেদান্তিগণ নীলাদি-আকারাত্মক জ্ঞান স্বীকার করেন না, অর্থ্যাৎ জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ নীল ইত্যাদি, স্তূত্রাং জ্ঞান ব্যতীত নীল প্রভৃতি কোন বাহ্যবস্তু নাই—ইহা স্বীকার করেন না, কিন্তু অনির্লক্ষণীয় নীলাদি বস্তু স্বীকার করেন । যথা—অসত্য আকারযুক্ত বিজ্ঞানের যে স্বরূপ, তাহাই প্রমেয় অর্থ্যাৎ বিষয়, প্রমেয়ের প্রকাশরূপ যে বিজ্ঞান, তাহা প্রমাণের ফল, আর প্রমেয়কে প্রকাশ করিবার বিজ্ঞানের যে শক্তি, তাহাই প্রমাণ । বাহ্যপদার্থ স্বীকার করেন যে বৈভাবিক ও সৌত্রান্তিক, তাহাদেরও প্রমাণ ও ফলের ব্যবহার কাল্পনিক, ইহাই তাহাদের অভিমত—এই কথাই সত্যপি বাহ্যে অর্থে এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন । কারণ, প্রমাণ ও ফল পৃথক অধিকরণে থাকিলে তদভাব অর্থ্যাৎ কার্যাকারণভাব হইবে না । কারণ, গদিরকাষ্ঠে কুঠারসংযোগ হইলে পলাশকাষ্ঠে ঘেদীভাব অর্থ্যাৎ ছেদন হয় না । অতএব ইহাদের অর্থ্যাৎ প্রমাণ ও ফলের একাদিকরণে বর্তমানতাই বলিতে হইবে । (যদি বল) কি করিয়া তাহা হয় ? তাহা হইলে বলিব—যদি প্রমাণ ও ফল উভয়েই জ্ঞানে থাকে । আর স্বলক্ষণ অর্থ্যাৎ কোনরূপ কল্পনারহিত কেবল বিশুদ্ধ, এবং অংশরহিত যে জ্ঞান, তাহা বাস্তবিক সত্য—এইরূপ দুইটি অংশের সহিত যুক্ত হইতে পারে না । সেই জ্ঞানই অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হওয়ার উদ্ধারা তাহাতে যে জ্ঞানস্বরূপ অংশের কল্পনা করা হয়, তদযুক্ত হইলে তাহাই ফলস্বরূপ হয় । (অর্থ্যাৎ বৌদ্ধমতে অতদব্যাবৃত্তত্বই বস্তুর স্বরূপ, যেমন জ্ঞানপদার্থটি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হওয়ার অজ্ঞানব্যাবৃত্ত হইয়াছে, আর অজ্ঞানব্যাবৃত্ত হওয়ায় তাহাতে জ্ঞানত্বের কল্পনা করা হয়, আর তাহা হইলে সেই জ্ঞানই তখন ফল হইয়া দাঁড়াইল ।) এইরূপ অশক্তিব্যাবৃত্তিরূপ হেতুদ্বারা নিজেই ও পরকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্যরূপ অংশযুক্ত হইলে সেই জ্ঞানই প্রমাণ হয় । কিন্তু বাহ্য-বস্তুই এই জ্ঞানের প্রমেয় । সৌত্রান্তিকমতেও এইরূপ । জ্ঞানের যে অর্থসারূপা অর্থ্যাৎ নীলভিন্ন আকার হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় যে নীল আকার হওয়ার কল্পনা করা হয়, তাহাই প্রমাণ ; কারণ, তাহাই ব্যবস্থাপনের অর্থ্যাৎ বস্তু স্থির করিবার হেতু । আর অজ্ঞানব্যাবৃত্তিরূপ হেতুদ্বারা যে জ্ঞানত্বের কল্পনা করা হয়, তাহাই ফল । কারণ, তাহারই ব্যবস্থা করা হয়, অর্থ্যাৎ স্থির করা হয় । আর তাহারই সেইরূপই বলেন—

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাশাবঃ উপলক্ষেঃ ১২৮]

ভাস্তীর অহুবাৎ ।

ন হি বিত্তিসত্ত্বৈব তদ্ব্যবস্থা যুক্তা, তন্ত্ৰাঃ সৰ্ব্বত্রাবিশেষাৎ,

তাঃ তু সাক্ষপ্যমাংশঃ সাক্ষপয়ঃ তদ্ব্যবস্থায়ঃ । ইতি

অর্থাৎ বিত্তিসত্ত্বা অর্থাৎ জ্ঞানের অস্তিত্বই যে বিষয়ের জ্ঞানস্বরূপ হইবে, তাহা ঠিক নহে। কারণ, তাহা অর্থাৎ জ্ঞানের সত্ত্বা সকল বিষয়েই আছে, তাহার ত কোন বিশেষ নাই, কিন্তু বিষয়ের সাক্ষপ্য অর্থাৎ জ্ঞানে বিষয়ের যে আকার প্রতিকলিত হয়, তাহা জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানকে নিজের মত করিয়া দিয়া বাহ্যবস্তুকে জ্ঞানের সহিত বিষয়রূপে যোগ করিয়া দেয়।

শাক্তভাষ্যম্ ।

কথং পুনঃ অবগম্যতে অন্তঃস্থ এব অয়ং সৰ্ব্বব্যবহারঃ, ন বিজ্ঞানব্যতিরিক্তঃ বাহ্যঃ অর্থঃ অস্তি ইতি। তদসম্ভবাৎ ইত্যাহ। স হি বাহ্যঃ অর্থঃ অভ্যুপগম্যমানঃ পরমাণবো বা সূত্র্যঃ, তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ সূত্র্যঃ। তত্র ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদা ভবিতুম্ অর্হন্তি, পরমাণুভাসজ্ঞানানুপপত্তেঃ। নাপি তৎসমূহাঃ স্তম্ভাদয়ঃ, তেষাং পরমাণুভ্যঃ অন্তঃস্থানজ্ঞানভ্যাং নিরুপায়িতুম্ অশক্যত্বাৎ। এবং জ্ঞাত্যাদীন্ অপি প্রত্য্যচক্ষীত। অপি চ অনুভবমাত্রেন সাধারণাশ্রয়ানো জ্ঞানস্ত জায়মানস্ত যোহয়ং প্রতিবিষয়ং পক্ষপাতঃ স্তম্ভজ্ঞানং কুড্যজ্ঞানং ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্ ইতি, নাসৌ জ্ঞানগত-বিশেষম্ অন্তরেণ উপপত্ততে—ইতি অবশ্যং বিষয়সাক্ষপ্যম্ জ্ঞানস্ত অঙ্গীকর্তব্যম্। অঙ্গীকৃত্যে চ তস্মিন্ নিষয়াকারস্ত জ্ঞানেনৈব অবরুদ্ধত্বাৎ অপার্থিকা বাহ্যার্থসদৃশাবকল্পনা।

ভাষ্যমুবাৎ ।

যদি বল—কি করিয়া বুঝা যাইবে যে, এই ব্যবহার সকলই অন্তঃস্থ অর্থাৎ জ্ঞানগত, এবং জ্ঞানব্যতীত বাহ্যপদার্থ কিছুই নাই? এ বিষয়ে বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, তাহার কারণ, বিজ্ঞানব্যতীত বাহ্যপদার্থের সম্ভব হয় না। কারণ, বাহ্যপদার্থ স্বীকার করিলে সেই বাহ্য স্তম্ভাদি বস্তু কি, এক একটা পরমাণুরূপ হইবে? অথবা তাহার সমষ্টিরূপ হইবে? তন্মধ্যে পরমাণুসকল স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ অর্থাৎ স্তম্ভাদিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম বহুপরমাণুর জ্ঞান কখনও এক-স্থূল-স্তম্ভবিষয়ক হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুনিষয়ক প্রত্য্যক উপপন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ যে জ্ঞান একস্থূল, স্থূলত্ব ও নীলত্বের গ্রাহক, সেই জ্ঞান পরম সূক্ষ্ম বহু পরমাণুরও গ্রাহক—ইহা কখনই উপপন্ন হয় না। আর পরমাণুসমষ্টিও স্তম্ভাদি হইতে পারে না; কারণ, তাহার পরমাণুসকল হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। এইরূপে জ্ঞাতি-গুণ-কর্ম্মপ্রভৃতিরও প্রত্য্যখ্যান করিবে। আরও কেবল অনুভবরূপে যে সাধারণ জ্ঞান জন্মে, তাহার যে এই প্রত্য্যক বিষয়ে পক্ষপাত, যথা—স্তম্ভের জ্ঞান, দেওয়ালের জ্ঞান, ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান ইত্যাদি, তাহা জ্ঞানগত বিশেষ ব্যতিরেকে উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব অবশ্যই জ্ঞানের বিষয়সাক্ষপ্য অর্থাৎ বিষয়ের মত আকার হওয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা স্বীকার করিলে জ্ঞানের দ্বারাই বিষয়সাক্ষপ্য অবরুদ্ধ হয় বলিয়া অর্থাৎ জ্ঞানগত বিশেষাকারদ্বারাই ব্যবহার নির্বাহ হইয়া যায় বলিয়া বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা নিরর্থক।

ভাস্তী।

প্রশ্নপূর্বকং বাহ্যার্থাভাবে উপপত্তীঃ আহ—“কথং পুনঃ অবগম্যতে” ইতি। স হি বিজ্ঞানালম্বনস্বাভিমতঃ বাহ্যঃ অর্থঃ পরমাণুঃ তাবৎ ন সম্ভবতি। এক-স্থূল-নীলাভাসঃ হি জ্ঞানং ন পরমসূক্ষ্মপরমাণুভাসম্। ন চ অজ্ঞানভাসম্ অজ্ঞানগোচরং ভবিতুম্ অর্হতি। অতিপ্রসঙ্গেন সর্বগোচরতয়া সর্বসর্বজ্ঞত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ প্রতিভাসধর্ম্যঃ স্বেীলাম্ ইতি যুক্তম্। বিকল্পা-সহস্রাৎ। কিম্ অয়ং প্রতিভাসস্ত জ্ঞানস্ত ধর্ম্যঃ, উত প্রতিভাসনকালে অর্থস্ত ধর্ম্যঃ। যদি পূর্বঃ কল্পঃ, অজ্ঞা, তথা সতি স্বাংশালম্বনমেব বিজ্ঞানম্ অভ্যুপেতং ভবতি। এবঞ্চ কঃ

(বিজ্ঞানবাহিনীমৌলিকমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষেঃ ১২৮]

ভাষ্যতী ।

প্রতিকুলীভবতি অনুকূলম্ আচরতি ? দ্বিতীয়ঃ ইতি চেৎ, তথাহি—রূপপরমাণব এব নিরন্তরম্ উৎপন্ন। একবিজ্ঞানোপারোহিণঃ স্ত্রৌল্যম্ । ন চ অত্র কশ্চিৎ ভ্রান্ততা । ন হি ন তে রূপপরমাণবঃ । ন চ ন নিরন্তরম্ উৎপন্নঃ । ন চ একবিজ্ঞানানুপারোহিণঃ । তেন মা ভূৎ নীলছাদিবৎ পরমাণুধর্ম্যঃ, প্রত্যেকং পরমাণুযু অভাবাৎ । প্রতিভাসদশাপন্নানাং তু তেবাং ভবিষ্যতি বহুছাদিবৎ সাংবৃতং স্ত্রৌল্যম্ । যথাহুঃ—

“গ্রহেহেনেকশ্চ চৈকেন কিঞ্চিৎপ্রপং হি গৃহতে । সাংবৃতং প্রতিভাসস্থং তদেকাশ্রয়সম্ভবাৎ ॥

ন চ তদর্শনং ভ্রান্তং নানাবস্তুগ্রহাদ্যতঃ । সাংবৃতং গ্রহণং নাশ্রয় চ বস্তুগ্রহো ভ্রমঃ ॥”

ইতি । তন্ন নৈরন্তর্য্যাবভাসস্য ভ্রান্তত্বাৎ । গন্ধরসস্পর্শপরমাণুধর্ম্যরিতা হি তে রূপপরমাণবঃ ন নিরন্তরাঃ । তস্মাৎ আরাৎ সান্তরেষু বৃক্ষেষু এক-ঘন-বনপ্রত্যয়বৎ এষ স্থূলপ্রত্যয়ঃ পরমাণুযু সান্তরেষু ভ্রান্ত এব ইতি পশ্যামঃ । তস্মাৎ কল্পনাপোচত্বেহপি ভ্রান্তত্বাৎ ঘটাদিপ্রত্যয়স্য পীতশঙ্খাদিজন্যবৎ ন প্রত্যক্ষতা পরমাণুগোচরত্বাভ্যুপগমে । তৎ ইদম্ উক্তম্—“ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদা ভবিতুম্ অর্হন্তি । নাপি তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ” অবয়বিনঃ । তেষাম্ অভেদে পরমাণুভ্যাঃ পরমাণব এব । তত্র চ উক্তং দৃশ্যম্ । ভেদে তু গবাশ্বশ্বেব অত্যন্তবৈলক্ষণ্যমিতি ন তাদাত্ম্যম্ । সমবায়শ্চ নিরাকৃত ইতি । এবং ভেদাভেদবিকল্পেন জাতি-গুণ-কস্মাদৌন অপি প্রত্যাক্ষীত । তস্মাৎ যৎ যৎ প্রতিভাসতে তস্য সর্বস্য বিচারাসহত্বাৎ অপ্রতিভাসমানসদভাবে চ প্রমাণাভাবাৎ ন বাহালক্ষ্যনাঃ প্রত্যয়া ইতি ।

অপি চ ন তাবৎ বিজ্ঞানম্ ইন্দ্রিয়বৎ নিলীনম্ অর্থং প্রত্যক্ষয়িতুম্ অর্হতি । ন হি যথা ইন্দ্রিয়ম্ অর্থবিষয়ং জ্ঞানং জনয়তি এবং বিজ্ঞানম্ অপরং বিজ্ঞানং জনায়িতুম্ অর্হতি । তত্রাপি সমানত্বাৎ অনুযোগস্য অনবস্থা প্রসঙ্গাৎ । ন চ অর্থাদারং প্রাকটালক্ষণং ফলম্ আধাতুম্ উৎসহতে, অভীতানাগতেষু তদসম্ভবাৎ । ন হি আশ্রয় সম্ভবঃ অপ্রত্যুৎপন্নো ধর্ম্মী ধর্ম্মশ্চ অশ্রু প্রত্যুৎপন্ন ইতি । তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপপ্রত্যক্ষতা এব অর্থপ্রত্যক্ষতা অভ্যুপেয়া । তচ্চ অনাকারং সং আজানতো ভেদাভাবাৎ কথম্ অর্থভেদং ব্যবস্থাপয়েৎ ইতি । তদ্ভেদব্যবস্থাপনায় আকার-ভেদঃ অশ্রু এবিতিবাঃ । তদুক্তম্—

“ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেনাদন্যুক্তা তস্তাঃ সর্বত্রাবিশেষাৎ ।

তাং তু সাক্ষ্যপ্যমাবিশং সরূপয়ং তদৃষ্টয়েৎ” ॥ ইতি ।

একশ্চ অয়ম্ আকারঃ অনুভূয়তে । স চেৎ বিজ্ঞানস্য, ন অর্থসদভাবে কিঞ্চন প্রমাণম্ অস্তি ইত্যাহ—“অপিচ অনুভবমাত্রেন সাধারণাত্মনঃ জ্ঞানস্য” ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

এবং সম্ভাবিতে পূর্বপক্ষে সাধকপ্রমাণানি কথয়তি ইত্যাহ—“প্রথমপূর্বকমি”তি । শুভাশ্রয়ঃ কিং পরমাণুঃ তৎকৃতঃ অবয়বী বা ? প্রথমে কিং পরমাণুত্রয়ঃ ভূগোচরপ্রতীতিবিশেষকৃতো বা । তত্র পরমাণুত্রয়ঃ নিবেদতি—“স হী”তি । ভাসমানাং অন্তগোচরত্বম্ অতিপ্রসঙ্গঃ । আশ্রয়িত্বীয়ং বোধ বিকল্পা দৃশয়তি—“ন চে”তি । প্রতিভাসনকালে তদুপাধিঃ কৃপা অর্থস্য ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ । “বাংশঃ” স্বাকারঃ । “গ্রহেহেনেকস্যো”তি । অনেকস্য পরমাণোঃ একেন জ্ঞানেন গ্রহণে কিঞ্চিং স্থূলং রূপং গৃহতে তচ্চ সাংবৃতম্ । সাংবৃতত্বস্য বিবরণং—“প্রতিভাসস্থমি”তি । বিশকলিতপরমাণুত্বাচ্ছাদকত্বাৎ সাংবৃত্তিঃ বুদ্ধিঃ । স্বাভাবিকত্বাভাবে হেতুমাৎ—“একাত্মনী”তি । একপরমাণুত্বানি উপাধিকবিষয়ত্বে স্থূলবুদ্ধেঃ আশ্রয়িত্বম্ আশ্রয়্য দ্বিতীয়মেকেন পরিহ্রিয়তে—“নচে”তি । তস্য স্থূলস্য দর্শনং ন চ ভ্রান্তং, যতঃ কারণং নানাবস্তুনাং পরমাণুনাং গ্রহণং সকাশাৎ সাংবৃত্তস্য স্থূলস্য গ্রহণম্ অশ্রুৎ ন ভবতি । যে এব হি ভিন্নধর্ম্মগৃহীতাঃ তে এব নিরন্তরাঃ পরমাণবঃ একাধর্ম্মা গৃহ্যমাণাঃ স্থূলমিতি নির্ভাসন্তে । তে চ বস্তু এব বস্তুগ্রহণ চ ভ্রমঃ ইত্যর্থঃ । এবং স্থূলনীলবভাসস্য সালঙ্ঘনত্বং বাহ্যার্থবাদিনা সমর্থিতং বিজ্ঞানবাহী দৃশয়তি—“তন্নে”তি । যদি নিরন্তরা নীলপরমাণবঃ একধর্ম্মগোচরো নীলঃ, তর্হি নৈরন্তর্য্যম্ অসিদ্ধম্ । নীলপদার্থে চ রসগন্ধস্পর্শপরমাণু নাম্ অপি সত্বেন রূপপরমাণুনাং নৈরন্তর্য্যাত্বাৎ ইত্যর্থঃ । “আরাৎ” দূরাৎ । “ঘনং” নিবিড়ং তদেব ঘনম্ । ননু স্থূলপ্রত্যয়স্য ন আশ্রয়িত্বং যুক্তম্, স্বলক্ষণবিষয়ত্বেন নির্বিকল্পকত্বাৎ, সর্বিকল্পকঃ হি অবস্তভূতসামান্তবিষয়ত্বাৎ ভ্রান্তম্ ইত্যর্থক্য আহ—“তস্মাদি”তি । “কল্পনা” অভিলাপঃ । “তদপোচঃ” ভয়হিতম্ । যদ্যপি স্থূলঃ ব্যক্তিজ্ঞানং ব্যক্তৌ সৎক-

((বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমততত্ত্বম্ ।)

[নান্দাব উপলক্ষে: ১২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

এইস্থ অভাবেন শব্দবাচ্যতায়াং তথাপি জ্ঞাত্বাং ন অস্ত প্রত্যক্ষতা “কল্পনাগোচরম্ অজ্ঞানমিতি” প্রত্যকলক্ষণকরণাং ইত্যর্থঃ ।
 আন্তর্যময়োঃ দ্বিতীয়ঃ নিরাকরোতি—“নাপি তৎসমূহা” ইতি । পরমাণুভ্যাঃ স্তম্ভাদীনাং ভেদে সম্বন্ধঃ অস্তি ন বা ? যদি ন, কথং তর্হি
 উপাদানোগোচর্যভাবঃ ? অস্তি চেৎ তর্হি সম্বন্ধঃ তাদাত্ম্যং সমবায়ো বা ? নান্তঃ, ব্যাখ্যাতাং । ন-দ্বিতীয়ঃ, বৈশেষিকাধিকরণে হি (ব্রঃ অঃ
 ২২।১২) ভিন্নয়োঃ সমবায়ো নিরস্তঃ ইত্যর্থঃ । ভাষ্যকারেণ জ্ঞানে ভাসমানস্তম্ভাত্ম্যাকারবৈচিত্র্যাত্মখ্যপত্ত্যা স্তম্ভাদেঃ জ্ঞানাকারত্বম্
 উক্তম্, তৎ অযুক্তম্, ভিন্নত্বৈব অর্থম্ জ্ঞানেন প্রকাশনসম্ভবাং ইতি আশঙ্ক্য ভেদাভূতগমে অর্থস্ত অপরোক্ষতা ন ত্রাৎ ইত্যাহ—
 “ন তাবদি”ত্যাदि। মা তুং জ্ঞানং অর্থবিষয়জ্ঞানান্তরম্ জনকং, মা চ বিষয়ান্তিতং প্রাকট্যম্ অনেন্দ্রিয়জ্ঞানি, তথাপি স্বভাবসম্বন্ধাং
 অর্থবিষয়ব্যবহারং জনয়েৎ ইত্যশঙ্ক্য আহ—“তচে”তি । জ্ঞানমাত্ম্যাকারস্ত সর্বজ্ঞেয়সাধারণ্যাং নীলাকারবজ্ঞানং নীলব্যবহারহেতুঃ
 ইত্যর্থঃ । বিজ্ঞানবাদী সৌত্রান্তিকস্তাপি সম্ভবম্ ইতি বদন্তি তদ্রুক্তিমাহ—“তদ্রুক্তিমি”তি । নহু ন সৌত্রান্তিকেন জ্ঞানত্বৈব নীলম্ আকার
 ইত্যুচ্যতে, কিন্তু বাহ্যনীলসদৃশঃ জ্ঞানস্ত নীলাকারঃ অস্তি ইতি তৎকথম্ অর্থম্ জ্ঞানাকারত্বসম্ভতিঃ অভঃ আহ—“একশ্চেতি । স্বীকৃত
 জ্ঞাননিষ্ঠনীলাকারে তেনৈব ব্যবহারোপপত্তেঃ ন বাহ্যসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ ।

ভাসমতীর অনুবাদ ।

প্রশ্নপূর্বক বাহার্য না থাকার প্রতি মুক্তি বলিতেছেন—কথং পুনঃ অবগম্যতে ইতি । বিজ্ঞানের
 বিষয়রূপে যাহাকে মনে করা হয়, সেই বাহ্য পদার্থ পরমাণু হইতে পারে না । কারণ, এক স্থূল ও নীল
 বিষয়ের জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম পরমাণুবিষয়ক হয় না । আর, অস্ত্রের জ্ঞান অস্ত্রবিষয়ক হইতে পারে না । যেহেতু
 অতিপ্রসঙ্গবশতঃ সর্ববিষয়ক হয় বলিয়া সকলেই সর্বজ্ঞ হইয়া পড়ে । আর স্থূলতা জ্ঞানের ধর্ম ইহা বলা
 ঠিক নহে ; কারণ, তাহা বিকল্প সহ করে না । ইহা কি প্রতিভাস অর্থাৎ জ্ঞানের ধর্ম ? অথবা প্রকাশের
 সময়ে পদার্থের ধর্ম ? যদি বল—প্রথমপক্ষ, তাহা হইলে বলিব—ইহা ঠিক বলিয়াছে ; কারণ, তাহা হইলে
 বিজ্ঞান নিজেই অংশকেই অবলম্বন করে, অর্থাৎ বিষয় করে—ইহাই স্বীকার করা হইল । আর তাহা হইলে
 যে অস্বকূলতা করে, তাহার প্রতি আর কে প্রতিকূল হয়, অর্থাৎ তুমি আমার মতেই আসিয়া পড়িলে,
 তোমার সহিত আমি আর বিবাদ করিব কেন ? আর যদি দ্বিতীয়পক্ষ তোমার অভিপ্রেত হয়, যথা—
 রূপপরমাণু সকল নিরন্তর অর্থাৎ মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং একবিজ্ঞানোপারোহী হইয়া অর্থাৎ এক-
 জ্ঞানের বিষয় হইয়া স্থূল হয়, আর এ বিষয়ে কাহারও ভ্রম হয় না ; কারণ, তাহারা যে রূপপরমাণু নয়
 তাহা নহে, এবং মিলিত হইয়া যে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা নহে ; আর যে একজ্ঞানের বিষয় নহে তাহাও নহে ;
 সেইজন্ত নীলত্বাদির মত স্থৌল্য পরমাণুধর্ম না হউক ; কারণ, স্থৌল্য প্রত্যেক পরমাণুতে থাকে না । কিন্তু
 প্রতিভাসদশাপন্ন পরমাণুসকলের বহুত্বের মত সাংবৃত অর্থাৎ ব্যাবহারিক স্থৌল্য হইবে । (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন
 পরমাণুর পার্থক্যকে আবরণ করে বলিয়া জ্ঞানকে এখানে সংবৃতি বলা হয়, সেট জ্ঞানকালে বিষয়ে স্থূলতার
 অস্বভব হয় বলিয়া তাহাকে সংবৃত বলা হইয়াছে ।) যেমন সৌত্রান্তিকগণ বলিয়া থাকেন—

“গ্রহেহেনেকস্ত চৈকেন কিঞ্চিপং হি গৃহতে ।

সাংবৃতং প্রতিভাসম্ভং তদেকাভ্যন্তসম্ভবাৎ ॥”

“ন চ তর্দশনং ভ্রান্তং নানাবস্তুগ্রহাদ্ যতঃ ।

সাংবৃতং গ্রহণং নাত্মম্ চ বস্তুগ্রহো ভ্রমঃ ॥”

অর্থাৎ একটি জ্ঞানের দ্বারা অনেক পরমাণুর জ্ঞান হইলে কোন একটি রূপ অর্থাৎ স্থূলতা দেখিতে পাওয়া যায়,
 তাহা সাংবৃত অর্থাৎ প্রতিভাসম্ভ অর্থাৎ জ্ঞানের সময় বস্তুতে প্রকাশ পায়, তাহা স্বাভাবিক নহে ; কারণ, সেই
 স্থৌল্য একটিমাত্র পরমাণুতে থাকে না । আর তাহার যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ভ্রম নহে, যেহেতু নানাবস্তুর জ্ঞান
 অপেক্ষা সাংবৃতের অর্থাৎ স্থূলের জ্ঞান ভিন্ন নহে, আর বস্তুর জ্ঞান কখনও ভ্রম হয় না । অর্থাৎ যে পরমাণু-
 গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়, সেই গুলিকে একসঙ্গে দেখিলে তাহারাই স্থূল হয়, প্রত্যেকটি পরমাণু সত্য
 হওয়ায় সমষ্টিও সত্য হইবে, অতএব তাহার জ্ঞান মিথ্যা হইবে কেন ? (ইহাই সৌত্রান্তিকের মত) ।

ইহা ঠিক নহে—কারণ, তাহাদের যে নৈরন্তর্য্যজ্ঞান অর্থাৎ তাহারা পরস্পর সংযুক্ত বলিয়া যে জ্ঞান
 হয়, তাহা ভ্রম ; কারণ, গন্ধ রস ও স্পর্শ পরমাণুর দ্বারা সেই রূপপরমাণুসকলের ব্যবধান আছে, অতএব
 তাহারা নিরন্তর অর্থাৎ অব্যবহিত নহে । অতএব আরাং অর্থাৎ দূরে অবকাশযুক্ত বস্তুসকলে যেমন একটিমাত্র
 নিবিড় বন বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অবকাশযুক্ত পরমাণুসকলে এই যে স্থূলজ্ঞান হয়, তাহা ভ্রমই—ইহা আমরা
 স্থির করিতেছি । অতএব কল্পনাগোচর অর্থাৎ নামজাত্যাদির কল্পনারহিত হইলেও ভ্রম বলিয়া ঘটাদি জ্ঞান যদি

(বিজ্ঞানবাদিবোধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষে: ১২৮]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

পরমাণুবিষয়ক হয় বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে “শব্দ পীতবর্ণ” ইত্যাদি জ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সেইজন্য ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্ৰত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুম্ অর্হস্ति। নাপি তৎসমুহা বা স্তম্ভাদয়ঃ অবয়বিনঃ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। তাহারা (স্তম্ভাদি) পরমাণু হইতে অভিন্ন হইলে পরমাণুই হইবে। আর তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ এক-স্থূল-নীলজ্ঞান বহুপরমাণু-বিষয়ক হয় না। আর যদি (স্তম্ভাদি) পরমাণু অপেক্ষা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে গো ও অশ্বের মত অত্যন্ত-ভিন্নই হইবে, তাদাত্ম্য হইবে না। আর সমবায় পূর্বেই (বৈশেষিকপ্রক্রিয়ায়) খণ্ডন করিয়াছি। এইরূপে ভেদাভেদ-বিকল্পদ্বারা জাতি-গুণ-কর্ম্মাদির প্রত্যাখ্যান করিবে। অতএব যাহা যাহা দেখা যায়, সেই সকলই বিচার্য্য নহে বলিয়া এবং যাহা দেখা যায় না তাহার সম্ভাতে প্রমাণ না থাকায় জ্ঞানসকল বাহ্যপদার্থবিষয়ক নহে।

আর বিজ্ঞানবস্তু ইন্দ্রিয়ের মত নিলীন অর্থাৎ অপ্রকাশ বা অজ্ঞাত হইয়া বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয় যেমন অর্থবিষয়ক জ্ঞানকে উৎপাদন করে, সেইরূপ একবিজ্ঞান অপর বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিতে পারে না। সেখানেও আপত্তি সমান বলিয়া অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যদি অপর বিজ্ঞানকে উৎপাদন করে, সেও অল্প বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিবে—এইরূপে অনবস্থাদোষ হয়। আর বিজ্ঞান অর্থাধার প্রাকট্য লক্ষণ অর্থাৎ বিষয়রূপ আশ্রয়ে প্রকাশরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তুতে তাহার সম্ভব হয় না। কারণ, ইহা সম্ভব নহে যে, ধর্ম্মী জন্মে নাই অথচ তাহার ধর্ম্ম জন্মিয়াছে। অতএব জ্ঞানের স্বরূপের প্রত্যক্ষই অর্থের প্রত্যক্ষ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা আকারহীন হইয়া আজ্ঞানতঃ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে ভেদ না থাকায় কি করিয়া বিষয়ভেদের ব্যবস্থা করিবে? অতএব বিষয়ভেদের ব্যবস্থা করিবার জন্ত জ্ঞানের আকারভেদ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব তাঁহারা বলিয়াছেন—

ন হি বিত্তিসত্ত্বৈব তৎতেনা যুক্তা তস্মাৎ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ তাং তু সাক্ষপ্যমবিশং সক্রপয়ং তদ্ ঘটয়েৎ ইত্যাদি। (ইহা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)। আর এই আকার একটিমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা যদি বিজ্ঞানেরই হয়, তাহা হইলে আর বিষয় থাকার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এই কথাই অপি চ অনুভবমাত্রাণ ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন।

শাকরভাষ্যম্ ।

অপি চ সহোপলব্ধিনিয়মাৎ অভেদঃ বিষয়বিজ্ঞানয়োঃ আপত্ততি। ন হি অনয়োঃ একস্ম অনুপলব্ধে অগ্ৰস্ম উপলব্ধঃ অস্তি। ন চ এতৎ স্বভাববাবেকে যুক্তং, প্রতিবন্ধকারণা-ভাবাৎ। তস্মাৎ অপি অর্থাভাবঃ।

স্বপ্নাদিবচ্চ ইদং জ্ঞেয়ম্। যথা হি স্বপ্নমায়ামরীচ্যদকগজকর্কশনগরাদিপ্ৰত্যয়া বিনৈব বাঞ্ছেন অর্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারা ভবন্তি, এবং জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্ৰত্যয়া ভবিতুম্ অর্হস্ति ইতি অবগম্যতে, প্রত্যয়দ্বাবিশেষাৎ। কথং পুনঃ অসতি বাহ্যার্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যম্ উপপদ্যতে। বাসনাবৈচিত্র্যম্ ইত্যাহ। অনাদৌ হি সংসারে বীজাকুরবৎ বিজ্ঞানানাং বাসনানাং চ অন্তোন্মিমিস্তনৈমিত্তিকভাবেন বৈচিত্র্যং ন বিপ্রতিবিধ্যতে।

অপি চ অদ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বাসনানিমিস্তমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যম্ ইত্যবগম্যতে। স্বপ্নাদিষু অন্তরেণাপি অর্থং বাসনানিমিস্তস্ম জ্ঞানবৈচিত্র্যস্ম উভাভ্যাম্ অপি আবাস্যাম্ অজ্ঞাপগম্যমানত্বাৎ। অন্তরেণ তু বাসনাম্ অর্থনিমিস্তস্ম জ্ঞানবৈচিত্র্যস্ম ময়া অনভ্যুপ-গম্যমানত্বাৎ। তস্মাৎ অপি অভাবঃ বাহ্যার্থস্ম ইতি।

ভাষ্যানুবাদ ।

আরও সহোপলব্ধিনিয়মবশতঃ বিষয় ও জ্ঞানের অভেদ আসিয়া পড়ে। (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিতই নিয়মিতভাবে বিষয়ের জ্ঞান হয় বলিয়া, অর্থাৎ কোন বস্তু যে আছে তাহা একমাত্র জ্ঞানদ্বারাই জানিতে

(বিজ্ঞানবাসিনীবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষে: ১২৮]

ভাষ্যমুদ্যম ।

পারা যায় বলিয়া, জ্ঞানবাতীত বিষয়ের সত্তাতে কোন প্রমাণ নাই, যখনই বিষয় প্রকাশ পায়, তখনই জ্ঞান প্রকাশ পায়, অতএব জ্ঞান ও বিষয় অভিন্ন)। কারণ, এই দুইটির মধ্যে একটির জ্ঞান না হইলে অল্পের জ্ঞান হয় না। আর ইহা অর্থাৎ সহোপলব্ধিনিয়ম স্বভাববিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়ের স্বাভাবিক ভেদ থাকিলে হইতে পারে না; কারণ, প্রতিবন্ধকারণ নাই, অর্থাৎ জ্ঞান কণিক বলিয়া বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবার কোন কারণ নাই। সেজন্তও বিষয়ের অভাব জানিবে।

আর স্বপ্নাদির মতও ইহা জানিবে। যেমন স্বপ্ন মায়া মরীচিজল গন্ধকর্ণগর প্রভৃতি জ্ঞানসকল বাহ্য-বিষয় বাতীতও গ্রাহ-গ্রাহক আকার হয়, এইরূপ জাগরণকালে বাহ্যদের জ্ঞান হয় সে ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানসকলও বাহ্যবিষয়বাতীতও গ্রাহ-গ্রাহক আকার হয়, ইহা জানা যায়। কারণ, ইহারাও জ্ঞান। যদি বল বাহ্যপদার্থ না থাকিলে কি করিয়া প্রত্যয়বৈচিত্র্য অর্থাৎ নানাবিধ জ্ঞান হইতে পারে? ইহাতে, তাহার বলেন যে, বাসনাবিশেষই তাহার কারণ। যেহেতু অনাদিসংসারে বীজাকুরের মত বিজ্ঞান ও বাসনা সকলের পরস্পর কার্য্যকারণভাবে বৈচিত্র্য হওয়া বিরুদ্ধ নহে।

আরও বাসনাবশতঃই যে জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, ইহা অন্বয়বাতিরেকদ্বারা বুঝা যায়। কারণ, স্বপ্নাদিস্থলে বাহ্যপদার্থবাতীতও বাসনাবশতঃ যে জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, তাহা আমরা উভয়েই স্বীকার করি। কিন্তু বাসনা বাতীত কেবল বাহ্যপদার্থবশতঃ জ্ঞানের বৈলক্ষ্য হয়—ইহা আমি স্বীকার করি না। সেজন্তও বাহ্যপদার্থের অভাব হয়। (পূর্বপক্ষ)

ভাস্তী ।

“অপি চ সহোপলব্ধিনিয়মাৎ” ইতি। যৎ যেন নিয়তসহোপলব্ধনং তৎ ততো ন ভিচ্ছতে, যথা একস্মাৎ চন্দ্রমসৌ দ্বিতীয়চন্দ্রমাঃ। নিয়তসহোপলব্ধশ্চ অর্থঃ জ্ঞানেন ইতি ব্যাপক-বিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। নিষেধ্যো হি ভেদঃ সহোপলব্ধানিয়মেন ব্যাপ্তঃ, যথা ভিন্নৌ অগ্নিনৌ ন অবশ্যং সহ এব উপলভ্যোতে কদাচিত্ অত্রাপিধানে অগ্নতরশ্চ একশ্চ উপলব্ধেঃ। সোহয়ম্ ইহ ভেদব্যাপকানিয়মবিরুদ্ধো নিয়মঃ উপলভ্যমানঃ তদব্যাপ্যং ভেদং নিবর্তয়তি ইতি। তদুক্তম্—

সহোপলব্ধিনিয়মাদভেদো নীলতক্ষিয়োঃ।

ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দ্রাবিবাদয়ে। ইতি (ধর্ম্মকীর্ত্তেঃ প্রমাণবার্ত্তিকম্)

স্বপ্নাদিবচ্চ ইদং দ্রষ্টব্যম্। যো যঃ প্রত্যয়ঃ স সর্ব্বঃ বাহ্যানালম্বনঃ, যথা স্বপ্নমায়াদি-প্রত্যয়ঃ, তথাচ এষ বিবাদাধ্যাসিতঃ প্রত্যয় ইতি স্বভাবহেতুঃ। বাহ্যানালম্বনতা হি প্রত্যয়শ্চ মাত্রামুবন্ধিনী বুদ্ধতা ইব শিশপাশ্চমাত্রামুবন্ধিনী ইতি তন্মাত্রামুবন্ধিনি নিরালম্বনশ্চে সাধ্যে ভবতি প্রত্যয়শ্চ স্বভাবহেতুঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

এবং প্রত্যক্ষেণ জ্ঞানভেদম্ অর্থতঃ সমর্থ্য অনুমানাদপি সমর্থ্যতে—“যৎ যেন সহ” ইত্যাদিনা। বিজ্ঞানবাসিনা যো জ্ঞানার্থয়োঃ ভেদঃ নিবিধাতে তদব্যাপকস্য সহোপলব্ধিনিয়মাস্তাব্য বিরুদ্ধো যঃ সহোপলব্ধিনিয়মঃ তদুপলব্ধিঃ ততশ্চ ব্যাপকভাবে ব্যাপ্যভেদাভাবঃ ইতি। ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ প্রপঞ্চয়তি—“নিষেধ্যো হি” ইতি। “অগ্নিনৌ” ঈক্ষতে। যো যন্মাত্রামুবন্ধী যদাত্মা চ স তজ্জ স্বভাবহেতুঃ। উক্তঃ হি “ভেদভাবমাত্রাশ্রয়িনি স্বভাবো হেতুঃ আশ্রয়নি” ইতি।

তদুভাবঃ প্রকৃতে দর্শয়তি—“বাহ্যানালম্বনতা হি প্রত্যয়মাত্রামুবন্ধিনী”তি। তদাত্মা চ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। নিরালম্বনতস্য অভাবস্য প্রত্যয়রূপতাব্যবহাৎ। উক্তঃ হি “নহি অজ্ঞাসংসর্গিণঃ ভাবাৎ অজ্ঞঃ অভাবঃ” ইতি।

ভাস্তীর অনুবাদ ।

অপি চ সহোপলব্ধিনিয়মাৎ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—যাহা যাহার সহিত নিয়মিতভাবে একসঙ্গে জ্ঞাত হয়, তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে, যেমন একচন্দ্র হইতে দ্বিতীয়চন্দ্র। বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের সহিত নিয়ত-সহোপলব্ধ অর্থাৎ নিয়মিতভাবে এককালে জ্ঞাত হয়, এইরূপে ব্যাপকবিরুদ্ধের উপলব্ধি হইল। যথা—এখানে ভেদ হইল নিষেধের বিষয়, তাহা সহোপলব্ধের অনিয়মের ব্যাপ্য হয়, যেমন অগ্নিনিরুদ্ধত্বের পরস্পর ভিন্ন, অতএব নিয়মিতভাবে একসঙ্গে দেখা যায় না, কখনও যেবে আচ্ছন্ন হইলে দুইটির মধ্যে একটি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এই সেই ভেদের ব্যাপক—অনিয়মের বিরুদ্ধ যে নিয়ম, তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহার ব্যাপ্য ভেদকে নিবৃত্ত করে অর্থাৎ

(বিজ্ঞানবাদিবোধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষেঃ ১২৮]

ভামতীর অনুবাদ ।

যেখানে ব্যাপকের বিরুদ্ধ কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে সেখানে তাহার ব্যাপ্য নাই, যেমন হ্রদে ধূম্ব্যাপক বহির বিরুদ্ধ জল দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া সেখানে ধূম থাকে না, প্রকৃতস্থলে ভেদব্যাপক যে সহোপলম্বের অনিয়ম, তাহার বিরুদ্ধ সহোপলম্বনিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়, অনিয়মের ব্যাপ্য ভেদকে নিবৃত্ত করে। অতএব জ্ঞান ও তাহার বিষয় এই দুইটি অভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞানভিন্ন বিষয় নাই ইহাই স্থির হইল। তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

“সহোপলম্বনিয়মাদভেদো নীলভঙ্কিয়োঃ ।

ভেদশ্চ আস্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্তোভেদাবিবাছয়ে ॥” (ধর্মকীর্তির প্রমাণবাস্তবিক)

অর্থাৎ সহোপলম্বনিয়মবশতঃ নীলপদার্থ ও তাহার জ্ঞানের কোন ভেদ নাই, ভ্রমবশতঃ তাহাদের ভেদ দেখা যায়, যেমন একমাত্র চন্দ্রে দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্ঞান হয়।

স্বপ্নাদিবচ্চইদং দ্রষ্টব্যম্ । যত জ্ঞান আছে, তাহারা সকলেই বাহ্যবস্তুকে অবলম্বন করে না, যেমন স্বপ্ন ও মায়া ইত্যাদির জ্ঞান, বিবাদের বিষয় এই জ্ঞানও সেইরূপ, ইহা স্বাভাবিক হেতু অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু। বাহ্যপদার্থকে অবলম্বন না করা রূপ ধর্মটি সকলজ্ঞানের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, যেমন বৃক্ষস্ত, সকল শিশু বৃক্ষের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, অতএব সকলজ্ঞানেই সম্বন্ধযুক্ত নিরালম্বনকে সাধ্য করিলে প্রত্যয়স্বটি স্বাভাবিক হেতু হয়।

ভামতী ।

অত্রান্তরে সৌত্রান্তিকঃ চোদয়তি—“কথং পুনঃ অসতি বাহ্যে অর্থে নীলমিদং পীতমিদম্ ইত্যাদিপ্রত্যয়বৈচিত্র্যম্ উপপত্ততে। স হি মেনে যে যস্মিন্ সত্যপি কদাচিৎকাঃ তে সর্ব্বে তদতিরিক্তহেতুসাপেক্ষাঃ, যথা অবিবক্ষতি অজিগমিষতি ময়ি বচনগমনপ্রতিভাসাঃ প্রত্যয়াঃ চেতনসন্তানান্তরসাপেক্ষাঃ। তথাচ বিবাদাধ্যাসিতাঃ সত্যপি আলয়বিজ্ঞানসন্তানে ষড়পি প্রবৃ্ত্তিপ্রত্যয়াঃ ইতি স্বভাবহেতুঃ। যচ্চ অসৌ আলয়বিজ্ঞানসন্তানাতিরিক্তঃ কদাচিৎক-প্রবৃ্ত্তিজ্ঞানভেদহেতুঃ স বাহ্যঃ অর্থঃ ইতি। স্ব বাসনাপরিপাকপ্রত্যয়কদাচিৎকত্বাৎ কদাচিৎ উৎপাদ ইতি চেৎ ?

যেদাস্তকল্পতরঃ ।

এবং তাৎপ্ৰ্য প্রত্যয়ে নীলাকারঃ স্বীকৃতশ্চেৎ তেনৈব বাহ্যহারনিক্কে বাহ্যার্শবৈয়র্ধ্যম্ ইতি উক্তম্। তত্র প্রত্যয়গতার্থাকারজ্ঞানমেব বাহ্যার্শঃ কল্পয়তি ইতি প্রত্যাবর্ত্তিতে ইত্যাহ—“সৌত্রান্তিক” ইতি। বাহ্যার্শসদৃশ্যে অন্তরমানাহ—“যে যস্মিন্” ইতি। সৌত্রান্তিকঃ স্বাস্ত্যসন্তানমেব দৃষ্টান্তয়তি—“যথেষ্ট” ইতি। “অবিবক্ষতি” বিবক্ষ্যম্ অকুর্বতি। “অজিগমিষতি” গচ্ছম্ অনিচ্ছতি। ময়ি বিষমুজিগমিষ-পূক্ষ্যান্তরসন্তানান্ত্রিতগমনবচনবিষয়প্রতিভাসাঃ যথা ময়ি সতি কদাচিৎকাঃ মদ্ব্যতিরিক্ত পূক্ষ্যান্তরসন্তানম্ অপেক্ষতে, তথা দ্ব্যতিরিক্তহেতুপি ইত্যাহ—“তথাচে”তি। অহমিত্যাদীশরনালয়বিধানেন অন্তরমানাঃ তদতিরিক্তজ্ঞানজ্ঞাত্যভাঃ বিবাদাধ্যাসিতাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ-স্বাদিবিষয়াঃ ষট্ অপি অর্থবিষয়প্রবৃ্ত্তিহেতুত্বাৎ প্রবৃ্ত্তিপ্রত্যয়াঃ সত্যপি আলয়বিজ্ঞানসন্তানে কদাচিৎ ভবন্তঃ তদতিরিক্তহেতুকা ইত্যর্থঃ। অর্থান্তরতাম্ আশঙ্ক্য আহ—“যথেষ্ট” ইতি। অন্তস্ত অসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। অসম্ভবঃ অসিদ্ধ ইতি শব্দভেদে—“বাসনে”তি।

ভামতীর অনুবাদ ।

এই সময়ে সৌত্রান্তিক শঙ্কা করিতেছেন যে—বাহ্যপদার্থ না থাকিলে কি করিয়া ইহা নীল, ইহা পীত ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞান হইতে পারে। তিনি মনে করেন—যে থাকিলেও যাহারা কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই তন্নিম্ন কোন কারণকে অপেক্ষা করে, যেমন আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা না করিলে বা ধাইতে ইচ্ছা না করিলেও বচন বা গমনবিষয়ক জ্ঞানসকল অজ্ঞচেতনসন্তান অর্থাৎ অন্ত্র আলয়বিজ্ঞানসাপেক্ষ, অর্থাৎ আমি কথা না বলিলে বা গমন না করিলেও আমার বাক্যের বা গমনের যে জ্ঞান হয়, তাহা অন্ত্রব্যক্তির কথা শুনিয়া বা গমন দেখিয়াই হইয়া থাকে। আলয়বিজ্ঞান থাকিলেও বিবাদের বিষয় ছয়টি প্রবৃ্ত্তিবিজ্ঞান অর্থাৎ চাক্ষুষাদি ছয়প্রকার জ্ঞানও সেইরূপ, ইহা স্বাভাবিক হেতু। আর আলয়বিজ্ঞান ব্যতীত কদাচিৎ প্রবৃ্ত্তিবিজ্ঞান হইবার যাহা হেতু, তাহাই বাহ্যপদার্থ। যদি বল বাসনাপরিপাকের হেতু কদাচিৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রবৃ্ত্তিবিজ্ঞান কদাচিৎ উৎপন্ন হয়।

ভামতী ।

নহু একসমুত্তিপতিতানাম্ আলয়বিজ্ঞানানাং তৎপ্রবৃ্ত্তিবিজ্ঞানজননশক্তিঃ বাসনা, তত্শাস্ত্র স্বকার্যোপজননং প্রতি আভিযুখ্যং পরিপাকঃ, তত্শ চ প্রত্যয়ঃ স্বসন্তানবর্ত্তী পূর্ব্বকরণঃ সন্তানান্তরসাপেক্ষানভ্যুপগমাৎ, তথাচ সর্ব্বহপি আলয়সন্তানপতিতাঃ পরিপাকহেতবো

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাশাব উপলব্ধে: ১২৮]

ভাস্তী ।

ভবেয়ুঃ । ন বা কশ্চিদপি, আলয়সন্তানপাতিত্বাবিশেষাৎ । ক্ষণভেদাৎ শক্তিভেদঃ তস্মৈ চ কাদাচিত্তকত্বাৎ কার্য্যাকাদাচিত্তকত্বম্ ইতি চেৎ ?

নমু এবম্ একশ্চৈব নীলজ্ঞানোপজনসামর্থ্যাৎ তৎপ্রবোধসামর্থ্যাৎ চ ইতি ক্ষণান্তরম্ এতৎ ন শ্রুতং । সত্ত্বৈ বা কথং ক্ষণভেদাৎ সামর্থ্যাভেদঃ ইতি আলয়সন্তানবর্ত্তিনঃ সর্ব্বৈ সমর্থ্য ইতি সমর্থ্যহেতুসদৃশাবে কার্য্যক্ষেপানুপপত্তে: । স্বসন্তানমাত্রাধীনত্বেন নিষেধাস্ত কাদাচিত্তকত্বম্ বিরুদ্ধং যৎ সদাতনত্বং তস্মৈ উপলব্ধ্য কাদাচিত্তকত্বং নিবর্ত্তমানং হেতুস্তরাপেক্ষত্বেন ব্যবতিষ্ঠতে ইতি প্রতি-বন্ধসিদ্ধিঃ । ন চ জ্ঞানসন্তানান্তরনিবন্ধনত্বং সর্ব্বেষাম্ ইচ্ছাতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানাং বিজ্ঞানবাদিভিঃ, অপি তু কস্মচিদেব বিচ্ছিন্নগমনবচনপ্রতিভাসম্ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্ ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

শব্দাগ্রহোক্তম্ অর্থঃ ব্যাখ্যানপূর্ব্বকঃ দৃষ্যতি—“নদ্বি”তি । “তৎপ্রবৃত্তী”তি । তস্যাং সন্ততো প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানি নীলাদি-বিষয়াণি তজ্জননশক্তিঃ বাসনা ইত্যর্থঃ । [তৎ] প্রত্যোতি প্রত্যাগচ্ছতি উৎপত্তিতে অনেন পরিপাকঃ ইতি প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজনকালয়-বিজ্ঞানাৎ পূর্ব্বম্ আলয়বিজ্ঞানসন্তানে যদাকাদাচিত্ত উৎপন্নঃ নীলাদিপ্রত্যয়ঃ প্রত্যয় ইত্যুক্তম্ । নমু কিমিতি স্বসন্তানগতিতপূর্ব্বক্ষণ এব উত্তরক্ষণবর্ত্তিপরিপাককারণম্ আশ্রিত্যে—সর্ব্বজ্ঞানাদিসন্তানবর্ত্তীগণঃ কিং ন কারণং স্যাৎ অত আহ—“সন্তানান্তরে”তি । অত্র চ হেতুঃ বক্ষ্যতি —“ন চ জ্ঞানসন্তানান্তরনিবন্ধনত্বং সর্ব্বেষাম্” ইতি গ্রহেণ । এবম্ শব্দাভিপ্রায়ঃ বিশদীকৃত্য দৃষ্যতি—“তৎপ্রবৃত্তী”তি । প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-জনকালয়বিজ্ঞানবর্ত্তিবাসনাপরিপাকঃ প্রতি সর্ব্বৈহপি আলয়বিজ্ঞানসন্তানবর্ত্তিনঃ গণাঃ হেতব ইতি বক্তব্যম্ । ন চেৎ একোহপি হেতুর্ন স্যাৎ ইতি বাধকমাহ—“ন বা কশ্চিদ্বি”তি । সর্ব্বেষাং হেতুত্বেন চ দৃষণং বক্ষ্যতে । ইদানীম্ একসৈব হেতুত্বম্ ইতি পক্ষং দৌত্রান্তিকং প্রতি বিজ্ঞানবাদী শব্দতঃ—“ক্ষণভেদাদি”তি । আলয়বিজ্ঞানসন্তানবর্ত্তিগণানাং ভেদাৎ অস্তি প্রতিগুণং শক্তিভেদঃ তস্যা চ শক্তিভেদস্য কাদাচিত্তকত্বাৎ শব্দকক্ষণান্তরং কার্য্যস্য আলয়বিজ্ঞানক্ষণবর্ত্তিবাসনাপরিপাকস্য তজ্জন্মপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য চ কাদাচিত্তকত্বং সিধ্যতি ইত্যর্থঃ ।

দৃষ্যতি দৌত্রান্তিকঃ—“নদ্বৈবমি”তি । একস্য আলয়বিজ্ঞানস্য প্রবৃত্তিবিজ্ঞানাত্মনীলজ্ঞানোপজনসামর্থ্যাৎ স্যাৎ ততঃ প্রাক্তনস্য আলয়বিজ্ঞানবর্ত্তিনীলাদিবিজ্ঞানক্ষণস্য চ একসৈব তৎপ্রবোধসামর্থ্যম্ উত্তরক্ষণগতবাসনাপরিপাকাত্মপ্রবোধসামর্থ্যাৎ স্যাৎ ইতি য়ে এব জ্ঞানে একস্যাম্ আলয়সন্ততো কারণে স্যাভাৎ ন ইতরাপি ইত্যর্থঃ । যদি ইতরেষাম্ অপি পূর্ব্বজ্ঞানানাং পরিপাকহেতুত্বম্ উত্তরোত্তরেণ চ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজননসামর্থ্যম্ ইচ্ছতে তত্রাহ—“সত্ত্বৈ বে”তি । ভবন্ত সর্ব্বৈ গণাঃ সমর্থ্যঃ তত্রাহ—“সমর্থ্যহেতুসদৃশাবে” ইতি । যৎ লবাদিত্ব সর্ব্বেষাং হেতুত্বেন দৃষণং বক্ষ্যতি ইতি তৎ অনেন গ্রহেণ ক্রিয়তে । যদি অনাদিসন্ততো পতিতঃ আলয়বিজ্ঞানক্ষণাঃ সর্ব্বৈ এব নীলজ্ঞানজননসামর্থ্যঃ, তর্হি ইদং নীলজ্ঞানঃ সদা স্যাৎ ন তু কাদাচিত্ত ইত্যেব নিষেধাৎ যৎ কাদাচিত্তকত্বং তস্য বিরুদ্ধং সদাতনত্বং তস্য আপত্তিবারেণ উপলব্ধ্য কাদাচিত্তকত্বং নীলজ্ঞানস্য নিবর্ত্তিত, ন তু নিবর্ত্তিতুম্ অর্হতি, দর্শনাদেব ! ততঃ আলয়বিজ্ঞানাৎ যৎ হেতুত্বং বাহুঃ অর্থঃ তদপেক্ষত্বেন ব্যবতিষ্ঠতে । ততঃ কিং জ্ঞাতম্, অত আহ—ইতি “প্রতিবন্ধসিদ্ধিরি”তি । যৈ যস্মিন্ সতাপি কাদাচিত্তকঃ তে তদতিরিক্তাপেক্ষা ইতি প্রাক্ দৌত্রান্তিকোক্তব্যাপ্যাপকরোঃ প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ বাস্তবসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ । নমু নীলবিজ্ঞানম্ অপেক্ষ্য হেতুস্তরং, তদেব হেতুস্তরম্ আলয়বিজ্ঞানসন্তানান্তরম্ অন্ত, কৃত্য বাহ্যার্থসিদ্ধিঃ ইতি অর্থান্তরতাম্ অনুমানস্য আশঙ্ক্য আহ—“ন চেৎ”তি । চৈত্রসন্তানে বিচ্ছিন্নৌ গমনবচনপ্রতিভাসৌ দয়া তৎকালে উদয়তো মৈত্রসন্তানস্থগমনবচনবিষয়বিজ্ঞানস্য ভূৎ তথা উক্তম্ । তসৈব বিজ্ঞানবাদিভিঃ সন্তানান্তরনিবন্ধনত্বম্ ইচ্ছতে, ন তু বিবক্ষিত জগন্নিবর্ত্তি চ চৈত্রে যদগমনবচনপ্রতিভাসং তস্যাপি । তস্য তু চৈত্রসন্তানমাত্রহেতুত্বং, তচ্চ নিরন্তরম্ ইতি বাহ্যার্থাপেক্ষা বাচ্যা ইত্যর্থঃ ।

ভাস্তীর অনুবাদ ।

আচ্ছা, এক সন্তানের অন্তর্গত আলয়বিজ্ঞান সকলের সেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান উৎপন্ন হইবার যে শক্তি, তাহাই ত বাসনা এবং তাহার নিজের কার্য্য উৎপত্তির প্রতি যে আগ্রহ, তাহাই পরিপাক এবং তাহার প্রত্যয় অর্থ্যাৎ কারণ, নিজসন্তানগত পূর্ব্বক্ষণ, যেহেতু আপনারা অতঃসন্তানের অপেক্ষা স্বীকার করেন না । আর তাহা হইলে আলয়সন্তানের অন্তর্গত সকলক্ষণই পরিপাকের হেতু হইবে । অথবা কেহই হইবে না ; কারণ সকলেই আলয়সন্তানের অন্তর্গত, ইহাতে কোন বিশেষ নাই । যদি বল ক্ষণভেদবশতঃ শক্তিরও ভেদ হইবে এবং তাহা কাদাচিত্ত উৎপন্ন হয় বলিয়া কার্য্যও কাদাচিত্ত হইবে ।

আচ্ছা, তাহ'লে একটি ক্ষণেরই নীলজ্ঞান জন্মিবার সামর্থ্য হইবে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী একটি ক্ষণেরই বাসনা পরিপাকরূপ প্রবোধের সামর্থ্য হইবে । অতএব অতঃক্ষণের আর তাহা হইবে না । আর যদি হয়, তাহা হইলে ক্ষণভেদবশতঃ সামর্থ্যাভেদ হইবে কেন ? অতএব আলয় সন্তানের অন্তর্গত সকল ক্ষণই সমর্থ হইবে, অতএব সমর্থ হেতু থাকিলে কার্য্যের বিলম্ব হইতে পারে না । নীলজ্ঞান যদি কেবল নিজসন্তানবশতঃই হয়, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদা থাকায় নীলজ্ঞানও সর্ব্বদাই হইবে, কাদাচিত্ত হইবে না । অতএব নিষেধের বিষয় যে কাদাচিত্তকত্ব, তাহার বিরুদ্ধ যে সদাতনত্ব, তাহার জ্ঞান হওয়ার কাদাচিত্তকত্ব নিবৃত্ত হইয়া অত্র হেতুর অপেক্ষায় থাকে । এইরূপে প্রতিবন্ধসিদ্ধি

(বিজ্ঞানবাদিবোধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষে : ১৮]

ভাস্তীর অনুবাদ ।

হইল অর্থাৎ ব্যাপ্তি স্থির হইল অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞান সর্বদা থাকিলেও নীলাদিজ্ঞান সর্বদা হয় না দেখা যায়, অতএব তাহার প্রতি অত্র কোন হেতু আছে স্বীকার করিতে হইবে, অতএব “যে যন্মিন্ সত্যপি কাদাচিংক” পূর্বোক্ত এই কাদাচিংক হেতুতে হেতুস্তরাপেক্ষরূপ সাধোর ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইল । আর সেই হেতুস্তরই বাহুপদার্থ ; এইপ্রকারে স্থির হইল যে আলয়বিজ্ঞানভিন্ন বাহুপদার্থ আছে । আর সকল প্রবৃত্তিবিজ্ঞানই যে অত্র আলয়বিজ্ঞান হইতে হয়, ইহা বিজ্ঞানবাদিগণ স্বীকার করেন না, কিন্তু কোন কোন প্রবৃত্তিবিজ্ঞানই অর্থাৎ যাহা বিচ্ছিন্নগমন-বচনের জ্ঞান, তাহাই অত্র আলয়বিজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন অর্থাৎ যাহার গমনেচ্ছা বা কথনেচ্ছা নাই, তাহার যে গমন বা কথনের জ্ঞান হয়, তাহাই অত্র আলয়বিজ্ঞানবশতঃ হয়, ইহাই তাহাদের মত । অতএব গমনেচ্ছুক ব্যক্তির যে গমনজ্ঞান, তাহা যখন সেই ব্যক্তিরই আলয়বিজ্ঞানবশতঃ হয়, তখন তাহার আলয়বিজ্ঞানরূপ কারণ সর্বদা থাকায় সর্বদাই তাহার গমনের জ্ঞান হউক, এই দোষ হইবে ।

ভাস্তী ।

অপি চ সম্ভাস্তরসম্ভাননিমিত্তে তস্মাপি সদা সন্নিধানাৎ ন কাদাচিংকস্তং স্তাৎ । ন হি সম্ভাস্তরসম্ভানস্ত দেশতঃ কালতো বা বিপ্রকর্ষসম্ভবঃ । বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানাতিরিক্ত-দেশানভ্যাপগমাৎ, অমূর্ত্ত্বাচ্চ বিজ্ঞানানাম্ অদেশাত্মকত্বাৎ, সংসারস্ত আদিমস্তপ্রসঙ্গেন অপূর্ব-সম্ভপ্রাত্ত্বর্ত্ত্বানভ্যাপগমাচ্চ ন কালতোহপি বিপ্রকর্ষসম্ভবঃ । তস্মাৎ অসতি বাহুে অর্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যানুপপত্তেঃ অস্তি আনুমানিকো বাহুার্থ ইতি সৌত্রান্তিকাঃ প্রতিপেদিরে, তন্নিরা-করোতি—“বাসনাবৈচিত্র্যাৎ” ইত্যাহ বিজ্ঞানবাদী ।

ইদমত্র আকৃতম্—স্বসম্ভানমাত্রপ্রভবত্বেহপি প্রত্যয়কাদাচিংকত্বোপপত্তৌ সন্নিধিবিশ-ব্যাবৃত্তিকত্বেন হেতুঃ অনৈকান্তিকঃ । তথাহি—বাহুনিমিত্তকত্বেহপি কথং কদাচিং নীল-সংবেদনং কদাচিং পীতসংবেদনম্ ? বাহুনীলপীতসন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাম্ ইতি চেৎ ? অথ পীতসন্নিধানেনহি কিমিতি নীলজ্ঞানং ভবতি, পীতজ্ঞানং ভবতি ? তত্র তস্মৈ সামর্থ্যাৎ অসামর্থ্যাচ্চ ইতরশ্চিন্ ইতি চেৎ ? কৃতঃ পুনঃ অয়ং সামর্থ্যাসামর্থ্যভেদঃ ? হেতুভেদাৎ ইতি চেৎ ? এবং তর্হি ক্ষণানাম্ অপি স্বকারণভেদনিবন্ধনঃ শক্তিভেদো ভবিষ্যতি । সম্ভানিনো হি ক্ষণাঃ কার্যভেদহেতবঃ তে চ প্রতিকার্যাঃ ভিত্তস্তে চ । ন চ সম্ভানো নাম কশ্চিৎ এক উৎপাদকঃ ক্ষণানাং, যদভেদাৎ ক্ষণা ন ভিত্তেরন ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

যদি তু তথাবিধসাপি প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য আলয়বিজ্ঞানসম্ভানান্তরনিবন্ধনত্বম্ ইত্যে, তত্রাৎ—“অপিচে”তি । “সম্ভাস্তরঃ” প্রাণ্যস্তরম্ । বিজ্ঞানানাং সম্বারী দেশঃ অভ্যুপেয়তে সংযোগী বা যন্তেদাৎ বিপ্রকর্ষঃ । নাস্তঃ, ইত্যাহ—“বিজ্ঞানাতিরিক্তে”তি । বৈশেষিকাদিবৎ ত্বয়া জ্ঞানসমবাযাঙ্ঘ্যানভ্যাপগমাৎ ইতি ভাবঃ । ন দ্বিতীয়ঃ, ইত্যাহ—“অমূর্ত্ত্বাচ্চ” ইতি । নাস্তি সংযোগী দেশঃ আধারো যেষাং তানি তথা তদাত্মকত্বাৎ ইত্যর্থঃ । সম্ভানানাং কালতোহপি ন বাধ্যনাম্ ইত্যাহ—“সংসারস্তে”তি । এবং হি সম্ভানান্তরস্ত কালবিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ যদি সম্ভ্রান্তিতনয়া চৈত্র্যসম্ভানসম্ভ্রান্তনীলজ্ঞানস্য সমনস্তরপূর্বকত্বেন মৈত্র্যসম্ভানঃ উৎপাদ্যেত । ইতরথা তস্মাপি অনান্বিত্যে কালবিপ্রকর্ষাত্যাবৎ তথাচ সংসারঃ ন্যূতিঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ । যস্মাৎ সম্ভানান্তরনিমিত্তত্বেহপি তস্য সদা সন্নিধানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য কাদাচিংকত্বম্ অনুপপন্নম্ “তস্মাৎ” ইতুপেদংহরতি । প্রবৃত্তিপ্রত্যয়ঃ আলয়বিজ্ঞানাতিরিক্তহেতুক ইতি পক্ষস্য স্বসম্ভানমাত্রনিমিত্তকত্বং বিশপঃ তস্মাৎ সন্নিধা ব্যাবৃত্তিঃ যস্য স হেতুঃ তথা ত্বেন ইত্যর্থঃ ।

স্বসম্ভানমাত্রনিমিত্তকম্ উপপাদয়িতুং প্রতিবন্ধ্যাহ—“বাহুনিমিত্তকত্বেহপি” ইত্যাহিনা । নমু আলয়বিজ্ঞানক্ষণানাং সম্বন্ধিত্বহেতু-বৈচিত্র্যাৎ সামর্থ্যভেদেহপি একসম্ভ্রান্তিপতিভাববিশেষাৎ একবিধঃ সামর্থ্যঃ স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ “ন চ সম্ভানো নানেন”তি ।

ভাস্তীর অনুবাদ ।

আরও নীলাদি জ্ঞান যদি অন্তব্যক্তিবশতঃই হয়, তাহা হইলে সেও সর্বদা নিকটে থাকায় নীলজ্ঞান কদাচিং হইবে না অর্থাৎ সর্বদাই হইবে ; কারণ, অন্তব্যক্তির আলয় সম্ভানের স্থানবশতঃ কালবশতঃ বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ; কারণ, বিজ্ঞানবাদীর মতে বিজ্ঞানভিন্ন এমন কোন স্থান স্বীকার করা হয় না, যেখানে বিজ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে থাকিবে, এবং বিজ্ঞান সকল মূর্ত্ত নহে বলিয়া অদেশাত্মক অর্থাৎ তাহাদের সংযোগসম্বন্ধে থাকিবারও কোন স্থান নাই, এবং সংসার আদিমান হইয়া পড়ে বলিয়া নূতন কোন প্রাণীর জন্মও স্বীকার করা হয় না, একারণ

(বিজ্ঞানবাসিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষেঃ ১২৮]

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

কালবশতঃ বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ সংসারে যদি নূতন কোন প্রাণী জন্মিত, তাহা হইলে সেই প্রাণীর আলয়সন্তানবশতঃ নীলজ্ঞানও তখন নূতন হইতে পারিত, অতএব তাহার সর্বদা হইবার আপত্তি দেওয়া যাইত না, কিন্তু তাহা হইলে সেই প্রাণী সংসারে নূতন জন্মিল বলিয়া তাহার পক্ষে সংসার আদিমান হইয়া পড়িল, ইহা কিন্তু বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন না। অতএব বাহুবল্য না থাকিলে নীল-পীত ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞান সম্ভব হয় না বলিয়া অমুমানসিদ্ধ বাহুপদার্থ আছে, ইহা সৌত্রান্তিকগণ স্বীকার করেন, বাসনাবৈচিত্র্যাৎ এই গ্রন্থদ্বারা বিজ্ঞানবাদী তাহা নিরাস করিতেছেন।

এখানে ইহাই অভিপ্রায় যে—কেবল নিজের আলয়বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইলেও নীলজ্ঞানে কদাচিৎ উৎপন্ন হওয়া যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে হেতু বিপক্ষ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ থাকায় অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যতিকারী হইল। যথা—যদি বাহুপদার্থবশতঃই নীলজ্ঞান হয়, তাহা হইলেও কখন নীলজ্ঞান হয়, কখন পীতজ্ঞান হয় কেন অর্থাৎ সর্বদা হয় না কেন? যদি বল, বাহ্যিক নীল ও পীতবস্ত্র নিকটে থাকা ও না থাকাবশতঃ হয়। আচ্ছা নিকটে পীতবস্ত্র থাকিলেও নীলজ্ঞান হয় না কেন? এবং পীতজ্ঞানই বা হয় কেন? যদি বল, পীতজ্ঞান হওয়ার পক্ষে পীতবস্ত্রের সামর্থ্য আছে এবং নীলজ্ঞান হওয়ার পক্ষে তাহার সামর্থ্য নাই সেইজন্ত। তাহা হইলে কেন এই সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের ভেদ হইল? যদি বল হেতুর ভেদ হওয়ায় এই ভেদ হইল? তাহা হইলে এইরূপ ক্ষণসকলের নিজ কারণের ভেদবশতঃ শক্তিতেদ হইবে। সন্তানের অন্তর্গত ক্ষণসকলই কার্যভেদের হেতু এবং তাহার প্রত্যেক কার্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর সন্তান বলিয়া সকলক্ষণের উৎপাদক কোন একটি বস্তু নাই, বাহার অভেদবশতঃ ক্ষণসকল ভিন্ন হইবে না।

ভাস্তরী ।

ননু উক্তং ন ক্ষণভেদাভেদাভ্যাং শক্তিতেদাভেদৌ, ভিন্নানাম্ অপি ক্ষণানাম্ এক-সামর্থ্যোপলক্ষেঃ। অনুত্থা এক এত ক্ষণঃ নীলজ্ঞানজননসমর্থ ইতি ন ভূয়ো নীলজ্ঞানানি জায়েরন্। তৎসমর্থশ্চ অতীতহাৎ, ক্ষণান্তরাণাং চ অসামর্থ্যাৎ। তস্মাৎ ক্ষণভেদে অপি ন সামর্থ্যভেদঃ, সন্তানভেদে তু সামর্থ্যাং ভিচ্ছতে ইতি। তন্ম, যদি ভিন্নানাং সন্তানানাং ন একং সামর্থ্যাং, তন্তু তর্হি নীলসন্তানানামপি মিথো ভিন্নানাং ন একম্ অস্তি নীলাকারাধানসামর্থ্যম্ ইতি সন্নিধানেনপি নীলসন্তানান্তরশ্চ ন নীলজ্ঞানম্ উপজায়েত। তস্মাৎ সন্তানান্তরাণামিব ক্ষণান্তরাণামপি স্বকারণভেদাধানোপজ্ঞানানাং কেবলকিৎস সামর্থ্যভেদঃ, কেবলকিৎস ন ইতি বক্তব্যম্। তথাচ একালয়জ্ঞানসন্তানপতিভেদেষু কশ্চিদিব জ্ঞানক্ষণশ্চ স তাদৃশঃ সামর্থ্যাতিশয়ঃ বাসনাপবনামা স্বপ্রত্যয়াসাদিতঃ, যতো নীলাকারং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং জায়তে ন পীতাকারম্। কত্রচিৎ তু স তাদৃশঃ, যতঃ পীতাকারং জ্ঞানং ন নীলাকারম্ ইতি বাসনাবৈচিত্র্যাদেব স্বপ্রত্যয়াসাদিতাং জ্ঞানচৈত্র্যাসিদ্ধেঃ ন তদতিরিক্তার্থসম্ভাবে কিঞ্চন অস্তি প্রমাণম্ ইতি পশ্চামঃ। আলয়বিজ্ঞানসন্তানপতিভেদেব অসংবিদিতং জ্ঞানং বাসনা, তদ্বৈচিত্র্যাৎ নীলাভূতবৈচিত্র্যাৎ, পূর্বনীলাভূতবৈচিত্র্যাক্ত বাসনাবৈচিত্র্যম্ ইতি অনাদিতা অনয়োঃ বিজ্ঞানবাসনয়োঃ। তস্মাৎ ন পরম্পরাশ্রয়দোষসম্ভবঃ বীজাকুরসন্তানবৎ ইতি। অদ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ অপি বাসনাবৈচিত্র্য-শ্চৈব জ্ঞানবৈচিত্র্যতেতুতা ন অর্থবৈচিত্র্যস্য ইত্যাহ—“অপি চ অদ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্” ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

আলয়বিজ্ঞানসন্তানৈকো ক্ষণভেদেহপি ন সামর্থ্যভেদ ইতি উপপাদ্য তদ্ব্যতিরিক্তবাহ্যার্থসন্তানভেদে স্যাৎ শক্তিতেদঃ ইত্যাহ—“সন্তানভেদে তু” ইতি। আলয়বিজ্ঞানসন্তানানাং নীলাদিবাহ্যার্থসন্তানানাং চ সামর্থ্যভেদঃ। ততশ্চ আলয়বিজ্ঞানসন্তানৈঃ অজ্ঞানমপি নীলাদিসংবেদনং বাহ্যনীলাদিসন্তানৈঃ জন্ততে ইতি চেৎ তত্র দুষণমাহ—“হস্ত তর্হি”তি। বাহ্যার্থবাদে হি ক্ষণিকহাৎ নীলার্থানাং প্রতি-নীলার্থভিন্নাঃ সন্তি নীলসন্তানঃ তত্র সন্তানভেদাৎ শক্তিতেদোপগমে নীলসন্তানানাম্ অপি একবিধা শক্তি ন স্যাৎ, তথাচ একমেব নীলং নীলাকারজ্ঞানং জনয়েৎ, ন সন্তানান্তরবর্তি ইত্যর্থঃ। চোক্তস্যাম্ উক্তা পঠিহারস্যামাহ—“তস্মাৎ সন্তানান্তরাণামি”ত্যাদিন। যথা নীলপীতাদিসন্তানান্তরাণাং স্বকারণভেদাৎ সামর্থ্যভেদঃ, এবং আলয়বিজ্ঞানসন্তানপতিভেদোপজ্ঞানানাং অপি ইত্যর্থঃ। “স্বপ্রত্যয়ঃ” পূর্বোদিত-নীলাদিপ্রত্যয়ঃ। বাসনাবৈচিত্র্যাদিত্যি ভাষ্যন্তবাসনাপদার্থমাহ—“আলয়বিজ্ঞানে”তি। অসংবিদিতম্ অবিজ্ঞাতম্ অর্থাৎ পূর্বমিতি লভ্যতে, বর্তমানস্য সংবিদিতত্বাৎ অন্যগতস্য অসিদ্ধসত্ত্বাক্তত্বাৎ তাদৃশজ্ঞানং বাসনা। ন হি অগ্নিন্ যতে অস্তি স্থায়িনী বাসনা ইতি ভাবঃ। পূর্বঃ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষেঃ ১২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

শক্তিঃ বাসনা ইত্যুক্তম্, ইদানীং শক্তিশক্তিমতোঃ অভেদাৎ বিজ্ঞানম্ ইতি ন বিরোধঃ । ননু পূর্বজ্ঞানাস্বকবাসনাবৈচিত্র্যাৎ চেৎ উত্তর-জ্ঞানবৈচিত্র্যাৎ, তর্হি পূর্বজ্ঞানবৈচিত্র্যমেব কৃতঃ তত্রাহ—“পূর্বনীলাদি” ইতি । অনেন “অনাদৌ সংসারে” ইতি ভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্ ।

ভামতীর অনুবাদ ।

আচ্ছা, তুমি ত বলিয়াছ যে—ক্ষণের ভেদ বা অভেদবশতঃ শক্তির ভেদ বা অভেদ হয় না ; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণসকলেরও এক শক্তি থাকে দেখা যায় । তাহা না হইলে একটি ক্ষণমাত্র নীলজ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ, অতএব পুনর্ব্বার নীলজ্ঞানসকল না হউক ; কারণ, সমর্থক্ষণটি ত অতীত হইয়া গিয়াছে, এবং অল্প ক্ষণসকলের সে সামর্থ্য নাই । অতএব ক্ষণভেদ হইলেও সামর্থ্যভেদ হয় না । কিন্তু সম্ভাবনভেদ হইলে অর্থাৎ নীলপীত ইত্যাদি বাহ্যপদার্থের ভেদ হইলে সামর্থ্যভেদ হয় ।

ইহা ঠিক নহে, যদি ভিন্ন সম্ভানসকলের অর্থাৎ নীলপীতাদি নানাবিধ বাহ্যসম্ভানের এক সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে পরস্পর ভিন্ন নীলসম্ভানসকলেরও নীল আকার উৎপাদন করিতে এক সামর্থ্য থাকে না, অতএব অল্প নীলসম্ভান নিকটে থাকিলেও নীলজ্ঞান উৎপন্ন না হউক । অতএব অল্প সম্ভানের মত স্বকারণভেদানোপপন্ন অর্থাৎ নিজের কারণভেদবশতঃ বাহাদের জন্ম হইয়াছে, সেই অল্পক্ষণসকলেরও কোন কোনটিরই সামর্থ্যবিশেষ থাকে, এবং কোন কোনটির থাকে না, ইহা বলিতে হইবে । আর তাহা হইলে এক আলয়জ্ঞান ধারার অন্তর্গত ক্ষণসকলের মধ্যে কোন জ্ঞানক্ষণেরই স্বপ্রত্যয়াদিত অর্থাৎ নিজ কারণ হইতে বাসনা নামক সামর্থ্যবিশেষ উৎপন্ন হয়, বাহা হইতে নীল আকার প্রত্নিবিজ্ঞান জন্মে, পীত আকার জন্মে না । কাহারও বা সেইরূপ সামর্থ্য হয়, বাহা হইতে পীত আকার জ্ঞান জন্মে, নীল আকার জন্মে না, অতএব নিজ কারণ হইতে উৎপন্ন বিচিত্রবাসনা-বশতঃই জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয় বলিয়া তত্ত্বিন্ন বাহ্যবস্তুর থাকাতে কোন প্রমাণ নাই, ইহাই আমরা দেখিতেছি । আলয় বিজ্ঞানধারার অন্তর্গত অসংবিদিত অর্থাৎ পূর্ববর্ত্তি জ্ঞানই বাসনা, তাহার বৈচিত্র্যবশতঃ নীলাদিজ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, এবং তাহার পূর্বে উৎপন্ন নীলাদিজ্ঞানের বৈচিত্র্যবশতঃ বাসনার বৈচিত্র্য হয়, এই প্রকারে এই জ্ঞান ও বাসনা অনাদি । সেইজন্ত বীজাক্সর প্রবাহের মত অজ্ঞোত্তাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই ।

অন্য ও ব্যতিরেকবশতঃ বাসনাবৈচিত্র্যই জ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতু—বাহ্যপদার্থের বৈচিত্র্য নহে, অস্বয়ব্যতিরেকোক্ত্যামপি ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা বলিতেছেন ।

শঙ্করভাষ্যম্ ।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—“নাভাবঃ উপলক্ষেঃ” ইতি । ন খলু অভাবঃ বাহ্যশ্চ অর্থশ্চ অধ্যবসাতুং শক্যতে । কস্মাৎ ? উপলক্ষেঃ । উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ঃ বাহ্যঃ অর্থঃ—সুস্তঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি । ন চ উপলভ্যমানৈশ্চৈব অভাবঃ ভবিতুম্ অর্হতি । যথাহি কশ্চিৎ ভুজ্ঞানঃ ভুজিসাধ্যায়াং তৃণৌ স্বয়ম্ অমুভূয়মানায়াম্ এবং ক্রয়াৎ নাহং ভুজে ন বা তৃপ্যামি ইতি, তদ্বৎ ইন্দ্রিয়সম্মিকর্ষণে স্বয়ম্ উপলভ্যমান এব বাহ্যম্ অর্থঃ নাহম্ উপলভে, ন চ সঃ অস্তি ইতি ক্রবন্ কথম্ উপাদেয়বচনঃ শ্রাৎ ।

ননু নাহমেব ত্রবীমি ন কশ্চিৎ অর্থম্ উপলভে ইতি, কিন্তু উপলক্ষিব্যতিরিক্তং ন উপলভে ইতি ত্রবীমি । বাত্মমেবং ত্রবীমি, নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুওশ্চ, ন তু যুক্ত্যুপেতং ত্রবীমি । যত উপলক্ষিব্যতিরেকোহপি বলাৎ অর্থশ্চ অভ্যুপগম্যব্যঃ উপলক্ষেরেব । ন হি কশ্চিৎ উপলক্ষিমেষ সুস্তঃ কুড্যং চ ইতি উপলভতে । উপলক্ষিবিসয়ত্বেনৈব তু সুস্তকুড্যাदीন্ সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে । অতশ্চ এবমেব সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে যৎ প্রত্যাচক্ষাণা অপি বাহ্যার্থমেব ব্যাচক্ষতে “যদন্তজ্ঞেয়রূপং তদ্ বহির্বদবভাসতে” * ইতি । তেহপি সর্বলোকপ্রসিদ্ধাং বহিরবভাসমানাং সংবিদং প্রতিলভ্যমানাঃ প্রত্যাখ্যাতুকামাশ্চ বাহ্যম্

* এই শাক্যদীপিত্ত নাগের আলম্বনপরীক্ষার দ্বারা । সম্পূর্ণ লোকটি এই—

যদন্তজ্ঞেয়রূপং তু বহির্বদবভাসতে । সৌহর্থেজ্ঞানরূপত্বাৎ তৎপ্রত্যয়তরংপি চ ।

তৎসংগেহ ১০২ পৃষ্ঠায় উক্ত ।

(বিজ্ঞানবাদিবোধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলক্ষে: ১২৮]

পাণ্ডরভাষ্যম্।

অর্থঃ বহির্বৎ ইতি বৎকারং কুর্বন্তি। ইতরথা হি কস্মাৎ বহির্বৎ ইতি ক্রমুঃ। ন হি বিষ্ণুমিত্রঃ বক্ষ্যাপুত্রবৎ অবভাসতে ইতি কশ্চিৎ আচক্ষীত। তস্মাৎ যথানুভবং তত্ত্বম্ অভ্যুপগচ্ছন্তিঃ বহিরেব অবভাসতে ইতি যুক্তম্ অভ্যুপগন্তুং ন তু “বহির্বৎ অবভাসতে” ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে পূর্বপক্ষ স্থির হইলে আমরা বলি—বাহুবন্ত নাই—ইহা বলিতে পারি না, কেন? যেহেতু (বাহুবন্ত) দেখা যায়। প্রতি জ্ঞানে বাহুবন্ত—স্তম্ভ, দেওয়াল, ঘট, পট ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। আর বাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহারই অভাব হইতে পারে না। যেমন কোন লোকের ভোজন করিতে করিতে ভোজনজন্য যে তৃপ্তি হয়, তাহা স্বয়ং অনুভব করিতে করিতে এইরূপ বলে যে, আমি খাইতেছি না, আমি তৃপ্ত হইতেছি না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা নিজে বাহুবন্ত দেখিয়া আমি দেখিতেছি না এবং তাহা নাই—এই কথা বলিলে কি করিয়া তিনি সত্যবাদী হইবেন।

যদি বল আমি ইহা বলি না যে—কোন জিনিষ দেখি না। কিন্তু জ্ঞানব্যতীত কিছু দেখি না ইহাই বলি। হাঁ তুমি ইহাই বল বটে, যেহেতু তোমার মুখ নিরঙ্কুশ অর্থাৎ স্বাধীন। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বল না; যেহেতু জ্ঞান-ব্যতীত বাহুবন্তও আছে, ইহা তোমাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু অর্থ অর্থাৎ বাহুবন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, জ্ঞানকেই স্তম্ভ বা কুড়া অর্থাৎ দেওয়াল বলিয়া কেহ দেখে না। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় রূপেই স্তম্ভ কুড়া ইত্যাদিকে সকল লোকে দেখিয়া থাকে। অতএব সকল লোকে এইরূপই দেখিয়া থাকে যে বাহারা বাহুবন্তকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ অস্বীকার করে, তাহারাও বাহুবন্তকেই বলিয়া থাকে—বাহা অন্তরে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই বাহুবন্তের মত মনে হয়। তাহারাও সকল লোকে প্রসিদ্ধ বাহিরে ভাসমান সংবিদ অর্থাৎ জ্ঞানকে জানিয়া এবং বাহুবন্তকে অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করিয়া বাহুবন্তের মত এই মতশব্দ ব্যবহার করে। তাহা না হইলে বাহুবন্তের মত ইহা বলিবে কেন? বিষ্ণুমিত্র বক্ষ্যাপুত্রের মত দেখা যাইতেছে, ইহা ত কেহ বলে না। অতএব বাহারা অনুভব অনুসারে সত্যবস্ত স্বীকার করেন, তাঁহাদের স্বীকার করা উচিত যে বাহুবন্তই দেখা যায়, বাহুবন্তের মত দেখা যায় না।

ভাস্তী।

“এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—নাভাব উপলক্ষের”তি। “ন খলু অভাবঃ বাহুবন্ত অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে”। স হি উপলক্ষাভাবাৎ বা অধ্যবসীয়েত, সত্যপি উপলক্ষে তস্য বাহ্যবিষয়ত্বাৎ বা, সত্যপি বাহ্যবিষয়ত্বে বাহ্যার্থবোধকপ্রমাণসদৃশত্বাৎ বা। ন তাবৎ সর্বথা উপলক্ষাভাবঃ ইতি প্রশ্নপূর্বকম্ আহ—“কস্মাৎ? উপলক্ষেঃ” ইতি। ন হি স্মৃটতরে সর্ব-জনীনে উপলক্ষে সতি তদভাবঃ শক্যঃ বক্তুন্ ইত্যর্থঃ।

দ্বিতীয় পক্ষম্ অবলম্ব্য—“নহু নাহমেবং ব্রবীমি” ইতি। নিরাকরোতি—“বাচম্ এবং ব্রবীমি”। উপলক্ষিগ্রাহিণা হি সাক্ষিণা উপলক্ষিঃ গৃহমাণা বাহ্যবিষয়ত্বেনৈব গৃহ্যতে ন উপলক্ষি-মাত্রম্ ইত্যর্থঃ। “অতশ্চ” ইতি বক্ষ্যমাণোপপত্তিপরামর্শঃ।

(এই অংশ ভাস্তীর কল্পতরু নাই।)

ভাস্তীর অনুবাদ।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপৰ্য্য—বাহুবন্ত নাই—ইহা কি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া বলিবে, অথবা দেখিতে পাওয়া গেলেও বাহুবন্ত তাহার বিষয় নহে বলিয়া বলিবে, অথবা বাহ্যবিষয় থাকিলেও বাহুবন্তের বোধকপ্রমাণ থাকার তাহা নাই বলিবে। কোন রকমেই বাহুবন্ত দেখা যায় না যে তাহা নয়, কস্মাৎ? উপলক্ষেঃ এই গ্রন্থদ্বারা প্রশ্নপূর্বক ইহা বলিতেছেন। কারণ, সকল ব্যক্তিরই অতিশয় স্পষ্ট বাহুবন্তের জ্ঞান হইলে তাহা নাই বলিতে পারি না।

নহু নাহমেবং ব্রবীমি এই গ্রন্থে দ্বিতীয়পক্ষ বলিতেছেন। বাচমেবং ব্রবীমি এই গ্রন্থে নিরাস করিতেছেন। ইহার তাৎপৰ্য্য—জ্ঞানের দর্শক সাক্ষী জ্ঞানকে দেখিলে বাহুবন্তের জ্ঞান বলিয়াই তাহাকে দেখে কেবল জ্ঞান বলিয়া দেখে না। অতশ্চ এই গ্রন্থের, পরে যে যুক্তি বলা হইয়াছে, তাহার সহিত সঙ্গত হইবে।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষে: ১২৮]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

ননু বাহ্যস্য অর্থস্য অসম্ভবাৎ বহিবৎ অবভাসতে ইতি অধ্যবসিতম্ । নায়ং সাধুঃ অধ্যবসায়ঃ, যতঃ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ অবধার্যেতে, ন পুনঃ সম্ভবাসম্ভবপূর্বিকে প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী । যৎ হি প্রত্যক্ষাদীনাম্ অজ্ঞাতমেনাপি প্রমাণেন উপলভ্যতে তৎ সম্ভবতি । যন্তু ন কেনচিৎ অপি প্রমাণেন উপলভ্যতে তৎ ন সম্ভবতি । ইহ তু যথাস্থং সর্বৈবেরেব প্রমাণৈঃ বাহ্যোহর্থঃ উপলভ্যমানঃ কথং ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদি-বিকল্পৈঃ ন সম্ভবতি ইত্যুচ্যেত উপলক্ষেইব ।

ভাষ্যভাষ্যম্ ।

যদি বল, বাহ্যপদার্থ সম্ভব না হওয়ায় বাহ্যবস্তুর মত দেখা যাইতেছে, ইহা মনে করা উচিত । তাহা হইলে ইহা ভাল মনে করা হইল না । যেহেতু প্রমাণের প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তিপূর্বক সম্ভব ও অসম্ভব স্থির করা হয়, কিন্তু সম্ভব এবং অসম্ভবপূর্বক প্রমাণের প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি হয় না । যাহা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসকলের মধ্যে একটি প্রমাণ-দ্বারাও জানা যায়, তাহা সম্ভব হয় । আর যাহা কোন প্রমাণদ্বারাই জানা যায় না, তাহা সম্ভব হয় না । এখানে কিন্তু প্রমাণসকলের প্রত্যেকটিদ্বারাই বাহ্যপদার্থ জ্ঞাত হইয়া ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদি বিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন কি না? ইত্যাদি বিকল্পবশতঃ কি করিয়া সম্ভব হয় না বলিবে, কারণ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান ত হইয়াই থাকে ।

ভাষ্যতী ।

তৃতীয়ং পক্ষমালম্ব্যতে—“ননু বাহ্যস্য অর্থস্য অসম্ভবাদি”তি । নিরাকরোতি—“নায়ং সাধুরধ্যবসায়ঃ” ইতি । ইদমত্র আকৃতম্—ঘটাদয়ো হি স্থলা ভাসন্তে ন তু পরমস্বক্ষ্মাঃ । তত্র ইদং নানাदिगुदेशव्यापित्वलक्षणं স্থৌল্যং যद्यপি জ্ঞানাকারত্বে ন আবরণানাবরণলক্ষণেন বিরুদ্ধ-ধর্মসংসর্গেণ যুজ্যতে জ্ঞানোপাধেঃ অনাবৃত্ত্বাদেব; তথাপি তদেবত্বাতদেবত্বকম্পাকম্পত্ব-রক্তারক্তলক্ষণৈঃ বিরুদ্ধধর্মসংসর্গৈঃ অস্ত্র নানাৎ প্রসজ্যমানং জ্ঞানাকারত্বেইপি ন শক্যং শক্রেণাপি বারয়িতুম্ । ব্যতিরেকাব্যতিরেকবৃত্তিবিকল্পৌ চ পরমাণোঃ অংশবস্ত্বং চ উপপাদিতানি বৈশেষিকপরীক্ষায়াম্ । তস্মাৎ বাহ্যার্থবৎ ন জ্ঞানেইপি স্থৌল্যসম্ভবঃ । ন তাবৎ পরমাধাভাসম্ একজ্ঞানম্, একস্ত্র নানাঞ্ছানুপপত্তেঃ । আকারাণাং বা জ্ঞানতাদাশ্রয়াৎ একত্বপ্রসঙ্গাৎ । ন চ যাবন্ত আকারাঃ তাবন্তেইব জ্ঞানানি, তাবতাং জ্ঞানানাং মিথো বার্ত্তানভিজ্ঞতয়া স্থলানুভবাতাবপ্রসঙ্গাৎ । ন চ তৎপৃষ্ঠভাবী সমস্তজ্ঞানাকারসংকলনাশ্রক একঃ স্থলবিকল্পো বিজ্ঞতে ইতি সাম্প্রতং ; তস্তাপি সাকারতয়া স্থৌল্যাযোগাৎ । যথাহ ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ—

“তস্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে স্থলাভাসস্তদাশ্রয়ঃ ।

একত্র প্রতিষিদ্ধত্বাৎ বহুধপি ন সম্ভবঃ” ॥ ইতি

তস্মাৎ ভবতাপি জ্ঞানাকারং স্থৌল্যং সমর্থয়মানেন প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ আশ্বেয়ো । তথাচ ইদস্তাস্পদম্, অশক্যং জ্ঞানাৎ ভিন্নং বাহ্যম্ অপহোতুম্ ইতি ।

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

তত্র ভগবতা ভাষ্যকারেণ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ ইতি বসতা এতদ্বিহ সূচয়াম্বুবে । যথা কিল জ্ঞানাত্তেদেন স্থলস্য অর্থস্য অসম্ভবঃ পরেণ ভাষ্যতে, এবং অভেদেনাপি ময়া স হুভাবঃ ইতি অপ্রবোক্তকঃ অসম্ভবঃ, প্রমাণঃ তু আভাসান্ আদর্ভবাম্ ইতি । তত্র অসম্ভবঃ পরমতে ধর্ম্ময়তি—“ইদম্ অত্র” ইত্যাদিনা । তত্র বৌদ্ধেন জ্ঞানাৎ ভিন্নস্য স্থলার্থস্য অসম্ভবম্ উচ্যমানম্ অম্বুধতি — “তত্রৈদমি”তি । স্থৌল্যং হি অর্থস্য যুগপৎভিন্নদিক্‌ব্যাপিছং ভিন্নদেশব্যাপিছং বা । এবক একদিগদেশে অর্থস্য আবরণম্ অন্তদিগদেশে চ অনাবরণম্ ইতি বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসাৎ ভেদঃ স্তাৎ জ্ঞানাত্তে তু ন দোষঃ, জ্ঞানাবচ্ছেদকার্থস্য জ্ঞায়মানস্য তদভিন্নস্য অনাবৃত্ত্বাৎ আবৃত্তস্য চ তদান্বিত্যভাবেন বিরোধপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ । “জ্ঞানাকারত্বে” ইতি লগ্নমী । আবরণাদিধর্ম্মসংসর্গেণ যদ্যপি ন যুজ্যতে ইতি যোক্তবা । ইদানীম্ এতম্ অসম্ভবম্ অম্বুধতা বৌদ্ধমতেইপি অসম্ভবম্ আহ—“তথাপি”তি । যদ্যপি অবভাসানবতাসলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গঃ অর্থস্য জ্ঞানাত্তেদেভূপগতে ন প্রসজ্যেত, তথাপি একজ্ঞানপ্রকাশিত্যে গতে নানাদেশব্যাসক্তে তদেবত্বম্ অতদেবত্বং চ দৃষ্টতে, প্রদেশ-

(বিজ্ঞানবিকীর্তনোক্তবক্তব্যম্ ।)

[নান্যাব উপলব্ধে: ১২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

ভেদেন চ কম্পাকম্পৌ চিত্রে চ তস্মিন্ রক্তকরক্তয়ে চ । সতি চ এবং জ্ঞানাকারত্বংপি অর্থস্য বর্ণিতবিরুদ্ধধর্মব্যাং ভেদপ্রসঙ্গঃ তুল্য ইত্যর্থঃ । অর্থস্য জ্ঞানভেদে সতি অবয়বিনি অবয়বে চ উক্তং দোষাস্তরম্ অপি জ্ঞানে দুর্বারম্ ইত্যাহ—“ব্যতিরেকাব্যতিরেক”তি । ননু কিমিতি জ্ঞানাভিন্নে অর্থে তদেধাত্তদেধাদিবিরুদ্ধধর্মীথ্যাসপ্রসঙ্গঃ বাবতা পরমাণু নৈব জ্ঞানম্ অবলম্ব্যতাং, তে চ ন ভিন্নদেশাদি-মন্তঃ ইত্যত আহ—“ন তাবদি”তি । নীলজ্ঞানঃ যদি পরমাণুন্ আলম্ব্যত, তর্হি তন্মা জ্ঞানজ্ঞেয়দোঃ অভেদাভ্যুপগমাৎ জ্ঞানস্য কিং জ্ঞেয়মাত্রত্বং জ্ঞেয়ানাং বা পরমাণুনাং জ্ঞানমাত্রত্বম্ । নান্ত ইত্যাহ—“একসো”তি । “জ্ঞানস্য” ইত্যর্থঃ । “ন বিতীর” ইত্যাহ—“আকারাগাং চে”তি । জ্ঞানাকারাগাং পরমাণুনাং মিত্যর্থঃ । ননু নৈকং জ্ঞানং পরমাণুন্ গোচরমিতি, যত উক্তদোষঃ স্যাৎ, কিন্তু এতিপরমাণুজ্ঞানভেদ ইতি, ন ইত্যাহ—“ন চ বাবন্ত” ইতি । তর্হি একৈকজ্ঞানগৃহীতনানাপরমাণুপরমাণুস্বকঃ প্রত্যয়ঃ স্থূলালম্বন ইতি, তত্রাহ—“ন চ তৎপৃষ্ঠে”তি । তস্যাপি প্রত্যয়স্য সাকারতয়া আকারাগাং নানাপরমাণুনাং তদভেদাৎ তস্য পরমাণুমাত্রত্বে ভেদঃ, তেযাং বিজ্ঞানমাত্রত্বে একত্বম্ ইতি স্থূলালম্বনম্ একং জ্ঞানং ন স্যাৎ ইত্যর্থঃ । “তন্মাত্রার্থে” ইতি । ভূম্যাং বৃত্তিবিকল্পাদে: তর্কাত্ অর্থে পরমাণুসমূহাত্মকে বিষয়ে ন স্থূলাভাসঃ । ন চ জ্ঞান জ্ঞানাত্মকে অর্থে । কৃত: ? একত্র জ্ঞানে বর্ণিতেন মার্গেণ তদাত্মনঃ নানাকার-স্থূলালম্বকত্বস্য প্রতিবিদ্ধত্বাৎ বহু অপি বিজ্ঞানেষু পরমাণুগোচরেষু স্থূলাভাসস্য ন সম্ভবঃ, বহুনাং পরম্পরবার্তানতিজ্ঞত্বাৎ ইত্যর্থঃ ।

ভামতীর অস্ববাদ ।

ননু বাহ্যন্ত অর্থন্ত অসম্ভবাৎ ইত্যাদি গ্রন্থে তৃতীয়পক্ষ বলিতেছেন । নায়ং সাধুরূপধরসায়ঃ এই গ্রন্থে তাহা নিরাস করিতেছেন । এই গ্রন্থের অভিপ্রায় যে ঘট পট ইত্যাদি বস্তুসকল স্থূল দেখিতে পাওয়া যায়, অতি সূক্ষ্ম নহে । সেস্থলে বাহ্যপদার্থ জ্ঞানস্বরূপ হইলে যুগপৎ নানাদিক্ ব্যাপিষ্ব বা নানাদেশ ব্যাপিত্বরূপ হৌল্য যদিও আবরণ ও অনাবরণরূপ বিরুদ্ধধর্মযুক্ত হয় না বটে, কারণ, জ্ঞানের উপাধি অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত অভিন্ন বিষয় অনাবৃতই থাকে, অর্থাৎ আবৃত হয় না, তাহা হইলেও (একখানি চিত্রবস্ত্র) তদেধাত্ত অতদেধাত্ত অর্থাৎ অনেকস্থান ব্যাপিয়া থাকে, একস্থানে থাকে না । তাহার কোন অংশ কম্পিত হয়, কোন অংশ কম্পিত হয় না, কোন অংশ রক্তবর্ণ, কোন অংশ অন্তবর্ণ, এইরূপ বিরুদ্ধধর্মসম্বন্ধদ্বারা তাহার বহুত্বের যে আপত্তি হয়, বস্তু জ্ঞানাকার হইলেও ইন্দ্রও তাহা বারণ করিতে পারেন না । ব্যতিরেকাব্যতিরেকবিকল্প অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন কিনা ? এইরূপ বিকল্প, বৃত্তিবিকল্প অর্থাৎ অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে সকল অবয়বদ্বারা বর্তমান হয়, অথবা এক একটি অবয়বদ্বারা বর্তমান হয় এইরূপ বিকল্প, এবং পরমাণুর যে অবয়ব আছে ইহা, বৈশেষিকমত খণ্ডনের স্থলে দেখাইয়াছি । অতএব বাহ্যবস্তুর মত জ্ঞানেও স্থূলতা সম্ভব হয় না । আর বহু পরমাণুবিষয়ক একটি জ্ঞানও হইতে পারে না । কারণ, একটি জ্ঞান বহু হইতে পারে না, অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদে জ্ঞান ও বস্তু অভিন্ন হওয়ায় যদি জ্ঞানই পরমাণুস্বরূপ হয়, তাহা হইলে একটি জ্ঞান কি করিয়া বহু পরমাণুস্বরূপ হইবে ? (আর যদি বস্তুই জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা হইলে বলিতেছেন) অথবা আকারসকল অর্থাৎ জ্ঞানাকার পরমাণুসকল জ্ঞানের সহিত অভিন্ন হওয়ায় একটিমাত্র হইয়া পড়িবে । আর যদি বল যতগুলি আকার অর্থাৎ পরমাণু, জ্ঞানও ততগুলি ? না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, জ্ঞানসকল কণিক বলিয়া পরম্পর কোন বার্তা অর্থাৎ সংবাদ না জানায় স্থূলের জ্ঞান হইতে পারে না । আর তৎ-পৃষ্ঠভাবী অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেক পরমাণুর এক একটি জ্ঞান হইয়া পশ্চাৎ জ্ঞানাকার পরমাণুসমষ্টি বিষয়ক একটি স্থূলজ্ঞান হয়, ইহা বলাও ঠিক নহে; কারণ, তাহাও সাকার অর্থাৎ পরমাণুবিষয়ক বলিয়া স্থূল হইতে পারে না । অর্থাৎ পরমাণুসকল ও জ্ঞান অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান যদি পরমাণুস্বরূপ হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, আর যদি পরমাণুসকল জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা হইলে একটিমাত্র হইবে, অতএব একটি স্থূলপদার্থের জ্ঞান হইবে না । যেমন ধর্ম্মকীর্তি বলেন—

“তন্মাত্রার্থে ন চ জ্ঞানে স্থূলাভাসস্তদাত্মনঃ ।

একত্র প্রতিবিদ্ধত্বাৎ বহুত্বপি ন সম্ভবঃ” ॥

অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন কিনা ইত্যাদি বিচারবশতঃ পরমাণুসমূহাত্মক বাহ্যপদার্থে হৌল্যের জ্ঞান হইতে পারে না, আর জ্ঞানাত্মক বাহ্যপদার্থেও হৌল্যের জ্ঞান হইতে পারে না ; যেহেতু একটি জ্ঞানে নানা পরমাণুসমষ্টি স্থূলতা নিবিদ্ধ হওয়ায় পরমাণুবিষয়ক বহুজ্ঞানেও হৌল্যের জ্ঞান সম্ভব হয় না । অতএব জ্ঞানাকার হৌল্য স্বীকার করিলেও আপনাকেও প্রমাণের প্রযুক্তি ও অপ্রযুক্তিপূর্বক সম্ভব ও অসম্ভব স্বীকার করিতে হইবে । আর তাহা হইলে ইদং প্রত্যয়ের বেদ জ্ঞানভিন্ন বাহ্যবস্ত্র স্বীকার করিতে পারেন না, (কারণ তাহাও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয় ।)

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলব্ধিঃ ১২৮]

শাক্তরত্নম্ ।

ন চ জ্ঞানশ্চ বিষয়সারূপ্যাৎ বিষয়নাশো ভবতি, অসতি বিষয়ে বিষয়সারূপ্যানু-
পপত্তেঃ, বহিরূপলব্ধেষ্চ বিষয়শ্চ । অতএব সহোপলব্ধিনিয়মোহপি প্রত্যয়বিষয়য়োঃ উপায়ো-
পেয়ভাবহেতুকঃ ন অভেদহেতুকঃ ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্ । তথাচ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্ ইতি
বিশেষণয়োৰ্ভেদঃ, ন বিশেষ্যশ্চ জ্ঞানশ্চ । যথা শুক্লো গোঁঃ কৃষ্ণো গোঁঃ ইতি শৌক্য-
কার্য্যয়োরেব ভেদঃ ন গোহশ্চ । স্বাত্ম্যাং চ ভেদঃ একশ্চ সিদ্ধো ভবতি একস্মাক্ত হয়োঃ ।
তন্মাৎ অর্থজ্ঞানয়োৰ্ভেদঃ । তথা ঘটদর্শনং ঘটস্মরণম্ ইত্যত্রাপি প্রতিপত্তব্যম্ । অত্রাপি
হি বিশেষ্যয়োরেব দর্শনস্মরণয়োৰ্ভেদঃ ন বিশেষণশ্চ ঘটশ্চ । যথা ক্ষীরগন্ধ ক্ষীররস ইতি
বিশেষ্যয়োরেব গন্ধরসয়োৰ্ভেদঃ ন বিশেষণশ্চ ক্ষীরশ্চ তদ্বৎ ।

অপি চ ভয়োবিজ্ঞানয়োঃ পূৰ্ব্বোত্তরকালয়োঃ স্বসংবেদনয়োরেব উপক্ষীণয়োঃ
ইতরেতরগ্রাহ্যগ্রাহকত্বানুপপত্তিঃ । ততশ্চ বিজ্ঞানভেদপ্রতিজ্ঞা-ক্ষণিকত্বাদিধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা-
স্বলক্ষণ-সামান্যলক্ষণ-বাস্তবাসকত্বাবিছোপলব্ধসদসঙ্কর্ম্ম-বন্ধ-মোক্ষাদিপ্রতিজ্ঞাশ্চ স্বশাস্ত্র-
গতান্তা হীয়েয়ন ।

ভায়াবুদ ।

আর জ্ঞান বিষয়ের সহিত সমানাকার হওয়ায় বিষয়ের অভাব হয় না ; কারণ, বিষয় না থাকিলে
(জ্ঞান) বিষয়ের সমানাকার হইতে পারে না, এবং বিষয় বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় । এইজন্যই জ্ঞান
ও বিষয়ের সহোপলব্ধিনিয়মও উপায়-উপেয়ভাববশতঃ অর্থাৎ কার্য্যাকারণভাববশতঃই হয়, অভেদবশতঃ নহে, ইহা
স্বীকার করিতে হইবে ।

আরও ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান এইস্থলে বিশেষণ ঘট ও পটেরই ভেদ আছে, বিশেষ্যজ্ঞানের ভেদ নাই ।
যেমন শুক্লবর্ণ গাভী ও কৃষ্ণবর্ণ গাভী এই স্থলে শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণেরই ভেদ আছে, গোষের কোন ভেদ নাই ।
দুইটি হইতে একের ভেদ সিদ্ধ হয়, এবং এক হইতে দুইয়ের ভেদ সিদ্ধ হয় । অতএব বাহ্যপদার্থ ও জ্ঞানের
ভেদ সিদ্ধ হইল । সেইরূপ ঘটের দর্শন ও ঘটের স্মরণ এই স্থলেও জানিবেন । এস্থলেও বিশেষ্য দর্শন ও
স্মরণেরই ভেদ আছে, বিশেষণ ঘটের ভেদ নাই । যেমন দুধের রস, দুধের গন্ধ এস্থলে বিশেষ্য গন্ধ ও রসেরই
ভেদ আছে, বিশেষণ দুধের নহে, সেইরূপ ।

আরও পূর্ব ও উত্তরকালে উৎপন্ন দুইটি বিজ্ঞান, যাহারা কেবল নিজেকে প্রকাশ করিয়াই ধ্বংস
হইয়াছে ; তাহাদের পরস্পরের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব হইতে পারে না । তাহা হইলেই বিজ্ঞানভেদের প্রতিজ্ঞা,
ক্ষণিকত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা, স্বলক্ষণ, সামান্যলক্ষণ, বাস্তবাসকত্ব, অবিছার সম্বন্ধবশতঃ সদসঙ্কর্ম্ম, বন্ধ-মোক্ষ
ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাও তাহাদেরই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে এই সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে ।

ভাষ্যী ।

যচ্চ জ্ঞানশ্চ প্রত্যর্থং ব্যবস্থায়ৈ বিষয়সারূপ্যম্ আস্থিতং, নৈতেন বিষয়ঃ অপহোতুং
শক্যঃ, অসতি অর্থে তৎসারূপ্যশ্চ তদব্যবস্থায়শ্চ অনুপপত্তেঃ ইতাহ—“ন চ জ্ঞানশ্চ বিষয়-
সারূপ্যাদি”তি । যশ্চ সহোপলব্ধিনিয়ম উক্তঃ, সোহপি বিকল্পং ন সহতে । যদি জ্ঞানার্থয়োঃ
সাহিত্যেন উপলব্ধঃ ততঃ বিরুদ্ধো হেতুঃ ন অভেদঃ সাধয়িতুম্ অর্হতি, সাহিত্যশ্চ তদ্বিরুদ্ধ-
ভেদব্যাপাখ্যাং অভেদে তদনুপপত্তেঃ ।

অথ একোপলব্ধিনিয়মঃ ; ন, একত্বশ্চ অবাচকঃ সহশব্দঃ । অপি চ কিম্ একত্বেন
উপলব্ধঃ, আহো এক উপলব্ধঃ জ্ঞানার্থয়োঃ । ন তাবৎ একত্বেন উপলব্ধঃ ইতাহ—
“বহিরূপলব্ধেষ্চ বিষয়শ্চ” । অথ একোপলব্ধিনিয়মঃ, তত্রাহ—“অতএব সহোপলব্ধিনিয়মোহপি
প্রত্যয়বিষয়য়োঃ উপায়োপেয়ভাবহেতুকঃ ন অভেদহেতুকঃ ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্” । যথা হি সর্ব্বং
চাক্ষুষং প্রভাক্ষণানুবিদ্ধং বুদ্ধিবোধ্যং নিয়মেন মনুজৈঃ উপলভ্যতে, ন চ এতাবত্যা ঘটাদিরূপং

(বিজ্ঞানবাহিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্)।

[নাস্তাব উপলক্ষেঃ। ২৮]

ভাষ্যতী।

প্রভাষকং ভবতি, কিন্তু প্রভোপায়ত্বাৎ নিয়মঃ, এবম্ ইহাপি আত্মসাক্ষিকানুভবোপায়ত্বাৎ অর্থস্ত একোপলব্ধিনিয়মঃ ইতি।

অপি চ যত্র একবিজ্ঞানগোচরৌ ঘটপটৌ তত্র অর্থভেদং বিজ্ঞানভেদং চ অধ্যবস্তুষ্টি প্রতিপত্তারঃ। ন চ এতৎ ঐকাত্ম্যে অবকল্লাতে ইত্যাহ—“অপি চ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমি”তি। তথা অর্থভেদেহপি বিজ্ঞানভেদদর্শনাৎ ন বিজ্ঞানাত্মকত্বম্ অর্থস্ত ইত্যাহ—“তথা ঘটদর্শনং ঘটস্বরূপমি”তি।

অপি চ স্বরূপমাত্রপর্ধ্যবসিতং জ্ঞানং জ্ঞানান্তরবর্ত্তানভিজ্ঞম্ ইতি যয়োর্ভেদঃ তে দ্বে ন গৃহীতে ইতি ভেদোহপি তদগতো ন গৃহীত ইতি। এবং ক্ৰণিকশৃঙ্খানাত্মদ্বয়োহপি অনেক-প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তজ্ঞানভেদসাধ্যাঃ। এবং স্বম্ অসাধারণম্ অন্ততো ব্যাবৃত্তং লক্ষণং যন্ত তদপি যৎ ব্যাবৃত্ততে যতশ্চ ব্যাবৃত্ততে তৎ অনেকজ্ঞানসাধ্যম্। এবং সামান্তুলক্ষণমপি বিধিরূপম্ অন্ত্যাপোহরূপং বা অনেকজ্ঞানগম্যম্। এবং বাস্তবাসকভাবঃ অনেকজ্ঞানসাধ্যাঃ। এবম্ অবিজ্ঞোপপ্লববশেন যৎ সদসদ্ব্যবস্থাং, যথা নীলমিতি সদ্ব্যবস্থাঃ। নরবিবাণঃমিতি অসদ্ব্যবস্থাঃ, অমূর্ত্তমিতি সদসদ্ব্যবস্থাঃ। শক্যং হি শশবিবাণম্ অমূর্ত্তং বক্তুম্। শক্যং চ বিজ্ঞানম্ অমূর্ত্তং বক্তুম্। যথোক্তম্—

“অনাদিবাসনোদ্ভূতবিকল্পপরিনিষ্ঠিতঃ।

শব্দার্থজ্বিবিধো ধর্ম্মো ভাবাভাবোভয়াশ্রয়ঃ” ॥ ইতি।

এবং মোক্ষপ্রতিজ্ঞা চ যো মুচ্যতে যতশ্চ মুচ্যতে যেন মুচ্যতে তৎ অনেকজ্ঞানসাধ্যা। এবং বিশ্রুতিপন্নং প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজ্ঞা ইতি যৎ প্রতিপাদয়তি যেন প্রতিপাদয়তি যশ্চ পুরুষঃ প্রতিপাত্ততে যশ্চ প্রতিপাদয়তি তৎ অনেকজ্ঞানসাধ্যম্ ইতি অসতি একস্মিন্ অনেকার্থ-জ্ঞানপ্রতিসন্ধাতরি ন উপপত্ততে। তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানস্ত স্বাংশালম্বনদে অনুপপন্নম্ ইত্যাহ—“অপি চ দ্বয়োবিজ্ঞানয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়ো”রিতি। অপি চ ভেদাশ্রয়ঃ কর্ম্মফলভাবঃ ন অভিলে জ্ঞানে ভবিতুম্ অর্হতি। নো থলু ছিদা ছিগতে কিন্তু দারু। নাপি পাকাঃ পচ্যন্তে অপি তু তণ্ডুলাঃ। তৎ ইহাপি ন জ্ঞানং স্বাংশেন জ্ঞেয়ম্, আত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ, অপি তু তদতিরিক্তঃ অর্থঃ, পচ্যা ইব তণ্ডুলাঃ পাকতিরিক্তা ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

একোপলব্ধম্ উক্তা। যা অনুপলব্ধিঃ সা সহোপলব্ধিনিয়ম ইতি ন বিরুদ্ধত্বং হেতোশ্চৈতৎ তর্হি সহশব্দ একত্বস্ত অবাচক ইতি অবাচকশব্দপ্রয়োগাৎ তব নিগ্রহ ইত্যর্থঃ। অথ একোপলব্ধিনিয়মাৎ ইতোব হেতুঃ তত্রাহ—“অপিচে”তি। অনুবিক্তং বিবরণেন সম্বন্ধম্ ইত্যর্থঃ। উপলভ্যতে ইতি সাক্ষাৎকারাভিপ্রায়ম্। সমুদ্রগ্রহণং ত্রিধাপাদিব্যবহার্যম্। চান্দ্রববন্ধন আলোকসাক্ষাৎকারব্যতিরেকেণ অনুপলব্ধাবপি তদৈক্যদর্শনাৎ অনৈকান্তিকো হেতুঃ ইত্যর্থঃ। জ্ঞানভেদসাধ্যা ইত্যাহে সর্ব্বত্র অসতি একস্মিন্ অনেকার্থজ্ঞানপ্রতি-সন্ধাতরি ন উপপত্ততে ইতি বক্ষ্যমাণেন অর্থঃ। ভাষ্যে বাস্তবাসকত্বম্ অবিজ্ঞোপপ্লবে হেতুঃ অবিজ্ঞোপপ্লবচ সদসদ্ব্যবস্থা হেতুঃ ইতি ব্যাচষ্টে—“এবমি”তি। অবিজ্ঞা সর্ব্বিকল্পকপ্রত্যয়ঃ। “অনাদী”তি। অনাদিবাসনাজন্তসর্ব্বিকল্পকপ্রত্যয়ত্বকবিকল্পপরিনিষ্ঠিতঃ বিবরীকৃতঃ যঃ শব্দার্থঃ স জ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ। জৈব্রিধামেব আহ—“ভাবো”তি। ভাবঃ নীলাদিকং নীলত্বাতি, অন্ত্যং নরবিবাণং নরবিবাণত্বাতি, উত্তরং বিজ্ঞাননরবিবাণাদিকম্ অমূর্ত্তত্বাতি আশ্রয়তে ইতি তথোক্তঃ। বন্ধনোপাদিশ্রুতিজ্ঞা ইতি ভাষ্যগতাদিশ্রুতং ব্যাচষ্টে—“এবং বিশ্রুতি-পন্নমি”তি। প্রতিজ্ঞা ইত্যাহ ইতি শব্দঃ যস্মাদর্থো, যৎ ইতি প্রতিপাদনবিবরণনির্দেশঃ, অসতি একস্মিন্ প্রতিসন্ধাতরি ন উপপত্ততে তাবৎ লোকে, ত্রয়া চ ন নেষ্ট ইত্যাহ—“তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানম্” ইতি। কর্ম্মফলভাবঃ জ্ঞানজ্ঞেয়ভাবঃ।

ভাষ্যতীর অনুবাদ।

আরও যে প্রত্যেক বিষয় অনুসারে ব্যবহার জন্ত অর্থাৎ ইহা ঘটজ্ঞান, ইহা পটজ্ঞান, এইরূপ ব্যবহারের জন্ত জ্ঞানের বিষয়স্বরূপ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সমান আকার হওয়ায় স্বীকার করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা বিষয় স্বীকার করিতে পারিবে না; যেহেতু বিষয় না থাকিলে তাহার সাক্ষ্য এবং ঐরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে

(বিজ্ঞানবাদিনোদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাতাব উপলক্ষেঃ । ২৮]

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

না, ন চ জ্ঞানস্ত বিষয়সাক্ষ্যপ্যাৎ এই গ্রন্থে ইহাই বলিতেছেন। আর যে সহোপলন্তনয়ম বলা হইয়াছে, তাহাও বিকল্প সহ করে না। যথা—যদি জ্ঞান ও বিষয়ের একসঙ্গে জ্ঞানই সহোপলন্ত হয়, তাহা হইলে হেতু বিরুদ্ধ হইল। তাহা অভেদ সাধন করিতে পারে না; কারণ, সাহিত্য অভেদের বিরুদ্ধ ভেদের ব্যাপ্য হয়। অভেদ হইলে সাহিত্য হইতে পারে না।

আর যদি বল, এক উপলন্তের নিয়ম সহোপলন্তনয়ম; না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, সহশব্দ একত্বের বাচক নহে। (অবাচক শব্দ প্রয়োগ করায় তোমার নিগ্রহ অর্থাৎ পরাজয় হইল) আরও জ্ঞান ও বিষয়ের এক বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই সহোপলন্ত, অথবা জ্ঞান ও বিষয় এই উভয় বিষয়ক যে একটি জ্ঞান, তাহাই সহোপলন্ত। তাহার মধ্যে এক বলিয়া উপলন্ত সহোপলন্ত হইতে পারে না—বহিরূপলক্ষে বিষয়স্ত এই গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। আর যদি বল, জ্ঞান ও বিষয়ের একটি জ্ঞানই সহোপলন্তনয়ম, তাহার উত্তরে অতএব সহোপলন্তনয়মোহপি ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। যেমন প্রভা ও রূপযুক্ত সকল চাক্ষুষদ্রব্যই বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশ হয়, (প্রভা ও রূপ না থাকিলে হয় না), ইহা নিয়মিতভাবে যাহুমে দেখিয়া থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা ঘটাদির রূপ ত প্রভাবরূপ হয় না, কিন্তু প্রভা তাহার উপায় অর্থাৎ হেতু হয় বলিয়া নিয়ম আছে অর্থাৎ প্রভা থাকিলে রূপ দেখা যায়, না থাকিলে দেখা যায় না, এইরূপ নিয়ম আছে। এইরূপ এখানেও আত্মসাক্ষিক অনুভবের উপায় বলিয়া বিষয়ের একোপলন্তনয়ম আছে। আরও যেখানে ঘট ও পট একজ্ঞানের বিষয় হয়, সেখানে প্রতিপত্তা অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞান হয়, তাহারা, বিষয়ের ভেদ ও বিজ্ঞানের অভেদ স্থির করিয়া থাকে। ইহা কিন্তু বিষয় ও জ্ঞান এক হইলে হয় না, অপিচ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্ ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা বলিতেছেন। সেইরূপ বিষয়ের ভেদ না থাকিলেও বিজ্ঞানের ভেদ দেখা যায় বলিয়া বিষয় বিজ্ঞানস্বরূপ নহে ঘটদর্শনং ঘটস্মরণম্ ইত্যাদি গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন।

আরও জ্ঞান কেবলস্বরূপেই পর্যাবসিত হয় অর্থাৎ ক্ষণিক বলিয়া কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, অল্প জ্ঞানের কোন সংবাদই রাখে না, অতএব যে দুইটির ভেদ সেই দুইটিকেই জানিল না, অতএব তাহাদের ভেদও জানিতে পারে না। আর ক্ষণিক স্বপ্ন ও অনাস্থাদির জ্ঞানও অনেক প্রতিজ্ঞা—হেতু ও দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ হয়। আর স্ব অর্থাৎ অসাধারণ অর্থাৎ অল্প হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, সেই স্বলক্ষণপদার্থও যে ব্যাবৃত্ত হয় এবং যাহা হইতে ব্যাবৃত্ত হয়, তাহা অনেকজ্ঞানদ্বারা নিম্পন্ন হয়। আর সামান্য অর্থাৎ জ্ঞাতির লক্ষণও বিধিরূপই বল অথবা অল্পপদার্থের ব্যাবৃত্তিরূপই বল, তাহা অনেক জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হয়। আর বাস্তবাসক্ত্যব অর্থাৎ পূর্ব নীলজ্ঞান বাসক এবং পরবর্তী নীলজ্ঞান বাস্তব; ইহাও অনেকজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হয়। আর অবিজ্ঞা অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞানের সম্বন্ধবশতঃ যে সদসদ্ব্যর্থ অর্থাৎ নীলত্ব ইত্যাদি সতের ধর্ম, নরশৃঙ্গ ইত্যাদি অসতের ধর্ম, অমূর্তত্ব ইত্যাদি সত ও অসতের ধর্ম। নরশৃঙ্গ অমূর্ত, ইহা বলিতে পার। ইহাও বলিতে পার যে—বিজ্ঞান অমূর্ত। যেমন বলা হইয়াছে—

“অনাদিবাসনোদ্ভূতবিকল্পপরিণিতিঃ ।

শব্দার্থজ্ঞিবিমো ধর্মো ভাবান্তাবোভয়াশ্রয়ঃ” ॥

অর্থাৎ অনাদি বাসনাবশতঃ উৎপন্ন হয় যে সবিকল্পকজ্ঞান, তাহার বিষয় যে শব্দার্থধর্ম অর্থাৎ নীলত্বাদি, তাহা তিনপ্রকার জানিবে। যথা—(নীলত্বাদি) ভাবাশ্রয় অর্থাৎ নীলত্ব ভাবপদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে, (নরশৃঙ্গত্বাদি) অভাবাশ্রয় অর্থাৎ নরশৃঙ্গাদি অভাবপদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং (অমূর্তত্বাদি) উভয়াশ্রয় অর্থাৎ বিজ্ঞানাদি ভাব ও নরশৃঙ্গাদি অভাব এই উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। আর মোক্ষপ্রতিজ্ঞাও অর্থাৎ যে মুক্ত হয়, যাহা হইতে মুক্ত হয়, যাহার দ্বারা মুক্ত হয়, তাহাও অনেকজ্ঞানসাধ্য। আর বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বিরোধী ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা, যেহেতু যাহা বুঝান হয়, এবং যাহাকে বুঝান হয়, এবং যে বুঝাইয়া দেয় তাহা অনেকজ্ঞানদ্বারা হইয়া থাকে, অতএব অনেক পদার্থজ্ঞানের কর্তা একজন না থাকিলে এই সমস্ত হইতে পারে না। বিজ্ঞান যদি নিজের অংশকেই অবলম্বন করে অর্থাৎ কেবল ক্ষণিক নিজেকেই প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই সকল সঙ্গত হয় না। অপিচ স্বয়োর্বিজ্ঞানয়ো ইত্যাদি গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন।

আরও ক্রিয়া ও ফল ভিন্নবস্তুরেই হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া যাহাতে থাকে, ফল ভিন্ন বস্তুতেই হইয়া থাকে, অভিন্নজ্ঞানে অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানে ক্রিয়াও তাহার ফল হইতে পারে না। যেমন—ছেদন ছিন্ন হয় না,

(বিজ্ঞানবাহিবোদ্ধমতথঃনম্ ।)

[নাভাব উপলব্ধিঃ ১২৮]

ভাস্করভাষ্যম্ ।

কিন্তু কাঠই ছিন্ন হয়, আর পচন স্বয়ংই পাক হয় না, কিন্তু তণ্ডুলসকল পাক হয়। সেইরূপ এখানেও জ্ঞান নিজ অংশদ্বারা জ্ঞানের বিষয় হয় না, কারণ, নিজেতে বৃদ্ধি হওয়া অর্থাৎ ক্রিয়া হওয়া বিরুদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন বিষয়ই জ্ঞেয় হয়, যেমন পাক ভিন্ন তণ্ডুলসকলই পাকের বিষয় হয়।

শাক্তরভাষ্যম্ ।

কিঞ্চাত্মাৎ, বিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্ ইতি অভ্যুপগচ্ছতা বাহ্যঃ অর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যম্ ইত্যেবং-জাতীয়কঃ কস্মাৎ ন অভ্যুপগম্যতে ইতি বক্তব্যম্। বিজ্ঞানম্ অনুভূয়তে ইতি চেৎ, বাহ্যো-হপি অর্থঃ অনুভূয়তে এব ইতি যুক্তম্ অভ্যুপগম্যম্। অথ বিজ্ঞানং প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপবৎ স্মরণেন অনুভূয়তে, ন তথা বাহ্যোহপি অর্থঃ ইতি চেৎ, অত্যন্তবিরুদ্ধাৎ স্বাস্থ্যনি ক্রিয়ায় অভ্যুপগচ্ছসি, অগ্নিঃ আত্মানং দহতি ইতি বৎ, অবিরুদ্ধং তু লোকপ্রসিদ্ধং স্বাস্থ্যব্যতিরিক্তেন বিজ্ঞানেন বাহ্যঃ অর্থঃ অনুভূয়তে ইতি ন ইচ্ছসি অহো পাণ্ডিত্যং মহৎ দর্শিতম্। ন চ অর্থাব্যতিরিক্তম্ অপি বিজ্ঞানং স্মরণেন অনুভূয়তে স্বাস্থ্যনি ক্রিয়াবিরোধাদেব।

নমু বিজ্ঞানস্ত স্বরূপব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্বে তদপি অণ্যেন গ্রাহ্যং তদপি অণ্যেন ইতি অনবস্থা প্রাপ্নোতি। অপি চ প্রদীপবৎ অবভাসাত্মকত্বাৎ জ্ঞানস্ত জ্ঞানান্তরং কল্পয়তঃ সগত্বাৎ অবভাসাবভাসকভাবানুপপত্তেঃ কল্পনানর্থক্যম্ ইতি। তৎ উভয়মপি অসৎ, বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রৈ এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ অনবস্থাশঙ্কানুপপত্তেঃ। সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাৎ উপলব্ধিপূজন্যভাবোপপত্তেঃ, স্বয়ংসিদ্ধস্ত চ সাক্ষিণঃ অপ্ৰত্যাখ্যেয়ত্বাৎ।

ভাষ্যমুবাদ ।

আরও বিজ্ঞান বিজ্ঞান এইরূপ যিনি স্বীকার করেন তিনি বাহ্যপদার্থ—স্তম্ভ কুডা অর্থাৎ দেওয়াল ইত্যাদি কেন স্বীকার করেন না, ইহা বলা উচিত। যদি বল বিজ্ঞান অনুভব করা যায়, (এই জগতই তাহা স্বীকার করি) তাহা হইলে বাহ্যপদার্থও ত দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব তাহা স্বীকার করা উচিত। আর যদি বল, বিজ্ঞান প্রকাশস্বরূপ বলিয়া প্রদীপের মত স্বয়ংই অনুভব হয়, বাহ্যপদার্থ কিন্তু সেরূপ নহে। তাহা হইলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ—নিজেতেই নিজের ক্রিয়া স্বীকার করিতেছে, যেমন অগ্নি নিজেকে দগ্ধ করে, অথচ যাহা অবিরুদ্ধ এবং লোকপ্রসিদ্ধ যথা—নিজ-বাতীত বিজ্ঞানদ্বারা বাহ্যপদার্থের অনুভব হয়, ইহা স্বীকার কর না, আহা খুব পাণ্ডিত্য দেখাইলে? আর বিষয়ের সহিত অভিন্ন বিজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত হয় না; কারণ, নিজেতে নিজের কোন ক্রিয়া হইতে পারে না।

যদি বল, বিজ্ঞান যদি অপর ব্যক্তিদ্বারা দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা অজ্ঞদ্বারা দেখা যাইবে, আবার তাহাও অজ্ঞদ্বারা দেখা যাইবে, এইরূপে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে। আরও জ্ঞান প্রদীপের মত স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহার প্রকাশের জন্ত যিনি অজ্ঞ একটি জ্ঞানের কল্পনা করেন, তাহার মতে জ্ঞানান্তর কল্পনা করা বৃথা, কারণ উভয়জ্ঞানই সমান বলিয়া পরবর্তী জ্ঞানটি প্রকাশক ও পূর্ববর্তী জ্ঞান প্রকাশ এইরূপ প্রকাশ প্রকাশকভাব হইতে পারে না। এই দুইটিই ভাল নহে; কারণ, বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণপরিণামের জ্ঞানকালে বিজ্ঞান-সাক্ষীর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মে না (কারণ, তাহা নিত্য সিদ্ধ); অতএব অনবস্থার আশঙ্কা হইতে পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধিপরিণামকে প্রকাশ করিবার জন্ত সাক্ষীচৈতন্যকে অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু সাক্ষীচৈতন্যকে প্রকাশ করিবার জন্ত অজ্ঞ কাহাকেও অপেক্ষা করিতে হয় না; কারণ, তাহা স্বপ্রকাশ, অতএব অনবস্থা দোষ হইবে না। আর সাক্ষী ও জ্ঞানের স্বভাব পৃথক্ হওয়ায় অর্থাৎ সাক্ষী চিৎস্বরূপ হওয়ায় ও বিজ্ঞান জড়স্বরূপ হওয়ায় সাক্ষী জ্ঞানকর্তা, এবং বিজ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। আর স্বতঃসিদ্ধ সাক্ষীকে কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। অর্থাৎ সর্বদা অজ্ঞানভাবে আয়ার প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহা নিত্যসিদ্ধ, অতএব তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। নিত্যসিদ্ধ আত্মা না থাকিলে ক্ষণিকজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশকে কে প্রকাশ করিবে?

(বিজ্ঞানবাদিবোধনতৎপন্নম্ ।)

[নাভাব উপলক্ষঃ ১২৮]

ভাষ্যতী।

ভূমিরচনাপূর্ব্বকমাহ—“কিঞ্চিৎ। বিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্ ইত্যভ্যুপগচ্ছতা” ইতি। চোদয়তি—“ননু বিজ্ঞানস্ত স্বরূপব্যতিরিক্তগ্রাহক্” ইতি। অয়মর্থঃ—স্বরূপাৎ অতিরিক্তম্ অর্থং চেৎ বিজ্ঞানং গৃহীতি, ততঃ তৎ অপ্রত্যক্ষং সৎ ন অর্থং প্রত্যক্ষয়িতুম্ অর্হতি। ন হি চক্ষুরিব তৎ নিলীনম্ অর্থে কঞ্চন অতিশয়ম্ আধত্তে, যেন অর্থম্ অপ্রত্যক্ষং সৎ প্রত্যক্ষয়েৎ। অপি তু তৎপ্রত্যক্ষতা এব অর্থপ্রত্যক্ষতা। যথাহুঃ—

“অপ্রত্যক্ষোপলব্ধ্যস্ত নার্বদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি” ইতি। (ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ) *

তচ্চেৎ জ্ঞানান্তরেণ প্রতীয়েত, তৎ অপ্রতীতং ন অর্থবিষয়ং জ্ঞানম্ অপারোক্ষয়িতুম্ অর্হতি। এবং তত্ত্বং ইতি অনবস্থা। তস্মাৎ অনবস্থায় বিভ্যতা বরং স্বাশ্রয়িত্বাঃ আশ্রিতা। অপিচ যথা প্রদৌপো ন দ্বীপান্তরম্ অপেক্ষতে এবং জ্ঞানম্ অপি ন জ্ঞানান্তরম্ অপেক্ষিতম্ অর্হতি সমত্বাৎ ইতি। তদেতৎ পরিহরতি—“তদ্ব্যভাসমপি অসৎ। বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রে এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ গ্রহণাকাজ্জ্ঞানুৎপাদাৎ অনবস্থাশঙ্কানুপপত্তেঃ”।

অয়মর্থঃ—সত্যম্ অপ্রত্যক্ষস্ত উপলব্ধ্যস্ত ন অর্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি, ন তু উপলব্ধারং প্রতি তৎপ্রত্যক্ষত্বায় উপলব্ধ্যান্তরং প্রার্থনীয়ম্, অপি তু তস্মিন্ ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকাৎ অন্তঃকরণবিকারভেদে উপলব্ধমাত্রে এব প্রমাতুঃ অর্থশ্চ উপলব্ধ্যস্ত প্রত্যক্ষো ভবতঃ। অর্থো হি নিলীনস্বভাবঃ প্রমাতারং প্রতি স্বপ্রত্যক্ষত্বায় অন্তঃকরণবিকারভেদম্ অনুভবম্ অপেক্ষতে, অনুভবস্ত জড়োহপি সচ্ছতয়া চৈতন্যবিশ্বোদগ্রহণায় ন অনুভবান্তরম্ অপেক্ষতে, যেন অনবস্থা ভবেৎ। ন হি অস্তি সম্ভবঃ অনুভবঃ উপলব্ধ্যস্ত, ন চ প্রমাতুঃ প্রত্যক্ষো ভবতি, যথা নীলাদিঃ। তস্মাৎ যথা ছেত্তা ছিদয়া ছেত্তং বৃক্ষাদি ব্যাপ্নোতি, ন তু ছিদাৎ ছিদান্তরং, নাপি ছিদা এব ছেত্তী, কিন্তু স্বত এব দেবদত্তাদিঃ। যথা বা পক্তা পাক্যং পাকেন ব্যাপ্নোতি, ন তু পাকং পাকান্তরং, নাপি পাক এব পক্তা, কিন্তু স্বত এব দেবদত্তাদিঃ, এবং প্রমাতা প্রমেয়ং নীলাদি প্রমেয়া ব্যাপ্নোতি ন তু প্রমাৎ প্রমান্তরং, নাপি প্রমা এব প্রমাত্রী, কিন্তু স্বত এব প্রমায়াঃ প্রমাতা ব্যাপকঃ। ন চ প্রমাত্রি কূটস্থনিত্যচৈতন্যে প্রমাপেক্ষাসম্ভবঃ, যতঃ প্রমাতুঃ [প্রমায়াঃ] প্রমাত্রস্তরোপেক্ষায়াম্ অনবস্থা ভবেৎ। তস্মাৎ সুষ্ঠু উক্তম্ “বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রে এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ প্রমাতুঃ কূটস্থ-নিত্যচৈতন্যস্ত গ্রহণাকাজ্জ্ঞানুৎপাদাৎ” ইতি। যদুক্তং “সমত্বাৎ অবভাস্তাবভাসকভাবানুপপত্তেঃ” ইতি। তত্রাহ—“সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাৎ উপলব্ধ্যুপলভ্যভাবোপপত্তেঃ”। মা ভুৎ জ্ঞানয়োঃ সাম্যেন গ্রাহগ্রাহকভাবঃ। জ্ঞাতৃজ্ঞানয়োস্ত বৈষম্যাৎ উপপত্ততে এব। গ্রাহকং চ জ্ঞানস্ত ন গ্রাহকক্রিয়াজনিতফলশালিতয়া, যথা বাহ্যার্থস্ত, ফলে ফলান্তরানুপপত্তেঃ। যথাহুঃ—

“ন সংবিদর্ঘ্যতে ফলত্বাৎ” ইতি।

অপি তু প্রমাতারং প্রতি স্বতঃসিদ্ধপ্রকটতয়া। গ্রাহোহপি অর্থঃ প্রমাতারং প্রতি সত্য্যং সংবিদি প্রকটঃ, সংবিদপি প্রকটঃ। যথাহুঃ অন্তে—

“নাস্তাঃ কর্ম্মভাবো বিত্ততে” ইতি।

তাদেতৎ—যৎ প্রকাশতে তৎ অন্তেন প্রকাশতে যথা জ্ঞানার্থে^১, তথাচ সাক্ষী, ইতি নাস্তি প্রত্যয়সাক্ষিণোঃ বৈষম্যম্ ইত্যত আহ—“স্বয়ংসিদ্ধস্ত চ সাক্ষিণঃ অপ্রত্য্যর্থোদ্ব্যৎ”। তথাহি—

* ভাষ্যভাষ্যে এই লোকার্কে সন্নে আরও একটা লোক আছে। সম্ভারটী এই—

“তথাচোক্তং বিশিষ্টজ্ঞা—

* অপ্রত্যক্ষোপলব্ধ্যস্ত নার্বদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি।

অবিভাগোহপি বৃক্ষায়া বিপর্যাসিতদর্শনৈঃ।

গ্রাহগ্রাহকসংবিভিভেদবানিব লক্ষ্যতে। ইতি”

(বিজ্ঞানবাণীবোধমততত্ত্বম্।)

[নাতাব উপলক্ষে: ১২৮]

ভামতী।

অন্ত সাক্ষিণঃ সদা অসন্ধিদ্ধাবিপরীতস্ত নিত্যসাক্ষাৎকারতা অনাগন্তকপ্রকাশে ঘটতে। তথাহি—প্রমাতা সন্ধিহানোহপি অসন্ধিঃ, বিপর্যস্তমপি অবিপরীতঃ, পরোক্ষম্ অর্থম্ উৎপ্রেক্ষমাণোহপি অপরোক্ষঃ, স্মরমপি আনুভবিকঃ প্রাণভূম্যাত্তম। ন চ এতৎ অস্ত্রাবীন-সংবেদনদে ঘটতে। অনবস্থা প্রসঙ্গ উক্তঃ। তস্যাং স্বয়ংসিদ্ধতা অস্ত্র অনিচ্ছতাপি অপ্রত্যাখ্যোয়া প্রমাণমার্যায়ত্ত্বাৎ ইতি।

বেদান্তকরতরঃ।

অত্যন্তবিস্কৃদাম্ ইত্যতঃ প্রাক্তনভাষণে প্রতিবন্ধীকরণা ভূমিরচনা ক্রিয়তে। তয়া চ জ্ঞেয়ার্ধবরণং সাধিতম্। ততঃ আরভ্য একস্ত কৰ্ম্মক্রিয়াবিরোধ উক্তঃ। বিজ্ঞানস্ত স্বাতিরিক্তার্থবিষয়দে কৃতঃ তস্ত অস্ত্রেন গ্রাহ্যতাপত্তিঃ? চক্ষুর্বাৎ প্রকাশমানতাপি অর্থ-বোধকত্বসত্ত্বাৎ অতঃ চোক্তানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য আহ—“চোদয়তি” ইতি। “অপ্রত্যক্ষোপলব্ধত” ইতি। যদি অপ্রত্যক্ষ উপলব্ধঃ ত্রাৎ তর্হি চক্ষুঃ ইব তস্ত অর্থদৃষ্টিঃ অলভ্যা স্যাৎ, সা চ ন সিধ্যতি; তস্যা অপি অল্পদৃষ্ট্যপেক্ষেন অনবস্থানার্থ ইত্যর্থঃ। তর্হি জ্ঞানং জ্ঞানান্তরপ্রত্যক্ষসদৃশপ্রকাশো ভবতু, তদাহ—“তচ্চেৎ” ইতি। নমু অর্থং প্রত্যক্ষকৃতং যথা সাক্ষিণি উপলব্ধ ইত্যতে, এবম্ উপলব্ধম্ অপি প্রত্যক্ষকৃতম্ উপলব্ধান্তরম্ এইৎ ততঃ কৃতঃ নাকাক্ষাৎ? অত আহ—“সত্যম্” ইতি। বিজ্ঞানগ্রহণাৎ এব অস্মাভিঃ স্বীকৃতে বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ বিজ্ঞানবিষয়গ্রহণান্তরাক্ষানুপপাদাৎ ইতি ভাষ্যার্থঃ। অনদ্বীক্রিয়মাণঃ দর্শয়তি—“ন তু” ইতি। “তৎ-প্রত্যক্ষদ্বার” তস্ত উপলব্ধস্য প্রত্যক্ষদ্বার ইত্যর্থঃ। স্বপ্রকাশসাক্ষিণি অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিতে সতি অন্তঃকরণগণিমস্য ভাবরস্যা স্বত এব সাক্ষিপ্রতিবিম্বাধারতয়া সিদ্ধিসত্ত্বাৎ ন পরিণামান্তরাৎ অপরোক্ষতা ইতি গ্রহ্যর্থঃ। যদি অনুভবাপরোক্ষাৎ প্রমত্তরাৎ তর্হি অনুভব উদিতোহপি কদাচিৎ ন প্রকাশেত, ন চ এবম্। অতো নিতাসাক্ষী অনুভবসিদ্ধঃ ইত্যাহ—“ন হি অতি সত্ত্ববঃ” ইতি। “প্রমাতুঃ” সাক্ষিণঃ। ন চ অনুভবসার্যাৎ অনুভবপ্রত্যক্ষতা, তস্যাপি অপ্রত্যক্ষস্য অনুভবসিদ্ধত্বাযোগাৎ অনুভবান্তরতঃ প্রত্যক্ষদে অনবস্থানঃ উক্তত্বাৎ ইতি। ন কেবলম্ অনুভবে এব অনুভবিতুঃ ব্যাপ্তৌ অনুভবান্তরানপেক্ষা, কিন্তু ক্রিয়ামাত্রমেব কত্রী ক্রিয়ান্তরম্ অন্তরেণ ব্যাপ্যতে ইত্যাহ—“যথা ছেত্তা” ইতি। সাত্ত্বং জ্ঞানবিষয়জ্ঞানপরিণামান্তরানপেক্ষা অনবস্থা, সাক্ষিগন্ত সাক্ষ্যস্তরাস্ত্রিতপ্রমাপেক্ষা অনবস্থা স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য স্বপ্রকাশত্বাৎ ন ইত্যাহ—“ন চ প্রমাতরি” ইতি। অমেন সাক্ষিবিষয়গ্রহণাক্ষানুপপাদাৎ ইত্যেবমপি পূর্বভাষ্য ব্যাখ্যাতম্। নমু সাক্ষিণঃ প্রতি প্রত্যক্ষস্য উপলব্ধদে তদ্বিষয় উপলব্ধঃ অস্ত্রঃ বাচ্যঃ, তস্য প্রাক্ নিরাসাৎ পূর্বাপরবিরোধ ইতি ভ্রমম্ অপনয়তি—“গ্রাহ্যং চ” ইতি। ফলে অন্তঃকরণগতজ্ঞানপরিণামে স্বাভাবিকপ্রকাশকল্পসাক্ষিচৈতন্ত্যভিতরেকণ পরিণামান্তরানপেক্ষ-কল্পান্তরানুপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। চৈতন্ত্যভিব্যক্তিস্ত কলমন্তোব। তদাহঃ অত্র ভবন্তো বার্তিককারাঃ—

“বিষয়স্বভাবাহনুরোধাদেব ন কারক্যৎ। বিষয়সম্পূর্ণভাৎগন্তৌ কুন্তন্যেব দশা থিয়াম্” ॥ ইতি

“ন সংবিদধতে” জ্ঞায়তে পরিণামজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ। স্বতঃসিদ্ধপ্রকৃততয়া জ্ঞানস্য গ্রাহ্যত্বম্ ইতি অনুবন্ধঃ। নমু যদি পরিণামবাস্তি-বাস্তিরেকণ সংবিৎ সাক্ষিণঃ প্রতি অপরোক্ষা, তর্হি অর্থোহপি স্যাৎ ব্যাপকসাক্ষিসম্বন্ধস্য সংবিদধরোঃ অবিশেষাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—“গ্রাহ্যোহপি অর্থঃ” ইতি। অর্থো হি স্ববিষয়ান্তঃকরণপরিণামরূপারঃ সংবিদ সত্যঃ তদধীনভিব্যক্তিসাক্ষিগণানুভবাৎ একটৌ ভবতি। সা তু সংবিৎ কেবলস্বরূপানুভবাৎ স্বপ্রতিবিম্বিতাৎ একত্বাৎ প্রতিপদ্যতে। এতদ্রুতং ভবতি—সর্ববাপী সন্নপি স্বরূপানুভবঃ অবিস্তারুত্বাৎ ন ভাসতে, স তু নির্গলে ইব মুকুরতলে মুখং ভাষস্বভাববিশেষবদন্তঃকরণে ব্যাজতে ইতি তদ্ব্যস্তিরপি ভাসুরা সন্নিহিতা চ ইতি ভবতি স্বভাবপ্রকট। অর্থন্ত অন্তঃকরণঃ প্রতি ব্যবহিতঃ। ন চ স্বভাবাদেব চৈতন্ত্যভিব্যক্তনক্ষমঃ। দৃষ্টে চ সম্বন্ধা-বিশেষেহপি স্বভাববিশেষাৎ ব্যঞ্জকব্যঞ্জকত্বম্। যথা চাক্ষুরী প্রৌ সম্বন্ধাবিশেষেহপি রূপাদি এব ব্যঞ্জয়তি, ন বারাদিকম্। তস্যাং পরিণামভিব্যক্তানুভবাৎ অর্থসিদ্ধিঃ ইতি। “কৰ্ম্মভাবঃ” ইতি পরিণামক্রিয়াজ্ঞকলভাগিতা ইত্যর্থঃ। আন্তঃপ্রকাশত্ববলাৎ ইদং সর্বং সিধ্যতি, তদেব অসিদ্ধম্ ইতি শঙ্কে—“স্যাদেতৎ” ইতি। আন্তা জ্ঞেয়ঃ প্রকাশমানত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানম্। ইদং তাবৎ আভাসঃ। অত্র হি যৎ প্রকাশতে তদ্ব্যপ্তম্ ইতি ব্যাপ্তিঃ অভ্যুপগেয়া। তথা সতি অস্যাঃ ব্যাপ্তেয়া গ্রাহিকা সংবিৎ সা সত্যং পরিস্কুরতি ন বা? প্রথমে কিং কৰ্ম্মদেব কিংবা অজ্ঞানবিন্দনপেক্ষস্বব্যবহারভেদেহন। নাগ্রিমঃ, স্বাস্ত্রনি বৃত্তিবিবোধাৎ। ন চরমঃ, তস্যামেব সংবিদ ব্যাভিচারঃ। ন চরমঃ; অস্যা এব সংবিদঃ বিশেষস্য অনবস্থানত্বাৎ কথং সকলবিশেষোপসংগ্রহবতী ব্যাপ্তিঃ স্যাস্য সংবিদ পরিস্কুরেৎ? অপরিস্কুরেৎ চ কথম্ অনুমানম্ উদয়েত? এবং সিদ্ধে অস্যা দৌর্বল্যে স্বপ্রকাশত্বসামর্থ্যম্ অদোবাম্ অনুমানম্ আহ কালাতীতত্বসিদ্ধয়ে—“তথাহি” ইত্যাদিনা। অনাগন্তকপ্রকাশ ইতি প্রতিজ্ঞা। আগন্তকঃ স্ববিষয়ী অর্থ্যৎ প্রকাশ ইতি লভ্যতে। স যন্ত নাস্তি স চাসৌ প্রকাশক তদেব সতি ইত্যর্থঃ। অমেন অজ্ঞেয়দে সতি ভাসমানত্বং স্বপ্রকাশত্বম্ ইতি নিরুক্তম্। ভাসমানত্বং চ ব্যবহারিকবাবধিধুর ভাসতে ইতি শব্দলক্ষ্যং ন ভাসবিষয়ত্বম্ ইনি ন ব্যাধাতঃ। ন চ বেদান্তজ্ঞেয়ত্ববিরোধঃ। নিরূপাৎ অজ্ঞেয়ত্বাৎ বেদান্তজ্ঞত্বত্বপাদৌ তজ্ঞেয়ত্বমপি ইতি হি উক্তং তদ্র প্রসঙ্গত্বম্। অতএব স্বপ্রকাশস্য অনুমানজ্ঞেয়ত্ববিরোধঃ ইতি নিরুক্তম্। অনুমিতেরেব জ্ঞেয়ত্বোপাধিবাৎ। নিত্যসাক্ষাৎ-কারতা অনাগন্তকপ্রকাশদে হেতুঃ। সংবিদভিন্নত্বং চ সাক্ষাৎকারত্বং, ন তু ইন্দ্রিয়জপ্রতীতিত্বাৎ। ততঃ সংবিদঃ স্বতঃ; তদন্তস্ত তদধ্যাসাৎ তৎসমর্থনার্থম্ অসন্ধিদ্ধাবিপরীতস্য ইত্যুক্তম্। অসন্ধিদ্ধাবিপরীতত্বম্ উপপাদয়তি—তথাহি “প্রমাতা” ইত্যাদিনা। সন্ধিহানোহপি অজ্ঞৎ ইতি শেবঃ। এবং সর্বত্র।

তদ্রঃ প্রয়োগঃ—আন্তা স্বরং প্রকাশঃ, শবৎ অপরোক্ষত্বাৎ, শবদপরোক্ষত্ব শবৎ অসন্ধিদ্ধত্বাৎ ব্যতিরেকে ঘটবৎ। ন চ অপ্রসিদ্ধ-বিশেষত্বম্। অত্র ঘটঃ এতদন্তজ্ঞেয়ত্ববিত্তভাসমানত্বঃ, ত্রব্যত্বাৎ, পটবৎ ইতি তৎসিদ্ধিরিতি। বিপক্ষে দৃষ্টমাহ—“ন চৈতদ্বি”তি।

দ্বিতীয়পাদঃ—অভাবাধিকরণম্ । (৫)

১৫৩

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাস্তাব উপলক্ষেঃ ১২৮]

বেদান্তকরতরঃ ।

যদি নিভাস্যাকাংকারম্ আদ্বয়নঃ ন স্যাৎ, তর্হি কদাচিৎ আদ্বয়নি সন্দেহঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ । সাদেতৎ—আদ্বয়বিবরা সংবিৎ উদেত্যেব ইতি তদ্বাহ—“অনবস্থা” ইতি ।

ভাষ্যতীর্থ অমুখ্যায় ।

কিঞ্চজ্ঞৎ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ভূমিকা রচনা করিয়া বলিতেছেন । নমু বিজ্ঞানমন্ত ইত্যাদি গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন । ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, বিজ্ঞান যদি স্বরূপব্যতীত বিষয়কে গ্রহণ করে, তাহা হইলে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ না হইয়া বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ; কারণ, তাহা চক্ষুর মত নিলীন অর্থাৎ স্বয়ং অপ্রকাশ হইয়া বিষয়ে এমন কোনও বিশেষ উপাদান করে না, যাহা দ্বারা নিজ প্রত্যক্ষ না হইয়া বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিবে, কিন্তু নিজের প্রত্যক্ষই বিষয়ের প্রত্যক্ষ । যেমন (বৌদ্ধগণ) বলেন—

“অপ্রত্যক্ষোপলভন্তু নার্যদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি” । (ধর্ম্মকীর্ত্তি)

অর্থাৎ যে উপলব্ধির অর্থাৎ যে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ না হয়, সে জ্ঞানের বিষয়ের দর্শন হয় না । তাহা যদি অল্প জ্ঞানদ্বারা জানা যাইত, তাহাও প্রত্যক্ষ না হইয়া অর্থবিষয়ের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না । তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত যে অজ্ঞাত জ্ঞানের কল্পনা, তাহাও এইরূপ হইবে, এই প্রকারে অনবস্থা হয় । অতএব অনবস্থাদোষ হইতে ভয় পাইয়া বরং নিজেতেই নিজের ক্রিয়া অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রকাশ, এইরূপ স্বীকার করা হইয়াছে । আরও যেমন প্রদীপ অল্প প্রদীপকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ জ্ঞানও অল্প জ্ঞানকে অপেক্ষা করিতে পারে না ; কারণ, উভয়েই সমান । উভয়মপি অসৎ ইত্যাদি গ্রন্থে এই দোষদ্বয়ের পরিহার করিতেছেন ।

ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে—অপ্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় দর্শন হয় না—ইহা সত্য, কিন্তু যিনি উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা, তাহার পক্ষে জ্ঞানের প্রত্যক্ষের জন্ত অল্প জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইবে না । কিন্তু ইঞ্জির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণের সেই পরিণামবিশেষ উপলব্ধি হইবামাত্রই প্রমাতা অর্থাৎ কর্তার বিষয় ও জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় । কারণ, জড়স্বভাব বিষয় প্রমাতার প্রতি নিজের প্রত্যক্ষের জন্ত অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষরূপ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, কিন্তু জ্ঞান জড় হইলেও স্বচ্ছ বলিয়া চৈতন্ত্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণের জন্ত অল্প কোন জ্ঞানের অপেক্ষা করে না, যেজন্ত অনবস্থা হইবে । কারণ, ইহা সম্ভব নহে যে, জ্ঞান উপলব্ধি হইল অথচ জীবের প্রত্যক্ষ হইল না, যেমন নীলাদি বস্তু । অতএব যেমন ছেদনকর্তা ছিদ্র অর্থাৎ ছেদনদ্বারা ছেদনের বিষয় বৃক্ষাদিতে সন্নিবিষ্ট হয়, কিন্তু ছেদনকে অল্প ছেদনের দ্বারা সন্নিবিষ্ট করে না, আর ছেদনও ছেদনকর্তা নহে, কিন্তু দেবদত্তাদি নিজেই ছেদনের কর্তা । অথবা যেমন পাচক পাকক্রিয়া দ্বারা পাক্য অর্থাৎ পাকের বিষয় তণ্ডুলাদির সহিত সন্নিবিষ্ট হয়, কিন্তু পাককে আর অল্প পাকের দ্বারা সন্নিবিষ্ট করে না । আর পাক পাকের কর্তা নহে, কিন্তু স্বয়ং দেবদত্তাদিই পাকের কর্তা । এইরূপ জীব প্রমাদ্বারা নীলাদি প্রমেয় পদার্থের সহিত সন্নিবিষ্ট হয়, কিন্তু প্রমাদ্বারা প্রমাকে সন্নিবিষ্ট করে না । আর জ্ঞানও জ্ঞানের কর্তা হয় না, কিন্তু জীব স্বয়ংই জ্ঞানের সহিত সন্নিবিষ্ট হয় । আর কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার ও নিত্য চৈতন্ত্যস্বরূপ প্রমাতা অর্থাৎ জীব প্রমার অপেক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই, যেজন্ত প্রমাতার প্রমার অল্প প্রমাতার অপেক্ষা হইলে অনবস্থা হইবে । অর্থাৎ জড়পদার্থ যেমন নিজের প্রকাশের জন্ত জ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেইরূপ জীব নিজের প্রকাশের জন্ত অল্প কাহারও জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না ; কারণ, সে স্বপ্রকাশ, অতএব অনবস্থা হইবে না । অতএব ভালই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান গ্রহণ হইলেই বিজ্ঞান সাক্ষী প্রমাতা কূটস্থ নিত্যচৈতন্ত্যের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মে না, ইত্যাদি । আর যে বলিয়াছিলেন—সমান বলিয়া অবভাস্ত ও অবভাসক ভাব হইতে পারে না, ইত্যাদি, সে বিষয়ে সাক্ষিপ্ৰত্যয়য়োশ্চ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । জ্ঞানদ্বয় সমান হওয়ায় গ্রাহ-গ্রাহকভাব না হউক, কিন্তু জ্ঞানের কর্তা ও জ্ঞান সমান না হওয়ায় নিশ্চয়ই গ্রাহ-গ্রাহকভাব হইতে পারে । আর জ্ঞানের যে গ্রাহ্যতা, গ্রাহকের ক্রিয়াজন্ত যে ফল হয়, সেই ফলবিশিষ্ট বলিয়া নহে, যেমন বাহুবস্তুর হইয়া থাকে ; কারণ, ফলে আর অল্পফল হইতে পারে না । যেমন পণ্ডিতগণ বলেন—

ন সংবিদ্যতে ফলত্বাৎ

অর্থাৎ সংবিৎ স্বয়ং ফল বলিয়া অল্প কোন অন্তঃকরণপরিণামজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় না । কিন্তু প্রমাতার প্রতি স্বতঃপ্রকাশ বলিয়াই জ্ঞানের গ্রাহ্যত্ব । গ্রাহ্য অর্থও সংবিদ হইলেই প্রমাতার প্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে, আর সংবিদও প্রকাশ হয় । যেমন অপরে বলেন—

(বিজ্ঞানবাসিন্দেবোক্তব্যং নহ।)

[নবমোঃ উপপাদ্যোঃ ১২৮]

ভাস্কর্যঃ।

“নাস্ত্যঃ কৰ্মভাবো বিজ্ঞতে”।

অর্থাৎ এই সংবিদের কর্মভাব অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণামরূপক্রিয়াজড়ফলভাগিতা নাই।

যদি বল যাহাই প্রকাশ হয়, তাহাই অজ্ঞান প্রকাশিত হয়, যেমন জ্ঞানও তাহার বিষয়, আর সাক্ষীও সেইরূপ, অতএব জ্ঞান ও সাক্ষীর কোন পার্থক্য নাই, এইজন্য স্বয়ংসিদ্ধত্ব চ সাক্ষিণঃ ইত্যাদি বলিতেছেন। যথা—সর্বদা অসন্দিগ্ধ অর্থাৎ যাহা কখনও সন্দেহের বিষয় হয় না, এবং অবিপর্যস্ত অর্থাৎ যাহা কখনও নিশ্চয়াত্মক ভ্রমের বিষয় হয় না, এইরূপ সাক্ষী যে নিত্য প্রত্যক্ষরূপ হয়, তাহা যদি অনাগন্তকপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্যপ্রকাশ হয়, তাহা হইলেই হইতে পারে। যথা প্রাণিমাত্রেরই জীবাত্মা অজবস্তুর প্রতি সন্দিগ্ধ হইলেও নিজের প্রতি সন্দিগ্ধ নহে, অজবস্তুর প্রতি ভ্রান্ত হইলেও নিজের প্রতি ভ্রান্ত নহে। অপ্রত্যক্ষ-বিষয়ের কল্পনা করিলেও নিজেকে প্রত্যক্ষই হয়, অজবস্তুর স্বরণ করিলেও নিজেকে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু জীবাত্মা পরপ্রকাশ হইলে এই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে না। আর যে অনবস্থা দোষ হয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব আত্মা যে স্বয়ংপ্রকাশ, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও অস্বীকার করিতে পারিবে না, কারণ, তাহা প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

শাকরভাস্কর্যম্।

কিঞ্চাচ্ছ্যৎ। প্রদীপবৎ বিজ্ঞানম্ অবভাসকাস্তরনিরপেক্ষং স্বয়মেব প্রথতে ইতি ক্রবতা অপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞানম্ অনবগন্তুকম্ ইত্যুক্তং স্মৃৎ, শিলাঘনমধ্যস্থপ্রদীপ-সহস্রপ্রথনবৎ। বাচ্যমেবম্। অমুভবরূপত্বাৎ তু বিজ্ঞানস্ত ইষ্টো নঃ পক্ষঃ দ্বয়া অমুজ্জায়তে ইতি চেৎ? ন, অজ্ঞান অবগন্তুঃ চক্ষুঃসাধনস্ত প্রদীপাদিপ্রথনদর্শনাৎ। অতঃ বিজ্ঞানস্তাপি অবভাসস্থাবিশেষাৎ সত্যেব অজ্ঞান্নি অবিগন্তুরি প্রথনং প্রদীপবৎ ইতি অবগম্যতে। সাক্ষিণঃ অবগন্তুঃ স্বয়ংসিদ্ধত্বাম্ উপক্ষিপতা স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানম্ ইতি এষ এব মম পক্ষঃ দ্বয়া বাচ্যোক্ত্যন্তরেণ আশ্রিত ইতি চেৎ? ন, বিজ্ঞানস্ত উৎপত্তিপ্রথংগানেকত্বাদি-বিশেষবদ্ব্যাপগম্যাৎ। অতঃ প্রদীপবৎ বিজ্ঞানস্তাপি ব্যতিরিক্তাবগম্যত্বম্ অস্মাভিঃ প্রসাধিতম্। ১২৮

ভাস্কর্যম্।

আরও বিজ্ঞান অজ্ঞ কোন প্রকাশের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপের মত স্বয়ং প্রকাশিত হয়, ইহা যিনি বলেন, তাহাকে বিজ্ঞান কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না এবং কেহ তাহাকে জানিতে পারে না, ইহাই বলিতে হইবে। যেমন প্রস্তর পিণ্ডের ভিতর সহস্র প্রদীপের প্রকাশ। যদি বল—হাঁ, এইরূপই বটে, কিন্তু বিজ্ঞান অমুভবরূপ বলিয়া আমাদের মতই তুমি স্বীকার করিতেছ, না, তাহা নহে; কারণ, অজ্ঞ একজন ঐষ্টা চক্ষুরদ্বারা প্রদীপাদি প্রকাশ করেন, দেখিতে পাই। অতএব বিজ্ঞানও অজ্ঞকর্তৃক প্রকাশ হয় বলিয়া অজ্ঞ কোন ব্যক্তি জ্ঞানকর্তা থাকিলেই প্রদীপের মত বিজ্ঞানের প্রকাশ হয়—ইহা বুঝা যায়। যদি বল, জ্ঞানকর্তা সাক্ষী স্বয়ংপ্রকাশ—ইহা উপক্ষেপ অর্থাৎ স্বীকার করিয়া বিজ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশ পায়—এই আমার মতই ত তুমি অজ্ঞ যুক্তি দ্বারা গ্রহণ করিলে, না তাহা নহে। কারণ, তুমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ ও বহুত্বাদি বিশেষবদ্ব্যাপগম্য স্বীকার করিয়া থাক। (আমি কিন্তু তাহা করি না; কারণ, আমার মতে স্বপ্রকাশ নির্বিশেষ চৈতন্য একটি নিত্য অখণ্ডবস্ত) অতএব প্রদীপের মত বিজ্ঞানও অজ্ঞ বস্তুর দ্বারা প্রকাশিত হয়—ইহা আমরা সাধন করিয়াছি। ১২৮

ভাস্কর্যম্।

কিঞ্চ উক্তেন ক্রমেণ জ্ঞানস্ত স্বয়ম্ অবগন্তুঃ স্বাভাবাৎ প্রমাতুঃ অনভ্যাপগমে চ “প্রদীপবৎ বিজ্ঞানম্ অবভাসকাস্তরনিরপেক্ষং স্বয়মেব প্রথতে” ইতি ক্রবতা অপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞানম্ অনবগন্তুকম্ ইতি উক্তং স্মৃৎ, শিলাঘনমধ্যস্থপ্রদীপসহস্রপ্রথনবৎ। অবগন্তুঃ কন্তুচিৎ অপি ন প্রকাশেত, কৃতম্ অবগমেন স্বয়ংপ্রকাশেন ইতি। বিজ্ঞানমেব অবগন্তুঃ ইতি মহানঃ

(বিজ্ঞানবাদিবোধদত্বতত্ত্বম্ ।)

বৈধৰ্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ । ১২০ *

ভাষ্যতী।

শঙ্কতে—“বাঢ়মেবম্ । অনুভবরূপাদি”তি । ন ফলশ্চ কর্তৃৎ কর্ম্মৎ বা অস্তি ইতি প্রদীপবৎ কত্র স্তরম্ এষিতব্যং, তথাচ ন সিদ্ধসাধনম্ ইতি পরিহরতি—“ন, অগ্নশ্চ অবগন্তরি”তি । নহু সাক্ষিহানে অস্ত অস্মদভিমতম্ এব বিজ্ঞানং, তথাচ নাস্তি এব বিপ্রতিপত্তিঃ ন অর্থে—ইতি শঙ্কতে—“সাক্ষিণঃ অবগন্তঃ স্বয়ংসিদ্ধতাম্ উপক্ষিপতা” অভিপ্রোয়তা । “স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানম্ ইতি এষ এব” ইতি । নিরাকরোতি “ন” ইতি । ভবতা হি বিজ্ঞানশ্চ উৎপাদাদয়ঃ ধৰ্ম্মা অভ্যুপেতাঃ, তথাচ অস্ত ফলতয়া ন অবগন্তৃৎ, কর্তৃফলভাবশ্চ একত্র বিরোধঃ, কিন্তু প্রদীপাদিতুল্যতা ইত্যর্থঃ । ১২৮

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“উক্তেন ক্রমেণ” ইতি । ন ক্রিয়া তয়া ব্যাপাতে কিন্তু কত্র ইত্যনেন ইত্যর্থঃ । অনেন বিজ্ঞানং ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যং গ্রাহ্যত্বং ইতি পূর্বোক্তানুমানশ্চ বিপক্ষে নপ উচ্যতে । উক্তক্রমঃ ক্ষোরয়তি—“ন ফলশ্চ” ইতি । “ন অর্থে” ইতি । ন অর্থেহপি বিপ্রতিপত্তিঃ । তত্ত্বম্বতেহপি মিথ্যাভাৎ ইত্যর্থঃ । ১২৮

ভাষ্যতীর অনুবাদ ।

আরও পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে জ্ঞান স্বয়ং জানের কর্তা হয় না বলিয়া, এবং প্রমাতা স্বীকার না করিলে “বিজ্ঞান অত্র কোন প্রকাশকের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপের মত স্বয়ং প্রকাশ পায়”—ইহা যিনি বলেন, তিনি প্রস্তরপিণ্ডের ভিতর সহস্র প্রদীপের প্রকাশের মত বিজ্ঞান কোন প্রমাণদ্বারা জানা যায় না এবং কেহ তাহাকে জানিতে পারে না—ইহাই বলিবেন ; যদি কোন জ্ঞাতার প্রতিই প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান লইয়া কি হইবে ? বিজ্ঞানই জ্ঞানের কর্তা হইবে, এই মনে করিয়া বাঢ়মেবং এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন । ফল, কর্তা বা কর্ম্ম হয় না, অতএব প্রদীপের মত অত্র কর্তা আবশ্যক হইবে, আর তাহা হইলে সিদ্ধসাধন অর্থাৎ তোমার মতই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল না । ন অগ্নশ্চ অবগন্ত ইত্যাদি গ্রন্থে এইরূপে পরিহার করিতেছেন । যদি বল তোমার সাক্ষীর স্থানে আগার অভিপ্রেত বিজ্ঞান হউক না কেন, আর তাহা হইলে নামে মাত্র বিরোধ রহিল, বস্তুতে নহে । সাক্ষিণঃ অবগন্ত ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা শঙ্কা করিতেছেন । উপক্ষেপ অর্থাৎ অভিপ্রায় । ন এই গ্রন্থে নিরাস করিতেছেন । তুমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি প্রভৃতি কারণধৰ্ম্ম স্বীকার করিয়াছ । আর তাহা হইলে ইহা ফল হওয়ায় জ্ঞাতৃ নহে ; কারণ, একবস্তুতে কর্তৃৎ ও ফলত্ব বিরুদ্ধ, কিন্তু প্রদীপাদির তুল্য হইবে অর্থাৎ অপর কর্তৃক প্রকাশ হইবে । ১২৮

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

বৈধৰ্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ । ১২০

যদ্ব্যক্তং বাহ্যার্থাপলাপিনা স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেন অর্ধেন ভবেয়ুঃ প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ ইতি, তৎ প্রতিবক্তব্যম্ । অত্র উচ্যতে—ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ জাগ্রৎপ্রত্যয়া ভবিতুম্ অর্হসি । কস্মাৎ ? বৈধৰ্ম্ম্যাৎ । বৈধৰ্ম্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ । কিং পুনঃ বৈধৰ্ম্ম্যম্ ? বাধাবাধৌ ইতি ক্রমঃ । বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু, প্রতিবুদ্ধশ্চ মিথ্যা ময়া উপলব্ধো মহাজনসমাগম ইতি । ন হি অস্তি মম মহাজনসমাগমঃ নিজাগ্নানং তু মে মনঃ বভূব, তেন এষা ভ্রান্তিঃ উদ্ভবত্ব ইতি । এবং মায়াदिषু অপি ভবতি যথাযথং বাধঃ । নৈবং জাগরিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্তাঞ্চিদপি অবস্থায়ং বাধ্যতে ।

অপিচ স্মৃতিরেষা যৎ স্বপ্নদর্শনম্ । উপলব্ধিস্ত জাগরিতদর্শনম্ । স্মৃত্যুপলব্ধোচ্চ প্রত্যয়কম্ অন্তরং স্বয়ম্ অনুভূয়তে অর্থবিপ্রয়োগসম্প্রয়োগাভ্যকম্ ইষ্টং পূত্রং স্মরণমি

* এখানে “ন” এই প্রথমস্ত পদ থাকিলেও তৎপূর্বে “বৈধৰ্ম্ম্যাৎ চ” এই হেতু ও সম্বন্ধস্বার্থক শব্দ থাকায় ইহা পৃথক্ অধিকরণীয়ক হইল না ।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ১২৯]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

ন উপলভে উপলব্ধম্ ইচ্ছামি ইতি । তত্র এবং সতি ন শক্যতে বক্তুং মিথ্যা জাগরিতো-
পলকিঃ উপলব্ধিহাৎ স্বপ্নোপলব্ধিবৎ ইতি উভয়োঃ অন্তরং স্বয়ম্ অনুভবতা । ন চ স্বানুভবা-
পলাপঃ প্রোক্তমানিভিঃ যুক্তঃ কর্তুম্ ।

অগিচ অনুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ জাগরিতপ্রত্যয়ানাং স্বতো নিরালম্বনতাং বক্তুম্
অশক্যবতা স্বপ্নপ্রত্যয়সাধর্ম্যাৎ বক্তুম্ ইচ্ছতে । ন চ যো যন্ত স্বতো ধর্মো ন সম্ভবতি সঃ
অন্যন্ত সাধর্ম্যাৎ তন্ত সম্ভবিস্থতি । ন হি অগ্নিঃ উষ্ণঃ অনুভূয়মানঃ উদকসাধর্ম্যাৎ শীতো
ভবিস্থতি । দর্শিতং তু বৈধর্ম্যং স্বপ্নজাগরিতয়োঃ ১২৯

ভাষ্যহুবাদ ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর জাগরণকালের জ্ঞান হইতে স্বপ্নদিকালের জ্ঞানের বৈধর্ম্যাৎ অর্থাৎ পার্থক্য
হওয়ায় ন স্বপ্নাদিবৎ অর্থাৎ স্বপ্নাদির মত জাগরণকালের জ্ঞান মিথ্যা নহে ।

ভাষ্যার্থ—যিনি বাহ্যপদার্থ অস্বীকার করেন, তিনি যে বলিয়াছেন—স্বপ্নাদি জ্ঞানের মত জাগরণকালের
জ্ঞানাদি জ্ঞানও বাহ্যপদার্থ ব্যতীতই হইবে; কারণ, তাহাও জ্ঞান; তাহার প্রতিবাদ করা উচিত । এ বিষয়ে
বলা হইতেছে যে—জাগরণকালের জ্ঞানসকল স্বপ্নজ্ঞানের মত হইতে পারে না । কেন হইতে পারে না ?
কারণ, পার্থক্য আছে । যেহেতু স্বপ্ন ও জাগরণের পার্থক্য আছে । যদি বল কি পার্থক্য আছে ? তাহা
হইলে বলি—বাধ ও অবাধ, অর্থাৎ স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায়, তাহা বাধিত হয় । যথা—আমার বাড়ীতে
মহাঅগ্নি আসিয়াছেন বলিয়া স্বপ্নে আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা । কারণ, মহাঅগ্নির আগমন
ত হয় নাই । আমার মন নিদ্রাতে-গ্লানিযুক্ত ছিল, সেইজন্য এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল । এইরূপ
মায়াদিতেও যথাসম্ভব বাধ হয় । এবং জাগরণকালে দেখা যায় যে জ্ঞানাদি বস্তু, তাহা কিন্তু কোন অবস্থাতেই
বাধিত হয় না ।

আরও যাহা স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা স্বরণ, আর জাগরণকালে যাহা দেখা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ; আর
স্মৃতি ও প্রত্যক্ষের অর্থবিপ্রয়োগ ও সম্প্রয়োগাত্মক অর্থাৎ বিষয়ের অবিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতারূপ যে ভেদ
আছে, তাহা স্বয়ং অনুভব করা যায় । যথা—প্রিয়পুত্রকে স্বরণ করিতেছি, দেখিতে পাইতেছি না, দেখিতে
ইচ্ছা করিতেছি । এইরূপ হইলে যিনি উভয়জ্ঞানের ভেদ স্বয়ং অনুভব করিতেছেন, তিনি ইহা বলিতে পারেন
না যে, জাগরণকালের জ্ঞান মিথ্যা, যেহেতু তাহাও জ্ঞান, যেমন স্বপ্নজ্ঞান । আর যিনি নিজেকে বুদ্ধিমান
বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পক্ষে নিজের অনুভবের অপলাপ করা উচিত নহে ।

আরও অনুভববিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া জাগরণকালের জ্ঞান স্বাভাবিকই নিরালম্বন—ইহা বলিতে
না পারিয়া তিনি স্বপ্নজ্ঞানের সাধর্ম্যাবশতঃ তাহা বলিতে ইচ্ছা করেন । কিন্তু যাহা বাহার স্বাভাবিক ধর্ম
নহে, অত্বে সাধর্ম্যাবশতঃ তাহার তাহা হইতে পারে না । কারণ, উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয় যে অগ্নি, তাহা
জলের সাধর্ম্যাবশতঃ শীতল হইবে না । আর স্বপ্ন ও জাগরণের পার্থক্য দেখাইয়াছি ১২৯

ভাস্তী ।

বাধাবাধৌ বৈধর্ম্যম্ । স্বপ্নপ্রত্যয়ো বাধিতঃ জাগ্রৎপ্রত্যয়শ্চ অবাধিতঃ । তথাপি চ
অবশ্যং জাগ্রৎপ্রত্যয়শ্চ অবাধিতত্বম্ আশ্বেয়ং, তেন হি স্বপ্নপ্রত্যয়ো বাধিতঃ মিথ্যা ইতি
অবগম্যতে । জাগ্রৎপ্রত্যয়শ্চ তু বাধ্যত্বে স্বপ্নপ্রত্যয়শ্চ অসৌ ন বাধকৌ ভবেৎ । ন হি
বাধ্যমেব বাধকং ভবিতুম্ অর্হতি । তথাচ ন স্বপ্নপ্রত্যয়ো মিথ্যা—ইতি সাধাবিকলো
দৃষ্টান্তঃ স্মৃতাং স্বপ্নবৎ ইতি । তস্মাৎ বাধাবাধাত্মাং বৈধর্ম্যাৎ ন স্বপ্নপ্রত্যয়দৃষ্টান্তেন জাগ্রৎ-
প্রত্যয়শ্চ শক্যং নিরালম্বনত্বম্ অধ্যাসাতুম্ । “নিদ্রাগ্লানম্” ইতি । করণদোষাভিধানম্ ।
মিথ্যাঙ্কায় বৈধর্ম্যাস্তরম্ আহ—“অপি চ স্মৃতিরেষা” ইতি । সংস্কারমাত্রজং হি বিজ্ঞানং স্মৃতিঃ ।
প্রত্যয়ংপরেপ্রিয়সংপ্রয়োগ-লিঙ্গ-শব্দ-সাকরূপা-কৃত্বানুপপত্তমান-যোগ্যপ্রমাণানুৎপত্তি-লক্ষণসামগ্রী-
প্রভবং তু জ্ঞানম্ উপলব্ধিঃ । তৎ ইহ নিজাগন্ত সামগ্র্যাস্তরবিরহাৎ সংস্কারঃ পরিশিষ্টতে, তেন

(বিজ্ঞানবাহিবোধমতখণ্ডনম্ ।)

[বৈধৰ্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ । ২২]

ভাসতী ।

সংস্কারজ্ঞাতং স্মৃতিঃ, সাপি চ নিজাদোষাৎ বিপরীতা অবর্তমানমপি পিত্তাদি বর্তমানতয়া ভাসয়তি । তেন স্মৃতেরেব তাবৎ উপলক্ষেঃ বিশেষঃ, তস্মাচ্চ স্মৃতেঃ বৈপরীত্যম্, ইতি অহো মহৎ অন্তরম্ ইত্যর্থঃ ।

অপি চ স্বতঃপ্রামাণ্যে সিদ্ধে জাগ্রৎপ্রত্যয়ানাং যথার্থত্বম্ অমুভবসিদ্ধং ন অমুমানেন অমুখ্যয়িতুং শক্যম্, অমুভববিরোধেন তদমুৎপাদাৎ । অবাধিতবিষয়তাহপি অমুমানোৎপাদ-সামগ্রী* ন চ কারণাভাবে কার্যম্ উৎপত্তুম্ অর্হতি ইত্যাশয়বান্ আহ—“অপি চ অমুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ” ইতি । ২২

বেদান্তকরতর ।

স্বপ্নবৎ ইতি অরং দৃষ্টান্তঃ সাধাবিকলঃ জ্ঞাৎ ইতি যোজন্য । অভ্যুপগতা স্বপ্নপ্রত্যয়ন্ত নিরাবলম্বনং জাগ্রৎপ্রত্যয়ন্ত তৎ নিরন্তরিত । বিজ্ঞতে এব তু তস্মাপি প্রাতিতিকম্ আলম্বনম্ । এবং তাবৎ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়ঃ নিরাবলম্বনঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্নপ্রত্যয়বৎ ইত্যমুমানন্ত বাধ্যত্বেন সোপাধিকত্বম্ উক্তম্ । ন চ সাধনব্যাপ্তিঃ, সতি প্রমাতরি জাগ্রৎপ্রত্যয়ে বাধবিরহস্ত প্রমিত্ত্বেন সাধনব্যাপ্ত্যমুমানন্ত অতীতকালত্বাৎ । সন্মতি প্রমাণাজ্ঞানেনাপি সোপাধিকত্বম্ আহ—“সংস্কারসাক্ষ্যং হী”তি । সাক্ষ্যগ্রহণেন প্রমাণকারণেজ্জিহ্বাসিহিতত্বং বাবর্ত্ততে, ন তু জমহেতুদোষসাহিত্যম্ । অতএব ভাস্তগতঃ স্মৃতিশব্দঃ প্রমাণমিলিতসংস্কারজ্ঞাতং জমেহপি স্বপ্নজ্ঞানে উপচারিকঃ ব্যাখ্যাতব্যঃ । উপলক্ষিত ইতি ভাস্তগতম্ উপলক্ষিপদং ব্যাচষ্টে—“প্রত্যুৎপন্নেন”তি । প্রত্যুৎপন্নেন বর্ত্তমানেন বস্তুনা ইন্দ্রিয়সংযোগেত্বার্থঃ । ইতি প্রমাণজনিভঃ জ্ঞানম্ উপলক্ষিঃ । এবম্ অবাধ্যানে স্বপ্নস্তাপি মিথ্যোপলক্ষিত্বাৎ বৈধৰ্ম্ম্যং ন সিধেৎ ইতি । কালাতীতত্বাৎ চ প্রত্যয়ত্বহেতোঃ আহ—“অপি চ স্তম্ভ” ইতি । নহু উৎসর্গতঃ প্রাপ্তমপি প্রামাণ্যম্ অমুমানাৎ অপোক্তত্বম্ অত আহ—“অমুভববিরোধেন” ইতি । অবাধিতবিষয়ত্বেন অবগতস্ত অমুমানস্ত প্রামাণ্যত্বাৎ সতি প্রত্যক্ষবাধে ন প্রমাজ্ঞনকত্বম্ অতো বাধকানুসরণাৎ ন প্রত্যক্ষত্ব প্রামাণ্যাপবাদঃ ইত্যর্থঃ । ন হি যো বস্ত স্ততো ধর্ম্মো ন সম্ভবতি সঃ অন্তসাধর্ম্ম্যাৎ তস্ত সম্ভবিত্বতি ইতি ভাস্তম্ । তত্র “ন সম্ভবতি ইতি” প্রমাণেন ন সম্ভবতি ইতি অবধারিত ইত্যর্থঃ । তেন সন্দিক্তত্বধর্ম্মঃ অন্তসাধর্ম্ম্যাৎ ধুমবদ্বাঘেঃ সম্ভবিত্বতি ইতি শৃতিতম্ । ২২

ভাসতীর অনুবাদ ।

এখানে বাধ ও অবাধই বৈধৰ্ম্ম্য । স্বপ্নজ্ঞান বাধিত এবং জাগ্রৎজ্ঞান অবাধিত । আর জাগরণকালের জ্ঞান বাধিত হয় না, ইহা তোমাকেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । তাহার দ্বারাই স্বপ্নজ্ঞান বাধিত হয় বলিয়া মিথ্যা, ইহা বুঝা যায় । কিন্তু জাগ্রৎজ্ঞান বাধিত হইলে তাহা স্বপ্নজ্ঞানের বাধক হইবে না । কারণ, যাহা বাধিত হয়, তাহাই বাধক হইতে পারে না । আর তাহা হইলে স্বপ্নজ্ঞান মিথ্যা হইল না বলিয়া স্বপ্নবৎ এই দৃষ্টান্তটি সাধাবিকল হইবে অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তে সাধা না থাকায় ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে না । অতএব বাধ ও অবাধরূপ পার্থক্য হওয়ায় স্বপ্নজ্ঞান-দৃষ্টান্তদ্বারা জাগরণকালের জ্ঞানকে নিরাবলম্বন বলিয়া স্থির করা উচিত নহে । নিজাঙ্গান এই গ্রন্থদ্বারা ইন্দ্রিয়দোষের কথা বলা হইল । অপি চ স্মৃতেরেষা এই গ্রন্থে স্বপ্নজ্ঞান যে মিথ্যা, ইহা দেখাইবার জন্য আর একটি পার্থক্য বলিতেছেন । কেবল সংস্কার জন্ম যে বিজ্ঞান, তাহাই স্মৃতি । প্রত্যুৎপন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞমান পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ, হেতু, শব্দ, সাদৃশ্য, অমুখ্যমুখ্যপত্তি এবং যোগ্য-প্রমাণের অমুপলব্ধিরূপ যে সামগ্রী সেই সামগ্রী জন্ম যে জ্ঞান, তাহাই উপলব্ধি । অতএব এখানে নিম্নিত ব্যক্তির অন্তসামগ্রী না থাকায় একমাত্র সংস্কার অবশিষ্ট থাকে । সেইহেতু সংস্কারজনা বলিয়া তাহা স্মৃতি, এবং তাহাও নিজারূপ দোষবশতঃ বিপরীত অর্থাৎ ভ্রম বলিয়া গিতাপ্রভৃতি বিজ্ঞমান না থাকিলেও তাহাদিগকে বিজ্ঞমান বলিয়া প্রকাশ করে । অতএব উপলব্ধি হইতে স্মৃতিই পৃথক্, এবং সেই স্মৃতিও আবার ভ্রম, অতএব অতিশয় পার্থক্য হইল ।

আরও স্বতঃপ্রামাণ্য যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাগরণকালের জ্ঞান সকল সত্য—ইহা অমুভবসিদ্ধ ; অমুমানদ্বারা তাহার অমুখ্য করিতে পারা যাইবে না । কারণ, অমুভববিরোধবশতঃ সেই অমুমানের উৎপত্তিই হইবে না । যেহেতু অমুমানের বিষয়ের বাধ না হওয়াও অমুমিতির কারণ । আর সেই কারণে না থাকিলে কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না, অর্থাৎ বাধাভাবটীও অমুমিতির একটি কারণ হয়, প্রকৃতস্থলে যথার্থরূপ বাধ থাকায় মিথ্যাত্বের অমুমিতিই হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়ে অপি চ অমুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ এই গ্রন্থ বলিতেছেন । ২২

* অমুমানোৎপাদনসামগ্রী = অমুমানোৎপাদনসামগ্রীগ্রাহিতয়া প্রমাণম্—এইরূপ মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ । কিন্তু সংস্কৃতকলেজের পুথিতে ইহা নাই ।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

ন ভাবোহনুপলব্ধেঃ । ৩০ *

শাক্তবাসনাম্ ।

ন ভাবোহনুপলব্ধেঃ ।

যদপ্যুক্তং বিনাপি অর্থেন জ্ঞানবৈচিত্র্যং বাসনাবৈচিত্র্যাদেব অবকল্যতে ইতি । তৎ প্রতিবক্তব্যম্ । অত্রোচ্যতে—ন ভাবো বাসনানাম্ উপপত্ততে স্বংপক্ষে অনুপলব্ধেঃ বাহ্যনাম্ অর্থানাম্ । অর্থোপলব্ধিনিমিত্তা হি প্রত্যর্থং নানারূপা বাসনা ভবন্তি । অনুপলব্ধ্যমানেষু তু অর্থেষু কিংনিমিত্তা বিচিত্রা বাসনা ভবেয়ুঃ । অনাদিহেপি অল্পপরম্পরা-
জ্ঞানেন অপ্রতিষ্ঠেব অনবস্থা ব্যবহারলোপিনী স্তাৎ ন অভিপ্রায়সিদ্ধিঃ । যৌ অপি অস্বয়ব্যতিরেকৌ অর্থোপলব্ধিনিমিত্তা উপপত্তৌ বাসনানিমিত্তমেব ইদং জ্ঞানজাতং ন অর্থ-
নিমিত্তমিতি, তৌ অপি এবং সতি প্রত্যুক্তৌ দৃষ্টব্যৌ । বিনা অর্থোপলব্ধ্যা বাসনানু-
পলব্ধেঃ ।

অপিচ বিনাপি বাসনাভিঃ অর্থোপলব্ধ্যুপগমাৎ বিনা তু অর্থোপলব্ধ্যা বাসনোৎ-
পত্ত্যনুপলব্ধ্যুপগমাৎ অর্থসদৃশবমেব অস্বয়ব্যতিরেকাবপি প্রতিষ্ঠাপন্যতঃ । অপিচ বাসনা নাম
সংস্কারবিশেষাঃ । সংস্কারাশ্চ ন আশ্রয়ম্ অন্তরেণ অবকল্যন্তে । এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ ।
ন চ তব বাসনাশ্রয়ঃ কশ্চিদস্তু, প্রমাণতঃ অনুপলব্ধেঃ । ৩০

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—ন ভাবঃ অর্থাৎ বাসনার সম্ভাব নাই ; অনুপলব্ধেঃ অর্থাৎ যেহেতু, তোমার মতে বাহ্য-
পদার্থের উপলব্ধি হয় না । (বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি ব্যতীত বাসনা জন্মে না) ।

ভাষ্যার্থ—বিজ্ঞানবাদী আরও যে বলিয়াছেন, বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য কল্পনা করা
হয় । তাহার প্রতিবাদ করা উচিত । এ বিষয়ে বলা হয় যে—বাসনার উৎপত্তি হইতে পারে না ; কারণ,
তোমার মতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি হয় না । বস্তুর জ্ঞানবশতঃ প্রতিবস্ত্তভেদে নানাবিধ বাসনা উৎপন্ন হয় ।
কিন্তু পদার্থসকল যদি দেখা না যায়, তাহা হইলে কোন্ পদার্থসকল হইতে বিবিধ বাসনা জন্মিবে । সংস্কার
অনাদি হইলেও অল্পপরম্পরাভ্যায় অনুসারে অনবস্থাটা অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নির্মূল হইয়া ব্যবহার লোপ করিয়া দিবে ।
অতএব তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না । অর্থাৎ বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য সিদ্ধ হইবে না ।
যিনি বাহ্যপদার্থ স্বীকার করেন, তিনি, বাসনাবশতঃই এই জ্ঞানসকল উৎপন্ন হয়, পদার্থবশতঃ নহে, ইহা
সিদ্ধির জ্ঞাত যে অস্বয় ও ব্যতিরেকের উল্লেখ করিয়াছেন—সেই অস্বয়ব্যতিরেকও এইরূপ হইলে (পূর্বোক্ত যুক্তি
অনুসারে) প্রত্যুক্ত অর্থাৎ নিরন্তর হইল জানিবে । কারণ, পদার্থের জ্ঞানব্যতীত বাসনা হইতে পারে না ।

আরও বাসনাব্যতীতও বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়—ইহা স্বীকার করায়, এবং পদার্থের জ্ঞানব্যতীত বাসনার
উৎপত্তি স্বীকার না করায়, অস্বয় ও ব্যতিরেকও বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বই স্থাপন করিতেছে । আরও বাসনা—
এক প্রকার সংস্কার । আশ্রয় ব্যতীত সংস্কারের কল্পনা হয় না । * কারণ, লোকে এইরূপ দেখা যায় । আর
তোমার মতে বাসনার আশ্রয় কেহ নাই ; কারণ, প্রমাণদ্বারা তাহা দেখা যায় না । ৩০

ভাস্তী ।

যথা লোকদর্শনং চ অস্বয়ব্যতিরেকৌ অনুশ্রিয়মাণৌ অর্থে এব উপলব্ধেঃ ভবতঃ, ন
অর্থানপেক্ষায়াং বাসনায়াম্ । বাসনায়ো অপি অর্থোপলব্ধ্যাধীনদর্শনাৎ ইত্যর্থঃ । অপিচ

* এ সূত্রে “ন ভাবঃ” এই প্রথমোক্ত পদটির থাকার ইহা হইতে অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা করা হয় নাই ।
রামানুজ ও নিম্বার্কভাষ্যে ইহা হইতে পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ করা হয় নাই । শাস্ত্রভাষ্যে কিন্তু তাহা করা হইয়াছে । ভাস্তবভাষ্যেও
করা হয় নাই । কেবল লুণ্ডবাদেয় কথা প্রসঙ্গক্রমে তথায় উক্ত হইয়াছে । শাস্ত্রদর্পণে বর্ণকান্তর দ্বারা ২৮ হইতে ৩২ সূত্রদ্বারা লুণ্ডবাদেয়
নিরাকরণ করা হইয়াছে । কিন্তু ৩০ সূত্র হইতে পৃথক্ অধিকরণ করা হয় নাই । বাহা হউক সূত্রপ্রকৃতি বিচার করিলে তাহা যেন
করাই উচিত ছিল, বোধ হয় । অবশ্য অধিকরণবিভাগ ভাষ্যকার স্বয়ং করেন নাই । টীকাকারগণই তাহা করিয়াছেন । এজন্য
ভাস্তী অপেক্ষা প্রাচীনটীকা দেখিতে পাইলে ইহা বুঝা যাইতে পারে যাইত ।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

ক্ষণিকত্বাচ্চ । ৩১ *

আশ্রয়াভাবাদপি ন লৌকিকী বাসনা উপপত্ততে । ন চ ক্ষণিকম্ আলয়বিজ্ঞানং বাসনাধারো ভবিতুম্ অর্হতি, দ্বয়োযুগপৎ উৎপত্তমানয়োঃ সব্যাদক্ষিণশৃঙ্গবৎ আধারাধেয়ভাবাতাৎ । প্রাপ্তোৎপন্নস্ত চ আধেয়োৎপাদসময়ে সতঃ ক্ষণিকত্বব্যাঘাতঃ ইত্যশয়বান্ আহ—“অপিচ বাসনা নাম” ইতি । শেষম্ অতিরোহিতার্থম্ । ৩০

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অর্থোপলক্ষ্যার্থাৎ ন বাসনানাং ভাব ইতি অযুক্তম্, পরেবাম্ অর্থাতাৎ বাসনানাম্ অর্থোপলক্ষ্যভিঃ ব্যাপ্তেঃ অসম্পত্তত্বাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—“যথা লোকদর্শনম্” ইতি । ত্রয়সি হি অর্থোপলক্ষেঃ স্বপ্নে বাসনাজড়ত্বং লোকসিদ্ধাধরব্যতিরেকাত্ম্যম্ অবগম্যম্ । তদ্ব্যতিক্রমেন চ জাগ্রতি অল্পমেতৎ, তথাচ যৌ লৌকিকে অধরব্যতিরেকে তৌ অর্থোপলক্ষেঃ কার্যত্ব অর্থে এব কারণে সতি ভবতঃ ন অর্থানপেক্ষবাসনারূপকারণে স্বপ্নপ্রত্যয়জনকবাসনয়া অপি জাগ্রদর্থোপলক্ষ্যধীনত্বদর্শনাৎ কারণকারণত্বেন তত্রাপি অর্থোপলক্ষেঃ স্থিতত্বাৎ, অতশ্চ বাসনানাম্ অর্থোপলক্ষ্যভিঃ ব্যাপ্তিঃ সিদ্ধা ইত্যর্থঃ । “ন লৌকিকী বাসনা” ইতি । অন্তরেণ আশ্রয়ম্ একসমুদ্ভি-পত্তিতসমানাকারবিজ্ঞানস্ত বাসনাৎ হি অলৌকিকম্ ইতি ভাবঃ । বাসনা হি গুণঃ তস্ত আশ্রয়ঃ সমব্যায়িকারণং তত্র আশ্রয়ত্বাভিমতম্ আলয়বিজ্ঞানং বাসনয়া সহ উৎপত্ততে পূর্বে বা ? নাহ ইত্যাহ—“দ্বয়োরি”তি । নিয়তপ্রাক্সবৎ হি কারণত্বম্ ইত্যর্থঃ । ন দ্বিতীয়ঃ ইত্যাহ—“প্রাপ্তি”তি । অসতশ্চ আধারত্বাবোগাৎ ইতি দৃষ্টবাম্ । ৩০

ভামতীর অনুবাদ ।

লোকসিদ্ধ অয়ম্ ও ব্যতিরেক স্বীকার করিলেও তাহা, বাহ্যপদার্থরূপ কারণ থাকিলেই স্বপ্নে তাহার কার্য-স্বত্তি হয় বলিয়া হইয়া থাকে, বাহ্যপদার্থ নিরপেক্ষ বাসনারূপ কারণ থাকিলে হয় না । কারণ, বাসনাও অর্থজ্ঞানবশতঃই হয়, ইহা দেখা যায় । আরও আশ্রয় না থাকায়ও লোকপ্রসিদ্ধ বাসনা হইতে পারে না । আর ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান বাসনার আধার হইতে পারে না ; কারণ, একক্ষণে উৎপন্ন দুইটি বস্তু বাম ও দক্ষিণ শৃঙ্গের মত আধারাধেয় হয় না । আর যাহা পূর্বে উৎপন্ন হইয়া আধেয় উৎপন্ন হইবার সময়ে বিত্তমান থাকে, তাহার ক্ষণিকত্ব নষ্ট হয়—এই অভিপ্রায়ে অপিচ বাসনানাম্ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্যোধ নহে । ৩০

শাস্ত্ররভাষ্যম্ ।

ক্ষণিকত্বাচ্চ । ৩১

যদপি আলয়বিজ্ঞানং নাম বাসনাশ্রয়ত্বেন পরিকল্পিতং তদপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ অনবস্থিতস্বরূপং সৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানবৎ ন বাসনানাম্ অধিকরণং ভবিতুম্ অর্হতি । ন হি কালত্রয়সম্বন্ধিনি একস্মিন্ অয়স্মি অসতি কূটস্থে বা সর্বার্থদর্শিনি দেশকালনিমিত্তাপেক্ষ-বাসনাধানুস্মৃতিপ্রতিসন্ধানাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি । স্থিরস্বরূপত্বে তু আলয়বিজ্ঞানস্ত সিদ্ধান্তহানিঃ ।

অপিচ বিজ্ঞানবাদেহপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমস্ত সমানত্বাৎ যানি বাহ্যার্থবাদে ক্ষণিকত্ব-মিবন্ধনানি দূষণানি উদ্ভাবিতানি “উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ” ইত্যেবমাদীন-তানি ইহাপি অক্ষুস্ণাতব্যানি । ‘এবম্ এতৌ যৌ অপি বৈনাশিকপক্ষৌ নিরাকৃতৌ বাহ্যার্থবাদিপক্ষঃ বিজ্ঞানবাদিপক্ষশ্চ । শূন্যবাদিপক্ষস্ত সর্বপ্রমাণবিশ্রুতিবিদ্ধ ইতি তন্নিরা-করণায় নাদরঃ ক্রিয়তে । ন হি অয়ং সর্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধো লোকব্যবহারঃ অন্তঃ তন্ময় অনধিগম্য শক্যতে অপহোতুম্, অপবাদাভাবে উৎসর্গসিদ্ধেঃ । ৩১

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর, ক্ষণিকত্বাৎ অর্থাৎ ক্ষণিকত্বপ্রযুক্ত আলয়বিজ্ঞান আশ্রয় হইতে পারে না ।

ভাষ্যার্থ—আরও বাসনার আশ্রয়রূপে যে আলয়বিজ্ঞান কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও ক্ষণিক স্বীকার করায় অস্বীকারী হইয়া প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের মত বাসনাসকলের অধিকরণ হইতে পারে না । কালত্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত

* এখানে প্রথমত পদ না থাকায় ইহা আরত্বাধিকরণের অঙ্গনত্ব বলিতে হইবে । বস্তুতঃ তাহাই কল্প হইয়াছে ।

(বিজ্ঞানবাগিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ক্ষণিকত্বাচ্চ। ৩১]

ভাষ্যমুবাচ।

সর্বত্র অমুগত একটি বস্তু অথবা সকল বস্তুর দ্রষ্টা কৃৎস্থ অর্থাৎ নির্বিকার আত্মা না থাকিলে দেশকালরূপ নিমিত্তবশতঃ বাসনার আধান অর্থাৎ নিক্ষেপ এবং স্থিতি ও প্রত্যভিজ্ঞা এবং তন্মূলক প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও সম্ভব হয় না। আর যদি আলেখ্যবিজ্ঞান স্থায়ী বস্তু হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত নষ্ট হইল।

আরও বিজ্ঞানবাদেও ক্ষণিকপদার্থের স্বীকার সমান বলিয়া বাহ্যার্থবাদে ক্ষণিকত্ববশতঃ উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ইত্যাদি যে সকল দোষের কল্পনা করা হইয়াছে, সেই সকল দোষ এই বিজ্ঞানবাদেও স্মরণ করিবেন। এইরূপে বাহ্যার্থবাদিপক্ষ এবং বিজ্ঞানবাদিপক্ষ এই দুইটি বৌদ্ধমতই খণ্ডন করা হইল। কিন্তু শূন্যবাদিমত সকলপ্রমাণবিরুদ্ধ। এইজন্ত তাহার খণ্ডন করিতে আচার্য্য মহাকার যত্ন করেন নাই। কারণ, সকল প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ যে লোকব্যবহার, তাহার অপলাপ অত্র কোন তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া করা যায় না; কারণ, বিশেষ না থাকিলে সামান্তের সিদ্ধি হয়। ৩১

স্বাদেতৎ, যদি সাধারণ বিজ্ঞানং সম্ভবতি বাহ্যশ্চ অর্থঃ স্থূলশূক্ষ্মবিকল্পেন অসম্ভবী। হন্তু এবম্ অর্থজ্ঞানে সন্বেদন তাবৎ বিচারং ন সহতে। নাপি অসন্বেদন; অসতঃ ভাসনাযোগাৎ। ন উভয়সন্বেদন বিরোধাৎ, সদসতোঃ একত্বাহুপপত্তেঃ। নাপি অহুভয়সন্বেদন, একনিবেশশ্চ ইতর-বিধাননাস্তরীয়কত্বাৎ। তস্মাৎ বিচারাসহস্বমেব অস্তু তৎসং বস্তু নাম্। যথাহুঃ—

“ইদং বস্তুবলয়াতঃ যদ্ বদন্তি বিপশ্চিতঃ।

যথায়থার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্ঘ্যন্তে তথা তথা” ॥ ইতি (লঙ্কাভাষ্যঃ) *

ন কচিদপি পক্ষে ব্যবহৃত্ত্বন্তে ইত্যর্থঃ। তদেতৎ নিরাচিকীর্ষুঃ আহ—“শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্বপ্রমাণ বিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে”। লোকিকানি হি প্রমাণানি সদসত্ত্বগোচরাণি। তৈঃ খলু সং সং ইতি গৃহমাণং যথাভূতম্ অবিপরীতং তৎসং ব্যবস্থাপ্যতে। অসং চ অসং ইতি গৃহমাণং যথাভূতম্ অবিপরীতং তৎসং ব্যবস্থাপ্যতে। সদসতোশ্চ বিচারাসহস্বং ব্যবস্থাপয়তা সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধং ব্যবস্থাপিতং ভবতি। তথাচ সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধাৎ নেয়ং ব্যবস্থা উপপত্ততে।

যদি উচ্যেত তাত্ত্বিকং প্রামাণ্যং প্রমাণানাম্ অনেন বিচারেণ ব্যুদন্ততে ন সাংব্যবহারিকম্। তথাচ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ন সর্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধঃ ইত্যত আহ—“ন হি অয়ং সর্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধো লোকব্যবহারঃ অস্ত্যং তৎসম্ অনধিগম্য শক্যতে অপহোতুম্।” প্রমাণানি হি স্বগোচরে প্রবর্তমানানি তৎসম্ ইদম্ ইত্যেব প্রবর্তন্তে। অতাত্ত্বিকত্বং তু তদগোচরশ্চ অস্ততো বাধকাৎ অবগন্তব্যম্। ন পুনঃ সাংব্যবহারিকং নঃ প্রামাণ্যং, ন তু তাত্ত্বিকম্ ইত্যেব প্রবর্তন্তে। বাধকং চ অতাত্ত্বিকত্বম্ এষাং তদগোচরবিপরীতত্বোপদর্শনে দর্শয়েৎ। যথা শুদ্ধিকা ইয়ং ন রজতং, মরীচয়ঃ ন তৌরম্, একশ্চন্দ্রঃ ন চন্দ্রদ্বয়ম্ ইত্যাদি। তদ্বৎ ইহাপি সমস্ত-প্রমাণগোচরবিপরীতত্বান্তরব্যবস্থাপনে অতাত্ত্বিকত্বম্ এষাং প্রমাণানাং বাধকেন দর্শনীয়ং, ন তু অব্যবস্থাপিতত্বান্তরেণ প্রমাণানি শক্যানি বাধিতুম্। বিচারাসহস্বং বস্তুনাং তৎসং ব্যবস্থাপয়ৎ বাধকম্ অতাত্ত্বিকত্বং প্রমাণানাং দর্শয়তি ইতি চেৎ, কিং পুনরিদং বিচারাসহস্বং বস্তু যৎ তৎসম্ অভিমতং, কিং তদ্বস্তু পরমার্থতঃ সদাদীনাম্ অস্ত্যতমং কেবলং বিচারং ন সহতে, অথ বিচারাসহস্বেন নিস্তব্ধমেব। তত্র পরমার্থতঃ সদাদীনাম্ অস্ত্যতমং বিচারং ন সহতে ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন সহতে চেৎ ন সদাদীনাম্ অস্ত্যতমং। অস্ত্যতমং চেৎ কথং ন বিচারং সহতে। অথ নিস্তব্ধং চেৎ কথম্ অস্ত্যতমং তৎসম্ অব্যবস্থাপ্য শক্যমেবং বস্তুম্। ন চ নিস্তব্ধতা এব তৎসং ভাবনাম্। তথা সতি হি তৎসং ভাবঃ স্ত্যৎ। সোহপি ন বিচারং সহতে ইত্যুক্তং ভবন্তিঃ।

(বিজ্ঞানবাদিযৌক্তিকতত্ত্বম্ ।)

[ক্ষণিকত্যাগ ১৩১]

অপি চ আরোপিতঃ নিষেধনীয়ম্ । আরোপশ্চ তদ্বাদিষ্ঠানো দৃষ্টঃ যথা শক্তিকাদিষু রজতাদেঃ । ন চেৎ কিঞ্চিৎ অস্তি তৎ কস্তা কস্মিন্ আরোপঃ । তস্মাৎ নিস্প্রপঞ্চঃ পরমার্থ-সৎ ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্যপ্রপঞ্চানাং আরোপ্যতে, তচ্চ তৎ বাবস্থাপ্য অতাত্ত্বিকত্বেন সাংব্যবহারিকত্বং প্রমাণানাং বাধকেন উপপত্ততে ইতি যুক্তম্ উপপত্ত্যামঃ ১৩১

বেদান্তকরতঃ ।

বর্ণকান্তরম্ আধিকরণস্ত দর্শনম্ পূর্ব্বপক্ষম্ আহ—“তাদেতৎ” ইত্যাদিনা । বিবিচায়ে ইতি এতৎ নির্ণয়াক্তিশ্রায়ঃ ন ভবতি, কিন্তু ব্যবস্থাপক্যং বিভাগ্যাক্তিশ্রায়ম্ ইত্যাহ—“ন কচিদি”তি । “নাদয়ঃ ক্রিয়তে” শ্রুতান্তরাপি ন রচ্যে । এতান্তেব আবৃত্তা যোজ্যে ইত্যর্থঃ । নাত্যবঃ জ্ঞানার্থয়োঃ, প্রমাণৈঃ উপলব্ধেঃ ইতি শ্রুতং যোজয়ন্তি সিদ্ধান্তমাহ—“লৌকিকানি হি” ইতি । অতাত্ত্বিকত্বং প্রপঞ্চ-বাবস্থাপয়িতুম্ অধিষ্ঠানং বস্তুভূতং বাচ্যং তত্ত্ব-অভাবঃ স্বরূপে প্রমাণতঃ তদ্বাদ্বয়লব্ধেঃ ইতি প্রতিপাদনম্ ন ভাবোহনুপলব্ধেঃ ইতি শ্রুতং যোজয়ন্তি—“বদ্যচোঃ” ইত্যাদিনা । অতাত্ত্বিকত্বং প্রপঞ্চস্ত বস্তুগ্রাহকপ্রমাণৈঃ অবগম্যতে বাধকপ্রমাণান্তরেণ বা । নান্ত ইত্যাহ—“প্রমাণানি হি” ইতি । *ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—“বাধকং চে”তি । নমু কিম্ অজ্ঞাধিষ্ঠানতত্ত্ববোধনেন? প্রত্যক্ষাদিপ্রমিতবস্তুগতং বিচারসহস্বরূপ বাধকপ্রমাণং সম্বদ ইতি চেৎ, তত্র বস্তুবদ—কিং বিচারসহস্বং নাম সমস্বাদিপক্ষেই অস্ততমগন্ধনিবেশঃ বস্তুভূক্তে ধর্ম্মঃ পরং বিচারঃ ন সহতে ইত্যুচ্যতে, উক্ত বিচারসহস্বেন রূপেণ নিত্যত্বং শূন্যম্ অভিমতম্ । নান্ত ইত্যাহ—“তদে”তি । দ্বিতীয়েইপি নিত্যত্বং সদাদিপক্ষনিবিশ্লেষঃ ন বা । ন প্রথমঃ, সদাদিপ্রকারৈঃ তদ্ব্যবহারঃ স্বয়া অনিষ্টত্বাৎ ইত্যাহ—“কথং অন্ততমং” ইতি । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—“নচে”তি । নিত্যত্বং হি তদ্ব্যবহারভাবঃ স চ অসৎ ইতি অসৎ ভাবানাং বাবস্থাপিতং ত্বাৎ । তথাচ অসৎবাবস্থাপ্য-প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ইত্যর্থঃ । পূর্ব্বম্ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানভাবাৎ বাধো ন ভবতি ইত্যুক্তম্, ইদানীম্ অধিষ্ঠানভাবাৎ আরোপাসম্বদম্ আহ—“অপি চ” ইত্যাদিনা । স্বপক্ষে বিশেষমাহ—“তস্মাদি”তি । বৈধর্ম্ম্যশ্রুতং হুয়োক্তম্ । ক্ষণিকত্যাগ ইতি শ্রুতৌ উপদেশাৎ ইতি উপসংহরীয়ম্ । ততশ্চ ক্ষণিকপদার্থসংযোগদেশাৎ শূন্যোগদেশাচ্চ ব্যাহতভাবিয়ারঃ হ্রগত ইতি যোজনীয়ম্ ১৩১

ভাস্তরী অস্ববাদ ।

আচ্ছা, যদি সাকারবিজ্ঞান সম্ভব হয় এবং স্থূল-সূক্ষ্মভেদে বাহ্যপদার্থ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিষয় ও জ্ঞান সত্তারূপে বিচারসহ হয় না, অন্তারূপেও বিচারসহ নহে; কারণ, অসত্তের জ্ঞান হইতে পারে না । সত্ত্ব অসত্ত্ব, এই উভয়রূপেও নহে; কারণ, বিরোধবশতঃ সৎ ও অসত্তের একত্ব অর্থাৎ অভেদ সম্ভব নহে । উভয় ভিন্নরূপেও নহে; কারণ, একের নিষেধ অপরের বিধানের অন্তর্গত হইয়া যায়, অর্থাৎ সত্তের নিষেধে অসত্তের আপত্তি এবং অসত্তের নিষেধে সত্তের আপত্তি হইয়া থাকে । অতএব বস্তুসকলের বিচারসহইই তত্ত্ব হউক । যেমন শূন্যবাদিগণ বলেন—

“ইদং নন্তবলান্নাতং যদ্ব বদন্তি বিপশ্চিতঃ ।

যথা যথাহর্থশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্ঘ্যন্তে তথা তথা” ॥ ইতি

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ যে বলেন—ইহা বস্তুর সামর্থ্যবশতঃ হইয়া থাকে, (তাহাও সম্ভব নহে, যেহেতু) যেমন যেমন করিয়াই পদার্থ চিন্তা করা যায়, তেমন তেমনই বিশীর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ কোন পক্ষেই পদার্থনিশ্চয় হয় না । সেই এই শূন্যবাদ খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করিয়া শূন্যবাদিনস্ত ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । কারণ, লৌকিক প্রমাণসকল সৎ ও অসৎ পদার্থবিষয়ক হইয়া থাকে । যেহেতু তাহাদের দ্বারা সদ্বস্ত “সৎ” বলিয়া জ্ঞাত হইয়া যথাভূত অর্থাৎ বাহ্যর যাহা স্বরূপ সেইরূপ অর্থাৎ অবিপরীত অর্থাৎ অভ্রান্ত তত্ত্বের নিশ্চয় হয় । আর অসদ্বস্ত “অসৎ” বলিয়া জ্ঞাত হইয়া যথাভূত অর্থাৎ অবিপরীত তত্ত্বের নিশ্চয় হয় । আর যাহা সৎ ও অসত্তের বিচারসহস্ব স্থির করিয়া দেয়, তাহাদ্বারা সকল প্রমাণের বিরুদ্ধ বস্তু স্থিরীকৃত হয় । আর তাহা হইলে সকল প্রমাণ বিরুদ্ধ হওয়ায় এই বাবস্থা অর্থাৎ বিচারসহস্ব সম্ভব হয় না ।

যদি বল, এই বিচারদ্বারা প্রমাণসকলের বাস্তবিক প্রামাণ্যই খণ্ডিত হয়, ব্যবহারিক প্রামাণ্য খণ্ডিত হয় না । আর তাহা হইলে বিষয় ভিন্ন হওয়ায় সকল প্রমাণের সহিত বিরোধ হইল না, এইজন্ত ন জ্ঞানং সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । প্রমাণ সকল নিজের বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা তত্ত্ব এই বলিয়াই প্রবৃত্ত হয় । কিন্তু প্রমাণ-বিষয় প্রপঞ্চ, যে অতাত্ত্বিক, ইহা অস্ত্র বাধক প্রমাণ হইতে জানিতে হইবে । পরন্তু ব্যবহারবিষয়েই আমাদের প্রামাণ্য আছে, তত্ত্ববিষয়ে প্রামাণ্য নাই, এই বলিয়া যে তাহারা প্রবৃত্ত হয়, তাহা নহে । আর বাধকপ্রমাণ সেই প্রমাণের বিষয়ের বিপরীত তত্ত্ব দেখাইয়া দিয়া এই সকল প্রমাণ যে অতাত্ত্বিক, ইহা দেখাইয়া দিবে । যেমন ইহা শক্তি রজত নহে, ইহা মরীচি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ, জল নহে, চন্দ্র একটামাত্র, দুইটি নহে ইত্যাদি । সেইরূপ এখানেও সকল প্রমাণবিষয়ের বিপরীত অস্ত্র তত্ত্ব দেখাইয়া দিয়া তাহার দ্বারা এই সকল প্রমাণ যে তাত্ত্বিক নহে—ইহা বাধকপ্রমাণকে

(বিজ্ঞানবোধোদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

সর্বথানুপপত্তেষ্চ । ৩২ *

ভাস্তরভাষ্যম্ ।

দেখাইতে হইবে, কিন্তু অল্প তত্ত্ব স্থির করিয়া না দিয়া বাধকপ্রমাণ কোন প্রমাণকে বাধা দিতে পারিবে না । যদি বল, বিচারসহস্রই বস্তুসকলের তত্ত্ব—ইহা স্থির করিয়া দিয়া প্রমাণসকল যে তাত্ত্বিক নহে, তাহা বাধকপ্রমাণ বুঝাইয়া দেয় ? আচ্ছা, এই বিচারসহস্রবস্তুটি কি বল ত ? যাহা তোমার অভিপ্রেত তত্ত্ব, সে বস্তুটি কি পরমার্থ সৎ, অসৎ, সদস্য ও সদসদৃশির এই কয়টির মধ্যে একটি, কেবল বিচারসহ নহে ? অথবা বিচারসহ নহে বলিয়া তাহা নিঃস্বরূপই ? তাহার মধ্যে বাস্তবিক সৎ অসৎ প্রভৃতির মধ্যে একটি, অথচ বিচারসহ নহে—ইহা ত পরম্পরবিরুদ্ধ । যদি বিচারসহ না হয়, তাহা হইলে সৎ ইত্যাদির মধ্যে একটি হইতে পারে না । যদি তাহাদের মধ্যে একটিই হয়, তাহা হইলে বিচারসহ হয় না কেন ? আর যদি বল, তাহা নিঃস্বরূপ অর্থাৎ শূন্য, তাহা হইলে কোন একটি তত্ত্ব স্থির করিয়া না দিয়া কি করিয়া এরূপ বলিতে পার ? আর শূন্য হওয়াই বস্তুসকলের তত্ত্ব নহে । কারণ, তাহা হইলে তত্ত্বের অভাব হইবে । আর তাহাও বিচারসহ নহে—ইহা আপনারা বলিয়াছেন ।

আরও বাহার আরোপ করা হইয়াছে, তাহারই নিবেদন করিতে হয় । আর আরোপও সত্যবস্তুতে হইয়া থাকে—দেখা যায়, যেমন শুষ্কিপ্ৰভৃতিতে রজতাদির । যদি কোন সত্যবস্তুই না থাকে, তাহা হইলে কাহাতে কাহার আরোপ হইবে ? অতএব প্রপঞ্চাতীত বাস্তবিক সত্য ব্রহ্ম অনির্বাচ্য প্রপঞ্চরূপে কল্পিত হন, এবং সেই সত্যবস্তুকে বিশেষরূপে স্থাপন করিয়া, প্রমাণসকল অতাত্ত্বিক বলিয়া ব্যবহারিক, ইহা বাধকপ্রমাণ বুঝাইয়া দেয়—ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি । ৩১

শাক্তরভাষ্যম্ ।

সর্বথানুপপত্তেষ্চ । ৩২

কিং বহুনা ? সর্বপ্রকারেণ যথাযথা অয়ং বৈনাশিকসময়ঃ উপপত্তিমহ্যায় পরীক্ষ্যতে, তথা তথা সিকতাকূপবৎ বিদীৰ্য্যতে এব । ন কাঞ্চিদপি অত্র উপপত্তিঃ পশ্যামঃ । অতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকতত্ত্বব্যবহারঃ, অপি চ বাহ্যার্থবিজ্ঞানশূন্যবাদত্রয়ম্ ইতরেতরবিরুদ্ধম্ উপদিশতা স্মৃগতেন স্পষ্টীকৃতম্ আত্মনঃ অসম্বন্ধপ্রলাপিভ্যঃ, প্রেত্বেষো বা প্রজাসু বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপত্ত্যা “বিমুছেয়ুঃ ইমাঃ প্রজাঃ” + ইতি । সর্বথাপি অনাদরগীয়োহয়ং স্মৃগতসময়ঃ শ্রেয়স্কাটমৈঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ । ৩২ ইতি পঞ্চমম্ অভাবাদিকরণম্ ।

ভাষ্যম্ ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর এই বৌদ্ধমত বিচার করিয়া দেখিলে সর্বথা অর্থাৎ কোন প্রকারেই অনুপপত্তেঃ অর্থাৎ সঙ্গত হয় না ।

ভাষ্যার্থ—অধিক আর কি বলিব—সকল প্রকারেই যেমন যেমন এই বৌদ্ধমত যুক্তিসঙ্গত করিবার জন্য বিচার করা হয়, তেমন তেমনই বালুকা নিশ্চিন্তকূপের মত বিদীর্ণ হইয়াই যায় । ইহাতে কোন যুক্তিই দেখিতে পাই না । এজন্তও বৌদ্ধমতের ব্যবহার অসঙ্গত । আরও বাহ্যান্তিভাবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ পরম্পরবিরুদ্ধ—এই তিনটি মত উপদেশ দিয়া বুদ্ধ নিজে যে অসঙ্গত প্রলাপ করিতেছেন, ইহাই স্পষ্ট করিয়াছেন, অথবা সাধারণ লোকের প্রতি বিদ্রোহই প্রকাশ করিয়াছেন যথা—নানা রকম বিরুদ্ধ বস্তু বুঝিয়া এই প্রজাসকল মুগ্ধ হউক । যাহারা নিজের কল্যাণকামী তাঁহারা কোনমতেই এই বৌদ্ধমতকে আদর করিবেন না । অভাবাদিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত হইল । ৩২

* এখানে কোন প্রথমোক্ত পদ না থাকার ইহা আরও অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্র হইতেছে, বুঝিতে হইবে । রামানুজমতে এই সূত্রেই শূন্যবাদখণ্ডন, এজন্ত ইহাতেই একটি অধিকরণ হইয়াছে । আর তজ্জন্য প্রথমোক্তপদটির অধিকরণ আরম্ভের নিয়মও লক্ষিত হইয়াছে । তন্মতে “ক্ষণিকরাং চ” এই ৩১ সংখ্যক সূত্রটীও নাই । ভাস্করমতে ৩১ ও ৩২ এই দুই সূত্রই নাই । নিম্বার্ক, মল্ল ও বল্লভমতে এগুলি সবই গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহার সকলেই প্রাচীনমতে সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন—ইহাও বলিতেছেন অথচ কেহই প্রাচীনের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া সূত্রপাঠ নির্ণয় করিতেছেন না । কিন্তু শাক্তরভাষ্যে স্থলে স্থলে সূত্রপাঠ আলোচিত হইয়াছে । এজন্ত মনে হয়, একমাত্র শাক্তরভাষ্যই প্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ দেখিয়া রচিত, অল্প ভাগগুলি মতাবলম্বনে রচিত, প্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ দেখিয়া রচিত নহে । আর যাহারা বলেন, নিম্বার্কভাষ্য শাক্তরভাষ্যের পূর্ববর্তী, তাহাদের কথাও ঠিক মনে হয় না । কারণ, “ক্ষণিকরাং চ” সূত্রটি শাক্তর ও নিম্বার্কভাষ্যে আছে, রামানুজ ভাষ্যে নাই । রামানুজস্বামী শাক্তরমতখণ্ডনে সঙ্গত উদ্ভূত, নিম্বার্কভাষ্য শাক্তরভাষ্যের পূর্ববর্তী হইলে তিনি শাক্তর পাঠ বর্জন করিলেও স্বমতানুসারে নিম্বার্কস্বামীর পাঠ দেখিয়া তাহা করিতেন না ।

+ “বিমুছেয়ুঃ ইমাঃ প্রজাঃ” এইটি কোন পুণ্য বচন বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহার আশ্রয় এখনও সম্বাদন করিতে পারা গেল না ।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[সর্বধাম্মপপত্তেশ্চ ১৩২]

ভামতী ।

বিভজ্যতে “কিং বহুনা” উক্তেন “যথাযথা” গ্রন্থতঃ অর্থতশ্চ “অয়ং বৈনাশিকসময়” ইতি । গ্রন্থতস্তানং পশুনা-তিষ্ঠনা-মিদ্ধ-পোষধাত্তসাধুপদপ্রয়োগঃ । অর্থতশ্চ—নৈরাশ্যম্ অভ্যুপেত্য আলয়বিজ্ঞানং সমস্তবাসনাধারম্ অভ্যুপগচ্ছন্ অক্ষরম্ আত্মানম্ অভ্যুপৈতি । এবং কণিকত্বম্ অভ্যুপেত্য “উৎপাদাৎ বা তথাগতানামমুৎপাদাৎ বা স্থিতৈষা ধৰ্ম্মাণাং ধৰ্ম্মতা ধৰ্ম্মস্থিতিতা” ইতি নিত্যতাম্ উপৈতি ইত্যাদি বহু উল্লেখ্যম্ ইতি । “ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্” ১৩২

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

যথাযথেন্তি ভাস্তব্বীপাঃ বাচ্যে—“গ্রন্থত” ইতি । মর্শনম্ ইতি বক্তব্যে পশুনা ইতি অপশব্দঃ । স্থানমিতি বক্তব্যে তিষ্ঠনা ইতি অপশব্দঃ । তিষ্ঠতে দৃশ্যে নিতি প্রত্যয়ে তিষ্ঠ পশ্বে আদেশো, যুচ্ প্রত্যয়ে তু ন তন্ত অশিদ্ধাৎ । মিহ সেচনে ইত্যন্ত নিষ্ঠাকল্প মীচম্ ইতি সিদ্ধান্তি । মিদ্ধমিতি তু অপশব্দঃ । পোষধশব্দ উপবাসে বৌদ্ধৈঃ প্রযুক্ত্যতে “স্নাতঃ শুচিবস্ত্রাভরণঃ পোষধং বিব্রুত” ইতি । স চ নোটকৈঃ অপ্রযুক্তত্বাৎ অপশব্দঃ ইতি প্রতিপাদিত । অর্থতঃ অনুপপত্তিম্ আহ—“অর্থতশ্চ” ইতি । “অক্ষরম্” অবিনাশি । নানাহনাদিধাসনানাম্ আশ্রয়ত্বাৎ অক্ষরত্বসিদ্ধিঃ । উৎপাদাৎ বা ইতি সূত্রে স্থিতা ধৰ্ম্মতা ধৰ্ম্মস্থিতিতা ইতি চ কারণত্বধৰ্ম্মত্ব কাষাধ-ধৰ্ম্মত্ব চ স্থিরত্বস্বীকারাৎ সৰ্বকণিকত্ববিরোধঃ । ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্ । ৩২

ভামতীর অনুবাদ ।

কিং বহুনা এই গ্রন্থে বিভাগ করিতেছেন—অর্থাৎ বহু বাক্য বলিয়া কি হইবে? যথা যথা অর্থাৎ গ্রন্থ অনুসারে এবং অর্থ অনুসারে এই বৌদ্ধমত ইত্যাদি । গ্রন্থ অনুসারে যথা—পশুনা, তিষ্ঠনা, মিদ্ধ, পোষধ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত পদপ্রয়োগ করা হয় । অর্থ অনুসারে যথা—নৈরাশ্য অর্থাৎ আত্মা নাই—ইহা স্বীকার করিয়া, আলয়বিজ্ঞান সকলবাসনার আশ্রয়—ইহা স্বীকার করিয়া অক্ষর অর্থাৎ বিনাশরহিত আত্মা স্বীকার করিতেছেন । এইরূপে কণিক স্বীকার করিয়া উৎপাদাৎ বা এই সূত্রে স্থিতা ধৰ্ম্মতা ধৰ্ম্মস্থিতিতা এই পদদুইটি দ্বারা কারণত্ব-ধৰ্ম্ম ও কাষাধ-ধৰ্ম্মকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, ইত্যাদি অনেক দোষ হয়, চিন্তা করিয়া দেখিবেন । অভাব অধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত হইল । ৩২

পঞ্চাধিকরণের তাৎপর্য্য ।

চতুর্থাধিকরণে সর্বাস্তিত্ববাদী কণিক বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইয়াছে, এইবার তদুপজীব্য কণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইতেছে । ভামতী ও শাস্ত্রদর্পণের মতে এই অধিকরণের দুইটি বর্ণক স্বীকার করা হয় । প্রথম বর্ণকে কণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত এবং দ্বিতীয় বর্ণকে শূন্যবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে । বস্তুতঃ যে নিয়মে অধিকরণারম্ভক সূত্র রচিত হইয়া থাকে, সেই নিয়মানুসারে শেষ তিনটি সূত্রকে একটি পৃথক্ অধিকরণের সূত্রক বলাই সম্ভব হয় । কারণ, প্রথমাস্তপদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম । এখানে নাতাব উপলক্ষেঃ এই ২৮শ সূত্রে যেমন ৫ম অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, নৈকস্মিয়ম্ সম্ভবাৎ এই ৩০শ সূত্রে যেমন জৈনমতখণ্ডনের জন্য ৬ষ্ঠ অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, তজপ ন ভাবোহনুপলক্ষেঃ এই ৩০শ সূত্রে অস্ত্র অধিকরণ আরম্ভ হওয়াই উচিত মনে হয় । যেহেতু ইহাদের প্রথমাস্তপদস্থিতিঘটিত ত্রৈক্য দৃষ্ট হইতেছে । কিন্তু এরূপে ন ভাবোহনুপলক্ষেঃ সূত্রকে কোন টীকাকার পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই । বাহা হউক এই ৫ম অধিকরণের সূত্র ৫টি এবং তাহাদের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনপক্ষে আক্ষরিক অর্থ এই—

১। নাতাব উপলক্ষেঃ ১২৮

৪। কণিকত্বাচ্চ ১৩১

২। বৈধম্মাচ্চ ন স্বপাদিবৎ ১২৯

৫। সর্বধাম্মপপত্তেশ্চ ১৩২

৩। ন ভাবোহনুপলক্ষেঃ ১৩০

ইহাদের বিজ্ঞানবাদখণ্ডনপক্ষে আক্ষরিক অর্থ এই—

১। বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহুপদার্থের অভাব নাই । কারণ, বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ যে ঘট পট, তাহাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে ।

২। স্বপাদিপ্রত্যয়ের বাধিতবিষয় এবং জাগ্রৎপ্রত্যয়ের অবাধিতবিষয়স্বরূপ ধর্ম্মত্ব, পরস্পর ভিন্ন হয় বলিয়া স্বপাদির মত জাগ্রৎপ্রত্যয় মিথ্যা নহে ।

৩। বিষয় না থাকিলেও বাসনাসমূহই আছে, তদবৈচিত্র্যপ্রযুক্ত জ্ঞানবৈচিত্র্য হয়—ইহা বলা যায় না । কারণ, ভোমার মতে বাহ্যর্থের উপলব্ধি হয় না । বস্তুতঃ বাসনার কারণ—বাহুপদার্থের অনুভব । সেই কারণরূপ

(বিজ্ঞানবাদবোধোদয়ঃ)।

[সর্বপ্রকারপণ্ডিত্যে ১৩২]

পঞ্চমাদিকরণের তাৎপৰ্য্য।

বাহ্যার্থ না থাকিলে বাস্তবরূপ কার্য হইবে কিরূপে? আশ্রয় সংস্কারের আশ্রয়ও তোমার মতে নাই, কিন্তু আশ্রয় না থাকিলে সংস্কার থাকিবে কোথায়? অতএব বাহ্যার্থ নাই, সকলই বিজ্ঞান—একথা অসঙ্গত।

৪। যদি বল আলয়বিজ্ঞানে বাসনা থাকিবে? কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, কণিক বলিয়া তাহাকেও সংস্কারের আশ্রয় বলা যায় না।

৫। এইরূপে এই মত সর্বপ্রকারেই অমুপপন্ন হয়। বৌদ্ধমতে অপশব্দের প্রয়োগ থাকায় গ্রন্থতঃ এবং নৈরাশ্র্যবাদ স্বীকার করিয়া আবার আলয়বিজ্ঞান স্বীকার করার ও নিরর্থিতান ভ্রম স্বীকার করার যুক্তিহীনতা প্রযুক্ত অর্থতঃ—ইত্যাদি সর্বপ্রকারেই ইহা অপ্রামাণিক মত।

শূন্যবাদখণ্ডনপক্ষে ইহাদের অর্থ একটু অন্তরূপ হইবে, যথা—

- ১। জ্ঞান ও বিষয়ের অভাব নাই অর্থাৎ তাহার অবস্থ বা চতুষ্কোটিবর্জিতরূপ শূন্য নহে, যেহেতু উপলব্ধ হয়।
- ২। স্বপ্নাদির মত জাগরণকালেও জ্ঞান ও অর্থ যে নাই, তাহা নহে; কারণ, স্বপ্নকালের জ্ঞান ও বিষয় বাধিত হয় এবং জাগরণকালের তাহা বাধিত হয় না বলিয়া দৃষ্টান্ত হয় না।
- ৩। নিরর্থিতান নিষেধ হইতে পারে না বলিয়া নিষেধের অধিষ্ঠান সত্য বলিতে হইবে, কিন্তু তোমার মতে তাহা নাই। কারণ, প্রমাণদ্বারা অধিষ্ঠানের উপলব্ধি হয় না।
- ৪। জগৎ কণিক ও শূন্য বলায় তোমার কথায় ব্যাঘাত হয়, সুতরাং শূন্যরূপতা সিদ্ধ হয় না।
- ৫। সর্বপ্রকারেই শূন্যবাদ অমুপপন্ন অর্থাৎ জগতের সাংব্যাবহারিকত্বদ্বারা অথবা শূন্যতাদ্বারাও শূন্যবাদ সিদ্ধ হয় না। যেহেতু নিরর্থিতান ভ্রম যেমন সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ সাধক ও সাধনভিন্ন শূন্যতাও সিদ্ধ হয় না।

পূর্বাদিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি এবং বিষয় ও সংশয় প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

(১) সঙ্গতি—

প্রথম সঙ্গতি—প্রথমাদিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি—ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি—ঐ

চতুর্থ পাল্লসঙ্গতি—ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি। অর্থাৎ বৌদ্ধগণের বাহ্যার্থবাদে স্বীকৃত পরমাণুহেতুক যে বাহ্যসমুদায় এবং স্বক্কেহেতুক যে আধ্যাত্মিক সমুদায়, তাহা অসম্ভব হয়—ইত্যাদি দোষ সিদ্ধান্তিকর্ষক বাহ্যার্থ বৌদ্ধমতে প্রদান করার, বিজ্ঞানবাদী সেই বাহ্যার্থের অপলাপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। একজ্ঞ সেই বাহ্যার্থের অপলাপকে অবলম্বন করিয়া এই অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় তাহা ইহার উপজীব্য পূর্বাদিকরণ হইল; এবং ইহা তাহার উপজীবক হইল। ইহা প্রসঙ্গসঙ্গতির অন্তর্গত।

(২) বিষয়—বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থ নাই, এইরূপ বিজ্ঞানবাদীর সিদ্ধান্ত এস্থলে বিষয়।

(৩) সংশয়—এই বিষয়টী কি প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক—ইহাই সংশয়।

(৪) পূর্বপক্ষ—বাহ্যার্থ নাই, ইহাই প্রমাণমূলক। এই বিষয়টী শাস্ত্রদর্শনগ্ৰন্থে যেরূপ আছে, তাহা এই—প্রথম বর্ণক বিজ্ঞানবাদ ও তাহার খণ্ডন—

অপ্নদীসাম্যতো বুদ্ধেবুদ্ধ্যর্থন্তু সহেক্ষণাৎ।

তদ্ভেদো নানিরূপ্যত্বাজ্জ্ঞানাকারোহর্থ ইত্যুভায়ম্॥

অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই স্বাপ্নজ্ঞানের সমান বলিয়া, এবং জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলব্ধনিয়মবশতঃ জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদ নাই; কারণ, তাহার নিরূপণ করা যায় না, অতএব পদার্থমাত্রই জ্ঞানাকার, ইহা স্বীকার কর।

বিবাদেই বিষয় জ্ঞানটী জ্ঞান ভিন্ন বস্তুবিষয়ক নহে, কারণ তাহা জ্ঞান, যেমন স্বাপ্নজ্ঞান। অন্তথা জ্ঞান না হইলেও অর্থের জ্ঞান হউক। কারণ, পরস্পরভিন্ন অর্থ ও মহিষের সহোপলব্ধিনিয়ম হয় না। আরও জ্ঞান, চক্ষুর মত স্বয়ং অপ্রকাশ হইয়া বিষয়ের প্রকাশক নহে; কারণ, তাহা হইলে বাহ্য হইতে জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহারও জ্ঞানরূপে অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হয়, এইরূপে অবস্থা হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞানই অর্থের প্রকাশ।

(বিজ্ঞানবাদিবোদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[সর্বথানুপপত্তেচ্চ । ৩২]

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

আর জ্ঞান জ্ঞেয়াকার না হইয়া জ্ঞেয়পদার্থের ব্যবস্থা করিতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে নীলজ্ঞানের দ্বারাও পীতজ্ঞান হইয়া পড়ুক । আর আকার একটিমাত্র দেখা যায়, তাহা যদি জ্ঞানেরই হয়, তাহা হইলে আর পদার্থসত্তার কোন প্রমাণ নাই । আরও বাহ্যিকপদার্থ কি পরমাণুস্বরূপ, অথবা তাহার সমষ্টি ? তন্মধ্যে প্রথমটি নহে ; কারণ, পরমাণুসকল স্থূল ও নীলাকার জ্ঞানের বিষয় হয় না । যদি বল পরস্পর মিলিত হইয়া উৎপন্ন পরমাণুসকল স্থূলাদি বুদ্ধির বিষয় হয় ? না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহাদের মিলিত হওয়াই সিদ্ধ হয় না । কারণ, নীলপরমাণু সকলের মধ্যে গন্ধরসাদি পরমাণুসকলও থাকে বলিয়া অব্যবধান হয় না । দ্বিতীয়পক্ষও হয় না । কারণ, পরমাণুসমষ্টি প্রত্যেক পরমাণুর সহিত অভিন্ন হইলে প্রথমকল্পে যে দোষ দেওয়া হইয়াছে তাহাই হয় । আর যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের অভেদ হইতে পারে না । সমবায়ও পূর্বে খণ্ডন করা হইয়াছে । অতএব এই সকল তর্কের সাহায্যে পূর্বোক্ত অনুমান হইতে স্থির হইল যে, পদার্থ জ্ঞানাকার । আর সিদ্ধসাধনও হইবে না ; কারণ, বৈদাস্তিকগণ জ্ঞানকে বিষয়াকার বলিয়া মনে করেন না । এইরূপ পূর্বপক্ষ স্থির হইলে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, যথা—

(৫) সিদ্ধান্ত—

বাধেন সোপাদিকতানুমান উপায়ভাবেন সহোপলব্ধঃ ।

সারূপ্যতো বুদ্ধিভদর্থভেদে স্থূলার্থভজো ভবতোহপি তুল্যঃ ॥

অর্থাৎ বাধবশতঃ অনুমানে উপাধি হয় । উপায়-উপেয়ভাববশতঃ জ্ঞান ও অর্থের সহোপলব্ধিনিয়ম হইয়া থাকে । সারূপ্যবশতঃ বুদ্ধিও তাহার বিষয়ের ভেদ হয় । অতএব স্থূলপদার্থের অনুপপত্তি আপনার ও সৌত্রান্তিকের সমানই । আপনি যে বলিয়াছেন—জাগরণ অবস্থার জ্ঞানটী জ্ঞানব্যতীত বস্তুবিষয়ক নহে ; কারণ, তাহাও জ্ঞান, যেমন স্বাপ্নজ্ঞান, সেস্থলে বাধ্য উপাধি হইল ; কারণ, আপনার মতে অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব । আর সেই সত্ত্ব জাগ্রৎ বুদ্ধি বিষয়ের অবাধিতই থাকে, কিন্তু স্বাপ্নজ্ঞানের বিষয় অবাধিত হয় না ; কারণ, অর্থক্রিয়াতে তাহার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে আর বাধ্য হেতুর অব্যাপক হইল না । আরও জাগরণকালের জ্ঞানেরও বাধ হইলে বাধিতার্থ সেই জ্ঞানদ্বারা স্বাপ্নজ্ঞানের বাধ হওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া তাহার নির্বিষয়ত্ব সিদ্ধ না হইলে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে । প্রমাণজ্ঞাত নহে বলিয়া তাহা উপাধিযুক্তও হইবে । কারণ, স্বাপ্নজ্ঞানের জাগরণকালের জ্ঞানের মত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বা ধূমাদি হেতুরূপ প্রমাণসকল কারণ হয় না, এবং দোষজ্ঞাত বলিয়া তাহা উপাধিযুক্ত । কারণ, স্বপ্নজ্ঞানের হেতু নিত্রারূপ দোষ মনে থাকে, অনুমানের বিষয়ও বাধিত হয় । কারণ, অর্থক্রিয়া করিতে সমর্থ জাগরণকালের বস্তুকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা দেখা যায় । আর সহোপলব্ধিনিয়মবশতঃ জ্ঞান ও বিষয়ের অভেদ বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে পদার্থের ব্যবহার, জ্ঞানরূপ কারণবশতঃ হয় বলিয়া সহোপলব্ধ নিয়ম হয়, কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের অভেদবশতঃ নহে । যেমন লোকে নিয়মিতভাবে আলোকযুক্ত রূপবিশিষ্ট বস্তু দেখিতে পায়, তাহা বলিয়া বস্তু কখনও আলোকস্বরূপ হয় না, কিন্তু সেই বস্তুর সাক্ষাৎকার বিষয়ে আলোক উপায়মাত্র হয়, ইহাও সেইরূপ । আর যে বিষয়ব্যবহারের জ্ঞাত জ্ঞান বিষয়ের তুল্যরূপ হয়, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা বিষয় স্বীকার করিতে পার না । বিষয় না থাকিলে বিষয়ের তুল্য হওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে না । আরও যে স্থূলপদার্থ পরমাণুস্বরূপ অথবা তাহার সমষ্টিস্বরূপ ? এইরূপ বিকল্প করিয়া স্থূলতার খণ্ডন করিয়াছ, তাহা স্থূলপদার্থ জ্ঞানাকার হইলেও সেই দোষ হয় । যথা যিনি পদার্থকে জ্ঞানাকার বলেন, তাহাকে পদার্থও স্বীকার করিতে হইবে । তাহা না হইলে কাহাকে জ্ঞানাকার বলিবে ? সে ক্ষেত্রে স্থূল ও নীলাকার জ্ঞানের পরমাণুসকল আকার হইতে পারে না । কারণ, পরমাণুসকল সে জ্ঞানে দেখা যায় না, অতএব পরমাণুব্যতীত পরমাণুসমষ্টি অথবা পরমাণু হইতে উৎপন্ন কোন স্থূলপদার্থ তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে । আমার কিন্তু তাহা মায়াকল্পিত, তোমার কিন্তু স্থায়ী মায়াবী উৎপাদক না থাকায় হইতে পারে না । আর বাসনাদ্বারা এই বিষয় পাওয়া যায় যে তাহা নহে, কারণ অগ্রে বিষয়ের জ্ঞান হইয়া তবে বাসনা হয়, এবং বিষয়ব্যতীত বিষয়ের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, অতএব অবশেষে বিষয় স্বীকার করিতেই হইবে । আর তোমার মতে বাসনার আশ্রয় কেহ নাই, ক্ষণিক আলম্ববিজ্ঞান জ্ঞানের উৎপত্তিকালে ও তাহার বাসনার উৎপত্তিকালে না থাকায় তাহাদের আশ্রয় হইতে পারে না । অতএব পদার্থ জ্ঞানাকার নহে, কিন্তু বাহ্যিক । আর তাহা অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্ত্বায়ুক্ত হইলেও অদ্বৈত শ্রুতিবশতঃ ব্রহ্মে কল্পিত, বাস্তবিক সত্য নহে, ইহাই বৌদ্ধমত অপেক্ষা বৈদাস্তিকসিদ্ধান্তের ভেদ জানিবে ।

(বিজ্ঞানবাদিবোধমতঃ) ।

[সর্বধানুপপত্তেঃ ৩২]

পঞ্চমাদিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

এই অধিকরণের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা ।

(৪)

যে সমস্ত সত্যবাক্য হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলেন, তাহার, সকলই অসৎ ইহা সাধন করে যে অনুমান তাহার সহিত বিরোধের সন্দেহ হইলে সমুদায়ের অনুপপত্তি প্রভৃতি উপজীব্যের অভাব সিদ্ধি হওয়ায় পূর্বের মত উপজীব্য উপজীব্যরূপ সঙ্গতি জানিবে । এস্থলে পূর্বপক্ষ পাওয়া গিয়াছে যে—

ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চানুভয়রূপকম্ ।

বিমতং তর্কগীড়্যত্বান্ মরীচিশু যথোদকম্ ।

যথা—পদার্থ জ্ঞানাকার নহে, কারণ পূর্বে তাহার নিরাস করা হইয়াছে, এবং জ্ঞানবহির্ভূত পদার্থও নাই ; কারণ, তাহা পরমাণু ও তাহার সমষ্টিরূপ কি না ? এই বিকল্পকে সহ করে না—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। আর জ্ঞানও সেরূপ নহে ; কারণ, নির্বিষয় জ্ঞান হইতে পারে না । সাক্ষীও সেরূপ নহে ; কারণ, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । যদি তাহা অনুমেয় হয়, তাহা হইলে তাহা বাহ্যিক অনুমেয় পদার্থের মত সত্য হইতে পারে না । তাহা হইলে জগৎ সত্য নহে, অসৎও নহে, কারণ দেখা যাইতেছে । সদস্যও নহে ; কারণ, সত্ত্ব ও মিথ্যাত্ব একপদার্থে বিরুদ্ধ । উভয়ভিন্নও নহে ; কারণ, একের নিষেধ অপরের বিধানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে । অতএব নিস্তত্ত্বতাই বস্তুর তত্ত্ব । এই পূর্বপক্ষ স্থির হইলে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে ।

(৫) সিদ্ধান্ত—

নাসিতোহপীহ বো মানৈর্ব্যাবহারিকমানভা ।

মানানাং তাস্ত্বিকং কিঞ্চিদবস্থনাশ্রিত্য দুর্ভগা ॥

অর্থাৎ তোমাদের প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইলেও প্রমাণসকলের প্রমাণ্য যে ব্যবহারিক, কোন সত্যপদার্থকে আশ্রয় না করিয়া তাহা বলা অতিশয় দুষ্কর । প্রমাণদ্বারা যথার্থবস্তুরই দেখা যায় বলিয়া বস্তু নাই যে তাহা নহে । নাশ্রাব উপলব্ধিঃ এই সূত্রে ইহাই বলা হইয়াছে । আর যদি বল, পূর্বোক্ত বিচারের দ্বারা প্রমাণসকলের বাস্তবিক প্রমাণ্য নিরাস করা হইতেছে—ব্যবহারিক প্রমাণ্য নিরাস করা হইতেছে না । অতএব বিষয় ভিন্ন হওয়ায় বিরোধ হইল না । না—তাহা বলিতে পার না । কারণ, তাহা হইলে বাধকপ্রমাণকে সকল প্রমাণের প্রতিপাত্ত বিষয়ের বিপরীত পরমার্থ সত্যবস্তুরই দেখাইয়া দিয়া, অত্র প্রমাণের প্রমেয়সকল হইতে তত্ত্ব উচ্ছেদ করিয়া তাহাতে ব্যবহারিকত্ব স্থাপন করিতে হইবে । কিন্তু সেই পরমার্থ বস্তু কিছুই নাই । কারণ, প্রমাণদ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না । আর যদি উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে শূন্যবাদ ত্যক্ত হইয়া পড়ে । সেইজন্য ইহা বলিয়াছেন যে, নাশ্রাব উপলব্ধিঃ । আর যদি বল, বাধকপ্রমাণ, বিচারসহ বলিয়া নিস্তত্ত্বতাই বস্তুর তত্ত্ব ইহা স্থির করিয়া দিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যে ব্যবহারিক তাহা স্থির করিয়া দেয় । তাহা হইলে এই নিস্তত্ত্বতা বস্তুটি কি ? যদি বল, তত্ত্বের অভাবই নিস্তত্ত্বতা, (উত্তর) তাহাও ত বিচারসহই, কারণ, অসৎ বস্তু যে বিচারসহ নহে, ইহা তুমিই বলিয়াছ । অত্র বস্তু হইতে পারে না ; কারণ, সেরূপ কিছুই নাই । যেহেতু অত্র বস্তু ভাবরূপ, তোমার মতে ভাবও বিচারসহ নহে । এইরূপে নিস্তত্ত্বতা বিচারসহ না হইলে সকল বস্তুই ত তত্ত্ব হইল । অতএব বাধকপ্রমাণ, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই তত্ত্ব—ইহা স্থির করিয়া দিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যে ব্যবহারিক—ইহা স্থির করিয়া দেয়, ইহাই ঠিক । আর বৈবৰ্ধ্য্য সূত্রটি পূর্বের মতই মরীচিকালের দৃষ্টান্তে বাধ্যস্বরূপ উপাধিপার বলিয়া যোজনা করিও । কণিককল্পাৎ এই সূত্রে অভ্যুপগমাৎ এই অংশটি যোগ দিতে হইবে । অতএব সকল বস্তুই কণিক বলিয়া স্বীকার করার এবং সকল বস্তু শূন্য বলিয়া স্বীকার করার বোধ নিজের কথার বিরুদ্ধ কথা বলিল ।

(৬) ফলভেদ—পূর্ববৎ (তৃতীয়াদিকরণ দ্রষ্টব্য ।)

এই বিষয়টা শ্রীমদ্ ভারতাতীর্থের গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই—

বিজ্ঞানস্কন্দমাত্রং যুজ্যতে বা ন যুজ্যতে ।

যুজ্যতে স্বপ্নদৃষ্টান্তাৎ বুদ্ধাব্যবহারতঃ ॥১

অবাধাৎ স্বপ্নবৈষম্যং বাহ্যার্থত্বপলভ্যতে ।

বহির্বদিত্তি তেহপ্যুক্তির্নাহতো ধীরর্থরূপভাক্ ॥২

অর্থঃ—বিজ্ঞানস্কন্দমাত্রং যুজ্যতে বা ন যুজ্যতে ? বুদ্ধাঃ এব ব্যবহারতঃ স্বপ্নদৃষ্টান্তাৎ যুজ্যতে । অবাধাৎ স্বপ্নবৈষম্যম্ । বাহ্যার্থত্ব উপলভ্যতে । তে অপি বহির্বৎ ইতি উক্তিঃ, অতঃ ধীঃ ন অর্থরূপভাক্ ।

একস্মিন্নভাবাধিকরণং নাম

ষষ্ঠম্ অধিকরণম্ ।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্ ।)

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ১৩৩ *

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য ।

অর্থ—বিষের বিজ্ঞানসম্বন্ধমাত্রতা সঙ্গত কি অসঙ্গত? বুদ্ধির দ্বারাই ব্যবহার হয় বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টান্তবশতঃ বিষের বিজ্ঞান-সম্বন্ধমাত্রতাই সঙ্গত। না, বাধা নাই বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টান্তটী বিষম দৃষ্টান্ত হয়। আর বাস্তব উপলব্ধি হয়। তুমিও বলিয়া থাক “বহির্বিৎ” ইত্যাদি। একজ্ঞ বুদ্ধিই অর্থরূপ নহে।

পাঠ্যভাষ্যম্ ।

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ১৩৩

নিরন্তরঃ স্তূগতসময়ঃ। বিবসনসময় ইদানীং নিরন্তরতে। সপ্ত চ এষাং পদার্থাঃ সম্ভবতাঃ জীবা জীবাশ্রবসংবরণনির্জরবন্ধগোক্ষা নাম। সংক্ষেপতস্ত্ব হ্যাবেব পদার্থো জীবা-জীবাশ্রো। যথাযোগং তন্মোরেব ইত্তরাস্তর্ভাবাৎ ইতি মন্তস্তে।

তয়োরিমম্ অপরং প্রপঞ্চম্ আচক্কেতে পঞ্চাস্তিকায়াম্ নাম, জীবাস্তিকায়ঃ পুঙ্গলান্তি-কায়ঃ ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায়শ্চ ইতি। সর্ব্বেষামপি এষাম্ অবাস্তরপ্রভেদান্ বহুবিধান্ অসময়পরিকল্পিতান্ বর্ণয়ন্তি।

সর্ব্বত্র চ ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম গ্রায়ম্ অবতারয়ন্তি। শ্রাদস্তি, শ্রাদ্ধাস্তি, শ্রাদস্তি চ নাস্তি চ, শ্রাদবজ্ঞব্যঃ, শ্রাদস্তি চ অবজ্ঞব্যশ্চ, শ্রাদ্ধাস্তি চ অবজ্ঞব্যশ্চ, শ্রাদস্তি চ নাস্তি চ অবজ্ঞব্যশ্চ ইতি। এবমেব একত্বনিত্যত্বাদিষু অপি ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং যোজয়ন্তি।

ভাষ্যভূতবাদ ।

সূত্রার্থ—জৈন আচার্য্যগণ শ্রাদস্তি শ্রাদ্ধাস্তি ইত্যাদি যে সপ্তভঙ্গীগ্রায় স্বীকার করেন, তাহা ন অর্থাৎ সঙ্গত নহে, কারণ একস্মিন্ন অর্থাৎ একপদার্থে বিরুদ্ধধর্ম্ম অসম্ভবাৎ অর্থাৎ থাকিতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নিরাস করা হইল, এক্ষণে বিবসনসময় অর্থাৎ বস্ত্রহীন জৈনগণের সিদ্ধান্ত নিরাস করা হইতেছে। আর ইহাদের অভিপ্রেত পদার্থ সাতটি, যথা—(১) জীব অর্থাৎ ভোক্তা, (২) অজীব অর্থাৎ ভোগ্য জড়পদার্থ, (৩) আশ্রব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শবলের বিষয়ের দিকে প্রবৃত্তি, (৪) সংবরণ অর্থাৎ বাহ্য ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া দেয় অর্থাৎ শমদমাদি, (৫) নির্জর অর্থাৎ যাহা সুখ ও দুঃখ ভোগদ্বারা পুণ্য ও পাপকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেয়, যথা—উত্তপ্ত প্রস্তরে আরোহণ ইত্যাদি, (৬) বন্ধ অর্থাৎ চারিপ্রকার ঘাতিকর্ম্ম এবং চারিপ্রকার অঘাতিকর্ম্ম; কারুণ, ইহার পুরুষকে সংসারে বন্ধন করিয়া রাখে, এবং (৭) মোক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয় হইলে জীবের সর্ব্বদা উদ্ধগমন। সংক্ষেপে পদার্থ দুইটি—জীব ও অজীব। কারণ, যথাসম্ভব এই দুইটির মধ্যেই অপরগুলির অন্তর্ভাব হয়, ইহা তাঁহারা মনে করেন।

তাঁহারা সেই দুইটির অর্থাৎ জীব ও অজীবের আর একটি বিবরণ দিয়া থাকেন—তাহা পঞ্চাস্তিকায় অর্থাৎ পাঁচটি পদার্থ, যথা—(১) জীবপদার্থ, (২) পুঙ্গল অর্থাৎ শরীরপদার্থ, (৩) ধর্ম্মপদার্থ, (৪) অধর্ম্মপদার্থ এবং (৫) আকাশপদার্থ। এই সকলেরই নানাবিধ অবাস্তরভেদ তাঁহারা নিজমত অনুসারে কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকেন।

আর সকল পদার্থেই সপ্তভঙ্গীনয় নামক গ্রায়ের অবতারণা করেন। যথা—কোন বস্তু আছে এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিলে (১) শ্রাদস্তি অর্থাৎ কোনপ্রকারে আছে, অর্থাৎ ঘটত্বাদিরূপে আছে, এইরূপ প্রথম ভঙ্গের ব্যবহার হয়। কোন বস্তু নাই এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিলে (২) শ্রাদ্ধাস্তি অর্থাৎ কোন প্রকারে অর্থাৎ প্রাপ্যরূপে

* এখানে “ন” এই প্রথমস্ত পদ থাকার ইহা অধিকরণ আরম্ভক হইল। বিষ্ণুপুরাণের (৩য় অংশ) মতে এই জৈনমতটীও বুদ্ধমতের দ্বার দেবভাগ্যের প্রার্থনার, ধ্বংসস্তব সত্যযুগেই, ভগবান্ বিষ্ণু অহরগণ বিমোহনার্থ স্বশরীর হইতে যে মাতামোহ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত। অতএব ইহাও গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদ। সারামোহ, বৈদিক নিকর্ষাণবাদেরই বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া জৈন ও বৌদ্ধমত প্রচার করার ইচ্ছাদের মূল বোধ। আর তজ্জন্ম ইহা বৈদিকমতে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হয়, আর সেইজন্যই বেদব্যাঙ্গ এই বেদান্তদর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডনের দ্বার ইহারও খণ্ডন করিলেন। এই খণ্ডন দেখিয়া এই গ্রন্থকে বাঁহারা দোষমবুদ্ধের পরবর্ত্তী বলেন, তাঁহাদের মত গ্রাহ্য নহে।

(জৈনমতবাদবৎসর্গঃ ।)

[নৈকশ্লিষ্টসম্ভবাৎ ১৩৩]

ভাষ্যানুবাদ ।

নাই, এইরূপ দ্বিতীয় ভঙ্গ ব্যবহার হয়, এবং ক্রমশঃ উত্তর বলিতে ইচ্ছা করিলে (৩) শ্রাদ্ধস্তি চ নাস্তি চ অর্থাৎ কোনপ্রকারে আছে এবং কোনপ্রকারে নাই এইরূপ তৃতীয়ভঙ্গের ব্যবহার হয়, এবং একসঙ্গে উভয়ের ইচ্ছা করিলে উভয়শব্দ একসঙ্গে বলা যায় না বলিয়া (৪) শ্রাদ্ধবস্তব্য অর্থাৎ কোন প্রকারে বস্তব্য নহে—এইরূপ চতুর্থভঙ্গ ব্যবহার হয়। প্রথমভঙ্গ ও চতুর্থভঙ্গের ইচ্ছা করিলে (৫) শ্রাদ্ধস্তি চ অবস্তব্যশ্চ অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে এবং বস্তব্য নহে, এইরূপ পঞ্চমভঙ্গের ব্যবহার হয়। দ্বিতীয়ভঙ্গ ও চতুর্থভঙ্গের ইচ্ছা হইলে (৬) শ্রাদ্ধাস্তি চ অবস্তব্যশ্চ অর্থাৎ কোন প্রকারে নাই এবং অবস্তব্য, এইরূপ ষষ্ঠভঙ্গের ব্যবহার হয়, তৃতীয়ভঙ্গ ও চতুর্থভঙ্গ ইচ্ছা করিলে (৭) শ্রাদ্ধস্তি চ নাস্তি চ অবস্তব্যশ্চ অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে ও নাই এবং অবস্তব্য এইরূপ সপ্তমভঙ্গের ব্যবহার হয়। এই প্রকারেই একত্ব নিত্য প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গী নিয়ম ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কোন প্রকারে এক, কোন প্রকারে অনেক, এবং কোন প্রকারে নিত্য, কোন প্রকারে অনিত্য ইত্যাদি বলা হয়।

ভামতী ।

নিরন্তঃ মুক্তকচ্ছানাং সুগতানাং সময়ঃ । বিবসনানাং সময় ইদানীং নিরন্ততে । তৎসময়ম্ আহ—সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাম্—“সপ্ত চৈবাং পদার্থাঃ সম্মতা” ইতি । তত্র সংক্ষেপম্ আহ—“সংক্ষেপতন্ত্ব দ্বাবেব পদার্থৌ” ইতি । বোধাত্মকো জীবঃ জড়বর্গস্ত্ব অজীবঃ ইতি । যথাযোগ্য তয়োর্জীবজীবয়োঃ ইমম্ অপরং প্রপঞ্চম্ আচক্ষতে । তন্ম আহ—“পঞ্চাস্তিকায়াম নামে”তি । “সর্ব্বেষামপোষাম্ অবাস্তরপ্রভেদান্” ইতি । জীবাস্তিকায়স্তি—বন্ধঃ মুক্তঃ নিত্যসিদ্ধশ্চ ইতি । পুদ্গলাস্তিকায়ঃ বোটা—পৃথিব্যাदीনি চত্বারি ভূতানি স্থাবরং জঙ্গমং চ ইতি । ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ প্রবৃত্তানুমেয়ঃ, অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ স্থিতানুমেয়ঃ । আকাশাস্তিকায়ঃ দ্বৈধা—লোকাকাশঃ অলোকাকাশশ্চ । তত্র উপর্য্যুপরি স্থিতানাং লোকানাং অন্তর্বর্তী লোকাকাশঃ, তেষাম্ উপরি যোগস্থানম্ অলোকাকাশঃ । তত্র হি ন লোকাঃ সন্তি ।

তৎ এবং জীবজীবপদার্থৌ পঞ্চমা প্রপঞ্চিতৌ । আশ্রবসংবরনির্জরাস্ত্রয়ঃ পদার্থাঃ প্রবৃত্তিলক্ষণাঃ প্রপঞ্চ্যন্তে । দ্বিধা প্রবৃত্তিঃ, সম্যক্ মিথ্যা চ । তত্র মিথ্যাপ্রবৃত্তিঃ আশ্রবঃ । সম্যক্ প্রবৃত্তী তু সংবরনির্জরৌ । আশ্রাবয়তি পুরুষঃ বিষয়েষু ইতি ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ আশ্রবঃ । ইন্দ্রিয়দ্বারা হি পৌরুষং জ্যোতিঃ বিষয়ান্ স্পৃশং রূপাদিজনরূপেণ পরিণমতে ইতি । অস্ত্রে তু কর্ম্মাণি আশ্রবম্ আহুঃ । তানি হি কঠারম্ অভিব্যাপ্য অবস্তু, কঠারম্ অমুগচ্ছন্তি ইতি আশ্রবঃ । সেয়ং মিথ্যাপ্রবৃত্তিঃ, অনর্থহেতুত্বাৎ । সংবরনির্জরৌ চ সম্যক্ প্রবৃত্তী । তত্র শমদমাদিরূপা প্রবৃত্তিঃ সংবরঃ । সা হি আশ্রবশ্রোতসঃ দ্বারং সংবরণোতি ইতি সংবর উচ্যতে । নির্জরস্ত্ব অনাদিকালপ্রবৃত্তিকব্যাকলুষপুণ্যাপুণ্যপ্রহাণহেতুঃ তপ্তশিলারোহণাদিঃ । স হি নিশেষং পুণ্যাপুণ্যং সুখদুঃখোপভোগেন জরয়তি ইতি নির্জরঃ

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

একরূপত্রকসম্বয়বিবোধেনেকান্তবাদভঙ্গত্বং বুদ্ধিসম্মিধানলক্ষণাঃ সঙ্গতিম্ আহ—“নিরন্ত” ইতি । মুক্তকচ্ছনু নিরন্তে বুদ্ধিবসনা বুদ্ধিঃ ভবন্তি ইতি । অথবা সময়মাত্রসিদ্ধপঞ্চকাদিপদার্থশ্রুতারাভাসে নিরন্তে পঞ্চাস্তিকারাদিসাময়িকপদার্থাশ্রিতং জ্ঞানভাসঃ পুরুষঃ ভবতি বুদ্ধিহম্ । তদ্বৎ সময়পদেন বৃচিতম্ । উপলক্ষেঃ অর্থসম্বৎ তদনেকান্তোহপি উপলক্ষেরহাতি ইতি অর্থসংগতি । অতীতি কালন্তে দক্ষান্তে ইতি আত্মকারাঃ কৈ গৈ শক্যে । অর্থনু নিত্যসিদ্ধঃ । ইতরে কেচিৎ সাধনৈঃ মুক্তাঃ । অস্ত্রে বন্ধাঃ । “প্রবৃত্তানুমেয়” ইতি । সম্যক্ মিথ্যাত্বেন প্রবৃত্তির্দৈবিত্বাৎ বক্ষ্যতি । তত্র ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ সম্যক্ প্রবৃত্তানুমেয় ইত্যর্থঃ । শাস্ত্রীরবাহুপ্রবৃত্তা হি আশ্রবঃ অপূর্বাধাঃ ধর্ম্মঃ অনুস্মীরতে ইত্যর্থঃ । “অধর্মে”তি । উদ্বিগমনশীলো হি জীবঃ তত্ৰ দেহে অবস্থানেন অধর্ম্মঃ অনুস্মীরতে ইত্যর্থঃ । বন্ধমোক্ষৌ কলে । প্রবৃত্তী তু সমীচনযৌচ্যৌ, তয়োঃ সাধনে তে দর্শয়তি —“আশ্রবে”তি । আশ্রাবয়তি গময়তি ।

ভামতীর অনুবাদ ।

মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত নিরাস করা হইল । এক্ষণে বস্তুহীন জৈনদিগের সিদ্ধান্ত নিরাস করা হইতেছে । সপ্ত চৈবাং পদার্থাঃ এই গ্রন্থদ্বারা সংক্ষেপে ও বিস্তারে তাহাদের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন । তাহারা বলেন

(নৈমিত্তিকবাক্যপুস্তকঃ ।)

[মৈকশ্লিষ্টসম্ভবাৎ । ৩৩]

ভাষ্যতী।

সংক্ষেপভুক্ত স্বাবেব পদার্থে^১ এই গ্রন্থদ্বারা সংক্ষেপে তাহাদের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। জীব চৈতন্যরূপ এবং অচেতন সকল জীবন্তি। যথাসম্ভব সেই জীব ও অজীবের আর একটি বিবরণ বলা হইতেছে। পঞ্চাশ্তিকার্য্য নাম এই গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন। সর্ব্বব্যাপ্যোব্যাপ্য অবাস্তুরপ্রভেদান্ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—জীবপদার্থ তিন প্রকার, যথা—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ। পুঙ্গলপদার্থ ছয় প্রকার—পৃথিবী ইত্যাদি চারিটি ভূত এবং স্থাবর ও জলম। ধর্ম্মপদার্থ টি প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমেয়, এবং অধর্ম্মপদার্থ টি শরীরে অবস্থিতি দ্বারা অনুমেয়। আকাশপদার্থ দুই প্রকার, যথা—লোকাকাশ এবং অলোকাকাশ। তন্মধ্যে উপরে উপরে বর্তমান লোকসকলের অন্তর্গত যে আকাশ, তাহাই লোকাকাশ, এবং তাহাদের উপরে যে মোক্ষস্থান, তাহাই অলোকাকাশ; কারণ, সেখানে কোন লোক নাই। অতএব এইরূপে জীব ও অজীবপদার্থ পাঁচ প্রকার বলা হইল। আশ্রব সংবর ও নির্জর এই তিনটি প্রবৃত্তিপদার্থের বিবরণ করা হইতেছে। প্রবৃত্তি দুই প্রকার, সত্য ও মিথ্যা। তন্মধ্যে মিথ্যাপ্রবৃত্তি—আশ্রব। আর সত্যপ্রবৃত্তি—সংবর ও নির্জর। মাল্লথকে বিশ্বের দিকে লইয়া যায় বলিয়া ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিই—আশ্রব। কারণ, পুরুষের প্রকাশ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সকলে সম্বন্ধ হইয়া রূপাদির জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় কর্ম্মকে আশ্রব বলেন। কারণ, তাহারা কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া যায়, অর্থাৎ কর্ম্মের অনুসরণ করে, এইজন্য তাহারা আশ্রব। ইহাই সেই মিথ্যাপ্রবৃত্তি, যেহেতু উহাই অনর্থের হেতু। সংবর এবং নির্জর সত্যপ্রবৃত্তি। তন্মধ্যে শমদমাদিরূপ প্রবৃত্তি সংবর। কারণ, তাহা আশ্রবস্রোতঃ অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবাহদ্বারা-ইন্দ্রিয়কে সংবরণ করে অর্থাৎ অবরোধ করে, এইজন্য তাহাকে সংবর বলে। আর অনাটিকালসংকীর্ণ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি জ্ঞান কথারূপ কণ্ঠ অর্থাৎ ক্রোধাদি এবং পুণ্য ও পাপের বিনাশ হেতু উত্তম শিলারোহণপ্রভৃতিকেই নির্জর বলে। কারণ, তাহা স্থখদুঃখ উপভোগদ্বারা পুণ্য ও পাপকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করিয়া দেয়, এইজন্য তাহাকে নির্জর বলা হয়।

ভাষ্যতী।

বন্ধঃ অষ্টবিধঃ কর্ম্ম। তত্র যাতিকর্ম্ম চতুর্বিধম্। তদ্ যথা—জ্ঞানাবরণীয়ং, দর্শনা-
বরণীয়ং, মোহনীয়ম্, অন্তরায়ম্ ইতি। তথা চত্বারি অঘাতিকর্ম্মাণি। তদ্ যথা—বেদনীয়ং,
নামিকং, গোত্রিকম্, আয়ুষ্ক চ ইতি। তত্র সম্যক্ জ্ঞানং ন মোক্ষসাধনং, ন হি জ্ঞানাৎ বস্ত-
সিদ্ধিঃ অতিপ্রসঙ্গাৎ ইতি বিপর্য্যয়ঃ জ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম্ম উচ্যতে। আর্হতদর্শনাভ্যাসাৎ ন মোক্ষ
ইতি জ্ঞানং 'দর্শনাবরণীয়ং কর্ম্ম। বহু বিপ্রতিষিদ্ধেযু তীর্থকরৈঃ উপদর্শিতেষু মোক্ষমার্গেষু
বিশেষানবধারণং মোহনীয়ং কর্ম্ম। মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তানাং তদ্বিষয়কং বিজ্ঞানম্ অন্তরায়ং কর্ম্ম।
তানি ইমানি শ্রেয়োহন্তঃস্বাৎ যাতিকর্ম্মাণি উচ্যন্তে। অঘাতীনি কর্ম্মাণি। তদ্ যথা—বেদনীয়ং
কর্ম্ম গুরুপুঙ্গলবিপাকহেতুঃ, তদ্ধি বন্ধোহপি ন নিঃশ্রেয়সপরিপন্থিঃ; তত্ত্বজ্ঞানাবিঘাতকস্বাৎ।
গুরুপুঙ্গলারম্ভকবেদনীয়কর্ম্মাণ্যুপাধিঃ নামিকং কর্ম্ম। তদ্ধি গুরুপুঙ্গলস্ত আত্মাবস্থাং কল-
ব্দবৃদ্ধাদিম্ আরভতে। গোত্রিকম্ অব্যাকৃতং ততোহপি আত্মাং শক্তিরূপেণ অবস্থিতম্।
আয়ুষ্ক তু আয়ুঃ কায়তি কথয়তি, উৎপাদনদ্বারা ইতি আয়ুষ্কম্। তানি এতানি গুরু-
পুঙ্গলগাত্ৰায়স্বাৎ অঘাতীনি কর্ম্মাণি। তদেতৎ কর্ম্মাষ্টকং পুরুষং বন্ধাতি ইতি বন্ধঃ।

বিগলিত সমস্তক্লেশতদ্বাসনস্ত অনাবরণজ্ঞানস্ত সূত্রে কতানস্ত আত্মনঃ উপরিদেশাবস্থানং
মোক্ষ ইত্যেকৈ। অস্তে তু উৎকর্ষমনশীলো হি জীবঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিকায়ৈন বন্ধঃ তদ্বিমোক্ষাৎ যৎ
উৎকর্ষং গচ্ছতেব স মোক্ষঃ ইতি। তে এতে সপ্তপদার্থাঃ জীবাদয়ঃ সহ অবাস্তুরপ্রভেদৈঃ উপপ্লবন্তাঃ।

তত্র "সর্ব্বত্র চ ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম শ্রায়ম্ অবতারয়ন্তি। শ্রাদান্তি, শ্রাদান্তি, শ্রাদান্তি
চ নাস্তি চ, শ্রাদবস্তব্যঃ, শ্রাদান্তি চ অবস্তব্যশ্চ, শ্রাদান্তি চ অবস্তব্যশ্চ, শ্রাদান্তি চ নাস্তি চ
অবস্তব্যশ্চ" ইতি। শ্রাদবস্তব্যঃ খলু অয়ং নিপাতঃ তিঙস্তপ্রতিরূপকঃ অনেকাস্ততোভী। যথাহঃ—

"বাক্যেনৈকাস্ততোভী গম্যং প্রতি বিশেষণম্।

শ্রাদ্রিপাতোহর্থযোগিকস্বাৎ তিঙস্তপ্রতিরূপকঃ"। ইতি। (নবতীর্থঃ)

(জৈনমতবাদধ্বংসম্ ।)

[নৈকশ্মিন্নসমুদাৎ । ৩৩]

যদি পুনঃ অয়ম্ অনেকান্তত্তোতকঃ শ্রাচ্ছকো ন ভবেৎ, শ্রাদস্তি ইতি বাক্যে শ্রাৎপদম্ অনর্থকং শ্রাৎ, তৎ ইদম্ উক্তম্—“অর্থযোগিহাৎ” ইতি । অনেকান্তত্তোতকত্বে তু শ্রাদস্তি কথঞ্চিং অস্তি ইতি শ্রাৎপদাৎ কথঞ্চিং অর্থঃ অস্তি ইত্যনেন অমুক্তঃ প্রতীয়তে ইতি ন আনর্থক্যম্ । তথাচ—

“শ্রাদ্ধাদঃ সৰ্ব্বধৈকান্তত্যাগাৎ কিংবৃন্তচিৎবিধেঃ ।

সপ্তভঙ্গনয়াপেক্ষা হেয়োদেয়বিশেষকৃৎ” ॥ (অনন্তবীৰ্য্যঃ)

কিংবৃন্তে প্রত্যয়ে খলু অয়ং চিন্নিপাতবিধিনা সৰ্ব্বথা একান্তত্যাগাৎ সপ্তম্ একান্তেষু যো ভঙ্গঃ তত্র যো নয়ঃ তদপেক্ষঃ সন্ হেয়োপাদেয়ভেদায় শ্রাদ্ধাদঃ কল্পতে । তথাহি—যদি বস্তু অস্ত্যেব ইতি এব একান্ততঃ, তৎ সৰ্ব্বথা সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বাশ্রনা অস্ত্যেব ইতি ন তদীপ্সাজিহাসাভ্যাং কচিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিং কশ্চিৎ প্রবৰ্ত্তেত নিবৰ্ত্তেত বা ; প্রাপ্তাপ্রাপণীয়ত্বাৎ, হেয়হানানুপপত্তেচ্চ । অনেকান্তপক্ষে তু কচিৎ কদাচিৎ কশ্চিৎ সত্ত্বে হানোপাদানে প্রেক্ষাবতাং কল্পেতে ইতি ।

বেদান্তকল্পতরঃ ।

“বন্ধঃ অষ্টবিধমি”তি । যজ্ঞপি পূৰ্ব্বোক্ত আশ্রবোহপি বন্ধঃ তথাপি তচ্ছত্বাৎ অয়মপি বন্ধ ইত্যর্থঃ । “অতিপ্রসঙ্গাদি”তি । আশ্রমোদকাধিজ্ঞানেভ্যোহপি মোদকাদিসিক্তিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ । “বিপাকহেতুরি”তি । শরীরাকারেণ পরিণামহেতুঃ । তচ্চ কর্ম বেদনীয়ঃ শরীরবারেণ তত্ত্ববেদনহেতুত্বাৎ ইতি । শুক্রশোণিতবাতিরেকজাতং মিলিতং তদুভয়স্বরূপম্ আয়ুকম্ । তস্ত দেহাকারপরিণামশক্তিঃ গোত্রিকম্ । শক্তিমতি তস্মিন্ বাক্তে কলণাধ্যবাস্তবাহুয়া বৃদ্ধাশ্রয়শাস্ত আরম্ভকঃ ক্রিয়াবিশেষঃ নামিকম্ । সক্রিয়স্ত বীজস্ত তেজঃ-পাকবশাৎ ঈষদ্বনীতাবঃ শরীরাকারপরিণামহেতুঃ বেদনীয়ম্ ইতি বিভাগঃ । কায়তি ইতি কৈ গৈ শব্দে ইত্যন্ত রূপম্ । শ্রাদস্তি চ নাস্তি চ ইত্যন্তং অবজ্ঞা ইত্যন্ত অধ্যস্তাং সৰ্ব্বজনীয়ম্ । সপ্ত চ একান্তভঙ্গাঃ কথং কথং কদা কদা চ প্রসঙ্গি ইত্যপেক্ষায়াম্ অনন্তবীৰ্য্যঃ প্রতিপাদয়ামাস—

“তদ্বিধানবিবক্ষায়াঃ শ্রাদ্ধাতীতি গতির্ভবেৎ । শ্রাদ্ধাতীতি প্রয়োগঃ শ্রাৎ তন্নিষেধে বিবক্ষিতে ॥

ক্রমেণোত্তরবাহুয়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভূৎ । যুগপৎ তদ্বিবক্ষায়াং শ্রাদ্ধাত্যমশক্তিতঃ ॥

আশ্রাবাত্যবিবক্ষায়াঃ পক্ষবোভঙ্গ ইয়তে । আশ্রাবাত্যবিবক্ষায়াঃ বটভঙ্গসমুদ্ভবঃ ॥

সমুচ্চয়েন যুক্তস্ত সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যতে” ॥ ইতি

যুগপদন্তিহনাস্তিত্বয়োঃ বিবক্ষায়াঃ বাচ্যঃ ক্রমবৃত্তিত্বাৎ উত্তরং যুগপৎ অব্যচ্যম্ । আশ্রবঃ অস্তিত্বভঙ্গঃ অস্ত্যেন অসংশেন সহ যুগপৎ অব্যচ্যঃ । অশ্রাবস্ত আশ্রবভঙ্গেন সহ যুগপৎ অব্যচ্যঃ । সমুচ্চিতরূপস্ত ভঙ্গ এতৈকেন সহ যুগপৎ অব্যচ্য ইত্যর্থঃ । অথবা সদনুভবম্ একান্তে ভগ্নে অনির্বাচ্যনিয়মভঙ্গঃ শ্রাদ্ধবজ্ঞা ইতি কৃতঃ । তেষেব পক্ষেষু তত্ত্বপূৰ্ব্বপক্ষবাহ্যন্তানির্বাচ্যভিনিয়মঃ স্যাদস্ত্যাবজ্ঞা ইত্যাদিনা ভজ্যতে ।

ননু অস্তি স্যাৎ ইতি বৰ্ত্তমানবিসিদ্ধিবাচিনোঃ কথম্ একাৰ্ণপার্থ্যবসানম্ অত আহ—“স্যাচ্ছদঃ” ইতি । তিঙস্তত্বাৎ অতো ন বিধার্থতা ইত্যর্থঃ । “বাক্যম্” ইতি । স্যাদস্তি ইত্যাদিবাক্যম্ স্যাৎ ইতি অয়ং শব্দঃ তিঙস্তসদৃশো নিপাত ইত্যর্থঃ । কোহস্যার্থ ইতি তত্রাহ—“অনেকান্তে”তি । অনেকান্তঃ কিং বাতন্ত্রোণ প্রতিপাক্ততে ? ন ইত্যাহ—“গম্যং প্রতি” ইতি । গম্যম্ অস্তিত্বাদি । কৃতঃ অস্যা অনেকান্তত্তোভিত্তম্ অত আহ—“অর্থযোগিহাদি”তি । এতৎ উপপাদয়তি—“যদি পুনঃ” ইতি । ব্যতিরেকম্ উক্তম্ । অয়ম্ আহ—“অনেকান্তত্তোতকত্বে তু” ইতি । স্যাৎপদেন অনেকান্তাভিধানে কিং প্রয়োজনম্ অত আহ—“তথা চে”তি । যথা স্যাচ্ছদস্য অনেকান্ত-ত্তোতকত্বং জৈনৈকরূপং, তথা তৎপ্রয়োজনং চ উক্তম্ ইত্যর্থঃ । স্যাধাদঃ হেয়োপাদেয়বিশেষকৃৎ ইত্যর্থঃ । কিংশব্দাৎ “কিমশ্চ” ইতি সূত্রেণ ধর্মুপ্রত্যয়ো ভবতি, ততঃ কথম্ ইতি রূপং লভ্যতে, তদুপরি চিৎ ইতি অয়ং নিপাতো বিধীয়তে, ততঃ কথঞ্চিং ইতি স্যাৎ, তন্মাত্রং কিংবৃন্তচিৎবিধেঃ হেতোঃ কথঞ্চিং অস্তি কথঞ্চিং নাস্তি ইত্যাদিরূপাৎ সৰ্ব্বথা একান্তত্যাগাৎ ভবন্তঃ সপ্তভঙ্গনয়ম্ অপেক্ষা স্যাধাদো হেয়ো-পাদেয়বিশেষকৃৎ ইত্যর্থঃ । কিংবৃন্তে কিংশব্দাৎ উপরিবৃন্তে প্রত্যয়ে ধমি, সপ্তম্ একান্তেষু অণ্যাদি নিয়মেব ইত্যর্থঃ । সপ্তানাম্ একান্তানাং ভগ্নে হেতুঃ শ্রাৎ দর্শয়তি—“তথাহি” ইতি । ন প্রবৰ্ত্তেত ইত্যন্ত হেতুম্ আহ—“প্রাপ্তে”তি । সতঃ বস্তুনঃ প্রাপ্তস্ত অপ্রাপণীয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ । ন নিবৰ্ত্তেত ইত্যন্ত হেতুম্ আহ—“হেরে”তি । অসত্ত্বে হি একান্তে হেরমেব তত্ত্বমেব আহিতঃ সৰ্ব্বথা শ্রাৎ তস্য চ সাধ্যং হানম্ অনুপপন্নম্ ইত্যর্থঃ ।

ভাসতীর অনুবাদ ।

বন্ধ—আট প্রকার কর্ম । তন্মধ্যে ষাটিকর্ম চারিপ্রকার । যথা—জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় এবং অন্তরায় । আর চারিটি অযাতিকর্ম, যথা—বেদনীয়, নামিক, গোত্রিক এবং আয়ুক । তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষসাধন নহে, যেহেতু জ্ঞান হইতে বস্তুর সিক্তি হয় না ; কারণ, অতিব্যাপ্তি হয় এইরূপ বিপরীতবুদ্ধিকে জ্ঞানাবরণীয় কর্ম বলা হয় । জৈনশাস্ত্র অভ্যাসবশতঃ মোক্ষ হয় না—এই জ্ঞানকে দর্শনাবরণীয় কর্ম বলা হয় । তীর্থকর অর্থাৎ শাস্ত্রকারণের প্রদর্শিত বহু বিবিধ মোক্ষপথে বিশেষানবধারণের অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে

(জৈনমতবাদধৰ্ম্মনম্ ।)

[নৈকস্মিন্নসম্বাৎ ১৩৩]

ভাষ্যতীৰ অমুবাৎ ।

কোনটা মোক্ষমার্গ, এইরূপ নিশ্চয়াভাবের নাম মোহনীয় কৰ্ম্ম । যাঁহারা মোক্ষপথে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই পথের বিঘ্নদায়ক যে জ্ঞান তাহাঁর নাম অন্তরায় কৰ্ম্ম । সেই এই কৰ্ম্ম সকল শ্রেয়ঃ নাশ করিয়া দেয় বলিয়া ইহাদিগকে আতিকৰ্ম্ম বলা হয় । অঘাতি কৰ্ম্ম যথা—শুক্র পরমাণুসকলের শরীররূপে পরিণামের কারণ যে ঘন অবস্থা তাহাঁর নাম বেদনীয় কৰ্ম্ম । কারণ, তাহা বন্ধ হইলেও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষের বিরোধি নহে, যেহেতু তাহা তত্ত্বজ্ঞানের নাশক নহে । (অর্থাৎ শরীরদ্বারা পরম্পরায় তত্ত্বজ্ঞানের হেতু বলিয়া তাহাকে বেদনীয় কৰ্ম্ম বলে) শুক্রপুদ্গল অর্থাৎ শুক্র পরমাণু হইতে উৎপন্ন দেহের জনক বেদনীয় কৰ্ম্মের অমুকূল যে কৰ্ম্ম, অর্থাৎ শুক্রের ক্রিয়াবিশেষ, তাহা নামিক কৰ্ম্ম । কারণ, তাহা শুক্রপুদ্গলের প্রথম অবস্থা—কলল বৃদ্ধবৃদ্ধাদিকে আরম্ভ করে । তাহাঁরও প্রথম অবস্থা যাহা শক্তিরূপে থাকে, অর্থাৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ অব্যাকৃত যে অবস্থা, তাহা গোত্রিক কৰ্ম্ম । আর আয়ুকে উৎপাদনদ্বারা যাহা প্রকাশ করে, তাহা আয়ুষ্কৰ্ম্ম, অর্থাৎ শুক্র ও গোত্রিতের মিলন অবস্থাকে আয়ুষ্কৰ্ম্ম বলে । সেই এই কৰ্ম্মগুলি শুক্রপুদ্গলকে অবলম্বন করিয়া হয় বলিয়া তাহাদিগকে অঘাতিকৰ্ম্ম বলা হয় । এই সেই আটটি কৰ্ম্ম মানুষকে বন্ধন করে । এইজন্ত ইহাদিগকে বন্ধ বলা হয় ।

যাহাঁর রাগাদি সমস্ত ক্লেশ ও তাহাঁর বাসনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহাঁর জ্ঞানের কোন আবরণ নাই এবং যিনি স্মৃতিহীন অর্থাৎ একমাত্র স্মৃতিরূপে সেই আত্মার উচ্চদেশে অর্থাৎ অলোকাকাশে অবস্থিতই মোক্ষ—ইহা কেহ কেহ বলেন । আর অপরে বলেন—উর্দ্ধে গমন করাই জীবের স্বভাব, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মদ্বারা তিনি বন্ধ হন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নিবৃত্তিতে তিনি যে উর্দ্ধে গমন করিতে থাকেন তাহাঁর নাম মোক্ষ । সেই এই জীবাদি সাতটি পদার্থ অবাস্তর ভেদের সহিত উল্লিখিত হইল ।

এ বিষয়ে তাঁহারা সকল পদার্থেই শ্রাদ্ধস্তি শ্রাদ্ধস্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গীয় নামক জ্ঞানের অবতারণা করিয়া থাকেন । এই শ্রাৎ শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ তিঙস্তপদের তুলা, অনেকান্তের জ্যোতক, অর্থাৎ অনিয়ত অর্থের বাচক । যেমন তাঁহারা বলেন—

বাক্যেধনেকান্তজ্যোতী গম্যং প্রতি বিশেষণম্ ।

শ্রাদ্ধিপাতোহর্থবোগিত্বাৎ তিঙস্তপ্রতিরূপকঃ ॥ ইতি

অর্থাৎ শ্রাদ্ধস্তি ইত্যাদি বাক্যে শ্রাৎ এই শব্দটি তিঙস্তপদের তুলা, ইহা নিপাতনে সিদ্ধ হয়, এবং ইহা গম্য অর্থাৎ অস্তিত্বাদির বিশেষণ ও অনেকান্তের জ্যোতক ; কারণ, তাহা অর্থযোগী, অর্থাৎ সার্থক—নিরর্থক নহে । যদি এই শ্রাৎশব্দটি অনেকান্তের জ্যোতক না হইত, তাহা হইলে শ্রাদ্ধস্তি এই বাক্যে শ্রাৎ এই পদটি বৃথা হইত । সেইজন্ত অর্থবোগিত্বাৎ এই বাক্যটি বলা হইয়াছে । আর যদি অনেকান্তের জ্যোতক হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধস্তি অর্থাৎ কোনপ্রকারে আছে, এইরূপে শ্রাৎ এই পদ হইতে “কোন প্রকারে” এই অর্থটি জ্ঞান হইতেছে । এই অর্থটি অস্তি এই পদদ্বারা বলা হয় নাই । অতএব বৃথা হইল না । তাহাই বলা হইয়াছে, যথা—

“শ্রাদ্ধবাদঃ সর্ববৈধিকান্তত্যাগাৎ কিংবন্তচিৎবিধেঃ ।

সপ্তভঙ্গনয়াক্ষপক্ষো হেয়াদেয়বিশেষকৃতঃ” ॥ ইতি

অর্থাৎ কিম্ শব্দের পর যে থম্ প্রত্যয় হইয়াছে, তাহাতে চিৎ এই নিপাতন বিধি দ্বারা সকলপ্রকারে একান্ত অর্থাৎ নিয়ম ত্যাগ করায় সাতটি নিয়মে যে ভঙ্গ হয়, তাহাতে যে জ্ঞান, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া হয় ও উপাদেয় বিশেষ করিবার জন্ত শ্রাদ্ধবাদ কল্পনা করা হয় । অর্থাৎ যদি কোন বস্তু নিয়মিতভাবে থাকেই, তাহা হইলে তাহা সকলপ্রকারে সকলসময়ে সকলস্থানে সকলরূপে থাকেই, অতএব তাহাঁর দীপ্ণা ও জিহাসাবশতঃ অর্থাৎ লাভের ইচ্ছা ও ত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ কোনস্থানে কোন সময়ে কোনপ্রকারে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইত না বা নিবৃত্ত হইত না ; কারণ, পাওয়া বস্তু পাইতে হয় না, এবং যদি অসন্তাই একান্তিক হয়, তাহা হইলে তাহা ত পরিত্যজাই আছে, অতএব ত্যক্তবস্তুর ত্যাগ হইতে পারে না । কিন্তু অনেকান্তপক্ষে কোন স্থানে কোন সময়ে কোন বস্তু থাকিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির ত্যাগ ও গ্রহণের কল্পনা যায় । অর্থাৎ অস্তিত্বই যদি বস্তুর স্বভাব হইত, তাহা হইলে সকলস্থানেই সর্বদাই সকলেই যে কোন বস্তু পাইত, তাহা

(সৈন্যবস্ত্রধারণম্ ।)

[নৈকগ্নিম্নসম্ভবাৎ ১৩৩]

ভাস্তরী অম্বাদ ।

ত পায় না, অতএব অস্তিত্ব বস্তুর স্বভাব নহে। আর নাস্তিত্বই যদি বস্তুর স্বভাব হইত, তাহা হইলে আর কোন বস্তু ত্যাগ করিতে হইবে না; কারণ, যে বস্তু নাই, তাহার আবার ত্যাগ হইবে কি করিয়া? কিন্তু অনেকান্ত বস্তুর স্বভাব হইলে উভয়ই হইতে পারে।

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অত্র আচক্ষ্মহে—নায়ম্ অভ্যুপগমঃ যুক্তঃ ইতি। কূতঃ? “একগ্নিম্ন অসম্ভবাৎ”। ন হি একগ্নিম্ন ধর্ম্মিণি যুগপৎ সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশঃ সম্ভবতি শীতোষ্ণবৎ। যে এতে সপ্ত-পদার্থা নির্দ্ধারিতা এতাবস্ত্বঃ এবংরূপাশ্চ ইতি তে তথৈব বা স্ম্যুঃ নৈব বা তথা স্ম্যুঃ। ইতরথা হি তথা বা স্ম্যুঃ অতথা বা ইতি অনির্দ্ধারিতরূপং জ্ঞানং সংশয়জ্ঞানবৎ অপ্ৰমাণ-মেব স্ম্যুঃ। ননু অনেকান্তকং বস্তু ইতি নির্দ্ধারিতরূপমেব জ্ঞানম্ উৎপত্তমানং সংশয়-জ্ঞানবৎ ন অপ্ৰমাণং ভবিতুম্ অর্হতি। ন ইতি ক্রমঃ। নিরুচ্চুশং হি অনেকান্তত্বং সর্ববস্তুষু প্রতিজ্ঞানানন্ত নির্দ্ধারণস্তাপি বস্তুত্বাবিশেষাৎ স্মাদস্তি স্মান্নাস্তি ইত্যাদি-বিকল্পোপনিপাতাৎ অনির্দ্ধারণাশ্চকতা এব স্ম্যুঃ। এবং নির্দ্ধারয়িতুঃ নির্দ্ধারণকলস্ত চ স্ম্যুঃ পক্ষে অস্তিতা, স্ম্যুচ্চ পক্ষে নাস্তিতা ইতি। এবং সতি কথং প্রমাণভূতঃ সন্ তীর্থ-করঃ প্রমাণ-প্রমেয়-প্রমাতৃ-প্রমিতিষু অনির্দ্ধারিতাস্থ উপদেষ্টুং শকুয়াৎ? কথং বা তদভি-প্রামাণ্যসারিণঃ তদুপদিষ্টে অর্থে অনির্দ্ধারিতরূপে প্রবর্তেরন্? ঐকান্তিককলত্বনির্দ্ধারণে হি সতি তৎসাধনানুষ্ঠানায় সর্বো লোকঃ অনাকুলঃ প্রবর্ততে নান্তথা। অতশ্চ অনির্দ্ধারিতার্থং শাস্ত্রং প্রণয়ন্ মন্তোন্মত্তবৎ অনুপাদেয়বচনঃ স্ম্যুঃ।

তথা পক্ষানাম্ অস্তিকায়ানাং পঞ্চদশংখ্যা অস্তি বা নাস্তি বা ইতি বিকল্প্যমানা স্ম্যুঃ তাবৎ একগ্নিম্ন পক্ষে, পক্ষান্তরে তু ন স্ম্যুঃ ইত্যতঃ ন্যূনসংখ্যাত্তম্ অধিকসংখ্যাত্তম্ বা প্রাপুয়াৎ। নচ এষাং পদার্থানাম্ অবস্তব্যত্বং সম্ভবতি। অবস্তব্য্যাশ্চেৎ ন উচ্যেয়ম্। উচ্যন্তে চ অবস্তব্যশ্চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। উচ্যমানাশ্চ তথৈব অবদার্য্যন্তে ন অবদার্য্যন্তে ইতি চ, তথা তদবধারণকলং সম্যগ্দর্শনম্ অস্তি বা নাস্তি বা। এবং তদ্বিপরীতম্ অসম্যগ্-দর্শনম্ অপি অস্তি বা নাস্তি বা ইতি প্রেনপন্ মন্তোন্মত্তপক্ষস্ত্রৈব স্ম্যুঃ, ন প্রত্যায়িতব্য-পক্ষস্ত্র। স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ পক্ষে ভাবঃ পক্ষে চ অভাবঃ, তথা পক্ষে নিত্যতা পক্ষে চ অনিত্যতা ইতি অনবধারণায়াং প্রবৃত্ত্যানুপপত্তিঃ।

অনাদিসিদ্ধজীবপ্রভৃतीনাং চ স্বশাস্ত্রাবস্থতস্বভাবানাম্ অযথাবস্থতস্বভাবত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং জীবাদিষু পদার্থেষু একগ্নিম্ন ধর্ম্মিণি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ অসম্ভবাৎ সত্ত্বে চ একগ্নিম্ন ধর্ম্মে অসত্ত্বস্ত্র ধর্ম্মান্তরস্ত্র অসম্ভবাৎ অসত্ত্বে চ এবং সত্ত্বস্ত্র অসম্ভবাৎ অসত্ত্বতম্ ইদম্ আর্হতং মতম্। এতেন একানেকনিত্যানিত্যব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তাত্মনেকান্তাভ্যুপগমা-নিরাকৃতা মন্তব্য্যাঃ। যত্নু পুঙ্গলসংজ্ঞকেভ্যঃ অগুভ্যঃ সংঘাতাঃ সম্ভবন্তি ইতি কল্পয়ন্তি, তৎ পূর্বেণৈব অণুবাদনিরাকরণেন নিরাকৃতং ভবতি ইত্যতঃ ন পৃথক্ নিরাকরণায় প্রযত্নতে। ৩৩

ভাষ্যস্ববাদ ।

ইহার উত্তরে আমরা বলি—এই অভ্যুপগম অর্থাৎ আর্হতগণের সম্মত অনেকান্তবাদ সম্ভব নহে। কেন? যেহেতু একবস্তুরূপে তাহা সম্ভব নহে। কারণ, একটা ধর্ম্মীতে যুগপৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ সম্ভব নহে, যেমন শীত ও উষ্ণ। এই যে সাতটি পদার্থ স্থির করা হইয়াছে—ইহারা এতগুলি

দ্বিতীয়পাদঃ—একশ্লিষ্টভাবাধিকরণম্ । (৬) . ১৭৩

(জৈনমতবাদধ্বনয় ।)

[নৈকশ্লিষ্টসম্ভবাৎ । ৩৩]

ভাষ্যমুদ্যাদ ।

এবং এইরূপ, তাহারা সেইরূপই হইবে, অথবা সেইরূপ হইবে না। অন্তথা সেইরূপ হইবে অথবা সেইরূপ হইবে না—এইরূপে অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সংশয়ের মত অপ্রমাণই হইবে। যদি বল বস্তুমাত্রই অনেকাঙ্গক, এইরূপে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, অতএব সংশয়াকার জ্ঞানের মত অপ্রমাণ হইতে পারে না। আমরা বলি—না, ইহা বলিতে পার না। যিনি সকলবস্তুতেই অবোধে অনেকান্তভাব স্বীকার করেন, তাঁহার মতে নির্ধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ও বস্তু বলিয়া স্তাদস্তি স্তান্নাস্তি ইত্যাদি বিকল্পযুক্ত হওয়ায় অনিশ্চয়রূপই হইবে। এইরূপ নিশ্চয়কর্তা ও নিশ্চয়কল অর্থাৎ নিশ্চয়করাই যাহার ফল সেই প্রমাণও কখনও বিজ্ঞমান হইবে, কখনও অবিজ্ঞমান হইবে। এইরূপ হইলে শাস্ত্রকার প্রমাণস্বরূপ হইয়া অনিশ্চিতস্বরূপ প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা ও প্রমিতি বিষয়ে কি করিয়া উপদেশ দিতে পারেন? এবং যাহারা তাঁহার মতের অনুসরণ করেন, তাঁহারা কি কি করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট অনিশ্চিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন? কারণ, কোন নিশ্চিত ফলের স্থির হইলে তাহার অমুষ্ঠানের জন্য সকল লোকে নিঃসন্দেহে প্রবৃত্ত হয়, অন্তথা নহে। অতএব অনিশ্চিতবিষয়ক শাস্ত্র রচনা করিয়া জৈনাচার্য্য পাগলের মত অল্পপাদেয়বচন হইবেন। অর্থাৎ তাঁহার কথা কেহই গ্রাহ্য করিবে না।

সেইরূপ পাঁচটি পদার্থের পঞ্চম সংখ্যা আছে অথবা নাই—এইরূপ বিকল্প করিলে একপক্ষে তাহা থাকিবে, কিন্তু অল্পপক্ষে থাকিবে না। অতএব তাহারা সংখ্যায় অল্প হইতে পারে অথবা অধিক হইতে পারে। আর এই সকল পদার্থের অবক্তব্যতা সম্ভব নহে। তাহারা যদি অবক্তব্য হইত, তাহা হইলে বলা যাইত না। বলা যাইতেছে, অথচ অবক্তব্য অর্থাৎ বলা যায় না—ইহা ত বিরুদ্ধ। আর সেই পদার্থগুলি উচ্চারিত হইয়া সেইরূপই বুঝা যাইতেছে পঞ্চান্তরে সেইরূপ বুঝা যাইতেছে না (এইরূপ প্রলাপ করিয়া) সেইরূপ সম্বাদির অনেকান্তত্ব অবধারণের ফল—তত্ত্বসাক্ষাৎকার, আছে অথবা নাই, এবং তাহার বিপরীত মিথ্যাজ্ঞানও আছে অথবা নাই—এইরূপ প্রলাপ করিয়া জৈনাচার্য্য উন্নতপক্ষেই অন্তর্গত হইবেন, বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষের অন্তর্গত হইবেন না। আর স্বর্গ ও মোক্ষ কোনরূপে আছে, কোনরূপে নাই—এইরূপ কোনরূপে নিত্য, কোনরূপে অনিত্য, এইরূপে নিশ্চয় না হইলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর তাঁহার শাস্ত্রে যাহাদের স্বরূপ স্থির করিয়া বলা হইয়াছে—সেই অনাদিসিদ্ধ জীবপ্রভৃতির স্বরূপ অর্থাৎ অর্হন্ত্ নিত্যসিদ্ধ জীব, এবং অগরে সাধনের অমুষ্ঠান করিলে মুক্ত হন, তাহা না করিলে বদ্ধই থাকেন—ইত্যাদি যে জিবিধ জীবের কথা বলা হইয়াছে—এই নিয়মও থাকিবে না। আর জীবাদি পদার্থগুলিতে একটিতে সত্তা ও অসত্তা—এই বিরুদ্ধধর্মের সম্ভব না হওয়ায়, এবং একটিতে সত্তারূপ ধর্ম থাকিলে অসত্তারূপ অল্প ধর্ম থাকা সম্ভব হয় না বলিয়া, এবং এইরূপ অসত্তা থাকিলে সত্তা সম্ভব হয় না বলিয়া এই জৈনমত অসঙ্গত। ইহা দ্বারা এক ও অনেক নিত্য ও অনিত্য এবং ভিন্ন ও অভিন্ন ইত্যাদি যে অনেকান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও খণ্ডন করা হইল, জানিবেন। আর যে তাঁহার কল্পনা করেন—পুঙ্গল নামক অণু হইতে সংঘাত সকল উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্বে যে পরমাণুবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই খণ্ডিত হয়। অতএব পৃথক্ করিয়া তাহার খণ্ডনে যত্ন করা হইল না। ৩৩

ভাষ্যজী ।

তমেনং সমুত্তরানয়ং দৃষয়তি—“নৈকশ্লিষ্টসম্ভবাৎ”। বিভজ্যতে—“ন হি একশ্লিষ্ট শ্লিষ্টশ্লি” পরমার্থসতি পরমার্থসতাং “যুগপৎ সত্ত্বাদীনাম্ ধর্ম্মাণাম্” পরস্পরপরিহারস্বরূপাণাম্ “সমাবেশঃ সম্ভবতি”। এতদ্ব্যক্তং ভবতি—সত্যং যৎ অস্তি বস্তুতঃ তৎ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাঙ্গানা নির্ব্বচনীয়েন রূপেণ অস্ত্যেব, ন নাস্তি, যথা প্রত্যগাত্মা। যত্ত্বু কচিৎ কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কেনচিৎ আত্মনা অস্তি ইত্যাচ্যতে, যথা প্রপঞ্চঃ, তৎ ব্যবহারতঃ ন তু পরমার্থতঃ, তত্ত্ব বিচারাসহ্যৎ। ন চ প্রত্যয়মাত্রং বাস্তবত্বং ব্যবস্থাপয়তি, শুক্লিমরুমরীচিকাদিষু রজততোয়াদেয়পি বাস্তবত্ব-প্রসঙ্গাৎ। লৌকিকানাম্ অবোধেন তু তদব্যবস্থায়াম্ দেহাত্মাভিমানস্তাপি অবোধেন তাত্ত্বিকদৃষ্টে সতি লোকায়াতমতাপাতেন নাস্তিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। পণ্ডিতরূপাণাম্ তু দেহাত্মাভিমানস্ত বিচারতো বাধনং প্রপঞ্চস্তাপি অনৈকান্তস্ত তুল্যম্ ইতি। অপিচ সদসম্বয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধত্বেন সমুচ্চর্য্যভাবে বিকল্পঃ। ন চ বস্তুনি বিকল্পঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ স্থাপূর্বা পুরুষো বা ইতি জ্ঞানবৎ সমুত্তরপঞ্চনির্দ্বারপঞ্চ ফলস্ত, নির্দ্বারয়িত্বশ্চ প্রমাত্ত্বঃ, তৎকরণস্ত প্রমাণস্ত চ, তৎপ্রমেয়স্ত চ

(জৈনমতবাদপ্ৰত্নম্।)

এবঞ্চায়াহকাৎ স্ম্যম্ ১৩৪ *

ভাসতী।

সপ্তপঞ্চাশৎ সদসদ্ব্যসংশয়ে সাধু সমর্থিতং তীর্থকরত্বম্ স্বাভেদেণ আত্মনঃ। নির্দ্বারগণ্য চ একান্তে
সর্বত্র ন অনেকান্তবাদ ইত্যাহ—“য এতে সপ্তপদার্থা” ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্ ১৩৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যন্ত হেরাদিসিদ্ধিহেতুঃ সাদ্‌বাদ ইতি, তত্রাহ—“এতদ্ব্যজ্ঞান”ত্যাগিনা। যৎ অস্তি তদন্তোব ইতি নিয়মেব মন্ত্যহে, যন্ত কথঞ্চিৎ
অস্তি প্রশংসঃ স বিকল্পিতঃ তত্র চ হেরাদিবিভাগসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। “বিচারসহজাদি”তি। আরম্ভপাথিকরণে হি (ত্রঃ অঃ ২ পাঃ ৩ পৃঃ ১৪)
সদস্যে বস্তনো ন ধর্মে, অনন্তদণ্ডায়ামপি বস্তুমুত্তাপাতাৎ, ন চ স্বরূপং, সর্বদা অদ্বয়প্রসঙ্গাৎ ইত্যাদি হি বিচারঃ কৃতঃ, স ইহ অনুসন্ধানঃ
ইত্যর্থঃ। “পণ্ডিতরূপাণাম্” ইতি। প্রশংসায়ঃ স্পষ্টপ্রত্যয়ঃ। স্বাভেদেণ বলীবর্ধন ১৩৩

ভাসতীর অনুবাদ।

নৈকস্মিন্মনস্তব্যাৎ এই সূত্রদ্বারা সেই এই সপ্তভঙ্গী গ্রাহ্যে দোষ দিতেছেন। সূত্রের বিবরণ
করিতেছেন—বাস্তবিক সত্য একটি ধর্মী অর্থাৎ আশ্রয়ে, পরস্পরবিরুদ্ধ বাস্তবিক সত্য সত্যাদি ধর্মের একসঙ্গে
অবস্থান সম্ভব হয় না। ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে—বাস্তবিক সত্য বলিয়া যে পদার্থ আছে, তাহা সকল
প্রকারে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল রূপে নির্বচন করিবার যোগ্যরূপে থাকেই, কিন্তু থাকে না যে তাহা
নহে, যেমন প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। আর যাহা কোন স্থানে কোন প্রকারে কোন সময়ে কোনরূপে
আছে, ইহা বলা হয়, যেমন জগৎ, তাহা ব্যবহারিক, পারমাণ্বিক নহে; কারণ, তাহা বিচারসহ হয় না।
(আরম্ভগসূত্রে ভাসতীর অনুবাদ দেখুন।) আর কেবল জ্ঞান সত্যের ব্যবস্থাপক হয় না। কারণ, তাহা
হইলে গুণ-মরুমরীচিকাদিতে রোপ্য ও জলাদিও সত্য হইয়া পড়ে। যদি বল, সংসারী লোকের অবাধিত
জ্ঞানের দ্বারা বাস্তবত্বের ব্যবস্থা করিলে দেহাত্মাভিমানও বাধিত হয় না বলিয়া সত্য হইলে চার্বাকমত
আসিয়া পড়ায় নাস্তিকতা হইয়া পড়িবে। আর যাহারা প্রশংসনীয় পণ্ডিত, তাঁহাদের বিচারদ্বারা দেহাত্ম-
বোধের যে বাধা হয়, তাহা অস্তি নাস্তি এইরূপ অনেকান্ত জগতের পক্ষেও সমান। আরও সৎ ও অসৎ
পরস্পরবিরুদ্ধ হয় বলিয়া সমুচ্চয় না হওয়ায় বিরুদ্ধ হইবে। আর বস্তুতে বিরুদ্ধ সম্ভব হয় না, অতএব “জ্ঞান-
বী পুরুষো বা এই জ্ঞানের মত সাত ও পাঁচের নিশ্চয়রূপ—ফল এবং নিশ্চয়কর্ত্তা—প্রমাতা, তাহার
করণ—প্রমাণ এবং প্রমেয়—সপ্তসংখ্যা ও পঞ্চসংখ্যার থাকা না থাকারূপ সংশয় হইলে (বৃষভের গ্রাহ্য
নির্কোষ) স্বভাচার্য্য নিজে যে একজন শাস্ত্রকার তাহা ভাল করিয়াই দেখাইলেন বটে? আর নিশ্চয়ই
যদি নিয়মিতভাবে হয়, তাহা হইলে অনেকান্তবাদ হইল না—ইহাই যে এতে সপ্তপদার্থা ইত্যাদি গ্রন্থে
বলিতেছেন। অবশিষ্টভাগ্য দুর্কোষ নহে ১৩৩

শাক্তভাসম্।

এবঞ্চায়াহকাৎ স্ম্যম্ ১৩৪

যথা একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধধর্ম্মাসম্ভবো দোষঃ স্তাদ্‌বাদে প্রশংসঃ, এবম্ আত্মানোহপি
জীবন্ত অকাৎ স্ম্যম্ অপরো দোষঃ প্রশংস্যেত। কথম্? শরীরপরিমাণো হি জীবঃ ইতি
আহঁতা মন্ত্যে। শরীরপরিমাণতয়াং চ সত্যাম্ অকৃত্বঃ অসর্বগতঃ পরিচ্ছিন্নঃ আত্মা
ইত্যতঃ ঘটাদিবৎ অনিত্যত্বম্ আত্মনঃ প্রশংস্যেত। শরীরাত্মাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ
মনুষ্যশরীরজীবঃ মনুষ্যপরিমাণো ভূত্বা পুনঃ কেনচিৎ কর্ম্মবিপাকেন ইত্তি জন্ম প্রাপ্তবৎ ন
কৃত্বঃ ইত্তিশরীরং ব্যাপ্তবৎ। পুত্তিকাজন্ম চ প্রাপ্তবৎ ন কৃত্বঃ পুত্তিকাশরীরে সংমীয়েত।
সমান এব একস্মিন্ অপি জন্মনি কৌমারযৌবনস্খাবিরেষু দোষঃ।

স্তাদেতৎ—অনন্তাবয়বো জীবঃ তন্ত তে এব অবয়বা অস্তে শরীরে সঙ্কচেদুঃ মহতি
চ বিকসেদুঃ ইতি। তেষাং পুনঃ অনন্তানাং জীবাবয়বানাং সমানদেশত্বং প্রতিলক্ষ্যতে বা
ন বা ইতি বক্তব্যম্। প্রতিলক্ষ্যতে তাবৎ ন অনন্তাবয়বাঃ পরিচ্ছিন্নে দেশে সংমীয়েয়ন্।
অপ্রতিলক্ষ্যতেহপি একাবয়বদেশোপপত্তেঃ সর্বেষাম্ অবয়বানাং প্রথিমামুপপত্তেঃ জীবন্ত

* এখানে প্রথমস্তপ পঞ্চাশে “এব চ” পদদ্বয়ের সূত্র আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আরম্ভ পঞ্চাশের অন্তর্ভুক্ত হইল।

দ্বিতীয়পাদঃ—একস্মিন্নভাবাধিকরণম্ । (৬) ১৭৫

(জৈনমতবাদধৰ্মম্ ।)

[এবন্ধায়াহকাৎস্ম্যম্ । ৩৪]

শাক্তরভাসম্ ।

অণুমাত্রপ্রসঙ্গঃ স্ম্যৎ । অপি চ শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নানাং জীবাবয়বানাম্ আনন্ত্যং ন উৎপ্রেক্ষিতুম্ অপি শক্যম্ । ৩৪

ভাষ্যবাদ ।

সূত্রার্থ—যেমন একটি বস্তুতে বিরুদ্ধধর্মের সম্ভব হয় না, এবং চ অর্থাৎ এইরূপ আত্মাহকাৎস্ম্যম্ অর্থাৎ জীবেরও পরিচ্ছিন্নত্ব দোষ হয় ; কারণ, এমতে জীবকে দেহ পরিমাণ স্বীকার হয় । আর তাহা হইলে জীব অনিত্য হইয়া পড়িবে ।

ভাষ্যার্থ—যেমন একটি আশ্রয়ে বিরুদ্ধধর্মের সম্ভব না হওয়া একটি দোষ, সেইরূপ আত্মারও অকাৎস্ম্য অর্থাৎ অপূর্ণতারূপ আর একটি দোষ হইবে । কেন ? কারণ, জীব শরীরপরিমিত ইহা জৈনাচার্য্যগণ মানিয়া থাকেন । আর শরীর পরিমাণ হইলে আত্মা অকুৎস্ন অর্থাৎ সর্বব্যাপী নহে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ; এই হেতু আত্মা ঘটপ্রভৃতির মত অনিত্য হইয়া পড়িবে । আর শরীরের পরিমাণের স্থিরতা না থাকায় মানুষের আত্মা মানুষপরিমাণ হইয়া কোন কর্মফলবশতঃ হস্তিভিন্ন লাভ করিয়া সমস্ত হস্তীশরীরে ব্যাপ্ত না হউক, এবং পুস্তিকা অর্থাৎ পতঙ্গজন্মলাভ করিয়া সমস্ত পুস্তিকাদেহে সন্নিহিত না হউক অর্থাৎ পুস্তিকার ক্ষুদ্রদেহে সেই আত্মার স্থানসঙ্কলান না হউক—দেহের বাহিরেও আত্মা থাকুক । এক জন্মেও বালা যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থাতে এই দোষ সমান ।

যদি বল জীবের অবয়ব সকল অনন্ত তাহার সেই সকল অবয়বই ক্ষুদ্রদেহে সঙ্কুচিত হইবে এবং বৃহৎ দেহে বিস্তৃত হইবে । (উত্তর) সেই অনন্ত জীবাবয়ব সকলের একস্থানে থাকার ব্যাঘাত হয় কিনা তোমাকে বলিতে হইবে । যদি ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে অনন্ত অবয়বসকল পরিমিত স্থানে স্থান পাইত না । আর যদি ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে এক অবয়বের স্থানেই অল্প অবয়বগুলির থাকা সম্ভব হয় বলিয়া সকল অবয়বের বৃদ্ধি হইতে না পারায় জীব অণুপরিমিত হইয়া পড়িবে । আরও শরীর পরিমিত জীবাবয়ব সকল অনন্ত ইহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না । ৩৪

ভাষ্যতী ।

এবং চ ইতি চেন সমুচ্চয়ঃ স্তোতর্যতি । শরীরপরিমাণে হি আত্মনঃ অকুৎস্নত্বং পরিচ্ছিন্নত্বম্ । তথাচ অনিত্যত্বম্ । যে হি পরিচ্ছিন্নাঃ তে সর্বের অনিত্যা যথা ঘটাদয়ঃ তথাচ আত্মা ইতি । তদেতৎ আহ—“যথা একস্মিন্ ধর্ম্মিনি” ইতি । ইদং চ অপরম্ অকুৎস্নত্বেন সূচিতম্ * ইত্যাহ—“শরীরানাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ” ইতি । মনুষ্যকায়পরিমাণো হি জীবঃ ন হস্তিকায়ঃ কুৎস্নঃ ব্যাপ্তুম্ অর্হতি অল্পত্বাৎ ইতি আত্মনঃ কুৎস্নশরীরাব্যাপিত্বাৎ অকাৎস্ম্যম্, তথাচ ন শরীরপরিমাণত্বম্ ইতি । তথা হস্তিশরীরং পরিত্যজ্য যদা পুস্তিকাশরীরো ভবতি, তদা ন তত্র কুৎস্নঃ পুস্তিকাশরীরে সংমীয়েত ইতি অকাৎস্ম্যম্ আত্মনঃ । সুগমম্ অন্তঃ । চোদয়তি—

“স্তাদেতৎ—অনন্তাবয়বঃ” ইতি । যথাহি প্রদীপো ঘটমহাহর্ষ্যোদরবর্তী সংকোচ-বিকাসবান্ এবং জীবোহপি পুস্তিকাহস্তিদেহয়োঃ ইত্যর্থঃ । তদেতৎ বিকল্পা দুষয়তি—“তেষাং পুনঃ অনন্তানাম্” ইতি । ন তবৎ প্রদীপোহত্র নিদর্শনং ভবিতুম্ অর্হতি অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ । বিশরারবো হি প্রদীপাবয়বাঃ, প্রদীপশ্চ অবয়বী প্রতিফলনম্ উৎপত্তিনিরোধধর্ম্মা, তন্মাৎ অনিত্যত্বাৎ তস্ত ন অস্থিরো জীবঃ তদবয়বশ্চ অভ্যুপেতব্যাঃ, তথাচ বিকল্পত্বয়োক্তং দুষণমিতি । যচ্চ জীবাবয়বানাম্ আনন্ত্যম্ উদিতং তৎ অল্পপল্পতরম্ ইত্যাহ—“অপিচ শরীরমাত্রেন” ইতি ৩৪

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

বিশরারবঃ বিশরণশীলা নথরাঃ । “অনিত্যত্বাৎ ততঃ” ইতি । নিদর্শনম্ ইত্যর্থঃ । ষাষ্ট্যঙ্গিকে তু ন অনিত্যত্বম্ ইত্যাহ—“ন অস্থির” ইতি ৩৪

* সূচিতম্—“সূচিতম্” পাঠান্তর ।

(জৈনমতবোধগম্য ।)

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিত্যঃ । ৩৫ *

ভাস্করীর অনুবাদ ।

এবং চ এই পদটির চকার দ্বারা সমুচ্চয় সূচনা করিতেছে । আত্মা শরীর পরিমিত হইলে অকৃত্রিম অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হয় । আর তাহা হইলে অনিত্য হয় । কারণ, যাহারা পরিমিত তাহারা অনিত্য, যেমন ঘট ইত্যাদি, আত্মাও সেইরূপ । সেই কথাই যথা একশ্লিষ্ট ধর্ম্মিণি এই গ্রন্থে বলিতেছেন । অকৃত্রিম পদদ্বারা আর একটা দোষেরও সূত্রকার সূচনা করিয়াছেন—ইহা শরীরানাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ এই গ্রন্থে বলিতেছেন । মানুষদেহপরিমিত জীব, সমস্ত হস্তিশরীরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না । কারণ, তাহা ক্ষুদ্র, অতএব আত্মা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত না হওয়ায় অকৃত্রিম অর্থাৎ দেহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং তাহা হইলে তাহা শরীরপরিমিত হইল না । আর হস্তিশরীর পরিত্যাগ করিয়া যখন পতঙ্গশরীর হয়, তখন সেই পুতিকাশরীরে সম্পূর্ণ জীব স্থান পাইবে না । অতএব জীব অকৃত্রিম হইল অর্থাৎ দেহপরিমিত হইল না । অন্ত ভাষ্য সরল ।

শ্রুতদেভঃ—অনন্তাবয়ব এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন । অর্থাৎ যেমন প্রদীপ ঘট এবং প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে থাকিয়া সংকুচিত ও বিস্তৃত হয়, এইরূপ জীবও পতঙ্গ এবং হস্তীর শরীরে হইবে । এই সেইটিকে বিকল্প করিয়া দোষ দিতেছেন, যথা—তেষাং পুনঃ অনন্তানাম্ ইত্যাদি । এখানে প্রদীপ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে (জীব) অনিত্য হইয়া পড়িবে । প্রদীপের অবয়বসকল বিশরাক্ষ অর্থাৎ বিনাশশীল, এবং অবয়বী প্রদীপও নিরন্তর উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অতএব তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-প্রদীপ অনিত্য বলিয়া জীব ও তাহার অবয়ব সকল অস্থির অর্থাৎ সংকোচ ও বিকাসশীল ইহা স্বীকার করা উচিত নহে । আর তাহা হইলে দুইটি বিকল্পে যে দোষ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই হইল । আর যে জীবের অবয়বসকলকে অপরিমিত বলা হইয়াছে, তাহা অতিশয় অসঙ্গত, অপিচ শরীরমাত্র এই গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন । ৩৪

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিত্যঃ । ৩৫

অথ পর্য্যায়েন বৃহচ্ছরীরপ্রতিপত্তৌ কেচিৎ জীবাবয়বো উপগচ্ছন্তি তন্মুশরীরপ্রতিপত্তৌ চ কেচিৎ অপগচ্ছন্তি ইতি উচ্যেত, তত্রাপি উচ্যেত—‘ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিত্যঃ’ ন চ পর্য্যায়েনাপি অবয়বোপগমাপগমাত্ম্যম্ এতদেহপরিমাণত্বং জীবন্ত্য অবিরোধেন উপপাদয়িতুং শক্যেত । কুতঃ ? বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ । অবয়বোপগমাপগমাত্ম্যং হি অনিশম্ আগুর্ধ্যমাণস্ত্য অপক্ষীয়মাণস্ত্য চ জীবন্ত্য বিক্রিয়াবৎ তাবৎ অপরিহার্যম্ । বিক্রিয়াবৎ চ চর্চ্ছাদিবৎ অনিত্যত্বং প্রসজ্যেত । ততশ্চ বন্ধমোক্ষাত্ম্যুপগমঃ বাধ্যত কৰ্চ্ছাষ্টক-পরিবেষ্টিতস্ত্য জীবন্ত্য অলাবুবৎ সংসারসাগরে নিমগ্নস্ত্য বন্ধনোচ্ছেদাৎ উর্দ্ধগামিত্বং ভবতি ইতি । কিঞ্চ অগ্র্যৎ । আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ আগমাপায়ধর্ম্মবত্বাদেব অনাস্তত্বং শরীরাদিবৎ । ততশ্চ অবস্থিতঃ কশ্চিৎ অবয়বঃ আত্মা ইতি শ্রুতং । ন চ স নিরুপায়িত্বং শক্যেত অয়ম্ অসৌ ইতি । কিঞ্চ অগ্র্যৎ । আগচ্ছন্তশ্চ এতে জীবাবয়বঃ কুতঃ প্রোচ্ছতবন্তি, অপগচ্ছন্তশ্চ ক বা লীয়ন্তে ইতি বক্তব্যম্ । ন হি ভূতেভ্যঃ প্রোচ্ছতবেদ্যঃ ভূতেষু চ মিলীয়েরন্ অতোভিকত্বাৎ জীবন্ত্য । নাপি কশ্চিৎ অন্তঃ সাধারণঃ অসাধারণো বা জীবানাম্ অবয়বদ্বারো নিরুপ্যতে, প্রমাণাতাবাৎ । কিঞ্চ অগ্র্যৎ । অনবস্থিতত্বরূপশ্চ এবং সতি আত্মা শ্রুতং, আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ অনিয়তপরিমাণত্বাৎ । অত এবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ ন পর্য্যায়েনাপি অবয়বোপগমাপগমো আস্তনঃ আগুর্ধ্যিতুং শক্যেত ।

এখানে “অবিরোধঃ” এই প্রথমোক্তপদ থাকিলেও “ন চ” পদদ্বারা সূত্র আরম্ভ হওয়ার ইচ্ছাও আরম্ভাধিকরণের অঙ্গসূত্র হইল

(নৈমিত্তিকব্যবহাৰম্ ।)

[ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিত্যঃ । ৩৫]

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অথবা পূৰ্বেণ সূত্রেণ শরীরপরিমাণস্ত আত্মনঃ উপচি তাপচিতশরীরাস্তরপ্রতিপত্তৌ অকাংক্ষ্যপ্রসঙ্গনদ্বারেন অনিত্যতয়াং চোদিতয়াং পুনঃ পর্য্যায়েন পরিমাণানবস্থানেহপি স্রোতঃসন্তাননিত্যতাগ্ৰায়েন আত্মনঃ নিত্যতা স্মাৎ । যথা রক্তপটানাং বিজ্ঞানানবস্থানেহপি তৎসন্তাননিত্যতা, তদ্বৎ বিসিচামপি, ইত্যাদি শব্দ্য অনেক সূত্রেণ উত্তরম্ উচ্যতে । সন্তানস্ত ভাবৎ অবস্থাহে নৈরাশ্ব্যবাদপ্রসঙ্গঃ । বস্তুহেহপি আত্মনঃ বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ অস্ত পক্ষস্ত অনুপপত্তিঃ ইতি । ৩৫

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর যদি বল, পর্য্যায়াদ্ অর্থাৎ পর্য্যায়বশতঃ অর্থাৎ বৃহৎ দেহ নাভে কতিপয় জীবাবয়ব উৎপন্ন হয়, আর ক্ষুদ্র শরীর প্রাপ্তিতে কতিপয় জীবাবয়ব নষ্ট হয়, তাহা হইলেও বলা হইতেছে যে, ক্রমশঃ বৃহদেহ ও ক্ষুদ্রদেহ প্রাপ্তিতে অবয়বের উৎপত্তি এবং বিনাশবশতঃ ও ন অবিরোধঃ অর্থাৎ অবিরোধ হয় না ; কারণ, তাহা হইলে বিকারাদিত্যঃ অর্থাৎ বিকারাদি দোষ হয় ।

ভাষ্যার্থ—ক্রমশঃ অর্থাৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দেহপ্রাপ্তিতে অবয়বের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলেও অবিরোধে জীবের এই দেহপরিমিতত্বের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না । ইহার কারণ কি ? যেহেতু বিকারাদি দোষের প্রসক্তি হয় । অবয়বের বিনাশ ও উৎপত্তিদ্বারা নিরন্তর পরিপূর্য্যমাণ ও হ্রাসমাণ জীবের বিকারিষ কোনমতেই নিবারণ করিতে পারা যায় না, এবং বিরূত হইলেই চক্ষাদির মত অনিত্যত্ব হইয়া পড়িবে । আর তাহা হইলে জ্ঞানাবরগীয়াদি আটটি কর্মদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অলাবুর মত সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীব বন্ধন নষ্ট হওয়ায় উর্দ্ধে গমন করে ইত্যাদিরূপ বন্ধ ও মোক্ষের স্বীকার বাধিত হইবে । আরও উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল অবয়বসকল উৎপত্তি ও বিনাশরূপ ধর্মবশতঃই শরীরাদির মত আত্মা হইবে না । আর তাহা হইলে অবস্থিত অর্থাৎ যে অবয়বের উৎপত্তি বিনাশ হয় না—এইরূপ কোন অবয়বই আত্মা হইবে । আর তাহা স্থির করিতে পারা যায় না যে ইহাই তাহা । আরও উৎপত্তিশীল এই সকল জীবাবয়ব কোথা হইতে আবির্ভূত হয়, এবং বিনষ্ট হইয়াই বা কোথায় লয় হয়—ইহা বলিতে হইবে । কারণ, পৃথিব্যাदि ভূত হইতে আবির্ভূত হইতে পারে না, এবং ভূতে লয় হইতেও পারে না ; কারণ, জীব ভূত হইতে উৎপন্ন নহে, এবং সাধারণ বা অসাধারণ অল্প কেহ জীবগণের অবয়বের আধার বলিয়া স্থির করা হয় না ; কারণ, তাহার কোন প্রমাণ নাই । আরও এরূপ হইলে জীবের স্বরূপ অনবধৃত অর্থাৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে । কারণ, উৎপন্ন ও বিনষ্ট অবয়বসকলের পরিমাণের কোন নিয়ম নাই । অতএব এইরূপ অত্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা হওয়ায় ক্রমশঃ জীবাবয়বের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিতে পারা যায় না ।

অথবা পূর্বসূত্রে দেহপরিমিত আত্মার বৃহৎ কিম্বা ক্ষুদ্র দেহান্তর প্রাপ্তি হইলে পরিচ্ছন্নত্বের আপত্তি দ্বারা অনিত্যতার আশঙ্কা হইলে পর্য্যায়বশতঃ অর্থাৎ দেহভেদে পরিমাণের নাশ হইলেও স্রোতঃসন্তান-নিত্যতা দ্বারে অর্থাৎ প্রবাহরূপে আত্মপরিমাণের যে সন্তান অর্থাৎ সমূহ, তাহার নিত্যতারূপ যুক্তি অমুসারে আত্মা নিত্য হইবে । যেমন রক্তবস্ত্র (বৌদ্ধগণের মতে) ক্ষণিকবিজ্ঞানের নাশ হইলেও তাহার সন্তানকে নিত্য বলা হয়, সেইরূপ বিসিচ অর্থাৎ দিগম্বর জৈনগণেরও হইবে—ইহা আশঙ্কা করিয়া এই সূত্রদ্বারা উত্তর বলা হইতেছে । সন্তান যদি তুচ্ছ হয়, তাহা হইলে নৈরাশ্ব্যবাদ অর্থাৎ নাস্তিক মত হইয়া পড়িল । আর যদি বস্তু হয়, তাহা হইলে আত্মার বিকারাদি দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া এই মত অসঙ্গত । ৩৫

ভাস্তী ।

শঙ্কাপূর্ব্বঃ সূত্রান্তরম্ অবতারয়তি—অথ “পর্য্যায়েনে”তি । তত্রাপি উচ্যতে “ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধো বিকারাদিত্যঃ” । “কস্মাটকম্” উক্তং জ্ঞানাবরগীয়াদি । কিঞ্চ অশ্রুৎ আত্মনো নিত্যত্বাভ্যুপগমে আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ ইয়ন্তানি নিক্রপণেন চ আত্ম-জ্ঞানান্ভাবাৎ ন অপবর্গঃ ইতি ভাবঃ । “অত এবমাদিদোষপ্রসঙ্গাদি”তি । আদিগ্রহণশূচিতং দোষঃ ক্রমঃ । কিঞ্চ এতে জীবাবয়বাঃ প্রত্যেকং বা চেতয়েরন্ সমূহো বা । তেষাং প্রত্যেকং

(জৈনমতবাদধ্বনম্ ।)

অন্ত্যাবস্থিতেশোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ । ৩৬

।।

চৈতন্ত্যে বহুনাং চেতনানাম্ একাভিপ্রায়জননিয়মাভাবাৎ কদাচিৎ বিরুদ্ধদিকৃষ্ণিয়ত্বেন শরীরম্ উন্মথ্যেত । সমুহচৈতন্ত্যে তু হস্তিশরীরস্ত পুস্তিকাশরীরেষু দ্বিত্রাবয়বশেষো জীবো ন চেতয়েৎ । বিগলিতবহুসমূহিতয়া সমূহস্ত অভাবাৎ পুস্তিকাশরীরে ইতি ।

“অথবা” ইতি । পূর্বসূত্রপ্রসঙ্গিতায়াং জীবানিত্যতায়াং বৌদ্ধবৎসম্মতানিত্যত্বাম্ আশঙ্ক্য ইদং সূত্রং “ন চ পর্যায়াদপাবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ” । ন চ পর্যায়াৎ পরিমাণানবস্থানেহপি সম্মতানভূতাপগমেন আত্মনঃ নিত্যত্বাৎ অবিরোধঃ বন্ধমোক্ষয়োঃ । কৃতঃ ? পরিমাণাদিত্যো দোষেভ্যঃ । সম্মতানস্ত বস্তুত্বে পরিণামঃ, ততঃ চক্ষুঃবৎ অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ । অবস্তুত্বে চ আদিগ্রহণসূচিতো নৈরাশ্রয়্যাপত্তিদোষপ্রসঙ্গঃ ইতি । বিসিচ্চঃ বিবসনাঃ । ৩৫

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

আগম্যাপ্যাবয়বানাম্ অনাস্রবঃ ভাত্তোলং তদা বুজ্যতে যদি নিত্য আত্মা ইতি পরাভূতাপগমঃ, ইতরথা ইষ্টপ্রসঙ্গাৎ আরজাবয়বিন এব আশঙ্ক্যেন অবয়বানাম্ অনাস্রব্যাৎ ইতি অভিপ্রেতা আহ—“আত্মনঃ” ইতি । আত্মান্নিরূপণমপি ভাত্তে এসজ্ঞানম্ ইষ্টম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ—“অনিরূপণেন” ইতি । সিক্ বস্ত্রং বিগতং যেভ্যঃ তে বিসিচ্চঃ । ৩৫

ভাসমতীর অসুবাদ ।

অথ পর্যায়েণ এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কাপূর্বক অত্র সূত্রের অবতারণা করিতেছেন । তাহা হইলেও ইহার উত্তরে ন চ পর্যায়াদপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ এই সূত্র বলিতেছেন । আটটি কণ্ঠের বিবরণ পূর্বেই বলিয়াছি—তাহা জ্ঞানাবরলীয়াদি । আরও আত্মা নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে উপপত্তিশীল ও বিনাশশীল অবয়বসকলের পরিমাণ স্থির করিয়া না বলায় আত্মজ্ঞান না হওয়ায় অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ হইবে না, ইহাই অভিপ্রায় । অতএবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য বলা হইতেছে—আদিপদদ্বারা যে দোষের সূচনা হইতেছে, তাহা বলিতেছি—আরও এই জীবাবয়বসকল প্রত্যেকেই চৈতন্ত্য উৎপাদন করে অথবা তাহাদের সমষ্টিই ? তাহাদের প্রত্যেকে চেতন হইলে বহু চেতনের যে একই অভিপ্রায় হইবে এরূপ নিয়ম না থাকায়, কখনও জীবাবয়বসকল পরস্পর বিরুদ্ধদিক্ ও বিরুদ্ধক্রিয় হইলে শরীরকে উন্মথিত করিয়া ফেলিবে । আর সমূহের চৈতন্ত্য হইলে হস্তিশরীর জীবের যদি পতঙ্গশরীর হয়, তাহা হইলে দুইটি বা তিনটি অবশিষ্ট অবয়বযুক্ত জীব চৈতন্ত্য উৎপাদন করিবে না । কারণ, সমূহের ঘটক প্রত্যেকগুলি বহু পরিমাণে নষ্ট হওয়ায় পতঙ্গশরীরে সমূহ থাকে না ।

অথবা ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে—পূর্বসূত্রে জীব অনিত্য—ইহা আপত্তি করিলে বৌদ্ধগণের মত সম্মত অর্থাৎ সমূহ নিত্য হইতে পারে, ইহা আশঙ্ক্য করিয়া ন চ পর্যায়াদপি অবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ এই সূত্র বলিয়াছেন । অর্থাৎ ইহা বলিতে পার না যে, পর্যায়াবগতঃ অর্থাৎ উপপত্তি-বিনাশের ক্রমবশতঃ পরিমাণের কোন স্থিরতা না থাকিলেও সম্মত স্বীকার করায় আত্মা নিত্য হওয়ায় বন্ধন ও মুক্তির কোন বিরোধ হয় না । কেন ? যেহেতু পরিণামাদি দোষের প্রসঙ্গি হয় । সম্মত যদি বস্তু হয়, তাহা হইলে পরিণাম হইবে, এবং তাহা হইলে চক্ষুর মত অনিত্যত্বাদি দোষের আপত্তি হইবে । আর যদি অবস্তু অর্থাৎ তুচ্ছ হয়, তাহা হইলে ভাষ্যোক্ত আদিশব্দদ্বারা সূচিত নৈরাশ্রয়্য আপত্তিরূপ অর্থাৎ আত্মাতাবরূপ দোষের আপত্তি হয় । বিসিচ্চ অর্থাৎ বজ্রহীন । ৩৫

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অন্ত্যাবস্থিতেশোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ । ৩৬

অপিচ অন্ত্যস্ত মোক্ষাবস্থাব্যবহিনঃ জীবপরিমাণস্ত নিত্যত্বম্ ইত্যুতে জৈনৈঃ । তদ্বৎ পূর্বয়োরপি আত্মমধ্যময়োঃ জীবপরিমাণয়োঃ নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ অবিশেষপ্রসঙ্গঃ স্তাৎ । এক-শরীরপরিমাণতা এব স্তাৎ ন উপচিতাপচিতশরীরাস্তরপ্রাপ্তিঃ ।

* এখানে “অবিশেষঃ” এই প্রথমস্তম্ভ ধাকার এখানে অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চকার থাকায় ও পরে “পতুরসমস্ত্রায়াং” পুত্রে “নৈকশরীরসম্বাৎ” সূত্রের নকারের অসুস্থিতি করিয়া অধিকরণ আরম্ভ করায় ইহার দ্বারা আর অধিকরণ আরম্ভ করা হইল না ।

(জৈনমতবোধনম্ ।)

[অন্ত্যাবস্থিতেশোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ । ৩৬]

শাকরভাষ্যম্ ।

অথবা অন্ত্যস্ত জীবপরিমাণস্ত অবস্থিতত্বাৎ পূর্বমোরপি অবস্থয়োঃ অবস্থিতপরিমাণ
এব জীবঃ স্তাৎ, ততশ্চ অবিশেষেণ সর্বদৈব অণুঃ মহান্ বা জীবঃ অভ্যুপগম্যব্যঃ ন শরীর-
পরিমাণঃ । অতশ্চ সৌগতবৎ আইতমপি মতম্ অসঙ্গতম্ ইতি উপেক্ষিতব্যম্ । ৬ ইতি
। ৩৬

ভাষ্যম্ ।

সূত্রার্থ—অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ অর্থাৎ আর অন্তিমপরিমাণ নিত্য হওয়ায় উভয়নিত্যত্বাৎ অর্থাৎ
আত্ম ও মধ্যম পরিমাণও নিত্য বলিয়া অল্পমান হওয়ায় কোন বিশেষ হইবে না । অর্থাৎ জীবশরীরের পরিমাণ
একরূপ হইবে—হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না ।

অথবা অন্ত্যপরিমাণ শরীরবাতীতই অবস্থিত হওয়ায় তাহা যেমন অণু বা মহৎ পরিমাণ হইবে, সেইরূপ
আত্ম ও মধ্যম পরিমাণও দেহের অপেক্ষা না করিয়াই অণু বা মহৎ পরিমাণ সম্ভব হওয়ায় দেহ পরিমাণ হইবে
না, অতএব পরিমাণসকলের কোন বিশেষ থাকিল না ।

ভাষ্যার্থ—আরও জৈন আচার্য্যগণ অন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষ অবস্থায় জীবের যে পরিমাণ হয়, তাহা নিত্য
বলিয়া স্বীকার করেন । সেইরূপ পূর্ববর্তী আত্ম ও মধ্যম জীবপরিমাণও (অল্পমানদ্বারা) নিত্য হইয়া পড়ায়
অবিশেষ হইয়া পড়িবে । অতএব জীব একশরীরপরিমিতই হইবে—স্থূল বা স্থল্ল অত্বেদেহের প্রাপ্তি হইবে না ।

অথবা অন্তিম জীবপরিমাণ অবস্থিত অর্থাৎ স্থির-অণু বা মহৎ পরিমাণ হওয়ায় পূর্ব অবস্থাদ্বয়েও জীব
অবস্থিত পরিমাণ অর্থাৎ অণু বা মহৎ পরিমাণই হইবে । আর তাহা হটলে সমানভাবে সর্বদাই জীবকে অণু
বা মহান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—শরীরপরিমিত নহে । একত্রও বোদ্ধের মত জৈনমত অসঙ্গত, অতএব
তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত । ৩৬

ভাস্তী ।

এবং হি মোক্ষাবস্থাভাবি জীবপরিমাণং নিত্যং ভবেৎ । যদি অভূত্বা ন ভবেৎ । অভূত্বা
ভাবিনাম্ অনিত্যত্বাৎ ঘটাদীনাম্ । কথং চ অভূত্বা ন ভবেৎ যদি প্রাগপি আসীৎ । ন চ
পরিমাণাস্তরাবরোধে অপূর্বং ভবিতুম্ অর্হতি । তস্মাৎ অন্ত্যমেব পরিমাণং পূর্বমপি আসীৎ
ইতি অভেদঃ । তথাচ একশরীরপরিমাণতা এব স্তাৎ ন উপচি তাপচিতশরীরাস্তরপ্রাপ্তিঃ শরীর-
পরিমাণত্বাভ্যুপগমব্যাব্যাহাতাৎ ইতি । অত্র চ উভয়োঃ পরিমাণয়োঃ নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ইতি
যোজন্য । একশরীরপরিমাণতা এব ইতি চ দীপ্যম্ । দ্বিতীয়ে তু ব্যাখ্যানে উভয়োঃ অবস্থয়োরিতি
যোজন্য । একশরীরপরিমাণতা ন দীপ্য, কিন্তু একপরিমাণতামাত্রম্ অণুঃ মহান্ বা ইতি
বিবেকঃ । ৩৬ ইতি ষষ্ঠম্ একশ্লিষ্টসম্ভাবাধিকরণম্ ।

বেদান্তকরতকঃ ।

দেহান্তরাগ্রবেশাৎ মোক্ষাবস্থাঃ পরিমাণম্ অন্ত্যং, তস্ত নিত্যত্বাৎ আত্মমধ্যমোনিত্যত্বানুমানেন পরিমাণত্রয়প্রসঙ্গাৎ কথং একরূপ-
পরিমাণাস্তরাবিশেষাপাদনম্ ইত্যাহ—“এবং হি” ইতি । ন আত্মমধ্যমপরিমাণয়োঃ নিত্যত্বম্ আপাত্ততে, কিন্তু আত্মমধ্যময়োঃ
কালয়োঃ অন্ত্যপরিমাণস্ত অমুভূতিঃ ইত্যর্থঃ । যদি প্রাগপি আসীৎ তর্হি এব অভূত্বা ন ভবতি ইত্যর্থঃ । নহু অন্ত্যপরিমাণস্ত কালত্রয়ে
অমুভূতাবপি দেহভেদপ্রাপ্তিকালেবু আত্মনঃ পরিমাণান্তরাপি কিং ন হ্রাঃ অত আহ—“ন চে”তি । পরিমাণভেদে ত্র্যভেদপ্রসঙ্গাৎ
ইত্যর্থঃ । ভাষ্যকারেণ আত্মগতাত্মমধ্যমপরিমাণে নিত্যে আত্মপরিমাণত্বাৎ অন্ত্যপরিমাণবৎ ততশ্চ একপরিমাণতা ইতি একং ব্যাখ্যানং
কৃতম্ । অপরং চ মোক্ষকালগতাত্মপরিমাণস্ত অবস্থিতত্বাৎ নিয়তত্বাৎ পূর্বমোরপি আত্মমধ্যমকালয়োঃ অবস্থিতপরিমাণ এব জীবঃ স্তাৎ
ইতি । তত্র দ্বিতীয়ব্যাখ্যা যেন বিশদিতা । আত্মব্যাখ্যায় উত্তরপরিমাণনিত্যত্বস্ত অন্ত্যপরিমাণদৃষ্টান্তেন আপাত্তত্বাৎ উভয়নিত্যত্বাদিতি
নিবৃত্তং নুত্রে হেতুনির্দেশাবোগম্ আপাত্ত আহ—“অত্র চ উভয়োরিতি” । “অত্র চ” ইতি । নুত্রে ইত্যর্থঃ । নহু আদিমধ্যমাত্মম-
পরিমাণানাং নিত্যত্বে আপাদিতে পরিমাণত্রয়বদম্ আত্মনঃ স্তাৎ, কৃতঃ একপরিমাণতা আপাত্ততে ? অত আহ—“একশরীরে”তি ।
ত্রয়াণাং পরিমাণানাং সর্বশরীরেষু সমত্বাৎ সর্বশরীরেষু একরূপপরিমাণতা আত্মনঃ স্তাৎ ইতি । “দীপ্যং” ব্যাখ্যায় ইত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়
সর্বদা পরিমাণৈকত্বেন আপাত্তত্বাৎ নুত্রেগতোভয়শব্দেন ন পরিমাণত্রয়ম্ অভিধীয়তে কিন্তু আত্মমধ্যমকালয়োঃ, ততশ্চ আত্মমধ্যমকালয়োঃ
উভয়োঃ পরিমাণনিত্যত্বাৎ ইত্যেবংরূপেণ হেতুং যোজয়তি ভাষ্যকার ইত্যাহ—“দ্বিতীয়ে তু” ইতি । অত্রাং ব্যাখ্যায় অবিশেষণকেন ন
পরিমাণত্রয়স্ত সর্বশরীরেষু তুল্যত্বম্ আপাত্ততে, কিন্তু যৎ একশরীরপরিমাণতামাত্রং সর্বশরীরেষু আপাত্ততে তৎ অণুঃ মহান্ বা আত্ম
সর্বমেবে স্তাৎ ইত্যেবংরূপম্ ইত্যাহ—“একশরীরে”তি । ৩৬ ইতি ষষ্ঠম্ একশ্লিষ্টসম্ভাবাধিকরণম্ ।

(জৈনমতবাদমুত্তমম্ ।)

[অস্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ৷৩৬৷]

ভাস্করীর অনুবাদ ।

এইরূপ হইলে মোক্ষ অবস্থায় জীবের পরিমাণ নিত্য হয়, যদি পূর্বে অবিজ্ঞান থাকিয়া উৎপন্ন না হইত; কারণ, পূর্বে অবিজ্ঞান থাকিয়া পরে উৎপন্ন ঘট ইত্যাদি অনিত্য হয়। আর কি করিয়া পূর্বে অবিজ্ঞান থাকিয়া পরে উৎপন্ন না হয়? যদি পূর্বেও বিজ্ঞান থাকে। অল্প পরিমাণযুক্ত হইলে অপূর্ণ অর্থাৎ পূর্বে ছিল না—ইহা হইতে পারে না। অতএব অস্তিমপরিমাণই পূর্বেও ছিল, অতএব অভেদ হইল। আর তাহা হইলে একশরীরপরিমিতই হইবে, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র শরীরলাভ হইবে না। কারণ, শরীরপরিমাণ স্বীকার ব্যাহত হইয়া পড়ে। আর এখানে অর্থাৎ সূত্রে উভয়পরিমাণের নিত্যত্বের আপত্তি হয়—ইহা যোগ করিতে হইবে। আর সকলশরীরেই আত্মা একশরীরপরিমিতই হইবে, এইরূপ দীপ্য অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় “উভয় অবস্থাতে” এইরূপ যোগ করিতে হইবে। একশরীরপরিমিত হইবে—এরূপ ব্যাখ্যা করা হইবে না, কিন্তু অণু অথবা মহান্ যাহাই হউক, কেবল একরকম পরিমাণ হইবে, ইহাই উভয় ব্যাখ্যার ভেদ ৷৩৬৷ ষষ্ঠ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠাধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

পঞ্চমাধিকরণে বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইয়াছে। এইবার অনেকাস্তবাদী জৈনমত খণ্ডন করা হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের (৩য় অংশ) মতে বৌদ্ধের যেরূপে উৎপত্তি, জৈনেরও তদ্রূপ উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। অম্মুরগণ বেদোক্ত কৰ্ম্ম করিয়া প্রভূত বলশালী হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার পরায়ণ হইলে দেবগণের আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণু নিজ শরীর হইতে যে মায়ামোহ উৎপাদন করিলেন, তিনিই বেদার্থ বিকৃতি করিয়া আর্হত ও বৌদ্ধমত প্রচার করেন। এইরূপে বৌদ্ধমতের সহিত জৈনমতের বেশ একটা ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ বুঝা যায়। উভয়েই অলৌকিক বিষয়ে বেদের একমাত্র প্রামাণ্য অস্বীকার করেন। বৌদ্ধমতে যেমন বলা হয়, গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ২২জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, জৈনমতেও তদ্রূপ বলা হয়, মহাবীর জিনদেবের পূর্বে ২৩জন জিন জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই সৰ্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বাক্যই প্রমাণ। শূন্যবাদী বৌদ্ধমতে যেমন বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত শূন্য-স্বরূপ অর্থাৎ অনির্বচনীয়, জৈনমতেও তদ্রূপ অনেকাস্ত বা অনির্বচনীয়ই প্রকারান্তরে বলা হয়। এজ্ঞা বৌদ্ধ মতের পরই জৈনমতের খণ্ডন আবশ্যক।

এই ষষ্ঠাধিকরণে সৰ্ব্বশুদ্ধ ৪টি সূত্র আছে, যথা—

১। নৈকস্মিন্নসম্ভবাং ৷৩৩৷

৩। ন চ পর্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ ৷৩৫৷

২। এবং চাত্মাকাংক্ষাম্ ৷৩৪৷

৪। অস্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ৷৩৬৷

ইহাদের সংক্ষিপ্ত আক্ষরিক অর্থ এইরূপ—

১। জৈন আচার্যগণ যে সাদৃশ্য স্তানাস্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গীভায় স্বীকার করেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, একপদার্থে বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম থাকিতে পারে না।

২। যেমন বিরুদ্ধ অনেক ধর্মের একত্র অবস্থান দোষ, তদ্রূপ জীবের অকাংক্ষ্য অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নস্বরূপ অপর দোষও হয়।

৩। আর পর্যায়ক্রমে বৃহৎ শরীর প্রাপ্তি কালে অবয়বের উপচয়, এবং ক্ষুদ্রশরীর প্রাপ্তিকালে অবয়বের অপচয় হয়, স্তবরাং বিরোধ হয় না বলিলেও জীব দেহপরিমিত সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাহাতে আত্মা সাবয়ব হওয়ায় বিকারী হইয়া পড়েন।

৪। অস্ত্য অর্থাৎ মোক্ষকালে জীব পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিলে আত্মা ও মধ্যকালে ও জীব পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। অতএব বৌদ্ধমতের দ্বায় জৈনমতও অপ্ৰমাণিক।

পূর্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি বিষয় ও সংশয় প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ তাহা এই—

(১) সঙ্গতি—

প্রথম সঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি—ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি—ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি—ঐ

পত্যাদিকরণং নাম

সপ্তমম্ অধিকরণম্ ।

(নৈয়ায়িকপাণ্ডিতমতখণ্ডনম্)

পতুরসামঞ্জস্যং ১৩৭

বটাদিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—এস্থলে প্রসঙ্গসঙ্গতি । বৌদ্ধমতের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকায় বৌদ্ধমত খণ্ডনের পরই ইহার খণ্ডন সহজেই মনে উদয় হয় ।

(২) বিষয়—জৈনমত ।

(৩) সংশয়—শ্রাদ্ধান্তি প্রভৃতি সপ্তভঙ্গীরূপ গ্রায়দ্বারা সপ্তপদার্থের সিদ্ধি হয় কি হয় না ?

(৪) পূর্বপক্ষ—শ্রাদ্ধান্তি শ্রাদ্ধান্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গী গ্রায়টী অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়া সকল পদার্থেই যোজনা করা যায় বলিয়া পদার্থমাত্রই অনেকরূপ হইয়া থাকে—এইমতটী প্রামাণিক । এ সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্পণে যে সংগ্রহ শ্লোকটী আছে, তাহা এই—

বিমতং বস্তুনেকান্তং বস্তুত্বাচ্চিহ্নরূপবৎ ।

একান্তসত্ত্বেসত্ত্বো চ ন প্রবৃতি ন চেতরা ॥

অর্থাৎ বিচার্য্যবিষয়—জাগতিকবস্তু অনেকান্ত, যেহেতু তাহা বস্তু, যেমন চিত্তরূপ । যদি বস্তু একান্তই সং হইত, তাহা হইলে তাহা সর্বদাই সর্বত্র থাকায় তাহার জ্ঞান কাহারও প্রবৃতি হইত না । আর যদি একান্তই অসং হইত তাহা হইলে তাহা হইতে কাহারও নিবৃত্ত হইত না ।

(৫) সিদ্ধান্ত—না, ওকথা অসঙ্গত ; কারণ, এক পরমার্থ বস্তুতে বিরুদ্ধধর্ম থাকা অসম্ভব । অতএব বস্তুর অনেকরূপত্ব অসিদ্ধ । এ সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্পণে সংগ্রহ শ্লোকটী এই—

যৎ সত্যং তৎ সদেবাস্তি ন কথঞ্চিৎশূন্য ভবেৎ ।

বস্তুনেকান্ততাবাদস্তস্মাদ্ ব্যাঘাতদগুতঃ ॥

অর্থাৎ যাহা সত্য তাহা সত্যই থাকে, কোন রকমেই মিথ্যা হয় না । অতএব যাহারা বস্তুমাত্রকে অনেকান্ত বলেন, তাঁহাদের মত ব্যাঘাতদোষে দুষ্ট ।

(৬) কলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণের গ্রায় । (তৃতীয়াদিকরণ দ্রষ্টব্য)

এই বিষয়টী শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থের অধিকরণমালায় যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহা এই—

সিদ্ধিঃ সপ্তপদার্থানাং সপ্তভঙ্গীনয়ান্নবা ।

সাধকজ্ঞায়সদ্ভাবাৎ তেষাং সিদ্ধৌ কিমন্তুতম্ ॥১

একস্মিন্ সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধপ্রতিপাদনাৎ ।

অপস্তায়ঃ সপ্তভঙ্গী ন চ জীবন্ত সাংশতা ॥২

অর্থঃ—সপ্তভঙ্গীনয়াং সপ্তপদার্থানাং সিদ্ধিঃ ন বা ? সাধকজ্ঞায়সদ্ভাবাৎ তেষাং সিদ্ধৌ অন্তুতং কিম্ । ১ । একস্মিন্ সদসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ প্রতিপাদনাং সপ্তভঙ্গী অপস্তায়ঃ, ন চ জীবন্ত সাংশতা ।

অর্থ—সপ্তভঙ্গী জ্ঞায় দ্বারা সপ্তপদার্থের সিদ্ধি হয় কি হয় না ? সাধক জ্ঞানের সম্ভাবনাতঃ তাহাদের সিদ্ধিতে আশঙ্ক্য কি ? ১ । একবস্তুতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই বিরুদ্ধধর্মের প্রতিপাদন করা হয় বলিয়া সপ্তভঙ্গীজ্ঞায়টী দুষ্ট জ্ঞায়, এবং তদ্বারা জীবের সাংশতাও সিদ্ধ হয় না ।

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

পতুরসামঞ্জস্যং ১৩৭

ইদানীং কেবলাধিষ্ঠাজীৱকারণবাদঃ প্রতিবিধ্যতে । তৎ কথম্ অবগম্যতে । ‘প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাতঃ’ (১৪১২৩) “অভিধ্যোপদেশাচ্চ” (১৪১২৪) ইত্যত্র প্রকৃতি-ভাবেন অধিষ্ঠাতৃভাবেন চ উভয়স্বভাবস্ত জীৱন্তস্য স্বয়মেব আচার্য্যেণ প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ ।

* এখানে “ন পতুরসামঞ্জস্যং” এইরূপ প্রথমাস্তপদ “ন”কার উচ্চ থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভকল্পে বলা হয় । বিজ্ঞানভিদ্ধি এস্থলে এই প্রথমস্থলের “নানুমানম্” উক্ত করিয়াছেন । শ্রীকণ্ঠভাষ্যে পরবর্তী পাকরাজমতের দৃষ্টাংশ খণ্ডন অধিকরণের জ্ঞায় ইহা একদেখী শৈবমতখণ্ডনপর করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।

(নৈয়ারিকপাণ্ডিতমতম্ ।)

[পত্ন্যুরসামঞ্জস্যং ১৩৭

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

যদি পুনঃ অবিশেষণে ঈশ্বরকারণবাদমাত্রম্ ইহ প্রতিষিধ্যত, পূর্বোক্তবিরোধোৎ
ব্যাহতাভিব্যাহারঃ সূত্রকারঃ ইত্যেতৎ আপত্ত্যত। তন্নাৎ অপ্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং
নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ ইত্যেব পক্ষঃ বেদান্তবিহিতত্রৈকৈকত্বপ্রতিপক্ষত্বাৎ যত্নেন অত্র
প্রতিষিধ্যতে। সা চ ইয়ং বেদবাহুশ্রবকল্পনা অনেকপ্রকারা। কেচিৎ তাবৎ সাংখ্যযোগ-
ব্যপাশ্রয়াঃ কল্পয়ন্তি—প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ ইতরেতর-
বিলক্ষণাঃ প্রধানপুরুষেশ্বর ইতি ।

মাহেশ্বরাস্ত মজ্ঞস্তে—কার্যকারণযোগবিমুক্ত্যন্তাঃ পক্ষপদার্থাঃ পশুপতিনাং
ঈশ্বরে পশুপাশবিমোক্ষণায় উপদিষ্টাঃ, পশুপতিঃ ঈশ্বরঃ নিমিত্তকারণম্ ইতি বর্ণয়ন্তি।
তথা বৈশেষিকাদয়োহপি কেচিৎ কথঞ্চিৎ স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বর ইতি
বর্ণয়ন্তি ।

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—(ন) পত্ন্যুঃ অর্থাৎ ঈশ্বরের জগৎপাদান প্রধানাদির প্রেরকরূপে জগতের কেবল নিমিত্ত-
কারণত্ব উপপন্ন হয় না। কারণ, অসামঞ্জস্যং অর্থাৎ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলে উচ্চ নীচ নানাবিধ প্রাণী
সৃষ্টি করায় রাগদ্বেষাদির সম্ভাবনা হওয়ায় অসামঞ্জস্য হয় ।

ভাষ্যার্থ—ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ, এই মতের প্রতিবাদ করা হইতেছে। কি করিয়া তাহা বুঝা
যায়? কারণ, প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধোৎ, (১৪২৪) এবং অভিধ্যোপদেশোচ্চ (১৪২৪)
এই দুইটি সূত্রে উপাদানরূপে ও অধিষ্ঠাতৃত্বভাবে অর্থাৎ নিয়ামকরূপে ঈশ্বর উভয়রূপই হয়েন—ইহা আচার্য্য
সূত্রকার স্বয়ংই স্থাপন করিয়াছেন। যদি সাধারণভাবে ঈশ্বরকারণবাদই এখানে নিষেধ করা হইত, তাহা
হইলে পূর্বাপরবিরোধ হওয়ায় সূত্রকার ব্যাহতাভিব্যাহার অর্থাৎ পূর্বাপর বিরুদ্ধবাদী, এইরূপ আপত্তি হইত।
অতএব ঈশ্বর অপ্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন, কেবল অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ—এই মত
বেদান্তসম্মত ত্রৈকৈকত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয় বলিয়া যত্নপূর্বক এখানে নিষেধ করা হইতেছে। আর এই সেই
অবৈদিক ঈশ্বরকল্পনা অনেক প্রকার আছে। কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কল্পনা
করেন যে, প্রকৃতি ও জীবের নিয়ামক ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ, প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর পরস্পর বিলক্ষণ

আর শৈবগণ-মনে করেন—(১) কার্য্য অর্থাৎ মহৎ ও অহঙ্কার ইত্যাদি, (২) কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি ও
ঈশ্বর, (৩) যোগ অর্থাৎ সমাধি, (৪) বিধি অর্থাৎ ত্রিকালস্নানাদি এবং (৫) হুঃখাস্ত অর্থাৎ মোক্ষ—এই পাঁচটি
পদার্থ পশুপতি ঈশ্বর পশুপাশবিমোক্ষের জন্ত অর্থাৎ জীবগণের সংসারবন্ধনমোচনের জন্ত উপদেশ দিয়াছেন।
পশুপতিই ঈশ্বর ও জগতের নিমিত্তকারণ—ইহা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। সেইরূপ বৈশেষিকাদি কোন কোন
পণ্ডিতগণও কোন প্রকারে নিজ নিজ যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ—ইহা বলিয়া থাকেন।

ভাস্তী ।

অবিশেষণে ঈশ্বরকারণবাদঃ অনেন নিষিধ্যতে ইতি ভ্রমনিবৃত্ত্যর্থম্ আহ—“কেবলে”তি ।
সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়া হিরণ্যগর্ভপতঞ্জলিপ্রভৃতয়ঃ। প্রধানম্ উক্তম্। দৃক্শক্তিঃ পুরুষঃ
প্রত্যয়ানুপপত্ত্যঃ। স চ নানা। ক্লেশকর্ষবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ প্রধান-
পুরুষাভ্যাম্ অত্রঃ। মাহেশ্বরঃ চ্ছারঃ—শৈবাঃ, পাশুপতাঃ, কারণিকসিদ্ধান্তিনঃ, কাপালিকাস্ত
ইতি। চ্ছারোহপি অমী মহেশ্বরপ্রণীতসিদ্ধান্তানুযায়িতয়া মাহেশ্বরঃ। কারণম্ ঈশ্বরঃ।
কার্য্যং প্রাধানিকং মহাদাদি। যোগোহপি ওঙ্কারাদিধ্যানধারণাদিঃ। বিধিঃ ত্রিসবনস্নানাদিঃ
গুচ্চর্য্যাবসানঃ। হুঃখাস্তো মোক্ষঃ। পশবঃ আত্মানঃ, তেষাং পাশঃ বন্ধনং, তদ্বিমোক্ষো
হুঃখাস্তঃ। এব তেষাম্ অভিসন্ধিঃ—চেতনস্ত খলু অধিষ্ঠাতুঃ কুস্তকারাদেঃ কুস্তাদিকার্য্যে

(নৈয়ায়িকপাণ্ডিতমতমতনম্ ।)

[পত্ন্যুরসামঞ্জস্যং । ৩৭]

ভামতী ।

নিমিত্তকারণত্বমাত্রং ন তু উপাদানত্বমপি । তস্মাৎ ইহাপি ঈশ্বরঃ অধিষ্ঠাতা জগৎকারণানাম্
নিমিত্তমেব, ন তু উপাদানমপি, একস্ত অধিষ্ঠাতৃত্বাধিষ্ঠেয়ত্ববিরোধাৎ ইতি প্রাপ্তম্ ।

বোধান্তকরতরঃ ।

সদ্বাসনাদেবৈকমতস্য অসম্ভবৎ অধিষ্ঠাতৃত্বোপাদানত্বয়োরেপি একত্ব অসম্ভব ইতি প্রত্যবস্থানাত্ সঙ্গতিঃ । সাংখ্যযোগব্যাপাশ্রয় ইত্যাদি
ভাঃ ব্যাচ্যে—“হিরণ্যগর্ভে”ত্যাदिना । ভাস্করগতপুরুষপদব্যাখ্যানং—“দৃক্শক্তি”তি । শক্তিগ্রহণং তু সমর্থ্যপি সর্বং জ্ঞাতুং জৈবী
দৃক্ ন জানাতি আবৃতত্বাৎ ইত্যর্থম্ । কথং তর্হি জীবস্ত জ্ঞাতৃত্বং ? তত্রাহ—“প্রত্যয়ে”তি । প্রত্যয়ম্ অন্তঃকরণপরিণামম্ অম্পগতি
ইতি তথোক্তঃ । ভাঃ প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতা ইতি দ্বিবচনপ্রয়োগাৎ একো জীব ইতি ভ্রমঃ স্তাৎ তৎ ব্যাভুতি—“স চে”তি ।
সমাসান্তর্বর্ত্তি একবচনং জ্ঞাত্তিপ্রায়ম্ ইত্যর্থঃ । “ক্লেশে”তি সূত্রম্ ঈশ্বত্যাধিকরণে (ত্রঃ অঃ ১ পাঃ ১ শ্লঃ ৫) ব্যাখ্যাতম্ । পুরুষত্বাৎ
প্রধানাৎ অন্তঃ ক্লেশান্তপরাবৃত্তিত্বাৎ পুরুষাৎ অন্তঃ জীবাৎ অন্তঃ ইত্যর্থঃ । গূঢ়চর্যা স্বভাৱপ্রখ্যাপনেন দেশেষু বাসঃ । ঈশ্বরে, ন ত্রব্যং
এতি উপাদানঃ চেতনত্বাৎ কুলানত্বং ইত্যাহ—“চেতনন্তে”তি । কুলান্তাপি স্থখাদ্রাপাদানত্বাৎ সাধাবৈকল্যাং তদ্বারপায় ত্রব্যম্ ইতি
ব্যাক্যতম্ । জগৎকারণানাম্ প্রধানস্ত পরমাণুনাং চ ইত্যর্থঃ । নিমিত্তম্ ইত্যন্ত বিবরণম্ অধিষ্ঠাত্যেতি ।

ভামতীর অমুবাদ ।

এই অধিকরণে ঈশ্বরকারণবাদ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হইতেছে, এই ভ্রম নিবারণ করিবার জন্য
কেবল ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন । সাংখ্যযোগব্যাপাশ্রয় অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিগণ । প্রধানের
কথা পূর্বে বলিয়াছি । পুরুষ দৃকশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, তিনি প্রত্যয় অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণামকে দর্শন
করিয়া থাকেন । আর সেই জীব বহু । ক্লেশ অর্থাৎ অবিজ্ঞাদি, কৰ্ম—পাপ ও পুণ্য, বিপাক—কৰ্মফল,
আশয়—তদভ্যুযায়ী বাসনা, এই সকল দ্বারা যিনি সম্পর্কিত নহেন, সেই অসাধারণ পুরুষই ঈশ্বর । তিনি প্রকৃতি
ও পুরুষ হইতে ভিন্ন । মাহেশ্বর সম্প্রদায় চারি প্রকার—শৈব, পাণ্ডুপত, কার্লগিক সিদ্ধান্তবাদী ও
কাপালিক । * এই চারি সম্প্রদায়ই মহেশ্বরপ্রণীত সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে
মাহেশ্বর বলে । ঈশ্বর—কারণ । প্রাধানিক অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহৎ অহংকার প্রভৃতি—কার্য, এবং
ঔকারদির ধ্যান ও ধারণাদি—যোগ । ত্রিকালস্নানাদি ও গূঢ়চর্যাবগান অর্থাৎ নিজের গুণ প্রকাশ না করিয়া
কোন স্থানে বাস করা । দুঃখান্ত অর্থাৎ মোক্ষ । পশু অর্থাৎ জীব সকল তাহাদের পাশ অর্থাৎ সংসারবন্ধন,
তাহা হইতে মুক্তিই দুঃখান্ত । এতলে তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে—চেতন অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্তা কুন্তকার
প্রভৃতি ঘট প্রভৃতি কার্যে কেবল নিমিত্তকারণই হয়, উপাদানকারণ নহে । অতএব এখানেও অধিষ্ঠাতা
ঈশ্বর জগৎকারণসকলের নিমিত্তকারণই হন, কিন্তু নিমিত্ত ও উপাদান উভয় নহেন । কারণ, একই ব্যক্তির
কর্তা হওয়া ও তাহাকর্তৃক চালিত হওয়া বিরুদ্ধ—ইহাই পূর্বপক্ষ ।

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

অতঃ উত্তরম্ উচ্যতে—“পত্ন্যুরসামঞ্জস্যং” ইতি । পত্ন্যুঃ ঈশ্বরস্ত প্রধানপুরুষয়োঃ
অধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং নোপপত্ততে । কস্মাৎ ? অসামঞ্জস্যং । কিং পুনঃ
অসামঞ্জস্যম্ ? ইীনমধ্যমোক্তমভাবেন হি প্রাণিভেদান্ বিদধতঃ ঈশ্বরস্ত রাগদ্বৈবাদিদোষ-

* সর্বদর্শনসংগ্রহে চতুর্বিধ মাহেশ্বরদর্শন বলিতে নকুলীশ পাণ্ডুপত, শৈব, প্রভাভিজ্ঞা ও রসেশ্বরদর্শনের নাম করা হইয়াছে ।
রামানুজভাঃ কিত্ত কাপাল, কালামুখ, পাণ্ডুপত ও শৈবমতের নাম আছে । ভাস্করভাঃ পাণ্ডুপত, শৈব, কাপালিক ও কার্লগিক—
এই চারিটি নাম আছে । রাজানুজভাঃ শৈবগম হইতে এই চারি সম্প্রদায়ের আচারগত বৈলক্ষণ্যমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, ইহাদের মতের
দার্শনিক অংশ কিছুই কথিত হয় নাই । ইহাদের দার্শনিকমত জানিতে হইলে সর্বদর্শনসংগ্রহে গ্রন্থই ফলত । প্রভাভিজ্ঞানদর্শনের নাম
ভামতীকার করেন নাই ; কারণ, ইহা অভিনবগুপ্তের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ । অভিনবগুপ্তের সময় প্রায় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ । ব্যাচ্যপতি
মিশ্রের সময় ১০১—১০৮১ খ্রীষ্টাব্দ । নকুলীশপাণ্ডুপতের অপর নাম নকুলীশ ও কালামুখ । অভিনবগুপ্তের মূলপুরুষ বহুগুপ্ত, ইনি
শৈবদর্শনের আচার্য্য বলা হয় । ইহার সময় ৮ম শতাব্দী । কার্লগিকসিদ্ধান্ত বা কার্লগিকসিদ্ধান্তের পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই ।
সর্বদর্শনের চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের নাম সর্বদর্শনসংগ্রহের পরিশিষ্ট সূচীমধ্যে আছে । বহুগুপ্তের পূর্বপুরুষ অজিতগুপ্ত । ইনি
প্রায়গ হইতে কান্ধীরে গমন করিয়া শৈবমত প্রচার করেন । অজিতগুপ্তের সময় বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের সময় । শিবস্বত্ননামক একখানি
ব্রহ্মসংহিতায় গ্রন্থ হইতে এই মতের প্রচার । এই শিবস্বত্ন কান্ধীরে পূর্বে কোন এক সময় এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে শিবের রূপার
উৎখাদিত হয় । অজিতগুপ্ত মদ্র পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন । এই প্রস্তর এখনও আছে । কান্ধীর শৈবমতের ইহাই মূল । কিন্তু
দক্ষিণের শৈব অভিন্নগ । ইহা কতকটা বিশিষ্টাধৈতের অনুরূপ, তথাপি তদগোচ্য নহ্ন । কান্ধীর শৈব অনেকটা অবৈতমতই বলা যায় ।
রসেশ্বরদর্শনের একজন আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ । ইহার দার্শনিকমতটা অবৈতবাদই ।

(নৈয়ায়িকপাদপত্নমতঃসংগ্ৰহঃ।)

[পত্ন্যুরসামঞ্জস্যং ১৩৭]

শাক্তরত্নায়ম্।

প্রসঙ্গে: অনাদ্যদ্বিবৎ অনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত। প্রাণিকর্মাপেক্ষিতত্বাৎ অদোষ: ইতি চেৎ? ন, কর্মেশ্বরয়ো: প্রবর্ত্যপ্রবর্তয়িতৃষে ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ। ন অনাদিত্বাৎ ইতি চেৎ? ন, বর্তমানকালবৎ অতীতেষু অপি কালেষু ইতরেতরাশ্রয়দোষাবিশেষাৎ অন্ধপরম্পরা-
 গ্ৰাণ্যাপত্তে:। অপিচ “প্রবর্তনালক্ষণা দোষা:” (শ্রায়সূত্র ১।১।১৮) ইতি শ্রায়বিশেষময়:। ন
 হি কশ্চিৎ অদোষপ্রযুক্ত: স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্তমানো দৃশ্যতে। স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ সর্বো-
 জন: পরার্থেহপি প্রবর্ততে ইতি এবমপি অসামঞ্জস্যম্। স্বার্থবত্বাৎ ঈশ্বরস্ত অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ।
 পুরুষবিশেষত্বাভ্যুপগমাত্ত ঈশ্বরস্ত পুরুষস্ত চ উদাসীশ্রাভ্যুপগমাৎ অসামঞ্জস্যম্। ৩৭

ভাষ্যমুবাদ।

এইজন্য পত্ন্যুরসামঞ্জস্যং এই হুত্রে উত্তর দিতেছেন। পত্ন্য: অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃতি ও পুরুষের
 নিয়ামকরূপে জগতের নিমিত্তকারণ হওয়া সম্ভব নহে। কেন? যেহেতু সামঞ্জস্য হয় না। কি অসামঞ্জস্য
 হয়? যিনি উত্তম, মধ্যম ও অধম করিয়া নানাবিধ প্রাণী সৃষ্টি করেন, সেই ঈশ্বরের রাগদ্বৈতাদির আপত্তি
 হয় বলিয়া আমাদের মত তাঁহার অনীশ্বরত্বই হইয়া পড়ে। যদি বল, তিনি প্রাণীদিগের কর্মকে অপেক্ষা
 করেন বলিয়া কোন দোষ হয় না? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, কর্ম ও ঈশ্বর যদি প্রবর্ত্য ও
 প্রবর্তক হয়, তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। যদি বল, সংসার অনাদি হওয়ায় দোষ হয় না?
 না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, বর্তমানকালের মত অতীতকালেও অশ্রোতাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে
 বলিয়া অন্ধপরম্পরা শ্রায় আসিয়া পড়ে।* আরও দোষ হয়—প্রবর্তনালক্ষণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি দেখিয়া রাগ, ঘেঘ
 ও মোহরূপ দোষের অনুমান হয়। ইহা নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত। কারণ, কোন দোষপ্রেরিত না হইয়া
 নিজের জন্ত বা পরের জন্ত (কাহাকেও) প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। সকল লোকই স্বার্থযুক্ত হইয়াই পরের
 জন্ত প্রবৃত্ত হয়, অতএব সামঞ্জস্য হইল না। কারণ, ঈশ্বর স্বার্থবান্ হওয়ায় অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন। আর
 ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলিয়া স্বীকার করায় এবং পুরুষকে উদাসীন বলিয়া স্বীকার করায় অসামঞ্জস্য হইল। ৩৭

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—“পত্ন্যুরসামঞ্জস্যং” ইতি। ইদম্ অত্র আকৃতম্—ঈশ্বরস্ত
 নিমিত্তকারণত্বমাত্রম্ আগমাৎ বা উচ্যতে প্রমাণাস্তুরাৎ বা? প্রমাণাস্তুরম্ অপি অনুমানম্
 অর্থাপত্তির্বা। ন তাবৎ আগমাৎ, তস্মৈ নিমিত্তোপাদানকারণত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ ইতি অসকুৎ
 আবেদিতম্। তস্মাৎ অনেন অগ্নিন্ অর্থে প্রমাণাস্তুরম্ আশ্বেয়ম্। তত্র অনুমানং তাবৎ
 ন সম্ভবতি। তদ্বি দৃষ্টানুসারেণ প্রবর্ততে, তদনুসারেণ চ অসামঞ্জস্যম্। তদাহ—“হীন-
 মধ্যমে”তি। এতৎ উক্তং ভবতি—আগমাৎ ঈশ্বরসিদ্ধৌ ন দৃষ্টম্ অনুসর্তব্যম্। ন হি স্বর্গা-
 পূর্বদেবতাদিষু আগমাৎ অবগম্যমানেষু কিঞ্চিৎ অস্তি দৃষ্টম্। ন হি আগমো দৃষ্টসাধন্য্যাৎ
 প্রবর্ততে। তেন শ্রুতসিদ্ধার্থম্ অদৃষ্টানি দৃষ্টবিপরীতত্বভাবানি সুবহুত্বপি কল্যমানানি ন লোহ-
 গন্ধিতাম্ আবহন্তি, প্রমাণবত্বাৎ। যস্ত তত্র কথঞ্চিৎ দৃষ্টানুসার: ক্রিয়তে স সুহৃদভাবমাত্রাণে।
 আগমানপেক্ষম্ অনুমানং তু দৃষ্টসাধন্য্যেণ প্রবর্তমানং দৃষ্টবিপরীতত্ববাদপি বিভেতিতরাম্ ইতি।
 প্রাণিকর্মাপেক্ষিতত্বাৎ অদোষ ইতি চেৎ? ন, কুত: ? কর্মেশ্বরয়ো: মিথ: প্রবর্ত্যপ্রবর্তয়িতৃষে
 ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ।

* সংসার অনাদি হইলে প্রবর্ত্যপ্রবর্তকভাবে অশ্রোতাশ্রয়দোষ হয় না—এই জাতীয় বৃত্তি অন্ততঃ অর্থাৎ ঈশ্বরের বৈবর্তনীয় পাদার্থকে
 বর্তমান কর্তৃক স্বীকার করা হইয়াছে, বর্ষা ২।১।৩৪ সূত্রে কিন্তু এখানে তদবলম্বনেই এই মত বর্ণন করা হইল। বক্তব্য: এজন্য স্বমতে দোষ
 হয় না। কারণ, এই দোষবশত: অনির্বচনীয় বলাই স্বমতের অভিসন্ধি। যাহারা জগৎকে সত্য বলেন, তাঁহাদের মতে ইহা দোষই হয়।
 পাদপত্নমতে জগৎ সত্য বলাই হয়। এজন্য এই দোষ দ্বারা তদ্ব্যবধান করা হইল। জীবজগৎ ঈশ্বরের সভ্যভাবাদিদিগের জন্ত সংসার
 জগৎ বলিয়া তাঁহাদের মতের উপপত্তি করা হয়। তাহা সিদ্ধান্তসম্মত নহে। যেহেতু স্বমতে জীবজগৎ ঈশ্বর সবই মিথ্যা।

† কল্পিতব্যানি পাঠান্তর।

564

[পদ্যরসামঞ্জস্য ১৩৭]

অয়ম্ অর্থঃ—বদি ঈশ্বরঃ করুণাপরাধীনাং বীতরাগঃ ততঃ প্রাণিনঃ কপূয়ে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়েৎ, তচ্চ উৎপন্নম্ অপি ন অধিতীষ্ঠেৎ, তাবদ্ব্যাক্রোশ প্রাণিনাং হৃৎখামুৎপাদাৎ। ন হি ঈশ্বরাদীনাং জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কপূয়ং কর্ম্ম কর্ত্ত্বম্ অর্হন্তি। তদনধিষ্ঠিতং বা কপূয়ং কর্ম্ম স্বফলং প্রসোতুম্ ন উৎসহতে। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোহপি ঈশ্বরঃ কর্ম্মভিঃ প্রবর্ত্ত্যতে ইতি দৃষ্টবিপরীতং কল্পনীয়ম্। তথাচ অয়ম্ অপরো গণ্ডুস্যোপরি বিক্ষোটঃ ইতরেতরাশ্রয়াহ্বয়ঃ প্রসজ্যেত, কর্ম্মণা ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্তনীয়ঃ ঈ শ্বরেণ চ কর্ম্ম ইতি।

शङ्कते—“न अनदिहां इति चेत्” पूर्वकर्मणा ईश्वरः सम्प्रतितने कर्मणि प्रवर्तते, तेन ईश्वरेण सम्प्रतितनं कर्म स्वकार्ये प्रवर्तते इति। निराकरोति “न। वर्तमानकालवत्” इति। अथ पूर्वं. कर्म कथम् ईश्वराप्रवर्तितम् ईश्वरप्रवर्तनलक्षणं कार्यं करोति? तत्रापि प्रवर्तितम् ईश्वरेण पूर्ववर्तनकर्मप्रवर्तितेन इत्येवम् अक्षपयस्परिवादोऽयः। चक्षुश्चिता हि अक्षः नीयते, न अक्षान्तरेण। तथा इहापि द्यौ अपि प्रवर्तते इति कः कं प्रवर्तयेत् इत्यर्थः। अपि च नैययिकानाम् ईश्वरश्च निर्दोषश्च स्वसमयविरुद्धम् इत्याह—“अपि चे”ति। अस्माकं तु नायं समयः इति भावः।

নমু কারুণ্যাদপি প্রবর্তমানো জনো দৃশ্যতে। ন চ কারুণ্যং দোষঃ ইত্যত আহ—
“স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ” ইতি। কারুণ্যে হি সতি অশু দুখং ভবতি তেন তৎপ্রহাণায় প্রবর্ততে ইতি
কারুণিকাঃ অপি স্বার্থপ্রযুক্তা এব প্রবর্তন্তে ইতি। নমু স্বার্থপ্রযুক্ত এব প্রবর্ত্ততাম্ এবমপি
কো দোষঃ ইত্যত আহ—“স্বার্থবদ্বাং ঈশ্বরস্ত” ইতি। অর্থিহ্যং ইত্যর্থঃ। পুরুষস্ত চ
ঔদাসীণ্যভ্যাপগমাৎ ন বাস্তবী প্রবৃত্তিঃ ইতি। ৩৭

सिद्धांत—

“অধিগম্য শ্রুতেরীশমবুপাদানতা। যদি । অনুমীয়েত বাধঃ শ্রাদ।শ্রয়।সিদ্ধিরন্তথা” ।

কিম্ অশ্রমিতে দৈবের অনুপাদানম্বয় সাধ্যতে, উত্ অশ্রমিতে ? নাহ্ম, আশ্রমাসিদ্ধাপাতাৎ । দ্বিতীয়োপ পিতৃভ্রমশিঃ ঐতে: অনুমানং বা পৌরুষেরাগমাং বা । প্রথমে কিম্ দৈবপূর্ব্বককর্ত্ত্বাদ্বিপ্রতিপাদকশ্রুত্যা এব অনুপাদানম্বয় সাধ্যতে, তৎপূর্ব্বকানুমানং বা । ন অশ্রমঃ, তস্তাঃ ঐতে: নিমিত্তম্বয়ত্রপদম্বয় ন তু উপাদানম্বয়বিশেষপদম্বয় ইতি “প্রকৃতিশ্চ” (ব্র: অ: ১ পাতা: ৪ পৃ: ২৩) ইত্যধিকরণে দৃশ্যবিত্ত্বাং ইত্যাহ—“ন তাবৎ” ইতি । ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—“তস্মাদ্বি”তি । আশ্রয়মানম্ অপি ন সম্ভবতি “তদান্মানং বরমকুতম” ইত্যাহি ঐতেভ্য বাধ্যং ইত্যর্থ: । অস্ত তর্হি অনুমিতে দৈবের অনুপাদানকানুমানম্ অত আহ—“তস্মে”তি । দৈবের ইত্যর্থ: । পৌরুষেরাগমাং চ নিবেশ্যমাণ ইতি তাবচ্ছদ: । তথাহি—ন তাবৎ আন্ত্য কথিং সর্বকৃত্বং কার্যত্বাং কুতবৎ ইতি মানম্, জীব্যাবুজম্বয়সিদ্ধে, অব্যবহিত-প্রাক্কালবহিঃপ্রব্রজস্বদ্বাদনে চ আন্ত্যকার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্কালীনপ্রব্রজস্বদ্বা কুন্তে অভাবেন সাধ্যবৈকল্যাৎ, কুন্তাব্যবহিতপ্রব্রজস্বদ্বা চ আন্ত্যে কার্য্যে বাধ্যং, কিঞ্চিদব্যবহিতপ্রব্রজস্বদ্বা চ সিদ্ধসাধনাং অনুষ্টাব্যবহিতপ্রাক্কালপ্রব্রজস্বদ্বাং আন্ত্যকার্য্যসা । অথ দ্যাবুক, দ্যাবুকপাদানসাক্ষাৎকারব্রজস্বদ্বা কার্যত্বাং ইতি । তত্চ ন, অশ্রমসিদ্ধবিশেষবিশেষোক্ত্যভ্যাং দ্যাবুকতত্ত্বপাদানসাক্ষাৎকারসা চ অসিদ্ধে: । দ্ব্যুত্তে চ সলিঙ্গসাক্ষাৎকার, ঘটসা দ্যাবুকপাদানসাক্ষাৎকারবিশেষব্রজস্বদ্বা অসংপ্রতিপত্তে: । অর্থাৎ কতচিৎ প্রত্যকং সেন্দ্বাৎ ইত্যাহ চ যোগশিভি: অর্থীভরত। কার্য্য সর্বকর্ত্ত্বকং কার্যত্বাং ইত্যাহ চ ।

স্বায়েতৎ, ধর্মঃ অমসমানাধিকরণধর্মবিষয়স্বরহিতসাক্ষ্যকারবিষয়ঃ যেরূপাৎ ঘটবৎ। সাক্ষ্যকারণেগের ইচ্ছাতে যোগিভিঃ অর্থাভ্রতা ইতি অমসমানাধিকরণধর্মবিষয়স্বরহিতগ্রহণম্, যোগিসাক্ষ্যকারস্য কালভেদেন অমসমানাভ্রহাৎ। অমসমানাধিকরণধর্মহিতসাক্ষ্যকারণেগের ইচ্ছাতে চ অপ্রসিদ্ধাবিশেষণমিতি তন্নিসূত্রার্থঃ ধর্মবিষয়গ্রহণম্। অন্নাদাধীনাং ঘটাদিবিষয়সাক্ষ্যকারস্য অমসমানাভ্রহেৎপি ধর্মবিষয়ভাবেন অমসমানাধিকরণহে সতি ধর্মবিষয়স্বরূপবিশিষ্টধর্মরহিতত্বাৎ তত্র সাধাসিদ্ধেঃ। সাক্ষ্যকারস্য চ অমসমানাধিকরণহে সতি ধর্মবিষয়স্বরহিতত্বঃ ধর্মবিষয়স্বরহিতাত্বাৎ বা অমসমানাধিকরণস্বরহিতাত্বাৎ বা ভবতি। আন্তে তস্য ধর্মবিষয়ত্বাৎ ইতি বিতীর্ণঃ স্যাৎ। তথাচ তাদৃশসাক্ষ্যকারণধর্মরহিতসিদ্ধিঃ ইতি। তন্ম, কিমিহ ধর্মবিষয়স্বরহিতত্বম্? ধর্মবিষয়ত্বসংসর্গভাববস্তুমিতি চেৎ? কিং ধর্মবিষয়ত্বসংসর্গোক্তোক্তভাববস্তু উত তৎসংসর্গভাববস্তু। নান্নঃ, তথা সতি অস্য বিশেষণস্য বৈরূপ্যং সাক্ষ্যকারণেনৈব তদ্ভাচার্যস্য ধর্মবিষয়ত্বসংসর্গোক্তোক্তভাববস্তুসিদ্ধেঃ। ন হি ধর্মবিষয়ত্বসংসর্গোক্তকঃ কশ্চিৎ সাক্ষ্যকারঃ অস্তি, নৃশাস্ত্রোক্তার্থমিহ বিশেষণম্। ন বিতীর্ণঃ, ধর্মবিষয়ত্বসংসর্গসংসর্গোক্তোক্তভাববস্তুবিষয়ে বিশেষণবৈরূপ্যতাদবহাৎ, তজ্জাপি সংসর্গোক্তম্। এতি যথেন চ তত্ত্বোক্তোক্তভাবম্ আদায় বৈরূপ্যাবয়নং। অথ নতং ন সংসর্গস্য সংসর্গোক্তম্ অস্তি, কিন্তু অরম্যেব নস্য সংসর্গ ইতি ক

(নৈমারিকপাণ্ডিতমতখণ্ডনম্ ।)

[পত্ন্যুরসামঞ্জস্তাৎ ১৩৭]

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অনবস্থা ইতি । নৈতৎ, তথা সতি তাদৃশসংসর্গাভ্যন্তরিত্যবস্থায়া বিশেষণবৈধৰ্ম্ম্যন্ত বজ্রলেপনাৎ । এতৎখণ্ডনভয়েন যদি বিশেষণম্ উচ্চাসি তর্হি প্রত্যাহসি যোগিতিঃ অর্থান্তরতঃ । এবং সর্ব্বা মহাবিশ্ভাঃ তচ্ছায়া বা অস্তে প্রয়োগাঃ খণ্ডনীয় ইতি ।

তৎস্থখাধৈতবোধান্ধতাবহরয়ে নমঃ । বেদান্তৈকপ্রমাণায় কৃতকাণামভূময়ে ॥

তস্যাং হৃষ্ট উক্তম্—“তত্র ঈশ্বরে অনুমানং তাবৎ ন সম্ভবতি” ইতি ।

অথবা পূর্ব্বগ্রহেণ অন্তর্য্যম্ ঈশ্বরস্য নিমিত্তমাত্রাৎ প্রমাণান্তরম্ আহুয়ম্ ইতি সামান্ত্রতঃ ঋতিযাতিরিক্তপ্রমাণাপেক্ষাম্ উক্তম্ । কিং তৎ অনুমানং গৌরবযোগ্যমো বা ইতি বিকল্যা আশঙ্ক্য প্রতি আহ—“তত্র অনুমানম্” ইতি । যথৈব চেতনস্য নিমিত্তত্বমাত্রম্ অনুমৌর্য্যতঃ, তথা রাগাদিকম্ অপি অনুমেয়ং ব্যাপ্তেঃ অবিশেষাৎ তথাচ বাস্তবিকতানিরবচ্ছবিবিশেষবিচ্ছিন্নঃ অয়ং হেতুঃ ইত্যাহ—“তচ্ছি দৃষ্টান্তসারেণ” ইতি । নমু সিদ্ধান্তে প্রতিগম্যেধরসাপি পূর্ব্ববদ্যৎ রাগাদিমহামুমানং দ্রব্ধারম্ অত আহ—“এতদ্ব্যক্তম্” ইতি । ব্যাপ্ত্যাপেক্ষং হি অনুমানং ব্যাপ্ত্যুপনীতং সর্ব্বম্ অনুমন্ত্যতে । আগমস্ত স্বতন্ত্রঃ তত্র যৎ তদ্বিকল্পম্ অনুমানং তৎ কালাতীতং স্যাৎ ইত্যর্থঃ । “লোহগন্ধিতা” কলঙ্গগন্ধিতা । কথং তর্হি মানাস্তরানুসারেণ অপূর্ব্বাদিকল্পনা ? তত্রাহ—“যন্ত ইতি । তত্রাপি আগমপ্রমাণাৎ কালান্তরকৃতবাগাৎ স্বর্গোচ্ছন্ত কা কতিঃ । অনন্তরপূর্ব্বককবর্ত্তিনঃ কারণম্ ইতি লোকানুভবম্ অনুকথ্য অপূর্ব্বকল্পনা ইত্যর্থঃ । ইদানীং চেৎ কমেধরয়োঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকত্বং প্রতীয়তে, তত এতদ্বলাৎ বীজাকুরবৎ পরম্পরা অবলম্বিত্যে, তত্র কৃত্ত ইতরেভ্যশ্রয়ত্বম্ কৃত্তন্তরানু অঙ্গপরম্পরা ইত্যাপেক্ষা আদৌ তাবৎ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকতাবানুপপত্তিঃ কর্ণেধরয়োঃ দর্শয়তি—“যদীশ্বর” ইতি । অথবা—কর্ণগর্ভেব ঈশ্বরঃ প্রেরিতঃ কর্ণ কারণতি, তৎ কৃত্ত ইতরেভ্যশ্রয়ত্বং ভাঙে উচ্যতে ? তত্রাহ—“যদি ঈশ্বর” ইতি । কপুয়ং কুংসিতম্ । উক্তরস্মিন্ ব্যাখ্যানে কর্ণতিঃ প্রয়োজনৈঃ কর্ণগা হেতুনা প্রবর্ত্ততে ইতি দৃষ্টবিকল্পম্ । দৃষ্টমানকার্য্যস্য কর্ণগাহেতুকত্ববিকল্পদ্ব্যর্থ্যকত্বাৎ ইতি বোজনম্ । ঈশ্বরেণ পূর্ব্বঃ কর্ণ তাবৎ প্রবর্ত্তয়িতুং ন শক্যতে কুংসিতকলানুসরণপ্রসঙ্গাৎ, এবং পূর্ব্বকর্ণ ঈশ্বরাপ্রবর্ত্তিতং কথম্ ঈশ্বরপ্রবর্ত্তনলক্ষণং কার্য্যং করোতি ? এবং সতি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তিম্ অনুক্তম্ । কেবলং ততঃ পূর্ব্বকর্ণম্ এব অবলম্ব্যতে তত্রাহ—“তত্রাপি”তি । তত্রাপি ঈশ্বরপ্রবর্ত্তনে স্বকার্য্যে পূর্ব্বঃ কর্ণ ততঃ পূর্ব্বভাবিকর্ষপ্রবর্ত্তিতেন ঈশ্বরেণ প্রবর্ত্তিতম্ ইতি বক্তব্যং, তথাচ সর্ব্বত্র অনুপপত্তিসাম্যাৎ অঙ্গপরম্পরা ইত্যর্থঃ । “বাবসি” কর্ণেধরৌ । “অস্মাকং তু” ইতি । মায়াময়াঃ প্রবৃত্তৌ অচোক্তব্যং ইত্যর্থঃ । ৩৭

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

এইরূপ পূর্ব্বকর্ণ প্রাপ্ত হইলে পত্ন্যুরসামঞ্জস্তাৎ এই সূত্রে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন । এখানে ইহাই অভিপ্রায়—ঈশ্বর যে কেবল নিমিত্তকারণ—ইহা ঋতিপ্রমাণ হইতে বলা হয় ? অথবা অস্ত্র প্রমাণ হইতে বলা হয় ? অস্ত্রপ্রমাণও কি অনুমান অথবা অর্থাপত্তি ? (তন্মধ্যে) ঋতিপ্রমাণ হইতে বলিতে পার না । কারণ, ঋতি ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ উভয় বলিয়াছেন—ইহা বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছি । অতএব পাণ্ডিত্য আচার্য্যকে এ বিষয়ে অস্ত্র প্রমাণ অবলম্বন করিতে হইবে । তন্মধ্যে অনুমানের সম্ভাবনা নাই । কারণ, তাহা দৃষ্টান্তসারে অর্থাৎ দৃষ্টান্তানুসারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই অনুসারে বিবেচনা করিলে সামঞ্জস্য হয় না—হীনমধ্যম ইত্যাদি গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্র হইতে ঈশ্বর সিদ্ধি করিতে হইলে দৃষ্টবস্তুর অনুসরণ করিতে হইবে না । যেহেতু ঋতিগম্য—স্বর্গ অপূর্ব্ব ও দেবতাদি বিষয়ে কিছুই দৃষ্ট বস্তু নাই । কারণ, আগম দৃষ্টবস্তুর সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাম্যবশতঃ প্রবৃত্ত হয় না । সেইজন্ত ঋতিসিদ্ধ বস্তুর সিদ্ধির জন্ত দৃষ্টবস্তুর বিরুদ্ধ স্বভাব অত্যধিক অদৃষ্ট কল্পনা করিলেও তাহার লোহগন্ধিতা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ নিন্দার ভাজন হয় না । কারণ, তাহার (মূল) প্রমাণ আছে । আর যে সেখানে অতি অল্প দৃষ্টান্তানুসরণ করা হয়, তাহা কেবল বন্ধুত্ববশতঃ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারেই করা হয়, কোন বাধ্যতাবশতঃ নহে । আর যে অনুমান শাস্ত্রের অপেক্ষা করে না, তাহা দৃষ্টবস্তুর সাম্য অনুসারে প্রবৃত্ত হইয়া কণামাত্র দৃষ্টবিপরীত হইলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে । যদি বল, ঈশ্বর প্রাণীগণের কর্ণকে অপেক্ষা করেন বলিয়া কোন দোষ হয় না ? না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, কর্ণ ও ঈশ্বর পরম্পর পরম্পরের প্রেরিত ও প্রেরক হইলে অস্ত্রোক্তাশ্রয়দোষের সম্ভাবনা হয় ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যদি বীতরাগ অর্থাৎ নিকাম ঈশ্বর করুণার অধীন হইতেন, তাহা হইলে প্রাণীগণকে কপুয় অর্থাৎ কুংসিত কর্ণে প্রবৃত্ত করিতেন না । আর কুংসিত কর্ণ উৎপন্ন হইলেও তাহার নিয়ামক হইতেন না ; কারণ, কেবল কুংসিত কর্ণদ্বারাই প্রাণীগণের দুঃখ জন্মে না । যেহেতু ঈশ্বরের অধীন লোকসকল স্বাধীনভাবে কুংসিত কর্ণ করিতে পারে না । আর ঈশ্বরকর্ত্ত্বক প্রেরিত না হইয়া কুংসিত কর্ণ ফল উৎপাদন করিতে পারে না । অতএব ঈশ্বর স্বাধীন হইয়াও কর্ণকর্ত্ত্বক প্রবর্ত্তিত হন, এইরূপ দৃষ্টবিপরীত কল্পনা করিতে হইবে । আর তাহা হইলে ইহা আর একটি গণ্ডের উপর ফোড়ার মত অস্ত্রোক্তাশ্রয় নামক দোষ হইয়া পড়িল । যথা কর্ণ ঈশ্বরকে প্রবৃত্ত করিবে এবং ঈশ্বর কর্ণকে প্রবৃত্ত করিবেন । ন অনাদিষ্টাৎ ইতি চেৎ এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন । অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ণকর্ত্ত্বক ঈশ্বর ঐহিক কর্ণে প্রবর্ত্তিত হন, এবং সেই

(নৈয়ায়িকপাণ্ডিতমতখণ্ডনম্ ।)

সম্বন্ধানুপপত্তেঃ ১৩৮ *

ভাস্তীর অনুবাদ ।

ঈশ্বরকর্তৃক ঐহিক কর্ম নিজ কার্যে প্রবর্তিত হয়। ন বর্তমানকালবৎ এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। আচ্ছা, পূর্বকর্ম ঈশ্বরপ্রেরিত না হইয়া কি করিয়া ঈশ্বরপ্রেরণারূপ কার্য করে? সেখানেও তাহার পূর্বকর্মকর্তৃক প্রেরিত ঈশ্বরকর্তৃক কর্ম প্রেরিত হয়, এইরূপ কল্পনা করিলে অক্ষপন্নরা দোষ হইল। কারণ, যাহার চক্ষুঃ আছে, সেই ব্যক্তিই অন্ধকে লইয়া যায়, অথ অন্ধ তাহাকে লইয়া যায় না, সেইরূপ এখানেও দুইজনই প্রেরিত হইতেছে, কে কাহাকে প্রবৃত্ত করিবে।

আরও নৈয়ায়িকগণের মতে ঈশ্বরের নির্দোষতা তাঁহাদের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—অপি চ এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। আমাদের কিন্তু ইহা সিদ্ধান্ত নহে। যদি বল, করুণাবশতও লোক প্রবৃত্ত হয় দেখা যায়। আর করুণা ত দোষ নহে, এইজন্ত স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যেহেতু করুণা হইলে ইহার দুঃখ জন্মে, সেই হেতু দুঃখনিবারণের জন্ত প্রবৃত্ত হয়, এইজন্ত দয়ালুগণও স্বার্থ প্রেরিত হইয়াই কার্য করেন। যদি বল স্বার্থপ্রেরিত হইয়াই প্রবৃত্ত হউন না, তাহা হইলেই বা দোষ কি? এইজন্ত স্বার্থবজ্রাদীশ্বরশ্রু ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ যেহেতু তিনি অর্থী অর্থীং তাঁহার প্রয়োজন আছে, অতএব তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। আর পুরুষকে উদাসীন বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহার প্রযুক্তি সত্য হইতে পারে না ১৩৭

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

সম্বন্ধানুপপত্তেঃ ১৩৮

পুনরপি অসামঞ্জস্যমেব। ন হি প্রধানপুরুষব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ অন্তরেণ সম্বন্ধঃ প্রধানপুরুষয়োঃ ঈশিতা। ন তাবৎ সংযোগলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, প্রধানপুরুষেশ্বরানাং সর্বগতত্বাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ আশ্রয়াশ্রয়িতাবানিরূপণাৎ। নাপি অজ্ঞাঃ কশ্চিৎ কার্য্যগম্যঃ সম্বন্ধঃ শক্যতে কল্পয়িতুম্, কার্য্যকারণভাবশ্চৈব অজ্ঞাপি অসিদ্ধত্বাৎ।

ব্রহ্মবাদিনঃ কথম্ ইতি চেৎ? ন, তস্মা তাদাত্ম্যলক্ষণসম্বন্ধোপপত্তেঃ। অপি চ আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদিশ্বররূপং নিরূপয়তি ইতি ন অবশ্যং তস্মা যথাদৃষ্টমেব সর্বম্ অভ্যুপগম্যব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি, পরন্তু তু দৃষ্টান্তবলেন কারণাদিশ্বররূপং নিরূপয়তঃ যথাদৃষ্টমেব সর্বম্ অভ্যুপগম্যব্যম্ ইতি অয়ম্ অস্তি অতিশয়ঃ।

পরন্তাপি সর্বজ্ঞপ্রণীতাগমসম্ভাবাৎ সমানম্ আগমবলম্ ইতি চেৎ? ন, ইতরেতরা-শ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ আগমপ্রত্যয়াৎ সর্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ সর্বজ্ঞপ্রত্যয়াচ্চ আগমসিদ্ধিঃ ইতি। তস্মাৎ অনুপপত্তা সাংখ্যযোগবাদিনাম্ ঈশ্বরকল্পনা। এবম্ অজ্ঞানু অপি বেদবাক্যানু ঈশ্বরকল্পনানু যথাসম্ভবম্ অসামঞ্জস্যং যোজয়িতব্যম্ ১৩৮

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—চ আর ঈশ্বর যে প্রকৃতি ও পুরুষের প্রবর্তক হইবেন, তাহা সম্বন্ধানুপপত্তেঃ অর্থাৎ সম্বন্ধব্যতীত হইতে পারেন না। আর নিরবয়ব প্রধানাদির সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে না অথবা বৃত্তসিদ্ধ বলিয়া সমবায়ও হইতে পারে না। এইজন্তও অসামঞ্জস্য হয়, বেদান্তমতে কিন্তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইতে পারে।

ভাষ্যার্থ—আরও অসামঞ্জস্য হয়। যথা—প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বর কোন সম্বন্ধব্যতীত সেই প্রকৃতি ও পুরুষের প্রেরণকর্তা হইতে পারেন না। আর ইহাদের সংযোগরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং নিরবয়ব। আর সমবায়সম্বন্ধও হইতে পারে না। কারণ, আধারাদেয়ভাবের নিরূপণ করা যায় না। আর কার্য্য দেখিয়া অজ্ঞ কোন সম্বন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, এখনও কার্য্যকারণভাবই সিদ্ধ হয় নাই।

* এ স্থলে প্রথমান্তপদ না থাকার ইহা আরও অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই দুইটি ভাস্তর, রামানুজ ও শ্রীকৃষ্ণ ভাস্তর নাই কিন্তু নিষার্ক নামক বিজ্ঞানভিন্দু বলভ ও বলদেব ভাস্তর আছে, দেখা যায়।

(নৈয়ারিকপাণ্ডপতমতত্ত্বম্ ।)

[সম্বন্ধানুপপত্তেচ্চ ১৩৮]

ভাষ্যানুবাদ ।

যদি বল বেদান্তীয় কি করিয়া হয়? না, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, তাহার তাদাত্ত্বরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে। আরও বেদান্তী শ্রুতি বলে কারণাদির স্বরূপ নিরূপণ করেন, এইজন্য অবশ্যই দৃষ্টপদার্থ অনুসারেই তাহাকে সমস্ত পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। কিন্তু অস্ত্রের পক্ষে অর্থাৎ যিনি দৃষ্টান্তবলে কারণাদির স্বরূপ নিরূপণ করেন, তাঁহার দৃষ্টবস্ত্ত অনুসারেই সকলপদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই বিশেষ।

যদি বল, অস্ত্রের পক্ষেও সর্বজনরচিত শাস্ত্র থাকায় শাস্ত্রবল উভয়েরই সমান? না, তাহা বলিতে পারি না; কারণ, অস্ত্রোক্তাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে, যথা—শাস্ত্রপ্রমাণবশতঃ সর্বজনসিদ্ধি হইবে এবং তিনি সর্বজন এই জ্ঞান হইলে তবে তাহার রচিত গ্রন্থ শাস্ত্র হইবে। অতএব সাংখ্য ও যোগিগণের ঈশ্বরকল্পনা অসঙ্গত। এইরূপ অবৈদিক অস্ত্রান্ত্র ঈশ্বর কল্পনাতেও যথাযোগ্য অসামঞ্জস্য যোজনা করিতে হইবে। ১৩৮

ভাস্তী ।

অপরম্ অপি দৃষ্টান্তসারেণ দূষণম্ আহ—“সম্বন্ধানুপপত্তেচ্চ”। দৃষ্টো হি সাবয়বানাম্ অসর্বগতানাং চ সংযোগঃ। অপ্রাপ্তিপূর্বিকা হি প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ ন সর্বগতানাং সম্ভবতি অপ্রাপ্তেঃ অভাবাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ। অব্যাপ্যবৃত্তিতা হি সংযোগস্ত স্বভাবঃ। ন চ নিরবয়বেষু অব্যাপ্যবৃত্তিতা সংযোগস্ত সম্ভবতি ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ অব্যাপ্যবৃত্তিতায়াঃ সংযোগস্ত ব্যাপিকায়াঃ নিবৃত্তেঃ তদব্যাপ্যস্ত সংযোগস্ত বিনিবৃত্তিঃ ইতি ভাবঃ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ। স হি অযুতসিদ্ধানাম্ আধারাধেয়ভূতানাম্ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ সম্বন্ধ ইতি অভ্যুপেয়তে। ন চ প্রধানপুরুষেশ্বরানাং মিথঃ অস্তি আধারাধেয়ভাবঃ ইত্যর্থঃ। নাপি যোগ্যতালক্ষণঃ কার্য্যগম্য-সম্বন্ধ ইত্যাহ—“নাপি অস্ত্র” ইতি। ন হি প্রধানস্ত মহদহঙ্কারাদিকারণত্বম্ অতাপি সিদ্ধমিতি। শঙ্কতে—“ব্রহ্মবাদিনঃ” ইতি। নিরাকরোতি—“ন”, কুতঃ? তস্ত মতে অনির্বচনীয়তাদাত্ত্ব-লক্ষণসম্বন্ধোপপত্তেঃ। “অপি চে”তি। আগমো হি প্রবৃত্তিঃ প্রতিনিবৃত্তিঃ ন দৃষ্টান্তম্ অপেক্ষতে ইতি অদৃষ্টপূর্বক তদ্বিরুদ্ধে চ প্রবৃত্তিত্বং সমর্থঃ। অনুমানং তু দৃষ্টান্তসারি ন এবস্থিধে প্রবৃত্তিত্বম্ অহতি ইতি। শঙ্কতে—“পরস্তাপি” ইতি। পরিহরতি—“ন” ইতি। অস্মাকং তু ঈশ্বরগময়োঃ অনাদিত্বাৎ ঈশ্বরযোনিহেতুপি আগমস্ত ন বিরোধঃ * ইতি ভাবঃ। ১৩৮

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

এবং শ্রুতে: অনুমানাক ঈশ্বরসিদ্ধিঃ নিরস্ত পৌরুষেরাগবাৎ তৎসিদ্ধিঃ নিরস্ততে ইত্যাহ—“পরস্তাপি”তি। “অস্মাকং তু” ইতি। পাণ্ডবোনিহেতুপি ঈশ্বরস্ত অনাদিসিদ্ধিনিরতক্রমাপেক্ষণাৎ ন ঈশ্বরানীং বেদস্ত প্রামাণ্যঃ কিন্তু যতঃ, যথা দেবদত্তকৃতত্বংপি দীপস্ত প্রকাশনশক্তিমত এব কৃতত্বাৎ ন দেবদত্তাপেক্ষং তস্ত প্রকাশকত্বং তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। ১৩৮

ভাস্তীর অনুবাদ ।

সম্বন্ধানুপপত্তেচ্চ এই গ্রন্থে দৃষ্ট অনুসারে অস্ত্র একটি দোষও বলিতেছেন। যাহারা সাবয়ব ও সর্বব্যাপী নহে, তাহাদেরই সংযোগ দেখা যায়, যেহেতু অপ্রাপ্তিপূর্বক প্রাপ্তির নাম সংযোগ, তাহা সর্বব্যাপীর সম্ভব নহে; কারণ, তাহাদের অপ্রাপ্তি নাই এবং তাহারা নিরবয়ব। সংযোগের স্বভাবই তদব্যাপ্যবৃত্তি হওয়া। আর নিরবয়বসকলের সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তি সম্ভব নহে, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব সংযোগের ব্যাপক অব্যাপ্যবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায় তাহার ব্যাপ্য সংযোগেরও নিবৃত্তি হইবে, ইহাই অতিপ্রায়। আর সমবায়রূপ সম্বন্ধও হইতে পারে না। কারণ, তাহা আধারাধেয়রূপ অযুতসিদ্ধ পদার্থসকলের ইহপ্রত্যয়ের হেতু—সম্বন্ধ, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। আর প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বরের পরস্পর আধারাধেয়ভাব নাই। আর কার্য্যরূপ হেতুদ্বারা অনুমান করিয়া যোগ্যতালক্ষণ সম্বন্ধও হইতে পারে না, নাপি অস্ত্র এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। যেহেতু প্রধান যে মহৎ অহঙ্কার ইত্যাদির কারণ, তাহা এখনও সিদ্ধ হয় নাই। ব্রহ্মবাদিনঃ এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ন এই গ্রন্থে তাহারা নিরাস করিতেছেন। কেন? যেহেতু তাঁহার মতে অনির্বচনীয় তাদাত্ত্বরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে। আগম প্রবৃত্ত হইতে হইলে দৃষ্টান্তের অপেক্ষা করে না, এইজন্য যাহা অদৃষ্টপূর্বক অর্থাৎ পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই তাহাকে, এবং দৃষ্টবিরুদ্ধ বস্ত্ততেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু অনুমান দৃষ্ট অনুসারেই হইয়া থাকে, অতএব ঐরূপ স্থলে অর্থাৎ দৃষ্টবিরুদ্ধস্থলে

(নৈমারিকপাত্তপতমতৎখনম্ ।)

অধিষ্ঠানানুপপত্তেষ্চ । ৩৯ *

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ । ৪০ †

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

প্রবৃত্ত হইতে পারে না। পরস্যাপি এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। ন এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বর ও বেদ অনাদি বলিয়া বেদ ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হইলেও কোন বিরোধ নাই— ইহাই অভিপ্রায় । ৩৮

শাক্তভাষ্যম্ ।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেষ্চ । ৩৯

ইতচ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য ঈশ্বরস্য। স হি পরিকল্প্যমানঃ কুন্তকার ইব মৃদাদীনি প্রাধানাদীনি অধিষ্ঠায় প্রবর্তয়েৎ। ন চ এবম্ উপপত্ততে। ন হি অপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনং চ প্রধানম্ ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠেয়ং সম্ভবতি, মৃদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ । ৩৯

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—চ আর প্রধান রূপাদিবিহীন হওয়ায় তাহার প্রতি ঈশ্বরের অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ অর্থাৎ অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরণা হইতে পারে না।

অথবা অধিষ্ঠানানুপপত্তেষ্চ অর্থাৎ সশরীর ব্যক্তিকেই প্রেরণা করিতে দেখা যায় বলিয়া ঈশ্বরের শরীর না থাকায় প্রেরণা করা সম্ভব নহে।

ভাষ্যার্থ—এজ্ঞাও তার্কিকগণের কল্পিত ঈশ্বরের অনুপপত্তি হয়। ঈশ্বরের কল্পনা করিলে সেই ঈশ্বর কুন্তকার যেমন মৃত্তিকাদি প্রেরণা করে, সেইরূপ প্রাধানাদি প্রেরণা করিয়া প্রবৃত্ত করিবে। কিন্তু এক্ষণে হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষের অগোচর রূপাদিরহিত প্রধান ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় অর্থাৎ প্রেরণ করিবার যোগ্য হইতে পারে না; কারণ, মৃদাদি হইতে তাহা পৃথক্ । ৩৯

ভাস্তরী ।

যথাদর্শনম্ অনুমানং প্রবর্ততে ন আলৌকিকার্থবিষয়ম্ ইতি ইহাপি ন প্রশস্তব্যম্।
সুগমম্ অজ্ঞাৎ । ৩৯

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

নম্ রূপাদিহীনস্য অধিষ্ঠেয়ানুপপত্তিঃ মায়ামাম্ অপি তুল্যা ভজাহ—যথাদর্শনম্ ইতি । ৩৯

ভাস্তরীয় অনুবাদ ।

দৃষ্ট অনুসারে অনুমানের প্রবৃত্তি হয়, (অতএব) আলৌকিক পদার্থে অনুমানের প্রবৃত্তি হয় না। একথা এখানেও ভুলিবে না। অবশিষ্ট ভাষ্য অনাগ্রাসে বৃথা বাইবে । ৩৯

শাক্তভাষ্যম্ ।

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ । ৪০

স্ত্রাদেত্তৎ—যথা করণগ্রামং চক্ষুরাদিকম্ অপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনং চ পুরুষঃ অধিষ্ঠিত্তি এবং প্রধানম্ অপি ঈশ্বরঃ অধিষ্ঠাত্তি ইতি। তথাপি ন উপপত্ততে। ভোগাদিদর্শনাৎ হি করণগ্রামস্ত অধিষ্ঠিত্ত্বং গম্যতে। ন চাত্র ভোগাদয়ঃ দৃশ্যন্তে। করণগ্রামস্যামে বা অভ্যুপগম্যমানে সংসারিণাম্ ইব ঈশ্বরস্তাপি ভোগাদয়ঃ প্রসজ্যেরন্।

অজ্ঞাথা বা সূত্রময়ং ব্যাখ্যায়তে—“অধিষ্ঠানানুপপত্তেষ্চ”। ইতচ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য ঈশ্বরস্ত। সাধিষ্ঠানো হি লোকে সশরীরো রাজা রাষ্ট্রস্ত ঈশ্বরো দৃশ্যতে ন নিরধিষ্ঠানঃ। অতচ্চ তদ্বৃষ্ঠান্তবশেন অদৃষ্টম্ ঈশ্বরং কল্পয়িতুম্ ইচ্ছতঃ ঈশ্বরস্তাপি

* এ সূত্রেও প্রথমস্তপন না থাকায়, ইহা আরক্ অধিকরণের অঙ্গ সূত্র হইল।

† ইহাতে “চেৎ ন” এই পদব্দ থাকায় ইহা আরক্ সূত্রের অঙ্গসূত্র হইল।

(নৈয়ারিকপাণ্ডপতমতত্ত্বগুনম্ ।)

[করণবচ্ছেদ ভোগাদিভ্যঃ । ৪০]

শাক্তবক্তব্যম্ ।

কিঞ্চিৎ শরীরং করণায়ত্তনং বর্ণয়িতব্যং শ্রীৎ । ন চ তৎ বর্ণয়িতুং শক্যতে, সৃষ্ট্যন্তরকাল-
ভাবিত্বাৎ শরীরস্য প্রাকৃৎসৃষ্টেঃ তদনুপপত্তেঃ । নিরদিষ্ঠানহে চ ঈশ্বরস্য প্রবর্তকত্বানুপপত্তিঃ,
এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ ।

“করণবচ্ছেদ ভোগাদিভ্যঃ” । অথ লোকদর্শনানুসারেণ ঈশ্বরস্যাপি কিঞ্চিৎ
করণানাম্ আয়ত্তনং শরীরং কামেন কল্পেত্যত । এবমপি নোপপত্ততে । সশরীরহে হি
সত্তি সংসারিবৎ ভোগাদিপ্রসঙ্গাৎ ঈশ্বরস্যাপি অনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত্যত । ৪০

ভাষ্যমুবাদ ।

সূত্রার্থ—করণবৎ চেৎ অর্থাৎ যদি বল, জীব যেমন রূপাদিবিহীন ইন্দ্রিয় সকলকে প্রেরণা করেন, সেইরূপ
ঈশ্বরও প্রধানাদিকে প্রেরণা করেন । ন অর্থাৎ না, তাহা বলিতে পার না ; ভোগাদিভ্যঃ অর্থাৎ কারণ, তাহা
হইলে ঈশ্বরের ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা হয় ।

অথবা করণবচ্ছেদ ভোগাদিভ্যঃ অর্থাৎ যদি বল, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীর ঈশ্বরের আছে ? না, তাহা
বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে ঈশ্বরের ভোগাদি সম্ভাবনা হওয়ায় ঈশ্বরত্বই হয় না ।

ভাষ্যার্থ—এরূপ ত হইতে পারে—যেমন প্রত্যক্ষের অগোচর ও রূপাদিরহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলকে
জীব প্রেরণা করে—এইরূপ ঈশ্বরও প্রধানকে প্রেরণা করিবে । তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না । জীবের ভোগাদি
দেখা যায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সকলের প্রেরিত হওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু ঈশ্বরে ভোগাদি দেখা যায় না । আর প্রধানকে ইন্দ্রিয়-
সকলের সমান বলিয়া যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে সংসারি জীবগণের মত ঈশ্বরেরও ভোগাদি সম্ভব হইয়া পড়ে ।

অথবা অত্র প্রকারে এই দুইটি সূত্র ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । অধিষ্ঠানানুপপত্তেস্ত ইহার অর্থ—
এজ্ঞাতও তাকিকদিগের কল্পিত ঈশ্বরের উপপত্তি হয় না । লোকে সাধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরণায়ুক্ত দেহবিশিষ্ট
রাজা রাজ্যের ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু হন, ইহা দেখা যায়—নিরদিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরণাবিহীন ব্যক্তি নহে । অতএব সেই
দৃষ্টান্তবশতঃ দৃষ্টির অগোচর ঈশ্বরকে যিনি কল্পনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার মতে ঈশ্বরেরও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়
কোন শরীর আছে—ইহা বলিতে হইবে । কিন্তু তাহা বলিতে পারেন না ; কারণ, সৃষ্টির পরে শরীর উৎপন্ন হয়,
সৃষ্টির পূর্বে তাহা হইতে পারে না । আর যদি ঈশ্বর নিরদিষ্ঠান অর্থাৎ শরীরশূন্য হন, তাহা হইলে তিনি প্রধানের
প্রেরক হইতে পারেন না ; কারণ, এইরূপই লোকে দেখা যায় ।

করণবচ্ছেদ ভোগাদিভ্যঃ । আর যদি লোকদৃষ্ট অনুসারে ঈশ্বরেরও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় কোন শরীর
ইচ্ছামত কল্পনা করেন, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না । কারণ, ঈশ্বর যদি দেহযুক্ত হন, তাহা হইলে সংসারি জীবের
মত ভোগাদির সম্ভব হয় বলিয়া ঈশ্বরও অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন । ৪০

ভামতী ।

“রূপাদিহীনমি”তি । অনুদভূতরূপাদি ইত্যর্থঃ । রূপাদিহীনকরণাধিষ্ঠানং হি পুরুষস্ত
স্বভোগাদাবেব দৃষ্টং নাত্তত্র । ন হি বাহ্যং কুঠারাদি অপরিদৃষ্টং ব্যাপারয়ন্ কশ্চিৎ উপলভ্যতে ।
তস্মাৎ রূপাদিহীনং করণং ব্যাপারয়ত ঈশ্বরস্ত ভোগাদিপ্রসক্তিঃ । তথাচ অনীশ্বরত্বম্ ইতি
ভাবঃ । কল্পান্তরম্ আহ—“অত্থে”তি । পূর্বম্ অধিষ্ঠিতিঃ অধিষ্ঠানম্, ইদানীং তু অধিষ্ঠানং
ভোগায়ত্তনং শরীরম্ উক্তম্ । তথা ভোগাদিপ্রসঙ্গেন অনীশ্বরত্বং পূর্বম্ আপাদিতম্ । সম্প্রতি
তু শরীরহে ভোগাদিপ্রসঙ্গাৎ অনীশ্বরত্বম্ উক্তম্ ইতি বিশেষঃ । ৪০

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অধিষ্ঠানেতি (২২।৩৯) সূত্রগতব্যাখ্যানয়োঃ ভেদমাহ—“পূর্বমি”তি । “করণবচ্ছেদি”তি (২২।৪০) সূত্রস্থব্যাখ্যানয়োঃ
বিশেষমাহ—“ত্থে”তি । ৪০

ভামতীর অনুবাদ ।

রূপাদিহীন অর্থাৎ বাহ্যের উদ্ভূত রূপাদি নাই । রূপাদিহীন ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করা কেবল পুরুষের
নিজের ভোগাদিতেই দেখা যায়, অত্ৰ বিষয়ে দেখা যায় না । কারণ, দৃষ্টির অগোচর বাহ্যিক কুঠারাদি প্রেরণা

(নৈসারিকপাণ্ডিত্যমতভাষ্যম্ ।)

অন্তবত্ত্বমসর্বজ্ঞতা বা ।৪১ *

ভাস্তীর অনুবাদ ।

করিতে কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না । অতএব যিনি রূপাদিরহিত ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করেন, সেই ঈশ্বরের ভোগাদির আপত্তি হয়, এবং তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না—ইহাই অভিপ্রায় । অতথা এই গ্রন্থকারা অন্য প্রকার ব্যাখ্যা বলিতেছেন । পূৰ্ব্ব ব্যাখ্যায় অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ—অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরণা করা, এক্ষণে কিন্তু অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ—ভোগায়তন শরীর বলা হইয়াছে । আর ভোগাদির আপত্তি হয় বলিয়া ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব হয়—ইহা পূর্বে আপত্তি করা হইয়াছে । এখন কিন্তু শরীরযুক্ত হওয়ায় ভোগাদির আপত্তি হওয়ায় অনীশ্বরত্ব বলা হইয়াছে— ইহাই বিশেষ । ৪০

শাক্তভাষ্যম্ ।

অন্তবত্ত্বমসর্বজ্ঞতা বা ।৪১

ইতচ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিবৃত্তান্ত ঈশ্বরস্ত । স হি সর্বজ্ঞঃ ভৈঃ অভ্যুপগম্যতে অনন্তত্ব । অনন্তঃ চ প্রধানম্ অনন্তাশ্চ পুরুষাঃ মিথো ভিন্না অভ্যুপগম্যন্তে । তত্র সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ প্রধানস্ত পুরুষাণাম্ আত্মনশ্চ ইয়ন্তা পরিচ্ছিন্নত্বং বা ন বা পরিচ্ছিন্নত্বং ? উত্তরথাপি দোষঃ অনুযুক্ত এব । কথম্ ? পূৰ্ব্বস্মিন্ তাবৎ বিকল্পে ইয়ন্তাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরীণাম্ অন্তবত্ত্বম্ অবশ্যম্ভাবি, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ । যদ্বি লোকে ইয়ন্তা-পরিচ্ছিন্নং বস্ত্র পটাদি তদন্তবৎ দৃষ্টং, প্রধানপুরুষেশ্বরীণাম্ অপি ইয়ন্তাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ অন্তবৎ স্ত্রাৎ । সংখ্যাপরিমাণং তাবৎ প্রধানপুরুষেশ্বরীণাম্ পরিচ্ছিন্নম্ । স্বরূপপরি-মাণম্ অপি তদগতম্ ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নত্বং ইতি । পুরুষগতা চ মহাসংখ্যা । ততশ্চ ইয়ন্তাপরিচ্ছিন্নানাং মध्ये যে সংসারিণঃ সংসারাৎ মুচ্যন্তে তেষাং সংসারঃ অন্তবান্, সংসারিত্বং চ তেষাম্ অন্তবৎ । এবম্ ইতরেষু অপি ক্রমেণ মুচ্যমানেষু সংসারস্ত সংসারিণাং চ অন্তবত্ত্বং স্ত্রাৎ । প্রধানঃ চ সবিকারং পুরুষার্থম্ ঈশ্বরস্ত অধিষ্ঠেয়ং সংসারিত্বেন অভিন্নত্বং তচ্ছৃজ্যতায়াম্ ঈশ্বরঃ কিম্ অধিষ্ঠেয়ঃ ? কিংবিষয়ে বা সর্বজ্ঞতেন-শ্বরতে স্ত্রাতাম্ ? প্রধানপুরুষেশ্বরীণাং চ এবম্ অন্তবত্ত্বং সতি আদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ । আদ্যন্তবত্ত্বং চ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ । অথ মাভূৎ এষ দোষঃ ইতি উত্তরো বিকল্পঃ অভ্যুপগম্যতে, ন প্রধানস্ত পুরুষাণাম্ আত্মনশ্চ ইয়ন্তা ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নত্বং ইতি, তত ঈশ্বরস্ত সর্বজ্ঞত্বাভ্যুপগমহানিঃ অপরো দোষঃ প্রসজ্যেত । তস্মাৎ অপি অসঙ্গতঃ তার্কিকপরি-গৃহীতঃ ঈশ্বরকারণবাদঃ । ৪১ ইতি সপ্তমং পত্যধিকরণম্ । ৪১

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—ঈশ্বর যদি প্রধান জীব এবং নিজের পরিমাণ এবং সংখ্যার সীমা করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্ত-বত্ত্বম্ অর্থাৎ তাঁহার বিনাশ হইবে, অসর্বজ্ঞতা বা আর যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে তিনি সর্বজ্ঞ হইবেন না ।

ভাষ্যার্থ—এজন্যও তার্কিকগণের কল্পিত ঈশ্বরের উপপত্তি হয় না । তিনি সর্বজ্ঞ এবং অনন্ত—ইহা তাঁহার স্বীকার করেন । প্রধান অনন্ত, পুরুষও অনন্ত এবং পরস্পর ভিন্ন—ইহা তাঁহার স্বীকার করেন । সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, প্রধান পুরুষ ও নিজের সীমা জানিতে পারেন কি না ? দুই প্রকারেই দোষ হইয়াই থাকে । কেন ? পূৰ্ব্বকল্পে সীমায়ুক্ত হওয়ায় প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বরের ধ্বংস হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে ; কারণ, লোকে এইরূপই দেখা যায় । সীমায়ুক্ত যে পটাদি বস্ত্র, তাহার ধ্বংস হয়, ইহা লোকে দেখা যায় । সেইরূপ প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর—এই তিনটিই সীমায়ুক্ত

* এখানে “অন্তবত্ত্বম্” এবং “অসর্বজ্ঞতা” পদ প্রথমান্ত হওয়ায় অধিকরণ আরম্ভক পুত্র হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু “বা” পদটি থাকার তাহা পূৰ্ব্বপুত্রের সহিত যনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইল, আর তজ্জন্ত অধিকরণ আরম্ভকও হইল না । পরে “উৎপত্ত্যসম্বৎ” শব্দে “নৈকান্মিলনসম্বৎ” শব্দের নকার অনুবৃত্ত হওয়ায় প্রথমান্তপদ লাভ হয়, আর তজ্জন্ত তাহা অধিকরণ আরম্ভক হওয়ায় এই শব্দটি আরম্ভ অধিকরণের শেষপুত্রই হইল । কিন্তু তাহা হইলেও ইহার স্বতন্ত্র অধিকরণ হইবার শঙ্কে বাধা কি তাহা বুঝিতে পারা গেল না ।

(সৈমিকপাণ্ডিতমতমতঃ ।)

[অন্তবস্তুমসংসর্গজত্বং বা ৪৪]

ভাষ্যানুবাদ ।

বলিয়া ধ্বংসশীল হইবে। প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর—এই তিনরূপে সংখ্যার পরিমাণ সীমায়ুক্ত। আর তাহাদের স্বরূপের পরিমাণও ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন করুন, আর জীবগণের মহাসংখ্যাও ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন করুন। আর তাহা হইলে সীমায়ুক্ত জীবগণের মধ্যে যে সংসারিগণ সংসার হইতে মুক্ত হন, তাহাদের সংসার অন্তবান্ অর্থাৎ বিনাশশীল, এবং তাহাদের সংসারী হওয়াও বিনাশশীল। আর অন্ত জীবগণও ক্রমে মুক্ত হইলে সংসার ও সংসারীর বিনাশ হইবে। আর মহাদাদি বিকারের সহিত প্রধান, পুরুষের ভোগের জন্য ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারী হন—ইহা তাঁহাদের মত; তাহা না থাকিলে ঈশ্বর কাহাকে প্রেরণা করিবেন? কাহাকে লইয়াই বা তিনি সর্বজ্ঞ বা ঈশ্বর হইবেন। আর প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বরের এইরূপে বিনাশ হইলে তাঁহারা আদিমান্ হইয়া পড়িবে। আর আদি ও অন্তযুক্ত হইলে শূন্যবাদ হইয়া পড়িল। আর এই দোষ যাহাতে না হয়, সেজন্য যদি দ্বিতীয়কর স্বীকার করেন, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রকৃতিপুরুষ ও নিজের সীমা জানিতে পারেন না—বলেন? তাহা হইলে তাঁহার যে সর্বজ্ঞতা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার ভঙ্গরূপ অন্তদোষ হইয়া পড়িবে। এজন্যও তार्কিকগণের কল্পিত ঈশ্বরকারণবাদ অসঙ্গত। পত্যাদিকরণনামক সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত হইল। ৪১

ভাস্তী ।

অপি চ সর্বত্র অনুমানং প্রমাণয়তঃ প্রধানপুরুষেশ্বরানাম্ অপি সংখ্যাভেদবস্তুম্ অন্তবস্তুং চ জ্ঞেয়ত্বাৎ সংখ্যান্ত্রেষু সতি প্রমেয়ত্বাৎ বা অনুমাতব্যং, ততশ্চ অন্তবস্তুম্ অসংসর্গজত্বং বা। অস্মাকং তু আগমগম্যে অর্থে তদ্বাদিতবিষয়তয়া ন অনুমানং প্রভবতি ইতি ভাবঃ। স্বরূপ-পরিমাণম্ অপি যন্ত যাদৃশম্—অণু মহৎ পরমমহৎ দীর্ঘং তৃষ্ণং চ ইতি। অথ মাভূৎ এষ দোষঃ ইতি উত্তরো বিকল্পঃ। যন্ত অন্তঃ অস্তি তন্ত অন্তবস্তুপ্রগ্রহণম্ অসংসর্গজত্বান্ আপাদয়েৎ। যন্ত তু অন্ত এব নাস্তি তন্ত তদগ্রহণং ন অসংসর্গজত্বান্ আবহতি। ন হি শশনিষাণাত্তজ্ঞানাৎ অজ্ঞো ভবতি ইতি ভাবঃ। পরিহরতি—“তত” ইতি। আগমানপেক্ষন্ত অনুমানম্ এষাম্ অন্তবস্তুম্ অবগময়তি ইত্যুক্তম্। ৪১

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“প্রধানপুরুষেশ্বরানামি”তি। এষাং পুরুষান্ জাত্যা একীকৃত্য ত্রিষং তাবৎ সিদ্ধং, পুরুষাণাং তু পরাক্রান্তিসংখ্যায়া মধ্যে অন্ততম-সংখ্যায় ইরন্ত এব ইতি সংখ্যাভেদবস্তুং জ্ঞেয়ত্বাৎ কুত্বলমিত্যন্ত্রাৎ ইতি অনুমান সর্বেষাং প্রধানাদীনাং সংখ্যাবস্তুং অন্তবস্তুং বিনাশিত্বম্ অনুমাতব্যম্। যন্তপি জ্ঞেয়ত্বাদেব অন্তবস্তুং সর্বেষাম্ অনুমাতুং শক্যম্, তথাপি প্রবাহনিত্যত্বাৎ অনিত্যানাম্ অপি প্রোক্তোক্তপেণ সংসার-বাহকত্বশকাং ব্যবহৃত্যিহং সংখ্যাভেদবস্তুম্ অনুমিতম্। এবং তাবৎ জ্ঞাপ্রতিভা এব সংখ্যা ইতি যেষাম্ আগ্রহঃ তদ্বতে সংখ্যাভেদবস্তুং জ্ঞেয়ত্বং হেতুকৃতম্। অথ সংখ্যাং বিহার সর্বত্র সংখ্যা অস্তি ইতি মতং তদ্বতে অনুমানং—“সংখ্যান্ত্রেষু সতি” ইতি। সংখ্যান্ত্রেষু ইত্যর্থঃ। সপ্তমী চ নিমিত্তার্থা। অথ সংখ্যায়াম্ অপি সংখ্যা অস্তি ইতি মতম্, তত্র অনুমানম্ আহ—“প্রমেয়বাদি”তি। সামান্ততো-দৃষ্টানুমানোপপত্তাসক্ত ঈদৃশেনাপি দৃষ্টত্বাৎ আভাসতরঃ পরপক্ষ ইতি স্তোভনায়। ব্যাখ্যাতে অর্থে হ্রস্বম্ অবতারয়তি—“ততশ্চ”তি। নমু ত্র্যঙ্গপি অন্তবৎ, একত্বাৎ, একত্বটবৎ—ইতি কিং ন জ্ঞাৎ অত আহ—“অস্মাকং তু” ইতি। ভাষ্যস্থস্বরূপপরিমাণপদং ব্যাচষ্টে—“স্বরূপে”তি। পরিহরতি—তত ঈশ্বরন্ত ইত্যাদিভাষণে ইতি শেষঃ। অসতি হি অন্তে তদপরিচ্ছেদঃ ন দোষায় অস্তি চ স ইত্যাহ—“আগমে”তি। আগমানপেক্ষঃ বাদী তন্ত ইতি। ইতি সপ্তমং পত্যাদিকরণম্। ৪১

ভাস্তীর অনুবাদ ।

আরও সকলস্থানেই যিনি অনুমানকে প্রমাণ করেন সেই তार्কিক, প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর সংখ্যাবিশেষবিশিষ্ট এবং অন্তবৎ অর্থাৎ বিনাশশীল, যেহেতু তাহারা জ্ঞেয় অথবা সংখ্যাভিন্ন হইয়া প্রমেয়—এইরূপ অনুমান করিবেন, এবং তাহা হইলে ঈশ্বর বিনাশী অথবা অসংসর্গজ হইবেন। কিন্তু আমাদের মতে ঋতিপ্রতিপাদিত বস্তুতে ঋতিধারা অনুমানের বিষয় বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া অনুমান প্রত্যাখ্য করিতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায়। স্বরূপের পরিমাণও যাহার যেরূপ, যথা—অণু মহৎ পরমমহৎ দীর্ঘ অথবা ত্র্যং ইত্যাদি। আর যাহাতে এই দোষ না হয়, এইজন্য শেষকল্প বলা হইয়াছে। যাহার শেষ আছে, তাহার শেষের জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরের অসংসর্গজতার আপত্তি হইবে, কিন্তু যাহার শেষই নাই তাহার শেষের জ্ঞান না হইলে অসংসর্গজতা হয় না। কারণ, শশশৃঙ্গের জ্ঞান না হওয়ার কেহ অজ্ঞ হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। তত এই গ্রন্থে এই আপত্তির পরিহার করিতেছেন। শাস্ত্রনিরপেক্ষ অনুমান, প্রধানাদির বিনাশ আছে—ইহা বুঝাইয়া দিতেছে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ৪১ পত্যাদিকরণ সমাপ্ত হইল।

(নৈমারিকপাশুপতমতঃখণ্ডনম্ ।)

[অন্তবন্ধমসর্বজ্ঞতা বা ।৪১]

সপ্তমাধিকরণের ভাংপর্ষ্য ।

ষষ্ঠাধিকরণে অনৈকান্তবাদী জৈনগণের মত খণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে ঈশ্বরনিমিত্তকারণবাদী মাহেশ্বর মতের খণ্ডন করা হইতেছে। এই মাহেশ্বর মতের অন্তর্গত চারিটি মতবাদ আছে, যথা—শৈব, পাশুপত, কার্বণিকসিদ্ধান্ত এবং কাপালিক। রামায়ুজভাষ্যে কার্বণিকসিদ্ধান্তের স্থলে কলামুখ নাম আছে। ভাক্করভাষ্যে কাঠকসিদ্ধান্তী নাম আছে। ইহারা ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতাপক্ষে সকলেই একমত। এতদ্ব্যতীত উক্ত বিষয়ে শৈব সাংখ্য পাতঞ্জল শ্রায় ও বৈশেষিক মতেরও ঐক্য থাকায় সেই মতগুলিও এই প্রসঙ্গে খণ্ডিত হইতেছে। সর্বদর্শনসংগ্রহেও চারিপ্রকার মাহেশ্বর মতের উল্লেখ আছে, যথা—নকুলীশপাশুপত, শৈব, রসেশ্বরদর্শন ও প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন। কিন্তু এই চারি-সম্প্রদায় মাহেশ্বর মতের সহিত উপরি উক্ত চারিটি মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের সকল বিষয়ে ঐক্য নাই। যাহা হউক, পূর্বে জৈনমত খণ্ডনকালে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া একত্র থাকিতে পারে না, বলা হইয়াছিল, এক্ষণে তদ্রূপ উপাদানও কর্তৃত্ব এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্যও একত্র থাকিতে পারে না—এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা এই অধিকরণে পাশুপত উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইতেছে।

এই অধিকরণে পাঁচটি সূত্র আছে, যথা—

১। পত্ন্যরসামঞ্জস্যং ।৩৭

৪। করণবচ্ছেদ্য ভোগাদিত্যঃ ।৪০

২। সম্বন্ধানুপপত্তেষ্চ ।৩৮

৫। অন্তবন্ধমসর্বজ্ঞতা বা ।৪১

৩। অধিষ্ঠানানুপপত্তেষ্চ ।৩৯

ইহাদের আক্ষরিক অর্থ এইরূপ—

১। ঈশ্বর স্বতন্ত্রভাবে প্রধান ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা হইয়া জগতের নিমিত্তকারণ হন—ইহা উপপন্ন হয় না; কারণ, ইহাতে অসামঞ্জস্য হয়। এস্থলে পূর্ব অধিকরণের প্রথম সূত্রের “ন”কারের অনুবৃত্তি করিতে হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

২। ঈশ্বরের সহিত প্রেথ্য প্রধানাদির সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে না। আর সম্বন্ধও সম্ভব হয় না। কারণ, নিরবয়বস্ত্র ও যুতসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত সংযোগসমবায়াদি সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয় না।

৩। কুস্তকারের মৃত্তিকার প্রেরকত্বের দ্বারা ঈশ্বর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টি করেন অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার জ্ঞান প্রকৃতিকে প্রেরণ করেন, এ কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, সেখানেও অসামঞ্জস্য হয়।

৪। পুরুষ অর্থাৎ আত্মা যেমন অপ্ৰত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া প্রেরক হন, সেইরূপ ঈশ্বরও অপ্ৰত্যক্ষ প্রধানের অধিষ্ঠাতা, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ, ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবের ও ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের ভেদ আছে, অর্থাৎ জীবের ভোগার্থই ইন্দ্রিয়গণ প্রেরিত হয়, ঈশ্বরে সেই ভোগ সম্ভবপর নহে।

৫। তর্কিকেরা যে ভাবে ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করেন, সেভাবে ঈশ্বরের বিনাশিত্ব অথবা অসর্বজ্ঞতা আসিয়া পড়ে, পরন্তু তাহা অসঙ্গত। অর্থাৎ প্রধান জীব ও ঈশ্বরের যত সংখ্যা এবং পরিমাণ আছে তাহারা উভয়ই ঈশ্বরকর্তৃক পরিচ্ছিন্ন হয় কি না এই সন্দেহে পরিচ্ছিন্ন হয় স্বীকার করিলে সেই প্রধান জীব ও ঈশ্বর ঘটবৎ বিনাশী হন, আর অপরিচ্ছিন্ন স্বীকার করিলে ঈশ্বর অসর্বজ্ঞ হন। এজন্য মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত অপ্ৰমাণ।

যাহা হউক, পূর্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয়াদি অবয়বগুলি যেরূপ তাহা এই—

(১) সঙ্গতি—

প্রথম ঋতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ.

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি—ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি—ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি—ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—দৃষ্টান্তসঙ্গতি। অর্থাৎ পূর্বাধিকরণে যেমন সত্ত্ব ও অসত্ত্ব—এই বিরুদ্ধ ধর্ম্য একত্র থাকিতে পারে না, তদ্রূপ উপাদানত্ব ও কর্তৃত্ব একত্র থাকিতে পারে না—এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা এই অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ইহার সহিত পূর্বাধিকরণের দৃষ্টান্তসঙ্গতি বলা হয়।

(২) বিষয়—ঈশ্বরের জগৎকাণ্ডের প্রতি কেবল নিমিত্তকারণতারূপ মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত।

(৩) সংশয়—উক্ত মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক কি না?

উৎপত্তাধিকরণং নাম

অষ্টমম্ অধিকরণম্ ।

(পাকরাত্রি বা ভাগবতমতখণ্ডনম্)

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ১৪২ *

সপ্তমাধিকরণের তাৎপৰ্য্য ।

(৪) পূৰ্বপক্ষ—মাহেশ্বরসিদ্ধান্তটী প্রমাণমূলক, অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টিতে ঈশ্বর কেবলই নিমিত্তকারণ। যেমন কুন্তকার উপাদানকারণ না হইয়া দণ্ডচক্রাদিকে প্রযুক্ত করে বলিয়া কেবল নিমিত্তকারণ হয়। এস্থলেও তদ্রূপ। এ বিষয়ে শাস্ত্রদর্পণে বলা হইয়াছে—

“ন জ্বব্যাং প্রত্যুপাদানমীশ্বরশ্চেতনত্বতঃ ।

কুলালবল্লিয়স্তুর্হি নিয়ম্যত্বং বিরুদ্ধ্যতে ॥

অর্থাৎ ঈশ্বর চেতন বলিয়া জ্ববোর প্রতি তিনি উপাদানকারণ নহেন। কুন্তকার নিয়ন্তা বলিয়া যেমন নিয়ম্য হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ নিয়ন্তা ঈশ্বরের নিয়ম্যত্ব বিরুদ্ধ হয়।

(৫) সিদ্ধান্ত—জগতের সৃষ্টিতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ হইতে পারেন না। কারণ, তাহা হইলে বৈষম্য-নৈসর্গ্যাদি দোষ অপরিহার্য্য হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রদর্পণে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা এই—

“অধিগম্য শ্রুতেরীশমনুপাদানতা যদি ।

অনুমীয়েত বাধঃ শ্রাদাশ্রয়াসিদ্ধিরনুত্থা ॥

অর্থাৎ শ্রুতি হইতে ঈশ্বরের বিষয় অবগত হইয়া যদি তাহার অনুপাদানতা অনুমান করা হয়, তবে বাধ হইবে, অন্তথা আশ্রয়সিদ্ধি হইবে।

(৬) ফলভেদ—পূর্ববৎ (তৃতীয়াধিকরণ দ্রষ্টব্য)।

এই বিষয়টী শ্রীমদ্বারতীর্থের অধিকরণমালার যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই—

তটস্থেশ্বরবাদো যঃ স যুক্তোহথ ন যুক্ত্যতে ।

যুক্তঃ কুলালদৃষ্টাস্তান্নিয়ন্তৃত্বস্ত সম্ভবাৎ ॥১

ন যুক্তো বিষমত্বাদিদোষাদ্ বৈদিক ঈশ্বরে ।

অভূপেতে তটস্থত্বং ত্যাজ্যং শ্রুতিবিরোধতঃ ॥২

অর্থঃ—যঃ তটস্থেশ্বরবাদঃ সঃ যুক্তঃ অথ ন যুক্ত্যতে ? কুলালদৃষ্টাস্তাৎ নিয়ন্তৃত্বস্ত সম্ভবাৎ যুক্তঃ ১। বিষমত্বাদিদোষাৎ বৈদিকে ঈশ্বরে অভূপেতে ন যুক্তঃ, শ্রুতিবিরোধতঃ তটস্থত্বং ত্যাজ্যম্ ২।

অর্থ—বাহা তটস্থ ঈশ্বরবাদ তাহা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত ? কুন্তকারের দৃষ্টান্ত থাকায় নিয়ন্তৃত্বের সম্ভাবনা হয় বলিয়া তাহা সঙ্গত ১। বিষমত্বাদি দোষ হয় বলিয়া বৈদিক ঈশ্বরে তাহার স্বীকার সঙ্গত হয় না। শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া ঈশ্বরের তটস্থত্ব পরিত্যাজ্য হইবে ২।

শাক্তভাষ্যম্ ।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ১৪২

যেষাম্ অপ্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ অভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। যেষাং পুনঃ প্রকৃতিশ্চ অধিষ্ঠাতা চ উভয়াত্মকং কারণম্ ঈশ্বরঃ অভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যায়তে।

ননু শ্রুতিসম্মাশ্রয়ণেনাপি এবংরূপ এব ঈশ্বরঃ প্রাক্ নির্ধারিতঃ “প্রকৃতিশ্চ অধিষ্ঠাতা চ” (১।৪।২৩) ইতি। শ্রুত্যানুসারিণী চ স্মৃতিঃ প্রমাণম্ ইতি স্থিতিঃ। তৎ কস্য হেতোঃ

* ইহার পূর্বে “সৈকশ্মিন্নসম্ভবাৎ” শ্লোকে হইতে নকার অনুবৃত্তি করিয়া পূর্বাধিকরণ আরম্ভক “পত্ন্যারসম্ভবাতঃ” শ্লোকে আনিয়া তদ্বারা, যেমন একটি পৃথক্ অধিকরণ করা হইয়াছে, এস্থলে তদ্রূপ সেই নকারের অনুবৃত্তি হওয়ায় প্রথমান্ত পদ “ন”কার থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক শ্লোকে হইল। মতঃ, নির্ধারক ও বলদেব ভাষ্যে এতদ্বারা শাক্তমতখণ্ডন বর্ণিত হইয়াছে, অস্ত্র সকল ভাষ্যে পাকরাত্রি বা ভাগবতমতখণ্ডন বর্ণিত হইয়াছে। তবে রামানুজভাষ্যে ইহাতে পাকরাত্রি বা ভাগবতমত স্থাপন করা হইয়াছে। আর তদ্ব্যস্ত এই শ্লোকে তদ্ব্যস্তে পূর্বপক্ষমাত্র করা হইয়াছে। অস্ত্র সকল মতেই ইহা সিদ্ধান্তমাত্র।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্ ।)

[উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ১৪২]

শাক্তভাষ্যম্ ।

এষ পক্ষঃ প্রত্যাচিধ্যাসিতঃ ইতি ? উচ্যতে যদ্যপি এবংজাতীয়কঃ অংশঃ সমানত্বাৎ ন বিসংবাদগোচরো ভবতি, অস্তি তু অংশান্তরং বিসংবাদস্থানম্ ইত্যতঃ তৎপ্রত্যাখ্যানায় আরম্ভঃ ।

তত্র ভাগবতা মন্ত্ৰশ্চে—“ভগবান্ এব একো বাসুদেবঃ নিরঞ্জনজ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বং, স চতুর্থী আত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতঃ—বাসুদেববৃহরূপেণ সঙ্কর্ষণবৃহরূপেণ প্রত্যাশ্ববৃহরূপেণ অনিরুদ্ধবৃহরূপেণ চ । বাসুদেবো নাম পরমাত্মা উচ্যতে । সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ । প্রত্যাশ্বো নাম মনঃ । অনিরুদ্ধো নাম অহঙ্কারঃ । তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্যম্ । তন্ম ইথঙ্কুতং পরমেশ্বরং ভগবন্তম্ অভিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়-যোগৈঃ বর্ষণতম্ ইষ্ট্য। ক্ষীণক্লেণঃ ভগবন্তমেব প্রতিপদ্যতে” ইতি ।

তত্র যৎ তাবৎ উচ্যতে যোহসৌ নারায়ণঃ পরঃ অব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্বাত্মা স আত্মনা আত্মানম্ অনেকধা বৃহত্ব অবস্থিতঃ ইতি, তৎ ন নিরাক্রিয়তে, “স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি” (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনঃ অনেকধাভাবশ্চ অসিদ্ধত্বাৎ । যদপি তস্ম ভগবতঃ অভিগমনাদিলক্ষণম্ আরাধনম্ অজস্রম্ অনন্তচিত্ততয়া অভিপ্রেযতে, তদপি ন প্রতিবিধ্যতে, শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ঈশ্বরপ্রতিধানশ্চ প্রসিদ্ধত্বাৎ । যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণঃ উৎপদ্যতে সঙ্করণাচ্চ প্রত্যাশ্বঃ প্রত্যাশ্বাচ্চ অনিরুদ্ধ ইতি, অত্র দ্রমঃ—ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকশ্চ জীবশ্চ উৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ । উৎপত্তিমত্রে হি জীবশ্চ অনিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেয়ান্ । ততশ্চ নৈব অশ্চ ভগবৎপ্রাপ্তিঃ মোক্ষঃ স্ম্যৎ, কারণপ্রাপ্তৌ কার্যশ্চ প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ । প্রতিবেদ্বিত্তি চ আচার্য্যঃ জীবশ্চ উৎপত্তিম্—“নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” (২।৩।১৭) ইতি । তস্মাৎ অসঙ্গতা এষা কল্পনা ১৪২

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতগণ বলেন—বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি হয়,—কিন্তু (ন) উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ অর্থাৎ সেই উৎপত্তি সম্ভব নহে ; কারণ, জীবের উৎপত্তি হইলে বিনাশও অবশ্যম্ভাবী হয়, এবং জীব স্বকারণ বাসুদেবে লীন হইলে তাহার মোক্ষলাভ হইতে পারে না । অতএব পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতমত অসঙ্গত ।

ভাষ্যার্থ—ঈশ্বর অপ্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন, অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কেবল নিমিত্তকারণ—ইহা যাহাদের অভিপ্রেত, সেই নৈয়ায়িক ও শ্বাশ্বপতাদির মত খণ্ডন করা হইল । আর ঈশ্বর উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ, এই উভয় কারণই—ইহা যাহাদের মত, তাঁহাদের মত খণ্ডন করা হইতেছে ।

যদি বল, শ্রুতির আশ্রয় লইয়াও পূর্বের এইরূপই ঈশ্বর স্থির করা হইয়াছে যে, তিনি উপাদানকারণও বটেন এবং নিমিত্তকারণও বটেন । (১।৪।২৩ সূত্র দ্রষ্টব্য) আর শ্রুতির অনুগত স্মৃতিই প্রমাণ হয়—ইহাই বাবস্থা । (ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি স্মৃতিই) তাহা হইলে কিজন্ম এই মত খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ? বলিতেছি—যদিও এই অংশ শ্রুতি ও স্মৃতির সমান বলিয়া বিবাদের বিষয় নহে বটে ; কিন্তু অপর অংশ, বিবাদের বিষয় আছে, সেই অংশের খণ্ডনের জন্ম এই অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে ।

এ বিষয়ে ভাগবতগণ মনে করেন—“বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই পরমার্থ তত্ত্ব । তিনি নিজেই চারিভাগে বিভাগ করিয়া বাসুদেববৃহরূপে, সঙ্কর্ষণবৃহরূপে, প্রত্যাশ্ববৃহরূপে এবং অনিরুদ্ধবৃহরূপে অবস্থিত । বাসুদেব নামে পরমাত্মাকে বলা হয়, সঙ্কর্ষণ নামে জীবকে বলা হয়, প্রত্যাশ্ব নামে মনকে বলা হয়, এবং অনিরুদ্ধ নামে অহঙ্কারকে বলা হয় । তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ,

(পাকরাজ বা ভাগবতমতখণ্ডনম্ ।)

ন চ কর্তৃঃ করণম্ ।৪৩*

ভাষ্যানুবাদ ।

সঙ্কর্ষণাদি অপরে তাঁহার কার্য্য। এই প্রকার পরমেশ্বর সেই ভগবান্কে অভিগম্যন অর্থাৎ কায়-মন-বাক্যের সাবধানতাপূর্ব্বক দেবতার গৃহে গমন, উপাস্তান অর্থাৎ পূজার উপকরণের আয়োজন, ইজ্যা অর্থাৎ পূজা, আশ্রয়্য অর্থাৎ স্তোত্র মন্ত্র লীলাদির পাঠ, এবং যোগ অর্থাৎ ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা শত বৎসর ধরিয়া উপাসনা করিয়া ক্ষীণক্লেশ অর্থাৎ রাগদ্বेषমোহাদি হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্কেই পাওয়া যায়।”

সেখানে যে বলা হয়—সেই যে নারায়ণ তিনি প্রকৃতির অতীত, প্রসিদ্ধ পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মা অর্থাৎ সকলের আত্মা তিনি স্বয়ং নিজেকে নানা প্রকারে ব্যুৎ করিয়া বিভাগ করিয়া আছেন, তাহা খণ্ডন করা হইতেছে না। কারণ,

স একথা ভবতি ত্রিধা ভবতি (ছাঃ ৭।২৬।২)

অর্থাৎ তিনি একাকী থাকেন, তিনপ্রকারে বিভক্ত হন ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মা অনেক ভাববিশিষ্ট হইয়া থাকেন। আরও যে সেই ভগবানের অভিগম্যাদিরূপ নানাবিধ আরাধনা তাহা নিরন্তর একাগ্রচিত্ত হইবার জন্ত স্বীকার করা হয়—তাহাও নিষেধ করা হইতেছে না; কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিতে ঈশ্বরের প্রতি প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিবিশেষ প্রসিদ্ধই আছে। কিন্তু তাঁহারা যে বলেন—বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রহ্লাদ, এবং প্রহ্লাদ হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হন, এ বিষয়ে আমরা বলি—বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, তাহা হইলে অনিত্যত্বাদি দোষের আপত্তি হয়। জীব যদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অনিত্যত্বাদি দোষ সকল হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে জীবের ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারে না, যেহেতু কার্য্য, কারণকে প্রাপ্ত হইলে তাহার বিনাশ হইয়া যাইবে। নাস্ত্যাক্রান্তেন্নিত্যত্বাচ্চ ভাস্কর্য্যঃ এই (২।৩।১৭) সূত্রে আচার্য্য জীবের উৎপত্তির নিষেধ করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত ।৪২

ভাস্কর্য্যম্ ।

অন্তত্র বেদাবিসংবাদাৎ যত্র অংশে বিসংবাদঃ স নিরন্তরঃ, তন্ম অংশম্ আহ—“যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো” জীব ইতি। জীবস্ত কারণবদে সতি অনিত্যত্বম্ অনিত্যত্বে পরলোকিনঃ অভাবাৎ পরলোকাভাবঃ, ততশ্চ স্বর্গনরকাপবর্গাভাবাপত্তে: নাস্তিক্যম্ ইত্যর্থঃ। অমুপপন্ন। চ জীবস্ত উৎপত্তিঃ ইত্যাহ—“প্রতিষেধিস্থ্যতি চ” ইতি ।৪২

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

অধিষ্ঠাতা এব ঈশ্বরঃ ইতি মতে নিরন্তরঃ প্রকৃতিরপি স ইতি মতস্ত বেদসঙ্গতার্থবাৎ জীবোৎপত্তৌ অপি প্রমাণত্বম্ অতো জীব-স্বল্পগত্যা বোধ্যমানাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রহ্মতঃ সমন্বয়স্ত তেন বাধ ইতি শঙ্কানিরাসাৎ সঙ্গতিম্ অভিপ্রৈত্য আহ—“অন্তত্রৈ”তি। পাকরাজকর্তৃঃ বাসুদেবস্ত বেদাদেব সর্ব্বজ্ঞত্বাবগমাৎ কপিলপতঞ্জলীনাং চ জীবত্বাৎ পাকরাজস্ত চ পুরাণেষু বুদ্ধাদিদেশনাবৎ ব্যামোহার্থম্ ঈশ্বরপ্রণীতত্বজ্ঞাবাণং ন বোগান্ত্ত্বধিকরণগতার্থতঃ। অবাস্ত্বরসঙ্গতিবশাৎ ইহপাদে ক্ত লেখঃ ।৪২

ভাস্কর্য্যম্ ।

পাকরাজের অন্ত অংশে বেদের সহিত বিরোধ না থাকায় যে অংশে বিরোধ আছে, সেই অংশের নিরাস করিতেছেন। যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে এই গ্রন্থদ্বারা সেই অংশ বলিতেছেন। অর্থাৎ জীবের যদি কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহা অনিত্য হইবে, এবং অনিত্য হইলে পরলোকী অর্থাৎ বাহ্যের পরলোক হইবে সে ব্যক্তি না থাকায় পরলোকের অভাব হইবে। আর তাহা হইলে স্বর্গ নরক ও মোক্ষের অভাব হইয়া যাওয়ায় নাস্তিকতা হইয়া পড়িবে। জীবের উৎপত্তি হওয়া অসঙ্গত, প্রতিষেধিস্থ্যতি এই গ্রন্থে ইহা বলিতেছেন ।৪২

পাকরাজম্ ।

ন চ কর্তৃঃ করণম্ ।৪৩

ইতশ্চ অসঙ্গতা এষা কল্পনা। যন্ত্যাৎ ন হি লোকে কর্তৃঃ দেবদত্তাদে: করণং পরম্বাদি উৎপদ্যমানং দৃশ্যতে। বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ—কর্তৃঃ জীবাৎ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ

* এই সূত্রে প্রথমোক্ত পদ থাকিলেও “ন চ” দিয়া সূত্রান্ত হওয়ার ইহা আরও অধিকরণের অঙ্গস্বরূপ হইল। রামানুজভাষ্যমতে ইহাও পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ বলা হয়। অন্ত সব মতে ইহা সিদ্ধান্তস্বরূপ। ব্যাখ্যাভেদে পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্য।

(পাঠ্যত্রয় বা ভাষ্যবক্তৃত্বগুণনম্ ।)

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ১৪৪ *

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

প্রত্যক্ষসংজ্ঞকম্ উৎপদ্যতে । কল্পজ্ঞাত তস্মাৎ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকঃ অহঙ্কারঃ উৎপদ্যতে ইতি ।
ন চ এতদ্দৃষ্টান্তম্ অন্তরেণ অধ্যবসাতুং শক্যম্ । ন চ এবদ্ব্যুতং শ্রুতিম্ উপলভ্যমহে ১৪৩

ভাষ্যমুবাদ ।

সূত্রার্থ—চ আর কর্ত্ত্বুঃ অর্থাৎ কর্ত্তা হইতে করণং ন অর্থাৎ করণের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে প্রচ্যাম নামক মনের উৎপত্তি হইতে পারে না ।

ভাষ্যার্থ—এ জগৎ এই কল্পনা অসঙ্গত । যেহেতু জগতে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে কুঠারাদি করণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না । কিন্তু ভাগবতগণ বলেন—কর্ত্তা অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে করণ অর্থাৎ প্রচ্যাম নামক মন উৎপন্ন হয়, এবং কর্ত্তা হইতে উৎপন্ন মন হইতে অনিরুদ্ধ নাম অহঙ্কার উৎপন্ন হয় । ইহা কিন্তু দৃষ্টান্তব্যতীত স্বীকার করিতে পারিলাম না । আর এরূপ শ্রুতিও দেখিতে পাইলাম না ১৪৩

ভাস্তী ।

যত্বপি অনেকশিল্পপর্যাবদাতঃ পরশুং কৃৎস্না তেন পলাশং ছিনত্তি । যত্বপি চ প্রযত্নেন ইন্দ্রিয়ার্থাভ্যমনঃসন্ধিকর্ষলক্ষণং জ্ঞানকরণম্ উপাদায় আত্মা অর্থং জ্ঞানাতি । তথাপি সঙ্কর্ষণঃ অকরণঃ কথং প্রচ্যামাখ্যং মনঃ করণং কুর্যাৎ । অকরণশ্চ বা করণনির্মাণসামর্থ্যে কৃতং করণ-নির্মাণেন । অকরণাদেব নিখিলকার্য্যাসিদ্ধেঃ, ইতি ভাবঃ ১৪৩

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

ভবতু ক্রিয়াকরণম্ উৎপাদ্য ন তু জ্ঞানকরণম্ ইতি আশঙ্ক্যাহ—“প্রযত্নে”তি । প্রযত্নাদীনাং করণত্বং বিবক্ষাতঃ । সিদ্ধান্তস্ত—

বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতিঃ পঞ্চরাত্রঃ নিঃশব্দিতঃ শ্রুতিঃ । তেন জীবজনিমিত্তে সিদ্ধা গোপী নিয়মতে ।

যাবৎ হি একদেশে বেদাবিরোধঃ ঈশ্বরবুদ্ধেঃ বেদমূলকঃ বেদাৎ বা সর্জনবিষয়ঃ প্রমীয়াতে, তাবদেব স্বতঃপ্রমাণবেদাৎ জীবামুৎপত্তি-প্রমিতৌ তাদৃশবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ স্বরবচনাৎ ন জীবোৎপত্তিঃ অবগন্তব্যঃ শক্যতে । অতঃ প্রমাণাপেক্ষতবিষয়ে গোপঃ তদ্বচনং ন তু ভ্রান্তঃ পূর্ব্বপক্ষযুক্তঃ ইতি । সঙ্কর্ষণসংজ্ঞা জীবঃ প্রচ্যামঃ অনমিতুং করণান্তরবান্ ন বা । আত্মে তদেব সর্বত্র করণং স্তাৎ ইতি ন প্রচ্যামঃ করণং ভবেৎ । দ্বিতীয়ঃ প্রত্যাহ—“সঙ্কর্ষণঃ অকরণঃ” ইতি । “করণনির্মাণসামর্থ্যে” ইতি । ইহ করণং কৃতিঃ ১৪৩

ভাস্তীর অনুবাদ ।

যদিও বিবিধ শিল্পকর্মে দক্ষ সূত্রধর কুঠার প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা পলাশ বৃক্ষ ছেদন করে । আর যদিও প্রযত্নদ্বারা ইন্দ্রিয় বিষয় ও আভ্যমনঃসংযোগরূপ জ্ঞানের করণকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মা বস্তুকে জানিতে পারে, তাহা হইলেও সঙ্কর্ষণ করণবিহীন হইয়া কি করিয়া প্রচ্যাম নামক করণকে উৎপাদন করিবে । আর যাহার করণ নাই, তাহার করণ নির্মাণ করিবার সামর্থ্য থাকিলে করণনির্মাণের প্রয়োজন কি ? যেহেতু করণরহিত কর্ত্তা হইতেই সমস্ত কার্য্য নির্বাহ হইতে পারে—ইহাই অভিপ্রায় ১৪৩

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ১৪৪

অথাপি স্তাৎ ন চ এতে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ জীবাদিভাবেন অভিপ্রোয়ন্তে, কিং তর্হি ? ঈশ্বরঃ এব এতে সর্ব্বৈ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীৰ্য্যতেজোভিঃ ঐশ্বর্যৈঃ ধর্ম্মৈঃ অস্থিতা অভ্যুপগম্যন্তে বাসুদেবা এব এতে সর্ব্বৈ নির্দোষা নিরবিধীনা নিররদ্যাশ্চ ইতি, তস্মাৎ নান্যং যথাবর্ণিতঃ উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রাপ্নোতি ইতি ।

অত্র উচ্যতে—এবম্ অপি তদপ্রতিষেধঃ উৎপত্ত্যসম্ভবশ্চ অপ্রতিষেধঃ, প্রাপ্নোত্যেব অয়ম্ উৎপত্ত্যসম্ভবঃ দোষঃ প্রকারান্তরেণ ইতি অভিপ্রায়ঃ । কথম্ ? যদি তাবৎ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ পরম্পরভিন্না এব এতে বাসুদেবাদয়ঃ চত্বারঃ ঈশ্বরঃ তুল্যধর্ম্মাণঃ ন এবাম্

* এহলে “বা”শব্দ থাকার “অপ্রতিষেধঃ” এই প্রথমস্ত পদ সম্বন্ধে ইহার দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ হইল না । অবশ্য এতাদৃশ “বা”শব্দ থাকতেও অধিকরণ আরম্ভ সম্ভব হইয়াছে, দেখা যায় । তাহার কারণ অনুসন্ধান । রামানুজমতে ইহা হইতে এই অধিকরণে সিদ্ধান্ত আরম্ভ ।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতভেদম্ ।)

[বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিবেদঃ ১৪৪]

শাক্তভাষ্যম্ ।

একাত্মকত্বম্ অস্তি ইতি, ততঃ অনেকেশ্বরকল্পনানর্থক্যম্, একেনৈব ঈশ্বরেণ ঈশ্বরকার্য্য-
সিদ্ধেঃ, সিদ্ধান্তহানিশ্চ, ভগবান্ এব একো বাসুদেবঃ পরমার্থত্বম্ ইতি অভ্যুপগমাৎ ।

অথ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ একেশ্বর ভগবতঃ এতে চত্বারঃ ব্যূহাঃ তুল্যধৰ্ম্মাণ ইতি, তথাপি
তদবস্থ এব উৎপত্ত্যসম্ভবঃ । ন হি বাসুদেবাৎ সঙ্কৰ্ষণস্ত উৎপত্তিঃ সম্ভবতি । সঙ্কৰ্ষণাচ্চ
প্রত্যক্ষস্ত প্রত্যক্ষাচ্চ অনিরুদ্ধস্ত অতিশয়াভাবাৎ । ভবতিব্যং হি কার্য্যকারণয়োঃ অতিশয়েন
যথা মৃদুষ্টয়োঃ । ন হি অসতি অতিশয়ে কার্য্যং কারণম্ ইতি অবকল্প্যতে । ন চ পাঞ্চরাত্র-
সিদ্ধান্তিভিঃ বাসুদেবাদিষু একম্বিন্ সৰ্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিৎ ভেদঃ
অভ্যুপগম্যতে । বাসুদেবা এব হি সৰ্বে ব্যূহা নির্বিশেষা ইম্যন্তে । ন চ এতে ভগবদ্-
ব্যূহাঃ চতুঃসংখ্যায়াম্ এব অবতিষ্ঠেয়ান্, ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যস্ত সমস্তেশ্বর জগতঃ ভগবদ্-
ব্যূহস্বাবগমাৎ ১৪৪

ভাষ্যানুবাদম্ ।

মুত্রার্থ—বা অর্থাৎ অথবা যদি বল বিজ্ঞানাদিভাবে অর্থাৎ বাসুদেবাদি ব্যূহ চতুষ্টয় সকলেই জ্ঞান
ঐশ্বর্য্য বলবীৰ্য্যাদিযুক্ত ঈশ্বর অতএব তাঁহারা নির্দোষ । তাহা হইলেও তদপ্রতিবেদঃ অর্থাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবরূপ
দোষের প্রতিবেদ হয় না ।

ভাষ্যার্থ—আর যদি এরূপ অভিপ্রায় হয় যে—এই সঙ্কৰ্ষণপ্রভৃতিকে জীবাদিরূপে আমরা মনে করি
না । তবে কি ? ইহারা সকলেই ঈশ্বর, জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীৰ্য্য ও তেজ এই সকল ঈশ্বরের গুণে ভূষিত,
ইহাই আমরা স্বীকার করি, ইহারা সকলেই বাসুদেব, অতএব নির্দোষ অর্থাৎ অবিজ্ঞাদি দোষরহিত, নিরধিষ্ঠান
অর্থাৎ ইহাদের কোন উপাদান নাই, অতএব নিরবস্থা অর্থাৎ অনিত্যত্বাদি কোন দোষ নাই । অতএব
পূৰ্ব্বোক্ত উৎপত্ত্যসম্ভবাদি কোন দোষই হয় না ।

এ বিষয়ে আমরা বলি—এইরূপ বলিলেও তদপ্রতিবেদ অর্থাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবরূপ দোষের কোন প্রতিকারই
হয় না, অর্থাৎ অজ্ঞপ্রকারে উৎপত্ত্যসম্ভব দোষ হয়ই । যদি বল—কি করিয়া ? যদি তোমার এই অভিপ্রায় হয়
যে—বাসুদেবাদি এই চারিজন পরস্পর ভিন্ন ঈশ্বর এবং সমান গুণবান্ তাঁহারা এক নহেন । তাহা হইলে
অনেক ঈশ্বর কল্পনা করা বুধা হয় ; কারণ, এক ঈশ্বরের দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হয়, এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও
নষ্ট হয় ; কারণ, তাঁহারা স্বীকার করেন যে—একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই পরম সত্য ।

আর যদি এই অভিপ্রায় হয় যে—এক ভগবানেরই চারিজন সমানগুণযুক্ত ব্যূহ, তাহা হইলেও উৎপত্ত্য-
সম্ভবরূপ সেই দোষই থাকিয়া গেল ; কারণ, বাসুদেব হইতে সঙ্কৰ্ষণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে, এবং সঙ্কৰ্ণ
হইতে প্রস্থানের, এবং প্রস্থান হইতে অনিরুদ্ধের ইত্যাদি ; কারণ, কোন অতিশয় অর্থাৎ বিশেষ নাই । যেহেতু,
কার্য্য ও কারণের অতিশয় হওয়া উচিত, যেমন মৃত্তিকা ও ঘটের । কারণ, অতিশয় না থাকিলে ইহা কার্য্য,
ইহা কারণ—এরূপ কল্পনা করা যায় না । আর ঐহারা পাঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তবাদী তাঁহারা বাসুদেবাদির মধ্যে একে
অথবা সকলে জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি তারতম্যবশতঃ কোন ভেদ স্বীকার করেন না ; কারণ, তাঁহারা স্বীকার করেন
যে সকল ব্যূহই বাসুদেব—কোন তারতম্য নাই । আর এই ভগবদ্ব্যূহসকল কেবল চারিটি সংখ্যাতেই
অবস্থান করিতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যস্ত সমস্ত জগতই ভগবানের ব্যূহ বলিয়া জ্ঞান যায় ১৪৪

ভাষ্যম্ ।

বাসুদেবা এব এতে সঙ্কৰ্ণাদিভ্যা নির্দোষাঃ অবিজ্ঞাদিদোষরহিতাঃ । নিরধিষ্ঠান
নিরূপাদানাঃ অতএব নিরবস্থাঃ অনিত্যত্বাদিদোষরহিতাঃ । তস্মাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবঃ অজ্ঞগুণত্বাৎ
ন দোষঃ ইত্যর্থঃ । অত্রোচ্যতে—“এবমপি” ইতি । মা ভূৎ অভ্যুপগমেন দোষঃ, প্রকারান্তরেণ
তু অয়মেব দোষঃ । প্রশ্নপূৰ্ব্বং প্রকারান্তরম্ আহ—“কথং ? যদি তাবৎ” ইতি । ন তাবৎ এতে
পরস্পরং ভিন্না ঈশ্বরাঃ পরস্পরব্যাহতেচ্ছা ভবিতুম্ অর্হন্তি, ব্যাহতকামস্বৈ চ কার্য্যানুৎপাদাৎ ।

(পাণ্ডরাজ বা ভাগবতমতঃপ্রণয়নম্ ।)

বিপ্রতিষেধাচ্চ ১৪৫ †

ভামতী ।

অব্যাহতকামদে বা প্রত্যেকম্ ঈশ্বরদে একেনৈব ঈশনায়াঃ কৃতত্বাৎ আনর্থক্যম্ ইত্যেবাম্ । সমুদ্র চ ঈশনায়াঃ পরিশুদ্ধো ন কশ্চিৎ ঈশ্বরঃ স্ত্রাৎ, সিদ্ধান্তহানিশ্চ “ভগবানৈব একো বাসুদেবঃ পরমার্থত্বম্ ইত্যভ্যুপগমাৎ” । তস্মাৎ কল্পান্তরম্ আশ্বেয়ম্ । তত্র চ উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ ইত্যশয়বান্ কল্পান্তরম্ উপপন্নম্ উৎপত্ত্যসম্ভবেন অপাকরোতি—“অথায়ম্ অভিপ্রায়ঃ” ইতি । সুগমম্ অত্র ১৪৪

বেদান্তকল্পতরুঃ ।

“পরম্পরবাহতেচ্ছা” ইতি । ব্যাহতেচ্ছদে ঈশ্বরব্যাপ্যতাং ইত্যর্থঃ । উৎপত্তে হি কার্যো তৎ প্রতি ঈশ্বরত্বম্ উৎপত্তিরেষ ন স্ত্রাৎ, ইত্যাহ—“ব্যাহতকামদে বা” ইতি । পরিশুদ্ধং নিশ্চিতম্ । অনেকেষরদে অপসিদ্ধান্তম্ অহা ভগবানৈব” ইতি ১৪৪

ভামতীর অনুবাদ ।

সঙ্কর্ষণাদি ইহান্না সকলে বাসুদেবই, নির্দোষ অর্থাৎ ইহাদের অবিজ্ঞাদি দোষ নাই । নিরর্থিষ্ঠান অর্থাৎ ইহাদের কোন উপাদানকারণ নাই । অতএব নিরবস্থা অর্থাৎ ইহাদের অনিত্যতা প্রভৃতি কোন দোষ নাই । অতএব উৎপত্তির অসম্ভাবনা অমূল্য হওয়ায় দোষ নহে । অত্রোচ্যতে এবমপি ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে—অভ্যুপগম অর্থাৎ যাহা স্বীকার করিলেন, তদনুসারে কোন দোষ না হউক, কিন্তু অত্র প্রকারে ইহাই দোষ হয় । প্রশ্ন করিয়া প্রকারান্তর বলিতেছেন—কথং যদি তাবৎ । পরম্পর ভিন্ন এই ঈশ্বর সকল পরম্পর ব্যাহতেচ্ছ হইতে পারেন না, অর্থাৎ পরম্পরে পরম্পরের ইচ্ছা নষ্ট করিতে পারেন না । কারণ, যদি তাঁহারা ব্যাহতেচ্ছ হন, তাহা হইলে কোন কার্যই উৎপন্ন হইতে পারে না । আর তাঁহারা যদি ব্যাহতেচ্ছ না হন, তাহা হইলে প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইলে এক ব্যক্তির শাসন করিতে পারেন বলিয়া অপরের কোন প্রয়োজন হইবে না । আর যদি সকলে মিলিত হইয়া শাসন করেন, তাহা হইলে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ খাটী ঈশ্বর কেহই হইতে পারেন না, তাঁহাদের সিদ্ধান্তও নষ্ট হয় । কারণ, তাঁহারা স্বীকার করেন যে, একমাত্র বাসুদেবই পরমসত্য । অতএব অত্রপক্ষ আশ্রয় করিতে হইবে । আর সেই পক্ষে উৎপত্ত্য-সম্ভব-দোষ হয়, এই অভিপ্রায়ে অত্রপক্ষ উল্লেখ করিয়া উৎপত্ত্যসম্ভব দোষের দ্বারা অথায়ম্ অভিপ্রায় এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন । অবশিষ্ট ভাষ্য সহজে বুঝা যাইবে ১৪৪

শাস্ত্রভাষ্যম্ ।

বিপ্রতিষেধাচ্চ ১৪৫

বিপ্রতিষেধশ্চ অস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিত্বকল্পনাদিলক্ষণঃ, জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তিবলবীৰ্য্যতেজাংসি গুণঃ, আত্মান এবং এতে ভগবন্তঃ বাসুদেবাঃ ইত্যাদিদর্শনাৎ । বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি । চতুর্ভূ বেদেষু পরং শ্রেয়ঃ অলঙ্কা । শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রম্ অধিগতবান্ ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ । তস্মাৎ অসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধম্ ১৪৫ ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যধিকরণম্ ।

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজাপাদ-শিষ্য শ্রীমচ্ছরতভগবৎপূজাপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাব্যো

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ১২

ভাষ্যানুবাদ ।

সূত্রার্থ—বিপ্রতিষেধঃ অর্থাৎ এই ভাগবতশাস্ত্রে গুণগুণী কল্পনা প্রভৃতি নানাবিধ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, চ অর্থাৎ এবং বেদবিরোধও আছে ।

ভাষ্যার্থ—এই ভাগবতশাস্ত্রে গুণ ও গুণীর কল্পনাপ্রভৃতি নানাবিধ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় । কারণ, জ্ঞান ঐশ্বর্য বল বীৰ্য্য ও তেজ—গুণ, বাসুদেব প্রভৃতি এই ভগবান্ সকল আত্মা ভিন্ন নহেন ইত্যাদি দেখা যায় । বেদবিরোধও আছে ; কারণ, চারিবেদে পরম কল্যাণকর কিছু না পাইয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্রলাভ

† এখানে প্রথমস্ত পদ না থাকায় এতদ্বারা অধিকরণ আরম্ভ হইল না । রামানুজমতে ইহা সিদ্ধান্তপত্র ।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চ ১৪৫]

ভাষ্যমুবাৎ।

করিয়াছেন, ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত ১৪৫ উৎপত্ত্যসম্ভব নামক অষ্টম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ইতি ত্রীচাক্ষুঃ-তর্কশ্রুতি-বেদান্ততর্কতীর্থকৃত-শারীরক-মীমাংসাতন্ত্রে-দ্বিতীয়াধ্যায়-
দ্বিতীয়পাদেয় ভাষ্যব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

ভামতী।

গুণিভ্যঃ খলু আত্মভ্যঃ জ্ঞানাদীন গুণান্ ভেদেন উক্ত্বা পুনঃ অভেদং ক্রতে—“আত্মান
এব এতে ভগবন্তো বাসুদেবাঃ” ইতি। আদিগ্রহণেন প্রদ্যমানরূপকায়োঃ মনোহঙ্কারলক্ষণতয়া
আত্মনো ভেদম্ অভিধায় আত্মান এব এতে ইতি তদ্বিরুদ্ধাভেদাভিধানম্ অপরং সংগৃহীতম্।
বেদবিপ্রতিষেধঃ ব্যাখ্যাতঃ ১৪৫ ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতো শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে
ভামত্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ব্যাখ্যাতো ভাষ্যে ইতি শেষঃ ১৪৫ ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যধিকরণম্।

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকচাণ্যাসুতবানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-ভগবদমলানন্দ-বিরচিতো
বেদান্তকল্পতরৌ দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

গুণবান্ আত্মাসকল হইতে জ্ঞানাদি গুণসকলকে পৃথক্ করিয়া বলিয়া আবার আত্মান এব এতে
ইত্যাদি গ্রন্থে তাহাদের অভেদ বলিতেছেন। আদি শব্দদ্বারা প্রদ্যমান ও অনিরুদ্ধ মন ও অহঙ্কার স্বরূপ
বলিয়া আত্মা হইতে ভেদ বলিয়া আত্মান এব এতে এই গ্রন্থে তাহার বিরুদ্ধ অত্র একটি অভেদ কথনের
সংগ্রহ করা হইয়াছে। বেদবিরোধ ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ১৪৫ উৎপত্ত্যধিকরণ নামক অষ্টম অধিকরণ
সমাপ্ত হইল।

ইতি ত্রীচাক্ষুঃ-তর্কশ্রুতি-বেদান্ততীর্থকৃত-শারীরক-ভাষ্যে-দ্বিতীয়াধ্যায়-দ্বিতীয়পাদেয়
ভামতীর ভাষ্যব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

অষ্টম অধিকরণের তাৎপর্য।

সপ্তম অধিকরণে ঈশ্বরের কেবলমাত্র নিমিত্তকারণতাবাদী যে সব মত অর্থাৎ একদেশী মাহেশ্বর, সাংখ্য
ও পাতঞ্জল মত এবং শ্রায় ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতগুলি খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে এই পাদেয় এই শেষ
বা অষ্টম অধিকরণে যে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রমতে জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা হয়,
সেই ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতের সেই অংশের খণ্ডন করা হইতেছে। ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রমতে বলা
হয়—একই ভগবান্ বাসুদেব নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ এবং পরমার্থতত্ত্ব। তিনি চারি প্রকারে অবস্থিত। যথা—
বাসুদেববৃহৎ, সংকর্ষণবৃহৎ, প্রদ্যুম্নবৃহৎ এবং অনিরুদ্ধবৃহৎ। বাসুদেবই পরমাত্মা সংকর্ষণ জীব, প্রদ্যুম্ন মন, এবং
অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। এই ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে—বাসুদেব হইতে সংকর্ষণের সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের
এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের যে উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহাই একশ্রেণীর ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রের মত।
এই মতটী অসঙ্গত। কারণ, জীবের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় না। ইহাই এই অধিকরণের তাৎপর্য।

এজন্য এই অধিকরণে চারিটা সূত্র আছে। যথা—

১। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ১৪২

৩। বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ১৪৪

২। ন চ কর্তৃঃ করণম্ ১৪৩

৪। বিপ্রতিষেধাচ্চ ১৪৫

ইহাদের আক্ষরিক অর্থ এই—

১। এস্থলে “নৈকশ্লিষসম্ভবাৎ” এই সূত্র হইতে নকারের অল্পবৃত্তি করিয়া “ন উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ” সূত্রটী
পাঠ করা হয়। ইহার অর্থ—না, বাসুদেব হইতে জীবোৎপত্তি সম্ভব নহে।

২। আর কর্তা হইতে যে করণের উৎপত্তি তাহাও সম্ভব হয় না। যেমন কর্তা দেবদত্ত হইতে
কুঠাররূপ করণের উৎপত্তি দেখা যায় না। অতএব এক কর্তা বাসুদেব হইতে জীবোৎপত্তি সম্ভব হয় না।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতভণ্ডনম্ ।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চ । ৪৫]

অষ্টমাধিকরণের ভাষণব্য ।

৩। আর সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহারা বাহুদেবের ত্রায় বিজ্ঞানাদি স্বরূপ হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও বলযুক্ত এবং নির্দোষ হইলেও তাহাদের উৎপত্তিরূপ দোষের বারণ হয় না। কারণ, বাহুদেবাদি চারিজনই যদি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর বলা হয়, তবে এক বাহুদেব ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়। আর তিনজন উৎপন্ন হইলেও চারিজনই এক বাহুদেব ঈশ্বরের তুল্যধর্ম্মা যদি বলা হয়, তাহা হইলে উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু কারণ হইতে উৎপন্ন কার্যে কিঞ্চিৎ অতিশয় থাকেই।

৪। এবং জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীৰ্য্য ও তেজকে কোথাও বাহুদেবের গুণ, কোথাও বা উক্ত গুণগুলিই ভগবান্ বাহুদেবে, ইহা বলা হয় বলিয়া, এবং কোথাও বা বেদের নিন্দা থাকায়, এই মতবাদটি প্রামাণিক নহে।

এক্ষণে এই অধিকরণের সঙ্গতি সংশয় বিষয় প্রভৃতি অবয়ব পাঁচটি এই—

(১) সঙ্গতি—

প্রথম স্রুতিসঙ্গতি—(পূর্ববৎ)

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—ইহা এস্থলে প্রত্যাধারণ সঙ্গতি। অর্থাৎ পূর্বাধিকরণে ঈশ্বর কেবল অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ,—এইরূপ বেদবিরুদ্ধমত নিরাস করা হইয়াছে; এক্ষণে ঈশ্বর নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ এই বেদসম্মত মতে যে জীবের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া এই অধিকরণ আদ্রস্ত করা হইতেছে বলিয়া ইহার পূর্বাধিকরণের সহিত প্রত্যাধারণ-সঙ্গতি বলা হয়।

২। বিষয়—পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত মতে বাহুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবোৎপত্তি, সেই সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে প্রদ্যুম্ননামক মনের উৎপত্তি, এবং সেই প্রদ্যুম্ননামক মন হইতে অনিরুদ্ধনামক অহংকারের উৎপত্তি।

(৩) সংশয়—উক্ত ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক কি প্রমাণমূলক নহে ?

(৪) পূর্বপক্ষ—উহা প্রমাণমূলক। কারণ, স্রুতিতে আছে, “এতন্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ” (মু ২।১।৩) “স একধাতবতি ত্রিধা ভবতি” (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি এবং পরমসংহিতায় আছে—“পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাৎ বাহুদেবাৎ সঙ্কর্ষণানাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞঃ মনঃ জায়তে, তন্মাৎ অনিরুদ্ধ-সঙ্কোহহংকারো জায়তে” ইত্যাদি।

(৫) সিদ্ধান্ত—উহা প্রমাণমূলক নহে। কারণ, জীবের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। যেহেতু স্রুতিতে আছে—“অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণঃ” ইত্যাদি। তাহার পর যুক্তি এই যে, যাহার উৎপত্তি হয় তাহা অনিত্যই হয়, আর তাহা হইলে জীবের মোক্ষ অসম্ভব হয়। অতএব জীবোৎপত্তিপ্রভৃতি বিষয়ে পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত প্রমাণমূলক নহে।

(৬) ফলভেদ—পূর্ববৎ (প্রথমাধিকরণবৎ) অর্থাৎ পূর্বপক্ষে পাঞ্চরাত্র-আগমবিরোধবশতঃ জীবা-ভিন্ন ব্রহ্মে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র এই বিষয়ে প্রমাণ নহে বলিয়া বিরোধ থাকিতে পারে না, অতএব সমন্বয় সিদ্ধ হয়।

এস্থলে শাস্ত্রদর্পণগ্রন্থে পূর্বপক্ষরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

ঈশোক্তং ন পুরাণেষু ব্যামোহার্থমিতীরিতম্ ।

পাঞ্চরাত্রমতো জীবো বিকার ইতি মীয়াতে ॥১

অর্থাৎ ঈশ্বরোক্ত পাঞ্চরাত্রমত বুদ্ধাদির ত্রায় জীববুদ্ধিবিমোহনার্থ এ কথা পুরাণমধ্যে কথিত হয় নাই। অতএব পাঞ্চরাত্রমতে যে জীবকে বিকার বলা হয়, তাহা সঙ্গত।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্ ।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চ ১৪৫]

অষ্টমাদিকরণের তাৎপর্য ।

এস্থলে শাস্ত্রদর্শনগ্রন্থে সিদ্ধান্তরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

বুদ্ধিপূর্বকৃতিস্তত্ত্বং ব্রহ্মনিঃশ্চিন্তিতং শ্রুতিঃ ।

তেন জীবজনিস্তত্ত্বং সিদ্ধা গৌণী নিয়ম্যতে ॥২

অর্থাৎ পাঞ্চরাত্র তন্ত্র নারায়ণ কর্তৃক বুদ্ধিপূর্বক রচিত, কিন্তু শ্রুতি ব্রহ্মনিঃশ্চিন্তিত । এজন্য তাহা প্রবল প্রমাণ । আর এজন্য পাঞ্চরাত্রমতে যে জীবোৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা গৌণার্থক বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি ।

এ বিষয়ে শ্রীমদভারতীতীর্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

জীবোৎপত্তাদিকং পাঞ্চরাত্রোক্তং যুক্ত্যতে ন বা ।

যুক্তং নারায়ণবাহতৎসমারাদনাদিবৎ ॥১

যুক্ত্যতামবিরুদ্ধোংশো জীবোৎপত্তি ন যুক্ত্যতে ।

উৎপন্নস্ত বিনাশিত্বং কৃতনাশাদিদোষতঃ ॥২

অর্থঃ—পাঞ্চরাত্রোক্ত জীবোৎপত্তাদিকং যুক্ত্যতে ন বা ? নারায়ণবাহ-তৎ-সমারাদনাদিবৎ যুক্তম্ ॥১ অবিরুদ্ধোংশো, যুক্ত্যতাম্ ; উৎপন্নস্ত বিনাশিত্বং কৃতনাশাদিদোষতঃ জীবোৎপত্তিঃ ন যুক্ত্যতে ॥২

অর্থ—পাঞ্চরাত্রগ্রন্থে উক্ত যে জীবোৎপত্তাদি তাহা যুক্ত কি অযুক্ত ? নারায়ণের বাহ এবং তাঁহার আরাধনাদি যেমন যুক্ত, তদ্রূপ জীবোৎপত্তাদিও যুক্তই ॥১ অবিরুদ্ধাংশ যুক্ত হয় হউক (তাহাতে আপত্তি নাই), কিন্তু উৎপন্ন বস্তু বিনাশিত্বশ্রুত কৃতনানি এবং অকৃতভাগ্যম দোষ হয় বলিয়া জীবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না ॥২

ইতি ত্রিচারকৃষ্ণ স্মৃতিতর্ক-বেদান্ততীর্থকৃত-শ্রীমচ্ছারীরিক ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়-দ্বিতীয়পাদের অধিকরণ-তাৎপর্যনির্ণয় সমাপ্ত হইল ।

এই অধিকরণের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণের মধ্যে অত্যধিক মতভেদ দৃষ্ট হয় । শঙ্করের সমসাময়িক অথবা অবাবহিত পরবর্তী ভাস্করভাষ্যে ইহার ব্যাখ্যা শাকরভাষ্যের অনুরূপ হইলেও ইহাতে উক্ত চারিটি সূত্রের মধ্যে শেষ “বিপ্রতিষেধাচ্চ” সূত্রটাই নাই । উহা “শ্রুতিবিপ্রতিষেধাচ্চ” এই আকারে ভাষ্যের অঙ্গীভূতরূপে দৃষ্ট হয় । রামানুজভাষ্যে উক্ত চারিটি সূত্র থাকিলেও প্রথম দুইটি সূত্রকে পূর্বপক্ষসূত্র করিয়া শেষ দুইটিকে সিদ্ধান্তসূত্র করিয়া পাঞ্চরাত্রমতের স্থাপন করা হইয়াছে । ইহাতে কিন্তু দুইটি বাধা আছে । প্রথম এই পাদে একটি সূত্রও পূর্বপক্ষরূপে উক্ত হয় নাই এবং দ্বিতীয়—এই পাদে পরপক্ষখণ্ডন করা হইয়াছে, স্বপক্ষস্থাপনকার্য্য প্রথমপাদে হইয়া গিয়াছে । অতএব রামানুজভাষ্যে পাদসঙ্গতিরও হানি ঘটয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ শৈবভাষ্যে ইহাতে পাঞ্চরাত্রমতের দুষ্টাংশ খণ্ডন করা হইয়াছে, বলা হইয়াছে । মধ্ব নির্ধারক এবং বলদেব ভাষ্যে ইহাতে শাক্তমত খণ্ডিত হইয়াছে, বলা হইয়াছে । বল্লভভাষ্যে পাঞ্চরাত্রমতের দুষ্টাংশের খণ্ডন করা হইয়াছে, বলা হইয়াছে । বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্যে ইহাকে পৃথক অধিকরণই করা হয় নাই । ইহাতে কঠা ব্রহ্মের কারণসমূহের উৎপত্তি অসম্ভব—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । পত্যাদিকরণেও পাশ্চপত-মতের খণ্ডনও বলা হয় নাই । তথায় ঈশ্বরে অনুমান হয় না—এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে । রামানুজ-সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ রামাং সম্প্রদায়ের আনন্দভাষ্যে প্রথম দুইটি সূত্রকে পূর্বপক্ষ করা হয় নাই এবং পাঞ্চরাত্রমত স্থাপনপররূপেও ব্যাখ্যা করা হয় নাই । ফলতঃ রামানুজীয় ব্যাখ্যায় যে পাদসঙ্গতির অপলাপ হয়, তাহা করিতে এক রামানুজভাষ্য ব্যতীত কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই । শাকরভাষ্যেও পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের দুষ্টাংশেরই খণ্ডন আছে । অতএব এস্থলে শাকরব্যাখ্যাই বহুজনসম্মত হইতেছে । এতদ্ব্যতীত উপলভ্যভাষ্যের মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । এস্থলে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই যে, যে সব বৈষ্ণবচার্য্য পাঞ্চরাত্রমতরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার পাঞ্চরাত্র একদেশীর মতখণ্ডন বলিয়া পাঞ্চরাত্রমতের নির্দোষতা রক্ষা করিয়াছেন । তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণভাষ্যে পাশ্চপতমতখণ্ডনের জন্য দোষবারণের জন্য একদেশী পাশ্চপতের খণ্ডন বলিয়া পাশ্চপতমতের নির্দোষতা রক্ষা করিয়াছেন । কিন্তু প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও ভাস্কর একদেশী পাঞ্চরাত্রমতখণ্ডনের কথা বলেন নাই । এমন কি রামানুজচার্য্যও সে পথ গ্রহণ না করিয়া অথও পাঞ্চরাত্রমতের স্থাপনেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, পরবর্তী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা সম্প্রদায়ভূগত ব্যাপ্য নহে । এস্থলে ব্যাসাভিপ্রেত সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাটি শঙ্কর ও ভাস্করেই প্রাচীণ হইয়াছে, মনে হয় । (সম্পাদক)

অধিকরণানুযায়ী সূত্রবিভাগ ।

১। রচনামুপপত্ত্যধিকরণ (সাংখ্যমতখণ্ডন)

১। রচনামুপপত্ত্যে নানুমানম্ ২।২।১	(সিদ্ধান্তসূত্র)
২। প্রবৃত্ত্যে ২।২।২	"
৩। পয়োদ্ব্যবচ্ছেদ তত্রাপি ২।২।৩	"
৪। ব্যতিরেকানবস্থিতেন্চানপেক্ষত্বাৎ ২।২।৪	"
৫। অন্ত্রাত্তাভাবাচ্চ ন তুণাদিবৎ ২।২।৫	"
৬। অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ২।২।৬	"
৭। পুরুষান্ধবদিতি চেৎ তথাপি ২।২।৭	"
৮। অদ্বিত্যমুপপত্ত্যে ২।২।৮	"
৯। অন্ত্রাত্তামিতৌ চ জ্ঞপ্তিবিশিষ্টাৎ ২।২।৯	"
১০। বিশ্রুতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ২।২।১০	"

২। মহদীর্ঘাধিকরণ (সাংখ্যের আক্ষেপখণ্ডন)

১। মহদীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ২।২।১১	"
---	---

৩। পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ (বৈশেষিকমতখণ্ডন)

১। উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ ২।২।১২	"
২। সমবায়ভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ২।২।১৩	"
৩। নিত্যমেব চ ভাবাৎ ২।২।১৪	"
৪। রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ২।২।১৫	"
৫। উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।১৬	"
৬। অপরিগ্রহাচ্চাত্ত্যস্তমনপেক্ষা ২।২।১৭	"

৪। সমুদায়ধিকরণ (সর্কান্তিবৌদ্ধবাদখণ্ডন)

১। সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ নিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৮	"
২। ইতরেতরপ্রত্যয়াদিতি চেম্মোৎপত্তিমাভিনিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৯	"
৩। উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ২।২।২০	"
৪। অসত্তি প্রতিজ্ঞাপরোধো যৌগপক্ষমত্বাৎ ২।২।২১	"
৫। প্রতিসংখ্যাহপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ২।২।২২	"
৬। উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।২৩	"
৭। আকাশে চাবিশেষাৎ ২।২।২৪	"
৮। অল্পমুত্তে ২।২।২৫	"
৯। নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ২।২।২৬	"
১০। উদাসীনানামপি চৈবংসিদ্ধিঃ ২।২।২৭	"

৫। অভাবাধিকরণ (বিজ্ঞান ও শূন্যবাদখণ্ডন)

১। নাভাব উপলক্ষেঃ ২।২।২৮	"
২। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯	"
৩। ন ভাবোহুপলক্ষেঃ ২।২।৩০	"
৪। ক্ষণিকত্বাচ্চ ২।২।৩১	"
৫। সর্কথাহুপপত্ত্যে ২।২।৩২	"

২০৪ বেদান্তদর্শনম্—দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ২য় পাদঃ ।

(অধিকরণতত্ত্ববিভাগ ।)

৬। একশ্লিষ্টতাবাদিকরণ (জৈনমতখণ্ডন)

- ১। নৈকশ্লিষ্টসম্ভবাৎ ২।২।৩৩
- ২। এবং চাত্মাহিকার্ণাম্ ২।২।৩৪
- ৩। ন চ পর্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ২।২।৩৫
- ৪। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ২।২।৩৬

৭। পত্যাধিকরণ (পাণ্ডপত ও নৈয়ায়িকমতখণ্ডন)

- ১। পত্ন্যুরসামঞ্জস্তাৎ ২।২।৩৭
- ২। সম্বন্ধানুপপত্তেচ্চ ২।২।৩৮
- ৩। অসিষ্টানানুপপত্তেচ্চ ২।২।৩৯
- ৪। করণবচ্ছেদে ভোগাদিভ্যঃ ২।২।৪০
- ৫। অন্তবস্তুমসর্বজ্ঞতা বা ২।২।৪১

৮। উৎপত্ত্যাধিকরণ (ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রমতখণ্ডন)

- ১। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ২।২।৪২
- ২। ন চ কর্তৃঃ করণম্ ২।২।৪৩
- ৩। বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ২।২।৪৪
- ৪। বিপ্রতিষেধাচ্চ ২।২।৪৫

